

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীমত্তবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটার প্রাইভেট লিমিটেড
২১, বামাপুরুষ লেন,
কলিকাতা-৯

জুন
১৯৭৪
৫

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, বামাপুরুষ লেন,
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয়—
টী. ১৫০০

ਏਜ਼ਾਬੇਥ



ভূমিকা

অনন্তককণাময় ত্রীভগবানের রূপায় ব্রহ্মবৈবর্ত-পুৰাণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আৰ্য্যশাস্ত্রের নিগূঢ় পৰমদ্রুক্ষেপ তত্ত্বসমূহ সাধাবণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানবকে অনায়াসে বুঝাইবাব নিমিত্ত মহামুনি বেদব্যাস পুৰাণসমূহ রচনা কবিয়াছেন। বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহ মন্থন কবিত্তে কবিত্তে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানব যে জ্ঞানায়ত আহরণে অবসর হইয়া পড়েন, পুৰাণপাঠক অনায়াসে তাহা লাভ কবিত্তে সমর্থ হন, জ্ঞানপিপাসু এই পুৰাণেব আশ্বাসে সিদ্ধকাম হন এবং কাম্যপদে উপনীত হইয়া অনন্ত শান্তি ও অসীম তৃপ্তি লাভ কবেন। মুমুক্শু ইহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিয়া জীবমুক্ত হন, ধর্মপিপাসু ইহাব উপদেশাবলী সামবে গ্রহণ করিয়া চবিতার্থতা লাভ কবেন, সংসারীব নিকটেও ইহা সংপৰামর্শদাতা পৰমবন্ধুব ত্রাষ হিতকাবী। সংসারীব কামনা অনন্ত, ভোগেচ্ছা প্রবল, কিন্তু অসংঘত ভোগ কখনই মানবেব মনে আতান্তিক তৃপ্তিদান কবিত্তে পাবে না। পুৰাণ মানুষেব ভোগ-প্ররুতিক সংঘত কবিয়া তাহাব মনকে বিমুক্ত ও প্রবুদ্ধ কবিয়া তুলে। পুৰাণ সর্বকালে সর্বপ্রেক্ষণীব পৰম হিতকাবী বন্ধু। পুৰাণেব মধ্যে যে সকল জটিল তত্ত্বের সূচীমাংসা কবা হইবাছে, তাহা অনুধাবন কবিলে বিস্ময়েব পবিসীমা থাকে না।

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুৰাণ মহামুনিবচিত অষ্টাদশ মহাপুৰাণেব অত্যন্তম। এই মহাপুৰাণ চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ব্রহ্মখণ্ড—পৰব্রহ্ম হইতে কিঞ্চে অপরিমেয বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব উৎপত্তি হইল, এই খণ্ডে তাহাই বর্ণিত হইবাছে। দ্বিতীয় প্রকৃতিখণ্ড—এই খণ্ডে পৰমা প্রকৃতিব অনন্তশক্তিকে আবির্ভাবেব বিষয় বর্ণিত হইবাছে এবং প্রসঙ্গক্রমে পাণ্ডিত্য-মাহাত্ম্য, পাপাচারীব শান্তি প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হইবাছে। তৃতীয় গণেশখণ্ড—এই খণ্ডে বিঘ্ননাশক গণপতিব জন্ম হইতে আবস্ত কবিয়া তাহাব কাৰ্যাবলী এবং প্রাসঙ্গিক অস্ত্রাস্ত্র বিষয় বর্ণিত হইবাছে। চতুর্থ বা সর্বশেষ অংশ ত্রীকুম্ভজন্মখণ্ড—ইহা নামভঃ ত্রীকুম্ভজন্মখণ্ড হইলেও ইহাতে ভগবান্ বাসুদেবেব আজন্ম সকল লীলায় কথাই বিশদভাবে বর্ণিত হইবাছে। বাস্তবিক এই চতুর্থ খণ্ডটিই ব্রহ্মবৈবর্ত মহাপুৰাণেব সাব। ইহা সুবিস্তৃত এবং লীলাময়েব অপূর্ব লীলাকথায স্তম্ভব। যিনি বিশ্বলীলাব অতীত, সেই নিগুণ নিবাকাব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্ভদ্রবর্মণি পবিগ্রহ কবিয়া কিজন্ত দ্বাবময ধবায়ামে অবতীর্ণ হইবাছিলেন, কিঞ্চেই বা তিনি পবিত্র ব্রহ্মধামে গোপগোপীদেব জদযহাবী সখাকঞ্চে অবস্থান কবিবাছিলেন, কসে প্রভৃতি দ্বাবাজ্ঞা পাপাচারিগণ কেমন কবিয়া তাহাব হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবাছিল, তাহাব নিত্যসঙ্গিনী, মহাশক্তিস্বকপিণী পরমা প্রকৃতি বাধা কিজন্ত গোপীমূর্তি ধাবন কবিয়া ত্রীকুম্ভাবনে অবতীর্ণ হইবাছিলেন ইত্যাদি ভাবত তত্ত্ব জানিবাব কৌতুহল হইলে, ভক্ত পাঠক। এই মহাপুৰাণ পাঠ কব, তোমাব বাসনা পূর্ণ হইবে, ভাগবতকথামৃতপানে ভবব্রহ্মণাব উপশম হইবে, হৃদয়ে অক্লেশ ও অবািল আনন্দ উপলব্ধি কবিত্তে পাবিবে। অব্যক্ত, অসীম সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ ভক্তেব নিকট ব্যক্ত ও সঙ্গীম। বাহার ইচ্ছিতনাহে

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বা বিলীন হইতে পাবে, সেই ভগবান্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভক্তেবও সম্পূর্ণ করায়ত্ত—তিনি শ্রীবাখিকাব প্রেমনিগড়ে বদ্ধ হইয়াছিলেন, মহাভক্ত পাণ্ডবগণের স্নেহের নিকট পবাক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণলীলা যেকপ মধুরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয়, একপ আঁব কুত্রাপি হয় নাই। পবত্রক্ষোব শ্রীকৃষ্ণকপে বিবর্তন বা পবিগতিব বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই ইহাব নাম ব্রহ্মবৈবর্ত।

এই পুবাণেব কাহিনী কতদূব সত্য তাকিকেব বুদ্ধিতে তাহা ধবা দিবে না, সাম্প্রদায়িক অহঙ্কাবেবও বশ হইবে না—কেবল ভক্তেব অন্তবেই এই সত্য প্রতিভাত হইবে। এই পুরাণ যুগে যুগে ধর্মেব প্লানি দূব কবিবে, অধর্মেব অভ্যুত্থান প্রতিহত কবিবে, মানবজাতিকে ভগবানেব দিকে অগ্রসব কবাইয়া শাশ্বত ধর্ম স্রুপ্রতিষ্ঠিত কবিবে। ভক্তেবা শ্রীবাখিকৃষ্ণেব লীলামৃতসবোববে অবগাহন করিয়া অপূর্ব তৃপ্তিলাভ কবিবেন। গীতগোবিন্দ প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণবকাব্যেব মূল এই মহাপুবাণ। পরমা প্রকৃতি শ্রীবাখিকাব সম্ভোগ, বিরহ, মানাভিমানাদি সমন্বিত যে স্নললিত বৈষ্ণব-সাহিত্য অছাপি স্বদেশীয় ও রিদেদীয় স্রষ্টীয়ন্দেব হৃদযে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দেব উদ্রেক কবিতেছে, এই মহাপুবাণই সেই সাহিত্যেব উপাদান সংগ্রহ কবিয়া দিযাছে। ভগবান্ বেদব্যাস সংস্কৃত ভাষায় এই মহাগ্রন্থ বচনা কবিযাছেন বলিয়া ঝাঁহাবা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থপাঠেব আনন্দলাভে বক্ষিত থাকিতে হয়। এতাদৃশ পাঠকগণের হৃদয়ে যথাসম্ভব আনন্দ দান করিযাব জন্ম আমাদেব এই বিপুল প্রযাস। এই মহাপুবাণ আজ পযাব ও ত্রিপদী ছন্দে অনুদিত হইল। এই অনুবাদ সম্পূর্ণ আঙ্গবিক না হইলেও, ইহাতে মূলগ্রন্থগত ভাবেব বিশুদ্ধিব প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য বাখা হইযাছে। অনাবশ্যক বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্ণনা দ্বাবা ইহাব কলেবব বর্জিত করা হয় নাই। মূলে যে যে বিষয় বর্ণিত হইযাছে, অনুবাদে তৎসমস্তই প্রদত্ত হইযাছে, কোনটির কোনকপ অঙ্গহানি কবা হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ শাস্ত্রপাঠেচ্ছ ব্যক্তিগণের নিকট আমাদেব পূর্ব-প্রচাবিত মহাভাবত, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ যেকপ সমাদর লাভ কবিযাছে, এই গ্রন্থখানি যাহাতে সেইকপ সমাদর লাভ কবিতে পাবে, তাহাব জন্ম চেক্টাব কোনকপ ক্রটি কবি নাই। আমাদেব এই স্রুবিপুল উদ্দেশ্য আংশিক সিদ্ধ হইলেও সকল শ্রম সার্থক মনে কবিব।

কলিকাতা

তাং ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ সন

}

শ্রীকৃষ্ণচবণাশ্রিত—

শ্রীস্ববোধচন্দ্র মজুমদার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এত অল্পকালের মধ্যে আমাদের অনূদিত ব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণে যে নূতন সংস্করণ প্রস্তুত কবিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবে, তাহা আমরা কল্পনাও কবিত্তে পাবি নাই। জগদীশ্বরের কৃপায় ও পাঠক-পাঠিকাগণের অকৃত্রিম সদিচ্ছাব ফলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালী জনসাধারণ আমাদের অনূদিত গ্রন্থের মর্যাদা দান কবিষাছেন।

আলোচ্য সংস্করণে গ্রন্থটি আনুল সংশোধিত হইয়াছে। বহু অধ্যায়, যাহা পূর্ববর্তী সংস্করণে পবিত্যস্ত হইয়াছিল, তাহা বর্তমান সংস্করণে যুক্ত হইয়াছে—তাহার ফলে গ্রন্থের আকৃতি প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ গ্রন্থমূল্যও কিঞ্চিৎ বর্ধিত হইল।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন-অনূদিত সংস্করণ-মূঠে আমরা গ্রন্থের সংস্কার সাধন করিলাম। আশা কবি, ইহাতে গ্রন্থের সর্বব্যাপী উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পাঠক-সাধারণও ইহাকে শ্রীতিব সঙ্গেই গ্রহণ কবিবেন। ইতি

কলিকাতা

মহানবা—১৩৬০

শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিত—

শ্রীস্ববোধচন্দ্র মজুমদার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মঙ্গলমণ্ডের কৃপায় আমাদের সঙ্কলিত ব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণ বসিক পাঠকজনের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। প্রাঞ্জল ভাষা, ছন্দ, ত্রিপদী ও পষাবের স্তম্ভ মিল যাহা আমাদের প্রকাশিত ব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণে দেখা যায় তাহা অত্র কোন বাংলা ভাষায় অনূদিত ব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণে দেখা যায় না একথা বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই স্বীকার কবিত্তে বাধ্য হইবেন। আমাদের ব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণের অত্যধিক চাহিদাই ইহাব একমাত্র প্রমাণ।

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিশদভাবে সংশোধিত ও পবি-মার্জিত করা হইয়াছে। বসিক পাঠকদের কচিব দিকে লক্ষ্য বাধিযা অনেকগুলি বিবয় যাহা পূর্ব পূর্ব সংস্করণে সংক্ষিপ্ত ছিল সেগুলি বিস্তারিতভাবে পবিবেশন কবা হইয়াছে। সেজ্জ পুস্তকের আবতনও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশা কবি ইহাতে পাঠক সমাজ পরিপূর্ণভাবে বস আশ্বাদন কবিত্তে পাবিবেন।

কলিকাতা

১৩৬১ সন

শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিত—

শ্রীস্ববোধচন্দ্র মজুমদার

আলোচনা

শোনকমুনির জিজ্ঞাসার উত্তবে সোতি কহিলেন—

ত্রক্ষের বিহুতি এই গ্রন্থেব নাঝাব ।
সে কারণে নাম 'ত্রক্ষ-বৈবর্ত' ইহাব ॥
ত্রীকৃষ্ণ দিলেন সূত্র গোলোকে ত্রক্ষাব ।
পুন্দব তীর্থেতে ত্রক্ষা ধর্ম্মে দিল তাব ॥
ধর্ম্ম হ'তে পান তাহা পুত্র নাবাষণ ।
নাবাষণ নাবদেরে করেন অর্পণ ॥
নাবদ হইতে তাহা ব্যাসদেব পান ।
সিন্ধু ক্ষেত্রে ব্যাস মোবে করিলেন দান ॥
হে ত্রাক্ষণ, কহিলাম সব ইতিহাস ।
একগণে শ্রবণ কব মম অভিলাষ ॥
আঠাবো হাজার শ্লোকে যেই বল হয় ।
একটি অধ্যায় শুনি সেই কলোদয় ॥

ত্রক্ষবৈবর্তপুরাণে অতি সংক্ষেপে এই আত্ম-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সোতি ইহার বক্তা—তিনি ইহা পাইয়াছেন ব্যাসদেবেব নিকট হইতে। আঠাব হাজাব শ্লোকে ত্রক্ষবৈবর্তপুরাণ রচিত।

পুরাণের নিজস্ব নিহুতিতে ইহাকেই প্রমাণ বলিয়া মানিবা লইতে হয়। কিন্তু অস্তুবিধা আছে। বিভিন্ন পুরাণ আলোচনা কবিলে কোন এক পুবাণের বাক্যকেই অবিসম্বাদী সত্য বলিবা শিবোপাধ্য কবিত্তে পাবি না। তবে কি সোতি অসত্য আচরণ কবিয়াছেন? না, তাহাও হইতে পাবে না। কাবণ, সূত্ৰ নিজেই স্মীকাব করিয়াছেন—

পুতোহস্ম্যনুগৃহীতশ্চ ভবন্তিবভিনোদিতঃ ।
পুরাণার্থং পুরাণজ্ঞৈঃ সত্যত্রুতপবাযগৈঃ ॥
স্বধর্ম্ম এব সূতস্ত সন্তিদৃষ্টঃ পুবা্তনৈঃ ।
দেবতানাহুবাীশাঞ্চ রাজ্ঞা চানিত্তেজসাম্ ॥
বংশানান্ধ পাবণং কার্ণং শ্রুতানশ্চ মহাঙ্গনাম্ ।
ইতিহাসপুবাণেবু দিক্টা বে ত্রক্ষবাদিভিঃ ॥

সূত্রের উক্তিতে যদি অসত্য-বাচন না থাকে, তবে পুবাণ-সমূহের উক্তিতে অনেক কেন? সংক্ষেপে ইহাব উত্তব—মূল পুবাণ আব অপ্রতভাবে বর্ত্তমান নাই, বিভিন্ন কারণে কালক্রমে ইহাদের মধ্যে বহু প্রক্ষেপ ও পবিবর্ত্তন চুকিবাছে। এতৎ-সম্বন্ধে নিম্নে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইল।

ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণ প্রকৃত পুৰাণ কি না ?

মৎস্তপুরাণের মতে—

“বখন্তবস্ত কলন্ত বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ ।
সার্বগ্ণিনা নারদায কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংবৃত্তম্ ॥
যত্র ব্রহ্ম ববাহস্ত চরিতং বর্ণ্যতে মুখ্যং ।
তদক্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্তমুচ্যতে ॥”

সার্বগ্ণি নারদকে বখন্তবকল-বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-ববাহেব চরিত ও কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে যে আঠাব হাজাব শ্লোকবৃত্ত কাহিনী বলিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণ ।

শৈবপুৰাণের উক্তব খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে—

“বিবর্তনাদ্ ব্রহ্মগন্ত ব্রহ্মবৈবর্তমুচ্যতে”, অর্থাৎ ব্রহ্মাব বিবর্তপ্রসঙ্গহেতু এই পুৰাণকে ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণ’ বলা হয় ।

নারদ পুৰাণে ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাব ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণ বেদমার্গানুদর্শক দশম পুৰাণ । ভগবান্ সার্বগ্ণি নারদেব নিকট এই পুৰাণ ব্যাখ্যা কবিয়াছিলেন । ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি চতুর্বর্গ এবং হবি-হবপ্রীতি ও তাঁহাদেব অভিন্নত্ব সম্পাদনই ব্রহ্মবৈবর্তেব সম্পাণ্ড বিষয় । বখন্তবকল্লের বৃত্তান্তই বেদব্যাস শতকোটি পুৰাণে সংক্ষেপে বর্ণনা কবিয়াছেন এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণকে ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণজন্মখণ্ড নামে চাৰিভাগে বিভক্ত কবিয়া আঠাব হাজাব শ্লোকে বিষয় কীর্তন কবিয়াছেন । সূত এবং ঋষি সংবাদে পুৰাণেব উপক্রম হইয়াছে ।

আদিত্যে সৃষ্টিপ্রকরণ, পবে নারদ এবং বেধাব বিবাদ, উভয়েব পরাভব এবং শিবলোকে গতি, শিব হইতে নারদমুনিব জ্ঞানলাভ এবং মহাদেবেব বাক্যে নারদ ও মরীচিব জ্ঞানলাভার্থ সিদ্ধাসেবিত পবম পবিত্র ত্রৈলোক্যার্চর্য্যাকাবী আশ্রমে গমন— এই সমস্ত পাপনাশক কাহিনীই ব্রহ্মখণ্ডেব বিষবীভূত ।

প্রকৃতিখণ্ডে সার্বগ্ণিসংবাদ, কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যবৃত্ত নানাপ্রকাব আখ্যাযিকা, প্রকৃতিব অংশভূত কলাসমুদয়েব মাহাত্ম্য ও পূজনাদিব বিস্তৃতকপে বর্ণনা বহিষাছে ।

গণেশেব জন্মপ্রসঙ্গ, পার্বতীৰ পুণ্যক ত্রত, কার্ত্তিকেয ও গণেশেব উৎপত্তি, কার্ত্তবীৰ্য্য ও জামদগ্ন্যেব অমৃত চরিত্র, গণেশ ও জামদগ্ন্যেব ঘোব বিবাদকাহিনী গণেশখণ্ডে স্থান পাইয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণেব জন্মপ্রশ্ন, তাঁহাব জন্মকাহিনী, গোকুলগমন, পুতনাদিবধ, বাল্যক্রীড়া, গোপীদেব সঙ্গে বাসক্রীড়া, বাধাসহ নির্জনে বিহাব, অক্রুরসহ মধুরাগমন, কংসাদি বধ, সন্দীপনিব নিকট বিষ্ণুগ্রহণ, যবনবধ, কৃষ্ণেব দ্বারকা-গমন এবং তৎকর্তৃক নবকান্তবাদিবধ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে ।

স্পৰ্শতঃই দেখা যাইতেছে মৎস্ত, শৈব কিংবা নাবদপুৰাণে ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তেব যে সমস্ত লক্ষণ বৰ্ণিত হইয়াছে, প্রচলিত ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণেব সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই। বৰ্ত্তমানকাল, সাৰ্বাৰ্ণিক-নাবদ-প্রসঙ্গ, ব্রহ্মবৰ্ত্তাহেব বৃত্তান্ত বা ব্রহ্মাব বিবৰ্ত্ত সংবাদ—ইহাদেব কোন কিছুই প্রচলিত ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণে পাওয়া যাইতেছে না। নাবদপুৰাণে কথিত চারিখণ্ড প্রচলিত ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণে পাওয়া গেলেও আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। ব্রহ্মখণ্ডেব প্রথমোক্ত উভয়েব এককপ, কিন্তু পববর্ত্তী অংশ, যথা নাবদ ও মবীচিব সিদ্ধান্তেব গমন এবং সাৰ্বাৰ্ণিক-কাহিনী ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণে পাওয়া যায় না। পববর্ত্তী খণ্ডগুলিতেও এইকপ কোথাও মিল, কোথাও অমিল দেখা যায়।

ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণেব ব্রহ্মখণ্ডে পাওয়া যায় :—

“কৃষ্ণকৰ্ণক ব্রহ্ম বিবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া পুৰাবিদগণ ইহাকে ‘ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত’ আখ্যা দিয়াছেন। পবমাজা ত্রীকৃষ্ণ গোলোকে ব্রহ্মাকে এই পুৰাণসূত্র দিয়াছিলেন, পবে ব্রহ্মা পুৰুষেব ধৰ্ম্মকে ইহা দান করেন, ধৰ্ম্ম স্বীয় পুত্রে নাবাবণকে, নাবাবণ নাবদকে, নাবদ গঙ্গাতীরে ব্যাসকে এই পুৰাণসূত্র দান কবেন।”

ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণোক্ত এই লক্ষণ মতেও ইহা মৎস্ত, শৈব বা নারদীয় পুৰাণোক্ত ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ নহে।

ব্রহ্মপুৰাণে উক্ত হইয়াছে ‘সবিভূত্ৰ ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত’ অর্থাৎ সবিভাব মহিমাপ্রকাশই ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তেব লক্ষ্য। কিন্তু কাৰ্য্যতঃ আমবা ইহার কিছুই পাইতেছি না। পবস্ত প্রচলিত ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ আলোচনা কবিলে স্পৰ্শতঃই বোঝা যায় যে ইহা ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তেব কোন বৈষ্ণবপুৰাণ। মূল হইতে সবিতে সন্নিবে ইহা এমন এক স্থানে দাঁড়াইয়াছে যে ইহাকে এখন আর ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ বলিয়া চিনিবাব কোন উপায় নাই। মনে হয় মূলে ইহাতে ব্রহ্মাই ছিলেন প্রধান, পরে সাৰ্বাৰ্ণিক-কৰ্ণক ইহাতে কৃষ্ণ-নাহাৰ্য্য বৃত্ত হয, এককালে সূর্য্য বা সবিতা ইহাতে প্রাধাত্য পাইলেন এবং সৰ্ব্বশেষে, বৰ্ত্তমানে ইহা বৈষ্ণবগ্রন্থে পবিণত হইয়াছে। এই সমস্ত হস্তাবলোপ দীৰ্ঘকাল ধৰিয়া চলিয়া আসিতেছিল এবং মনে হয় মুসলমান আমলেও ইহা পবিবৰ্ত্তিত হইয়াছে। কাবণ বাঙ্গালা দেশেব সামাজিক ইতিহাস আলোচনা কবিলে স্পৰ্শতঃই বোঝা যায় যে মুসলমান যুগে সমাজেব মধ্যে যে সমস্ত ভাঙ্গাগড়া চলিতেছিল, ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণে তাহাব চিহ্ন বৰ্ত্তমান। অধিকন্তু ইহাতে বোঝা যায় যে ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণেব বৰ্ত্তমান কপ কোন বাঙ্গালী কবি-কৰ্ণকই প্রদত্ত হইয়াছে। কাবণ ইহাতে জাতি-উপজাতি ও সাক্ষ্য-বিষয়ে যে সমস্ত মতামত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা একমাত্র বাঙ্গালাদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যে ‘ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ’ নামে বাহা প্রচলিত আছে, তাহাতে ‘ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তেব’ পুৰাণেব কোন কোন লক্ষণ স্পৰ্শিত।

আমবা এক্ষণে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা লইয়া পুৰাণেব বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অগ্রসব হইব।

পুরাণের উৎপত্তি

অধর্ববেদে আছে—

‘ঋচঃ সামানি ছন্দাসি পুৰাণং যজুষা সহ’—যজ্ঞেব উচ্ছিষ্ট হইতে যজুর্বেদেব সহিত ঋক, সাম, ছন্দ ও পুৰাণ হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদাব্যাক এবং ছান্দোগ্যোপনিষদ পুৰাণ-সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে ইতিহাস ও পুৰাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

বেদভাষ্যে সাযনাচার্য্য বলিয়াছেন যে বেদেব অন্তর্গত দেবাত্ত্ববাদিব যুদ্ধ-বর্ণনাব নাম ইতিহাস এবং জগত্তেব প্রথম অবস্থা হইতে আবিস্ত কবিতা সৃষ্টি-প্রক্রিয়াব বিবরণেব নাম পুৰাণ।

পুৰাণেব পাঁচটি লক্ষণ—

“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতৈশ্চৈব পুৰাণং পঞ্চলক্ষণম্॥”

সর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা পুনঃ-সৃষ্টি ও প্রলয়, দেবতা ও পিতৃগণেব বংশাবলী, মনুস্ব অধিকারকাল বা মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত বা চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীষাদি নৃপতিগণেব বংশবর্ণনা— এই পাঁচটি পুৰাণেব লক্ষণ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুৰাণেব প্রচলন ছিল। মহাভাবতাদি গ্রন্থে ইহাব স্পষ্ট প্রমাণ বহিয়াছে। সেই সমস্ত পুৰাণ কাহাব বা কাহাদেব বচিত ছিল, তাহাব কোন সন্মত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য পববর্তী কালে ব্যাসদেবকেই অষ্টাদশ পুৰাণেব বক্তা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মন্ত্রপুৰাণে বলা হইয়াছে যে, ‘পুৰাণমেকমেবাসীৎ’—সর্বপ্রথমে পুৰাণ একখানি ছিল, পবে তাহা অষ্টাদশ হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুৰাণে বলা হইয়াছে—

‘প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুৰাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।’

সকল শাস্ত্রেব অগ্রে ব্রহ্মাকর্তৃক পুৰাণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় ব্রহ্মাই পুৰাণেব সৃষ্টিকর্তা।

আবাব অত্যাথ পুৰাণেব অভিমত—

“অষ্টাদশপুৰাণানাং বক্তা সত্যবতীস্মৃতঃ।” (বেদাখণ্ড)

যাহা হউক, প্রচলিত মত—বেদব্যাসই পুৰাণেব লেখক বা সংগ্রহকর্তা।

বিষ্ণুপুৰাণকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে দেখা যায়—আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্প-শুদ্ধিব সঙ্গে ভগবান্ বেদব্যাস পুৰাণ-সংহিতাও রচনা করিয়াছেন।

“আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।

পুৰাণসংহিতাং চক্রে পুৰাণার্থবিশারদঃ॥

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোহভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।

পুৰাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥

স্মৃতিশাস্ত্রির্বাচ মিত্রঃ শাংশপায়নঃ ।
 অকৃতপ্রণোহ্থ সাবর্ণিঃ যট্শিষ্ণাস্তু চাভবন্ ॥
 কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ ।
 বোমহর্ষণিকা চায়া তিসৃগাং মূলসংহিতা ॥
 চতুর্ভুজেনাপ্যেভেন সংহিতানামিদং মুনে ।
 আত্মং সর্বপুবাণানাং পুবাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে ॥
 অষ্টাদশপুবাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ।”

সংক্ষেপে বলা যায় মহামুনি ব্যাস পুবাণসংহিতা বচনা কবিষা সূতজাতীয় শিষ্য বোমহর্ষণকে অর্পণ কবিলেন। বোমহর্ষণেব ছয়জন শিষ্যেব মধ্যে তিন জন—অকৃতপ্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন—মূল সংহিতা-অবলম্বনে প্রত্যেকে এক একখানি পুবাণ বচনা করেন। ব্রাহ্মপুবাণই আদি পুবাণ।

ইহা হইতেও মনে হয় মূলে একখানি পুবাণ বর্তমান ছিল, তৎপব তাহা হইতে অষ্টাদশ পুবাণেব উদ্ভব হয়।

বিষ্ণুপুবাণেব অপব উক্তি হইতে মনে হয় যে ব্রাহ্ম, পান্ডু, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নাবদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লৈঙ্গ, বাবাহ, কান্দ, বামন, কোশ্ম, মাৎস্ত, গাৰুড ও ব্রহ্মাণ্ড—এই পুবাণগুলি পব পর রচিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্তেব স্থান ইহাদেব মধ্যে দশম। ইহাদেব প্রত্যেকটিতেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মনন্তব ও বংশানুচবিত কীর্তিত হইয়াছে।

বিভিন্ন পুবাণেব মতে দেখা যায় যে মূল ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণে ১৮০০০ শ্লোক ছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণেও এই উক্তি সমাখিত হইয়াছে।

রচনাকাল

বিভিন্ন কাবণে পুবাণ-আলোচকগণ পুবাণেব আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃপ্রমাণ বিচাবে পুবাণকে প্রকৃতই পুবাণ বা পুবাণতন বলিয়া স্বীকাব কবিতে সম্মত নহেন। সাধাবণভাবে অনেকেই বিষ্ণুপুবাণকে পুবাণসমূহেব মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া মনে কবেন। তাহাও খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীব আগে যায় না। বলা বাহুল্য অপবাপব পুবাণসমূহ আবও অর্বাচীন কালে বচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ যে মূল হইতে অনেকখানি সবিষা গিয়া নূতন রূপ লাভ কবিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন লক্ষণ বিচাবে ইহাকেও কোনক্রমেই মুসলমানপূর্ব্ব যুগে স্থানদান সম্ভব নহে। মনে হয়—মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যাদি উদ্ভবেব পব ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণেব সৃষ্টি হয়।

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে একটি প্রশ্ন জাগে—সত্যই কি পুরাণগুলি এত অর্বাচীন? ভাবভের বাহিবেও উপনিষদি হিন্দুগণ যে দীর্ঘকাল পূর্বেই বহু পুবাণ প্রচলন কবিয়াছিলেন, তাহাব প্রমাণ আছে। হাজাব, দেডহাজাব বছর পূর্বে যে

এইগুলিৰ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কালক্ৰমে প্ৰক্ষেপ ও পৰিবৰ্ত্তনেৰ ফলে তাহাদেৰ প্ৰাচীন কপটি অনেকাংশে পৰিবৰ্ত্তিত হইয়া অনেকটা অৰ্বাচীন কপ পাইয়াছে। সম্ভবতঃ পুৰাণ সম্বন্ধে এইকপ ব্যাখ্যাই সৰ্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসন্মত ব্যাখ্যা। ইহাতে পুৰাণেৰ প্ৰাচীনত্বও বৰ্ত্তমান থাকে, আৰাব ইহাৰ অৰ্বাচীনত্বকেও অস্বীকাৰ কৰা হয় না।

মনীষী অক্ষয়কুমাৰ দত্ত বলেন, “পুৰাণে সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশবিবৰণ, মন্বন্তৰ এবং প্ৰধান প্ৰধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদেগেৰ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। বৰ্ম্মসংক্ৰান্ত ক্ৰিয়াকালাপাদি উপদেশ দেওৱা ইহাৰ একটা বিষয়েবও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এখনকাব প্ৰচলিত পুৰাণ ও উপপুৰাণ সমুদায় দেবদেবীৰ মাহাত্ম্য-কথন, দেবোৰ্চনা, দেবোৎসব ও ব্ৰতনিষমাদিৰ বিবৰণেই পৰিপূৰ্ণ। তাহাতে পূৰ্বোক্ত পঞ্চলক্ষণেৰ অন্তৰ্গত যে যে বিষয় প্ৰাপ্ত হওৱা যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্ৰ।”

পুৰাণেৰ বক্তব্য বিষয়ে মূলতঃ মিল থাকিলেও যে কেন বিভিন্ন পুৰাণ সৃষ্টি হইয়াছিল, স্বন্দপুৰাণেৰ মতে তাহাৰ ব্যাখ্যা সহজ। তাহাতে বলা হইয়াছে যে শৈব, ভবিষ্য, মাৰ্কণ্ডেয়, লৈঙ্গ, বাৰাহ, স্কন্দ, মাৎস্ত; কোৰ্ম্ম, বামন ও ব্ৰহ্মাণ্ড এই দশখানি শিবপুৰাণ; বৈষ্ণব, ভাগবত, নাবদীয় ও গাকড এই চাৰিখানি বিষ্ণুমহিমা-প্ৰকাশক পুৰাণ, পাণ্ডা ও ব্ৰাহ্ম, ব্ৰহ্মাৰ মহিমা-প্ৰকাশক, আয়েষ পুৰাণ অগ্নিৰ এবং ‘সবিত্ৰব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তম্’—ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ সবিতাৰ মহিমা-প্ৰকাশেৰ জন্তুই বচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমবা পূৰ্বেই দেখাইয়াছি যে, বৰ্ত্তমানে প্ৰচলিত ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত-পুৰাণ সবিতাৰ মহিমা-প্ৰকাশক নহে, ইহাও বিষ্ণুৰ মহিমা-প্ৰকাশকই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহা হউক, এতকাল ধৰিয়া যাহাকে আমবা ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ বলিয়া জানিয়া আসিযাছি, স্কলন-পতনাদিসক্লেও ইহাকেই আমবা ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ বলিয়া মানিয়া লইব। অত্ৰ পুৰাণাদি-কথিত মূল ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণপ্ৰাপ্তি-সাপেক্ষ এই গ্ৰন্থই ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ।



হিন্দুদের অষ্টম ধর্মগ্রন্থ

হিন্দুদের যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে তন্মধ্যে পবন আদবর্গীয় গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। যত পুর্বাণ আছে, তাব মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণ অষ্টম একথা বললে অত্যাতি হয না। তবে ব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণ শ্রীমদ্ভাগবতেরই অনুগামী গ্রন্থ এতে সন্দেহ নেই। কাব্য এই দুইটি ধর্মগ্রন্থেরই উল্লেখযোগ্য নায়ক হলেন বিশ্বের পবন পুঙ্খ জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকেই প্রাধাত্য দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে চারিটি ঋগু আছে—ব্রহ্মঋগু, প্রকৃতিঋগু, গণেশঋগু এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মঋগু। ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে নিয়ে ঋগুগুলিতে আলোচিত হয়েছে। অষ্ট সবগুলি ঋগুই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিজড়িত কাহিনীর প্রাধাত্য। তাই শ্রীকৃষ্ণই মুখ্যতঃ প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছেন। মানুষের পবনপ্রিয় পবনপুঙ্খ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপিপাসুদের অন্তরে মহান আদর্শরূপে বিবাজমান।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণ দুইটি বিভিন্ন গ্রন্থ। দুইটিতেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। অষ্ট দুইটির ধারা বিভিন্ন—দুইটির বস বিভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে দিক থেকে কৃষ্ণ মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে ব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণে অষ্ট দিক থেকে সেই বিরাট মহিমাপ্রকাশের সূচনা করা হয়েছে। তাই ভক্তগণ দুইটি গ্রন্থে বিভিন্ন বসের আশ্বাস লাভ করতে সক্ষম হবেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিচিত্র ও অনন্ত। ব্রহ্মা চতুর্মুখে এবং মহাদেব পঞ্চমুখে যাঁব মহিমা কীর্তন করে শেষ করতে পারেন না—শাস্ত্ররূপ অনন্ত সাগরে সেই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলা সদা ভাসমান।

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা

শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিভিন্ন। ভাগবতে দেবকীর বিবাহ থেকেই শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুর্বাণে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যধামে অবতরণের পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব কাহিনী। ভাগবতে আছে, দুবাত্মা কংসের অত্যাচারে মানবকুল জর্জরিত। ভগবান তাই অম্লব নিধন করে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন মনুষ্য কবলেন। দৈববাণীতে আতঙ্ক-গ্রস্ত কংস নিজেই ভয়ী দেবকী ও তাঁর স্বামী বহুদেবকে কাবাগারে বন্দী করে রাখলেন। দেবকীর অষ্টমগর্ভে যে সন্তানের জন্ম হবে সে-ই হবে কংসের নিধনকারী। একে একে ছয়টি সন্তানের জন্ম হল। দুবাত্মা কংস সন্তোজাত শিশুদের মাতৃরক্ত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। সপ্তম গর্ভ মহামায়াব বিধানের নন্দানয়ে বোহিণীব গর্ভে আকর্ষিত হল। কংস কিছু জানতে পারল না। সে ভাবলো সপ্তম গর্ভের সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হয়েছে।

তাবপব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে অষ্টম গর্ভের সন্তানের জন্ম লাগ। কংস আতঙ্কিত ভাবে প্রতীক্ষা করে—তাকে বিনষ্ট করার আয়োজনের ত্রুটি রাখে না প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্য। প্রতি মুহূর্তে সংবাদ নেয়—প্রতিদিন নিজে এসে দেখে যায়।

দেবকী বিগত সন্তানদেব শোকে অধীবা—ভবিষ্যৎ সন্তানদেব সংহাব চিন্তায় ব্যাকুলা। মনে মনে স্মরণ কবেন ইচ্ছাদেবতাকে—বিপদেব ত্রাণকর্তা নারায়ণকে। একদিন স্বপ্নেব মাঝে দেখা দিলেন ভগবান্ শ্রীহবি। দেবকীকে অভয় দান কবে বললেন, মা তুমি ভয় কবো না। আমি নিজে তোমাব পুত্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হবো।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান দেবকী। তাঁব ছুঁচোখ দিবে আনন্দেব অশ্রু গড়িষে পড়ে।

তখন নারায়ণ বুঝিয়ে দেন দেবকীকে তাঁব জন্মেব লীলা-মাহাত্ম্য। দেবকী শুধু তাঁব এক জীবনেব মা নয়, তিনবাব তিন বিভিন্ন জীবনেব জননী তিনি। প্রথম জীবনে স্বাধস্তব মনস্তবে বহুদেব ছিলেন ঋষিশ্রেষ্ঠ হুতপা। আব দেবকী ছিলেন তাঁব স্ত্রীযোগ্য সহধর্ম্মিণী, নাম পুন্নি। জীবনেব সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ কবে তাঁবা নারায়ণেব তপস্তা কবেছিলেন। তাঁদেব তপস্তায় সন্তুষ্ট হয়ে নারায়ণ শ্রামকপে তাঁদেব দেখা দিলেন। সেই শ্রামকাস্তিকপ দেখে হুতপা ও পুন্নি আকুল হয়ে উঠলেন।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন হুতপা ও পুন্নি—এমন শ্রামকাস্তিধারী পুত্ররূপে যেন আমি তোমাকে লাভ কবি।

নারায়ণ বললেন—শুধু এই জন্মে নয়, তিন জন্মে আমাকে তোমাব পুত্ররূপে পাবে।

সেই প্রতিশ্রুতি আমি পালন কবেছি। প্রথম আমি যখন তোমাদেব কোলে জন্মগ্রহণ কবি তখন আমাব নাম ছিল প্রম্মিগর্ভ। দ্বিতীয় জন্মে বহুদেব কশ্যপঋষি রূপে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন, তখন তুমি ছিলে তাঁব পত্নী অদিতি। সেই জন্মে আমি বামনরূপে তোমাদেব সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ কবি। এইবাব তৃতীয় জন্মে আমি শ্রামদেহেই তোমাদেব পুত্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হবো।

শ্রীমদ্ভাগবতে এইভাবে ভগবানেব জন্মসূচনা বর্ণনা কবা হয়েছে। শ্রামকপে শ্রীকৃষ্ণেব আবির্ভাবেব এই হল প্রত্যক্ষ কারণ আব উদ্দেশ্য হল পৃথিবীব দুঃখ মোচন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তবসিক পাঠক সেই মধুব রসেব আনন্দ লাভ কবেছেন।

অক্ষবৈবর্তপুর্ণাণে বৃন্দামন-লীলা

অক্ষবৈবর্তপুর্ণাণে পাঠক হুজন লাভ করেন ভিন্ন এক বসেব আনন্দ। সেই বস হল শ্রীকৃষ্ণেব মধুব লীলা-বস। যদিও শ্রীকৃষ্ণেব আবির্ভাবেব উদ্দেশ্য হল অস্তব বিনাশন ও ভুভাব হরণ, তবু শ্রীকৃষ্ণেব প্রেমলীলাকেই বড় কবে দেখানো হয়েছে। অক্ষবৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণেব মূল আখ্যান স্তক হয়েছে প্রেমলীলা থেকেই।

গোলোককে বলা হয় নিত্যবৃন্দাবন। সেই নিত্যবৃন্দাবনে নিত্য বিহাব কবেন গোলোকবিহারী শ্রীহবি। তাঁব নিত্য লীলাসহচরী হলেন বাসবাসেন্থবী শ্রীমতী বাধা। সেখানে বিবহ নেই—দুঃখ নেই। সেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন রাখাকৃষ্ণ।

অথচ সেই নিত্যবৃন্দাবনখাম ছেড়ে বাধাকৃষ্ণ এলেন মর্ত্যবৃন্দাবনে। যে গোলোকে নিত্য আনন্দ—সেই আনন্দ ছেড়ে কেন দুঃখ বিবহ ভোগ কবতে এলেন ভগবান্ ? কেন শ্রীমতী বাধিকাব ভাগ্যে ঘটল এমন বিবহ-মজ্জণা ? কেন দুঃখ বরণ কবতে মর্ত্যধামে লীলা কবতে এলেন বাধিকার সঙ্গে বাধিকাবরণ ? এই লীলারহস্ত বর্ণনা কবা হবেছে অক্ষবৈবর্তপুর্ণাণে। প্রেম ও বিবহেব অপূর্ব মাধুরী বিবাজ কবছে অক্ষবৈবর্তপুর্ণাণে।

গোলোকে লীলা কবেন বাধারক্ষ, তাঁদের লীলাসহচর ও লীলাসহচরীবা তাঁদের সঙ্গে থাকেন। সেই লীলা দর্শন কববাব আব কাঁকব অধিকাং নেই। লীলা-সহচরীদের মধ্যে অশ্রুতমা সখী বিবজা। তাঁব অন্তবে আকাজ্ঞা জাগলো, একদিন তাঁব কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ কবে নয়ন মন সার্থক কববেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁব মনের কামনা পূরণ কববাব জন্ম একদিন বিবজাব কুঞ্জে এলেন। বিবজাব কুঞ্জদ্বাবে প্রহরী বেধে গেলেন তাঁব অশ্রুতম লীলাসহচর শ্রীদামকে। আদেশ দিখে গেলেন যতক্ষণ তিনি কুঞ্জে ভিতবে থাকবেন ততক্ষণ যেন আব কেউ সেখানে প্রবেশ না কবে। শ্রীদাম বিন্মিত-ভাবে কুঞ্জে দ্বার বন্ধা কবেন। বুঝতে পারেন না শ্রীকৃষ্ণেব এই লীলাব কি বহন্ত।

শ্রীবাধিকা যখন নিদ্রায আচ্ছন্ন তখনই শ্রীকৃষ্ণ চলে এসেছিলেন বিবজাব কুঞ্জবনে। এদিকে ঘুম থেকে জেগে উঠে শ্রীবাধিকা দেখেন শ্রীকৃষ্ণ নেই। উতলা হয়ে উঠলেন শ্রীমতী। কোথায গেলেন তাঁব প্রাণেব প্রভু ? পবে সখীদের মুখে জানতে পেলেন লীলাবসিক শ্রীকৃষ্ণ বিবজাব কুঞ্জে লীলা কবতে গিষেছেন। ব্যাকুল হয়ে ছুটে চললেন শ্রীবাধা বিবজাব কুঞ্জে দিকে। কিন্তু এসে দেখলেন—কুঞ্জদ্বাব বন্ধা করছেন কৃষ্ণসহচর শ্রীদাম। শ্রীমতী প্রবেশ কবতে চাইলেন কুঞ্জেব ভিতবে। শ্রীদাম মহাসমস্তায পড়লেন। অবশেষে হাতজোড কবে বললেন—“দেবী, আমাকে ক্ষমা কব। প্রভু আমাকে দ্বাব বন্ধা কববাব আদেশ দিখে গেছেন। তাঁব অনুমতি ভিন্ন কাউকে আমি প্রবেশ কবতে দিতে পাববো না।”

শ্রীমতী বাধিকা ক্রোধে অধীবা হয়ে উঠলেন। বললেন—“আমি শ্রীকৃষ্ণেব প্রাণস্বকপিণী, আমাব আদেশ, তুমি দ্বার ছাড়।” শ্রীদাম তবু দ্বাব ছাড়তে রাজী হলেন না। বিনীতভাবে বললেন—“আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের আজ্ঞা ছাড়া কোন কাজই আমি কবতে পাববো না।”

এই কাবণেই শ্রীদামকে পেতে হল শ্রীবাধিকাব নিদাকণ অভিশাপ। বাধিকা বলেছিলেন, “কৃষ্ণ-প্রেমেব অহঙ্কারে তুমি আমাব অবমাননা কবেছ, সেই কৃষ্ণবিদ্বেষী দৈত্যকুলে তুমি জন্মগ্রহণ কববে।”

শ্রীবাধিকার কঠোব অভিশাপে শ্রীদামের অন্তব দুঃখে ও বেদনায ভবে উঠেছিল। তিনিও বাধিকাকে অভিশাপ দিখেছিলেন—“যদি সত্যি আমি শ্রীকৃষ্ণেব ভক্ত হয়ে থাকি তবে আমাব অভিশাপে তুমিও মানবকুলে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কববে।”

ওদিকে কুঞ্জেব ভিতবে পুষ্পক্ষেত্রে মধ্যে চলেছে বিবজা ও শ্রীকৃষ্ণেব প্রেমলীলা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সব জানতে পাবলেন। বুঝতে পাবলেন—শ্রীবাধিকা এসেছেন কুঞ্জদ্বারে।

বিবজাব মনে জাগলো ভয। তিনি নদীকূপ ধাবণ কবে আজ্ঞাগোপন কবলেন। কিন্তু শ্রীমতীব অভিশাপ থেকে বেহাই পেলেন না। শ্রীবাধিকা বললেন—“এই নদীকূপ ধাবণ কবেই তোমাকে মর্ত্যে অবস্থান কবতে হবে।”

বাধিকা চলে যাওযাব পব বিরজা জল থেকে উঠে এসে শ্রীকৃষ্ণেব পায়ে লুট্টয়ে পড়েন। বেঁদে বলেন—“প্রভু, আমাব কি উপায় হবে।”

শ্রীকৃষ্ণ অভয় দিখে বলেন—“সখি, ভীত হযো না। ভবিষ্যকে বোধ কবতে কেউ পাবে না। পৃথিবীর দুঃখে আমি আকুল হয়ে উঠেছি। পৃথিবীর দুঃখভাব লাঘব করবাব জন্ম আমাকে গোলোকে ছেড়ে মর্ত্যে বেতে হবে। আমাব সঙ্গে তোমাবাও যাবে মর্ত্যধামে। তুমি জলময দেহ নিষে মর্ত্যে যব্না নদী হয়ে বিবাজ কববে। তোমাবই তীবে তীবে আমি লীলা কবে বেডাবো।”

ওদিকে শ্রীদামেব অভিশাপে ভীতা হয়ে শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণেব পাষে লুটিষে পড়লেন। বেঁদে বেঁদে বললেন—“তোমাকে ছেড়ে মর্ত্যধামে গিষে কেমন কবে থাকবো প্রভু ? তুমি আমাব একমাত্র গতি। তুমি আমাব চক্ষু, কৰ্ণ, তুমি আমাব জীবন। তোমাব বিবহে কিকপে আমাব দিন কাটিবে ?”

শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিষে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—“কেন এত উতলা হও রাধাবাণী ? মর্ত্যধামে জন্ম নিষে তুমি ব্রজপুবে বাস কববে। সেখানে তোমাব সঙ্গে আমাব মিলন হবে। তুমি আব আমি যে এক—আমাদেব একজনকে ছাড়া আব একজনকে কল্পনা কবা যায় না।”

বিচিত্র নীলাব নাযক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। পৃথিবীর দুঃখ লাঘব কববাব জন্ম মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হলেন—সেখানেও তাঁর নীলাকাহিনী বিচিত্র রসমধ্ব।

ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুবাণে সেই কাহিনীই বিস্তারিতভাবে বৰ্ণনা কবা হযেছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ অমতীর্ণ

দুঃখিত বিনাশেব জন্ম, সাধুদেব পবিত্রাণেব জন্ম ভগবান্ যুগে যুগে অবতাবকপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হযেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুবাণকাব বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ অবতাবকপে ধরাধামে আবিভূত হন নি, স্বয়ং তিনি অবতীর্ণ হযেছেন।

ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুবাণকাব সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কববাব জন্মই শ্রীকৃষ্ণজন্মধণ্ডের ভূমিকায় গোলোকধামের অবতাবণা কবেছেন। প্রথমেই দেখা যায় শিব ও পার্শ্বতীসহ স্বর্গেব সমস্ত দেবদেবী স্বর্গে উপনীত হযেছেন। শ্রীকৃষ্ণেব গোলোকধাম ত্যাগেব পূর্বে তাঁব স্তবস্ততি কবছেন।

এইখানেই ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুবাণেব বৈচিত্র্য।

শিব ও কৃষ্ণ

শিবভক্ত ও কৃষ্ণভক্তদেব মধ্যে একটি মতবৈধ দেখা যায়। পুৰাকালে সেটি আবও গুৰুতবকপে বিদ্যমান ছিল। শাক্তরা শিবকে দিতেন শ্রেষ্ঠত্ব আব বৈষ্ণবরা কৃষ্ণকে দিতেন শ্রেষ্ঠত্ব। কোন পুবাণে শিবকে কৃষ্ণভক্তকপে, কিংবা কোন পুবাণে কৃষ্ণকে শিব-উপাসককপে বৰ্ণনা কবা হযেছে। কোন কোন পুবাণে শিব ও কৃষ্ণ উভয়েই মহাদেবী চরণাশ্রিত কবে এক সম্প্রদায়েব মনোবঙ্গনেব চেষ্টা কবেছেন। কিন্তু এই বিভিন্ন পুবাণ সমগ্রভাবে পাঠ কবলে দেখা যায়, সবাবই উদ্দেশ্য ছিল একটি মহাসত্যকে হৃটিষে তোলা। সেই সত্য হলো হিন্দুধর্মের মূল কথা। শিব, কৃষ্ণ, দুর্গা বা কানী একই দিব্যশক্তিব বিভিন্ন প্রকাশ। ভক্তেব প্রয়োজন অনুসারে তাঁদেব বিভিন্ন রূপ ধারা।

ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণে জাম্ববতীর জন্ম-ব্যাখ্যা একটি রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। একদা শ্রীহরি স্বেচ্ছায় কৈলাসধামে এসে উপনীত হন। তখন শিব শ্রীহরিকে পরম অতিথিরূপে আদর আপ্যায়ন করেন এবং পার্বতীকে অনুরোধ করেন—“নারায়ণকে বতি দান কব।”

শিবের মুখে ‘এই’ কথা শুনে, পার্বতী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু স্বামী দেবাদিদেব মহাদেবের মুখের বাণী অবহেলা কবাও দুঃসাধ্য। তাই পার্বতী বললেন, “তোমার আদেশ আমি লঙ্ঘন কববো না।- নারায়ণকে আমি রতি দেবো, কিন্তু এক্ষণে নয়, অপব জন্মে। অপব জন্মে আমি জাম্ববান রাজ্যে যবে ভল্লুকীর ঔবশে জন্মগ্রহণ কববো। তখন শ্রীহরিকে আমি আমার দেহ দান কববো।”

জাম্ববতীর জন্মবহস্ত্রের ভিতর দিবে শিব ও কৃষ্ণের এক অপূর্ব মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে।

রামায়ণ মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণ

বামাষণ মহাভারতের অনেক পর্বে লেখা হয় ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণ। তাই এই পুৰাণে বামাষণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অংশ স্থানে স্থানে যোজনা কবা হয়েছে। অবশ্য সেন্তুলি অবাস্তবভাবে যুক্ত হয়নি—স্থানে স্থানে ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণের কাহিনীকে আবেগময় ও সুপ্রতিষ্ঠিত কববার উদ্দেশ্যেই তা কবা হয়েছে। অনেক কাহিনী আছে যা বামাষণ ও মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। যেমন বেদবতীর উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল বধ, ভীম কর্তৃক জবাসন্ধ বধ প্রভৃতি।

হরিভক্তি তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোলোক ত্যাগ কবে ধ্বামে অবতীর্ণ হবার সংকল্প কবলেন তখন শ্রীহরির মর্ত্যলীলায় বস আস্বাদন কববার জন্ম স্বর্গের দেবতাও মর্ত্যে জন্মগ্রহণ কবার বাসনা কবলেন। তাই মর্ত্যে কৃষ্ণলীলায় আসবা বাঁদেব সহচর সহচরীকূপে দেখতে পাই, তাঁরা প্রত্যেকেই মানবরূপধারী দেবদেবী।

প্রজাপতিব অভিলাষে নারদকে বার বার তিনবার মানবজন্ম গ্রহণ করতে হয়। নারদ যখন অভিলাষ হন তখন প্রজাপতিব কাছে তিনি প্রার্থনা কবেছিলেন, “আমি যে কুলেই জন্মগ্রহণ কবি না কেন, আমি যেন হরিভক্তি থেকে বিরত না হই।” প্রজাপতি সে প্রার্থনা পূরণ কবেছিলেন। তাই অভিলাষমুক্ত হয়ে নারদ নারায়ণের সমীপে গোলোকে উপস্থিত হন।

হরিভক্তি স্বর্গ ও মর্ত্যের সব চেয়ে দুর্লভ বস্তু, যা কঠোর সাধনায় আয়ত্ত কবতে হয়। এই হরিভক্তি তত্ত্বই হল ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণের মূল কথা।

শ্রীশ্রীমদ্ভবৈবৰ্ত্তপুৰাণেৰ সাম্বাংশ

মহামতি ব্যাসদেব বিবচিত ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ বিবাট গ্ৰন্থ। চাৰিটি খণ্ডে তাকে বিভক্ত কৰা হৈছে, ব্ৰহ্মখণ্ড, প্ৰকৃতিখণ্ড, গণপতিখণ্ড ও শ্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। এক একটি খণ্ডে এক একটি বিষয়েৰ অবতাৰণা কৰা হৈছে। পাঠকদেব সুবিধাৰ জন্তু সেই সমস্ত খণ্ডেৰ সাৰমৰ্ম্ম এখানে লিপিবদ্ধ কৰা হল।

মৰ্ম্মখণ্ড

ব্ৰহ্মখণ্ডে গোলোকাদি সৃষ্টি বৰ্ণন এবং তাবপব ব্ৰহ্ম থেকে বিষ্ণু, ব্ৰহ্মা ও শিবাৰদি উদ্ভব-কাহিনী বলা হৈছে। শুধু তাই নয়, দেবদেবাদি এবং ভূতপ্ৰেতাৰদি জন্ম-বিবৰণও তাতে দেখা হৈছে। স্বৰ্গ, মৰ্ত্তা, বসাতল ও সাগবাৰদি সৃষ্টি হল। বিচিত্ৰ তাৰদেব নাম, বিচিত্ৰ তাৰদেব গঠন। গোলোকপতি শ্ৰীহৰি হলেন সৰ্ববিসৃষ্টিৰ মূলধাৰ। দেবদেবী সৃষ্টি কৰে উপযুক্ত পাত্ৰে তিনি নাবীদেব অৰ্পণ কৰলেন। কৈকটনগৰে নাৰাষণকে অবস্থান কৰবাৰ নিৰ্দেশ দিযে লক্ষ্মী ও সবস্বতীকে তাঁৰ হস্তে সঁপে দিলেন। সাবিত্ৰীসুন্দৰীকে অৰ্পণ কৰলেন ব্ৰহ্মাব কৰে। তাবপব শিবকে নিৰ্দেশ দিলেন ভগবতী দুৰ্গাদেবীকে গ্ৰহণ কৰবাৰ জন্তু। একথা শ্ৰবণ কৰে শিব সৰিনয়ে শ্ৰীহৰিকে বললেন—“ওহে দয়াময়, আমাকে কেন ভোগবাসনাৰ লোভ দেখাও ? নাবী ধৰ্ম্মেৰ কণ্ঠক, সাধন ভজনেৰ বিষম বিয়। আমি স্থিৰ কৰেছি দিবানিশি তোমাৰ চৰণ চিন্তা কৰে জীবন কাটাবো। জপ, তপ, কিংবা তীৰ্থ দৰ্শন তোমাৰ চৰণতুল্য নয়। নাবীৰ লোভ দেখিয়ে আমাকে সেই চৰণ থেকে বঞ্চিত কৰো না।”

তখন গোলোকেৰ পতি শ্ৰীহৰি বললেন, “ওহে পঞ্চানন, তোমাৰ সমান আমাৰ ভক্ত আৰু কেহ নাই। তুমি পৰম বৈষ্ণৱ, তোমাৰ মত বৈষ্ণৱও আৰু কেহ এই ভূভুবনে নাই। একশত প্ৰজাপতিৰ নাশ হলেও তোমাৰ পতন হৰে না। তুমি নিৰ্ভয়ে দুৰ্গাকে গ্ৰহণ কৰ। তোমাৰ জন্তুই দুৰ্গাৰ সৃষ্টি হৈছে।” শ্ৰীহৰি এই ভাবেই দুৰ্গাকে গ্ৰহণ কৰবাৰ অঙ্গীকাৰে মহাদেবকে আৰম্ভ কৰেন।

তাবপব ব্ৰহ্মাকে আদেশ দেন জীব সৃষ্টি কৰবাৰ জন্তু।

ব্ৰহ্মা সাবিত্ৰীৰ সঙ্গে বিহাবে মগ্ন হলেন। সাবিত্ৰীৰ গৰ্ভে চাৰি বেদ ও নানাবিধ শাস্ত্ৰেৰ উদ্ভব হল। ছত্ৰিশ বাগিনী, দণ্ড, ক্ষণ, বৰ্ষ, মাস, তিথি প্ৰভৃতিৰ উৎপত্তি হল। ব্ৰহ্মাৰ নাভিপদ্ম হতে জন্মগ্ৰহণ কৰল বিখ্যেৰ মহাশিল্পী বিশ্বকৰ্ম্মা।

ব্রহ্মার মানসে চাৰিটি পুত্ৰেৰ জন্ম হয়। তাদেৰ নাম সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। যথাসময়ে ব্ৰহ্মা তাদেৰ সংসারধৰ্ম পালন কৰে সৃষ্টি বুদ্ধি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলেন। কিন্তু পুত্ৰগণ অনিচ্ছা জ্ঞাপন কৰলেন। তাতে ব্ৰহ্মাৰ অন্তরে ভয়ানক ক্ৰোধেৰ উদ্বেগ হল। সেই ক্ৰোধৰ থেকে হল একাদশ ক্ৰোধেৰ জন্ম। তাৰপৰি ব্ৰহ্মা সৃষ্টি কৰলেন সপ্তৰ্ষিকে তাঁৰ বিভিন্ন অঙ্গ থেকে। কণ্ঠদেশ থেকে জন্ম নিলেন নাবদ।

নাবদকে ব্ৰহ্মা নিৰ্দেশ দিলেন পত্নী গ্ৰহণ কৰে সংসারধৰ্ম অবলম্বন কৰবাব জন্ম। নাবদ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰলেন। বললেন—“ত্ৰীকৃষ্ণেৰ নাম গান কৰে দিন কাটাবো, তবু ধৰ্ম্মেৰ বিয়ত্বকপ নাবীকে গ্ৰহণ কৰবো না।” তখন ব্ৰহ্মা ক্ৰোধে অগ্নিশৰ্ম্মা হৰে নাবদকে অভিশাপ দিলেন—“তুই গন্ধৰ্বকুলে জন্মগ্ৰহণ কৰবি। তোর নাম হৰে উপবৰ্হণ। পঞ্চাশজন বমণীৰ সঙ্গে তুই বিহাব কৰবি। তাৰপৰি তোৰ দাসীকুলে জন্ম হৰে। বৈবধৰেৰ উচ্ছিষ্ট ভোজন কৰে তোৰ মুক্তি হৰে।”

এই অভিশাপ শুনে নাবদেৰ মনে ভয়ানক দুঃখ হল। তিনি ব্ৰহ্মাকে প্ৰতি-অভিশাপ দান কৰলেন—“যেহেতু তুমি আমাকে বিনা দোষে অভিশাপ দিযেছ, আমিও তোমাকে অভিশাপ দিলাম—তোমাৰ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ পৃথিবীতে বিলুপ্ত হৰে। তিনকল্প ব্যাপী তোমাৰ পূজা পৃথিবীতে কেউ কৰবে না। পূজাৰ্চনায় তোমাৰ নামটি মাত্ৰ উল্লেখ থাকবে। যজ্ঞাদিতে তোমাৰ ভাগ অত্যাৱ দেকতারা গ্ৰহণ কৰবেন।”

এৰপৰি নাবদ যথাক্ৰমে গন্ধৰ্বৰূপে এবং দাসীপুত্ৰৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰলেন। কৃষ্ণেৰ অনুগ্ৰহে তাৰপৰি হল তাঁৰ শাপমুক্তি। তৎপৰ ব্ৰহ্মা তাঁকে দিব্যজ্ঞান দান কৰলেন। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণে তাহা বিস্তাৰিত ভাবে আলোচিত হযেছে।

এ ছাড়া ব্ৰহ্মধৰ্ম্মে বশিষ্ঠ কণ্ঠপাদি অত্যাৱ ধৰ্ম্ম, দানব, বিহঙ্গ, সবীৰুপ প্ৰভৃতিৰ উদ্ভব বৰ্ণনা কৰা হযেছে।

ব্ৰহ্মধৰ্ম্মে আৰ একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হল স্মৃতাটী উপাধ্যায়। স্বৰ্গবেশ্যা স্মৃতাটী অপকৰ্পা হুন্দরী। বিশ্বকৰ্ম্মা তাকে দৰ্শন কৰে মুগ্ধ হলেন। কৰলেন তাৰ কাছে শূদ্ৰাৰ প্ৰাৰ্থনা। স্মৃতাটীও বিশ্বকৰ্ম্মাকে দেখে মোহিত হল। কিন্তু সে তখন চলেছে কামেৰ ভবনে তাকে বত্ৰি দান কৰতে। তাই স্মৃতাটী বলল—“আজকেৰ জন্ম কামদেব আৰাৰ পতি। কামদেব তোমাৰ শিক্ষাগুৰু, তাই আজ আনাকে গ্ৰহণ কৰলে তোমাৰ গুৰুপত্নী উপভোগেৰ পাৰ হৰে।”

এই কথা শুনে বিশ্বকৰ্ম্মা ক্ৰোধভৰে স্মৃতাটীকে অভিশাপ দিলেন—“শূদ্ৰাণীৰ গৰ্ভে তোমাৰ জন্ম হৰে।” স্মৃতাটীও অভিশাপ দিল বিশ্বকৰ্ম্মাকে—“সৰ্গভৰ্ত্ত হৰে তুমি মানবকুলে জন্মগ্ৰহণ কৰবে। শিল্পকৰ্ম্ম কৰে তুমি উদব পূৰণ কৰবে।”

অভিশাপ প্ৰদান কৰে স্মৃতাটী কামেৰ ভবনে যাত্ৰা কৰল। অভিশাপেৰ সমস্ত বৃত্তান্ত প্ৰকাশ কৰল কামেৰ নিকটে। কাম তাকে বললেন—“মদন গোপেৰ নারীৰূপে তুমি পৃথিবীতে জন্মগ্ৰহণ কৰবে। অভিশাপ অন্তে তুমি পুনৰায় সৰ্গে আগমন কৰবে।”

অভিশাপ কথনো ঋণ হয না। বিশ্বকৰ্ম্মা পৃথিবীতে ব্ৰাহ্মণেৰ ঘৰে জন্মগ্ৰহণ কৰলেন। নানাবিধ শিল্পকাৰ্য্য কৰে তাঁৰ দিন কাটতে লাগল। একদিন বিশ্বকৰ্ম্মা জাহ্নবীৰ তীৰে এক পবনাভুন্দবী নাবী দেখে মুগ্ধ হলেন। নাবীও তাঁকে দেখে মুগ্ধ হল। এই নারীই হল পূৰ্ব্বজন্মেৰ স্মৃতাটী। স্মৃতাটী বিশ্বকৰ্ম্মাকে দেহদান কৰল।

এই নারীর গর্ভেই জন্ম হল ন্যটি পুত্র সন্তান। তারা হল মালাকাব, কাংস্কার, তন্তুবাধ, স্বর্গকাব, কন্দকাব, শঙ্খকাব, সূত্রকাব, কুন্তকাব এবং চিত্রকাব। এইভাবে পৃথিবীতে নানা জাতিব সৃষ্টি হল। -

এই হল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেব ব্রহ্মখণ্ডেব প্রধান বক্তব্য এবং তাব সাবাংশ।

প্রকৃতিখণ্ড

প্রকৃতি-চবিত্র এবং তাব অংশাদি বর্ণন বিষয় নিয়েই প্রকৃতিখণ্ডেব সূচনা। দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতিব জন্মেব কাহিনী তাতে বলা হযেছে। নারী প্রকৃতি—শক্তিময়ী, নারী ভিন্ন সংসাবেব সৃষ্টি বক্ষা হয না, নানা নীতিবাক্য ও দৃষ্টান্ত দ্বাৰা তা আলোচিত হযেছে। নারীকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া প্রযোজন তাহাও শাস্ত্রকাব বলেছেন।

যত নারী আছে এই বিশ্বেব মাঝাবে।

প্রকৃতিব অংশ সব জানিবে অন্তবে ॥

নারীজনে অপমান যদি কবে কেহ।

প্রকৃতিব মানহানি নাহিক সন্দেহ ॥

এই প্রকৃতিব অংশ হতেই সবাব জন্ম। তবু নারীদেব ভিতব বিভিন্ন প্রকাব আছে। উত্তমা, মধ্যমা, অধমা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাবেব নারী বিত্তমান, তাদেব আকৃতি প্রকৃতি বিশদভাবে ব্রহ্মখণ্ডে বর্ণনা কবা হযেছে।

সবস্বতীব পূজা বর্ণনা, জাহ্নবী ও সবস্বতীব বিবাদ প্রভৃতি ব্রহ্মখণ্ডেব একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই তিনজন শ্রীহবিব ভার্যা। একদিন গঙ্গা ও সবস্বতী বৈকুণ্ঠে বসে আছেন। হঠাৎ তাদেব মধ্যে বিবাদ সূচক হল। অগচ শ্রীহবি তাতে কণ্ঠপাত কবলেন না। তখন সবস্বতী শ্রীহবিকে বলেন—“যদি আমাব চেয়ে গঙ্গা তোমাব অধিকতব প্রিযা হযে থাকে তবে আমাকে বিদায় দাও। আমি বনে গমন কবি।” শ্রীহবি উভয সঙ্গটে পড়ে স্থান ত্যাগ কবলেন। সরস্বতী ও গঙ্গাব বিবাদ গুরুতব আকার ধাবণ কবল। লক্ষ্মীদেবী সে বিবাদ মিটাবাব চেষ্টা কবলেন। কিন্তু বল হল তাতে বিপৰীত। সবস্বতী ক্রুদ্ধ হযে লক্ষ্মীদেবীকে অভিশাপ দিলেন, “তুমি বৃক্ষকণ ধাবণ কববে। তাবপব হবে নদী।” গঙ্গাকে বললেন, “তুমি ধাবণ কববে নদীব কপ।” গঙ্গা সহ্য কবতে পাৰলেন না। তিনি ও সবস্বতীকে অভিশাপ দিলেন—“তুমি ও নদীকপে পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে।”

এমন সময় শ্রীহবি দেখানে উপস্থিত হযে গঙ্গা ও সবস্বতীকে নিবৃত্ত কবাব চেষ্টা কবলেন। কিন্তু অভিশাপ বংগন কবাব কোন উপায় তখন নেই। লক্ষ্মী তার প্রতি অভিশাপেব কথা উল্লেখ কবে শ্রীহবিব পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। শ্রীহবি বললেন—“পশ্চৎক নৃপতিব গৃহে তুমি জন্মগ্রহণ কববে। তোমাব নাম হুনে তুলসী। তোমার অংশে শঙ্খচূড় দৈত্য জন্মগ্রহণ কববে। তুমি হবে তাব পত্নী। শঙ্খচূড়ের গুহায় পর তুমি হসে বৃক্ষ। তুলসী নামে সেউ বৃক্ষ ধ্বংসতলে পূজা হব। ত্রাপদর

অভিশাপ অস্ত্রে তুমি নদীকূপ ধাবণ কবে ধরাভলে প্রবাহিত হবে। তোমার নাম হবে পদ্মা।”

তাবপর গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীহরি বললেন—“নানবের পাপ মুক্ত কবাব জন্ম তুমি গঙ্গানদীকূপে পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে। বহু সাধনার পর ভগীরথ তোমাকে পৃথিবীতে নিয়ে যাবে। তোমার পবিত্র জল যে স্পর্শ করবে তারই পাপ নোচন হবে।”

দেবী সরস্বতীর প্রতি অতঃপর শ্রীহরি বললেন—“তোমার অর্দ্ধাংশ নাবীর কূপ হয়ে ব্রহ্মার নিকট অবস্থান কববে। আব অর্দ্ধাংশ নদীকূপ ধাবণ করে পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে।”

তারপর সকলের মনস্তপ্তির জন্ম বললেন—“ছায়াশ্রিত তোমরা পৃথিবীতে যাবে। আমার নিকটেই হবে তোমাদের চির অবস্থান।”

পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্তও প্রকৃতিখণ্ডে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। প্রলয়ের জলে সমস্ত কিছু নিময়। মধুকৈটভ নামে দুই দৈত্যের উদ্ভব হয়। শ্রীহরির সঙ্গে যুদ্ধ হয় তুমুল সংগ্রাম। হৃদমর্শন চক্রাঘা শ্রীহরি দুই দৈত্যকে নিধন করেন। অল্পরত্নের মেনে ঘরা পৃথিবী বর্ধিত হতে থাকে। এই জন্ম পৃথিবীর এক নাম মেদিনী।

বেদবতীর উপাখ্যানও প্রকৃতিখণ্ডে বিশেষ প্রাধিক্য লাভ কবছে। কুশধ্বজ পত্নী ছিলেন নানাবতী। অতিশয় ধর্ম্মশীলা ও ধর্ম্মনিষ্ঠাবতী। কুশধ্বজ লক্ষীর আরাধনা করে বর লাভ কবেন। কল্যাব অংশে তাঁর এক কন্যা হয়। সেই কন্যার নাম বেদবতী। তুমিষ্ঠ হওয়াব পরেই কন্যা ব্রহ্মার আরাধনা কবাব জন্ম বনে চলে যান। বহুকাল আরাধনার পর ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে দৈববাণীচ্ছলে বর দিতে অভিনাবী হন। বেদবতী বর প্রার্থনা করেন, আনি যেন শ্রীহরিকে পতিকূপে লাভ কবতে পাবি। তখন দৈববাণী হল, জন্মাস্তবে তুমি তাঁকে পতিকূপে লাভ কববে। এজন্মে শ্রীহরিকে লাভ কবতে না পেরে ক্ষুদ্রচিত্তে বেদবতী গন্ধমাদনে গিয়ে বৃক্ষেব আরাধনা কবতে আবস্ত করেন। একদিন লক্ষ্যাব বাজা বাবণ সেইস্থানে উপনীত হয়ে বেদবতীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। বেদবতী যত্নসহকারে অতিথি সংকারের আয়োজন করেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষিত রাবণ তাঁর সতীত্বনাশে উত্তত হয়। ক্রোধে অদীরা হয়ে বেদবতী রাবণকে বললেন—“শ্রীহরিকে পতিকূপে লাভ কবাব জন্ম আনি দিনানিশি তাঁব ধ্যান কবছি, তুমি আমার দেহ অপবিত্র কবতে উত্তত হয়েছ। আনি অভিশাপ দিচ্ছি তুমি সবংশে নিধন হবে। তোমার বংশে কেউ জীবিত থাকবে না।”

এইকূপ অভিশাপ দিয়ে ক্রোধে ও অভিমানে বেদবতী জাহ্নবীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

তারপর সেই বেদবতী জন্মগ্রহণ কবলেন সীতাকূপে। শ্রীহরির অবতার রামচন্দ্রকে পতিকূপ লাভ কবলেন। সীতাকে হরণ কবলো দুর্ভিক্ষিত রাবণ। তাবপর রামচন্দ্রের হস্তে হলো তাঁর সবংশে নিধন। ব্রহ্মবৈবর্তপু্রাণে সংক্ষিপ্ত ভাবে সেট অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। বানাবণে আছে তাব বিস্তারিত কাহিনী।

সতী তুলসীর উপাখ্যান ব্রহ্মবৈবর্তপু্রাণে বিস্তারিত ভাবেই পাওয়া যায়। শঙ্খচূড় দৈত্যের সঙ্গে শিবের যুদ্ধ, নাবায়ণের চলনা, তুলসীর অভিশাপে নাবায়ণের শিলাকূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ শালগ্রাম শিলাব উৎপত্তি—এই সব কাহিনী অতিশয় উপভোগ্য।

সাবিত্রীর উপাখ্যানও ব্রহ্মবৈবর্তপু্রাণে আছে। মদ্রদেশের অগ্নিপতি অগ্নিপতি অতি গুণবান ও ধর্ম্মশীল। মহিষী নান্যবতী অতিশয় কপবতী ও সতীসাদী বদনী। সন্তান কাননায তাঁরা ব্যাকুল। উভয়ে সাবিত্রীর আরাধনা করেন। সাবিত্রীর

ববে তাঁদের একটি কথা জন্মগ্রহণ কবে। তাঁরা সেই কথার নাম বাধেন সাবিত্রী। সাবিত্রী সঙ্গ্রে বাজা দ্যুতসেনের পুত্র সত্যবানের বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহেব এক বৎসব পবেই সত্যবানের মৃত্যু হয়। সাবিত্রী সতীত্বের মহিমায ও নিজের বুদ্ধিবলে স্বামীকে ফিবে পান। সাবিত্রীর সহিত যমবাজের কথোপকথন এবং যমরাজ কর্তৃক কন্দ্রবিপাক কখন বৃষ্টি ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পবিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, শুভ অশুভ কর্মের ফল, পাণ্ডভেদে নবক ভোগ, নারীদের কুলটা বিষয় বর্ণন প্রভৃতি পাঠে পাঠকদের প্রভূত জ্ঞানের সঞ্চার হয়।

শ্রীবাখিকাব পূজাদি বিবরণ, ভগবতীর বিবরণ এবং তাঁব পূজাদিবি বিবরণও উক্ত খণ্ডে আছে। চন্দ্র বর্ভক গুরুপত্নী হবণ, তাঁব পবিণাম, বুধের উৎপত্তি প্রভৃতি স্থললিত ভাষায় বর্ণনা কবা হয়েছে।

গণেশখণ্ড

ভগবতী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং স্তবে ভুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভগবতীকে বব প্রদান বিষয় নিয়েই প্রধানতঃ গণেশখণ্ডের সূচনা। ভগবতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট পুত্র প্রার্থনা কবলেন, শ্রীকৃষ্ণ সে প্রার্থনা পূরণ কবলেন। জগন্মাতা ভগবতী—তাঁব পুত্রকপে শ্রীকৃষ্ণই এলেন, নাম হল তাঁব গণেশ। ভুবন আলো কবা তাঁব রূপ। সমস্ত দেবদেবী ও মুনিঋষিবা পুত্র-দর্শন কবতে উপনীত হলেন বৈল্লাসে। কিন্তু গ্রহবাজ শনিব দৃষ্টিতে পুত্রের মুণ্ডপাত হল। ভগবতী ক্রোধে অধীবা হয়ে শনিকে অভিশাপ দিলেন—তুমি বিকলাঙ্গ হবে, তুমি ঋণ হবে।

দেবদেবী ও মুনিঋষিগণ এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হলেন। ভগবতীকে সাংস্কা প্রদান কবার উদ্দেশ্যে সকলে গণেশের স্তব কবতে নাগলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন, সকল দেবতাৰ আগে গণেশের পূজা হবে। শ্রীবিষ্ণু সূদর্শন চক্রদ্বারা গজশ্রেষ্ঠ ঐবাবভেব মুণ্ড ছেদন কবে সেই মুণ্ড গণেশের স্বন্ধে স্থাপন কবলেন।

কাঙ্কিকের জন্ম, কাঙ্কিক ও গণেশের বিবাহ গণেশখণ্ডে বর্ণনা কবা হয়েছে।

দেবসেনা নামে এক অতি রূপবতী কথার সঙ্গ্রে দেওযা হল কাঙ্কিকের বিবাহ, আব পুষ্টি নামে আব এক রূপসী কথার সঙ্গ্রে হল গণেশের বিবাহ। পুষ্টিব অপব নাম মহাকর্কনী। নবদুর্গা বলেও তাঁকে অভিহিত কবা হয়।

গণেশখণ্ডের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হল পবশুৰামের পিতা জন্মদয়ি মহাতেজা ঋষি। কাঙ্কবীর্ঘ্যার্জুন নামে এক শক্তিশালী রাজা দুগুনা কবতে বনে এসে জন্মদয়িৰ আশ্রমে উপনীত হলেন। সঙ্গ্রে তাঁব অসংখ্য নৈগু, সকলেই দুগায় 'ও পবিত্রানে কাতব। ঋষি জন্মদয়ি সকলের আহাবেব আযোজন কবলেন। নানাকপ তুখাও দ্বাৰা সকলকেই পবিতৃষ্টি সহকাৰে ভোজন কবান হল। সিবাটি সেই আযোজন দেখে কাঙ্কবীর্ঘ্য রাজা খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। মহাযসস্বনহীন দুনিব আশ্রমে বিকপে ইতা সত্ত্ব হল ? সদ্ধান নিয়ে জনলেন দুনিব আশ্রমে আছে এব কানথেনু। তাঁব কাছে যা প্রাৰ্ণনা কবা বাথ তাই লাভ কবা যায়। রাজা লোভেব বশনর্ভী হয়ে দুনিব কাছে সেই কানথেনু প্রাৰ্ণনা কবলেন। জন্মদয়ি

তা দিতে প্রীকৃত হলেন না। কাজেই বাজার সঙ্গে মুনির বৃদ্ধ বেধে উঠল। বৃদ্ধ মুনি নিহত হলেন।

জন্মদিগিপুত্র পরশুরাম তখন পুন্সব তীর্থে সাধনায় মগ্ন ছিলেন। পিতাব বৃত্ত্য সংবাদ শ্রবণ কবে দ্রুতগতি আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। বাজা কার্ত্তীর্য্যেব এই নৃশংস ব্যাপার দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা কবলেন, একুশবার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস কবলেন। শক্তিলাভেব জন্ম তিনি প্রথমতঃ গেলেন ব্রজার কাছে। ব্রজার নিকট সবিস্তাবে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা কবার পূর্ব ব্রজা পরশুরামকে মহাদেবের নিকট গমন করবার নির্দেশ দিলেন। পরশুরাম কৈলাসে গিয়ে মহাদেব ও পার্কর্ত্তীর্য্য স্তব কবলেন। স্তবে সম্বৃত্ত হইবে মহাদেব তাঁকে দিলেন বিষ্ণুমন্ত্র আব দিলেন পাশুপত, নাগপাশ প্রভৃতি অস্ত্র।

পরশুরাম বিবে এসে সেই অস্ত্রের সাহায্যে কার্ত্তীর্য্যকে নিধন করলেন। তারপর যুদ্ধ হল পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন। একবিংশবার ক্ষত্রিয় নিধন কবলেন। দেবতাদের আশীর্বাদ লাভের জন্ম গেলেন ব্রজার নিকটে। তারপর গেলেন কৈলাসে। শিব পার্কর্ত্তী তখন বিশ্রাম কবলেন। ছাবে আছেন গণপতি। পরশুরাম শিবের নিকট যাবার জন্ম ব্যস্ত হইবে উঠলেন। কিন্তু গণেশ বাধা দিলেন।

তাতে গণেশের সঙ্গে পরশুরামের বিবাদ বেধে উঠল। পরশুরাম তাঁব অস্ত্রদ্বারা গণেশের একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেললেন। এতে পার্কর্ত্তী ভয়ানক কষ্টা হলেন। তিনি ত্রিশূল হস্তে এগিয়ে গেলেন পরশুরামকে নিধন করবার জন্ম। পরশুরাম ভয় পেয়ে সকাতিরে বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনকে ডাকতে আরম্ভ কবলেন। অন্তর্ধানী ভগবান ভক্তকে রক্ষা করবার জন্ম বানন-আকৃতি ধারণ করে কৈলাসে এসে উপস্থিত হলেন। তেজে পরিপূর্ণ দেহ, কি মধুর তাব মুক্তি। কণ্ঠে বনমালা, গলায় যজ্ঞোপবীত, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, কি অপকৃপ তাব শোভা।

শিব, পার্কর্ত্তী এবং তাঁব পুত্র ও অমৃতচররা ভক্তিতরে এই অপকৃপ অতিথিকে প্রণাম কবলেন। যথায়োগ্য অতিথি সৎকাবের পর শিব তাঁব আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা কবলেন। বানন-আকৃতি নাবাষণ বললেন, ভৃগুরাম বিষ্ণুগত চিত্ত এবং বিষ্ণুপরায়ণ। তাই ভৃগুরামকে রক্ষা কববার জন্ম আমি এসেছি। পার্কর্ত্তীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বডানন ও গণপতি বেনন তোনাব পুত্র, পরশুরামও সেইকপ তোনাব পুত্র। পুত্রকে ক্ষমা কবা এবং রেহ কবা জননীৰ ধর্ম্ম। কাজেই ভৃগুরামকে তুমি ক্ষমা কব। নিজ কর্ম্মফল কেউ খণ্ডন কবতে পাবে না। অমৃতের দোহেই আজ গণেশ একদন্ত হইবে। কিন্তু সেজন্ম তার সৌন্দর্য্য হানি হয় নি। তাব শোভা যেন তাতে আরও বৃদ্ধি পেবেছে। আজ থেকে গণেশ একদন্ত নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধিলাভ করবে। তাব হবে আটটি নাম—গজানন, বিঘ্ননাশ, হেরম্ব, গণেশ, একদন্ত, লম্বোদর, সূর্যকর্ণ, গুহাগ্রজ। এই আটটি নাম বে স্মরণ করবে তাব মনস্বাননা পূর্ণ হবে, তার বিপদ নাশ হবে।

অতিথির এই বাক্য শ্রবণ করার পর পার্কর্ত্তীর্য্য ক্রোশ দূর হল। বাননকর্ণা ভগবানও সহসা অন্তর্দান কবলেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড

ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডই সৰ্ববৃহৎ অংশ। শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড নাম হলেও এই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণেৰ প্ৰাৰ্থ সমগ্ৰ জীৱনেৰ কাহিনীই বৰ্ণনা কৰা হৈছে। গোলোকপুৰী বৰ্ণন, গোলোকে শ্রীৰাধাকৃষ্ণেৰ লীলা প্ৰভৃতি প্ৰথমদিকে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। বাধিকাৰ ভাষে বিবজাৰ নদীৰূপ উৎপত্তি, বাধিকাৰ প্ৰতি শ্ৰীদামেৰ অভিষাপ এই খণ্ডেৰ উল্লেখযোগ্য অংশ। কাৰণ তাৰপৰ খেকেই শ্রীকৃষ্ণেৰ মৰ্ত্ত্যধামে আগমনেৰ বিষয় অবতারণা হৈছে।

বিবজা শ্রীকৃষ্ণেৰ আদৰ্শী পৰমাকপসী সখী। একদিন শ্রীকৃষ্ণেৰ সান্থ হল বিবজাৰ সঙ্গ বিহাৰ কৰিবেন। তাই একদিন গোপনে গেলেন বিবজাৰ ভবনে। পুষ্পশাৰায় শবন কৰে দুজনে মনেৰ আনন্দে বিহাৰ কৰলেন। বাধিকাৰ সখীবা তা দেখতে পেৰে বাধিকাৰ নিকট অভিযোগ কৰল। শুনে বাধিকা ক্ৰোধে অধীবা হৈ উঠলেন। তাভাতাডি বশে আৰোহণ কৰে সখীদেৰ নিষে চললেন বিবজাৰ গৃহ অভিমুখে। গিৰে দেখলেন শ্ৰীদাম বেত্ৰ হস্তে দ্বাৰ বন্ধা কৰছেন। শ্রীবাধিকা ভিতৰে প্ৰবেশ কৰতে চাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণেৰ অনুমতি ভিন্ন শ্ৰীদাম তাঁকে প্ৰবেশেৰ অধিকাৰ দিলেন না। বাধিকা তখন ক্ৰোধে অধীবা হৈ শ্ৰীদামকে নানাকপ ভৎসনা কৰতে লাগলেন। শ্ৰীদাম যতই নানা বুদ্ধিৰাক্যে তাঁকে বুঝাতে যান ততই তাঁৰ ক্ৰোধ বৃদ্ধি পায়। ভিতৰে খেকেই শ্ৰীহৰি এই বিবোধেৰ সংবাদ অবগত হলেন এবং বাধিকাৰ দৃষ্টি এড়াবাব জন্ম সেৱান হতে অন্তৰ্হিত হলেন।

বাধা জোৰ কৰেই বিবজাৰ পুৰীতে প্ৰবেশ কৰলেন। বিবজা ভাষ পেৰে জলেৰ কপ ধাবণ কৰে আত্মগোপন কৰলেন।

সবই জানতে পাবলেন অন্তৰ্য্যামী হৰি। তিনি বিবজা নদীৰ তীৰে বসে চোখেৰ জন ফেলতে লাগলেন। বিবজা তখন দেহকপ ধাবণ কৰে শ্রীকৃষ্ণেৰ কাছে এসে উপনীত হলেন। পুনৰাৰ মহানন্দে উভয়ে বিহাৰ কৰতে লাগলেন।

এব ফলে বিবজাৰ গৰ্ভসঞ্চাৰ হল। ক্ৰমে ক্ৰমে সাত পুত্ৰ জন্মগ্ৰহণ কৰল। পুত্ৰ লাভ কৰে বিবজাৰ অন্তৰ আনন্দে নিমগ্ন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও বিবজা নিৰ্জনে কেলি কৰছেন। এমন সময় বিবজাৰ সাত পুত্ৰ পৰস্পৰ বিবাদ কৰে মায়েৰ নিকটে উপস্থিত হল। বতিভঙ্গ হওঁতে শ্রীকৃষ্ণ ভয়ানক ক্ৰোধপৰাণ হৈ উঠলেন। বিবজাৰ সাত পুত্ৰকে অভিষাপ দিলেন—
“তোবা সাতজন সাতটি সাগৰে পৰিণত হবি।”

এইকপে সৃষ্টি হল সপ্তসাগৰ।

ওদিকে ক্ৰোধে উদ্ভীষ্ট হৈ শ্ৰীবাধিকা শ্ৰীদামকে অভিষাপ দিহেছেন—“তুমি পৃথিবীতে দানবকপে জন্মগ্ৰহণ কৰবে।” অহেতুক অভিষাপ প্ৰদানে শ্ৰীদাম দুৰ্ব্ব হৈ বাধিকাকে অভিষাপ দিহেছেন—“তুমিও মানবী আকাৰে পৃথিবীতে জন্মগ্ৰহণ কৰবে।”

শ্রীকৃষ্ণ মহা সনাত্যায় পড়লেন। কিন্তু অভিষাপ হওঁন কৰবাৰ কোন উপায় নেই। ওদিকে মহাভাবে প্ৰপীড়িতা হৈ পৃথিবী ব্ৰহ্মাৰ নিকটে এসে ক্ৰন্দন কৰছে—

“দুঃখপাপে অত্যাচারে আমি জর্জরিতা, আমাকে বক্ষা কব।” দেবতাবাও আকুল হইবে উঠেছেন পৃথিবীর দুঃখভার মোচনের জন্ম। কিন্তু সর্বদয় কর্তা শ্রীহরি ছাড়া কে কববেন পৃথিবীর পরিত্রাণ? তাই তাঁরাও আকুল আবেদন জানাচ্ছেন শ্রীচরিত্রে।

শ্রীহরি বুঝতে পেরেছেন তাঁকে নর্ত্তে যেতে হবে। তাবই সূচনা আরম্ভ হয়েছে চারদিকে। শ্রীদামেব অভিষাপে ক্রন্দনরতা রাধিকাকে সাধুনা দিবে বললেন— “দৈবেব লিখন, কিছুতেই তাব অগ্ৰথা হবে না। ভূভাব হবশেব জন্ম আমাকে যেতে হবে মর্ত্ত্যধামে। তুমি জন্ম নেবে বৃষভানুব কথ্যাকপে, আমিও জন্ম নেব গোপেব ঘবে, তোমার সঙ্গে আমার সেখানে হবে মিলন।”

বাধারূপের নর্ত্তে আগমনের এই হল সাধাবণ কাহিনী। তাবপরই শ্রীকৃষ্ণেব জন্মবৃত্তান্ত ও শ্রীকৃষ্ণেব নানা বাল্যলীলার বিচিত্র কাহিনী অতি মনোবমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবকী ও বত্সদেবের জন্মবৃত্তান্ত, নন্দ ও বশোদার জন্মবৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পাবি তাঁদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কলিগীর বিবাহ, কলিগীর গর্ভে কামদেবেব জন্ম প্রভৃতি বিচিত্র কাহিনী পাঠ কবে বসিক পাঠকের মন ভক্তি ও আনন্দরসে উদ্বেল হয়ে উঠবে।



সূচীপত্র

মসখণ্ড

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		একাদশ অধ্যায়	
নৈমিষাশ্রমে সৌতি মূনির আগমন ও		অশ্বিন কুমারের শাপ বিমোচন	৬৬
তৎপ্রতি ঋষিগণের প্রেরণ	৩৩	দ্বাদশ অধ্যায়	
সৌতি মূনি কর্তৃক শৌনকেব প্রেরণ		উপবর্ধণ গন্ধর্ব্বরূপে নারদের জন্ম	৬৭
উত্তর দান		ত্রয়োদশ অধ্যায়	
দ্বিতীয় অধ্যায়		ব্রহ্মা শাপে উপবর্ধণের স্থানত্যাগ	
পবত্রক-নিরূপণ	৩৬	এবং মালাবতীর বিলাপ	৬৯
তৃতীয় অধ্যায়		কীবোদনার্গবে হবি-সকাশে দেবগণের	
সৃষ্টি-নিরূপণ	৩৭	গমন, বিস্ময় স্তব এবং ভৎকর্তৃক	
চতুর্থ অধ্যায়		দেবগণকে অভয় প্রদান	৭১
সাবিত্রী প্রভৃতির আবির্ভাব, ব্রহ্মাণ্ডেব		চতুর্দশ অধ্যায়	
উৎপত্তি ও মহাবিবাটেব জন্মবৃত্তান্ত	৪০	ব্রাহ্মণ-বালকবেশে মালাবতীর নিকট	
পঞ্চম অধ্যায়		বিস্ময় আগমন	৭২
কালপুংখ্যান, বাধাব উৎপত্তি, গোপ-		পঞ্চদশ অধ্যায়	
গৌগীগণের আবির্ভাব ইত্যাদি	৪২	মালাবতী ও কালপুরুষাদি সংবাদ	৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায়		ষোড়শ অধ্যায়	
পুরুষের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ববদান, শিব-		চিকিৎসা-প্রণয়ন	৭৬
নারের ব্যুৎপত্তি ও সৃষ্টিকথা	৪৫	সপ্তদশ অধ্যায়	
সপ্তম অধ্যায়		ব্রাহ্মণ ও বেববুল্ল-সংবাদ বিবরণ	
ব্রহ্মা কর্তৃক বর্গ, মর্ত্য, বনাতল ও		বিস্ময় প্রশংসা	৭৮
সাগবাসিব সৃষ্টি	৪৯	অষ্টাদশ অধ্যায়	
অষ্টম অধ্যায়		উপবর্ধণের পুনর্জীবন প্রাপ্তি	৮০
বেদ, শাস্ত্র, বাগ-বাগিনী, যুগ, দণ্ডাদি		উনবিংশ অধ্যায়	
সময় ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের		উপবর্ধণের মৃত্যু ও শূদ্রবংশে	
উদ্ভব এবং নারদের প্রতি ব্রহ্মা		পুনরায় জন্মগ্রহণ	৮২
অভিশাপ প্রদান	৫১	বিংশ অধ্যায়	
নবম অধ্যায়		উপবর্ধণের মৃত্যু ও শূদ্রবোনিতে জন্ম	৮৩
কণ্ডপাদিব সৃষ্টি, মঙ্গলের উৎপত্তি, চন্দ্রের		একবিংশ অধ্যায়	
প্রতি দক্ষের অভিশাপ ইত্যাদি	৫৪	নারদনারের ব্যুৎপত্তি ও নারদের	
শিবেব নিকট দক্ষের গমন ও দক্ষকন্যাগণের		শাপ-বিমোচন	৮৫
পুনর্বার পতিলাভ	৫৮	দ্বাবিংশ অধ্যায়	
দশম অধ্যায়		নারদাদির নাম-নিকৃষ্টি-কণন	৮৭
ঋষিবর্গ ও কুবেবের জন্মবৃত্তান্ত	৬০	ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	
মহাচী-উপাখ্যান	৬২	ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদ	৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্বিংশ অধ্যায়		সপ্তবিংশ অধ্যায়	
নাবদেব প্রতি ব্রহ্মাব উপদেশ	২০	ভক্ত্যভিক্যাদি নিকপণ	২৭
পঞ্চবিংশ অধ্যায়		অষ্টবিংশ অধ্যায়	
চৈল্যাস ভবনে শিবের নিকট		ব্রহ্ম-নিকপণ, নাবদেব শিখ-বব-প্রাপ্তি	
নাবদেব গমন ও কণোপকথন	২২	ইত্যাদি ...	২২
ষড়্‌বিংশ অধ্যায়		উনবিংশ অধ্যায়	
নাবদেব প্রতি মহাদেবের কৃষ্ণমন্ত্র-প্রদান		নাবদেবের প্রতি নাবদেব প্রশ্ন	১০২
ও ব্রাহ্মণ্যব কার্যবিধি কথন	২৪	ত্রিংশ অধ্যায়	
		ভগবৎস্বরূপ-কথন	১০৩

প্রকৃতিখণ্ড

প্রথম অধ্যায়		দ্বাদশ অধ্যায়	
প্রকৃতিচিহ্ন ও অংশাদির সংক্ষিপ্ত		গঙ্গার সহিত নাবদেবের বিবাহ	১৪৯
বিবরণ	১০৫	ত্রয়োদশ অধ্যায়	
দ্বিতীয় অধ্যায়		তুলসীব উপাখ্যান	১৫০
শক্তি প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও		চতুর্দশ অধ্যায়	
দেবদেবীর উৎপত্তি-বর্ণন	১১২	বেদবতীব উপাখ্যান ও সংক্ষেপে	
তৃতীয় অধ্যায়		বায়বণ-বর্ণন	১৫৩
বিখনির্গণ কথন	১১৬	পঞ্চদশ অধ্যায়	
চতুর্থ অধ্যায়		তুলসীব জন্ম ও ব্রহ্মাব নিকট বনলাভ	১৫৯
সরস্বতীর পূজাবিধি ও ধ্যান-কবচাদি		ষোড়শ অধ্যায়	
বর্ণন ...	১১৯	তুলসীব বিবাহ, শঙ্খচূড়ের বধেব উত্তম	১৬১
পঞ্চম অধ্যায়		সপ্তদশ অধ্যায়	
যাজ্ঞবল্ক্যের সরস্বতী-স্তব ও সরস্বতী-		মহাদেব বর্জক শঙ্খচূড়ের নিকট	
ববে শাপ হইতে মুক্তিলাভ	১২৩	যুক্তার্থে দ্রুত-প্রবেশ	১৬৮
ষষ্ঠ অধ্যায়		অষ্টাদশ অধ্যায়	
সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গঙ্গাব বিবাহ,		শঙ্খচূড়ের যুদ্ধযাত্রা	১৭০
অভিসম্পাদ এবং নবীকণ প্রাপ্তি	১২৪	উনবিংশ অধ্যায়	
সপ্তম অধ্যায়		শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ বর্ণন	১৭২
সরস্বতী প্রভৃতিব অবস্থা বর্ণন ও কলি,		বিংশ অধ্যায়	
কলি এবং দ্বৈতবেব গুণ নিকপণ	১২৯	বিদ্যুৎবর্জক শঙ্খচূড়ের কবচ-হরণ,	
অষ্টম অধ্যায়		শঙ্খচূড়-বধ ও শব্দের উৎপত্তি	১৭৫
পুণ্ড্রীর উৎপত্তি, তৎপূজাবিধি,		একবিংশ অধ্যায়	
ধ্যান, স্তোত্র ইত্যাদি কথন ...	১৩৪	বিদ্যুৎবর্জক তুলসীর সতীত্বনাশ, তুলসী-	
নবম অধ্যায়		পত্রের মাহাত্ম্য-কীর্তন ও শালগ্রাম	
পুণ্ড্রীর উপাখ্যান এবং ভূমিধানের		শিলাব গুণবর্ণন	১৭৭
বল-কথন	১৩৮	দ্বাবিংশ অধ্যায়	
দশম অধ্যায়		তুলসীর পূজাবিধি	১৮১
গঙ্গার আবির্ভাব ও তাঁহার স্তব-		ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	
পূজা-কথন ...	১৩৯	অগ্নিশক্তির প্রতি পরাশরের উপদেশ,	
একাদশ অধ্যায়		সাবিত্রীর ধ্যান ও পূজাবিধি	১৮২
গঙ্গাব উপাখ্যান	১৪৪		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্বিংশ অধ্যায়		ষড়্বিংশ অধ্যায়	
সাবিত্রীদেবী কর্তৃক রাজ্য অশ্বপতিকে		বাধাব উপাখ্যান, বাধাশব্দে ব্যুৎপত্তি-কথন	২১৭
বব দান ও সাবিত্রীর উপাখ্যান	১৮৬	সপ্তবিংশ অধ্যায়	
পঞ্চবিংশ অধ্যায়		শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবজার বিহার, বাধাব	
সাবিত্রী ও বম-সংবাদ ..	১৯১	ক্রোধ, বিবজাব নরীকপ প্রাপ্তি	
ষড়্বিংশ অধ্যায়		ইত্যাদি ..	২১৮
বমের নিকট সাবিত্রীর ববলাভ ...	১৯২	অষ্টাবিংশ অধ্যায়	
সপ্তবিংশ অধ্যায়		সুবজ্ঞ বজ্রার প্রতি ব্রহ্মশাপ ...	২২০
বমের নিকট সাবিত্রীর শুভকর্মে বিপাক		উনচত্বারিংশ অধ্যায়	
প্রবণ ..	১৯৫	ঋষিদিগের অতিথি-বিনয়হলে বাজাব	
অষ্টবিংশ অধ্যায়		প্রতি উপদেশ ...	২২২
অশুভ কর্ণে যল বর্ণন ও নবককুণ্ডেব		দ্বাদশবিংশ অধ্যায়	
লজ্যান ..	১৯৬	বাজাব প্রতি স্তুতপা অতিথির উপদেশ	২২৩
গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা পাপের শাস্তি বিবরণ	২০৩	একচত্বারিংশ অধ্যায়	
উনবিংশ অধ্যায়		শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে কালমান	
পাপিভেদে নবকভেদ-কথন ...	২০৫	সুবজ্ঞ রাজাব রাধাকৃষ্ণ দর্শন	২২৪
ত্রিংশ অধ্যায়		ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ-বাহাওয়াদি কথন ও সত্য-		রাধিকাব পূজাবিধি ও শ্রীকৃষ্ণের কৃত	
বানেশ জীবন দান ..	২০৭	রাধিকাব স্তোত্র ...	২২৭
একত্রিংশ অধ্যায়		ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়	
লক্ষ্মীর স্বরূপ-কথন ..	২০৯	দুর্গাব উপাখ্যান ..	২২৯
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়		চতুর্চত্বারিংশ অধ্যায়	
ইন্দ্রের প্রতি দুর্গাসাব অভিলাপ	২১০	সুবজ্ঞ-বংশ-বর্ণন, তারাহরণ বৃত্তান্ত,	
ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়		বৃষের উৎপত্তি ..	২৩০
বৃহস্পতির নিকট ইন্দ্রের গমন,		পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়	
যেবগণের পুনর্জীব লক্ষ্মীপ্রাপ্তি	২১১	তাবা-শোকে বৃহস্পতির বিলাপ ..	২৩২
চতুর্ত্রিংশ অধ্যায়		ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়	
মনসাব উপাখ্যান ..	২১৩	ব্রহ্মাব নিকটে শুভ্রের তাবা-প্রত্যর্গণ,	
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়		বৃষের জন্ম, বৃহস্পতির তাবা লাভ	২৩৪
মনসাব বিবাহ, আন্তিকেব জন্ম,		সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়	
অনমেজয়েব নাগবজ্ঞ ইত্যাদি	২১৪	প্রকৃতি পূজাব যল ও কাল-নিকট	২৩৫

গণেশখণ্ড

প্রথম অধ্যায়		চতুর্থ অধ্যায়	
হরপার্কটীষ সন্তোষভঙ্গ, শঙ্কবেব		ব্রাহ্মচর্য, পার্কটী কর্তৃক সনৎকুমারকে	
নিকট পার্কটীষ খেদ ইত্যাদি	২৩৮	পতি-হৃদিগাধান, পার্কটীষ শ্রীকৃষ্ণ-	
দ্বিতীয় অধ্যায়		স্তোত্র ..	২৪৯
পুণ্যক ব্রত বিধান কথন	২৪২	পঞ্চম অধ্যায়	
তৃতীয় অধ্যায়		শ্রীকৃষ্ণের নিকট পার্কটীষ ববলাভ,	
পার্কটীষ পুণ্যক ব্রত পালন ও শিবেব		সনৎকুমারের নিকট পতি-প্রাপ্তি এবং	
সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন ..	২৪৬	গণেশের জন্ম ...	২৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়		একবিংশ অধ্যায়	
হবপার্কীভাব গণেশ-দর্শন	২৫৯	কার্তবীৰ্য্যেব সহ বুদ্ধে জমদগ্নির	
সপ্তম অধ্যায়		প্রাণচ্যাগ ও পবন্তবামেব	
পার্কী-পুত্র গণপতিকৈ দর্শনার্থে		প্রতিজ্ঞা	২৮৮
কৈলাসে দেবগণেব আগমন ও		দ্বাবিংশ অধ্যায়	
গণেশেব মঙ্গলার্থে মঙ্গলাচাব	২৬০	ভৃগু-বেণুকা-সংবাদ, পবন্তবামেব ব্রহ্ম-	
অষ্টম অধ্যায়		লোকে গমন এবং ব্রহ্মাব সহিত	
পার্কী-শনৈশচব-সংবাদ	২৬২	পবন্তবামেব কথোপকথন	২৯৩
নবম অধ্যায়		ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	
শনিব দৃষ্টিতে গণপতিব যুগপতন ও		পবন্তবামেব শিবলোকে গমন এবং	
বিষ্ণুকর্তৃক গঙ্গযুগ বোধান	২৬৪	ভৎকর্তৃক শিবস্তোত্র-কথন	২৯৬
দশম অধ্যায়		চতুর্বিংশ অধ্যায়	
দেবগণ কর্তৃক গণেশের পূজা, তব ও		শঙ্কর-পবন্তবাম-সংবাদ	৩০০
গণেশেব নামকবণ	২৬৬	পঞ্চবিংশ অধ্যায়	
একাদশ অধ্যায়		পবন্তবামেব বৃদ্ধবাজা ও স্বপ্নদর্শন	৩০২
কার্তিকেব বার্তা-প্রাপ্তি	২৬৭	ষড়্বিংশ অধ্যায়	
দ্বাদশ অধ্যায়		কার্তবীৰ্য্যেব নিকট ভার্গবেব দত্ত-	
কার্তিকেব আনিবাব অস্ত্র শিবিহুত-		প্রেরণ, স্ব-ভাৰ্য্যা মনোবমার	
গণেব কৃত্তিকাতবনে গমন	২৬৯	প্রতি কার্তবীৰ্য্যেব স্বপ্নদর্শন-	
ত্রয়োদশ অধ্যায়		বৃত্তান্ত-কথন	৩০৩
কৃত্তিকাগণেব নিকট কার্তিকেব		সপ্তবিংশ অধ্যায়	
বিদ্যাবগ্রহণ ও কৈলাসে আগমন	২৭১	মনোবমাব পবলোকপ্রাপ্তি, ভার্গব-	
চতুর্দশ অধ্যায়		কার্তবীৰ্য্য-সংবাদ, মৎস্তবাজ ও	
কার্তিকেব অভিষেক, কার্তিক এবং		পবন্তবামেব বুদ্ধ-বর্ণন	৩০৭
গণেশেব বিবাহ	২৭৪	অষ্টাবিংশ অধ্যায়	
পঞ্চদশ অধ্যায়		মুচল বাজাব সহিত পবন্তবামেব বুদ্ধ,	
গণেশের মন্তবশূন্য হইবাব কাবণ-		বুদ্ধহলে ভজকালীৰ গমন, পবন্তবাম	
কথন	২৭৫	কর্তৃক ভজকালীৰ তব এবং স্তবচল-	
মালী ও স্তবালীৰ শাপ হইতে		বধ	৩১০
যুক্তিলাভ	২৭৬	ঊনত্রিংশ অধ্যায়	
ষোড়শ অধ্যায়		পুন্ডবাক্ষেব সহিত পবন্তবামেব বুদ্ধ-	
গণেশেব গজানন হইবার কাবণ	২৭৭	বর্ণন	৩১২
সপ্তদশ অধ্যায়		ত্রিংশ অধ্যায়	
ইন্দ্রেব পুনবাব লক্ষ্মীলাভ	২৮০	কার্তবীৰ্য্যসহ পবন্তবামেব বুদ্ধে মহাদেব	
অষ্টাদশ অধ্যায়		কর্তৃক কার্তবীৰ্য্যেব নিকটে ছলপূৰ্কক	
গণেশের একদন্ত হইবাব কারণ-কথন-		কবচগ্রহণ, বাজা ও পবন্তবামেব	
প্রদসে জমদগ্নি-কার্তবীৰ্য্য সংবাদ	২৮১	কথোপকথন, কার্তবীৰ্য্যেব পরলোক-	
ঊনবিংশ অধ্যায়		গমন এবং ব্রহ্ম-ভার্গব সংবাদ	৩১৪
কপিলানৈশ্চব নিকট কার্তবীৰ্য্যেব		একত্রিংশ অধ্যায়	
পবাতব	২৮৫	পবন্তবামেব কৈলাসে গমন	৩১৮
বিংশ অধ্যায়		দ্বাত্রিংশ অধ্যায়	
জমদগ্নিব নিকট কার্তবীৰ্য্যেব পবাতব	২৮৭	গণেশ-ভার্গব-সংবাদ	৩১৯

বিবব	পৃষ্ঠা	বিবব	পৃষ্ঠা
ত্রয়োদশ অধ্যায়		পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়	
পবন্তবামেব সহিত বৃদ্ধ গণেশেব দন্তভঙ্গ	৩২১	পবন্তবামেব কৃত ভগবতী স্তোত্র	৩২৭
চতুত্রিংশ অধ্যায়		ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়	
পার্কটী কর্তৃক ভৎসিত পবন্তবামেব		তুলসী ব্যতিবেকে ভৃগুবামেব গণেশ	
প্রতি ত্রিবিম্ব উপদেশেব এবং গণেশ		পূজন ও তুলসী এবং গণেশেব	
স্তোত্র বর্ণন	৩২৩	পবম্পব অভিনম্পাত-বর্ণন	৩২৯

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড

প্রথম অধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণেব প্রতি শ্রীবাধিকাব প্রায় ও
নাবাধেব প্রতি নাবাধেব হবিবিষবক	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাধিকাকে শাস্তনা
প্রায় এবং তৎপ্রতি নাবাধেব হসি-	দান
বখাকখন-প্রসঙ্গে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবেব	৩৬৮
শুণ-কথন	৩৩৩
বৈষ্ণবেব শুণ বর্ণন	৩৩৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	অষ্টম অধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণেব বিবজার সহিত বিহাব,	বহুদেব ও দৈবকীব পূর্বজন্ম পবিচয়
বাধিকার ভবে শ্রীকৃষ্ণেব অন্তর্দান	পূর্বক উভয়েব বিবাহ-বর্ণন, বৎস
এবং বিবজাব নদীকপপ্রাপ্তি	দ্বাবা তাঁহাদেব পুত্রবট্টকেব নিধন,
৩৩৭	ব্রহ্মাদি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, সংক্ষেপে
তৃতীয় অধ্যায়	ভগবানেব জন্মবৃত্তান্ত, বহুদেব-কৃত
শ্রীকৃষ্ণেব অভিলাপে বিবজাব সাত	শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র এবং প্রকৃতি-বৃত্তান্ত
পুত্রেব সাগবকপ ধাবণ, শ্রীকৃষ্ণেব	কথন
প্রতি রাধিকাব শাপ এবং বাধিকা ও	শ্রীকৃষ্ণকে লইবা বহুদেবেব নন্দালবে
শ্রীদামেব পবম্পব অভিনম্পাত-কথন	গমন
৩৪১	৩৭৬
চতুর্থ অধ্যায়	নবম অধ্যায়
সীম ভাব-হরণ-কথনেব নিমিত্ত বহুদেবাব	জন্মষ্টমী ব্রতাদি-নিকপণ
ব্রহ্মলোকে গমন, ব্রহ্মাব নিকট চাং-	৩৭৮
কাহিনী নিবেদন	দশম অধ্যায়
৩৪৬	নন্দ, বশোদা, বোহিণী এবং বলবামেব
পঞ্চম অধ্যায়	জন্মবৃত্তান্ত
ব্রহ্মাব কৈলাস যাত্রা, দেবগণেব হবি-	৩৮১
ভবনে গমন ও গোলোক বর্ণন	৩৮৪
দেবগণেব বুদ্ধাবন দর্শন	৩৮৫
দেবগণেব গোলোকধাম দর্শন	৩৮৫
৩৫৩	একাদশ অধ্যায়
ষষ্ঠ অধ্যায়	পুতনা বধ
ব্রহ্মাদি গোলোক গমন এবং ব্রহ্মকৃত	৩৮৮
শ্রীহবিব স্তোত্র	দ্বাদশ অধ্যায়
৩৫৫	ভৃগাবর্ভাসু বধ ও তাহাব শাপ-মোচন
সপ্তম অধ্যায়	৩৯০
শ্রীকৃষ্ণেব আবির্ভাব, ব্রহ্মাদিকৃত	ত্রয়োদশ অধ্যায়
ভগবানেব স্তোত্র এবং ভগবানেব	শবটভঙ্গম ও কবচস্তাস
সহিত তাঁহাদেব বর্ণোপকথন	৩৯০
৩৬০	চতুর্দশ অধ্যায়
দেবগণেব মর্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ	গর্গমুনিব নন্দালবে আগমন ও শ্রীকৃষ্ণ
৩৬৬	বলবামেব নামবর্ণন
	৩৯২
	শ্রীকৃষ্ণেব ভবিষ্যৎ লীলা বর্ণন
	৩৯৬
	পঞ্চদশ অধ্যায়
	শ্রীকৃষ্ণেব অন্নপ্রাশন ও গর্গমুনি কর্তৃক
	শ্রীকৃষ্ণেব স্তব
	৩৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষোড়শ অধ্যায়	
বমলার্জুন-ভজ্ঞন এবং কুবের-তনবেব	
শাপ-মোচন-কখন	৪০২
বস্তাব উপাখ্যান	৪০৪
সপ্তদশ অধ্যায়	
রাধাকৃষ্ণ-সংবাদ, ব্রহ্মাকৃত শ্রীবাধা স্তোত্র- কখন এবং বাধাকৃষ্ণেব বিবাহ-বর্ণন	৪০৬
শ্রীকৃষ্ণেব সহিত শ্রীবাধিকাব বিবাহ	৪১১
অষ্টাদশ অধ্যায়	
বক, কেনী ও এলম্বাহুব বধ, বহু- মেবাদি গন্ধর্বেব শাপ-মোচন এবং শ্রীকৃষ্ণেব বৃন্দাবন গমন-প্রস্তাব	৪১৩
গোকুল ত্যজিবা নন্দ, বশোদা, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীরাধা ও অজ্ঞাত গোপ- গোপীগণেব বৃন্দাবনে গমন	৪১৭
উনবিংশ অধ্যায়	
বৃন্দাবন-নির্মাণ, কল্যাবতীর সহিত বৃষভাসুর পবিগ্ৰহ-বৃত্তান্ত, বৃন্দাবন নামের কাবণ কখন, বাধা আদি ষোড়শ নামের ব্যুৎপত্তি এবং ভগবৎকৃত বাধার স্তোত্র কখন	৪১৯
কল্যাবতী উপাখ্যান	৪২১
বৃন্দাবন নামেব কারণ	৪২৭
ত্রেমাসিক ব্রত কখন	৪৩০
মহাদেব কর্তৃক দ্বর্গাব নিকট ব্রতবে বিধান কখন	৪৩২
বিষকর্মা বর্জক বৃষভাসুরবী ও কুঞ্জ প্রভৃতি নির্মাণ	৪৩৩
বিংশ অধ্যায়	
ব্রাহ্মণপত্নীগণেব নিকট শ্রীকৃষ্ণেব অন্নভিক্ষা	৪৩৫
বিপ্রপত্নীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণেব স্তব	৪৩৭
বিপ্রপত্নী মোচন	৪৩৮
ব্রাহ্মণপত্নীগণেব পূর্ববৃত্তান্ত	৪৩৯
একবিংশ অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণেব কালিবদহে প্রবেশ	৪৪২
নাগিনী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণেব স্তব ও কালিবদমন	৪৪৪
কালিয়নাগেব পূর্ববৃত্তান্ত	৪৪৯
দাবারি বোষণ	৪৫২
দ্বাবিংশ অধ্যায়	
ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎসাদি হবণ এবং ব্রহ্মা-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র	৪৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	
ইন্দ্রপুত্র ভঙ্গ, নন্দকৃত ইন্দ্রেব স্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণেব গোবর্জ্ঞন ধাবণ এবং ইন্দ্রকৃত শ্রীকৃষ্ণেব স্তোত্র	৪৫৭
চতুর্বিংশ অধ্যায়	
ধেয়ুক-বধ এবং ধেয়ুক-কৃত শ্রীকৃষ্ণেব স্তোত্র	৪৬৭
পঞ্চবিংশ অধ্যায়	
প্রসঙ্গানুসাবে তিলোত্তমা ও বলি- পুত্রের ব্রহ্মশাপ-বিবরণ	৪৭৩
ষড়বিংশ অধ্যায়	
দুর্কাসার বিবাহ এবং পত্নী-বিযোগ	৪৮০
সপ্তবিংশ অধ্যায়	
ঔরুশাপে অববোধ বাজাব নিবট দুর্কাসাব পবাস্তব	৪৮৪
দুর্কাসার বৈকুণ্ঠে গমন ও তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র	৪৮৯
অষ্টাবিংশ অধ্যায়	
একাদশীব ব্রত-বিধান	৪৯২
উনত্রিংশ অধ্যায়	
গোপকস্তাকৃত শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র, বজ্রহরণ, বাধিকাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, গোবী ব্রতবিধান, ব্রতকথা, পার্কতী স্তোত্র এবং ব্রতান্তে পার্কতীব ববদান	৪৯৬
শ্রীবাধিকা ও গোপীগণেব গোবীব্রত পালন	৫০১
ত্রিংশ অধ্যায়	
রাসলীলা-বর্ণন	৫০৬
দাদশবন মধ্যে বৃন্দাবনেব বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন	৫১৩
শ্রীকৃষ্ণেব অন্তর্দ্বান ও শ্রীবাধাব অংকাবে চূর্ণ	৫১৬
শ্রীকৃষ্ণসহ বাধিকাব নৌকা-দিলাস	৫১৭
একত্রিংশ অধ্যায়	
শ্রীবাধাব পুণ্যচয়নচ্চলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন	৫১৯
জটিলাব নিকট কুটিল কর্তৃক শ্রীমতীব পবিবাহ কখন ও শ্রীবাধিকাকে অঘেবণ	৫২০
শ্রীকৃষ্ণেব দোষ ঢাকিবাব জন্ত শ্রীমতীর কৌশল	৫২১
আবানেব নিকট কুটিল কর্তৃক বাধাব অপবাদ কখন	৫২২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীমতী বাধার বৃন্দাব সহিত মরণা ও কৃষ্ণদর্শনে বাত্রা	২২৩	একচত্বারিংশ অধ্যায়	
রাধাকৃষ্ণের মিলন	২২৪	ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ ..	৬৬০
বাধাকৃষ্ণের মিলন দেখিয়া কুটিল কৰ্কক		দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়	
আবানকে সংবাদ প্রদান	২২৫	স্বর্ঘ্যের দর্পচূর্ণ ...	৬৬৫
আবানের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের কালীকণ ধাবণ	২২৫	ত্রয়শচত্বারিংশ অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের কালীকণ দেখিয়া আবানের		অগ্নির দর্পচূর্ণ	৬৬৫
ভক্তিতে স্তব কবণ	২২৬	চতুশচত্বারিংশ অধ্যায়	
আবানকে কুটিলার রূপ প্রবোধ দান		দুর্বাসার দর্পচূর্ণ	৬৬৬
ও বাধাকৃষ্ণের পুনর্বাণ মিলন	২২৭	পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়	
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়		বৎসবির দর্পচূর্ণ ও মনশার বিজয়	৬৬৭
অষ্টাবক্র মোক্ষণ এবং তৎকৃত		ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ-তোত্র	২২৯	বাধিকার খেদ	৬৬৯
ত্ৰয়ত্রিংশ অধ্যায়		সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়	
বাধিকার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাবক্র- উপাখ্যান বখন-প্রসঙ্গে অসিত-কৃত		বাধাকৃষ্ণের বিহাব	৬৭০
শিব-স্তোত্রবখন এবং বস্ত্রাশাশে		অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়	
দেবদেব অষ্টাঙ্গ-বক্রতা-প্রাপ্তি ...	১৩১	সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ চবিত্র-বর্ণন	৬৭১
চতুত্রিংশ অধ্যায়		উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়	
ব্রহ্মার নিবট মোহিনীর গমন, এবং মোহিনীকৃত কামস্তোত্র বখন	১৩৭	মহাবিক্রু ওভ্রতিব দর্পচূর্ণ-বখন	৬৭২
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়		পঞ্চাশত্তম অধ্যায়	
ব্রহ্মা ও মোহিনীর উক্তি-প্রত্যুক্তি, ব্রহ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব-কণন	১৪১	কমলাব দর্পচূর্ণ-বখন	৬৭২
ষট্চত্রিংশ অধ্যায়		একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়	
ব্রহ্মার প্রতি মোহিনীর অভিসম্পাত এবং ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ	১৪৪	সংক্ষেপে বামাষণ-বর্ণন	৬৭৩
সপ্তত্রিংশ অধ্যায়		দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়	
গঙ্গার জয়ব্রতান্ত, ভাগীরথী ইত্যাদি নামের ব্যুৎপত্তি এবং তদ্বাহার্য কীর্তন	১৪৮	বৎসের চঃস্রদ দর্শন এবং অজুবের অনিদ	৬৭৬
অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়		ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়	
গঙ্গারানে ব্রহ্মার শাপমোচন, ভাবতী- সন্তোষ, বতিকামের জন্ম, কন্দর্প- বাণে ব্রহ্মার চিত্তবিকার এবং নারায়ণ ও ঋষিগণ বহুক ব্রহ্মাকে উপদেশ দান	১৫০	অজুবের স্বপ্ন-দর্শন-ব্রতান্ত, তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র এবং গোপী-বিষয়- বর্ণন ..	৬৭৮
উনচত্বারিংশ অধ্যায়		রাধার স্বপ্ন দর্শন ও বাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বিহাব গ্রহণ	৬৭৯
হবদর্পচূর্ণ এবং তদৈশ্বর্য্য-বর্ণন	১৫০	চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়	
শিবের উজ্জিষ্ট অগ্রাহ	১৫৬	শ্রীকৃষ্ণের মধুরা প্রবেশ, পুৰী-দর্শন, বজ্রক-নিগ্রহ ও কুন্ডাব মুক্তিক্রান্ত	৬৮২
চত্বারিংশ অধ্যায়		শ্রীকৃষ্ণের ধনুর্ঘজ ভঙ্গ, কুবলব হস্তী ও মল্ল নিধন ...	৬৮৫
ভগীর দর্পচূর্ণ এবং মদন-ভঙ্গ বাহিনী বখন	১৫৮	বৎস বধ, কৃষ্ণ কৰ্কক পিত্তা মাতাব উদ্ধাব ও নন্দ বিদ্যাব	৬৮৬
		পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়	
		ভগবৎ-প্রেরিত উজ্জবেব বৃন্দাংনে গমন এবং তৎকৃত বাধিকার স্তোত্র	৬৮৮
		ষট্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়	
		বাধিকা এবং উজ্জবেব কথোপবখন	৬৯১

মঙ্গলাচরণ

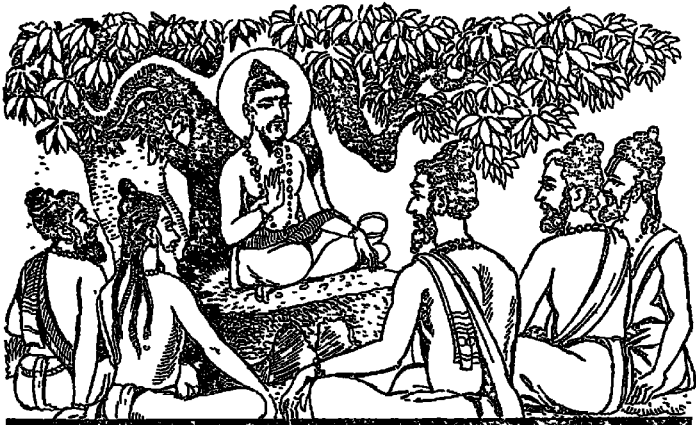
গণপতি স্রবপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
অনন্তাদি দেব ধাঁরে ভঞ্জে নিরন্তব ॥
মনু আব মুনিগণ করে উপাসনা ।
লক্ষ্মী বাণী উমা ধাঁরে কবেন বন্দনা ॥
পরম ঈশ্বর তিনি, মহিমা অপার ।
ভক্তিভাবে সর্ব অগ্রে করি নমস্কার ॥

স্থূল হ'তে স্থূলতর শরীর ধাঁহাব ।
লোম-কুপে স্থির ধাঁর এ বিশ্ব সংসার ॥
মাধাব সহিত মিলি সৃষ্টির কারণ ।
নিজ শক্তি-বলে কবে বিশ্বের সৃজন ॥
অনাদি অনন্ত যিনি, যিনি সারাৎসার ।
ভক্তিভরে যুক্তকবে কবি নমস্কাব ॥
দেবতা মানব মুনি সাধু যোগিগণ ।
ধাঁব তরে যোগ ধ্যানে হয নিমগন ॥
তপস্শায কত জন্ম বৃথা কেটে যায ।
স্বপ্ন-যোগে তবু ধাঁর দেখা নাহি পায ॥

ভক্ত-বাঞ্ছা পূৰ্ব্বাবে ভক্তের ইচ্ছায় ।
শ্রাম-স্বন্দরের বেশে আসিলা ধরায় ॥
ত্রিগুণ-অতীত সেই পবন ঈশ্বর ।
ধ্যান কবি অহবহঃ যুক্ত কবি কব ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির মূল যে কাবণ ।
কবি সেই গুণাতীত ব্রহ্মের বন্দন ॥
ব্যাসদেব বেদ আদি বৎসরূপে স্মবি ।
কল্পনায ভাবতীবে কাম-ধেনু কবি ॥
কবি দুষ্করপ ব্রহ্ম-বৈবৰ্ত্ত দোহন ।
জনে জনে সেই স্থধা কবিলা বর্টন ॥

হে মূঢ় মানব, যদি মুক্তি বাঞ্ছা কর ।
এই দুষ্ক-স্থধা পান কব নিবন্তব ॥ -
ভগবান্ বাহুদেব প্রণমি প্রথমে ।
নাবাষণ নব আব নমি নরোত্তমে ॥
সবস্বতী ব্যাসদেবে কবি নমস্কাব ।
অষ্টাদশ পুরাণাদি করিবে উচ্চাব ॥





শ্রীশ্রীস্বামীবৈবর্ত পুরাণ

● দ্বিতীয় অধ্যায় ●

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরদৈর্গণ্য নরোত্তমম্ ।
দেবীং সন্ন্যস্তীদৈর্গণ্য ততো জয়মুদীকরয়েৎ ॥

● প্রথম অধ্যায়

নৈমিষারণ্যে সৌতি মুনিব আগমন ও
তৎপ্রতি ঋষিগণের প্রহ্ন ।

ভারতে নৈমিষারণ্য ছিল তীর্থস্থান ।
ধাকিত দেখায় যত ঋষি পূণ্যবান্ ॥
শৌনক প্রভৃতি দেখা যত ঋষিগণ ।
নিজ নিজ নিত্য-ক্রিয়া করি সমাপন ॥
আপন আসনে বসি ছিলেন যথায় ।
সৌতি মুনি উপনীত হইলা তথায় ॥
সৌতি মুনি ঋষি-শ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞান তাঁর ।
সবিনয়ে মুনিগণে করে নমস্কার ॥
ঋষিগণ সমস্ত্রমে সৌতি মুনিবরে ।
বসিতে আসন দিলা অতি সমাদরে ॥

রাজ—৩

মুনিশ্রেষ্ঠ পুরাণজ্ঞ শৌনক তখন ।
যথাবিধি সৌতিদেবে করিলা পূজন ॥
অসংখ্য তারকা-মাঝে চন্দের মতন ।
মুনির মাঝারে সৌতি শোভে অনুক্ষণ ॥
শৌনক কহিলা মুনি কুশল শুধাই ।
কোথা হ'তে আগমন শুনিবারে চাই ॥
আজি বড় শুভদিন অতি শুভক্ষণ ।
ভাগ্যবলে করিলাম সাধু-দরশন ॥
যতপি মুখু মোরা জ্ঞান-বিবর্জিত ।
ভবের সাগরে মগ্ন কলিভয়ে ভীত ॥
তাই দেব দয়া করি দিলা দরশন ।
মহাভাগ সাধু তুমি অধম-তারণ ॥

পৌরাণিক নামে তব খ্যাতি চরাচরে ।
 পুরাণের কথা কিছু কহ দয়া ক'রে ॥
 বাহাতে অচলা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণেরে হয় ।
 দয়া করি সেই কথা কহ মহাশয় ॥
 জ্ঞান-উদ্দীপক কোন অদ্বুত পুরাণ ।
 বাহার প্রবণে হয় পাপের প্রয়াণ ॥
 মুক্তি হ'তে কৃষ্ণভক্তি প্রেয় অতিশয় ।
 বাহার প্রভাবে সর্বকর্মফল ক্ষয় ॥
 সংসার-নিবন্ধ যত মানব-সন্তান ।
 তার মধ্যে মুক্ত হয় কৃষ্ণে ভক্তিমান ॥
 সংসারের দাবানলে দগ্ধ হয় বার ।
 কৃষ্ণ-ভক্তি-সুধা-রসে শাস্তি পায় তার ॥
 যে পুরাণে রহিয়াছে ব্রহ্ম-নিরূপণ ।
 যে পুরাণে করে তাঁর স্থিতির বর্ণন ॥
 সাকার কি নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ ।
 ভাবনা কেমন তাঁর ধ্যান বা কিরূপ ॥
 কিরূপে বৈষ্ণব সাধু করে উপাসনা ।
 কোন্ মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদের ধারণা ॥
 প্রকৃতি-আকার আর গুণের লক্ষণ ।
 মহাদাদি যে পুরাণে করেছে বর্ণন ॥
 যে পুরাণে কহিয়াছে স্বর্গের বারতা ।
 বৈকুণ্ঠ বা শিবলোক গোলোকের কথা ॥
 অংশকলা নিরূপিত রয়েছে বাহাতে ।
 প্রভেদ রয়েছে বাহা প্রকৃতি-প্রাকৃতে ॥
 প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মার নির্ণয় ।
 রহিয়াছে তাহাদের যেথা পরিচয় ॥
 দেব-দেবী নদ-নদী পর্ব্বত সাগর ।
 উৎপত্তির কথা বাহে রয়েছে বিস্তর ॥
 কাহারো প্রকৃতি-অংশ কাহারো বা কলা ।
 ধ্যান, পূজা যে পুরাণে হইয়াছে বলা ॥
 রাধিকা শ্রীচূর্ণা আর মাবিকী চরিত ।
 সরস্বতী লক্ষ্মী কথা হইয়াছে বর্ণিত ॥
 কর্মের বিপাক আর নরক বর্ণন ।
 মুক্তির উপায় আর কর্মের খণ্ডন ॥

কর্ম অল্পসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ ।
 শৌক ভাপ ব্যাধি আদি কর্মের কারণ ॥
 কর্ম-হেতু জীবগণ যেথা যেথা ভ্রমে ।
 এ সমস্ত বর্ণিয়াছে যে পুরাণে ক্রমে ॥
 কোন্ কর্মে কোন্ বোগ জনমে নিশ্চয় ।
 কোন্ কর্মে তাহা হৈতে পুনর্মুক্তি হয় ॥
 মনসা তুলসী কালী বহুমতী আর ।
 গঙ্গার চরিত্র বাহে আছে চমৎকার ॥
 শালগ্রাম শিলা আর ধর্ম্মাধর্ম্ম-কথা ।
 গণেশ-চরিত্র আর জন্মের বারতা ॥
 কবচ ও স্তোত্র আর মন্ত্রের বিবয় ।
 অদ্বুত সে উপাখ্যান যে পুরাণে কয় ॥
 কদাপি না শুনি মোরা এ হেন কাহিনী ।
 শুনিতে বাসনা বড় ভব মুখবাণী ॥
 সেই পুরাণের কথা কহ মহাশয় ।
 শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা যে পুরাণে রব ॥
 পুণ্যক্ষেত্র ভারতের পরিপূর্ণতম ।
 পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যত জন্মক্রম ॥
 কোন্ পুণ্যবান-গৃহে জন্মিলা মাধব ।
 কোন্ পুণ্যবতী তাঁরে করিলা প্রসব ॥
 আবির্ভূত হইলেন কিসের কারণ ।
 কি কারণে কোথা পুনঃ করিলা গমন ॥
 কোন্ কর্ম করিলেন অনুষ্ঠান কোন্ ।
 কাহার প্রার্থনা-হেতু ভূভার-হরণ ॥
 মানব-অর্ঘ্যাদা কেন করিয়া স্থাপন ।
 গোলোকধামেতে পুনঃ করিলা গমন ॥
 এ সকল গুঢ় কথা চিন্ত-শুদ্ধিকর ।
 মূনির দুজ্জের্ব আর অতি মনোহর ॥
 যে সকল উপাখ্যান হৃদিত অতি ।
 অজ্ঞানিত বাহা আছে, বল মহাগতি ॥
 প্রকৃতির দুর্লভ বাহে ব্রহ্মের আখ্যান ।
 কহ দেব কহ সেই অদ্বুত পুরাণ ॥
 জিজ্ঞাসিন্ত বাহা নিজ বুদ্ধি-অনুসারে ।
 নাহি জিজ্ঞাসিন্ত বাহা কহ সবিস্তারে ॥

শ্রবণ মাত্রেই যাহা বৈরাগ্য-কারণ ।
সে পুরাণ-কথা দেব করহ বর্ণন ॥
যোগ্য ও অযোগ্য প্রতি সমভূমি যিনি ।
সকল শিষ্যের কাছে শ্রেষ্ঠ গুরু তিনি ॥
অতএব কৃপা করি করহ বর্ণন ।
অন্তরে লভিব জ্ঞান তোমার সদন ॥

● সৌতি মুনি কর্তৃক শৌনকের
প্রশ্নের উত্তর দান ।

সৌতি কহে, হে শৌনক, আমার কুশল ।
দর্শন করিয়া তব ত্রীপদ-মুগল ॥
আসিয়াছি আমি আজ সিদ্ধাশ্রম হ'তে ।
যাব পুনঃ নারায়ণ-আশ্রমের পথে ॥
নৈমিষ-অরণ্যে বিপ্র-দর্শন মানসে ।
প্রণাম করিতে হেথা আসিনু হরবে ॥
যে মানব ধরাতলে অজ্ঞতার ভরে ।
দেব আর গুরু বিপ্রে প্রণাম না করে ॥
চন্দ্রে সূর্য্য যতদিন বিদ্যমান রয় ।
কাল-সূত্রে হ'তে তার মুক্তি নাহি হয় ॥
ভুবন-ঈশ্বর হরি ব্রাহ্মণ আকারে ।
করেন ভ্রমণ সদা ভারত মাঝারে ॥
যেইক্ষণে ব্রাহ্মণেরে করয়ে দর্শন ।
হরিজ্ঞানে প্রণময়ে পুণ্যবান্ জন ॥
জিজ্ঞাসিলে যে সকল কথা মহাশয় ।
সে সকল কথা আমি জানি সমুদয় ॥
সকলেব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ ।
তাহাতেই রহিয়াছে সব উপাখ্যান ॥
সব পুরাণের মধ্যে ইহা হয় সার ।
বেদভ্রম ভাঙ্গে ইথে ওহে গুণাধার ॥
হরিভক্তি উদ্দীপন ইহা দ্বারা হয় ।
বুদ্ধি হয় তত্ত্বজ্ঞান জানিবে নিশ্চয় ॥
একান্ত অন্তরে যদি করে অধ্যয়ন ।
অথবা ভকতি ভরে করয়ে শ্রবণ ॥

কামীর কামনা পূর্ণ তাহা হৈতে হয় ।
মুমুক্শু লভয়ে মুক্তি নাহিক সংশয় ॥
বুদ্ধি পায় হরিভক্তি বৈষ্ণব অন্তরে ।
কল্পবৃক্ষ তুল্য ইহা কহিনু তোমারে ॥
ভক্তিভরে এ পুরাণ করিলে শ্রবণ ।
আশালতা ফলবতী হয় সেইক্ষণ ॥
ইহার প্রথমে আছে ব্রহ্মখণ্ড নাম ।
হরি নিরূপণ তাহে আছে মতিমান্ ॥
সাধুগণ সর্বদাই মগ্ন তাঁর ধ্যানে ।
যোগীজন সমাসীন হয় যোগাসনে ॥
হৃদিপদ্মে বসাইয়া বৈষ্ণবেরা তাঁরে ।
দিবানিশি একমনে উপাসনা করে ॥
জানিতে চাহিলে ভূমি ওহে মহোদয় ।
এ তিন সাধকে শ্রেষ্ঠ কোন জন হয় ॥
তার আগে বলি আমি শুন তপোধন ।
কিছুমাত্র মতভেদ না করি দর্শন ॥
সাধু সঙ্গে সচুপাধি লভে জীবগণ ।
যোগী সনে যোগী নাম করয়ে ধারণ ॥
ভক্তসঙ্গ নিবন্ধনে যত জীবচয় ।
বৈষ্ণব নামেতে পরে পায় পরিচয় ॥
ভিন্ন নহে বৈষ্ণব ও সাধু যোগী আদি ।
নিজ জানে ক্রমে পান বিবিধ উপাধি ॥
বিভিন্ন উপাধি মাত্র আর কিছু নয় ।
মতভেদ দৃষ্ট তাতে কিছু নাহি হয় ॥
ব্রহ্মখণ্ডে দেব-দেবী জন্ম বিবরণ ।
প্রকৃতি খণ্ডেতে আছে চরিত্র বর্ণন ॥
জীবের কর্মের ফল দেবীদের স্তব ।
শালগ্রাম নিরূপণ মন্ত্র পূজা সব ॥
প্রকৃতি-লক্ষণ কিবা দেবীর প্রভাব ।
এই খণ্ডে এসবের নাহিক অভাব ॥
পুণ্যাত্মা পাণ্ডীর কথা নরক-বর্ণন ।
মোক্ষের উপায় কিবা আছে বিবরণ ॥
গণেশ খণ্ডেতে আছে কথা গণেশের ।
ভৃগু গণেশের কথা জটিল তত্ত্বের ॥

মস্ত্র-তন্ত্র স্তোত্র আদি রয়েছে বর্ণিত ।
 নিগূঢ় কবচ কথা তাহাতে কীর্তিত ॥
 শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড আছে এর পর ।
 শ্রীকৃষ্ণের কীর্তি-কথা বর্ণিত বিস্তর ॥
 কাৰ্য্যের কলাপ আর ক্রীড়া-বিবরণ ।
 সাধুর মর্যাদা-রক্ষা ভূতার-হরণ ॥
 এই চারি খণ্ড বিশ্র সৰ্ব-ধৰ্ম্মদার ।
 সবার অভীষ্টতম মূল সবাকার ॥
 সকলের সৰ্ববিধ বাঞ্ছার পূরক ।
 অতীত সফলদাতা, শুন হে শৌনক ॥
 বেদের সমান ইহা, পুরাণের সার ।
 পুরাণজ্ঞ জনে নাম দিলেক ইহার ॥
 ব্রহ্মের বিবর্ত এই গ্রন্থের মাঝার ।
 সেকারণে নাম ব্রহ্ম-বৈবর্ত ইহার ॥
 শ্রীকৃষ্ণ দিলেন সূত্রে গোলোকে ব্রহ্মায় ।
 পুষ্কর তীরেতে ব্রহ্মা ধৰ্ম্মে দিলা তায় ॥
 ধৰ্ম্ম হ'তে পান তাহা পুত্র নারায়ণ ।
 নারায়ণ নারদের করেন অর্পণ ॥
 দেবর্ষি নারদ পরে জাহ্নবীর তীরে ।
 বেদব্যাসে সমর্পণ করেন সাদরে ॥
 বেদব্যাস সেই সূত্র করিয়া বিস্তার ।
 শ্লোকছন্দে রচিলেন আঠারো হাজার ॥
 হে ব্রাহ্মণ, কহিলাম সব ইতিহাস ।
 এক্ষণে শ্রবণ কর মম অভিলাষ ॥
 আঠারো হাজার শ্লোকে যেই ফল হয় ।
 একটি অধ্যায় শুনি সেই ফলোদয় ॥
 সমাপন ব্রহ্মখণ্ড প্রথম অধ্যায় ।
 দেবহৃত উপনামে রচে উপাধ্যায় ॥

ব্রহ্মখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বিতীয় অধ্যায়

পরব্রহ্ম-নিকপণ ।

সৌতির এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ
 শৌনক বিনয়ে পুনঃ কহেন তখন ॥
 উৎকৃষ্ট সে ব্রহ্মখণ্ড করুন কীর্তন ।
 বাহার শ্রবণে হয় পুলকিত মন ॥
 সৌতি কহে ব্যাসদেবে করি নমস্কার ।
 হরি দেবদেবী দ্বিজ্ঞে স্মরি বার বার ॥
 ব্যাসমুখে ব্রহ্মখণ্ড শুনিয়াছি বাহা ।
 অজ্ঞানের অন্ধকারে দীপ-রূপ তাহা ॥
 প্রলয়ের কালে শুধু বিশ্বের নিদান ।
 কোটি-সূর্য সম জ্যোতি ছিল বিদ্যমান ॥
 সেই মহাজ্যোতি অন্ধ কিছু নহে আর ।
 হরির শরীর প্রভা হইল বিস্তার ॥
 সে জ্যোতির মাঝে লীন শুন দ্বিজবর ।
 স্বর্ণ মর্ত্ত্য রসাতল ত্রিলোক হৃদয় ॥
 ত্রিলোকের উর্দ্ধভাগে ত্রিকোটি যোজন ।
 বিস্তীর্ণ গোলোকধাম অতি হৃদয় ॥
 গোলোকের সমুজ্জ্বল প্রভা নিরন্তর ।
 আলোকিত করিতেছে দিগুদিগন্তব ॥
 তেজোরূপী সে গোলোকে বৈষ্ণবেরা বায
 যোগিগণ কভু তার দর্শন না পায় ॥
 আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু শোক ভয় নাই ।
 অন্তরীক্ষে সে গোলোক বিরাজে সদাই ॥
 প্রলয়ের কালে রহে কৃষ্ণ ভগবান ।
 সৃষ্টিকালে গোপগোপী করে অবস্থান ॥
 দক্ষিণে পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তার ।
 নিম্নেতে বৈকুণ্ঠ নামে শিবলোক তার ॥
 বৈকুণ্ঠ মণ্ডলাকৃতি বিরাট দর্শন ।
 সৃষ্টির কালেতে রহে লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
 নামে তার শিবলোক সৃষ্টির সময় ।
 পারিবদ সহ সেথা মহাদেব রয় ॥
 গোলোক ভিতরে মহা আনন্দজনক ।
 আনন্দস্বরূপ মহা জ্যোতিঃ প্রকাশক ॥

যোগিগণ ধ্যানযোগে জ্ঞাননেত্রপাতে ।
 নিরাকার পরাংপরে পায় আভাসেতে ॥
 সে জ্যোতির অন্তরালে রূপ মনোহর ।
 নব জলধর জিনি শ্যাম কলেবর ॥
 আরক্ত পঙ্কজ নেত্র ত্রীমুখ-কমল ।
 পূর্ণ শশধর সম রূপে ঢল ঢল ॥
 সেই মনোহর রূপ কন্দর্প-নিন্দিত ।
 দ্বিভুজ মুরলীধারী রত্ন-বিভূষিত ॥
 কস্তুরী-কুকুম আর চন্দন-লেপিত ।
 বক্ষঃস্থলে যুগি আর ত্রীবৎস-চিহ্নিত ॥
 রতন কীরটি শোভে তাঁর শিরোপরি ।
 রত্নময়-সিংহাসনে আসীন ত্রীহরি ॥
 স্বেচ্ছাময় পরাংপর গোপবেশধারী ।
 চিরকিশোরের রূপ নিত্য চিত্তহারী ॥
 পূর্ণতম পরমেশ পূর্ণ শশধর ।
 নিরীহ ও নির্বিকার পরম ঈশ্বর ॥
 মঙ্গল-স্বরূপ তিনি মঙ্গল-আধার ।
 রাসেশ্বর যুগ্ম শান্ত নির্বিকার ॥
 রাসের মণ্ডলে স্থিতি আনন্দ-কারণ ।
 সিদ্ধিদাতা সিদ্ধীশ্বর সত্য নারায়ণ ॥
 জনম মরণ আদি কিছু তাঁর নাই ।
 সর্বশক্তিমান্ তিনি নিগুণ গৌসাই ॥
 কারণ-স্বরূপ তিনি পুরুষ প্রধান ।
 প্রকৃতি অতীত দেবরাজের সমান ॥
 স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল করেন শাসন ।
 তাঁর সম প্রভাশালী আছে কোন্ জন ॥
 একমাত্র ব্রহ্ম তিনি পর হৈতে পর ।
 সত্যরূপী স্বপ্রধান ব্যাপ্ত চরাচর ॥
 পবনাত্মরূপ তিনি শাস্তির কারণ ।
 বৈষ্ণবেরা সে হরিরে করে আরাধন ॥
 শুন শুন মহাভাগ ওহে তপোধন ।
 একমাত্র জ্যোতি ছিল প্রলয়ে তখন ॥
 পরব্রহ্ম অবশেষে জ্যোতির ভিতরে ।
 এইরূপে নবঘন শ্যামরূপ ধরে ॥

শ্যামরূপ ধরি দেব চারিদিকে চায় ।
 শূন্যমাত্র চারিদিকে দেখিবারে পায় ॥
 অদ্বিতীয় ভগবান্ সৃষ্টির কারণ ।
 শূন্যময় বিশ্বরূপ করিলা দর্শন ॥
 ব্রহ্মখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

● তৃতীয় অধ্যায়

সৃষ্টি-নিকূপণ ।

শুন দ্বিজ । অতঃপর যা হ'ল ঘটন ।
 হেরিয়া এ বিশ্ব আর গোলোক ভবন ॥
 নির্জল নির্বাত, শৈল-সমুদ্রেবিহীন ।
 শস্তুত্ব-বিবর্জিত অন্ধকারে লীন ॥
 ভয়ঙ্কর শূন্যময় প্রাণিশূন্য বন ।
 ইচ্ছাময় ভাবিলেন করিতে সৃজন ॥
 অন্তরে সৃজন ইচ্ছা জাগিল যখনি ।
 মুর্ত্তিমান্ গুণত্রয় জন্মিল তখনি ॥
 জন্মিল দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে তাঁহার ।
 বিশ্বের কারণ উহা জানিবেক সার ॥
 গুণত্রয় হৈতে পরে মহত্ত্ব হয় ।
 মহত্ত্ব হৈতে হয় অহঙ্কারোদয় ॥
 পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি শুন তপোধন ।
 রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের সৃজন ॥
 অতঃপর আবির্ভূত হন নারায়ণ ।
 প্রভুর দক্ষিণ অঙ্গে তাঁহার জনম ॥
 নারায়ণ-রূপ কথা অতি চমৎকার ।
 শ্যামকান্তি গীতবাস মরি কি বাহার ॥
 গলদেশে বনমালা চতুর্ভুজধারী ।
 আহা কি হৃন্দর রূপ বর্ণিতে না পারি ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে ।
 ত্রীবৎস শোভিছে তাঁর বক্ষের উপরে ॥
 রতনে ভূষিত সেই দিব্য কলেবর ।
 সদা হাস্তে হুশোভিত বদন কমল ॥

শরতের পূর্ণচন্দ্র হৃন্দর যেমন ।
 মনোহর মুখকান্তি শোভিছে তেমন ॥
 কন্দর্প জিনিয়া রূপ হৃন্দর স্ঠাম ।
 যুবাবেশে কৃষ্ণপাশে দাঁড়াল ধীমান্ ॥
 দাঁড়ায়ে কৃষ্ণের অগ্রে দেব নারায়ণ ।
 কৃতাজ্জলিপুটে করে তাঁর আরাধন ॥
 নারায়ণ কহে প্রভু কর অবধান ।
 বরদাতা বরযোগ্য বরের নিদান ॥
 কশ্মের স্বরূপ প্রভু কশ্মের কারণ ।
 তোমা হতে ফল পায় যোগী ঋষিগণ ॥
 নবধন-শ্রাম তুমি, তুমি আত্মারাম ।
 নিষ্কাম ঈশ্বর তোমা করিনু প্রণাম ॥
 কামের স্বরূপ তুমি, কামের নাশক ।
 কামের কারণ প্রভু, তুমিই ভাবক ॥
 সকলের প্রভু তুমি সবার উত্তম ।
 বেদ-উক্ত ফলরূপী অতি মনোরম ॥
 শ্রেষ্ঠ বেদবিদ তুমি, বেদজ্ঞ মহান্ ।
 জনে জনে তুমি দাও বেদের বিধান ॥
 এত বলি নারায়ণ ভক্তিযুক্ত মনে ।
 প্রভুর আজ্ঞায় বসে রত্নসিংহাসনে ॥
 ত্রিসন্ধ্যা ত্রিহরিস্তোত্র য়ে করে শ্রবণ ।
 পাপ তাপ দূর হয় শুদ্ধ হয় মন ॥
 লাভ হয় নক্টরাজ্য, পুত্র, পরিবার ।
 বিপদ হইতে হয় সবার উদ্ধার ॥
 রোগী যদি শুনে ইহা একটি বৎসব ।
 সমুদয় রোগমুক্ত হবে অতঃপর ॥
 ত্রিকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হ'তে অনন্তর ।
 আবির্ভূত পঞ্চানন দেব-মহেশ্বর ॥
 মনোহর কান্তি যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন ।
 মস্তকে জটায় ভাব প্রফুল্ল বদন ॥
 শশধর শোভে তাঁর ললাট উপরে ।
 ত্রিশূল, পট্টাঙ্গ আর জপমালা কবে ॥
 মৃত্যুর স্বরূপ তিনি মহাজ্ঞানী হর ।
 মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানানন্দ পরম ঈশ্বর ॥

পূর্ণচন্দ্র পায় লাজ কান্তি মনোহর ।
 ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত সদা দিগম্বর ॥
 কৃষ্ণপ্রমে পুলকিত সজল নয়ন ।
 কৃতাজ্জলিপুটে করে কৃষ্ণের ভজন ॥
 মহাদেব কহে প্রভু জয়ের কারণ ।
 জয়ের স্বরূপ তুমি করিনু বন্দন ॥
 বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার ।
 বিশ্বের রক্ষণ কর বিশ্বের সংহার ॥
 ফলদাতা ফলবীজ ফলের আধার ।
 নানা রূপে জন্ম তব বিশ্বের মাঝার ॥
 মহা-তেজা তেজোরূপী তেজের আধার ।
 মহাদেব এইরূপে করে নমস্কার ॥
 অতঃপর সম্ভাষণ করি নারায়ণে ।
 কৃষ্ণের আজ্ঞায় বসে রত্নসিংহাসনে ॥
 ভক্তিভরে শিবস্তোত্র শোনে যেই জন ।
 পদে পদে সিদ্ধি তার শুদ্ধ হয় মন ॥
 বন্ধু ধন বুদ্ধি পায় শত্রুনাশ হয় ।
 দুঃখ পাপ রোগ শোক কিছু নাহি রয় ॥
 অতঃপর ত্রিকৃষ্ণের নাভি-পদ্ম হ'তে ।
 মহাতপা বৃদ্ধ এক জম্বিল জগতে ॥
 শুভ্রবেশ চতুর্মুখ বিধাতা ঈশ্বর ।
 হর্ভা কর্তা কর্মস্রষ্টা মহাযোগিবর ॥
 শাস্তমূর্তি তপস্তার শুভফলদাতা ।
 কশ্মের সৃজনকারী সম্পৎ-প্রদাতা ॥
 কৃপানিধি ব্রহ্মা চারিবেদের বিধাতা ।
 স্বভাবহৃন্দর অতি সর্ববস্তুজ্ঞাতা ॥
 বেদমাতা সাবিত্রী ও সরস্বতী-কান্ত ।
 পুলকিত সর্ব অঙ্গ ভক্তিনত শাস্ত ॥
 কৃতাজ্জলি হ'য়ে ব্রহ্মা যুক্ত করি কর ।
 ত্রিকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করে নিরন্তর ॥
 ব্রহ্মা কহে গুণাতীত অব্যক্ত অপার ।
 গোবিন্দ গোলোকনাথ করি নমস্কার ॥
 নব-জলধর-সম শ্রাম কলেবর ।
 কোটি কাম জিনি রূপ অতি মনোহর ॥

মনোহর শাস্ত্রমূর্তি স্বভাবসুন্দর ।
 গোপিকারঞ্জন গোপীনাথ রাসেশ্বর ॥
 এইরূপে স্তব করি ভক্তিসুকৃত মন ।
 নারায়ণে-মহেশ্বরে করে সন্তোষণ ॥
 কৃষ্ণের আদেশ লয়ে আনন্দিত মনে ।
 বসিলেন মহাস্থখে রত্নসিংহাসনে ॥
 ব্রহ্মা-স্তোত্র প্রাতঃকালে শুনে যেইজন ।
 সব পাপ দূর হয়, শুদ্ধ হয় মন ॥
 দুঃস্বপ্ন স্বপ্ন হয় ভক্তি জাগে চিতে ।
 অকীৰ্ত্তি ক্ষয়িত হয় কীর্ত্তির বুদ্ধিতে ॥
 সৌতি কহে বক্ষ হ'তে পরম আত্মার ।
 জন্মিলেন গুরুবর্ণ পুরুষাবতার ॥
 কামাবান্ কোপশূন্য সর্বজ্ঞ ধার্মিক ।
 সর্বত্র সমান-দর্শী ধর্ম্মিষ্ঠ নির্ভীক ॥
 কৃষ্ণ-অংশ সমুদ্ভূত, ধার্ম্মিকের প্রাণ ।
 করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের করে স্ততিগান ॥
 ধর্ম্ম কহে পরমাত্মা অচ্যুত অব্যয় ।
 কৃষ্ণ বিষ্ণু বাহুদেব মহানন্দময় ॥
 শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ গোপবেশধারী ।
 গো-গণের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীরাসবিহারী ॥
 মনোহর নবঘন-শ্যামরূপ ধাঁর ।
 ভক্তিমত্তে তাঁর পদে করি নমস্কার ॥
 সন্তোষিয়া মহেশ্বর ব্রহ্মা নারায়ণে ।
 অতঃপর বসে ধর্ম্ম রত্নসিংহাসনে ॥
 প্রাতঃকালে গাত্রোপ্থান করি যেইজন ।
 ধর্ম্মকৃত এই স্তব কবে অধ্যয়ন ॥
 স্থখ ভোগ করে সেই নাহিক সংশয় ।
 চিরজয়ী হয় সেই জানিও নিশ্চয় ॥
 প্রত্যহ যে জন ইহা কবে অধ্যয়ন ।
 যুক্ত্যযুগ্মে পড়ে যবে সেই সাধুজন ॥
 হরিনাম উচ্চারণে শক্তি জন্মে তার ।
 দেহান্তে সে জন যায় হরির আগার ॥
 হরিকৃপা লাভ করে সেই মহামতি ।
 সতত জনমে তার ধর্ম্মোপরে মতি ॥

অধর্ম্মে কদাচ মতি নাহি জন্মে তার ।
 চতুর্বর্গ ফল পায় সেই গুণাধার ॥
 গরুড়ে হেরিয়া সর্প পলায় যেমন ।
 তারে দেখি ছুঁতরাশি পলায় তেমন ॥
 পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয় ।
 ইহলোকে স্থখে রহে নাহিক সংশয় ॥
 সৌতি বলে, শুন শুন ওহে স্বামিগণ ।
 অপরূপ কন্ধ্যা এক আসিলা তখন ॥
 দ্বিতীয় কমলা-সম সুন্দর মুরতি ।
 ধর্ম্ম-বানপার্শ্ব হ'তে জনমিলা সতী ॥
 মুখ হ'তে অবশেষে পরম আত্মার ।
 আবির্ভূতা দেবী এক অতি চমৎকার ॥
 গুরুবর্ণা সহাসিনী রত্ন-বিভূষিতা ।
 বীণা গ্রন্থ হস্তে তাঁর, অতি শুদ্ধচিতা ॥
 কোটি চন্দ্র জিনি বর্ণ পঙ্কজলোচনা ।
 শাস্ত্ররূপা সরস্বতী অতি সুশোভনা ॥
 কবিদের ইন্দ্ৰদেবী মাতা বিদ্বানের ।
 জন্মদাত্রী প্রভি আর শাস্ত্র সকলের ॥
 গোবিন্দের কাছে আসি দেবী সরস্বতী ।
 বীণাযোগে নাম গায় মনোহর অতি ॥
 যুগে যুগে শ্রীহরির যত কীর্ত্তিগাথা ।
 কুতাজ্জলিপুটে স্তব করিলেন মাতা ॥
 সরস্বতী কহে প্রভু তুমি রাসেশ্বর ।
 রাস-ক্রীড়া কর তুমি অতি মনোহর ॥
 হে রাসবিহারী প্রভু গোপীদের নাথ ।
 যুক্তকরে বারে বারে করি প্রণিপাত ॥
 সেই সতী সরস্বতী স্তব করি শেষে ।
 সিংহাসনে বসিলেন প্রভুর আদেশে ॥
 বাণী-স্তোত্র শুনে যেই প্রভাত-সময় ।
 বৃদ্ধিমান্ ধনবান্ পুত্রবান্ হয় ॥
 সৌতি কহে অনন্তর কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
 দেবী এক আবির্ভূতা হইলা তথায় ॥
 রত্ন-বিভূষিতা দেবী নবীন-যৌবনা ।
 অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণা সন্মিতবদনা ॥

স্বর্গে তিনি স্বর্গলক্ষ্মী নামে পরিচিতা ।
 রাজ্যলয়ে রাজলক্ষ্মী নামে অভিহিতা ॥
 পরমাত্মা পরমেশে প্রণাম করিবা ।
 কহিতে লাগিলা লক্ষ্মী যুক্তকর হৈয়া ॥
 লক্ষ্মী কহে সত্যরূপা সত্যের আধার ।
 সত্যের কারণ প্রভু করি নমস্কার ॥
 এই রূপে ভক্তিতরে সনাতনে সেবি ।
 প্রণাম করিয়া তাঁরে বসিলেন দেবী ॥
 অনন্তর বুদ্ধি হ'তে পরম আত্মার ।
 আবির্ভূতা দেবী এক অতি চমৎকার ॥
 পরমা-প্রকৃতি তিনি পঙ্কজলোচনা ।
 কাঞ্চনের তুল্য বর্ণ অতি সুদর্শনা ॥
 রক্তবস্ত্র পরিধানে রক্ত-বিভূষিতা ।
 কোটি সূর্য-সম কান্তি অতি শুদ্ধচিতা ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্রাণ দয়া দেবী সবাকার ।
 দুর্গাভি-নাশিনী দেবী দুর্গা নাম তাঁর ॥
 জগৎজননী তিনি দেবী শুভঙ্করী ।
 শক্তি-স্বরূপিণী তিনি সবার ঈশ্বরী ॥
 শক্তি ত্রিশূল ধ্বজ শঙ্খ চক্র শর ।
 গদা পদ্ম অক্ষমালা অঙ্কুশ তোমর ॥
 বজ্র ও অঙ্কুশ পাশ ভুশুণ্ডী ভীষণ ।
 ব্রহ্ম অস্ত্র রৌদ্র অস্ত্র হস্তে অনুক্ষণ ॥
 কৃষ্ণেব অগ্রেতে থাকি স্তব করে তাঁর ।
 মহানন্দে দেবী তাঁরে করে নমস্কার ॥
 প্রকৃতি কহিলা প্রভু কর অবধান ।
 মম শক্তি লয়ে হয় সব শক্তিমান ॥
 সর্বশক্তিরূপা আমি পরমা প্রকৃতি ।
 তথাপি স্বতন্ত্রা নহি, তুমি মম গতি ॥
 পবন-ঈশ্বরী আমি অতি শক্তিমতী ।
 তোমার হৃদিতা আমি তুমি বিশ্বপতি ॥
 তুমি গতি তুমি পতি স্রষ্টা সবাকার ।
 হে পরমানন্দ তোমা করি নমস্কার ॥
 তোমার নিমেষ মাত্রে ব্রহ্মার পতন ।
 কোটি কোটি বিষ্ণু পার করিতে সৃজন ॥

ব্রহ্মা আদি দেব আর কত দেবীগণ ।
 অবলীলাক্রমে পার করিতে সৃজন ॥
 পরিপূর্ণতম তুমি পূজনীয় অতি ।
 ভক্তিতরে যুক্তকরে করিহু প্রণতি ॥
 কলা অংশ মাত্রে তব বিশ্বের আধার ।
 মহানন্দে পরমাত্মা করি নমস্কার ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বেদ সরস্বতী ।
 যার স্তব করিবারে না পায় শক্তি ॥
 প্রকৃতি-অতীত যিনি চরণে তাঁহার ।
 ভক্তিতরে বার বার করি নমস্কার ॥
 বেদ আর বেদবিদ অস্ত্র নাহি পায় ।
 অনন্ত ঈশ্বর তিনি নমি আমি তাঁয় ॥
 প্রণমিয়া শ্রীকৃষ্ণেরে ভক্তিসুত্ত মনে ।
 দুর্গামাতা অতঃপর বসে সিংহাসনে ॥
 হরেশ্বর আদি যত যুক্ত করি করে ।
 দুর্গাদেবী সম্মুখেতে স্তবস্তুতি করে ॥
 পূজাকালে দুর্গা-স্তোত্র পড়ে যেই জন ।
 সর্বত্র বিজয়ী হয় শুদ্ধ হয় মন ॥
 দুর্গা তার গৃহ ত্যাগ না করে কখন ।
 দেহান্তে করিবে সেই গোলোকে গমন ॥
 ব্রহ্মধেও তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্থ অধ্যায়

সাবিত্রী প্রভৃতি আবির্ভাব, ব্রহ্মাণ্ডেব উৎপত্তি
 ও মহাবিদ্যার জয়রত্নান্ত ।

সৌতি কহে, শুন শুন ওহে দ্বিজবর ।
 অপূর্ব ঘটনা যত হয় তার পর ॥
 কৃষ্ণের জিহ্বাও হৈতে দেবী মনোহরা ।
 আবির্ভূতা হৈল এক পাপতাপহরা ॥
 বিশুদ্ধ স্মৃটিক সম দেহকান্তি তাঁর ।
 রক্ত-বসনা দেবী মরি কি বাহার ॥
 অলঙ্কারে বিভূষিতা জপমালা করে ।
 সাবিত্রী তাঁহার নাম ভুবন মাঝারে ॥



অস পা তৰিকা হাৰে চক্ৰৰ মতন ।
হুনিৰ মাৰাৰে বোঁতি গোভে অচক্ষণ ।

পৃষ্ঠা—১১

কৃতাজ্জলিপুটে দেবী বিনয় বচনে ।
 করিতে লাগিলা স্তব ব্রহ্ম সনাতনে ॥
 হে বিভো হে নির্বিবাকর নিত্য-নিরঞ্জন ।
 ভক্ততরে শ্যামরূপ করিলে ধারণ ॥
 সনাতন পরাংপর সর্ববীজ সার ।
 পরব্রহ্ম জ্যোতির্ময় করি নমস্কার ॥
 এই রূপে স্তব করি মহাস্তব বদনে ।
 বেদমাতা বসিলেন রত্নসিংহাসনে ॥
 কৃষ্ণের মানস হৈতে শুন অতঃপর ।
 জনমিল দিব্য এক পুরুষ প্রবর ॥
 বর্ণ তার মনোহর কাঞ্চন সমান ।
 কামি-মন মুগ্ধ করে তার পঞ্চবাণ ॥
 কামদেব নাম তার বিখ্যাত জগতে ।
 নারী এক জন্মে তার বামপার্শ্ব হ'তে ॥
 রূপবতী নারী সেই অতি হৃদর্শনা ।
 তারে দেখি হৃদয় সবা রতির বাসনা ॥
 জ্ঞানিগণ রতি তাই রাখিলেন নাম ।
 দুইজনে শ্রীহরির করিলা প্রণাম ॥
 ধনুর্ধারী কামদেব মহাস্তব বদনে ।
 রতির সহিত বসে রত্নসিংহাসনে ॥
 মন্থকের পঞ্চবাণ মারণ স্তম্ভন ।
 জন্তুগণ শোষণ আর বাণ উন্মাদন ॥
 নিক্ষেপণ করিলেন সকলের গায় ।
 কামাধীন হ'ল সব হরির ইচ্ছায় ॥
 রতিপানে চাহে ব্রহ্মা সত্যক নয়নে ।
 অকস্মাৎ রেতঃপাত হ'ল সেইক্ষণে ॥
 লজ্জিত হইয়া ব্রহ্মা বস্ত্রে ঢাকে চুপে ।
 সেই রেতঃ পরিণত হ'ল অগ্নিরূপে ॥
 ভয়ঙ্কর রূপ দেখি ব্রহ্মা সনাতন ।
 অনায়াসে করিলেন জলের স্ফজন ॥
 নিখাসের বায়ু আর মুখবিন্দু হ'তে ।
 সৃজিলা সলিলরাশি, অগ্নি নির্বাপিতে ॥
 মুখবিন্দু-সমুদ্ভূত সে জল তখন ।
 সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি করিল প্রাবন ॥

কিছুমাত্র অংশ তার অগ্নিরে নিভায় ।
 সেই হ'তে জলস্পর্শে অগ্নি নিভে যায় ॥
 অনন্তর জল হ'তে আবির্ভূত তথা ।
 বরুণ নামেতে খ্যাত জলাধিদেবতা ॥
 বামপার্শ্বে অকস্মাৎ অগ্নিদেবতার ।
 কণ্ঠা এক আবির্ভূতা অতি চমৎকার ॥
 প্রিয়তমা পত্নী তিনি অগ্নিদেবতার ।
 দেব-কণ্ঠা হৃদর্শনা স্বাহা নাম তার ॥
 বরুণের বামপার্শ্ব হইতে তখন ।
 বারুণী বরুণ-পত্নী আবির্ভূতা হন ॥
 কৃষ্ণের নিখাস হ'তে উৎপন্ন পবন ।
 শ্রীহরি-আস্ত্রায় হ'ল জীবের জীবন ॥
 অনন্তর আবির্ভূতা বামপার্শ্বে তার ।
 বায়বী পবন-পত্নী শোভন আকার ॥
 অব্যর্থ সে কামবাণে জর্জরিত মন ।
 স্বয়ং হরির হইল রেতের স্থলন ॥
 প্রকাশের ভয়ে তিনি অতি হৃগোপন ।
 সেই রেতঃ জলমধ্যে করিল ক্ষেপণ ॥
 সেই রেতঃ ক্রমে ক্রমে সহস্র বছরে ।
 জলমধ্যে হুবিপুল ভিষ্ম রূপ ধরে ॥
 মহৎ বিরাট রূপ হইল তাহার ।
 স্তম্ভহান্ হুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড আধার ॥
 প্রতি লোমকূপে তাঁর ব্রহ্মাণ্ড বিপুল ।
 এ বিশ্ব-সংসারে তিনি স্থল হ'তে স্থল ॥
 মহাবিশু নাম তাঁর, তিনি সর্বসাধার ।
 এক অংশ মাত্র তিনি কৃষ্ণদেবতার ॥
 অতি ক্ষুদ্রে জলাশয়ে পদ্মপত্র-সম ।
 মহান্ সাগরে বিষ্ণু তাশে মনোরম ॥
 ষোড়শ কলার এক অংশ মাত্র হয় ।
 বিরাট পুরুষমূর্তি আশ্চর্য বিষয় ॥
 মহাবিশু-কর্ণমলে জন্মিল দানব ।
 প্রকাণ্ড বিশাল দেহ মধু ও কৈটভ ॥
 জন্মমাত্র দৈত্য দুই জলের বাহিরে ।
 ধাইল ব্রহ্মার প্রতি হননের তরে ॥

দুষ্টি দৈত্য দেখি তবে দেব নারায়ণ ।
 উরুতে স্থাপিয়া তারে বিনাশে তখন ॥
 দৈত্যমেদে মেদিনী হইল অতঃপর ।
 তাহে জনমিল ক্রমে জঙ্গম স্থাবর ॥
 বহুক্ষরা অবস্থিতা তথায় নিয়ত ।
 উপাধ্যায় ভণে, শোনে ভক্ত দেবমুখ ॥
 ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চম অধ্যায়

কালসংখ্যান, বাবার উৎপত্তি, গোপগোপীগণের
 আবির্ভাব ইত্যাদি ।

শৌনক কহিলা ওহে সৌতি মুনিবর ।
 হৃদাসম বাক্য তব অতি মনোহর ॥
 যে গোপগোপীর কথা হ'ল উল্লিখিত ।
 বলুন ইহারা প্রভু নিত্য কি কল্পিত ॥
 বিশেষ রূপেতে দেব করুন বর্ণন ।
 বর্ণিয়া করুন মোর সনেহ-ভঞ্জন ॥
 সৌতি কহে হে ব্রহ্মন্ করুন শ্রবণ ।
 আদি সৃষ্টি কথা আমি করেছি কীর্তন ॥
 সৃজন-সময়ে এরা যদ্যপি কল্পিত ।
 প্রলয়ে প্রলয়ে সবে হন বিবর্তিত ॥
 ভগবান্ নারায়ণ শিব মহেশ্বরী ।
 সৃষ্টিতে কল্পিত সবে যুগ যুগ ধরি ॥
 প্রলয়ের কালে সবে হয় বিবর্তিত ।
 কেহ নিত্য নহে এরা সকলে কল্পিত ॥
 ব্রহ্ম-কল্প-কথা আমি করেছি বর্ণন ।
 অম্ব অম্ব কল্প-কথা করুন শ্রবণ ॥
 তিনরূপ কল্প আছে নহে তা অজ্ঞাত ।
 ব্রাহ্ম ও বারাহ আর পাদ্ম নামে খ্যাত ॥
 যুগের চারিটি ভাগ শুন মুনি বলি ।
 সত্যযুগ ত্রেতাযুগ দ্বাপর ও কলি ॥
 তিনশত বাট্ যুগে যুগ দেবতার ।
 একান্তর যুগে মনু শেষ হয় তার ॥

চতুর্দশ মনু ক্রমে হ'লে অবমান ।
 প্রজাপতি ব্রহ্মার সে এক দিনমান ॥
 এইরূপে তিনশত বাট্ দিন পর ।
 বিধাতা ব্রহ্মার হয় একটি বৎসর ॥
 এইরূপ একশত আট বর্ষ পরে ।
 ব্রহ্মা-আয়ু-নিরূপিত এক কল্প ধরে ॥
 এক কল্প কাল মাত্র নিমেষ কুম্ভের ।
 ইহার ভিতর আরো কল্প আছে চের ॥
 মার্কণ্ডেয় মুনি বাঁচে সপ্ত কল্প ধরি ।
 ব্রহ্মার সাতটি দিনে সাত কল্প স্মরি ॥
 ব্রাহ্মকল্পে পরব্রহ্ম কৃষ্ণাদেশে তিনি ।
 মধু-কৈটভের মেদে স্থজিলা মেদিনী ॥
 লুপ্তপ্রায় পৃথিবীরে বারাহ কল্পেতে ।
 তুলিলেন ভগবান্ বরাহ-রূপেতে ॥
 তৃতীয় সংখ্যক হয় পাদ্মকল্প নাম ।
 প্রজাপতি বিরাজেন বিষ্ণুনাতি ধাম ॥
 ব্রহ্মলোক আদি যত আছে ত্রিভুবন ।
 নিত্যলোকত্রয়-বিনা করিল সৃজন ॥
 সৃষ্টি-নির্ণয়ের কথা কালের বর্ণন ।
 ওহে তপোনিধি সব করিলে শ্রবণ ॥
 আর কি বাসনা মনে কর নিবেদন ।
 বাহা জানি অকপটে করিব বর্ণন ॥
 শৌনক কহিলা দেব কহ সবিস্তার ।
 সৃষ্টিকার্য শেষে হরি কি করিলা আর ॥
 ঋষির এতেক বাক্য করিবা শ্রবণ ।
 অতি কুতূহলে সৌতি বলেন তখন ॥
 যেই কথা জিজ্ঞাসিলে তাপসপ্রবর ।
 বিস্তৃত সে সব কথা, কহি অতঃপর ॥
 সৌতি কহে ভগবান্ গোলোক ঈশ্বর ।
 দেবগণ সহ যান রাসে অনন্তর ॥
 সে রাসমণ্ডল অতি রমণীয় স্থান ।
 মনোহর কল্পবৃক্ষ সেখা বিত্তমান ॥
 চিত্তবিনোদন শোভা ভুবন-মোহন ।
 অপরূপ রূপ তার মণ্ডিত রতন ॥

মণ্ডল-আকৃতি তার সুস্নিগ্ধ শোভন ।
 অনেক সুগন্ধি দ্রব্য অগুরু চন্দন ॥
 স্থানে স্থানে দধি লাজ ধাতু দুর্বাদল ।
 পটুসূত্রে ছলিতেছে সে রাসমণ্ডল ॥
 চন্দন-পল্লবে কিবা শোভা সুমোহন ।
 চতুর্দিকে রম্ভাতরু অতি সুদর্শন ॥
 ত্রিকোটি মণ্ডপে তার শোভা মনোহর ।
 অগণন রত্ন-দীপ জ্বলে নিরন্তর ॥
 পুষ্প আর ধূপ-গন্ধে দিক্ আয়োদিত ।
 শয্যা আর ভোগ্যবস্তু সদা অবস্থিত ॥
 দেবগণ সহ মিলি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর ।
 অবস্থান করিলেন সেথা অনন্তর ॥
 দেখি সে রাসের শোভা অতি সুশোভন ।
 হরষিত হইলেন যত দেবগণ ॥
 ত্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হ'তে অতঃপর ।
 আবির্ভূতা হ'ল এক কন্যা মনোহব ॥
 মরি কি বাহার তার অপূর্ব যুগতি ।
 সৌন্দর্য্য হেরিয়া হৃদে লাগে চমৎকৃতি ॥
 বিশ্বের মাঝারে তার নাহিক তুলনা ।
 তারে হেরি পূর্ণশশী সৌন্দর্য্য-বিহীন ॥
 পরিধানে মনোহর সুনীল বসন ।
 কিবা সে অপূর্ব রূপ নয়নমোহন ॥
 অধরে মধুর হাসি নবীনা যুবতী ।
 রূপের সাগরে যেন মগ্ন রতিপতি ॥
 অতি শীঘ্র সুশোভনা সে কন্যা তখন ।
 পুষ্প আনি ভগবানে করিলা পূজন ॥
 যেহেতু সে কন্যা-রত্ন আবির্ভূতা রাসে ।
 যেহেতু সে কৃষ্ণে পূজে মনের উল্লাসে ॥
 সেই হেতু পুরাণজ যত সুধীজন ।
 রাধা রাধা বলি তাঁরে করেন কীর্ত্তন ॥
 রাধিকা তাঁহার নাম জগৎমোহিনী ।
 কৃষ্ণপরা কৃষ্ণমতি নিত্য সনাতনী ॥
 ত্রীকৃষ্ণের প্রাণ-প্রিয়া রাধা মনোরমা ।
 পরাণের অধিষ্ঠাত্রী প্রাণ-প্রিয়তমা ॥

নিত্য ষোড়শীর রূপ নবীন-যৌবনা ।
 কোমলাঙ্গী চারুরূপা সহাস্ত-বদনা ॥
 সুন্দর নিত্য-দেশ পীন-পয়োদর ।
 মুক্তা-সম দন্তরাজি রক্তিম অধর ॥
 বদনকমল যেন পূর্ণ শশধর ।
 শারদ-পঙ্কজ-নেত্র অতি মনোহর ॥
 খগেন্দ্র সদৃশ নাসা গণ্ড শোভাময় ।
 সুবর্ণ গেণ্ডুকে যেন করে পরাজয় ॥
 রত্নরাজি বিরাজিত কর্ণের ভূষণে ।
 কপোল শোভিত তাঁর অগুরু চন্দনে ॥
 মালতী-মালায় শোভে কবরীবন্ধন ।
 স্থলপদ্ম-বিনিমিত যুগল চরণ ॥
 কৃষ্ণের মোহিনী রাধা করিলে গমন ।
 ভঙ্গিমায় লাজ পায় হংস ও খঞ্জন ॥
 মনোহর বন-মালা হীরকের হার ।
 রত্নের কেয়ুর শোভে অতি চমৎকার ॥
 কঙ্কণ রত্নের পাশা রত্ন অঙ্গ-সাজ ।
 পরিধান করি দেবী করিলা বিরাজ ॥
 কৃষ্ণের সম্মুখে থাকি কৃতাজ্ঞলি-করে ।
 অর্ঘ্য দানি তাঁর পদে নমস্কার করে ॥
 অতঃপর ত্রীকৃষ্ণেরে করি সম্ভাষণ ।
 রত্নসিংহাসনে বসে সহাস্ত বদন ॥
 আহা কি অপূর্ব মূর্তি রূপের সাগর ।
 কৃষ্ণবাসে উপবিষ্টা আসন-উপর ॥
 অনন্দে মগন ধনি পাইয়া পতিরে ।
 ঘন ঘন পতিমুখ দরশন করে ॥
 ত্রীরাধার লোমকূপ হ'তে সে সময় ।
 সুদর্শনা গোপীগণ আবির্ভূত হয় ॥
 সংখ্যাজ্ঞানী বুধগণ করে নিরূপণ ।
 গণনায লক্ষকোটি এই গোপীগণ ॥
 নবীনা যুবতী সবে পরমা সুন্দরী ।
 ধরাতলে নাহি কোথা হেন রূপধারী ॥
 সমুন্নত কূচভারে হেলে ছলে চলে ।
 ষোড়শী রূপসী তাই সর্বলোকে বলে ॥

শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হ'তে অনন্তর ।
 গোপগণ আবিভূত হইল সত্তর ॥
 অনিন্দ্যহৃদর গোপ অতি হৃদর্শন ।
 ত্রিশ-কোটি গণনায কহে স্তবীগণ ॥
 কৃষ্ণ করে গোপগণে গোপিকা অর্পণ ।
 রূপসী ঘোড়সী পেয়ে মত্ত গোপগণ ॥
 আনন্দে মজিল তারা মনের হরষে ।
 গোপ-গোপী এক ঠাই প্রণয়ের রসে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হ'তে অবিরল ।
 আবিভূত কামধেনু বুধ-গো সকল ॥
 নানাবর্ণ নানারূপ অতি স্থলক্ষণ ।
 সবৎসা হৃদর গাভী বুধ অগণন ॥
 বাহন করিতে শিবে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 কোটি-সিংহ-তুল্য বুধ করিলেন দান ॥
 কৃষ্ণের নখর হ'তে জন্মে অনন্তর ।
 বংশ সহ হংস হংসী অতি মনোহর ॥
 ব্রহ্মার বাহন হেতু কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 মহাবল পরাক্রান্ত হংস করে দান ॥
 শুক্লবর্ণ অশ্ব তাঁর বাম কর্ণে হয় ।
 ধর্ম্মের বাহন হেতু দিলা দয়াময় ॥
 অবশেষে সিংহ এক জনম লভিল ।
 কৃষ্ণের দক্ষিণ কর্ণে সৃজন হইল ॥
 চরাচরে খ্যাত সেই সিংহ মহাবল ।
 কৃষ্ণ ভূমি অতিশয় দেখি তার বল ॥
 দুর্গারে দিলেন তাহা বাহন কারণ ।
 দুর্গাদেবী সিংহ লভি আনন্দে মগন ॥
 অনন্তর যোগবলে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 মনোহর পঞ্চরথ করিলা নির্মাণ ॥
 মনের সমান গতি অতি হৃদর্শন ।
 উর্দ্ধে লক্ষ প্রস্থে শত গণিত যোজন ॥
 লক্ষ চক্র শোভে তার লক্ষ ক্রীড়াঘর ।
 নানাবিধ ভোগ্য বস্তু শয্যা মনোহর ॥
 প্রতি গৃহে লক্ষ দীপ অতীব উজ্জ্বল ।
 স্থানে স্থানে রত্নময় কলস সকল ॥

রত্নের দর্পণ আর রত্ন অলঙ্কার ।
 শ্বেতবর্ণ চামরের শোভা চমৎকার ॥
 শুন শুন মুনিস্বর কত শোভা তার ।
 উজ্জ্বল পতাকা শোভে বিচিত্র বাহার ॥
 বহু-রত্ন-বিভূষিত মাল্য শোভে তায় ।
 শোভিছে কৃত্রিম পদ্ম রক্তিম আভার ॥
 অসংখ্য তুরঙ্গ আছে যোজিত বিমানে ।
 মহাবেগ দেখি তার ভয় জাগে মনে ॥
 হরষিত চিত্ত অতি করি দরশন ।
 পুষ্পক তাহার নাম দেন সনাতন ॥
 শুন শুন দ্বিজবর কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 একটি বিমান করে নারায়ণে দান ॥
 একখানি রাধিকারে করে সমর্পণ ।
 তিনখানি নিজ ভরে করিলা রক্ষণ ॥
 অবধান কর সবে তপোধনগণ ।
 যে ভাবেতে গুহ্যকেরা লভিল জনম ॥
 কৃষ্ণ-গুহ্যদেশ হৈতে জনম ধরিল ।
 এ হেতু গুহ্যক নামে প্রসিদ্ধ হইল ॥
 পিঙ্গল-বরণ সবে অতি মনোহর ।
 এক যুবা তার মাঝে অতীব হৃদয় ॥
 কুবের তাহার নাম রাখিলেন হরি ।
 কুবেরের বামে এক জনমিল নারী ॥
 পরমা হৃদয়ী নারী চমৎকার অতি ।
 মদনেরো মন টলে, রূপে যেন রতি ॥
 মুরজা তাহার নাম রাখে চিন্তামণি ।
 তাহারে করিল কৃষ্ণ কুবের-গৃহিণী ॥
 আনন্দিত হলো অতি মুরজা-হৃদয়ী ।
 ধর্ম্মনিষ্ঠা পতিব্রতা কুবেরের নারী ॥
 মুরজা কুবেরবামে দাঁড়াল তখন ।
 পতিসঙ্গে মিলি তার আনন্দিত মন ॥
 দৌহে মিলি স্ত্রী করে জগৎ-ঈশ্বরে ।
 কে জানে তোমার তত্ত্ব ভুবন-মাঝারে ॥
 কৃপাময় প্রভু তুমি বিশ্বের বিধাতা ।
 দয়ার সাগর তুমি, তুমি পরিত্রাতা ॥

অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম তুমি নিরাকার ।
 জীব উদ্ধারিতে এবে হইলে সাকার ॥
 হস্ত নাহি পদ নাহি নাহিক আকার ।
 আছহ তথাপি ব্যস্ত ভুবন মাঝার ॥
 সত্ত্ব রজঃ তমঃ আদি তোমার সৃজন ।
 সত্ত্ব নিগুণ তুমি, তুমি সনাতন ॥
 ত্রিগুণঅতীত তুমি নাহিক সংশয় ।
 তোমার মহিমা আছে বেদেতে নির্ণয় ॥
 তুমি সৃষ্টি-স্থিতি আর লয়ের কারণ ।
 পলকে প্রলয় তব, ত্রিলোক পালন ॥
 অন্তকালে পাই যেন ও রাঙ্গা চরণ ।
 অশ্রু কিছু বাঞ্ছা আর নাহি সনাতন ॥
 এইরূপে দৌহে স্তব করিল ঈশ্বরে ।
 উভয়ে বসিতে দেন পরম আদরে ॥
 কৃষ্ণের আদেশে তবে মুরজা স্তম্ভরী ।
 পতিসহ বসিলেন আসন-উপরি ॥
 শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যদেশে জন্মে অতঃপর ।
 ভূত প্রেত রাক্ষসেরা অতি ভয়ঙ্কর ॥
 মুখ হ'তে জন্মে তাঁর পার্শ্বদেব দল ।
 শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ রত্নে বলমল ॥
 এই পার্শ্বদেব দল কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 প্রীতিভরে নারায়ণে করিলেন দান ॥
 কুবেরে দিলেন তিনি গুহ্যকের দল ।
 শঙ্করে দিলেন ভূত পিশাচ সকল ॥
 অদ্ভুত মহিমময় ঈশ্বর তখন ।
 চরণ হইতে করে বৈষ্ণব সৃজন ॥
 জপমালাধারী তারা কৃষ্ণপরায়ণ ।
 দ্বিভুজ আকৃতি আর শ্যামল বরণ ॥
 হস্তে নিত্য অর্ঘ্যভার কৃষ্ণের পূজায় ।
 কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহার্য্য রোমাঞ্জন গায় ॥
 প্রেমানেন্দে অবিরত বরে অশ্রুজল ।
 অশ্রুট সবার বাক্য বৈষ্ণবের দল ॥
 অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নখনে ।
 ভৈরবেরা আবিস্কৃত হ'ল সেইক্ষেণে ॥

ভীমপরাক্রম সবে ভীষণ মুরতি ।
 দীর্ঘজটা শোভে শিরে অদ্ভুত আকৃতি ॥
 ত্রিশূল পট্টশধারী অতি ভয়ঙ্কর ।
 ত্রিনেত্রে বিপুল গাত্র নিত্য দিগম্বর ॥
 অগ্নির সমান তেজী মহাশক্তিমান্ ।
 অর্দ্ধচন্দ্রে মস্তকেতে শিবের সমান ॥
 অসিত, সংহার, কাল, রুদ্র ও ভীষণ ।
 ভৈরব, খট্‌গঙ্গ, ক্রোধ এই অর্ধজন ॥
 ভক্তিশ্রমে স্তব করে বিনত্র বচনে ।
 আপনা সমর্পি দেয় কৃষ্ণ সনাতনে ॥
 তবে অতি দুর্ঘট হ'য়ে ত্রিলোকের পিতা ।
 বসিতে আসন দেন জগৎ-বিধাতা ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বাম চক্ষুে জন্মে অতঃপর ।
 বিশাল পুরুষ এক অতি ভয়ঙ্কর ॥
 ত্রিশূল পট্টশধারী গাত্রে বস্ত্র নাই ।
 পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম উলঙ্গ সদাই ॥
 তিননেত্রে, অর্দ্ধচন্দ্রে শিরে বিद्यমান ।
 দিকের ঈশ্বর তিনি দেবতা ঈশান ॥
 শ্রীকৃষ্ণের নাসা আর উদরে তখন ।
 উদ্ভূত ডাকিনী আর ক্ষেত্রপালগণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে হইতে তথায় ।
 তিনকোটি দিব্যমূর্তি দেবতা জন্মায় ॥

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষষ্ঠ অধ্যায়

শঙ্কর প্রেতি শ্রীকৃষ্ণের বরদান, শিবনামের
 ব্যুৎপত্তি ও স্মৃতি কথা ।

এত বলি অতঃপর শৌচি মুনিবর ।
 কহিল অপূর্ব কথা সবার গোচর ॥
 জগৎ-বিধাতা যেই কৃষ্ণ মহামতি ।
 তাঁহার কাহিনী যত অপূর্ব ভারতী ॥
 কৃষ্ণ কথা যেবা শোনে যেবা বলে আর ।
 সংসারের দুঃখ কষ্ট নাহি রহে তার ॥

জপে তপে কিবা ফল, কিছু নাহি হেরি ।
 একমাত্র হরি হন ভবের কাণ্ডারী ॥
 তাঁহাতে যতাপি ভক্তি রহে সর্বক্ষণ ।
 জপে তপে তবে আর নাহি প্রয়োজন ॥
 যেই জন রাখে ভক্তি হরির উপরে ।
 অস্ত্রমে সে জন যায় বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
 ইহলোকে তার সম স্থখী কেহ নাহি ।
 সর্বক্ষণ মুক্ত প্রাণে রহে সর্ব ঠাই ॥
 যমদূত নাহি যায় হরিভক্ত পাশে ।
 গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুঙ্ক তরাসে ॥
 দিবা নিশি হরি চিন্তা করে যেই জন ।
 তাঁহার অর্চনা করে যত স্তবগণ ॥
 যে নাম সতত মুখে গান পঞ্চানন ।
 যে নাম গাহিয়া শিব আনন্দিত মন ॥
 হেন নাম যেই জন না লয় বদনে ।
 তার সম পাণ্ডী নাহি এ তিন ভুবনে ॥
 নরের অধম সেই অতি ছুরাচার ।
 অস্ত্রমে সে জন যায় নরক-মাঝার ॥
 অতএব শুন শুন ওহে মুনবর ।
 যাহার শ্রবণে হয় পবিত্র অন্তর ॥
 সংসারের সার সেই শ্রীহরি-চরণ ।
 পূজন অর্চন আর নাম-সংকীর্তন ॥
 শুনিলে হরির নাম পাপের বিনাশ ।
 অন্যায়সে মহাপাপী যায় স্বর্গবাস ॥
 পরেতে শুনহ ঋষি অপূর্ব কথন ।
 এইরূপে দেব-দেবী করিয়া স্তবন ॥
 জীবেরে সৃজিয়া প্রভু তা' সবার হাতে ।
 নারী সব দিল কৃষ্ণ যথা যোগ্য মতে ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী দেন নারায়ণ করে ।
 রহিতে আদেশ দেন বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
 ত্রৈলোক্যে সাবিত্রী দিলা শ্রীমধুসূদন ।
 ধর্মকরে মূর্তিদেবী করিলা অর্পণ ॥
 কামদেবে অর্পিলেন রতি স্নমোহন ।
 যুজ্জ্বা হৃন্দরী করে কুবেরে অর্পণ ॥

যে দেবতা হ'তে হৈল যে দেবী উদ্ভব ।
 প্রীতিভরে যোগ্যমত অর্পিলা কেশব ॥
 মহাদেবে ডাকি কৃষ্ণ কহে অনন্তর ।
 ভগবতী লহ ভূমি হে ভোলা শঙ্কর ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি হাসে মহেশ্বর ।
 বিনয়বচনে কহে যুক্ত করি কর ॥
 শোন শোন দয়াময় আমার বচন ।
 রমণীতে নাহি মোর কিছু প্রয়োজন ॥
 মোহিনী নারীর মূর্তি সত্য বটে হয় ।
 সপসম বিষধর জানিনু নিশ্চয় ॥
 সাধন পথের বিদ্র ভক্তিবিনাশক ।
 ধর্মপথে নারী হয় বিষম কণ্টক ॥
 নারী হ'তে আত্মতত্ত্ব পরতত্ত্ব নাশ ।
 নারী হ'তে মোক্ষবাঞ্ছা পায় যে বিনাশ ॥
 ছুর্বুদ্ধি জাগায় নারী অযুক্তি নাশিয়া ।
 ভোগে লুপ্ত করে প্রাণ বিষয়েচ্ছা দিয়া ॥
 হে নাথ, হে ভগবান্, কর বর দান ।
 গৃহিণী গ্রহণে মোর নাহি চাহে প্রাণ ॥
 ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু অস্ত্র নাহি আশ ।
 তব দাস্ত-কার্যে মম চির অভিলাষ ॥
 তব নাম জপ তপ প্রার্থনা আমার ।
 শ্রীপদ-সেবায় মোরে দাও অধিকার ॥
 স্বপ্ন জাগরণে যেন আমি পঞ্চমুখে ।
 তোমার পবিত্র নাম গাহি মনহুখে ॥
 কোটি কল্প ধরি যেন এ চিত্ত আমার ।
 শ্রামরূপ-ধ্যানে যগ্ন থাকে অনিবার ॥
 বিষয়ের ভোগে যেন বাসনা না হয় ।
 পূজা স্তব যোগ তপে চিন্ত যেন রয় ॥
 হরিনাম-কীর্তনেতে যগ্ন রহে মন ।
 ইহা ভিন্ন স্থখী আমি না হব কখন ॥
 অতএব ভগবান্ ত্রিলোকের স্বামী ।
 প্রকৃতি গ্রহণে হই অসমর্থ আমি ॥
 হইবে তপেতে বিদ্র যাহে হনিশ্চয় ।
 কেন সে আদেশ কর ওহে দয়াময় ॥

স্মরণ কীর্তন নাম গুণের শ্রবণ ।
 অর্চন বন্দন স্তব আত্ম-সমর্পণ ॥
 পদ-সেবা নিত্য নিত্য প্রসাদ ভোজন ।
 নববিধা ভক্তি মোরে করুন অর্পণ ॥
 ছয় প্রকারের মুক্তি সিদ্ধি অষ্টাদশ ।
 ঐশ্বর্যের অষ্টরূপ দান কীর্তি যশ ॥
 ধর্মকার্য তীর্থ-যাত্রা দেবতাপূজন ।
 সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিণ দেবতাদর্শন ॥
 ব্রহ্মত্ব রুদ্রত্ব আর বিষ্ণুত্বের পদ ।
 ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় যে সব সম্পদ ॥
 তোমার ভক্তি হ'তে হীন তারা হয় ।
 ভক্তির যোড়শাংশ তাহারা ত নয় ॥
 তব প্রতি ভক্তিবশে যে আনন্দ পাই ।
 সে আনন্দ সেই স্বত্ব কিছুতেই নাই ॥
 নাহিক বাসনা মম নারী সহবাসে ।
 দেবতা অধম যেরা মত্ত সেই রসে ॥
 অতএব সেই আত্মা না কর আমায় ।
 ভিক্ষা মাগি যুক্ত করে আমি তব পায় ॥
 এতেক বচন হরি শুনি শিবমুখে ।
 সনাতন ভগবান্ হাসিলেন স্নুখে ॥
 যোগিগুরু মহেশ্বরে কহে ভগবান্ ।
 তৃপ্তিকর মহাবাক্য অমৃতসমান ॥
 সর্বেশ্বর মহাদেবে কহিলেন হরি ।
 মম সেবা কর তুমি কোটি কর ধরি ॥
 সতত রহিব আমি তোমার অন্তরে ।
 হবে তুমি মহা স্ত্রী বিশ্বের মাঝারে ॥
 সিদ্ধ যোগী জ্ঞানী তুমি তপস্বী মহান্ ।
 সুরেশ্বর বৈষ্ণব ও দেবের প্রধান ॥
 অমরত্ব প্রাপ্ত হও দিনু এই বর ।
 সর্বজ্ঞতা লাভ কর হে ভোলা শঙ্কর ॥
 অগণন ব্রহ্মাদির দেখিবে পতন ।
 জ্ঞানে তেজে যশে হও আমারই মতন ॥
 মম তুল্য হোক তব বয়স প্রতাপ ।
 শ্রেষ্ঠ ভক্ত হও মম নির্মল নিম্পাপ ॥

তুমি মোর প্রিয় বন্ধু প্রাণ হ'তে প্রিয় ।
 আত্মার স্বরূপ তুমি আত্মার আত্মীয় ॥
 যেজন চূর্ব্ব ক্ষি-বশে নিন্দিতো তোমায় ।
 কদাচন নাহি তার মুক্তির উপায় ॥
 তার প্রতি বিমুখ যে হব অনুরক্ত ।
 কৃপাদৃষ্টি তার দিকে না রবে কখন ॥
 যত দিন চন্দ্রে সূর্য্য বিদ্যমান রবে ।
 কালসূত্রে পড়ি তার বহু ক্লেশ হবে ॥
 তোমার কারণে হয় দুর্গার জনম ।
 এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ ॥
 শতকোটি কর পরে নাহিক সংশয় ।
 শিবাকে গ্রহণ তুমি করিবে নিশ্চয় ॥
 যাহা যাহা বলিয়াছ করিহু পালন ।
 আমার অব্যর্থ বাক্য পালহ এক্ষণ ॥
 তোমাতে আমাতে আর ভেদ কিছু নাই ।
 তব বাক্য মম বাক্য এক সর্ব্ব ঠাই ॥
 হে শঙ্কো প্রকৃতি সাথে সহস্র-বৎসর ।
 শৃঙ্গার-সন্তোগ-স্নুখে থাক নিরন্তর ॥
 কেবল তপস্বী নহ পরম ঈশ্বর ।
 আমার সমান তুমি অজর অমর ॥
 ইচ্ছাময় নিজে যিনি সকল সময় ।
 প্রয়োজন বশে তাঁরে যোগী হ'তে হয় ॥
 দার-গ্রহণের কথা কহিয়াছ যাহা ।
 আরো কিছু কহি আমি শুন তুমি তাহা ॥
 পতিব্রতা সতী সদা যাহার আগারে ।
 তার সম স্ত্রী কেবা এ বিশ্ব-মাঝারে ॥
 মহাবংশে জন্ম যার, কুলধর্ম্ম জানে ।
 কুলজা বলিয়া তারে সর্ব্বজন মানে ॥
 সে কুল-পালিকা পত্নী পতিব্রতা সতী ।
 পতি তার বন্ধু মিত্র, পতিমাত্র গতি ॥
 পতি তার রক্ষাকর্তা পতিই দেবতা ।
 পতি ভিন্ন নাহি কিছু জানে পতিব্রতা ॥
 যতপি দুঃশীল পতি ভাগ্যবশে হয় ।
 তব সতী তার প্রতি অনুরক্তা রয় ॥

যেই জন সতী সহ লভে সন্মিলন ।
 অপার আনন্দে সেই হয় নিমগন ॥
 ধনী কি দরিদ্র হোক পুণ্যাত্মা বা পাণী ।
 পতি ভিন্ন অশ্রু চিন্তা করে না কদাপি ॥
 পতির সেবায় রত পতি তার ধ্যান ।
 ত্রিভুবনে নাহি কেহ পতির সমান ॥
 অসাধু কুলেতে জন্মে যে সব অসতী ।
 অজ্ঞভোগ্যা হয় ভুঞ্জে অশেষ দুর্গতি ॥
 পতির নিন্দায় কাল কাটায় সতত ।
 কুভাব চিন্তন করে কুকর্মেতে রত ॥
 আশা হ'তে শ্রেষ্ঠ যোবা হেরে পতিবরে ।
 গোলোকে অনন্ত কাল বাস সেই করে ॥
 পতি সহ সেই সতী কোটি কল্প ধরে ।
 গোলোকে বিরাজ করে মহাহর্ষ-ভরে ॥
 অবশেষে সেই সতী আমার কৃপায় ।
 বৈষ্ণবী প্রকৃতি কিংবা শৈবীতে মিলায় ॥
 হে মহেশ সংসারের স্ত্রুথের কারণ ।
 মম আজ্ঞা প্রকৃতিরে করহ গ্রহণ ॥
 ভগবতী দুর্গা দেবী সতীর প্রধান ।
 বৈষ্ণবপ্রধানা ইনি শোন মতিমান ॥
 মহাস্থোদয় হ'বে ইহার মিলনে ।
 সংশয় না কর ইথে, মম সম্মিথানে ॥
 গৃহিণী করিয়া তারে লহ শূলপাণি ।
 পাইবে পরম স্ত্রুথ অন্তরেতে জানি ॥
 মহাসাধু সেই জন জানিবে ধরায় ।
 যেই লয় তাঁর নাম কহিনু তোমায ॥
 অতএব মোর বাক্যে নাহি কর আন ।
 স্বেচ্ছামত বর তোমা করিব প্রদান ॥
 তীর্থ-স্থানে যেই গড়ে তীর্থ-যুক্তিকাতে ।
 প্রকৃতির যোনি-চিহ্ন তব লিঙ্গ সাথে ॥
 যে জন সহস্র বার পঞ্চ উপচারে ।
 ইন্দ্রিয় সংযম করি পূজিবে তোমায়ে ॥
 কোটি কল্প কাল ধবি সেই ভক্তপ্রাণ ।
 মোর সাথ গোলোকেতে রবে বিজ্ঞান ॥

লক্ষ শিব-লিঙ্গ-পূজা করে যেই জন ।
 গোলোক হইতে তার না হয় পতন ॥
 যুক্তিকা গোময় কিংবা ভস্ম আদি দিয়া ।
 যে পূজে শিবের লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া ॥
 অমৃত কল্লের তরে স্বর্গবাসী হয় ।
 সত্রাট্ট হইয়া পরে মহা স্ত্রুথে রয় ॥
 শিব-লিঙ্গ-পূজা করি জ্ঞানী সাধু হয় ।
 অনন্তর যুক্তি তার হইবে নিশ্চয় ॥
 অতীর্থে কোথাও যদি শিব-লিঙ্গ থাকে ।
 সর্বজন তীর্থস্থান কহিবে তাহাকে ॥
 দুর্গাত্মা পাপাত্মা যদি মরে সেই স্থানে ।
 যুক্তি লাভি যাবে তারা শিবলোক পানে ॥
 মহাদেব মহাদেব বলে যেই জন ।
 তাহার পশ্চাতে আমি করিব গমন ॥
 যত্নকালে যেই জন শিব-ধ্বনি করে ।
 কোটি-জন্মার্জিত পাপ দূরে যায় সরে ॥
 শোকে দুঃখে যেই করে শিব-উচ্চারণ ।
 সকল মঙ্গল তার হবে সেই ক্ষণ ॥
 'শি' শব্দে নাশিবে পাপ, 'ব' যুক্তিদায়ক ।
 স্ত্রুঙ্গল শব্দ 'শিব' পাপবিনাশক ॥
 প্রতি শব্দে যেই জন শিব-নাম করে ।
 যত পাপ আছে তার দূরে যায় সরে ॥
 তব নাম যেই জন করে উচ্চারণ ।
 তার যত ক্লেশ যাবে শোন পঞ্চানন ॥
 যত্নকালে যদি কেহ তোমায়ে স্নবয়ে ।
 সেইজন তাঁই পাবে কৈলাস আলায়ে ॥
 এতেক বলিয়া প্রভু দেব মহেশ্বরে ।
 মধুর বচনে তবে কহেন দুর্গাবে ॥
 কিছুদিন কর ভূমি গোলোকে বসতি ।
 কালক্রমে শিব তব হইবেন পতি ॥
 রমণী রতন ভূমি পতিব্রতা সতী ।
 মহেশ্বর-কণ্ঠহার ভূমি ভগবতী ॥
 তোমার উপমা নাহি এ ভবমণ্ডলে ।
 তোমায়ে লজ্জিতে নারে কেহ ছলেবলে ॥



ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦେହ ଦର୍ଶି, ତାବ ଦେବ ନାୟକ ।
ଉଦ୍ଧୃତ ସ୍ଥାପିବା ତାଙ୍କ ବିନାଶେ ତବନ ॥

অবশেষে দেবতার তেজঃপুঞ্জ হ'তে ।
 দৈত্য সংহারিতে তুমি জন্মিবে জগতে ॥
 কল্পশেষে সত্যযুগ হইলে উদয় ।
 পুনশ্চ জন্মিবে তুমি দক্ষের আলয় ॥
 সত্য যুগে হবে তুমি দক্ষের নন্দিনী ।
 হে সতি হইবে পরে শস্তুর গৃহিণী ॥
 দক্ষযজ্ঞে স্বামিনিন্দা শুনি অতঃপর ।
 হেলায় ত্যজিবে তুমি নিজ কলেবর ॥
 মেনকা-গর্ভেতে পুনঃ জন্মি বরাননে ।
 পার্বতী-নামেতে খ্যাতা হইবে ভুবনে ॥
 শঙ্করের পত্নী তুমি হ'বে আর বার ।
 তা' সনে সহস্র বর্ষ করিবে বিহার ॥
 পরিণামে শিব শিবা মিলি' দুইজন ।
 হর-গৌরী-রূপ দোহে করিবে ধারণ ॥
 যতবার যতরূপে জনম লভিবে ।
 পতিরূপে প্রতিবারে পঞ্চাননে পাবে ॥
 কিবা রক্ষ কিবা যক্ষ সুরাসুরগণ ।
 সতত সকলে তোমা করিবে পূজন ॥
 শারদীয় মহাপূজা হবে প্রচলন ।
 পূজিবে তোমারে দেবী সমগ্র ভুবন ॥
 প্রতি স্থানে প্রতি গ্রামে বিভিন্ন নামেতে ।
 পূজিতা হইবে দেবী দেবতা-রূপেতে ॥
 শিবকৃত নানাতন্ত্র পূজাবিধি হবে ।
 স্তব ও কবচমালা বিধানেন্তে রবে ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল ।
 লাভ করি ধন্য হবে তব ভক্তদল ॥
 পুণ্য ভারতের ক্ষেত্রে তোমারে ভজিলে ।
 কীর্তি যশ ধর্ম আদি সহজেই মিলে ॥
 কামবীজ সাথে পরে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 একাদশাক্ষর মন্ত্র কবিলেন দান ॥
 অনুকম্পা-বশে তিনি ভক্তের কাণে ।
 ভক্ত-উপযোগী ধ্যান করিলা রচন ॥
 ত্রীমায়া ও কামবীজ যুক্ত দশাক্ষর ।
 মহামন্ত্র দান করে পরম ঈশ্বর ॥

স্বজন-কারিণী শক্তি সিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান ।
 সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ করিলেন দান ॥
 স্তব ও কবচসহ ত্রৈলোক্যশাক্তরে ।
 মন্ত্র দিলা নারায়ণে আর মহেশ্বরে ॥
 ধর্ম কামদেব বায়ু কুবের বহিরে ।
 মন্ত্র জ্ঞান দান করে ভগবান্ ধীরে ॥
 বিধিরে ডাকিয়া পরে কহিলেন তাই ।
 সৃষ্টি তরে বিধাতার নিয়ম ইহাই ॥
 ভগবান্ কহিলেন আমার ইচ্ছায় ।
 সহস্র বৎসর রহ মোর তপস্তায় ॥
 অনন্তর মহাভাগ তপস্তার শেষে ।
 সৃষ্টিকার্য্যে রত থাক আমার আদেশে ॥
 কৃষ্ণের আদেশ পেয়ে ব্রহ্মা পদ্মাসন ।
 প্রণমিয়া নিজ কার্য্যে করেন গমন ॥
 দেব যত ছিল তারা কৃষ্ণের আদেশে ।
 সকলে চলিল স্বীয় কর্ম্মের উদ্দেশে ॥
 ব্রহ্মারে শ্রীভগবান্ গাল্য করি দান ।
 গোপী সনে বৃন্দাবনে করিলা প্রস্থান ॥
 শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত কথা অমৃতমধুর ।
 যেবা শোনে তার হয় সর্ব পাপ দূর ॥
 একমনে যদি কেহ অধ্যয়ন করে ।
 কোন পাপ নাহি স্পর্শে দেবতার বরে ॥
 পুরাণের কথা শোন ছয়ের অধ্যায় ।
 দেবস্তুত শোনে গীত রচি উপাধ্যায় ॥

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত-পুবাণে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মা বর্জ্বক স্বর্গ, মর্ত্য, রমাতল
 ও সাগরাদিষ সৃষ্টি ।

দেব-দেবী সৃষ্টিকথা হইল বিশেষ ।
 জগৎ-সৃজন বার্তা শোন অবশেষ ॥

কৃষ্ণের আদেশ লভি ব্রহ্মা পদ্মাসন ।
 এক মনে তপ করে নির্জন ভুবন ॥
 কত বর্ষ করে ধ্যান একমন হ'য়ে ।
 অবশেষে ব্রহ্মা বুঝি করুণা লভয়ে ॥
 কৃষ্ণের করুণা লভি' হয় সৃষ্টিরত ।
 কৃষ্ণের আজ্ঞায় কবে সৃষ্টি বিধিমত ॥
 সৌতি কহে এইভাবে ব্রহ্মা তপস্শায় ।
 মধু-কৈটভের মেদে সৃজিলা ধরায় ॥
 বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে পর্বত সৃজন ।
 আটটি প্রধান তার শুন তপোধন ॥
 হ্রমেক, কৈলাস আর অন্ত, হিমালয় ।
 গন্ধমাদনাদ্রি আর হুবেল, উদয় ॥
 মলয় নামেতে এই অষ্ট মহীধর ।
 সর্ববৃহত্তম আর অতি মনোহর ॥
 অনন্তর চতুর্মুখ করিলা সৃজন ।
 সপ্ত পারাবার আর নদ নদী বন ॥
 অগণন বৃক্ষ গ্রাম করিলা সৃজন ।
 সাত সাগরের নাম শুন তপোধন ॥
 লবণ সমুদ্র আর ইক্ষুর সাগর ।
 হ্ররা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল অনন্তর ॥
 লবণ সাগর লক্ষ যোজন বিস্তার ।
 ইক্ষুসিদ্ধ দ্বিগুণিত পরিমাণ তার ॥
 হ্ররাসিদ্ধ আকারেতে ইক্ষুর দ্বিগুণ ।
 দ্বিগুণিত দ্ব্যতসিদ্ধ ধরে নানা গুণ ॥
 ইহার দ্বিগুণ হয় দধির সাগর ।
 ক্ষীরসিদ্ধ দ্বিগুণিত শোন তারপর ॥
 সকল সাগর যোগে যে হয় আকার ।
 বাবিসিদ্ধ আকারেতে বড় হয় তাব ॥
 সপ্তদ্বীপ উপদ্বীপ সীমা-বিভাজক ।
 শৈলের সৃজন করে সৃষ্টিবিধায়ক ॥
 জম্বু, শাক, কুশ, প্লক্ষ, ক্রৌঞ্চ ও পুষ্কর ।
 শালগ্রামী এ সপ্তদ্বীপ, শুন মুনবর ॥
 অতঃপর প্রজাপতি হ্রমেক-শিখরে ।
 সৃজিলা হ্রন্দর পুরী অষ্টলোক তবে ॥

অষ্ট লোকপাল তথা করিবে বিহার ।
 অষ্টশৃঙ্গে হ্রমেকর পুরী চমৎকার ॥
 অবশেষে চতুর্মুখ অনন্তর তরে ।
 হ্রমেকর মূলদেশে পুরী সৃষ্টি করে ॥
 তাহার উপরিভাগে করিলা সৃজন ।
 সপ্ত-স্বর্গলোক মূনি করহ শ্রবণ ॥
 ভূভুব ও স্বর্গলোক অতি সুশোভন ।
 মহলোক, জনলোক করিলা সৃজন ॥
 তপোলোক, সত্যলোক সপ্ত সমুদয়ে ।
 সৃজন করিলা ব্রহ্মা সানন্দ হৃদয়ে ॥
 অতঃপর মেরুশৃঙ্গে হইল সৃজিত ।
 মনোহর ব্রহ্মলোক জরা-বিবর্জিত ॥
 উর্দ্ধে তার প্রবলোক বিদিত ভুবনে ।
 সৃজিলেন চতুর্মুখ আনন্দিত মনে ॥
 অনন্তর অধোভাগে ভোগ্য-বস্ত্র-ভরা ।
 সাতটি পাতাল ব্রহ্মা সৃজিলেন হ্ররা ॥
 ব্রতাল, বিতল আর পাতাল, হুতল ।
 তলাতল, মহাতল আর রসাতল ॥
 সপ্তদ্বীপ সপ্তস্বর্গ সপ্ত পাতালেতে !
 একটি ব্রহ্মাণ্ড হয়, কহি বিধিমতে ॥
 একটি ব্রহ্মাণ্ড এই ব্রহ্মা অধিকার ।
 অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে সংখ্যা নাহি তার ॥
 ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি লোমকূপে ।
 ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে ॥
 প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ।
 দেবতা মনুষ্য আদি আছে সর্ব জীব ॥
 অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তাহা কে বর্ণিতে পাবে ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নারে বর্ণিবারে ॥
 যাবতীয় বিশ্ব আর বস্ত্র সমুদয় ।
 কৃত্রিম অনিত্য মিথ্যা স্বপ্নবৎ হয় ॥
 কৈলাস, গোলোক আব বৈকুণ্ঠ আলয় ।
 নিত্য সত্য চিবন্তন জানিবে নিশ্চয় ॥
 যিনি পরমাত্মা তিনি পৃথক্ সবািব ।
 নিত্য তিনি সত্য তিনি অনন্ত অপার ॥

তাই বলি যুতজন শোন দিয়া মন ।
 কেন মিছে ঘুরে মর, ভব অকিঞ্চন ॥
 সত্য মাত্র ভগবান্ কৃষ্ণ নারায়ণ ।
 তাঁর কৃপা লাভ-হেতু কর আকিঞ্চন ॥
 জগৎ-সৃষ্টির কথা বড়ই মধুর ।
 ভবলোক তরিবারে স্রবোগ প্রচুর ॥
 সপ্তম অধ্যায় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ।
 সাজ হ'ল মধুবাণী দেবহৃত ভণে ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টম অধ্যায়

বেদ, শাস্ত্র, রাগ রাগিনী, যুগ, নগুণি সমস্ত ও
 মনীচি প্রভৃতি ঐশ্বর্যমুদেব উদ্ভব
 এবং নারদেব প্রতি ব্রহ্মার
 অভিপাণ প্রদান ।

সোঁতি মুনি কহিলেন, শুন তপোধন ।
 এইরূপে ব্রহ্মা করে বিখের সৃজন ॥
 বিখের সৃজন করি দেব প্রজাপতি ।
 সাবিত্রী সহিত করে রঙ্গরসে রতি ॥
 কামুক বিহরে যথা কামুকীর সনে ।
 তথা বিধি করে কেলি আনন্দিত মনে ॥
 এই ভাবে কেলি করে ব্রহ্মা ভগবান্ ।
 সাবিত্রী দেবীতে শেষে করে গর্ভাধান ॥
 শত বর্ষ কাল সহি গর্ভের যাতনা ।
 প্রসূতা হইলা দেবী প্রফুল্ল-বদনা ॥
 প্রসব করিলা দেবী বেদ-চতুর্ভুজ ।
 তর্ক ব্যাকরণ আদি শাস্ত্র সমুদয় ॥
 ছত্রিশ রাগিনী আর জন্মে ছয় রাগ ।
 চারি যুগ প্রসবিলা শুন মহাভাগ ॥
 বর্ষ মাস ঋতু তিথি দশ দিন কণ ।
 রাজি বার সন্ধ্যা উষা করে উৎপাদন ॥
 পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, জয়া ও বিজয়া ।
 কৃত্তিকা, করণ-আদি সৃজিলা অভয়া ॥

কার্তিকেয়-প্রিয়া সাধ্বী দেবসেনা যিনি ।
 তার নাম মহাবীর্ষী শিশুর রক্ষিণী ॥
 মাতৃকার প্রধানা সে শিশুর দেবতা ।
 শিশুদের রক্ষা কার্যে সর্বদাই রতা ॥
 পতিপ্রাণা দেবী পরে করিলা প্রসব ।
 কল্পত্রয় নিত্য আর নৈমিত্তিক সব ॥
 অবশেষে জনমিল চারিটি প্রলয় ।
 যুত্য় নামে কত্য় আর ব্যাধি সমুদয় ॥
 প্রসব করিষা দেবী প্রফুল্ল-অন্তরে ।
 মহাস্রুখে সকলেরে স্তম্ভ দান করে ॥
 সাবিত্রী জঠরে জন্মে পুত্রকট্টাগণ ।
 তাহা দেখি পদ্মাসন আনন্দে মগন ॥
 অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা-পৃষ্ঠ হ'তে ।
 অধর্ম পুরুষ এক জন্মিল জগতে ॥
 অধর্মের বাসভাগে অলক্ষ্যী জন্মায় ।
 অধর্মের পত্নী বলি সবে জানে ভায় ॥
 ব্রহ্মা-নাভি-দেশ হ'তে জন্মিল তখন ।
 শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা, অষ্ট বহুগণ ॥
 মানস হইতে তাঁর ণীরিটি কুমার ।
 লভিল জনম সবে তেজস্বী অপার ॥
 সকলের দেহ যেন ব্রহ্মতেজোময় ।
 সকলেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী জানিও নিশ্চয় ॥
 সনক, সনন্দ আর সনৎকুমার ।
 সনাতন নাম এই অতি চমৎকার ॥
 ব্রহ্মার বদন হ'তে জন্মে চিত্তহারী ।
 স্বায়ম্ভুব মনু-নাম দিব্যরূপধারী ॥
 সত্বীক হৃন্দর যুবা তেজস্বী কুমার ।
 উজ্জ্বল হুবর্ণকাস্তি রূপের আধার ॥
 ক্ষত্রিয়ের মূল তিনি অতি ভাগ্যবান্ ।
 শতরূপা পত্নী সাথে রহে বিভ্রমান ॥
 শতরূপা পত্নী তার সাধ্বী অতিশয় ।
 কমলার অংশ বলি অতি পুণ্যময় ॥
 অনন্তর পুত্রগণে ডাকি পদ্মাসন ।
 অনুমতি করিলেন সৃষ্টির কাণ ॥

কৃষ্ণপরাযণ সেই পুত্রেরা স্বরায় ।
 অস্বীকার করি সবে গেল তপস্রায় ॥
 এইরূপে আজ্ঞা তাঁর করে প্রত্যাখ্যান ।
 মহাক্রুদ্ধ হইলেন ব্রহ্মা ভগবান্ ॥
 একাদশ রুদ্র জন্মে ললাটে তখন ।
 ব্রহ্মতেজে জ্যোতির্ময় বহির মতন ॥
 নামেতে কালামিরুদ্র রুদ্রের ঈশ্বর ।
 সবার সংহারকারী অতি ভয়ঙ্কর ॥
 তমোগুণাশ্রয়ী তিনি এ বিশ্ব মাঝার ।
 প্রজাপতি ব্রহ্মা শুধু রজোগুণাধার ॥
 শিব বিষ্ণু শুধু মাত্র সত্ত্বগুণে গুণী ।
 শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠুর নিত্য হে শৌনক মুনি ॥
 জ্ঞানহীন মূর্খ যারা তারা শুধু কয় ।
 সত্ত্বগুণী মহেশ্বরে তমোগুণাশ্রয় ॥
 সৌতি কহে অনন্তর শুন গুণধাম ।
 অবশিষ্ট আছে যত রুদ্রদের নাম ॥
 মহান, মহাত্মা আর ভয়ঙ্কর, রুচি ।
 ঋতুধ্বজ, মতিমান, পিঙ্গলাক্ষ, শুচি ॥
 ভীষণ ও উর্দ্ধকেশ এই দশ জন ।
 বিদিত সকল দেশে খ্যাতিপরাযণ ॥
 সৌতি কহে, শুন শুন তাপস-নিকর ।
 পিতামহ সৃষ্টি বাহা করে অতঃপর ॥
 ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হ'তে অনন্তর ।
 আবির্ভূত হইলেন পুলস্ত্য প্রবর ॥
 পুত্র হ'ল জন্মিল পরে বাম কর্ণ হ'তে ।
 নেত্র হ'তে অত্রি, ক্রতু জন্মিল জগতে ॥
 অরুণি নাসায় আর অঙ্গিরা মুখেতে ।
 দক্ষরাজ জন্মিলেন দক্ষিণ পার্শ্বেতে ॥
 বামে জন্মে ভৃগু মুনি ছায়াতে কর্দম ।
 নাভি হ'তে পঞ্চশিখ অতি মনোরম ॥
 বক্ষঃস্থলে বোচ জন্মে, নারদ কঠেতে ।
 মরীচি উদ্ধৃত হ'ল ব্রহ্মার স্কন্ধেতে ॥
 হরিভক্তরূপে যার ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ ।
 হরিনামে হয় সর্ব পাপের বিনাশ ॥

প্রচৈতা, বশিষ্ঠ জন্মে ওষ্ঠে রসনায ।
 হংসী, যতি অতঃপর কুক্ষিতে জন্মায ॥
 এইরূপে সৃষ্টিকার্য করিয়া যতনে ।
 পুত্রগণে ডাকিলেন পুলকিত মনে ॥
 যত যত পুত্র তিনি করেন সৃজন ।
 ব্রহ্মাবিগ্ধমানে হ'ল সবার মিলন ॥
 প্রথমে নারদে ডাকি পিতামহ কহে ।
 কর বৎস আচরণ সৃষ্টি যাতে রহে ॥
 পিতার এতক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 নারদ বিনয়ভাবে কহেন তখন ॥
 ক্ষমা কর প্রভু মোরে, নিবেদি চরণে ।
 সক্ষম না হব আমি আদেশ পালনে ॥
 পিতা হ'য়ে কি কারণে আমাদের প্রতি ।
 সংসারী হইতে প্রভু কর অনুমতি ॥
 এইরূপ আজ্ঞা দান না হয় উচিত ।
 মহাত্মারও হইয়াছে বুদ্ধি বিপরীত ॥
 বিচাৰ করুন প্রভু পুত্র যে সুবাই ।
 সবাই সমান তাহে সংশয় ত নাই ॥
 তপস্রাচরণ কর কাহারেও দান ।
 কাহারে বিষয় দাও বিষের সমান ॥
 যেজন নিমগ্ন হয় সংসার-মাগবে ।
 দুঃখ কষ্ট ভোগ করে কোটি কল্প ধরে ॥
 যেজন নিস্তার-কর্তা যিনি কৃপাময় ।
 ভক্তের বৎসল যিনি সকল সময় ॥
 সকলের আদি যিনি একমাত্র গতি ।
 যার কৃপা নিরন্তর ভক্তদের প্রতি ॥
 সত্ত্ব ও নিঃশল যিনি, ত্যাগ কবি তাঁবে ।
 সংসাবে নিমগ্ন হ'তে কোন্‌ গৃচ পারে ॥
 কহ পিতঃ, ত্রিভুবনে গৃচ আছে কেবা ।
 যেইজন নাহি চায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা ॥
 স্রুধা হ'তে স্রুমধুর কৃষ্ণের ভজন ।
 বিষয়ের বিষ পান কবে কোন্‌ জন ॥
 জানিলাম মায়াময় এ ভব-সংসার ।
 তুচ্ছ ও নথব মাত্র মৃত্যুর আগার ॥

স্বপ্নসম মিথ্যা মাত্র অকিঞ্চিৎকর ।
 তথাপি মুখের কাছে অতি মনোহর ॥
 রমণী ভুজঙ্গী-সম এ বিশ্ব-সংসারে ।
 ভজিলে রহিতে হবে ভব-কারাগারে ॥
 অতএব কমা কর, ভিক্ষা আমি চাই ।
 সংসারের পাণচক্রে ডেকো না গৌসাই ॥
 ইহা শুনি প্রজ্ঞাপতি অতিশয় ক্রোধে ।
 শাপ দিলা অনন্তর তনয় নারদে ॥
 ক্রোধ-ভরে অঙ্গ তাঁর কাঁপে থর থর ।
 গণ্ড হ'ল রক্তবর্ণ কাঁপে ওষ্ঠাধর ॥
 ব্রহ্মা কহে, হে নারদ ! শাপের প্রভাবে ।
 তব তত্ত্বজ্ঞান সব লুপ্ত হ'য়ে যাবে ॥
 যুগ সম নারী-লুক লম্পটের মত ।
 শৃঙ্গারের অভিলাষী থাকিবে সতত ॥
 শৃঙ্গার-শাস্ত্রেতে তুমি পারদর্শী হবে ।
 কামুক জনের তুমি গুরুরূপে রবে ॥
 গন্ধর্বগণের হবে পুরুষ প্রথম ।
 হুচির যৌবন তব কণ্ঠ মনোরম ॥
 বহু খ্যাতি হবে তব বীণার বাদনে ।
 প্রোজ্ঞ মিষ্টভাবী বলি বিখ্যাত ভুবনে ॥
 শ্রীউপবর্ধন নাম হইবে তোমার ।
 পঞ্চাশ রমণী লয়ে করিবে বিহার ॥
 বিলাসিনী সহ্ করি নির্জনে বিহার ।
 লঙ্ঘয়ুগ পরে পুনঃ শাপেতে আমার ॥
 দাসীপুত্ররূপে তুমি জন্মিবে তখন ।
 বৈষ্ণব-উচ্ছিক্ত সদা করিবে ভোজন ॥
 পরিশেষে ভগবান্ কৃষ্ণের দয়ায় ।
 হে নারদ, মম পুত্রে হবে পুনরায় ॥
 সেই কালে হবে তব শাপ অবসান ।
 পুনর্বীর দিব তোমা দিব্য তত্ত্বজ্ঞান ॥
 মম অভিশাপে তুমি কিছুকাল ধ'রে ।
 মহাকষ্ট ভোগ কর সংসার-সাগরে ॥
 এত বলি প্রজ্ঞাপতি নিবৃত্ত হইল ।
 করযোড়ে শ্রীনারদ কহিতে লাগিল ॥

অশ্রুগতে ভাসিল বুক মলিন বদন ।
 পিতার বচন শুনি করিল রোদন ॥
 রোদন করিয়া পুনঃ নারদ তখন ।
 পিতারে সম্বোধি কন মধুর বচন ॥
 নারদ কহিল, ক্রোধ কর সম্বরণ ।
 তনয়ের প্রতি কেন ক্রোধ অকারণ ॥
 জগতের গুরু তুমি তাপস ঈশ্বর ।
 শোভা নাহি পায় কোপ পুত্রের উপর ॥
 বিরুদ্ধ আচারী যদি পুত্রে কভু হয় ।
 সুধীগণ অভিশাপ দেন সে সময় ॥
 পণ্ডিত হইয়া প্রভু দিলে অভিশাপ ।
 নিরীহ তপস্বী পুত্রে নির্মল নিষ্পাপ ॥
 যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে এখন ।
 কৃপা করি বর দান করুন ব্রহ্মান্ ॥
 যে যোনিতে জন্মি যেন হরিভক্ত হই ।
 হরিনাম গান যেন করি সততই ॥
 বিশ্ববিধাতার পুত্রে হইয়া যে জন ।
 হরিনাম নাহি করে ভক্তিশূন্য মন ॥
 সেজন অথম বড় অতি হীনমতি ।
 শূকর হইতে সেও অপকৃষ্ট অতি ॥
 শূকরযোনিতে জন্মি যদি কোনো জন ।
 জাতিস্মর হয আর হরিপরায়ণ ॥
 আপন ধর্ম্মের বলে অবশ্য সেজন ।
 অনায়াসে গোলোকেতে করিবে গমন ॥
 এক মুখে কত করি হরিগুণ গান ।
 বৈষ্ণবেরা নিত্য করে ভক্তিরস পান ॥
 পুণ্যভূমি ভারতেতে ভক্ত যত নরে ।
 হরিমন্ত্রে দীক্ষা লাভি মুক্তি লাভ করে ॥
 কোটি পুরুষের সাথে যুক্ত তারা হয় ।
 কোটিজন্মার্জিত পাণ কিছু নাহি রয় ॥
 পুত্রে ও কলত্র, শিষ্য, সেবক, বান্ধবে ।
 যে জন স্বপথে লয় সদগতি সে লভে ॥
 যে গুরু বিশ্বস্ত শিষ্যে কুপথেতে লয় ।
 মুক্তি নাহি যতদিন চন্দ্র সূর্য রয় ॥

যে গুরু, যে পিতা, স্বামী এ বিশ্ব সংসারে ।
 শ্রীহরির প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতে নারে ॥
 সেই গুরু, পিতা, স্বামী অযোগ্য সবার ।
 তাদের সম্মান করা বিড়ম্বনা সার ॥
 গুরু হ'বে পাপ পথে প্রবর্তিত করে ।
 কুস্তীপাক নরকেতে সেই বাস করে ॥
 যতদিন চন্দ্র সূর্য রহে বিজ্ঞান ।
 ততদিন তার জন্ত নরকবিধান ॥
 সম্পূর্ণ নির্দোষ আমি নাহি কোন পাপ ।
 তথাপি আমারে তুমি দিলে অভিশাপ ॥
 হিংসা যদি করে কেহ অশ্বের উপর ।
 প্রতিহিংসা হুবিধেয় জ্ঞাত চরাচর ॥
 সেই হেতু আমি তোমা দিছু অভিশাপ ।
 অপূজ্য হইবে বিশ্বে তোমার প্রতাপ ॥
 তন্ত্র-মন্ত্র-কবচাদি যতেক তোমার ।
 বিলুপ্ত হইবে সব অবনী মাঝার ॥
 সাধারণ জন মত রহিবেক তুমি ।
 অবজ্ঞা করিবে তোমা এই বিশ্বভূমি ॥
 অতীত হইলে পরে কাল কল্পত্রয় ।
 যথারীতি পূজা তুমি পাবে সে সময় ॥
 একবার মাত্র পূজা, ত্রুত আর যাগে ।
 রহিল কেবল মাত্র ব্রহ্মা তব ভাগে ॥
 আর সব নষ্ট হবে শুন হে ব্রহ্মান্ ।
 দেবতা প্রভৃতি তব করিবে বন্দন ॥
 যজ্ঞাদিতে তব অংশ অশ্রু দেবে লবে ।
 নামমাত্র পূজা শুধু তোমাব বহিবে ॥
 নারদের কথা শুনি অতি ক্ষুব্ধ প্রাণ ।
 দেবের সভায় ব্রহ্মা করে অবস্থান ॥
 দুঃখিত হৃদয় অতি দেব পদ্মাসন ।
 সর্ববজনে দেখে তার মলিন বদন ॥
 হে শৌমক, ত্রীনারদ পিতার শাপেতে ।
 গন্ধর্ব্ব হইল উপবর্হণ নামেতে ॥
 সে জন্ম ত্যজিয়া পরে দাসীপুত্ররূপে ।
 লাভিল আবার জন্ম মোহ-অন্ধকূপে ॥

কৃষ্ণের প্রসাদে পরে শাপমুক্ত হয় ।
 দিব্যজ্ঞান দান করে ব্রহ্মা মহোদয় ॥
 নারদ রূপেতে পূজ্য হইল ধীমান্ ।
 মহর্ষি নামেতে পরে হ'ল খ্যাতিমান্ ॥
 সৌতি কহে, শুন শুন তপোধনগণ ।
 সে সব বিস্তারি ক্রমে করিব বর্ণন ॥
 পুরাণে অমৃতকথা সার হ'তে সার ।
 শুনিলে সেজন হয় ভবসিদ্ধি পার ॥
 ব্রহ্মখণ্ড পুরাণের অষ্টম অধ্যায় ।
 বর্ণিলেক দেবহুত সহ উপাধ্যায় ॥
 ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● নবম অধ্যায়

কশ্যপাদিব হৃষ্ট, নন্দনব উৎপত্তি, চন্দ্রের

প্রতি ধর্ম্মের অভিশাপ ইত্যাদি ।

এত বলি সৌতি যুনি করিল বর্ণন ।

যে ভাবে হইল সব অপরাহুজন ॥

অনন্তর ভগবান্ হৃষ্টির কারণে ।

অনুমতি করিলেন অশ্রু পুত্রগণে ॥

পাইয়া আদেশ যত তনয়-নিচয় ।

হৃষ্টির কারণে চেষ্টা করে সমুদয় ॥

মরীচি-মানস হ'তে জন্মিলা কশ্যপ ।

অত্রি হ'তে নিশাকব চন্দ্রের উদ্ভব ॥

প্রচেতা-মানসে জন্মে গৌতম হরষে ।

মৈত্রাবকণের জন্ম পুলস্ত্য-মানসে ॥

মনুপত্নী শতরূপা কবিল প্রসব ।

তিন কশ্যপ দুই পুত্র হৃদর্শন সব ॥

দিব্যরূপা তিন কশ্যপ পতিব্রতা সতী ।

আকুতি ও দেবহুতি তৃতীয়া প্রসূতি ॥

দুই পুত্র হুসুমার সর্বগুণাধার ।

নামেতে উত্তানপাদ প্রিয়ব্রত আর ॥

ধ্রুব নামে জন্মে পুত্র উত্তানপাদেব ।

বৈষ্ণবেব চূড়ামণি শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিকের ॥

কিছুদিন গত হ'লে মনু ভগবান্ ।
 রুচি মূনিবরে করে আকৃতিরে দান ॥
 দক্ষহস্তে অর্পিলেন কণ্ডা প্রসূতিরে ।
 দেবহুতি দান করে কর্দ্দম মূনিরে ॥
 দেবহুতি-গর্ভে জন্মে কিছুকাল পরে ।
 বিখ্যাত কপিল মূনি খ্যাত চরাচরে ॥
 অদ্ভুত সৃষ্টির লীলা শ্রুতি-স্বথকর ।
 ক্রমে ক্রমে বর্ণিতেছি শুন ঋষিবর ॥
 দক্ষের ঔরসে আর গর্ভে প্রসূতির ।
 যষ্টি কণ্ডা জন্ম লয় অতি ধীর স্থির ॥
 ধর্ম লয় আট কণ্ডা, রুদ্রে একাদশ ।
 ত্রয়োদশ কণ্ডা লয় কশ্যপ তাপস ॥
 প্রকৃতি সতীরে লয় শিব ভগবান্ ।
 সাতাশটি কণ্ডা করে চন্দ্র-হস্তে দান ॥
 শুন শুন বিপ্রবর করি নিবেদন ।
 ধর্মপত্নীদের নাম করিব কীর্তন ॥
 শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি ।
 স্মৃতি নামে আট কণ্ডা মনোরমা অতি ॥
 সন্তোষ জন্মিল পরে শান্তিগর্ভ হ'তে ।
 পুষ্টিগর্ভ হ'তে জন্মে মহান্ জগতে ॥
 ধৃতিগর্ভে ধৈর্য্য জন্মে শুন মহাশয় ।
 তুষ্টিগর্ভে হর্ষ, দর্প ছুই পুত্র হয় ॥
 সহিষ্ণু ক্ষমার পুত্র, ধার্মিক শ্রদ্ধার ।
 মতির গর্ভেতে পুত্র জ্ঞান নাম তার-৷
 স্মৃতিপুত্র জাতিয়র অতি স্তমোহন ।
 যুষ্টিগর্ভে জনমিল নরনারায়ণ ॥
 অষ্টপত্নী অতিরিক্ত যুষ্টি নামে আর ।
 ধর্মের অপরা নারী জ্ঞাত সবাকার ॥
 শুন শুন হে শৌনক ধর্মপুত্রগণ ।
 সকলেই ছিলা অতি ধর্মপরায়ণ ॥
 গৌতি কহে বিপ্রবর শুন এই ঋণ ।
 রুদ্রপত্নীদের নাম করিব কীর্তন ॥
 কলাবতী, কলা, কাষ্ঠা, কন্দলী, ভীষণা ।
 কালিকা, কলহপ্রিয়া, প্রমোচা, ভূষণা ॥

রাস্না, শুকী একাদশ খ্যাত এই নামে ।
 বহু খ্যাতি সকলের এই ধরাধামে ॥
 ইহাদের বহু পুত্র জন্মে অনন্তর ।
 সকলেই শিবভক্ত শিব-অনুচর ॥
 শিবপত্নী সতী দেবী শুন শুন মূনি ।
 পিতা দক্ষরাজ যুখে পতিনিন্দা শুনি ॥
 যজ্ঞের ভূমিতে ত্যজ্ঞে নিজ-কলেবর ।
 হিমালয়-পত্নী-গর্ভে জন্মে অনন্তর ॥
 মেনকার গর্ভে জন্ম লভিলেন সতী ।
 পুনরায় পাইলেন মহাদেবে পতি ॥
 হে ধার্মিক ঋষিবর শুন এই ঋণ ।
 কশ্যপপত্নীর নাম করিব কীর্তন ॥
 ত্রয়োদশ পত্নী তার করেছ শ্রবণ ।
 তাহাদের নাম সব করিব বর্ণন ॥
 অদिति দেবের মাতা, দৈত্যমাতা দিতি ।
 সর্পমাতা কঙ্ক, তার আছে বহু খ্যাতি ॥
 বিনতা পক্ষীর মাতা বিখ্যাত ভুবনে ।
 হুরতি গাভীর মাতা রাখিও স্মরণে ॥
 সরমা অপরা পত্নী সারমেয়-মাতা ।
 দানবজননী দনু সর্বলোকজ্ঞাতা ॥
 এইরূপে বহু পত্নী কশ্যপ মূনির ।
 বহু জীব জন্ম দেয় এই পৃথিবীর ॥
 আদিত্য দ্বাদশ আর উপেন্দ্র প্রভৃতি ।
 ইন্দ্র আদি দেবগণে প্রসবে অদिति ॥
 ইন্দ্রের ঔরসে আর গর্ভেতে শচীর ।
 জন্মিল জয়ন্তদেব অতি ধীর স্থির ॥
 বিশ্বকর্মা লভে কণ্ডা সর্বণা নামেতে ।
 শনি আর যম তার জন্মিল গর্ভেতে ॥
 কণ্ডা এক জন্ম লভে সর্বণ-উদরে ।
 কালিন্দী তাহার নাম খ্যাত চরাচরে ॥
 উপেন্দ্র ঔরসে আর ধরার উদরে ।
 জন্মিল মঙ্গল পুত্র খ্যাত চরাচরে ॥
 শৌনক কহিলা প্রভু কহ দয়া ক'রে ।
 কিরূপে মঙ্গল জন্মে পৃথিবী-উদরে ॥

সোঁতি কহে, হে শৌনক ! কর অবধান ।
 নির্ভঞ্জে উপেন্দ্রে দেব আছেন শয়ান ॥
 চন্দন-পল্লবে শোভে মলয় পাহাড় ।
 চারুৱত্ন-বিভূষিত সর্বদা তঁহার ॥
 শ্রীমমূর্ত্তি উপেন্দ্রের হস্ত ওষ্ঠাধরে ।
 সমস্ত রমণীকুল তাঁরে ধ্যান করে ॥
 এ হেন সৌন্দর্য্য দেখি দেবী বহুমতী ।
 কামবাণে ব্যাকুলিতা হইলেন অতি ॥
 যুবতী নারীর বেশ করিয়া ধারণ ।
 সহাস্ত বদনে যান রত্নির কারণ ॥
 সুবাসিত মাল্য আর কস্তুরী চন্দন ।
 উপেন্দ্রের গলদেশে দিলা সেইক্ষণ ॥
 কামবশে ধরাদেবী মুচ্ছাভুর হন ।
 ধরারে উন্মত্তা দেখি উপেন্দ্রে তখন ॥
 ভগবান্ বুঝি তার মন্থথের গীড়া ।
 করিলেন তার মাখে বহুবিধ ক্রীড়া ॥
 মুচ্ছিত হইলা দেবী বীৰ্য্যধান-ক্ষেণে ।
 নিদ্রিতা বা মৃত্যু বলি হয় যেন মনে ॥
 বিপুল নিতম্ব তাহে স্থলিত বসন ।
 সুবিপুল স্তনভার অতি সুশোভন ॥
 রতিমুখে মুচ্ছা যায়, উপেন্দ্রে তখন ।
 নিজ বক্ষে ধরি মুখ করিলা চুম্বন ॥
 নির্ভঞ্জেতে ধরণীবে তাজি ভগবান্ ।
 অনন্তর স্বস্থানেতে করিলা প্রস্থান ॥
 উৰ্ব্বশী সে বিদ্বাদরী এমন সময় ।
 অকস্মাৎ সেই স্থানে উপনীত হয় ॥
 মুচ্ছিত দেখিয়া তবে ধরণী দেবীরে ।
 অশেষ উপায়ে জ্ঞান ফিরাইলা ধীরে ॥
 চেতনা পাইয়া পরে দেবী বহুমতী ।
 উৰ্ব্বশীরে সমুদয় কহিলেন হুৱা ॥
 সম্ভোগ-দুৰ্ব্বলা দেবী হইলা কাতর ।
 উপেন্দ্রের বীৰ্য্যে হ'ল ক্ষীণ কলেবর ॥
 অশক্তা হইলা দেবী সে বীৰ্য্য-ধারণে ।
 প্রবাল আকরে তাহা ফেলে সেইক্ষণে ॥

উপেন্দ্রের বীৰ্য্য ব্যর্থ নহে কদাচন ।
 কুমার জন্মিল এক সূর্য্যের মতন ॥
 প্রবালের মত তার দেহ অবিকল ।
 বহুমতী-পুত্রে সেই বিখ্যাত মঙ্গল ॥
 মঙ্গলের পত্নী মেধা শুন বিপ্রবর ।
 তার গর্ভে জন্ম লয় তেজী ঘণ্টেশ্বর ॥
 ব্রহ্মদাতা নামে ঘণ্ট সর্বত্র প্রচার ।
 মহাতেজা বিমুগ্ধম বিপুল আকার ॥
 কণ্ঠপ-ওরসে আর দিতির গর্ভেতে ।
 ছুই পুত্রে এক কণ্ঠা জন্মিল ক্রমেতে ॥
 হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম ।
 দিতিগর্ভে ছুই পুত্রে অতি গুণধাম ॥
 সিংহিকা নামেতে কণ্ঠা জন্মিল তাহার ।
 রাহুগ্রহ পুত্রে জন্মে দেবী সিংহিকার ॥
 নিধাত্তি অপর নাম দেবী সিংহিকার ।
 রাহুমাতা বলি তার মহিমা প্রচার ॥
 মাতৃনামে রাহু হ'ল জগতে বিদিত ।
 সিংহিকেষ এক নাম অপর নৈধাত্ত ॥
 বরাহের রূপধারী বিষু দয়াময় ।
 হিরণ্যাক্ষে হত্যা কবে যৌবন সময় ॥
 সে কারণে তার কোনো হয়নি সন্তান ।
 হিরণ্যকশিপুপুত্রে বৈষ্ণবপ্রধান ॥
 প্রহ্লাদ তাহার নাম আহ্লাদকারণ ।
 তার তুল্য বিষুভক্ত নাহি ত্রিভুবন ॥
 কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদের পুত্রে বিবোচন ।
 বিরোচন-পুত্রে 'বলি' বিখ্যাত ভুবন ॥
 বলি-সম দাতা নাই এ তিন ভুবনে ।
 দাড়কুলশ্রেষ্ঠ বলি সবাই বাঞ্ছনে ॥
 বলিপুত্রে বাণ ঋষি যোগিচূড়ামণি ।
 ভক্তিবলে শিবে বাধ্য করিলা আপনি ॥
 দিতি হ'তে য়েই বংশ হইল সৃজন ।
 তা সবার কথা আমি করিমু বর্ণন ॥
 সোঁতি কহে হে শৌনক শুন দিবা মন ।
 কদ্রুর বংশের কথা কহিব এখন ॥

ভুজঙ্গনিচয় জন্মে কজ্জর উদরে ।
 অসংখ্য তাদের সংখ্যা খ্যাত চরাচরে ॥
 অনন্ত, বায়ুকি, পদ্ম, শঙ্খ, ধনঞ্জয়-
 কর্কোটক, ঐরাবত, দুর্ধ্ব, দুর্জয় ॥
 বল, যোদ্ধ, সংবরণ, তক্ষক, দুর্গুখ ।
 মহাপদ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্কু, গোকায়ুক ॥
 বিরূপ প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ সর্পগণ ।
 ইহাদের বংশধর বলিয়া গণন ॥
 কজ্জগর্ভে জন্মে কথা মহাতেজস্বিনী ।
 মনসা নামেতে খ্যাত বিশ্বধামে তিনি ॥
 বিবাহ করিলা তারে জরৎকার যুনি ।
 আস্তিক জন্মিল তাহে বিমুণ্ডল্য গুণী ॥
 কেহ যদি তার নাম করে উচ্চারণ ।
 সর্পভয় নাহি আর থাকে কদাচন ॥
 কজ্জর বংশের কথা করিহু কীর্তন ।
 এক্ষণে বিনতা-বংশ করিব বর্ণন ॥
 গরুড়, অরুণ তার দুই পুত্র হয় ।
 বিষ্ণু সমকক্ষ তারা সকল সময় ॥
 যাবতীয় পক্ষী জাতি বংশধর তার ।
 সারমেয় আদি জন্তু পুত্র সরসার ॥
 গো মহিষ আদি যত স্রুতি-গর্ভের ।
 দনু দেবী জন্ম দিলা যত দানবের ॥
 অশ্ব অশ্ব জাতি সব কশ্যপ-তনয় ।
 জগতের সৃষ্টিহেতু আছে পরিচয় ॥
 কশ্যপের বংশকথা করিহু কীর্তন ।
 চন্দ্রবংশ কথা এবে করহ শ্রবণ ॥
 যুগশিরা, পুনর্বসু, বিশাখা, অশ্বিনী ।
 ভরগী, অশ্লেষা, মঘা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী ॥
 উত্তরফল্গুনী, হস্তা, শ্রবণা, রেবতী ।
 পূর্বোত্তরভাদ্রপদী আর মূলা সতী ॥
 অশ্বরাধা, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, পূর্বাষাঢ়া, আর ।
 উত্তর-আষাঢ়া, পুষ্যা অতি চমৎকার ॥
 শতভিষা, আর্দ্রা আর কৃত্তিকা, ফল্গুনী ।
 এই সপ্তবিংশ হয় চন্দ্রের রমণী ॥

রোহিণী চন্দ্রের হন সর্বাপেক্ষা শ্রিয় ।
 রসিকা সবার শ্রেষ্ঠা, রূপ রমণীয় ॥
 রসিকা রোহিণী নিজে চন্দ্রে বশ করে ।
 চন্দ্র নাহি ভাবে আর অশ্ব পত্নী তরে ॥
 রোহিণীর ভগিনীরা মহাত্মা-ভরে ।
 পিতা দক্ষরাজে সব নিবেদন করে ॥
 তাহাদের মুখে শুনি চন্দ্রের কাহিনী ।
 শাপ দেন শশধরে ত্রুন্ধ হ'য়ে তিনি ॥
 শাপের প্রভাবে তার হয় যক্ষ্মারোগ ।
 অশেষ যন্ত্রণা আর অনন্ত দুর্ভোগ ॥
 দিন দিন কলেবর ক্ষীণ তার হয় ।
 মলিন-বদন চন্দ্র ক্লিষ্ট অতিশয় ॥
 উপায় না দেখি কোন চন্দ্র মহাশয় ।
 অবশেষে শঙ্করের লইলা আশ্রয় ॥
 রূপাময় মহাদেব রোগযুক্ত করে ।
 আপন ললাটে স্থান দেন শশধরে ॥
 যন্তুকে ধরিয়া সেই চন্দ্রে অনন্তর ।
 নামেতে চন্দ্রশেখর বিখ্যাত শঙ্কর ॥
 হে শৌনক অনন্তর দক্ষকন্ধ্যাগণ ।
 চন্দ্রের অবস্থা শুনি করিলা রোদন ॥
 রোগযুক্ত শশধর শিবের শিখরে ।
 সকলের কথা ভুলি অবস্থান করে ॥
 পতির বিয়োগ-দুর্দখে সকলে কাতর ।
 দক্ষের নিকটে গিয়া কঁাদে অনন্তর ॥
 কহিল কাতরে, পিতঃ ! শুন নিবেদন ।
 মো সবার দুর্ভাগ্যের না হবে খণ্ডন ॥
 দক্ষকন্ধ্যাগণ কঁাদে শিরে হানি কর ।
 মোদের ছাড়িয়া গেল স্বামী শশধর ॥
 স্বামীর সোহাগ ভরে করিহু প্রার্থনা ।
 অদৃষ্টের পরিহাসে না পূরে বাসনা ॥
 স্বামী বিনা চতুর্দিক হেরি অন্ধকার ।
 লোচন-স্বরূপ পতি, পতি মাত্র সার ॥
 কুলকামিনীর কাছে পতি মাত্র গতি ।
 জীবন-স্বরূপ তিনি আধারের জ্যোতি ॥

পতির সেবায় ছুট-দেবতা সকল ।
 ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল ।
 সংসারের সেতু পতি, পতি নারায়ণ ।
 পতির সেবাই ব্রত ধর্ম সনাতন ॥
 পতির সেবায় যারা পরাভূত হয় ।
 কদাপি তাদের নাহি শুভ ফলোদয় ॥
 তীর্থস্নান, দান, ব্রত, দেবতা-অর্চন ।
 স্বামি-সেবা হ'তে নহে শ্রেষ্ঠ কদাচন ॥
 স্বামিপদ-সেবা, পিতা, একমাত্র সার ।
 রমণীর পতি বিনা গতি নাহি আর ॥
 সন্তান স্বামীর অংশ প্রধান আত্মীয় ।
 শতপুত্র হ'তে স্বামী রমণীর প্রিয় ॥
 অসতী রমণী যারা হীন-বংশ-জাত ।
 পতি-নিন্দা নিরন্তর করে তারা তাত ॥
 পতি যদি হয় ছুট নিগুণ নির্ধন ।
 সাধ্বী নারী নাহি তারে ত্যজে কদাচন ॥
 যে নারী বিদেহবশে পতি ত্যাগ করে ।
 কালসূত্রে নরকেতে থাকে চিরতরে ॥
 যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রহে বিত্তমান ।
 অনন্ত নরকে সেই করে অবস্থান ॥
 দংশন করিবে তারে কীট ভয়ঙ্কর ।
 যুদ্ধ আর পচা মাংস খাবে নিরন্তর ॥
 নরকের ভোগশেষে সে হতভাগিনী ।
 বহুকোটি জন্ম ধরি হইবে গৃধিনী ॥
 শূকর খাপদ রূপে শত শত বাব ।
 সে কুলটা জন্ম লবে সংশয় কি তার ॥
 অনন্তব পুণ্যফলে নরজন্ম লয় ।
 বিধবা, দরিদ্র আর রোগী হ'য়ে রয় ॥
 হে পিতা, আপন গুণে পতি কর দান ।
 পতি বিনা আমাদের নাহি বাঁচে প্রাণ ॥
 পতিছাড়া হ'য়ে বল জীবনে কি ফল ।
 দুর্ব্বহ মোদের প্রাণ জনম বিফল ॥
 উপায় না কর যদি পিতা মহাশয় ।
 এ জীবনে নাহি কাজ, শমন আশ্রয় ॥

তনয়া-দুঃখের কথা বড়ই করুণ ।
 শুনিয়া দক্ষের হইল নয়ন অরুণ ॥
 প্রজাপতি দক্ষরাজ করিয়া শ্রবণ ।
 শঙ্করের সম্মুখানে চলে সেই ক্ষণ ॥

● শিবের নিকট দক্ষের গমন
 ও দক্ষকন্যাগণের পুনরায় পতিলাভ ।

সৌতি মূনি কহিলেন শুন তপোধন ।
 রোষভরে চলে দক্ষ যথা পঞ্চানন ॥
 কন্যাদের দুঃখ শুনি কাতর অন্তরে ।
 উপনীত হইলেন শিবের গোচরে ॥
 দক্ষেরে দেখিয়া শিব করে গাত্ৰোত্থান ।
 ভূমিষ্ঠ হইয়া করে তাঁহাকে প্রণাম ॥
 খণ্ডরে প্রণাম করি, শিব মুদ্র হাসে ।
 সবার কুশল বার্তা প্রথমে জিজ্ঞাসে ॥
 কি হেতু এসেছ প্রভু, কৈলাস আলয় ।
 কিবা কার্য্যে সহায়তা করিব নিশ্চয় ॥
 শিবের ভাষণ শুনি পুলকিত অতি ।
 ক্রোধ সংবরণ করে দক্ষ মহামতি ॥
 দক্ষ কহে, মহেশ্বর, কহিতেছি আমি ।
 শশধর কন্যাদের প্রাণপ্রিয় স্বামী ॥
 পতিরে না হেরি তাবা হইল কাতর ।
 জামাতা প্রদান কর, হে ভোলা শঙ্কর ॥
 জামাতা বিধুরে যদি না কর প্রদান ।
 তোমাংরে করিব মহা অভিশাপ দান ॥
 ত্রুঙ্ক যদি হই আমি, শোন দিগম্বর ।
 তোমাংরে রক্ষিতে নায়ে এই চরাচর ॥
 দক্ষের এতেক বাক্য কবিতা শ্রবণ ।
 কহিলেন পঞ্চানন মধুর বচন ॥
 শাস্ত্রের বচন ভুমি জানহ নিশ্চয় ।
 আশ্রিত জনেরে ত্যাগ উচিত না হয় ॥
 শশধরে ঠাঁই আমি দিবেছি শিরেতে ।
 বলো না আগায় ভুমি তাহারে ত্যজিতে ॥

যতপি জীবন যায়, তথাপি মঙ্গল ।
তবু না ছাড়িয়া দিব দেব শশধর ॥
দক্ষরাজে সম্বোধিয়া কহিলা শঙ্কর ।
শাপভয়ে নহে মোর কাতর অন্তর ॥
শিবমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
শাপিতে উত্তর দক্ষ হয় সেইক্ষণ ॥
রোষে ধর ধর কাঁপে অতি ত্রুঙ্ক মন ।
মহাদেব ত্রীহরিরে করিলা স্মরণ ॥

কোথা হরি নারায়ণ
সর্বভয় নিবারণ
আশ্রিতজন রক্ষণ
কর এই ক্ষণে ।

কোন পাপে নাহি মন
দক্ষরাজা অকারণ
অভিশাপ বরিষণ
করে ভক্ত জনে ॥

শাপভয়ে শশধর
আমারে করিল ভর
করুণা তাহার 'পর
করিলু যে আমি ।

অপরোধ শুধু এই
অন্ত কিছু মনে নেই
স্বজনেই স্বজনেই
রক্ষা কবে আমি ॥

তাজিয়া বৈকুণ্ঠধাম
পূর মগ মনস্কাম
নহিলে তোমার নাম
কলঙ্কিত হ'বে ।

আশ্রিত যে জন তারে,
কেহ নাহি ত্যাগ করে,
তব শরণাগী মরে
ত্রিলোকে যোমিবে ॥

শঙ্কর স্মরণে হরি ত্রীকৃষ্ণ স্মরণ ।
বুদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে আসিলা তথায় ॥
উভয়ে ত্রীভগবানে নমস্কার করে ।
আশীর্বাদ করি কৃষ্ণ কহিলা শঙ্করে ॥
কৃষ্ণ কহিলেন, শিব জানিও সদাই ।
আত্মা হ'তে প্রিয় বস্তু কোন স্থানে নাই ।
দক্ষরাজে শশধর করি সমর্পণ ।
শাপ হ'তে আত্মরক্ষা কর এই ক্ষণ ॥
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য ধীর হির অতি ।
সর্বজীবে সমদর্শী অতি শান্তমতি ॥
হিংসা ঘ্বেষ ক্রোধ কোপ তোমারে না সাজে ।
জামাতা ফিরায়ে তুমি দাও দক্ষরাজে ॥
দক্ষ প্রজাপতি অতি স্বভাব-কোপন ।
না করিও কভু তার বিরুদ্ধাচরণ ॥
শিষ্ঠ জন দুর্দ্ধর্ষেরে সদা ভয় পায় ।
দুঃস্বপ্ন দুর্দ্ধর্ষ জন কারে না ডরাই ॥
ত্রীহরির মুখে শুনি নীতির বচন ।
মহাদেব হস্তমুখে কহিলা তখন ॥
শঙ্কর কহিলা ধীরে প্রভু নারায়ণ ।
অত্যাচার আদেশ যোরে কর কি কারণ ॥
আজ্ঞা যদি কর প্রভু দিতে পারি সব ।
সিদ্ধি ভেজ সম্পদ বা তপস্যা বিভব ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি দিতে পারি প্রাণ ।
শরণাগতেরে আমি না করিব দান ॥
যে জন শরণাগতে পবিত্র্যাগ করে ।
ধর্ম তারে ছাড়ি যায় চিরদিন তারে ॥
তোমার চরণে প্রভু করি নিবেদন ।
ধর্ম ত্যাগ আমি নাহি করিব কখন ॥
আপনি বেদের কর্তা, কহ সনাতন ।
কি রূপে এক্ষণে করি ধর্মের রক্ষণ ॥
যদি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা তুমি প্রভু ।
তোমার যে ভক্ত তার ভয় নাই কভু ॥
যতপি তোমার প্রতি ভক্তি নোর ক্ষেপে ।
দক্ষ-রাজ-বৃদ্ধ কহা ত্রি না তোমার কে ॥

কৈলাস ত্যজিতে পারি মুহূর্ত ভিতরে ।
 কিন্তু না ছাড়িতে পারি আশ্রিত জনেরে ॥
 শঙ্করের কথা শুনি শ্রীত ভগবান্ ।
 অর্দ্ধচন্দ্রে দক্ষরাজে করিলেন দান ॥
 সেই হ'তে অর্দ্ধচন্দ্রে শিবভালে রয় ।
 বিমুগ্ধস্ত অপরাধি দক্ষ রাজা লয় ॥
 যক্ষ্মারোগে ভোগে সেই অর্দ্ধ শশধর ।
 তা দেখিয়া দক্ষরাজা শিরে হানে কর ॥
 বিষম অন্তর তার অতি ঘোরতর ।
 দক্ষরাজ স্তব করে কৃষ্ণে অতঃপর ॥
 দক্ষেরে কাতর দেখি গোলোকবিহারী ।
 শশধরে দেন বর করুণা প্রসারি ॥
 হরি কহে আজ হ'তে চন্দ্রে প্রতিদিন ।
 এক পক্ষ পূর্ণ হবে এক পক্ষ ক্ষীণ ॥
 এত বলি ভগবান্ করিলা প্রস্থান ।
 শশধরে দক্ষ করে কন্ডাদের দান ॥
 দীর্ঘকাল ব্যবধানে পাইয়া পতিরে ।
 দক্ষের সাতাশ কন্ডা আনন্দে বিহরে ॥
 সেই হ'তে শশধর প্রণয়িনী সাথে ।
 আহ্লাদে বিহার সদা করে দিবারাতে ॥
 দক্ষভয়ে ভীত সদা দেব শশধর ।
 সকলেরে সমভাবে করেন আদর ॥
 রোহিণীর তুল্য প্রিয়া অপর সকলে ।
 সমভাবে ভজে স্বামী অতি কুতূহলে ॥
 স্বামী ধ্যান স্বামী জ্ঞান অস্ত্র কিছু নাই ।
 পতিপ্রাণা সতী নারী নাহি অস্ত্র ঠাই ॥
 পুষ্করের তীরে বাহা করিলু শ্রবণ ।
 সন্মুদয় সৃষ্টিক্রম করিলু বর্ণন ॥
 বৈবর্তপুরাণে এই নবম অধ্যায় ।
 দেবহৃত শ্রীতে তাহা বচ্যে উপাধ্যায় ॥

ব্রহ্মধণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দশম অধ্যায়

ঋষিবর্গ ও কুবেরের জন্মবৃত্তান্ত ।

সৌতি কহে পুনর্ব্বার শুন দ্বিজবর ।
 সৃষ্টির কীর্তন করি শুন অতঃপর ॥
 চ্যবন্ ও শুক্র দুই ভৃগুর তনয় ।
 জ্রু-পত্নী ক্রিয়া-গর্ভে বালখিলা হয় ॥
 অঙ্গিরার তিন পুত্র অতি গুণধর ।
 মুনিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর ॥
 শক্রি নামে মুনিবর বশিষ্ঠ-তনয় ।
 পরাশর মুনি তার ঔরসেতে হয় ॥
 ভুবন-বিখ্যাত ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ।
 পরাশর পুত্ররূপে নিজে জন্ম লন ॥
 মহর্ষি ব্যাসের পুত্র শুক তাঁর নাম ।
 শিবংশ বলিয়া খ্যাত অতি গুণধাম ॥
 বিজ্রবা পুলস্ত্যপুত্র শ্রেষ্ঠ মুনিবর ।
 কুবের নামেতে তাঁর পুত্র ধনেশ্বর ॥
 শৌনক কহিলা বড় অপক্লপ কথা ।
 ধনেশ্বর জন্মাবর্তী না বুঝি সর্ব্বথা ॥
 একবার কহ যারে কৃষ্ণের তনয় ।
 বিজ্রবার পুত্র সেই পুনঃ কিসে হয় ॥
 সৌতি কহে সত্য কথা শোন হে শৌনক ।
 পূর্বেতে বলেছি, কৃষ্ণ কুবের-জনক ॥
 কুবের শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র লাভ ব্রহ্মশাপ ।
 দেহপাত করি পরে ঘুচাইল তাপ ॥
 পরজন্মে লাভে দেহ বিজ্রবার ঘরে ।
 কহিতেছি সেই কথা সবার গোচরে ॥
 পড়িল উতথ্য মুনি গুরুর সমীপে ।
 প্রচেতা দক্ষিণা মাগে স্বর্ণমুদ্রারূপে ॥
 তখন উতথ্য মুনি প্রচেতার তরে ।
 কোটি স্বর্ণমুদ্রা আসি চান ধনেশ্বরে ॥
 অর্থের মমতা হেতু কুবের তখন ।
 হইলেন সমধিক বিষম-বদন ॥

হেরিষা উত্থ্য তাঁর বিষম বদন ।
 শাপ দিয়া ধনেশ্বরে করিলা দহন ॥
 বিজ্ঞবার পুত্ররূপে পুনর্জন্ম হয় ।
 একারণে ধনেশ্বরে বৈজ্ঞবণ কয় ॥
 কুবের ব্যতীত আরো তিনটি নন্দন ।
 বিজ্ঞবার ঔরসেতে লভিল জনম ॥
 রাবণ একের নাম বিদিত ভুবনে ।
 কুম্ভকর্ণ তারপর জানে সর্বজনে ॥
 তারপর বিভীষণ লভেন জনম ।
 ধার্মিকের চূড়ামণি হরিপরায়ণ ॥
 পুলহ-মুনির পুত্রে বাৎস্য নাম তার ।
 শাণ্ডিল্য রুচির পুত্রে অতি চমৎকার ॥
 সার্বণি গৌতমপুত্রে অতি সদাশয় ।
 কাশ্যপ নামেতে পুত্রে কশ্যপের হয় ॥
 বৃহস্পতি-পুত্রে হয় ভরদ্বাজ গুণী ।
 পঞ্চ গোত্রে-প্রবর্তক এই পঞ্চ মুনি ॥
 চতুর্ন্থ-মুখ হ'তে অশ্রু দ্বিজগণ ।
 গোত্রেহীন হ'বে করে জনম গ্রহণ ॥
 নানাদেশে নানান্থানে করে অবস্থিতি ।
 নাহিক সম্বন্ধ পঞ্চগোত্রের সংহতি ॥
 এত বলি সৌতি মুনি প্রকুল্লিত মন ।
 ক্ষত্রিয় সৃষ্টির কথা করেন বর্ণন ॥
 চন্দ্রে সূর্য মনু হ'তে উৎপন্ন যাহারা ।
 ক্ষত্রিয় নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥
 এই তিনজন হ'তে জন্মে খ্যাতিমান ।
 ক্ষত্রিয় মাঝাবে তারা সবার প্রধান ॥
 ব্রহ্মা-বাহু হ'তে জন্ম হইল যাহার ।
 পূর্ব-উক্ত ক্ষত্রিয়ই প্রধান তাহার ॥
 প্রজাপতি-উরু হ'তে বৈশ্য জন্ম লয় ।
 চরণে জন্মিল যারা শূদ্র তাহা কয় ॥
 ভিন্ন জাতি মিলনেতে সম্ভান যে হয় ।
 বর্ণের সঙ্কর তাবে সকলেই কয় ॥
 তাহুলী মোদক গোপ বণিক নাপিত ।
 সৎশূদ্র নামে তারা হয় অভিহিত ॥

বৈশ্য হ'তে শূদ্র-গর্ভে জন্মিল যাহারা ।
 করণ নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥
 ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্মে বৈশ্য-গর্ভে যারা ।
 অশ্বর্ষ নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥
 শূদ্র-গর্ভে বিশ্বকর্মা লভে অনন্তর ।
 নয় পুত্রে শিল্পকার অতি গুণধর ॥
 মালাকার কর্মকার কুবিন্দক আর ।
 কুম্ভকার শঙ্খকার আর সূত্রধার ॥
 কংসকার চিত্রকার স্বর্ণকার যারা ।
 বর্ণের সঙ্কর আর শিল্পকার তারা ॥
 ছয় পুত্রে শিল্পশাস্ত্রে হইল পণ্ডিত ।
 তিন পুত্রে ব্রহ্মশাপে হইল পতিত ॥
 সূত্র-চিত্র-স্বর্ণশিল্প যাহারা ধরিল ।
 ব্রহ্মশাপে তাহারাই পতিত হইল ॥
 এই তিনে যেই বিপ্র যাজকতা করে ।
 পতিত বলিয়া হয় গণ্য ত্রিসংসারে ॥
 এতেক শুনিয়া বাক্য সৌতির সকাশে ।
 শৌনকাদি মুনিগণ তাঁহারে জিজ্ঞাসে ॥
 মহামতি বিশ্বকর্মা দেবের পুজন ।
 কি কারণে করিলেন শূদ্রাণী ভজন ॥
 তিন পুত্রে কি কারণে ব্রহ্মশাপে পড়ে ।
 শুনিতে বাসনা য়োর কহ দয়া ক'রে ॥
 সন্দেহ জন্মিছে মনে, ওহে মুনিবর ।
 বিস্তারিয়া কহ শুনি তাপসপ্রবর ॥
 পুরাণে অভিজ্ঞ ভূমি ওহে মহামতি ।
 সন্দেহ নাশিতে আর কাহাব শক্তি ॥
 অতএব কর য়োর সন্দেহ ভঞ্জন ।
 কহিয়া এসব তত্ত্ব পূর্ব আকিঞ্চন ॥
 পুরাণে মধুর কথা অমৃত সমান ।
 শুনিলে সেজন পায় দিব্যতত্ত্বজ্ঞান ॥

● স্বতাচী-উপাখ্যান ।

সৌমি যুনি কহিলেন, শুন তপোধন ।
 জিজ্ঞাসিলে যাহা তুমি কহিব এখন ॥
 স্বতাচী নামেতে ছিল স্বর্গ-বিভাধরী ।
 তাহার কাহিনী এবে নিবেদন করি ॥
 একদা কামার্ভা হ'য়ে মনোহর বেশে ।
 স্বতাচী চলেন স্নেহে পুঙ্কর প্রদেশে ॥
 বিশ্বকর্মা অপকূপ রূপ দেখি তার ।
 কামের উদয় হ'ল অন্তর মাঝার ॥
 ভুবনমোহিনী রূপ নবীন-যৌবনা ।
 মনোহর অঙ্গলতা অতি স্নদর্শনা ॥
 বিপুল নিভৃৎভার গীন পযোধর ।
 ঘন ঘন নিক্ষেপিলে কটাক্ষের শর ॥
 বিশাল বর্তুল স্তন কঠিন জঘন ।
 শরদিন্দু-বিনিন্দিত কমল-বদন ॥
 পক বিশ্বকল সম চারু ওষ্ঠাধর ।
 যুহু যুহু হান্তে তাহা শোভে মনোহর ॥
 ললাটে কন্তুরী আর সিন্দূব চন্দন ।
 মণিকুণ্ডলের শোভা নয়ন-লোভন ॥
 রূপ দেখি বিশ্বকর্মা হইল মোহিত ।
 স্বতাচীসকাশে গিয়া হ'ল উপনীত ॥
 মনোহরা স্বতাচীরে হেরি সে সময় ।
 কামশাস্ত্র-বিশারদ বিশ্বকর্মা কয় ॥
 বিশ্বকর্মা কহে অগ্নি প্রাণ-প্রিয়তমা ।
 আমারে ত্যজিয়া কোথা যাও মনোরমা ॥
 ত্রিভুবনে কুরিলাম তব অন্বেষণ ।
 তোমা বিনা প্রাণ আমি দিব বিসর্জন ॥
 সরস্বতী-তীরে আজি শোভা অতুলন ।
 মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় পবন ॥
 পুষ্পোত্তানে ফুটিয়াছে কত পুষ্পবাজি ।
 পুষ্পগন্ধে আমোদিত চতুর্দিক আজি ॥
 তুমি অতি রূপবতী আমি রূপবান ।
 উভয়ে সৌন্দর্য্যে মোরা সমান সমান ॥

মোদের বিহার হবে অতি সুখকর ।
 কামবাণে ডুমিও তো হবেছ কাতর ॥
 চিরস্থায়ী রূপ তব অনন্ত যৌবন ।
 আমি তব যোগ্য কি না কর বিবেচন ॥
 যত্নকণ্ঠা-জয়ী আমি শিবের কুপায় ।
 বহু ধন দান করে কুবের আমায় ॥
 বরুণের রত্নমালা করিয়াছি লাভ ।
 বায়ু দেন পত্নীরত্ন মধুর স্বভাব ॥
 বহ্নিসম যুগ্ম বস্ত্র অগ্নি করে দান ।
 কামদেব কামশাস্ত্র করিলা প্রদান ॥
 রতিবিষয়ক শিক্ষা দিলা শশধরে ।
 আমাতে বিহার কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 সেই বস্ত্র রত্নমালা এতদিন ধ'বে ।
 অতি যত্নে রাখিয়াছি দেবী তব তরে ॥
 বিশ্বকর্মা-মুখে শুনি এতেক বচন ।
 স্তম্ভরী স্বতাচী দেবী কহেন তখন ॥
 স্বতাচী কহিল দেব করিমু স্বীকার ।
 তুমি যাহা বলিয়াছ অতি চমৎকার ॥
 যে দিবসে যার তরে করি অভিসার ।
 সেই দিবসের তরে পত্নী হই তার ॥
 এ নিয়ম স্মৃকর্তার ভঙ্গ নাহি হয় ।
 কামের উদ্দেশে আমি চলি এ সময় ॥
 স্তম্ভজিতা হ'য়ে যাই তাঁহারই সকাশ ।
 আজি আমি পত্নী তাঁর, ছাড় অভিলাষ ॥
 কাম তব গুরুদেব তিনি যৌব স্বামী ।
 সেকারণে আজি তব গুরুপত্নী আমি ॥
 গুরুপত্নী ভোগ করা গুরুতব পাপ ।
 ত্রিভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুর প্রতাপ ॥
 গুরুপত্নী যেইজন করিবে হরণ ।
 নরক যন্ত্রণা ভোগ হবে চিরন্তন ॥
 কুস্তীপাক নরকেতে কলকাল হবে ।
 কোনো প্রাযশ্চিত্তে পাপ ক্ষয় নাহি হবে ॥
 গোলাকাব খড়্গসম নরকেব রূপ ।
 সর্বস্থানে গন্ধময় বিষ্ঠা-গুত্র-স্তূপ ॥

কুন্তীপাকে শূল-সম ক্রমি ভয়ঙ্কর ।
 স্থানে স্থানে বিচরণ করে নিরন্তর ॥
 অগ্নিসম উষ্ণ জল জীবগণ খায় ।
 গুরুতর পাপিগণ বিরাজে তথায় ॥
 গুরুপত্নী-সমাগমে পুরুষের মত ।
 কায়কী পত্নীর পাণ হয় অবিরত ॥
 আজি ক্ষমা কর দেব না করিও ভয় ।
 আসিব তোমার কাছে অপর সময় ॥
 ইহা শুনি বিশ্বকর্মা কহিলেন রোষে ।
 শূদ্ররূপে জন্ম লহ নিজ কর্মদোষে ॥
 পাণ্ডবসী না মানিস্ আমা হেন জনে ।
 অবজ্ঞা করিলি তুই আমার বচনে ॥
 আপনারে ভাবিয়াছ অশেষ রূপসী ।
 অভিষাপ দিনু তোমা, আমি নহি দোষী ॥
 এই অভিষাপ শুনি হুতাচী তখন ।
 তারে অভিষাপ দিলা হ'য়ে ক্ষুব্ধমন ॥
 বিশ্বকর্মা দেব ভূমি নিজকৃত পাপে ।
 পৃথিবীতে জন্ম লহ মম অভিষাপে ॥
 স্বর্গব্রহ্ম হ'য়ে ভূমি মানবী-উদরে ।
 শিল্পকর্ম করিবেক সবার গোচরে ॥
 কামের মন্দিরে গিয়া হুতাচী তখন ।
 মন্তোগের পর সব করিলা বর্ণন ॥
 তাহার বচন শুনি কামদেব কথ ।
 দেবতার অভিষাপ খণ্ডিবার নয় ॥
 অবনীমাঝারে যাও, লভহ জনম ।
 পুনরায় আসিবেক, খণ্ডিবে করম ॥
 ছুখে না ভাবিও মনে আসিবে হেথায় ।
 গোপনারীরূপে থাক এখন সেথায় ॥
 হে শৌনক, বিদ্যধরী কামের আজ্ঞায় ।
 গোপের নন্দিনীরূপে প্রয়াগে জন্মায় ॥
 মানবীর রূপ ধরি বিদ্যধরী তিনি ।
 হইলা নির্মল-চিত্ত নিত্য তপস্বিনী ॥
 পূর্বস্মৃতি লুপ্ত কিন্তু নাহি হৈল তার ।
 সেইহেতু করে দেবী তাপসী-আচার ॥

অনন্তর বিশ্বকর্মা-ওরসেতে তার ।
 নয় পুত্রে হৃদর্শন হয় চমৎকার ॥
 সন্তান প্রসব করি শেষে পুনরায় ।
 হুতাচীর রূপ ধরি স্বর্গে চলি যায় ॥
 শৌনক কহিল দেব, বলুন এক্ষণে ।
 কিরূপে মিলন হ'ল বিশ্বকর্মা মনে ॥
 অদ্বুত ঘটনা কহ সবিস্তারে সব ।
 কোন্ স্থানে নয় পুত্রে করিলা প্রসব ॥
 সৌতি মূনি কহিলেন, শুন ঋষিবর ।
 ব্রহ্মালোকে বিশ্বকর্মা গেল অনন্তর ॥
 হুতাচীর অভিষাপে শোকাকুল মন ।
 ব্রহ্মারে সকল কথা করিল বর্ণন ॥
 অবশেষে বিশ্বকর্মা তাহার আজ্ঞায় ।
 ব্রাহ্মণীর গর্ভে আসি জন্মিল ধরায় ॥
 বিশ্বকর্মা জন্ম লয় ব্রাহ্মণের ঘরে ।
 অদ্বিতীয় শিল্পী বলি খ্যাতি লাভ করে ॥
 একদা প্রয়াগ তীর্থে স্নানের কারণ ।
 গঙ্গাতীরে বিশ্বকর্মা করিলা গমন ॥
 সেথায় দেখিলা এক হৃন্দরী কামিনী ।
 ভ্রম-আচ্ছাদিত বহি যেন তপস্বিনী ॥
 জাতিস্মর বিশ্বকর্মা স্মৃতিশক্তি-ধারে ।
 হুতাচী বলিয়া তিনি চিনিলেন তারে ॥
 পূর্বজন্মকথা মনে হইল উদয় ।
 কামবাণে ব্যাকুলিত বিশ্বকর্মা কথ ॥
 রন্তোর হুতাচি দেবি হের মোর পানে ।
 আমি সেই বিশ্বকর্মা মুগ্ধ কামবাণে ॥
 গঙ্গাতীরে থাক ভূমি তপস্বিনী-বেশে ।
 তব দেখা পাইলাম আজি বহু ক্রেশে ॥
 তোমার কারণে আমি ত্যজি স্বর্গধাম ।
 কামার্ভ আমার ভূমি পূর মনস্কাম ॥
 কামবাণে জর্জরিত বাঁচাও আমায় ।
 শাপমুক্ত করি দিব অচিরে তোমায় ॥
 বিশ্বকর্মা-মুখে শুনি বাক্য সমুদয় ।
 তাপসী হুতাচী দেবী মিষ্ট বাক্যে কথ ॥

কামপত্নী ছিন্মু আমি জান মহাশয় ।
 তপস্বিনী-বেশে এবে কাটাই সময় ॥
 কিরূপে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ আজি হয় ।
 ভারতের গঙ্গাতীর অতি পুণ্যময় ॥
 ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ তরে ।
 ভারতের ধর্মক্ষেত্রে জন্ম লাভ করে ॥
 বিশ্বস্ত হইয়া শেষে বিষ্ণুর মায়ায় ।
 অশুভ কার্যেতে তারা রত থাকে হায় ॥
 ভগবতী মায়া যারে করেন রক্ষণ ।
 কৃষ্ণ তাঁরে ভক্তি মন্ত্র করেন অর্পণ ॥
 ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে জন্ম লাভি হায় ।
 বিশ্বস্তে কৃষ্ণেরে যেন বিষ্ণুর মায়ায় ॥
 বিষয়ে আসক্ত থাকে সদা যার মন ।
 ভাগ্যহত সেই নর মূঢ় সেই জন ॥
 স্রববেশা বিদ্যাদরী ছিলাম স্মৃতাচী ।
 তব অভিশাপে আমি গোপীরূপে আছি ॥
 ভাগীরথী-তীরে থাকি মোক্ষ লাভ তরে ।
 বিহারের স্থান নয় যাও ফিরে ঘরে ॥
 প্রয়াগের ভাগীরথী পুণ্যময় স্থান ।
 হেথায না কর কভু পাপ অনুষ্ঠান ॥
 গঙ্গাতীরে পাপকার্য্যে ইচ্ছা হয় যার ।
 লক্ষগুণ সেই প্রাপ বুদ্ধি পায় তার ॥
 বিশ্বকর্মা বলে তবে স্মৃতাচী রূপসী ।
 বনে বনে ঘুরি আমি তব অভিলাষী ॥
 গঙ্গাতীর বলি যদি অনিচ্ছা তোমার ।
 চল যাই অস্ত্র স্থানে করিব বিহার ॥
 আমার বচন তুমি রাখ গো স্তম্ভরি ।
 মনস্থখে এস দৌহে বঙ্গরস করি ॥
 বিশ্বকর্মা এত কথা যখন কহিল ।
 স্মৃতাচী তাহার বাক্যে সন্মত হইল ॥
 অনন্তর বিশ্বকর্মা লইয়া তাহারে ।
 হৃষ্ট মনে যায় চল মলয় পাহাড়ে ॥
 মলয় পর্বতে রচি শয্যা মনোহব ।
 নির্জনে বিহার করে তারা অতঃপর ॥

দ্বাদশ বরষ কাল না ছিল চেতন ।
 মলয় পর্বতে জন্মে ন্যটি নন্দন ॥
 নয় পুত্র তাহাদের জন্মে গুণধর ।
 শিল্পকার্য্যে পারদর্শী খ্যাত মর্ত্য-পর ॥
 মালাকার, কস্মকার, কংসকার আর ।
 শঙ্খকার, কুম্ভকার আর সূত্রধার ॥
 তন্তুবাঘ, স্বর্ণকার, চিত্রকারগণ ।
 ছিল জ্ঞানী শক্তিমান মহা বিচক্ষণ ॥
 স্মৃতাচী ও বিশ্বকর্মা করি বর দান ।
 মহাস্থখে স্বর্গধামে করিলা প্রস্থান ॥
 স্বর্ণকার ব্রাহ্মণের সোণা চুরি করে ।
 হইল পতিত কেহ নাহি লয় তারে ॥
 ব্রাহ্মণের যজ্ঞকাষ্ঠ করিতে সঞ্চয় ।
 অহেতুক কালক্ষেপে যে পাতক হয় ॥
 সেই পাপে সূত্রধার পতিত হইল ।
 হীনজাতি রূপে-নাম জগতে ঘোষিল ॥
 আর পুত্র চিত্রকর নামেতে বিখ্যাত ।
 চিত্রে ত্রুটি ছিল বলে হইল পতিত ॥
 সুবর্ণ বণিক্ নামে আর এক জাতি ।
 স্বর্ণকার সংসর্গেতে পাইল অখ্যাতি ॥
 ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়া সকলে ।
 রহিল পতিত হ'য়ে অবনীমণ্ডলে ॥
 বৈবর্তপুরাণ কথা অতি মনোহর ।
 আর আর পুত্র কথা শুন অতঃপর ॥
 অট্টালিকাকার, তেলী, কোটক, তীবর ।
 পতিত হইল এই সব বংশধর ॥
 তৈলকার-পত্নী-গর্ভে 'লেট' দ্রব্য হয় ।
 দ্রব্যব্রতি কবে লেট সকল সময় ॥
 তীবর-কন্ডাব গর্ভে লেটজাতি হ'তে ।
 ছয় জাতি পুঙ্খবেদা জন্মিল জগতে ॥
 মল্ল, মন্ত্র, ভড় আব কলন্দ, মাতব ।
 কোড় নামে ছয় জাতি লেট-বংশধব ॥
 শূদ্রের ঔরসে আর ব্রাহ্মণী-গর্ভেতে ।
 জন্মিল অস্পৃশ্য জাতি চণ্ডাল নামেতে ॥



বিশ্বকর্মা বলে আমি প্রাণ-প্রিয়তমা।
আমাবে ত্যজিয়া কোথা বাও মলোৎসব।

গীবর চণ্ডাল মিলি চর্যাকার হয় ।
 গুল ওরসে অল্প জাতি জন্ম লয় ॥
 চর্যাকার রমণীর গর্ভে জন্ম হয় ।
 সাই তাহার নাম জানিবে নিশ্চয় ॥
 কবর্ত জন্মিল পরে কোচঙ্গী-উদরে ।
 গুলের হাড়ি ডোম জন্মে তার পরে ॥
 দর্য স্বভাব বড় ছুট অতিশয় ।
 ক্রমে ক্রমে তাহা হ'তে পঞ্চ জাতি হয় ॥
 লটের ওরসে পুত্র গীবর কঙ্কার ।
 দ্বিতীয়ে গঙ্গাপুত্র নাম হ'ল তার ॥
 দ্বাপুত্র হ'তে পরে জুঙ্গী জাতি হয় ।
 গীবর-কঙ্কার পুত্র শুণ্ডী তারে কয় ॥
 গঙ্গপুত্র, শৌণ্ডক ও আগুরী, গীবর ।
 রজক, কোয়ালি, ব্যাধ, সর্বস্বী, কুদর ॥
 বাগভীত, স্লেচ্ছ, জোলা, শরাক সকলে ।
 বর্ণের সঙ্কর বলি খ্যাত ধরাতলে ॥
 আরো কত জাতি পরে লভিল জনম ।
 পতিত হইল কত কে করে বর্ণন ॥
 অশ্বিনীকুমার-পুত্র ব্রাহ্মণী-উদরে ।
 ভূমণ্ডলে স্থবিখ্যাত বৈষ্ঠ নাম ধরে ॥
 বৈষ্ণব সন্তান বহু গর্ভেতে পুত্রের ।
 ব্যালগ্রাহী সাপুড়িয়া, বংশধর তার ॥
 এতেক বচন শুনি শৌনক স্তম্ভিত ।
 জিজ্ঞাসা করিল পুনঃ, ওহে মহামতি ॥
 একটি বিষয় আমি না পারি বুঝিতে ।
 অশ্বিনীকুমার কেন রত ব্রাহ্মণীতে ॥
 সৌতি কহে মুনিবর দৈবের ঘটনা ।
 ব্রাহ্মণী তীর্থেতে যায় অতি হৃদদর্শনা ॥
 পঞ্চম্রমে রাস্ত হ'য়ে বিশ্রাম কারণ ।
 পশিল দেখিয়া এক নির্জন কানন ॥
 বিশ্রাম-কারণে সতী বসিল তথায় ।
 অশ্বিনীকুমার দৈবে সেই পথে যায় ॥
 সতীর মোহনরূপ করি দরশন ।
 কামবশে ধরিবারে করিল গমন ॥

রাজ—৫

রূপবতী সতীনারী নিমেষ করিল ।
 কামার্তি অশ্বিনীপুত্র তাহা না শুনিল ॥
 নিকটেই মনোহর ছিল পুষ্পোচ্চান ।
 সবলে আনিয়া সেধা করে গর্ভাধান ॥
 লজ্জা-ভয়ে ব্রাহ্মণী সে গর্ভভ্যাগ করে ।
 তখনি জন্মিল পুত্র ধরার উপরে ॥
 পুত্র-স্নেহ-বশে সেই ব্রাহ্মণ-রমণী ।
 পুত্র ক্রোড়ে স্বামী কাছে চলিলা অমনি ॥
 স্বামীর নিকটে সব কহে সবিস্তারে ।
 ব্রাহ্মণ শুনিয়া ক্রোধে ত্যজিলেন তারে ॥
 ব্রাহ্মণী ত্যজিলা দেহ মনোহুগ্ধে অতি ।
 যোগে হয় গোদাবরী নামে স্রোতস্বতী ॥
 মাতৃহীন দেখি পুত্রে অশ্বিনীকুমার ।
 অস্ত্র-বিষয়ক শিক্ষা দিলা চমৎকার ॥
 গণক নামেতে জাতি তার বংশধর ।
 অদ্ভুত ঘটনা এক শুন দ্বিজবর ॥
 ব্রহ্ম-যজ্ঞে একদিন যজ্ঞকুণ্ড হ'তে ।
 অদ্ভুত পুরুষ এক উখিত জগতে ॥
 ধর্মবক্তা সূত তিনি অতি ধর্মপ্রাণ ।
 আমাদেব আদি সেই পুরুষ প্রধান ॥
 বিশ্বশিল্পী ব্রহ্মা তারে করে শিক্ষাদান ।
 অধ্যয়ন করাইলা শাস্ত্র ও পুরাণ ॥
 যজ্ঞকুণ্ড-সমুদ্ভূত সূতবংশ যারা ।
 পুরাণ-পাঠক নামে খ্যাত হ'ল তারা ॥
 সূতের ওরসে আর শূদ্রাণী উদরে ।
 যে জাতি জন্মিল তারা ভাট নাম ধরে ॥
 এইরূপে নানাজাতি জনম লভিল ।
 ক্রমে ক্রমে ধরাতল ভরিয়া উঠিল ॥
 সৌতি কহে মুনিবর কহি সবিস্তারে ।
 যেরূপ সম্রাজ যার শাস্ত্র অনুসারে ॥
 জনক তাহার নাম জন্মদাতা যিনি ।
 যার গর্ভে জন্মে সব মাতা হন তিনি ॥
 জনকের পিতা যিনি পিতামহ হয় ।
 প্রপিতামহ যে তার জনকের কয় ॥

মাতার জনক যিনি মাতামহ হয় ।
 প্রমাতামহ যে তার জনকেরে কয় ॥
 পিতার জননী হন পিতামহী তিনি ।
 সে বৃদ্ধপ্রপিতামহী স্বর্গে তার যিনি ॥
 পিতৃব্য হইল আখ্যা পিতার ভ্রাতার ।
 মাতৃ-সহোদর নাম মাতুল তাহার ॥
 পিসী কিংবা পিতৃষ্মা পিতার ভগিনী ।
 মাতার ভগিনী যেই মাসী হন তিনি ॥
 স্বামীর ভ্রাতার নাম ভাস্কর, দেবর ।
 ননন্দা ভগিনী তার শুন দ্বিজবর ॥
 স্বশুর স্বামীর পিতা স্বর্গে তার মাতা ।
 শ্যালিকা পত্নীর ভগ্নী, শ্যালক সে ভ্রাতা ॥
 অম্মদাতা, ভয়দ্রাতা, বিদ্যাদাতা আর ।
 জন্মদাতা পত্নী-পিতা পিতা মবাকার ॥
 অম্ম-প্রদাতার পত্নী, গুরুর গৃহিণী ।
 মাতার সপত্নী, মাতা, কন্যা ও ভগিনী ॥
 পুত্রবধূ, মাতামহী, পিতামহী আর ।
 শাশুড়ী, পিসীর কন্যা, বনিতা খুড়ার ॥
 মাতুলের পত্নী এই চতুর্দশ নারী ।
 ধরামাঝে এরা হয় জননী সবারি ॥
 পুত্রের যে পুত্র হয়, পৌত্র নাম তার ।
 তাহার সন্তান হয় প্রপৌত্র আবার ॥
 গুরুপুত্র ভ্রাতৃতুল্য পরম বান্ধব ।
 ভগিনী-সমান যত গুরুকন্যা সব ॥
 এজগতে মিত্রে ভুল্য কেহ কোথা নাই ।
 মিত্রে হ'তে এজগতে স্থখ সর্বদাই ॥
 মিত্রে অতি সুদুর্লভ মিত্রে অতি প্রিয় ।
 মিত্রের আত্মীয় সব একান্ত আত্মীয় ॥
 ব্রহ্মধণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একাদশ অধ্যায়

অশ্বিনীকুমারের শাপ বিনোদন ।

শৌনক কহিলা, প্রভু, শুন নিবেদন ।
 ভার্য্যারে করিয়া ত্যাগ কি করে ব্রাহ্মণ ॥

বিস্তর জিজ্ঞাসা মোর মনেতে উদয় ।
 দয়া করি কহ সব সৌতি মহাশয় ॥
 সৌতি যুনি কহিলেন শুন তপোধন ।
 ভরদ্বাজ-বংশধর হুতপা ব্রাহ্মণ ॥
 ক্রোধভরে পত্নী ত্যজি হিমাচলে যায় ।
 লক্ষ বর্ষ ত্রীকৃষ্ণেরে ভজিল সেখায় ॥
 তপোবলে জ্যোতির্ময় হুতপা ব্রাহ্মণ ।
 কৃষ্ণের নির্মল জ্যোতিঃ করিল দর্শন ॥
 পরম-আত্মারে দেখি আনন্দিত মন ।
 ভক্তি-বিষয়ক বর করিলা প্রার্থন ॥
 দৈববাণী শুনিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ ।
 বিবাহ করিয়া কর সময় যাপন ॥
 অনন্তর দেহ-অন্তে না করিও ভয় ।
 দাস্ত ভক্তি দিব তোমা জানিও নিশ্চয় ॥
 মানসী কন্যারে শেষে হুতপা ব্রাহ্মণ ।
 বিধাতা-আজ্ঞায় নিজে করিলা গ্রহণ ॥
 মানসী কন্যার গর্ভে জন্মে অভঃপর ।
 সম্ভান কল্যাণমিত্রে জ্যেষ্ঠ যুনিবর ॥
 কল্যাণমিত্রের নাম যে করে স্মরণ ।
 তার সদা বজ্রভয় হয় নিবারণ ॥
 মিত্রে হৈতে বিপদের না থাকে কারণ ।
 কল্যাণমিত্রের নামে ভয়ের বারণ ॥
 কোন এক কার্য্যফলে হুতপা ব্রাহ্মণ ।
 পত্নী ত্যাগ করিলেন বিশেষ কারণ ॥
 অশ্বিনীকুমার-প্রতি পূর্বের রোষ ছিল ।
 মনোক্ষোভে এইবার অভিশাপ দিল ॥
 আজি হ'তে ছুই ভাই অপূজিত হবে ।
 রোগী ও জড়াস্ত হ'বে বিদ্যমান রবে ॥
 অভিশাপ দিয়া শেষে হুতপা ব্রাহ্মণ ।
 পুত্রসহ নিজ গৃহে করিলা গমন ॥
 পুত্রপাশে সূর্য্যদেব ব্যাকুলিত মন ।
 হুতপারে স্তব স্তুতি করিলা তখন ॥
 সূর্য্যদেব কহিলেন শুন ঋষিরাজ ।
 মম পুত্রদ্বয়ে তুমি ক্ষমা কর আজ ॥

বিষ্ণুর স্বরূপ তুমি সম্বন্ধগোত্রয় ।
 ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হ'লে তার নাহি ভয় ॥
 ব্রাহ্মণ সম্বন্ধ হ'লে তুচ্ছ নারায়ণ ।
 হরি নিজে বিশ্রূপ করিলা ধারণ ॥
 প্রজাপতি ব্রহ্মা ধামি করিলা স্বীকার ।
 ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু নাহি আর ॥
 হে দেব, করুণা কর কি কহিব আর ।
 পুত্র প্রতি রূপা কর করুণাবতার ॥
 শুনিয়া সূর্যের মুখে বচন মধুর ।
 অশ্বিনীকুমার ব্যাধি করিলেন দূর ॥
 উভয় পুত্রেরে দিয়া যজ্ঞ-অধিকার ।
 গঙ্গাতীরে চলিলেন হৃতপা আবার ॥
 সূর্যদেব অতিশয় আনন্দিতমনে ।
 স্বস্থানে প্রস্থান করে পুত্রদ্বয় সনে ॥
 যে মানব পাঠ করে সূর্য্যকৃত স্তব ।
 পুণ্যবলে দূর হয় পাপ তাপ সব ॥
 মহাব্যাধি আছে যার, রোগমুক্ত হয় ।
 সর্বপাপ দূরে যায় জানিবে নিশ্চয় ॥
 যে ব্রাহ্মণ তিনসঙ্ক্কা করেন বন্দন ।
 সর্বরূপে তিনি হন বিষ্ণুর মতন ॥
 সৌতি মুনি কহিলেন, যদি কোন জন ।
 করে পানোদক পান, উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥
 বাজসুয় যজ্ঞফল তার লাভ হয় ।
 সর্বপাপ দূরে যায় নাহিক সংশয় ॥
 যে ব্রাহ্মণ ভোজ্য করে কৃষে নিবেদন ।
 এই ধরাতলে তিনি জীবন্যুক্ত হন ॥
 বিষ্ণুরে যে ভোজ্য নাহি করে নিবেদন ।
 খাত্ত দ্রব্য হয় তার বিষ্ঠার মতন ॥
 যে ব্রাহ্মণ হরিসেবা কভু নাহি করে ।
 অক্লান্ত হ'য়ে থাকে ধরণী-ভিতরে ॥
 যেই গুরু হরিকথা কভু নাহি কয় ।
 তারে গুরু বলিবারে প্রবৃত্তি না হয় ॥
 যে পিতা হরির কথা না বলে কখন ।
 পিতা বলি ডাকিতে না চায় তারে মন ॥

পুত্রে মিত্রে কৃষে যদি না করে ভজন ।
 পুত্রে মিত্রে বলি তারে না করি গণন ॥
 হরিভক্তিবিহীন যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ।
 তা হ'তে চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ ভক্তিপরায়ণ ॥
 গুরুমুখ হ'তে যার কর্ণে একবার ।
 পশিয়াছে হরিনাম ভয় নাহি তার ॥
 জীবন্যুক্ত হয় সেই অতি ভাগ্যবান্ ।
 শ্রীহরির পাদপদ্মে লভে সেই স্থান ॥
 গোবিন্দের ধ্যান করে বৈষ্ণবের দল ।
 গোবিন্দ তাদের ধ্যান করে অবিরল ॥
 ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 স্বয়ং ভক্তের কাছে করে অবস্থান ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত মধুর ।
 যাহার শ্রবণে হয় সর্বপাপ দূর ॥

ব্রহ্মখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বাদশ অধ্যায়

উপবর্হণ গন্ধর্ব্বরূপে নাবদেব জন্ম ।

এত শুনি পুলকিত শৌনক তখন ।
 সৌতি-প্রতি করযোড়ে করে নিবেদন ॥
 শৌনক কহিলা প্রভু তুমি জ্ঞানবান্ ।
 আমা সবাচারে তুমি কর জ্ঞানদান ॥
 পূর্ব্বেরে কহিলা যাহা সূত্রের আকারে ।
 শুনিতে বাসনা সব অতি হৃদিস্তারে ॥
 একে একে জিজ্ঞাসিব কহ তুমি শুনি ।
 প্রজাসৃষ্টি করিলেন কোন্ কোন্ মুনি ॥
 পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘে যবে নারদ হুমতি ।
 কোন্ পুত্রে কার্যভার দেন প্রজাপতি ॥
 পিতার আদেশ পেয়ে কোন্ পুত্রগণ ।
 গালিতে সংসারধর্ম্ম করিল মনন ॥
 কোন্ কোন্ পুত্র গেল যোগের সাধনে ।
 বিস্তারিয়া বল তাহা শুনিব এক্ষণে ॥

কোন্ ঋষি উর্দ্ধরেতা কহ মুনিবর ।
 কোন্ কার্য করিলেন নারদ প্রবর ॥
 সৌতি কহে, হে শৌনক, শুন বিবরণ ।
 সংদারে আসক্ত নহে সর্ব পুত্রগণ ॥
 হংসী যতি সনকাদি পঞ্চঋষিগণ ।
 সংসার-মাগরে তারা না হ'ল মগন ॥
 আর সব পুত্রগণ পিতার আদেশে ।
 সৃষ্টি রক্ষা করে তারা মনের হরষে ॥
 পুত্রশাপে প্রজাপতি অপূজ্য হইল ।
 এ তিন ভুবনে কভু পূজা না পাইল ॥
 পিতৃশাপে নারদের হইল পতন ।
 গন্ধর্ববোনিতে তিনি করেন ভ্রমণ ॥
 পূর্বকালে গন্ধর্বের ছিল অধীশ্বর ।
 ঐশ্বর্যের অধিকারী শুন মুনিবর ॥
 পুত্রে নাহি ছিল তার কশ্মের বিপাকে ।
 সেহেতু গন্ধর্ব সদা মনোহুঃখে থাকে ॥
 পুঙ্কর তীর্থেতে আসি গুরু-উপদেশে ।
 তপস্তা করিলা রাজা শম্বুর উদ্দেশে ॥
 তপস্তার কালে তারে বশিষ্ঠ মহান্ ।
 শিবের কবচমস্ত্র করিলেন দান ॥
 গন্ধর্বের অধিপতি সন্তানের তরে ।
 শতবর্ষ কাল ধরি মস্ত্র জপ করে ॥
 তপে ভুষ্ট হ'য়ে তবে দেব পঞ্চানন ।
 জ্যোতির্ময়রূপে তথা আবির্ভূত হন ॥
 পট্টিশ ত্রিশূল করে কিবা শোভা পায় ।
 বৃষভ বাহনে দেব আসিল তথাষ ॥
 তেজঃপুঞ্জ কলেবর নির্মল উজ্জ্বল ।
 ত্রিনেত্র ত্রিশূলধারী হাঁসে অবিরল ॥
 নীলকণ্ঠ বৃষাকৃৎ হর দিগম্বর ।
 পিজল জটায়ু রাশি শোভে মনোহর ॥
 সবার সংহারকর্তা নিজে স্মৃত্যুঞ্জয় ।
 মধ্যাহ্ন-মার্ভণ্ড যেন হইল উদয় ॥
 সবার ঈশ্বর তিনি মহিমা অপার ।
 গন্ধর্ব তাঁহারে দেখি করে নমস্কাব ॥

ভক্তিভরে স্তবস্তুতি করিবা নৃপতি ।
 প্রভুর চরণে পুনঃ করিল প্রণতি ॥
 ভকতবৎসল প্রভু দেব পঞ্চানন ।
 গন্ধর্বের ভক্তি দেখি হরষিত মন ॥
 গন্ধর্বরাজেরে কহে ভোলা মহেশ্বর ।
 স্তবেতে হইনু ভুষ্ট মাগ ভুমি বর ॥
 পঞ্চানন মুখে শুনি এতেক বচন ।
 গদগদ ভাষে বলে গন্ধর্ব রাজন ॥
 ভুষ্ট যদি মম প্রীতি, বর মাগি তবে ।
 ভক্তিপরায়ণ মোর পুত্র এক হবে ॥
 আর এক-ভিক্ষা মম ওহে পঞ্চানন ।
 হরি প্রীতি ভক্তি যেন থাকে অনুরূপ ॥
 এতেক শুনিবা তবে দেব পশুপতি ।
 গন্ধর্বরাজেবে কন, শোন মহামতি ॥
 এক বর মাগ ভুমি যাহা ইচ্ছা হয় ।
 দুহ বর যাক্রা করা বিধান তো নয় ॥
 বিজ্ঞজন হরিভক্তি করিয়াছে সার ।
 হরিভক্তিসম রত্ন কিছু নাহি আর ॥
 হরিভক্তি-পরায়ণ গোলোকেতে যায ।
 কোটি জন্ম পাপ ঘুচে শ্রীহরি কৃপায় ॥
 মায়া-মোহ দূর হয় স্থির হয় চিত ।
 কশ্মের বন্ধন ছিন্ন হয় স্থনিশ্চিত ॥
 বৈষ্ণবের হৃদ্বলভ ভক্তি-দাস্ত্র ধন ।
 সহজে না পারে কভু করি সমর্পণ ॥
 অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ ।
 হরিভক্তি দিতে নাহি পারিব কখন ॥
 ইন্দ্র হ ব্রহ্ম হ কিংবা যোগ তত্ত্বজ্ঞান ।
 চাহ যদি অন্যাস্যাসে করি তাহা দান ॥
 শঙ্করের বাক্য শুনি অতি দুঃখভরে ।
 গন্ধর্বের অধীশ্বর কহিলা শঙ্করে ॥
 ইন্দ্র হ, ব্রহ্ম হ আর যোগ তত্ত্বজ্ঞান ।
 হরিভক্ত কাছে সব ভূণের সমান ॥
 প্রকৃত বৈষ্ণব যারা স্বপ্ন জাগরণে ।
 শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি চান মনে মনে ॥

হরিভক্তি দিয়া মোর ভৃগু কর প্রাণ ।
 অথ বরে হরিভক্ত পুত্র কর দান ॥
 এমন কে মুখ আছে জগৎ ভিতরে ।
 হরিভক্তি ভ্যাজি অথ বরে বাঞ্ছা করে ॥
 যদি এই দুই বর না কর অর্পণ ।
 নিজের মস্তক আমি করিব ছেদন ॥
 তুলন্ত অনল-মাঝে প্রবেশ করিব ।
 হরিভক্তিহীন প্রাণ কভু না রাখিব ॥
 এত বলি নরপতি নীরব হইল ।
 চোখের জলেতে গুণ ভাসিতে লাগিল ॥
 ভক্তের নবনজলে দুঃখিত অন্তর ।
 করুণায় বিগলিত দেব মহেশ্বর ॥
 ভক্তের ব্যাধি প্রভু নিজে ব্যাধি পায় ।
 মধুর বচনে তাই গন্ধর্বের জানাষ ॥
 শঙ্কর কহিলা, শুন হে গন্ধর্বরাজ ।
 ভক্তি-বলে যোরে বশ করিয়াছ আজ ॥
 মাগিয়াছ দুই বর সেই অনুসারে ।
 এক বরে পাবে পুত্র, ভক্তি পাবে আরে ॥
 আমার প্রসাদে দুঃখ যুচে যাবে সব ।
 সম্ভান হইবে তব পরম বৈষ্ণব ॥
 জিতেন্দ্রিয়, গুরুভক্ত, অতি রূপবান্ ।
 মহাজ্ঞানী, মহাতেজা হবে সে সম্ভান ॥
 এত বলি অন্তর্হিত হন পঞ্চানন ।
 গন্ধর্ব আপন দেশে করিল গমন ॥
 গন্ধর্বরাজের মুখে শুনি বিবরণ ।
 আনন্দে মগন হ'ল আত্মবজ্রগণ ॥
 সৌতি কহে অন্তঃপর শুন মূনিগণ ।
 সূত্রাকার কথা বলি বিস্তারি এখন ॥
 পিতৃশাপ ছিল যাহা নারদের প্রতি ।
 সে কারণে আসে দেব এই বহুমতী ॥
 দেহ ভাজি নবরূপে নররূপ ধরে ।
 হরিভক্ত গন্ধর্বের রমণী-জঠরে ॥
 যথাকালে প্রসবিল গন্ধর্বরমণী ।
 হৃন্দর হৃপুত্র এক নরকুলমণি ॥

বশিষ্ঠ গন্ধর্বগুরু দেখি হুলস্থল ।
 শুভদিনে নাম রাখে ক্রীড়পর্বণ ॥
 নারদের জন্মকথা হ'ল এইক্ষণ ।
 অন্তঃপর বা ঘটিল শোন বিবরণ ॥
 ব্রহ্মখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মা শাপে উপবর্হণের স্থানত্যাগ এবং
 মালাবতী বলাপ ।

সৌতি মূনি কহিলেন, শুন দ্বিজবর ।
 গন্ধর্ব লভিল পুত্র অতি মনোহর ॥
 পুত্র-মুখ দেখি মহা আনন্দিতমন ।
 জনে জনে দান করে বহু রত্ন ধন ॥
 কিছুকাল গত হ'লে গন্ধর্বতনয় ।
 বশিষ্ঠ দেবের কাছে হরিমন্ত্র লয় ॥
 একদা গণ্ডকীতীরে উপবর্হণ ।
 দুষ্কর তপস্তা করে ভক্তিযুক্তমন ॥
 গন্ধর্বরমণীগণ স্নান করিবারে ।
 আসিলেন সে সময় গণ্ডকীর ধারে ॥
 যুবকের অপরূপ লাবণ্য নেহারি ।
 মুচ্ছিতা হইয়া পড়ে গন্ধর্বের নারী ॥
 যুবকেরে পতিরূপে লভিবার তরে ।
 যোগবলে রমণীরা দেহত্যাগ করে ॥
 অনন্তর নারীগণ, শুন মহাশয় ।
 চিত্তেরথ গন্ধর্বের ঘরে জন্ম লয় ॥
 লভিয়া যৌবন ক্রমে পিতার আশ্রয় ।
 উপবর্হণেরে তারা পতিরূপে পায় ॥
 জপ-তপ বিসর্জিয়া গন্ধর্বনন্দন ।
 রমণী সহিত হৈল আনন্দে মগন ॥
 তিনলক্ষ বর্ষ রহি নির্জ্ঞান-প্রদেশে ।
 রতিরঙ্গ করে হৃথে মদন-আবেশে ॥
 নিঃহাসনে ভারপর করি আরোহণ ।
 রাজ্য আর প্রজা সব করেন পালন ॥

অনন্তর একদিন হরিগুণ গানে ।
 গন্ধর্বনন্দন যাব পুষ্করের পাশে ॥
 তথা দেবগণ সহ মিলি পদ্মাসনে ।
 মনস্থখে দেখিছেন রম্যার নর্তন ॥
 মনের আনন্দে তথা গন্ধর্বকুমার ।
 একমনে নৃত্য দেখে অঙ্গারী রম্যার ॥
 রম্যার হৃদয় উন্মত্ত করি দরশন ।
 হৃদয়স্থল স্তন তার করি নিরীক্ষণ ॥
 মদনে মোহিত হৈল গন্ধর্বকুমার ।
 রেতঃপাত হৈল তাঁর সত্যার মাঝার ॥
 হরিগুণ নাহি গায় গন্ধর্বনন্দন ।
 কামাবেশে হত-জ্ঞান হইল তখন ॥
 হাস্য করে দেবগণ দেখিয়া কুমারে ।
 মহা ক্রোধে পিতামহ শাপ দিলা তারে ॥
 হরিগুণ গান করি, ভুই ছুরাচার ।
 কাম শরে বিশ্বরিলে আচার-বিচার ॥
 অনুচিত কর্ম যথা সবার মাঝার ।
 অচিরে পাইবি ফল অনুরূপ তার ॥
 দেব দেহ ত্যাগ করি গন্ধর্ব হইলি ।
 পুনরপি পাপ করি সে দেহ হারালি ॥
 ব্রহ্মা কহে নীচাশয় পাপিষ্ঠ পামর ।
 শূদ্রের ঘোনিতে ভুই জন্মলাভ কর ॥
 আবার বৈষ্ণবসঙ্গ পাইবি যখন ।
 পুনরায় মম পুত্র হইবি তখন ॥
 এত বলি ব্রহ্মা তবে করিলা প্রস্থান ।
 গন্ধর্বতনয় সেখা ত্যজিলেন প্রাণ ॥
 সৌমি কহে, হে শৌনক, শুন মুনিবর ।
 অদ্ভুত কাহিনী আমি কহি অতঃপর ॥
 ষোড়শনাড়ীয়ে ভেদি গন্ধর্বনন্দন ।
 জীবাত্মারে ব্রহ্মরন্ধ্রে করে আনয়ন ॥
 জাতিস্বর গোপিবর গন্ধর্বনন্দন ।
 ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিলা তখন ॥
 দুর্লভ ত্রিতন্ত্রীবাণী বামরন্ধ্রে ধবে ।
 ডান হাতে স্বর্গটকের মালা শোভা করে ॥

অনন্তর দর্ভাসনে করিলা শয়ন ।
 কৃষ্ণনাম করি ধীরে মৃদুলা নয়ন ॥
 ব্যাকুলিত হ'ল মন গন্ধর্বপতির ।
 পুত্রশোক প্রাণ মন হইল অধীর ॥
 ভার্য্যাসহ শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া স্মরণ ।
 যোগবলে পরব্রহ্মে মিলিল তখন ॥
 গন্ধর্বনন্দন যবে ত্যজিলেন কায় ।
 পঞ্চাশ রমণী কান্দি ধরণী লুটায় ॥
 শ্রীমতী সাধবী সতী মালাবতী নাম ।
 যুত পতি বক্ষে ধরি কঁাদে অবিরাম ॥
 মালাবতী উচ্চৈঃস্বরে করিছে রোদন ।
 হে জীবনকান্ত তুমি দাও দরশন ॥
 পুষ্পভদ্রা নদীতীরে পুষ্পের কানন ।
 পুষ্পের শব্দ্যধ তুমি করিতে শবন ॥
 মলয় অচলে চলে চন্দন পবন ।
 কোকিলের কুহুরবে মুগ্ধ প্রাণ মন ॥
 নির্জনে করিতে নিতি ক্রীড়া মোর সনে ।
 সেই কথা অনুক্ষণ জাগে মোর মনে ॥
 তোমার মোহনবাক্য মধুর বচন ।
 স্বপ্নরস কর্ণে মোর করিত বর্ষণ ॥
 কুল-কামিনীর কাছে প্রভু নিরন্তর ।
 পতির বিচ্ছেদ-ব্যথা অতি ভয়ঙ্কর ॥
 পতিপ্রাণ কুলনারী স্বপ্নে জাগরণে ।
 অহরহঃ পতিচিন্তা করে মনে মনে ॥
 পতির সঙ্গতে তার একমাত্র স্থখ ।
 পতির বিহনে তার নিরন্তর দুখ ॥
 সাধবী-কুল-সলনার পতিমাত্র সার ।
 পতি বিনা সতীদেব গতি নাহি আর ॥
 হে ধর্ম, হে প্রজাপতি, পতি কর দান ।
 এত বলি মালাবতী হইলা অজ্ঞান ॥
 নিবিড় অরণ্য-মাঝে বক্ষে লয়ে পতি ।
 হত-জ্ঞান হ'য়ে রয় মালাবতী সতী ॥
 প্রভাত হইলে পরে হইল চেতন ।
 শ্রীহরিরে মালাবতী করে সম্বোধন ॥

হে কৃষ্ণ, জগৎপতি ত্রিভুবনস্বামী ।
 পতির বিহনে আজি অনাথিনী আমি ॥
 রমণীর একমাত্র গতি পতিধন ।
 সে ধনে বঞ্চিত আজি কিসের কারণ ॥
 করযোড়ে কহি আমি, কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সদয় হইয়া যোরে স্বামী কর দান ॥
 নারায়ণসম পতি অতি গুণবান্ ।
 মহান্ তেজস্বী তিনি সূর্যের সমান ॥
 চন্দ্রসম হৃদর্শন ছিল মম পতি ।
 সর্বশাস্ত্রে সর্বজ্ঞানে পারদর্শী অতি ॥
 হে প্রভো, হে দয়াময়, জগতের স্বামী ।
 পতিহারী হ'য়ে আর না বাঁচিব আমি ॥
 মালাবতী কাঁদে শোকে, ধরণী বিদরে ।
 কিন্তু তবু পতিপ্রাণ নাহি পাষ ফিরে ॥
 সোতি কহে, হে শৌনক, শুন মহাশয় ।
 ক্রোধ-ভরে তবে সতী দেবগণে কয় ॥
 শুন শুন দেবগণ শাপেতে আমার ।
 যজ্ঞ-অংশে অধিকার না রহিবে আর ॥
 জগতের রক্ষাকর্ত্তা, শুন নারায়ণ ।
 আমার স্বামীর প্রাণ কর সমর্পণ ॥
 নতুবা এখনি মম দেখিবে প্রতাপ ।
 বিনা-বাক্য-ব্যয়ে আমি দিব অভিশাপ ॥
 শুন শুন প্রজাপতি বচন আমার ।
 নষ্ট হবে ব্রহ্মাণ্ডে তোমার অধিকার ॥
 ধর্মচ্যুত হবে শিব আমার প্রতাপে ।
 তত্ত্বজ্ঞান লুপ্ত হবে মম অভিশাপে ॥
 মম শাপে যবে নাহি রবে অধিকার ।
 অকুশল হবে ইথে সব দেবতার ॥
 অভিশাপ নাহি দিব জরা ও ব্যাধিরে ।
 তারা নাহি বধিয়াছে আমার স্বামীরে ॥
 অনন্তর অভিশাপ করিবারে দান ।
 কৌশিকী নদীর তীরে মালাবতী যান ॥

● কীরোদসাগরে হবি-সকাশে দেবগণের
 গমন, বিষ্ণু স্বয়ং এবং তৎকর্ত্তক
 দেবগণকে অভয় প্রদান ।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ কম্পিত অন্তরে ।
 বিষ্ণুর নিকটে যান কীরোদসাগরে ॥
 কীরোদসাগরে স্নান করি অতঃপর ।
 শ্রীহরির স্তবস্ততি করিলা বিস্তর ॥
 ব্রহ্মা কহে, দীনবন্ধো । ত্রিভুবনপতি ।
 অভিশাপ দেয় আজি মালাবতী সতী ॥
 পতির বিয়োগ-দুখে অতি ক্রুদ্ধমনে ।
 অভিশাপ দেয় আজি সর্বদেবগণে ॥
 সর্বদুঃখত্রাতা তুমি বিপদ তারণ ।
 কৃপা করি দেবগণে করহ রক্ষণ ॥
 রক্ষা কর সদা তুমি শরণাগতেরে ।
 তুমি ভিন্ন এ জগতে কেবা রক্ষা করে ॥
 অপূজ্য হইয়া আছি পুত্র-অভিশাপে ।
 অধিকার যাবে পুনঃ সাধবীর প্রতাপে ॥
 ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে মোর যাহা অধিকার ।
 সতী-শাপে নষ্ট হবে সংশয় কি তার ॥
 মহাদেব কহে প্রভু বিষ্ণু ভগবান্ ।
 হৃদলভ তত্ত্বজ্ঞান যা করিলে দান ॥
 সতী-অভিশাপে সব লুপ্ত হ'য়ে যায় ।
 তুমি ভিন্ন এ বিপদে না হেরি উপায় ॥
 পতিব্রতা রমণীর তেজ ভয়ঙ্কর ।
 সেই তেজে দগ্ধ হয় মোর কলেবর ॥
 এ বিপদে রক্ষা কর প্রভু দয়াময় ।
 এত বলি মহাদেব মৌন হ'য়ে রয় ॥
 সর্বসাক্ষী ধর্মদেব কহে অতঃপর ।
 রক্ষা কর রক্ষা কর জগৎঈশ্বর ॥
 সনাতন ধর্ম তুমি যা করিলে দান ।
 সতীশাপে তার বৃদ্ধি হয় অবমান ॥
 দেবগণ কহে, শুন করুণাবতার ।
 যজ্ঞ-অংশে যেইটুকু ছিল অধিকার ॥

সতীশাপে আজ সেই অধিকার ঘাষ ।
 তোমা বিনা প্রভু আর না হেরি উপাষ ॥
 এইরূপে স্তব করি যত দেবগণ ।
 করযোড়ে মৌনভাব করিল ধারণ ॥
 অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ।
 সতীর নিকটে যাও সর্বদেবগণ ॥
 সকলের তরে শাস্তি করিতে স্থাপন ।
 বিপ্রবেশে জনাঙ্গিন করিবে গমন ॥
 দৈববাণী শুনি কাণে সবে হৃষ্টমন ।
 কৌশিকী নদীর তীরে করিলা গমন ॥
 কমলার মত শোভে দেবী মালাবতী ।
 শশধরসম কাস্তি মনোহর অতি ॥
 তেজঃপুঞ্জ কলেবর পবিত্র উজ্জ্বল ।
 গুৰ্ভাধর মনোহর যেন বিশ্বফল ॥
 ললাটে সিন্দূর-বিন্দু কত শোভা ধরে ।
 মুছিয়া না ঘাষ তাহা যমরাজ-ডরে ॥
 ধর্ম্মভীরু দেবগণ শোভা দেখি তার ।
 বিস্মিত হইয়া সবে চাহে বার বার ॥

ব্রহ্মখণ্ডে ব্রহ্মোদয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্দশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ-বানকবেশে মালাবতীর নিকট
 বিষ্ণু আগমন ।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন বিজবর ।
 সতীর নিকটে যায় ব্রহ্মাদি সত্ত্বর ॥
 দেবগণে হেরি সেথা মালাবতী সতী ।
 যথাবিধি সকলেরে করিয়া প্রণতি ॥
 যুত পতি সম্মুখেতে করিয়া স্থাপন ।
 মালাবতী পুনরায় করবে রোদন ॥
 সহসা ব্রাহ্মণ এক করে আগমন ।
 উজ্জল মুরতি তার সহাস্রবদন ॥
 হস্তে তার ছত্র শোভে, অঙ্গেতে চন্দন ।
 উজ্জল তিলক ভালে ব্রাহ্মণ-মন্দন ॥

দীর্ঘ এক পুঁথি শোভে হস্তেতে তাঁহার ।
 প্রশান্ত স্বভাব তার আকার প্রকার ॥
 দেবগণে যথাবিধি করি নমস্কার ।
 বসিলা সতীর মাঝে ব্রাহ্মণকুমার ॥
 হরির মহিমা বোঝে হেন সাধ্য কার ।
 ইচ্ছাময় হরি ধরে বিপ্রের আকার ॥
 শশধর সম শোভে কাস্তি জ্যোতির্ময় ।
 দেবগণে সম্বোধিয়া ধীরে ধীরে কয় ॥
 হেথায় দেখি যে ব্রহ্মা আদি দেবগণ ।
 বিধাতা মহেশ ধর্ম্ম কিসের কারণ ॥
 চন্দ্র সূর্য্য, যম আর দেব ছতাশন ।
 অন্নয় মাঝারে আজি কেন আগমন ॥
 এত বলি মুকুতায়ে ব্রাহ্মণ তখন ।
 সতীরে সম্বোধি কহে কপট বচন ॥
 কহ মালাবতী সতী, ইচ্ছা জানিবার ।
 তব ক্রোড়ে শুকণব কে হব তোমার ॥
 পতি বলি অনুমানি, সত্য কহ দেবী ।
 ক্রন্দন কিসের তরে যুত পতি সেবি ॥
 অনন্তর ব্রাহ্মণেরে করিয়া প্রণতি ।
 ধীরে ধীরে কহিলেন মালাবতী সতী ॥
 মালাবতী কহে, 'প্রভু, করি নিবেদন ।
 অভাগিনী নারী আমি অতি অভাজন ॥
 চিত্তরথ-কন্ডা আমি শুন বিবরণ ।
 স্বামী যোর সুবিখ্যাত শ্রীউপবর্ধন ॥
 পঞ্চাশ ভগিনী মোরা গন্ধর্ব্বরমণী ।
 সেই পতি ভজিতাম, অতি গুণমণি ॥
 মালাবতী নাম যোর কহি সবিস্তার ।
 লক্ষবর্ষ স্বামী সহ করিহু বিহার ॥
 ব্রহ্মার শাপেতে পতি দেহ ত্যাগ করে ।
 বহু দুঃখ পাইলাম যুত পতি তবে ॥
 একের বিহনে দেখ অশেষ দুর্গতি ।
 অকালে বিধবা হ'ল পঞ্চাশ যুবতী ॥
 পতির বিহনে আমি করি যে রোদন ।
 দেবগণে স্তবস্তুতি করি সে কারণ ॥

এ জগতে সকলেই নিজস্বার্থ চায় ।
 পরদুঃখে কেহ কভু ফিরে না তাকায় ॥
 দেবতা সবার শ্রেষ্ঠ কর্মফল-দাতা ।
 দেবতা পরম বন্ধু দুঃখ-ভয়-ত্রাতা ॥
 এ কারণে চাহি আমি পতির জীবন ।
 আমার প্রার্থনা নাহি শুনে দেবগণ ॥
 সত্য কথা কহি আমি, না বাঁচিলে পতি ।
 মম অভিশাপে হবে অশেষ দুর্গতি ॥
 অভিশাপ দিব আমি অতি দুর্নিবার ।
 অধিকার লুপ্ত হবে সর্ব দেবতার ॥
 সতীর এ বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর ।
 ধীরে ধীরে কহিলেন ব্রাহ্মণপ্রবর ॥
 শুন সতি মালাবতী, মানব সকলে ।
 বিষ্ণুমায়া মুক্ত তারা এই ধরাতলে ॥
 ঘেরপ কর্মের বীজ করিবে রোপণ ।
 যথাকালে ফল তার পাইবে তেমন ॥
 পুণ্যভারতের ক্ষেত্রে পুণ্যবন জন ।
 তপস্তা প্রভাবে শুভ ফল প্রাপ্ত হন ॥
 পতি পুত্র ধন জন মিলে তপস্তায় ।
 তপস্তা ব্যতীত কিছু নাহি পাওয়া যায় ॥
 জন্মে জন্মে পূজে যেই প্রকৃতিদেবীরে ।
 অচলা করিবা রাখে সদা সে লক্ষীরে ॥
 যত্নপূর্ণ শিবে যেই করে আরাধন ।
 বিত্তা জ্ঞান পতি পুত্র লভে অনুক্ষণ ॥
 ব্রহ্মারে করিলে পূজা বংশবৃদ্ধি হয় ।
 অচলা রহেন লক্ষ্মী সকল সময় ॥
 ভক্তিরে দিবাকরে পূজে যেই জন ।
 রোগ শোক দুঃখ তার না হয় কখন ॥
 সনাতন গণেশেরে পূজে যেই জন ।
 বিষ নষ্ট হয় তার, না হয় পতন ॥
 বিষ্ণুরে ভজিলে পরে মোক্ষ লাভ হয় ।
 ধর্ম যশ কীর্তি তার সাথে সাথে রয় ॥
 সবার দেবতা যিনি, যিনি পরাৎপর ।
 যিনি নিত্যানন্দময় জগৎপ্রবর ॥

যিনি সর্ববশক্তিমান্ সবার আধার ।
 সনাতন স্বেচ্ছাময় নিত্যনিরাকার ॥
 নির্লিপ্ত পরমব্রহ্ম জীবের জীবন ।
 ত্রিগুণ-অতীত যিনি নিত্যনিরঞ্জন ॥
 সেই হরি ত্রীকৃষ্ণেরে ভজনা যে করে ।
 এ জীবনে মুক্ত সেই অবনী-ভিতরে ॥
 অমরত্ব মোক্ষ আর মুক্তিচক্ষুক্ষয় ।
 কৃষ্ণভক্ত কাছে তাহা তুচ্ছ অতিশয় ॥
 কৃষ্ণপদ বাঞ্ছা করে স্বপ্ন জাগরণে ।
 কৃষ্ণদাস্ত নিরন্তর যাচে মনে মনে ॥
 কৃষ্ণভক্ত যেই জন কৃষ্ণপদ পায় ।
 অনায়াসে সেইজন গোলোকেতে যায় ॥
 গুরুগুণে কৃষ্ণনাম শুনে যেইজন ।
 এ ভবসংসারে তার না হয় পতন ॥
 সর্বপাপ দূর হয়, শুদ্ধ হয় মন ।
 স্মদর্শনচক্রে হরি করেন রক্ষণ ॥
 জরা যত্ন ত্যাগ করে হরিভক্ত জনে ।
 গোলোকে বিরাজ করে শ্রীহরির সনে ॥
 গোলোকেতে যতদিন রহে ভগবান্ ।
 তত দিন কৃষ্ণভক্ত করে অবস্থান ॥
 জীবগণ ভুঞ্জে সব নিজ কর্মফল ।
 ভালমন্দ শুভাশুভ স্বর্গ রসাতল ॥
 বিবিধ শাস্ত্রেতে আছে বিচিত্র ব্যাখ্যান ।
 বৈবর্তপুরাণে রহে বিস্তৃত আখ্যান ॥

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চদশ অধ্যায়

মালাবতী ও কালপ্রবোধি সংবাদ ।

ব্রাহ্মণকুমার বলে, কহ মালাবতি ।
 তোমার পতির কেন হইল দুর্গতি ॥
 কি রোগে হইল তব স্বামীর মরণ ।
 প্রকাশ করিবা বল আমার সদন ॥

চিকিৎসক হই আমি অতি বিচক্ষণ ।
 বাঁচাইতে পারি আমি তব পতিধন ॥
 সর্বরোগে দূর হয় মোর চিকিৎসায ।
 যুততুল্য রোগিগণ জ্ঞান ফিরে পায় ॥
 চিকিৎসক বলি মোরে জানিবে সর্বথা ।
 যাহা বলি তাহা করি, না হয় অশ্রুথা ॥
 কাল যদি ব্যাধিরূপে আক্রমণ করে ।
 অথবা সাক্ষাৎরূপে মৃত্যু আসি ধরে ॥
 মহাজ্ঞানবিদ্যা মোর অধিগত আছে ।
 য'র বলে সপ্তদিনে মৃতজীব বাঁচে ॥
 জরা মৃত্যু যম কাল ব্যাধিসমুদয় ।
 বাঁধিয়া আনিতে পারি যদি ইচ্ছা হয় ॥
 রোগের কারণ জানি, জানি প্রতিকার ।
 শাস্ত্র অনুসারে সব বিদিত আগার ॥
 স্থির হও মালাবতী না কর রোদন ।
 ইচ্ছাষ করিতে পারি অদাধ্য সাধন ॥
 ব্রাহ্মণের এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
 মালাবতী সতী তারে কহিলা তখন ॥
 কি অদ্বুত কথা কহ ব্রাহ্মণনন্দন ।
 শুনিয়া বিস্মিত হবে বোগবিদগণ ॥
 বয়সে তোমারে হেরি শিশু অতিশয় ।
 বুদ্ধিতে প্রবীণ শ্রেষ্ঠ নাহিক সংশয় ॥
 তব বাক্য বুঝা নাহি হইবে ব্রাহ্মণ ।
 স'ধ্বাক্য ব্যর্থ নাহি হয় কদাচন ॥
 বাঁচিবে আমার পতি সংশয় কি তার ।
 হে প্রভু, ভঞ্জন কর সন্দেহ আমার ॥
 রমণীয়ে ভর্তা যদি করেন রক্ষণ ।
 কেহ নাহি পারে তাহা করিতে বারণ ॥
 পতি যদি রমণীয়ে শাস্তি দান করে ।
 কেহ না রক্ষিতে পারে অবনী-ভিতরে ॥
 রমণীর প্রভু স্বামী, স্বামী মাত্র সার ।
 স্বামী বিনা এ জগতে গুণ নাহি তার ॥
 যে রমণী উচ্চ কুলে জন্মলাভ করে ।
 স্বামিঅনুগামী হয় সংসার-ভিতরে ॥

অসং কুলেতে যার জন্ম লাভ হয় ।
 স্বাধীনা কুলটা হ'য়ে চিরদিন রয় ॥
 পরপুরুষের সেবা করে সেই সদা ।
 আপন পতির নিন্দা করে সে সর্বদা ॥
 চিত্তেরথকতা আমি গন্ধর্ববরমণী ।
 গন্ধর্বরাজের বধু জানেন আপনি ॥
 স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামী মাত্র সার ।
 তাই বুঝি এ দুর্দশা ঘটিল আমার ॥
 সকল করিতে পার ব্রাহ্মণ-নন্দন ।
 মৃত্যুকথা কাল যমে কর আনয়ন ॥
 জিজ্ঞাস্ত অনেক আছে তাদের সকাশে ।
 তবে সে সকল কথা কহিব বিশেষে ॥
 এতেক শুনিয়া তবে ব্রাহ্মণ-নন্দন ।
 ক্ষণকাল তরে কিবা করিল চিন্তন ॥
 অনন্তর জনার্দ্রন সতীর কথায় ।
 মৃত্যুকথা, কাল, যমে আনিলা তথায় ॥
 কৃষ্ণবর্ণা মেঘরূপা মৃত্যু-কথা-রূপ ।
 রক্তাশ্বর বেশ তার অতি অপরূপ ॥
 স্বীয়পতি কাল-পাশে অবস্থিত তার ।
 চৌবাট নন্দন আছে আনন্দ অপার ॥
 বড়ভুজা শাস্ত্রমূর্তি মহাস্তবদনা ।
 মহাসতী দয়াবতী অতি স্নদর্শনা ॥
 মহারূপে মহাকাল আসিল তথায় ।
 সূর্য্যতুল্য মহাতেজা রক্তাশ্বর গায় ॥
 ভয়ঙ্কর মূর্তি তার সৃষ্টি-ধ্বংসকারী ।
 শ্রীকৃষ্ণের জপ করে অক্ষমালাধারী ॥
 বোল হাত ছয় মুখ চব্বিগ লোচন ।
 ষট্পাদ, পরিধানে লোহিত বসন ॥
 দেহ তার কৃষ্ণবর্ণ বিরাট আকার ।
 তার হস্তে লয় পায় অখিল সংসার ॥
 হুহুর্জয় ব্যাধিগণ বৃদ্ধ অতিশয় ।
 আসিলেন কৃষ্ণবর্ণ যম মহাশয় ॥
 স্থূল অতি, পদ দুটি কৃষ্ণ কলেবর ।
 সাক্ষাৎ ধর্ম্মের তুল্য জ্ঞাত চরাচর ॥

ধর্মাধর্ম যত কিছু বিচারের ভার ।
সকল করেন তিনি ধর্মের আধার ॥
অনন্তর মালাবতী সবার প্রথমে ।
বিনয় বচনে তিনি कहিলেন যমে ॥
জাগিছে মনেতে তার প্রগ্ন অগণন ।
সে কারণে কহে নারী বিনয় বচন ॥
মালাবতী সতী কহে, হে ধর্ম রাজন্ ।
কি কারণে মম কাস্ত করিলে হরণ ॥
ধর্মগাজ্ঞে জানি তুমি অতি বিচক্ষণ ।
আমার জ্ঞানের তৃষা কর নিবারণ ॥
মালাবতীমুখে শুনি বিনয় বচন ।
ধীরে ধীরে ধর্মরাজ कहিলা তখন ॥
শুন শুন মালাবতী, এই ভুমণ্ডলে ।
অকালে কেহ না পড়ে মৃত্যুর কবলে ॥
মৃত্যুকণ্ডা, আমি, কাল আর ব্যাধিগণ ।
সকল জীবের হই মৃত্যুর কারণ ॥
কিন্তু জেনো স্বেচ্ছাচারী মোরা কভু নহি ।
প্রকৃতি-ইচ্ছায় চলি তাঁর আজ্ঞা বহি ॥
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন আমরা সবাই ।
প্রাপ্তকালে জীবপ্রাণ হইরে থাকি তাই ॥
আযুশেষে মৃত্যুকণ্ডা হরিবে বাহারে ।
সে জন অবশ্য রবে মম অধিকারে ॥
তোমার পতির প্রাণ এর হাতে যায় ।
ইচ্ছাধীন আমি মাত্র না আছে উপায় ॥
মৃত্যুকণ্ডা আছে হেথা প্রসন্ন কর তারে ।
কি কারণে এই কার্য্য করে বারেন্বারে ॥
শুনিয়া যমের বাক্য সতী মালাবতী ।
বিনয় সম্ভাষে কহে মৃত্যুকণ্ডা প্রতি ॥
শুন শুন মৃত্যুকণ্ডা বচন আমার ।
আপনি অবলাজাতি কি বলিব আর ॥
আমি বিত্তমানে কেন হরিয়াছ পতি ।
পতি বিনে অবলার নাহি কোন গতি ॥
এ কথা বুঝিয়ে বল মোরে কৃপা করি ।
কোন পাপে তুমি মোর স্বামী নিলে হরি ॥

ইহা শুনি মৃত্যুকণ্ডা कहিলেন তারে ।
এই কার্য্য-তরে বিধি সৃজিলা আমারে ॥
যদি কোন সাধ্বী সতী মোরে ভয় করে ।
যুচে মোর এই দায় চিরদিন তারে ॥
কালের আদেশে আমি সব কাজ করি ।
পুত্রগণ ভ্রমে সদা কাল-আজ্ঞা ধরি ॥
বিশ্বাস না হয় যদি জিজ্ঞাসহ কালে ।
তোমারে না ছলি আমি কোন মিথ্যা ছলে ॥
অনন্তর মালাবতী কালে ডাকি কয় ।
সনাতন ভগবান্ শুন মহাশয় ॥
নারায়ণ অংশ তুমি উৎকৃষ্ট সবার ।
সর্ব্ব-কার্য্য-সাক্ষি-রূপী করি নমস্কার ॥
কহ কহ কৃপানিধি বিপদবারণ ।
কি কারণে কাস্ত মম করিলে হরণ ॥
কাল কহে, শুন সাধ্বী, এই ধরাতেলে ।
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন আমরা সকলে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ঐহ্যার সৃজন ।
যোগিগণ ধ্যান করে যার ত্রীচরণ ॥
যাঁর ভয়ে বায়ুদেব বহে নিরন্তর ।
যাঁর আজ্ঞা মানি চলে ব্রহ্মা ও শঙ্কর ॥
ঐহ্যার আজ্ঞায় চলে যত দেবগণ ।
ধর্ম, ইন্দ্র-আদি মানে ঐহ্যার শাসন ॥
প্রকৃতি ঐহ্যার ভয়ে ভীতা সর্ব্বদাই ।
শাস্ত্রে বেদে কভু যাঁর অন্ত নাহি পাই ॥
যাঁর স্তুতি পাঠ করে সমস্ত পুরাণ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যাঁর করে নাম গান ॥
সবার ঈশ্বর যিনি বিদ্ববিনাশন ।
সেই কৃষ্ণভগবানে কর আরাধন ॥
যোরা সব তুচ্ছ অতি কি ক্ষমতা আছে ।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় চলি তার পাছে পাছে ॥
পতি ভব হরিয়াছে কিসের কারণ ।
তাহার উত্তর দান অসাধ্য সাধন ॥
জিলোকের গতি যিনি দেব নারায়ণ ।
সর্ব্বজীব মূল্যধার সবার কারণ ॥

রূপানিবি দয়াময় সেই ভগবান্ ।
 তোমার স্বামীর প্রাণ করিবেন দান ॥
 হরিনামময় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ।
 যাহাতে আছেক শুধু হরিগুণ গান ॥
 যতেক পুরাণ আর যত উপাখ্যান ।
 বেদ আর শাস্ত্র যত বেদের ব্যাখ্যান ॥
 সবাকার গুলে আছে একমাত্র নাম ।
 পাপ তাপ দূর যাতে হয় অবিরাম ॥
 ভবসিন্ধু তরিবারে ইচ্ছা যদি হয় ।
 হরিগুণ গান তবে করিবে নিশ্চয় ॥-
 এ সংসার মায়াময় সত্য কিছু নহে ।
 ধনজন মান মিথ্যা কৃষ্ণের বিরহে ॥
 জন্মমৃত্যু আদি যত তাঁর ইচ্ছা ধরে ।
 কোন কর্ম নাহি আছে ইহার বাহিরে ॥
 অতএব শুন জীব মুক্তি যদি চাও ।
 হরিনাম সার কর হরিগুণ গাঁও ॥
 হে শৌনক, এত বলি কাল মৌনী হয় ।
 ব্রাহ্মণকুমার শেষে ধীরে ধীরে কয় ॥

ব্রহ্মপণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষোড়শ অধ্যায়

চিকিৎসা-প্রণয়ন ।

বিপ্রক্লপী জনার্দন কহেন তখন ।
 শুন শুন মালাবতী, আমার বচন ॥
 কাল, যম, মৃত্যুকণ্ডা সাক্ষাতে হেরিলে ।
 তাহাদের কথা ভুমি সকলি শুনিলে ॥
 আর যদি ইচ্ছা কিছু জানিবার থাকে ।
 জিজ্ঞাসা করহ সতী সবার সম্মুখে ॥
 সন্দেহ থাকিলে কোন, কহ এই বার ।
 সন্দেহ-ভঞ্জন আমি করিব তোমার ॥
 সতী কয় জানিবারে বাসনা আমার ।
 দেহে না পশিবে কিসে ব্যাধি ছুনিবার ॥

সকলের শ্রেষ্ঠ ভুমি করি নিবেদন ।
 সর্ববিষয়ের ভুমি দাঁও বিবরণ ॥
 শুনিয়া সতীর বাক্য বিপ্র জনার্দন ।
 বৈদিক সংহিতাকথা কহিলা তখন ॥
 ব্রাহ্মণ কহিলা, যিনি বেদের কার ।
 সেই হরি শ্রীকৃষ্ণেরে করিহু বন্দন ॥
 বেদের স্বজনকারী মঙ্গল-আধার ।
 সনাতন ভগবানে করি নমস্কার ॥
 চতুস্মুখ চারিবেদ করিবা দর্শন ।
 আয়ুর্বেদ নামে বেদ করিলা স্বজন ॥
 স্বজন করিয়া বেদ ব্রহ্মা তার পরে ।
 ভাস্করদেবেরে সেই বেদ দান করে ॥
 ভাস্কর রচিলা গ্রন্থ আয়ুর্বেদ হ'তে ।
 সংহিতা নামেতে তাহা বিখ্যাত জগতে ॥
 ব্রাহ্মণ কহিলা, সাধি, শুন এইক্ষণ ।
 রোগবিনাশক মন্ত্র করিব কীর্তন ॥
 ধনুস্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ আর ।
 নকুল ও সহদেব, অশ্বিনীকুমার ॥
 যমরাজ, বুধ, পৈল, অগস্ত্য, চ্যবন ।
 জনক, জাবাল আর জাজলি, করণ ॥
 ভাস্করের শিষ্য সবে অতি গুণ ধরে ।
 মহাজ্ঞানী বেদবিদ্র রোগ শান্তি করে ॥
 চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান, চিকিৎসাদর্পণ ।
 চিকিৎসাকৌমুদী, ব্যাধি-সিদ্ধি-বিমর্দন ॥
 চিকিৎসার সার তন্ত্র সন্দেহভঞ্জন ।
 জ্ঞানার্ণব-তন্ত্রসার হইল রচন ॥
 জীবদানতন্ত্র আর বেদাঙ্গের সার ।
 নিদান ও সর্বসার তন্ত্র চমৎকার ॥
 দ্বৈধবিনির্গম আদি চিকিৎসাপুস্তক ।
 বলাধানকারী আর ব্যাধিবিনাশক ॥
 পারদর্শী যেই জন চিকিৎসা বিষয় ।
 সেই তো পরম জ্ঞানী বৈদ্য তাহে কয় ॥
 বেদনার শাস্তি আর ব্যাধি উপশম ।
 এই তো বৈদ্যের কর্ম শাস্ত্রের নিয়ম ॥

বৈজ্ঞ পানে করিবারে ব্যাধির বিনাশ ।
 যুক্তজনে প্রাণদান না করিবে আশ ॥
 আয়ুর্কর্মে বিজ্ঞ যিনি অতি দয়াবান ।
 শুন সতি, সেইজন বৈজ্ঞের প্রধান ॥
 সর্বরোগ মধ্যে জ্বর অতি ভয়ঙ্কর ।
 জ্বরাস্বর নামে খ্যাত শিবের কিঙ্কর ॥
 তিন পাদ ছয় হস্ত নয়টি লোচন ।
 তিনটি মস্তক তার বিকৃত দর্শন ॥
 কালান্তক যমসম বিকট নির্ভূর ।
 প্রাণিগণে দুঃখদান করে সে প্রচুর ॥
 বায়ু, পিত্ত, কফ আর ত্রিদোষজ জ্বর ।
 চতুর্বিধ জ্বরে প্রাণী ভোগে নিরন্তর ॥
 পাণ্ডু, কুষ্ঠ, প্লীহা, শূল, কুজ আদি নামে ।
 চৌষটি প্রকার ব্যাধি আছে ধরাধামে ॥
 যুক্তকম্পপুত্র এই সর্বব্য্যাধিগণ ।
 জরা সহ ভ্রমণে করে ভ্রমণ ॥
 শুন সতি মালাবতি, এই ব্য্যাধিগণ ।
 সংঘনী ব্যক্তির কাছে না করে গমন ॥
 পদতলে, কর্ণরন্ধ্রে, তৈলের মর্দন ।
 শিরোদেশে তৈল দান করে যেই জন ॥
 নথনে জলের সেক ব্যায়াম প্রচুর ।
 যেই জন করে তার ব্যাধি হয় দূর ॥
 বসন্তে ভ্রমণ আর বহির সেবন ।
 বালান্দ্রী সন্তোষ আদি করে যেইজন ॥
 গ্রীষ্মকালে নিত্যস্নান করে যেইজন ।
 বায়ুসেবা করে আর চন্দন লেপন ॥
 বর্ষাষ যে জন করে উষ্ণ জলে স্নান ।
 ষণ্মাসে প্রতিদিন পরিমিত খান ॥
 শরৎকালেতে রৌদ্রে না করে ভ্রমণ ।
 রৌদ্রে-সেবা নাহি যেই করে কদাচন ॥
 খাতজলে স্নান করে হেমন্তে যে জন ।
 উষ্ণ খাত নিত্য নিত্য যে করে ভ্রমণ ॥
 গীতে যে উত্তম স্বল্প নিয়মিত পরে ।
 যেইজন ষণ্মাসে অগ্নিসেবা করে ॥

উষ্ণ জলে স্নান করে উষ্ণ খাত খায় ।
 হৃৎ থাকে সেই জন, ধরে না জরায় ॥
 সন্তোষাংস নব অন্ন যে করে ভ্রমণ ।
 নিয়মিত যুবতীরে যে করে রমণ ॥
 ঘৃত দুগ্ধ পান করে নবনীত খায় ।
 জলপান করে যেই ঘোর পিপাসায় ॥
 তাম্বুল চর্ষণ করে, খায় দধি গুড় ।
 ক্ষুধার সময় অন্ন খায় যে প্রচুর ॥
 সেই জন হৃৎ থাকে নাহি তার ভয় ।
 ব্যাধি-আদি নাহি ধরে জরা দূরে রয় ॥
 শুষ্কমাংস ক্ষুধাকালে খায় যেই জন ।
 নবোদিত রৌদ্রে যেই করে বিচরণ ॥
 যেই জন নিয়মিত রাত্রে দধি খায় ।
 ঋতুমতী পত্নী ভজে বেণ্ডাগৃহে যায় ॥
 বৃদ্ধা রমণীতে রত হয় যেই জন ।
 ব্যাধিসহ জরা তারে করে আক্রমণ ॥
 পাপ আর ব্য্যাধিগণ মিত্র অতিশয় ।
 পাপ হ'তে ব্যাধি জন্মে সকল সময় ॥
 স্বধর্ম-আচারী যেই হরি-পরায়ণ ।
 গুরুদেবে ভক্তি সদা করে যেই জন ॥
 ব্রতের পালন করে সদাচারী হয় ।
 তাহা হ'তে সব রোগ দূরে দূরে রয় ॥
 ভুজঙ্গ গরুড় দেখি যেমতি পলায় ।
 তাদৃশ লোকেরে দেখি ব্যাধি দূরে যায় ॥
 শুন সতি মালাবতি, কহি এইক্ষণ ।
 সকল রোগের জ্বর প্রধান কারণ ॥
 ক্ষুধার সময় যেই না করে আহার ।
 অবশ্যই পিত্ত রোগ জন্মিবে তাহার ॥
 বিশ্ব তাল ভোজনাশ্তে জল যেই খায় ।
 প্রাণবাতী পিত্ত হবে নাহিক উপায় ॥
 শরতেতে উষ্ণ জল আর তিত্ত খায় ।
 অবশ্য দেহেতে তার পিত্ত বৃদ্ধি পায় ॥
 শর্করা-মিশ্রিত জল, ধনে, গব্যদধি ।
 পকু বিশ্বকল তাল কেহ খায় যদি ॥

ইক্ষুজাত খাদ্য কিংবা মুলাযুষ খায় ।
 পিতের বিনাশ হবে ভুল নাহি তায় ॥
 ভোজনের পরে স্নান করে যেই জন ।
 তৃষ্ণা ভিন্ন জল পান যখন তখন ॥
 তিল তৈল মাখে গায়ে খায় রম্ভাকল ।
 পান করে দধি আর নারিকেল জল ॥
 তরমুজ খায় আর খায় যে কাঁকড় ।
 খাতজলে স্নান যেই করয়ে প্রচুর ॥
 শ্লেষ্মায় ভুগিবে সেই সকল সময় ।
 শ্লেষ্মার প্রকোপে সব বল নষ্ট হয় ॥
 বহিস্বেদ, পৰুষ্ঠৈল, শুষ্কভক্ষ্য আর ।
 পৰু হরীতকী, আদা, মধু, সিদ্ধুবার ॥
 সন্নত রোচনাকূর্ণ, কাঁচা রম্ভাকল ।
 মরীচ, পিঙ্গলী আর জীরক সকল ॥
 ব্যবহার করে যেই নাহি তার ভব ।
 শ্লেষ্মার বিনাশ হয়, বল বৃদ্ধি হয় ॥
 ভোজনের পরে যেই করিবে ধাবন ।
 ভার্ঘ্যা-সহবাসে যেই রত অনুক্ষণ ॥
 বৃদ্ধা স্ত্রীতে উপগত হয় যেই সদা ।
 অগ্নির উত্তাপে যেই রহিবে সর্বদা ॥
 অনাহারে থাকে যেই কটুবাচ্য বলে ।
 নিরন্তর মনস্তাপ শোক দুঃখে জ্বলে ॥
 এ সকল কারণেতে সময় সময় ।
 জানিবে জীবের দেহে বায়ু-বৃদ্ধি হয় ॥
 শর্করার জল পান পক রম্ভাকল ।
 সুপিক্ত দধি আর নারিকেল-জল ॥
 বিশুদ্ধ তিলের তৈল আমলকী-রস ।
 স্নিগ্ধ পদ্মপত্রশয্যা চন্দনপরশ ॥
 খেজুর, তালের যেথি, স্নিগ্ধ ব্যঞ্জন ।
 সন্তোবায়ু নাশ করে শাস্ত্রের বচন ॥
 কহ সতি মালাবতি, কহ এইক্ষণ ।
 কোন্ রোগে স্বামী তব ত্যজিল জীবন ॥
 পুনশ্চ জীবন যাচে তব পতি পায় ।
 করিব এখন আমি তাহার উপায় ॥

সৌতি কহে, অনন্তর ব্রাহ্মণ-বচনে ।
 মালাবতী সতী কয় আনন্দিত মনে ॥
 শুন শুন বিপ্রবর মম প্রাণেশ্বর ।
 ব্রহ্মশাপে যোগবলে ত্যজে কলেবর ॥
 পতি মম গিয়াছিল দেবতাসভায় ।
 অম্পরা রম্ভার রূপে মোহিত তথায ॥
 তাঁহার আচার দেখি রোষে পদ্মাসন ।
 অভিশাপ দেন তারে ত্যজিতে জীবন ॥
 যোগাসনে বসি তবে মোর প্রাণপতি ।
 ত্যজিলেন দেহ এবে কিবা মোর গতি ॥
 হে ব্রাহ্মণ বিচক্ষণ, করি নিবেদন ।
 পতির জীবন দান করুন এখন ॥
 স্বামী সহ প্রশ্নবিদ্য সর্বদেবগণে ।
 মহানন্দে চলি যাব আপন ভবনে ॥
 অনন্তর বিপ্ররূপী জনার্দন হরি ।
 দেবতাগণের কাছে গেলা দ্বরা করি ॥

ব্রহ্মখণ্ডে বোডশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ ও দেবব্রহ্ম-সংবাদ বিষয়ে বিহুর প্রশংসা ।

ব্রাহ্মণে দেখিয়া সেথা সর্বদেবগণ ।
 সমাদর করিলেন আনন্দিত মন ॥
 মোহিত হইয়া সব বিহুর মাধার ।
 বিপ্ররূপী শ্রীহরিরে চিনিলা না হাব ॥
 অনন্তর ভগবান্ মধুর বচনে ।
 কহিলেন সম্ভাবিয়া সর্বদেবগণে ॥
 শুন শুন দেবগণ, করি নিবেদন ।
 গন্ধর্বকুমারী চাহে স্বামীর জীবন ॥
 তেজস্বিনী সাধ্বী সতী অতি রে.বতরে ।
 সর্বদেবে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে ॥
 সবার মঙ্গল ভরে আমি এতক্ষণ ।
 কান্ত তারে রাখিয়াছি শুন দেবগণ ॥

পরম-ঈশ্বর বিষ্ণু কোথায় এখন ।
 দৈববাণী মিথ্যা আজি হ'ল কি কারণ ॥
 ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি, ব্রহ্মা মহাশয় ।
 মধুরবচনে তাঁরে ধীরে ধীরে কয় ॥
 নারদ আমার পুত্র শাপগ্রস্ত হ'য়ে ।
 জন্মলাভ করেছিল গন্ধর্ব্ব-আলয়ে ॥
 উপবর্হণ নাম করিল ধারণ ।
 যম শাপে পুনর্ব্বার ত্যজিল জীবন ॥
 নিরুপিত কাল নাহি হয়েছে পূরণ ।
 হাজার বছর আয়ু আছে তো এখন ॥
 কৃষ্ণের প্রদানে আমি স্বয়ং আবার ।
 জীবন প্রদান সত্য করিব তাহার ॥
 হে ব্রাহ্মণ চরাচরে ব্যাপ্ত ভগবান্ ।
 সকল জানেন তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ॥
 অপবিত্র পবিত্র বা যে হয় যেমন ।
 যদি করে ভক্তিভরে বিষ্ণুরে স্মরণ ॥
 অপবিত্র হয় সেই ভিতরে বাহিরে ।
 পাপ তাপ দূরে যায় শাস্তি আসে ফিরে ॥
 বৈদিককর্ম্মের মাঝে প্রথমে ও পরে ।
 ভক্তিভরে যেই জন বিষ্ণু নাম স্মরে ॥
 অঙ্গহীন কর্ম্ম তার স্ফুপ্পন্ন হয় ।
 সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বক্ষেত্রে হয় তার জয় ॥
 জগতের স্রষ্টা আমি তাঁহারি কুপায় ।
 মহেশ সংহারকর্ত্তা তাঁহারি আজ্ঞায় ॥
 ধর্ম্ম, কাল, যম আর প্রকৃতি ঈশ্বরী ।
 সত্যে তাঁহার আজ্ঞা পালে ছুরা করি ॥
 এত বলি মৌনভাব ধরে পদ্মান ।
 ব্রাহ্মণে সষোড়শি পরে কহে পঞ্চানন ॥
 মহেশ্বর কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ ।
 কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার নন্দন ॥
 বেদপাঠে কি বুঝিলা কি নাম ঠাকুর ।
 কার শিষ্য কহি সব চিন্তা কর দূর ॥
 দেখিতে বালকসম সূর্য্যসম জ্যোতিঃ ।
 কি হেতু হলনা এই দেবতার প্রতি ॥

শ্রীহরি-স্বরূপ তুমি বুঝিতে পার না ।
 সেই হেতু আপনারে করিছ বঞ্চনা ॥
 ব্রাহ্মণকুমার কর বিষ্ণুর সন্ধান ।
 সবার হৃদয়ে তিনি সদা বিত্তমান ॥
 জীব-আত্মা, মন, বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান ।
 ইন্দ্রিয়সকল আর চেতনা ও প্রাণ ॥
 নিদ্রা, দয়া, তপ্তা, পুষ্টি, ইচ্ছা, ক্রমা আর ।
 সর্ব্বশক্তি সর্ব্বকালে আজ্ঞাধীন তাঁর ॥
 যতদিন দেহে রহে পরম-ঈশ্বর ।
 ততদিন দেহ হয় কার্য্যেতে তৎপর ॥
 দেহ ছাড়ি যেইক্ষেণে যান ভগবান্ ।
 নৈহ হয় সেই ক্ষণে শবের সমান ॥
 জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ভগবান্ ।
 ভক্তিভরে নিরন্তর করে তাঁর ধ্যান ॥
 হরির তপস্তা করি বহুকাল ধরি ।
 তথাপি সন্তোষ লাভ কভু নাহি করি ॥
 নিরন্তর ধীর নাম করি উচ্চারণ ।
 ধীর নামগানে করি সর্ব্বত্র ভ্রমণ ॥
 ধাঁহার কুপায় আমি অজর অমর ।
 ধাঁহার কীর্ত্তন আমি করি নিরন্তর ॥
 ব্রহ্মাণ্ড-সংহারকারী ধাঁহার কুপায় ।
 যুত্বজ্জয় নাম মোর ধীর মহিমায ॥
 সে পরমেশ্বরে আমি কভু পাই লব ।
 কভু আবির্ভূত হই জানিও নিশ্চয় ॥
 গোলোকে যে ভগবান্ করিছে বিরাজ ।
 খেতদ্বীপে সেই হরি রহিয়াছে আজ ॥
 ব্রহ্মার পতনকাল হরির নিমেষ ।
 বিষ্ণুর লোচনপাতে এক ব্রহ্মা শেষ ॥
 আমি ও দেবদেবগণ শ্রীকৃষ্ণের কলা ।
 তাঁহার মহিমা কিছু নাহি যায় বলা ॥
 সাধনা জীবন-ব্যাপী রয়েছে আমার ।
 তাঁর মহিমার তবু নাহি পাই পার ॥
 এত বলি মৌনভাব ধরিলা শঙ্কর ।
 ধর্ম্মদেব ধীরে ধীরে কহে অতঃপর ॥

ইক্ষুজাত খাত্ত কিংবা মুদগমুখ খায় ।
 পিত্তের বিনাশ হবে ভুল নাহি তাই ॥
 ভোজনের পরে স্নান করে যেই জন ।
 তৃষ্ণা ভিন্ন জল পান যখন তখন ॥
 তিল তৈল মাখে গায়ে খায় রস্তাফল ।
 পান করে দধি আর নারিকেল জল ॥
 তরমুজ খায় আর খায় যে কাঁকড় ।
 খাত্তজলে স্নান যেই করয়ে প্রচুর ॥
 শ্লেষ্মায় ভুগিবে সেই সকল সময় ।
 শ্লেষ্মার প্রকোপে সব বল নষ্ট হয় ॥
 বহিষেদ, পক্‌তৈল, শুক্লভক্ষ্য আর ।
 পক হরীতকী, আদা, মধু, সিদ্ধুবার ॥
 সম্মত রোচনাতুর্গ, কাঁচা রস্তাফল ।
 মরীচ, পিঙ্গলী আর জীরক সকল ॥
 ব্যবহার করে যেই নাহি তার ভয় ।
 শ্লেষ্মার বিনাশ হয়, বল বৃদ্ধি হয় ॥
 ভোজনের পরে যেই করিবে ধাবন ।
 ভার্য্যা-সহবাসে যেই রত অনুক্ষণ ॥
 বৃদ্ধা স্ত্রীতে উপগত হয় যেই সদা ।
 অগ্নির উত্তাপে যেই রহিবে সর্বদা ॥
 অনাহারে থাকে যেই কর্তৃব্যাক্য বলে ।
 নিরস্তর মনস্তাপ শোক দুঃখে জলে ॥
 এ সকল কারণেতে সময় সময় ।
 জানিবে জীবের দেহে বায়ু-বৃদ্ধি হয় ॥
 শর্করার জল পান পক রস্তাফল ।
 সুপিষ্টক দধি আর নারিকেল-জল ॥
 বিশুদ্ধ তিলের তৈল আমলকী-রস ।
 স্নিগ্ধ পদ্মপত্রশয্যা চন্দনপরণ ॥
 খেজুর, তালের মেথি, স্নিগ্ধ ব্যজন ।
 সন্তোষায় নাশ করে শাশ্বতের বচন ॥
 কহ সতি মালাবতি, কহ এইক্ষণ ।
 কোন্‌ রোগে স্বামী তব ত্যজিল জীবন ॥
 পুনশ্চ জীবন যাহে তব পতি পায় ।
 করিব এখন আমি তাহার উপায় ॥

সৌতি কহে, অনন্তর ব্রাহ্মণ-বচনে ।
 মালাবতী সতী কথ আনন্দিত মনে ॥
 শুন শুন বিপ্রবর মম প্রাণেশ্বর ।
 ব্রহ্মাণে যোগবলে ত্যজে কলেবর ॥
 পতি মম গিয়াছিল দেবতাসভায় ।
 অঙ্গুরা রস্তার রূপে মোহিত তথায় ॥
 তাঁহার আচার দেখি রোষে পদ্মাসন ।
 অভিশাপ দেন তারে ত্যজিতে জীবন ॥
 যোগাসনে বসি তবে মোর প্রাণপতি ।
 ত্যজিলেন দেহ এবে কিবা মোর গতি ॥
 হে ব্রাহ্মণ বিচক্ষণ, করি নিবেদন ।
 পতির জীবন দান করুন এখন ॥
 স্বামী সহ প্রাণমিয়া সর্বদেবগণে ।
 মহানন্দে চলি যাব আপন ভবনে ॥
 অনন্তর বিপ্ররূপী জনার্দন হরি ।
 দেবতাগণের কাছে গেলো দ্বন্দ্ব করি ॥

ব্রহ্মখণ্ডে বোধশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ ও দেববন্দ-সংবাদ বিষয়ে বিষ্ণুর প্রশংসা ।

ব্রাহ্মাণে দেখিয়া সেথা সর্বদেবগণ ।
 সমাদর করিলেন আনন্দিত মন ॥
 মোহিত হইয়া সবে বিষ্ণুর মায়ায় ।
 বিপ্ররূপী ত্রিহরিরে চিনিলা না হায় ॥
 অনন্তর ভগবান্‌ মধুর বচনে ।
 কহিলেন সন্তোষিয়া সর্বদেবগণে ॥
 শুন শুন দেবগণ, করি নিবেদন ।
 গন্ধর্বকুমারী চাহে স্বামীর জীবন ॥
 তেজস্বিনী সাধবী সতী অতি রে.ষতরে ।
 সর্বদেবে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে ॥
 সবার মঙ্গল তরে আমি এতক্ষণ ।
 কান্ত তারে রাখিয়াছি শুন দেবগণ ॥

পরম-ঈশ্বর বিষ্ণু কোথায় এখন ।
 দৈববাণী মিথ্যা আজি হ'ল কি কারণ ॥
 ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি, ব্রহ্মা মহাশয় ।
 মধুবচনে তাঁরে ধীরে ধীরে কয় ॥
 নারদ আমার পুত্র শাপগ্রস্ত হ'বে ।
 জন্মলাভ করেছিল গন্ধর্ব্ব-আলয়ে ॥
 উপবর্হণ নাম করিল ধারণ ।
 মম শাপে পুনর্ব্বার ত্যজিল জীবন ॥
 নিরূপিত কাল নাহি হযেছে পূরণ ।
 হাজার বছর আয়ু আছে তো এখন ॥
 কৃষ্ণের প্রদানে আমি স্বয়ং আবার ।
 জীবন প্রদান সত্য করিব তাহার ॥
 হে ব্রাহ্মণ চরাচরে ব্যাপ্ত ভগবান্ ।
 সকল জানেন তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ॥
 অপবিত্র পবিত্র বা যে হয় যেমন ।
 যদি করৈ ভক্তিভরে বিষ্ণুরে স্মরণ ॥
 হুপবিত্র হয় সেই ভিতরে বাহিরে ।
 পাপ তাপ দূরে ধায় শাস্তি আসে ফিরে ॥
 বৈদিককর্ম্মের মাঝে প্রথমে ও পরে ।
 ভক্তিভরে যেই জন বিষ্ণু নাম স্মরে ॥
 অঙ্গহীন কর্ম্ম তার হ্রস্বম্পন্ন হয় ।
 সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বক্ষেত্রে হয় তার জয় ॥
 জগতের স্রষ্টা আমি তাঁহারি কৃপায় ।
 মহেশ সংহারকর্ত্তা তাঁহারি আজ্ঞায় ॥
 ধর্ম্ম, কাল, যম আর প্রকৃতি ঈশ্বরী ।
 সত্ত্বে তাঁহারি আজ্ঞা পালে ত্বর করি ॥
 এত বলি মৌনভাব ধরে পদ্মাসন ।
 ব্রাহ্মণে সম্বোধি পরে কহে পঞ্চানন ॥
 মহেশ্বর কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ ।
 কোন্ বংশে জন্ম তব কাহার নন্দন ॥
 বেদপাঠে কি বৃথিলা কি নাম ঠাকুর ।
 কার শিষ্য কহি সব চিন্তা কর দূর ॥
 দেখিতে বালকসম সূর্য্যসম জ্যোতিঃ ।
 কি হেতু ছলনা এই দেবতার প্রতি ॥

শ্রীহরি-স্বরূপ তুমি বুঝিতে পার না ।
 সেই হেতু আপনারে করিছ বঞ্চনা ॥
 ব্রাহ্মণকুমার কর বিষ্ণুর সন্ধান ।
 সবার হৃদয়ে তিনি সদা বিদ্যমান ॥
 জীব-আত্মা, মন, বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান ।
 ইন্দ্রিয়সকল আর চেতনা ও প্রাণ ॥
 নিদ্রা, দয়া, তন্দ্রা, পুষ্টি, ইচ্ছা, ক্রমা আর ।
 সর্ব্বশক্তি সর্ব্বকালে আত্মাধীন তাঁর ॥
 যতদিন দেহে রহে পরম-ঈশ্বর ।
 ততদিন দেহ হয় কার্য্যেতে তৎপর ॥
 দেহ ছাড়ি যেইক্ষেণে যান ভগবান্ ।
 বেহ হয় সেই ক্ষণে শবের সমান ॥
 জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ভগবান্ ।
 ভক্তিভরে নিরন্তর করে তাঁর ধ্যান ॥
 হরির তপস্তা করি বহুকাল ধরি ।
 তথাপি সন্তোষ লাভ কভু নাহি করি ॥
 নিরন্তর ধীর নাম করি উচ্চারণ ।
 ধীর নামগানে করি সর্ব্বত্র ভ্রমণ ॥
 ধাঁহার কৃপায় আমি অজর অমর ।
 ধাঁহার কীর্ত্তন আমি করি নিরন্তর ॥
 ব্রহ্মাণ্ড-সংহারকারী ধাঁহার কৃপায় ।
 মৃত্যুঞ্জয় নাম মোর ধীর মহিমায ॥
 সে পরমেশ্বরে আমি কভু পাই লয় ।
 কভু আবির্ভূত হই জানিও নিশ্চয় ॥
 গোলোকে যে ভগবান্ করিছে বিরাজ ।
 শ্বেতদ্বীপে সেই হরি রহিয়াছে আজ ॥
 ব্রহ্মার পতনকাল হরির নিমেষ ।
 বিষ্ণুর লোচনপাতে এক ব্রহ্মা শেষ ॥
 আমি ও দেবর্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের কলা ।
 তাঁহার মহিমা কিছু নাহি যায় বলা ॥
 সাধনা জীবন-ব্যাপী রয়েছে আমার ।
 তাঁর মহিমার তবু নাহি পাই পার ॥
 এত বলি মৌনভাব ধরিলা শঙ্কর ।
 ধর্ম্মদেব ধীরে ধীরে কহে অভঃপর ॥

সর্বব্যাপী হরি যিনি সর্বত্র প্রকাশ ।
 কি কারণে তাঁরে ভূমি কর পরিহাস ॥
 মনোবুদ্ধি-অগোচর ইন্দ্রিয়-অতীত ।
 শুদ্ধ নিরঞ্জন, কেন কহ বিপরীত ॥
 কি আশ্চর্য্য হুনিদের মতিভ্রম হয় ।
 মহতের নিন্দা সাধু কানে নাহি লব ॥
 কুস্তীপাক নরকেতে নিন্দাকারী যায় ।
 বহুদুঃখ তার ভাগ্যে নাহিক উপায় ॥
 বিমূঢ়নিন্দা করে যেই সত্যার ভিতরে ।
 কুস্তীপাক নরকেতে গমন সে করে ॥
 বিমূঢ় গুরু উভয়েই পিতা সবাধার ।
 সকলের রক্ষাকর্তা বরদাতা আর ॥
 এত বলি ধর্ম্মদেব হইলা নীরব ।
 কুতূহলী হ'য়ে রহে দেবগণ সব ॥
 বিপ্ররূপী জনার্দন যুগ্মহাস্তে কয় ।
 বিমূঢ়নিন্দা করি নাই, নাহি কোন ভয় ॥
 অকারণ কেন তবে করহ বিবাদ ।
 তোমা সবা সনে মম নাহি কোন বাদ ॥
 হরিনিন্দা কিসে হৈল আমার বচনে ।
 আমি প্রীতি রুচি তবে বল কি কারণে ॥
 আমি মাত্র বলিয়াছি না আসিল হরি ।
 দৈববাণী ব্যর্থ হ'ল তাই মনে করি ॥
 সাধুব্যক্তি পক্ষপাতে কথা নাহি কয় ।
 পক্ষপাতী বহুকাল নরকেতে রব ॥
 কহিল। তোমরা সবে সর্ব্ব স্থানে হরি ।
 ষ্ঠেতদ্বীপে তবে কেন গেলা হারা করি ॥
 প্রভেদ নাহিক কিছু অংশ ও অংশীতে ।
 অসঙ্গত বাক্য ইহা ভাবি দেখ চিতে ॥
 কি কারণে সাধু তবে অংশ ত্যাগ করি ।
 পূর্ণতমে সেবা করে যুগ যুগ ধরি ॥
 আশা অতি বলবতী তাহার কারণ ।
 চন্দ্রে-রে ধরিতে চাহে উদ্বাহ বানন ॥
 প্রীতি বিশেষ আছে বহু ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ সবার ঈশ্বর ॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-উর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ বিরাজে ।
 তার উর্দ্ধে মনোহর শ্রীগোলোক রাজে ॥
 চতুর্ভুজ লক্ষ্মীকান্ত বৈকুণ্ঠে বিরাজে ।
 গোপসহ কৃষ্ণ রহে গোলোকের মাঝে ॥
 নন্দ ও বৃন্দাদি পারিষদ যত ।
 তারা সবে সেবা তাঁর করে অবিরত ॥
 দ্বিভুজ রাধিকাকান্ত জগতের পতি ।
 পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম অগতির গতি ॥
 সকল জীবের রূপ যিনি সারাৎসার ।
 বাসের মণ্ডলে সদা করেন বিহার ॥
 সাধু যোগী নিরন্তর করে তাঁর ধ্যান ।
 জ্যোতি তাঁর কোটি কোটি সূর্য্যের সমান ॥
 সর্ব্বমূল্যধার দেব তিনি স্বেচ্ছাময় ।
 নিত্য ব্রহ্ম সনাতন সে কারণে কয় ॥
 কোটি কামদেব জিনি মুক্তি মনোহর ।
 তরুণ কিশোররূপ শ্রীমানটবর ॥
 গীত বস্ত্র পরিধানে দ্বিভুজ নবীন ।
 বৈষ্ণবেরা এই রূপে পূজে নিশিদিন ॥
 কি কারণে আজ মম চাহ পরিচয় ।
 মম বাক্যে সব কথা বুঝ মহাশয় ॥
 বুধা আর বিবাদেরে নাহি প্রয়োজন ।
 গন্ধর্ব্বকুমারে প্রাণ করহ অর্পণ ॥
 এত বলি বিপ্ররূপী দেব জনার্দন ।
 যুগ্ম যুগ্ম হাস্ত করে অতি স্তমোহন ॥

ব্রহ্মধ্বজে সপ্তবর্ণ অখ্যাত সমাপ্ত ।

● অষ্টাদশ অধ্যায়

উপনর্হণেব পুনর্জীবনপ্রাপ্তি ।

সৌতি হুনি কহিলেন, শুন তপোধন ।
 হরির অপূর্ব্ব লীলা করিব বর্ণন ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ বিষ্ণুর মায়ায় ।
 মুগ্ধ হ'য়ে ধীরে ধীরে বিপ্রসহ যায় ॥



1. 2. 3.

4.

5.

মৃত স্বামী ক্রোড়ে লবে মালাবতী যথা ।
 বিপ্র সহ দেবগণ উপনীত তথা ॥
 কমণ্ডলু জল ব্রহ্মা করিলা সিঞ্চন ।
 হ্রমোহন কান্তি তার হইল তখন ॥
 জ্ঞান দান করে তারে শিব দয়াময় ।
 ধর্ম দিল ধর্মজ্ঞান জানিবে নিশ্চয় ॥
 ব্রাহ্মণ করিলা তারে জীবন-প্রদান ।
 অন্তঃপর কহি আমি শোন মতিমান ॥
 বহিরে দেখিয়া তার ক্ষুধাবুদ্ধি হয় ।
 কামে দেখি কামভাব জাগে সে সময় ॥
 নিখাস বহিল তার বায়ুর কুপায় ।
 সূর্যের মহিমা-বলে দৃষ্টিশক্তি পায় ॥
 বাণীর দর্শনে পায় বাক্য হুমধুর ।
 লক্ষ্মীয়ে দেখিয়া শোভা হইল প্রচুর ॥
 এইরূপে জীবদান যতাপি পাইল ।
 তথাপি জড়ের মত পড়িয়া রহিল ॥
 পরমাত্মা অধিষ্ঠান না করিল হায় ।
 জড়সম শয়ান সে রহিল শয়্যায় ॥
 ইহা দেখি মালাবতী বিষন্ন বদন ।
 কি ভাবে বাঁচিবে স্বামী ভাবে মনে মন ॥
 মালাবতী সতী তবে ব্রহ্মা-উপদেশে ।
 পরম-ঈশ্বরে স্তব করিলেন শেষে ॥
 মালাবতী কহে, যিনি পরম ঈশ্বর ।
 বাঁহার কুপায় চলে বিশ্ব চরাচর ॥
 নির্লিপ্ত হইয়া যিনি সাক্ষী সবাকার ।
 সর্বস্থানে বিরাজিত যিনি সারাংসার ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি বাঁহার সৃজন ।
 বাঁর আত্মা মানি চলে সর্বদেবগণ ॥
 দেব মনু হুনি আদি বাঁর ধ্যান করে ।
 বাঁহার মহিমা ঘোষে বিশ্ব চরাচরে ॥
 সাকার ও নিরাকার যিনি স্বেচ্ছাময় ।
 বাঁহার করুণা-বলে বরলাভ হয় ॥
 সর্বসাধার সর্বজীব সর্ব কর্ম ফল ।
 কোটি-সূর্য-সম যিনি প্রদীপ্ত উজ্জ্বল ॥

নব ঘনশ্যাম যিনি অতি মনোহর । -
 পঙ্কজ-সদৃশ বাঁর লোচন সুন্দর ॥
 পূর্ণ শশধর-রূপ অতি সুদর্শন ।
 দ্বিভুজ মুরলীধারী বিশ্ববিমোহন ॥
 পীতবাস রাধাকান্ত নবীন কিশোর ।
 ত্রীরাশবিহারী হরি গোপী-মনচোর ॥
 সঙ্গে বাঁর নিত্য রাধা, ব্রজের রাখাল ।
 শিশুরূপে রক্ষা করে কামধেনু পাল ॥
 মধুর মুরলী বাঁর গোপীমন হরে ।
 বৃন্দাবনে যেই হরি বহু লীলা করে ॥
 চতুর্ভুজ মূর্তি বাঁর বৈকুণ্ঠ-ধামেতে ।
 বিরাজেন লক্ষ্মী সদা বাঁহার বামেতে ॥
 জগৎ পালন তরে বিষ্ণুরূপ ধরে ।
 ব্রহ্মারূপে যেই হরি বিশ্বস্রষ্টি করে ॥
 শিবরূপ ধরে যেই মঙ্গল কারণ ।
 প্রতি লোমকূপে বাঁর এ বিশ্বভুবন ॥
 সবার আধার যিনি, যিনি পরাংপর ।
 সনাতন ব্রহ্মা যিনি পরম-ঈশ্বর ॥
 সাধুর হৃদয়ে যেই করে অবস্থান ।
 নিরীহ নির্লক্ষ্য যিনি জগত্তের প্রাণ ॥
 নিগুণ ঈশ্বর তিনি কে বুঝিবে তাঁরে ।
 অবলা হইয়া আমি বন্দি কি প্রকারে ॥
 অনন্ত দেবতা বাঁর অন্ত নাহি পায় ।
 ব্রহ্মাদির শক্তি নাই বাঁহার পূজায় ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী আদি বন্দিতে না পারে ।
 সেই পরাংপরে আমি বন্দি কি প্রকারে ॥
 এত বলি মালাবতী নীরব তখন ।
 মৌনভাবে অনন্তর করিলা রোদন ॥
 মালাবতী সতী সেখা কাঁদে বার বার ।
 পুনঃ পুনঃ শ্রীহরিরে করে নমস্কার ॥
 ভকত-অধীন কৃষ্ণ তুষ্ঠ হ'য়ে স্তবে ।
 গন্ধর্ব্বকুমারে প্রাণ দান করে তবে ॥
 নিরাকার পরমাত্মা কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 উপবর্হণের দেহে করে অধিষ্ঠান ॥

অবিলম্বে শয্যা ছাড়ে গন্ধর্বকুমার ।
 পূর্বমত বীণায়ন্ত্র ধরিল আবার ॥
 সম্মুখে দেখিবা বিপ্রে আর দেবগণে ।
 প্রণাম করিলা পরে আনন্দিত মনে ॥
 দিকে দিকে হ'ল যুত্ৰ ছন্দুভির নাদ ।
 পুষ্পবৃষ্টি করি সবে করে আশীর্বাদ ॥
 গন্ধর্বাদি নৃত্য করি আনন্দে মাতিল ।
 চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল ॥
 এইরূপে প্রাণ পেয়ে সে উপবহন ।
 মালাবতী সহ করে নগরে গমন ॥
 তাহাদের মুখচন্দ্র করি দরশন ।
 পুরবাসী সবে হৈল আনন্দে মগন ॥
 পতিসহ মালাবতী আসিয়া নগরে ।
 ব্রহ্মগণেরে ভোজ দিলা প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 দীন দুঃখী জনে ধন করে বিতরণ ।
 বেদপাঠ আরস্তিল যত দেবগণ ॥
 করিলা মঙ্গল কার্য আর মহোৎসব ।
 হরিসংকীৰ্ত্তন সহ করে তাঁর স্তব ॥
 অনন্তর দেবগণ আর জনার্দন ।
 আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥
 হে শৌনক, যেই জন প্রফুল্ল অন্তরে ।
 পূজার সময় এই স্তব পাঠ করে ॥
 সেবা-অধিকার পেয়ে হরিভক্ত হব ।
 চতুর্বর্গ ফল লাভ করিবে নিশ্চয় ॥
 বিদ্যার্থীবা বিদ্যা লভে, ধনাথীরা ধন ।
 ভাৰ্য্যার্থীরা ভাৰ্য্যা পায় মনের মতন ॥
 পুত্রকামী পুত্ররত্ন লভিবে নিশ্চয় ।
 যশঃপ্রার্থী যশ পায় নাহিক সংশয় ॥
 রাজ্যপ্রাপ্ত হয় যেই রাজ্য ফিরে পায় ।
 রোগমুক্ত হয় রোগী স্তব মহিমায় ॥
 ভীতজন ভয় হ'তে পায় পরিত্রাণ ।
 সমস্ত বিপদ মাঝে লভবে কল্যাণ ॥
 জগৎ-শরণ হরি বাহ্যকল্পতরু ।
 তাঁরি নাম করে গান শিষ্যসহ শুক ॥

এ ভব জলধি পার হইবেক যদি ।
 হরিনাম কর সার, জপ নিরবধি ॥

ব্রহ্মণ্ডে অষ্টাদশ অব্যায় সমাপ্ত ।

● উনবিংশ অধ্যায়

উপবহণেব মুহূর্ত্ত ও শূদ্রবংশে পুনবাব
জন্মগ্রহণ ।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন ঋষিগণ ।
 মালাবতী এইরূপে পেয়ে পতিধন ॥
 স্বামীর সেবায় সতী রহে অনিবার ।
 বহুকাল স্বামী সহ করিলা বিহার ॥
 এইরূপে বহুকাল করিয়া যাপন ।
 কৃষ্ণমন্ত্র কথা সতী করায় স্মরণ ॥
 বশিষ্ঠের দত্ত মন্ত্র নাহি ছিল মনে ।
 স্বামীরে সে মন্ত্র সতী কহে সেই ক্ষণে ॥
 গন্ধর্বকুমার পুনঃ আনন্দিত মনে ।
 রাজ্যমুখ ভোগ করে গন্ধর্বভবনে ॥
 পত্নী তার যত ছিল আসিলা আবার ।
 মহানন্দে বাস করে গন্ধর্বকুমার ॥
 কৃষ্ণস্তব কৃষ্ণমন্ত্র কবচ অর্চনা ।
 পতিরে করায় তবে গন্ধর্ব ললনা ॥
 পুঙ্করেতে যবে বাস করিলা দুজন ।
 বশিষ্ঠ দিলেন মন্ত্র, হৈল বিশ্বরণ ॥
 হরিমন্ত্র শিবমন্ত্র দিবাছিল কানে ।
 শিবমন্ত্র কথা আর না আসে স্মরণে ॥
 তা' দেখি বশিষ্ঠদেব আসিলা তথায় ।
 দম্পতিরে মন্ত্র দান করে পুনরায় ॥
 সৌতি কহে যেই স্তব করে মালাবতী ।
 তাহাই বশিষ্ঠদত্ত স্তববিদ্যে অতি ॥
 হরির কবচ কথা শুন শুন মুনি ।
 সবার প্রথমে আমি পিতৃমুখে শুনি ॥
 এ কবচ গোপীকান্ত কৃষ্ণভগবান ।
 ব্রহ্মা আর ধর্ম্মরাজে করিলেন দান ॥

হরির কবচ ইহা স্তূর্ণভ অতি ।
 ইহাতে বিরাজ করে হরিসম জ্যোতিঃ ॥
 সৌতি কহে, হে শৌনক, করহ শ্রবণ ।
 মহেশের স্তোত্র আজি করিব কীর্তন ॥
 নীল ও লোহিত যিনি দেবের প্রধান ।
 যোগীর ঈশ্বর যিনি, যিনি ভগবান ॥
 তাঁহারে বন্দনা করি তিনি সনাতন ।
 আনন্দস্বরূপ তিনি জ্ঞানের কারণ ॥
 তপস্যার বীজ তিনি করুণা-সাগর ।
 মুক্তির কারণ তিনি, তিনি পরাৎপর ॥
 ভক্তবাঞ্ছাকরুণ অনন্ত হৃদয় ।
 ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ রূপ তিনি পরম-ঈশ্বর ॥
 সর্বস্থানে ব্যাপ্ত তিনি সর্বশক্তিমান্ ।
 বাক্যের অতীত তিনি অনন্ত মহান্ ॥
 রূষত বাহন তাঁর, নিত্য দিগম্বর ।
 ত্রিগুণ পট্টধারী ত্রীচন্দ্রশেখর ॥
 দুর্বাসা ও বাণবাজ, তারা অবিরাম ।
 এই স্তোত্রে শঙ্করেরে করিত প্রণাম ॥
 এই স্তোত্র যেরা পাঠ করে একমনে ।
 তীর্থস্থান ফলভাগী হয় সে ভুবনে ॥
 সর্বরোগ দূর হয়, পুত্রলাভ হয় ।
 সর্বকার্যে জরী হয়, নাহি যত্নভয় ॥
 রাজ্যভক্তি রাজ্য পায় করিলে শ্রবণ ।
 নরক-ধন ফিরে পায় ওহে তপোধন ॥
 ভাৰ্য্যাহীন ভাৰ্য্যা পায় বৃদ্ধি লাভ হয় ।
 সুখভোগ হই তার সকল সময় ॥
 এই স্তোত্র যেই জন করিবে শ্রবণ ।
 শিবলোকে সেই জন করিবে গমন ॥

ব্রহ্মখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● বিংশ অধ্যায়

উপবর্ধণেব মৃত্যু ও শূদ্র্যোনিতে জন্ম ।

সৌতি কহে, অনন্তর গন্ধর্বকুমার ।
 পত্নীগণ সহ রহে আনন্দে অপার ॥
 বৃদ্ধ রাজা বহুবিধ পুণ্য কাজ করে ।
 পত্নাসহ বাস করে শ্রীকুল-অন্তরে ॥
 অবশেষে বৃদ্ধ রাজা ত্যজিল জীবন ।
 পত্নীসহ করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 যথাবিধি শ্রাদ্ধ করি উপবর্ধণ ।
 ব্রাহ্মণেরে করিলেন ধন বিতরণ ॥
 ব্রহ্মশাপ হেতু শেষে গন্ধর্বনন্দন ।
 হে শৌনক, যথাকালে ত্যজিল জীবন ॥
 ব্রাহ্মণ-গুরুরে আর শূদ্রের উদরে ।
 গন্ধর্বকুমার শেষে জন্ম লাভ করে ॥
 পতির মরণ হেরি দেবী মালাবতী ।
 জীবন বিফল ভাবে, পতিভ্রতা সতী ॥
 পুত্রর তীর্থেতে চিত্তা করিধা স্থাপন ।
 অনলে আছতি দেয় আপন জীবন ॥
 অনলে যখন সতী ত্যজিল জীবন ।
 এক বাঞ্ছা ছিল তার মনেতে তখন ॥
 পুনর্জন্মে ইনি যেন মোর পতি হয় ।
 এই আকিঞ্চন মম, ওহে দয়াময় ॥
 একপ কামনা করি গন্ধর্বরূপসী ।
 জীবন ত্যজিল তার অনলেতে পশি ॥
 সজ্জঘরাজের পত্নী, তাহার উদরে ।
 জাতিস্মরা রূপে সতী জন্মলাভ করে ॥
 শৌনক কহিলা, কহ সৌতি মহাশয় ।
 গন্ধর্বকুমার কেন শূদ্রজন্ম লয় ॥
 সৌতি কহে, বহু পূর্বের ত্রীক্ষমিল নামে ।
 গোপরাজ ছিল এক কান্ধকুভধামে ॥
 কলাবতী পত্নী তার অতি চমৎকার ।
 সম্ভান-সন্ততি কিছু নাহি ছিল তার ॥

স্বামি-দোষে বন্দ্য্য রহে রূপবতী সতী ।
 পুত্রোভাব হেতু সদা স্নহঃখিতা অতি ॥
 কলাবতী সতী শেষে স্বামীর আজ্ঞায় ।
 কাশ্যপ মুনির কাছে বনমধ্যে যায় ॥
 পুত্রের আকাঙ্ক্ষা লয়ে করেন গমন ।
 মুনিবরে দেখিলেন আশ্রমে তখন ॥
 ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ভক্ত মুনিবর ।
 মধ্যাহ্নসূর্যের সম দীপ্তকলেবর ॥
 তাঁহারে দেখিয়া সতী করি নমস্কার ।
 প্রতীক্ষায় রহিলেন সন্মুখেতে তাঁর ॥
 কৃষ্ণপরাযণ মুনি ধ্যান ভাঙ্গি শেষে ।
 স্তম্ভরীয়ে দেখিলেন মনোহর বেশে ॥
 স্তম্ভর চম্পকসম দেহলতা তার ।
 শারদপঙ্কজ তুল্য অঁখি চমৎকার ॥
 সূচারু কঙ্কল শোভে নখনে তাহার ।
 সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু মরি কি বাহার ॥
 অলক্ত রঞ্জিত আছে উভয় চরণে ।
 কিবা সে অপূর্ব গতি তাহার চলনে ॥
 রত্নবিভূষিত অঙ্গ নিতম্ব বিশাল ।
 শোভন বর্তল স্তন স্তম্ভর কপাল ॥
 যুগ্ম যুগ্ম হাসে নারী আরক্ত নয়ন ।
 গীত বস্ত্রে শোভা তার বিশ্ববিমোহন ॥
 কিবা রূপ অপরূপ অতি মনোরম ।
 উর্ধ্বশী বলিয়া তারে হয় বুঝি ভ্রম ॥
 জিজ্ঞাসিলা মুনিবর কেবা তুমি নারী ।
 কার পত্নী কিবা চাহ কহ তাড়াতাড়ি ॥
 বারনারী বলি তোমা হইতেছে মনে ।
 শীঘ্র কহ কেবা তুমি, হেথা কি কারণে ॥
 মুনির এতেক বাক্য করিবা শ্রবণ ।
 ভীতমনে কলাবতী কহিল তখন ॥
 গোপের দুহিতা আমি নাম কলাবতী ।
 দ্রুমিল আমার পতি, ওহে মহামতি ॥
 পুত্রার্থিনী হ'য়ে আমি আসিনু হেথায় ।
 কৃপা করি পুঞ্জদান করহ আশায় ॥

সবাই হৈতে বিজ্ঞ তুমি ওহে তপোধন ।
 আমার মনের বাঞ্ছা করহ পূরণ ॥
 পাশে আসে ঘেই নারী কামলালসার ।
 প্রত্যাখ্যান করা নহে উচিত তাহার ॥
 সর্বভোজী অয়িরূপী তেজস্বী বাঁহার ।
 দোষ নাহি তাঁহাদের পবিত্র তাঁহার ॥
 বিজ্ঞতম তুমি অতি কৃষ্ণপরাযণ ।
 মম-সতীধর্ম্য নাশ না হবে কখন ॥
 স্বামী আজ্ঞা লয়ে আজ আসিযাছি আমি ।
 কামবাণে ব্যাকুলিতা জান অন্তর্মামী ॥
 নিবেদন করি তাই পুত্র কর দান ।
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে করিব প্রস্থান ॥
 গোপকন্তাবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ মুনিবর ।
 ধনু ধনু করি তাঁর কাঁপে ওষ্ঠাধর ॥
 অনন্তর ক্রোধভরে মুনি মহাশয় ।
 কহিলেন রূঢ় ভাষা কটু অন্তিম ॥
 পাণ্ডুরঙ্গী নারী তুই আমারে ছলিতে ।
 হেথা আসি কামবাক্য চাহিস কহিতে ॥
 রহিয়াছে এক পতি যখন তোমার ।
 অস্ত্রে লয়ে কেন তবে কর পাপাচার ॥
 যেই মৃৎ নিজ লক্ষ্মী অস্ত্রে করে দান ।
 তার গৃহ লক্ষ্মীদেবী ত্যাগ করি যান ॥
 স্ব-ইচ্ছায় পতি যদি পরিত্যাগ করে ।
 পুনরায় পত্নীরূপে না লইবে ঘরে ॥
 ব্রাহ্মণ হইয়া যেই মদনে মাতিয়া ।
 শূদ্রেপত্নী ভোগ করে জ্ঞানানু হইয়া ॥
 বিপ্র কর্মে অধিকার নাহি থাকে তার ।
 নরকেতে বহু ক্লেশ পায় অনিবার ॥
 যাগযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে দেবতা-অর্চনে ।
 অধিকারী নহে সেই এই জিহুবনে ॥
 কত যে তাহার পাপ করিনু বর্ণন ।
 দ্বিজমধ্যে হয় সেই চণ্ডাল মতন ॥
 অতএব মম বাক্য শুন কলাবতী ।
 গৃহে ফিবে একমনে ভজ নিজ পতি ॥

এত শুনি কলাবতী করিল রোদন ।
 কম্পিত অন্তরে বসি রহিল তখন ॥
 সহসা মেনকা দেবী সেই পথে যায় ।
 মুনি তার স্তন উরু দেখিবারে পায় ॥
 দশদিক আলোকিত মেনকা-রূপেতে ।
 সম্মুখে আপনীরে নাহি কোন মতে ॥
 কামবাণে ব্যাকুলিত হৈল মুনিবর ।
 রেতঃপাত হৈল তাঁর ভূমির উপর ॥
 লইল অমনি তাহা কলাবতী করে ।
 ব্রাহ্মণের বীর্য পান করিল সম্বরে ॥
 অতঃপর ঋষিপদে করিয়া প্রণাম ।
 কলাবতী গীতগোবিন্দ যথ নিজ ধাম ॥
 আপন আগারে সতী করিয়া গমন ।
 স্বামীর নিকটে তাহা করে নিবেদন ॥
 সতী কলাবতী মুখে শুনিয়া সকল ।
 হরষিত গৌপ ভাবে জীবন সফল ॥
 গৌপরাজ আনন্দেতে কহে সতীপ্রতি ।
 বিপ্রভেদ ধরিয়াছ তুমি পুণ্যবতী ॥
 আমার বচনে তুমি না কর সংশয় ।
 বৈষ্ণব সন্তান তব হইবে নিশ্চয় ॥
 এত বলি গৌপরাজ করিলা তর্পণ ।
 ব্রাহ্মণেরে করিলেন ধন বিতরণ ॥
 লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব গাভী দান করে ।
 দাস দাসী ধাত্ত স্বর্ণ ব্রাহ্মণে বিভরে ॥
 অনন্তর গৌপরাজ হরিপরাধণ ।
 বদরিকা আশ্রমেতে করিলা গমন ॥
 তপস্তা করিল সেখা একান্ত অন্তরে ।
 যোগাসনে বসি পরে দেহত্যাগ করে ॥
 গঙ্গাতীরে দেহ ত্যজি বৈকুণ্ঠেতে যায় ।
 হরিদাস নামে সেখা হরিদাত্ত পায় ॥
 গৌপরাজ যেই ক্ষণে ত্যজিল জীবন ।
 উচ্চৈঃস্ববে কলাবতী করিলা রোদন ॥
 ভাবিলা অগ্নিতে দিবে আপন জীবন ।
 রক্ষা তারে করিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ ॥

অনন্তর সেই বিপ্র যাতৃ-সম্বোধনে ।
 তাহারে লইয়া আসে আপন ভবনে ॥
 কালক্রমে কলাবতী কান্ধন-সমান ।
 প্রসব করিলা এক পুত্র ভাগ্যবান ॥
 অপূর্ব সৌন্দর্য্য তার স্নিগ্ধ স্রশোভন ।
 কন্দর্প-সমান রূপ ভুবনমোহন ॥
 সূর্য্যসম মহাজেজ্ঞা অতি মনোহর ।
 বদন-কমল যেন পূর্ণ শশধর ॥
 পদ্ম চক্র শোভে তার চরণ-কমলে ।
 মনোলোভা শোভা তার দুই গুণহলে ॥
 পুত্র হেরি কলাবতী শোক তেয়াগিল ।
 এতদিনে তবে পতি-বিরহ ভুলিল ॥
 দিনে দিনে বাড়ি শিশু কন্দর্প-সমান ।
 যতনে পালন করে ব্রাহ্মণ সন্তান ॥
 কলাবতী সতী রহে ব্রাহ্মণের ঘরে ।
 ব্রাহ্মণ কন্যার সম তারে জ্ঞান করে ॥
 উপবর্ধনের কথা এইখানে ইতি ।
 বৈবর্তপুরাণগীতি মনোহর অতি ॥

ব্রাহ্মণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একবিংশ অধ্যায়

নারদনামের যুগপতি ও নারদেব শাপ-বিমোচন ।
 সৌতি কহে জাতিস্মর হইল বালক ।
 মহাজ্ঞানী মহাতত্ত্ব হরি-উপাসক ॥
 পূর্বজন্মে যত মন্ত্র করিলা অভ্যাস ।
 পঞ্চম বর্ষের কালে হইল প্রকাশ ॥
 কৃষ্ণনাম গান করে নৃত্য করে সদা ।
 যথায় কৃষ্ণের নাম রহে সে সর্বদা ॥
 কৃষ্ণগুণগান শিশু যেইখানে শোনে ।
 সেইখানে অচৈতন্য হয় খনে খনে ॥
 যেখানে পুরাণপাঠ করয়ে শ্রবণ ।
 বসে থাকে সেখা শিশু হ'য়ে একমন ॥

হরির প্রতিমা গড়ে ধূলারাশি দিবা ।
 ধূলার নৈবেদ্য দেয় আনন্দে মাতিয়া ॥
 আহ্বান করিলে মাতা ভোজনের তরে ।
 বলে মাগে। যাই আমি হরিপূজা ক'রে ॥
 অনাবৃষ্টি-কালে পুত্র জন্মিল যখন ।
 ধরাধামে বৃষ্টিপাত হইল তখন ॥
 জলের অপর নাম 'নার' বলি খ্যাত ।
 এ জন্ত 'নারদ' নামে হইলা বিখ্যাত ॥
 জ্ঞানের অপর নাম হয় পুনঃ নার ।
 সমস্ত শিশুতে তাহা করিলা বিস্তার ॥
 নরদ মুনির বীৰ্য্যে জন্ম তার হয় ।
 এ জন্ত নারদ তারে সর্বজনে কয় ॥
 শৌনক কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন ।
 মুনির নরদ নাম হ'ল কি কারণ ॥
 সৌতি কহে, ত্রীকশপ ঋপুত্রক ছিল ।
 ধর্মপুত্র নর তারে এই পুত্র দিল ॥
 এ জন্ত নরদ নাম হইল তাহার ।
 শুন শুন, হে শৌনক, সংশয় কি আর ॥
 শৌনক কহিলা পুনঃ, ওহে মহামতি ।
 শুনিমু তোমার মুখে অপূর্ব ভারতী ॥
 শূদ্র জনমের পূর্বে ব্রহ্মার তনয় ।
 নারদ আখ্যান কেন ধরে মহাশয় ॥
 কৃপা করি বল তাহা তুমি দয়াময় ।
 ইহা শুনি জ্ঞানলাভ হইবে নিশ্চয় ॥
 শৌনক-বচন শুনি সৌতি মুনিবর ।
 নারদ-নামের কথা বলিতে তৎপর ॥
 সৌতি কহে কল্মাশুরে ব্রহ্মা-কণ্ঠ হতে ।
 অসংখ্য নরের জন্ম হইল জগতে ॥
 ব্রহ্মার কণ্ঠের তাই নরদ আখ্যান ।
 পুত্র এক জন্মে তাহে অতি ভক্তিমান ॥
 কণ্ঠ হৈতে জন্ম বলি নারদ আখ্যান ।
 জানিবে নিগূঢ়তত্ত্ব ওহে মতিমান ॥
 এত বলি অবশেষে সৌতি মুনিবর ।
 কলাবতীপুত্র কথা বলিতে তৎপর ॥

সৌতি কহে, হে শৌনক জ্ঞানীর প্রধান ।
 কলাবতী পালে সেই ব্রাহ্মণ-সন্তান ॥
 দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় গোপীর নন্দন ।
 গোপিকারে কল্যাণজ্ঞানে পালেন ব্রহ্মণ ॥
 এক দিন চারি জন ব্রাহ্মণ-কুমার ।
 উপনীত হইলেন ভবনে তাহার ॥
 পঞ্চমবর্ষীয় সবে দীপ্তকলেবর ।
 মহাতেজা ঠিক যেন মধ্যাহ্ন-ভাস্কর ॥
 মধুপর্ক দান করি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ।
 ভক্তিতে প্রণিপাত করিলা তখন ॥
 চারি বিপ্র ফলমূল করিলা ভোজন ।
 উচ্ছিন্ন ভোজন করে গোপিকানন্দন ॥
 অনন্তর এক বিপ্র পুলকিত-মন ।
 কৃষ্ণমস্ত্র গোপীপুত্রে করিলা অর্পণ ॥
 লইয়া মাঘের আশ্রা নারদ-বালক ।
 চারি বিপ্রসন্তানের হইল সেবক ॥
 পরম আনন্দ তার অতি কুতূহলে ।
 ব্রাহ্মণের সেবা করে নারদ কুশলে ॥
 একদিন রাত্রিকালে শিশুর জননী ।
 পথিমধ্যে সর্পাঘাতে মরিলা আপনি ॥
 মৃত্যুকালে হরিদাম করিলা স্মরণ ।
 অবিলম্বে বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন ॥
 মাতৃশোক রহে শিশু কাতর অন্তর ।
 এতদিনে মুক্তি লভে হয় স্বতন্তর ॥
 মাঘের মাঘার পাশ গলে ছিল তার ।
 দুঃখ দূরে গেল, পাশ ঘুচিল এবার ॥
 প্রভাত হইলে পরে গোপিকানন্দন ।
 দ্বিজপুত্রগণ সহ করিলা গমন ॥
 ব্রাহ্মণেরা তত্ত্বজ্ঞান করিলেন দান ।
 গঙ্গার তীরেতে শিশু করে অবস্থান ॥
 বিপ্রপুত্রগণ যবে গ্রহণ করিল ।
 জাহ্নবীর তীরে শিশু একাকী রহিল ॥
 ভীষণ অরণ্য মাঝে শিশু অবিরাম ।
 ভৃগুরোগশোকহারী জপে বিরুণাম ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহারি শিশু নিরস্তর ।
 বিমুগ্ধস্ত্র জপ করে সহস্র বৎসর ॥
 নিরাহার বিমুগ্ধস্ত্র ভাবে একমনে ।
 বিমুগ্ধ চরণপন্ন বসি যোগাসনে ॥
 সিন্ধুমন্ত্র প্রভাবেতে শক্তি বুদ্ধি পায় ।
 ধ্যানযোগে দিব্য লোক দেখিলা তথায় ॥
 দিব্য এক বালকেরে দেখে অনস্তর ।
 দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীমকলেবর ॥
 রত্নবিভূষিত অঙ্গ মনোহর অতি ।
 যুগ্ম যুগ্ম হাসি মুখে কিশোর মুরতি ॥
 গোপ গোপাঙ্গনা তাঁর চতুর্দিকে রয় ।
 ব্রহ্মা আদি স্তব করে সকল সময় ॥
 দিব্যরূপ হেরি অতি পুলকিত হয় ।
 আনন্দজলধি নীরে ভাসিল হৃদয় ॥
 সহসা কিশোর যুতি তিরোহিত হন ।
 নারদ কান্দিতে থাকে বিবর্ণ বদন ॥
 সহসা আকাশবাণী হ'ল বার বার ।
 হে বালক, এই যুতি না দেখিবে আর ॥
 দেহ-অস্ত্রে দিব্যরূপ করিবে ধারণ ।
 পুনরায় গোবিন্দে করে দর্শন ॥
 অতএব শোক ত্যজ, শাস্ত কর মতি ।
 অবশ্যই লাভ তব হবে দিব্যগতি ॥
 এত শুনি শোক ত্যজি নারদ তখন ।
 তীর্থস্থানে অবিলম্বে করিল গমন ॥
 অতঃপর তীর্থস্থানে যোগাসনে বসি ।
 নারদ ত্যজিল তনু স্বর্গের প্রত্যাশী ॥
 স্বর্গেতে হুন্মুতি বাজে পুষ্পরূপ্তি করে ।
 শাপ হ'তে শ্রীনারদ মুক্তিলাভ করে ॥

তনু ত্যাগ করি মূনি স্বর্গে যায ফিরে ।
 বিলীন হইলা পরে ব্রহ্মার শরীরে ॥
 জ্ঞান যত্ন কিছু নাই ভক্ত সবাকার ।
 আবির্ভাব তিরোভাব স্বেচ্ছাধীন তার ॥
 নরজন্মধারী যদি হরিকৃপা পায় ।
 নারদের তুল্য সেই ব্রহ্মলোকে যায ॥
 হরিভুল্য নাই কিছু এ ভবমণ্ডলে ।
 হরিগুণগান গাও অতি কুতূহলে ॥

ব্রহ্মখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বাবিংশ অধ্যায়

নাবদ্যাবি নাম-নিকজি-কখন ।

মৌতি কহে, হুনিবর, করহ প্রবণ ।
 মূনি ঋষিদের কথা করিব কীর্তন ॥
 ব্রহ্মা-কর্ত্তে জন্মিলেন মূনি-বিশারদ ।
 এই হেতু নাম তার হইল নারদ ॥
 বিধাতার চিত্ত হ'তে জন্মিলেন যিনি ।
 প্রচেষ্টা নামেতে হন হুবিখ্যাত তিনি ॥
 সর্বকর্মে দক্ষ যেই দক্ষ নাম তার ।
 দক্ষিণপার্শ্বেতে সেই জন্মিলা ব্রহ্মার ॥
 অনস্তর ছায়া (১) হ'তে জন্মিলা কর্দম ।
 মরীচি (২) মরীচি হ'তে অতি মনোরম ॥
 ক্রতু (৩) ও অঙ্গিরা (৪) জন্মে, জন্মে
 ভৃগুমুনি (৫) ॥
 জন্মিলা অরুণী (৬) হংসী (৭) মহা মহা গুণী ॥

- (১) বেদে ছায়া শব্দের প্রতিশব্দ কর্দম । (২) মরীচি—ভেজ, বিবর্ণ ।
 (৩) ক্রতু—যজ্ঞ । পূর্বজন্মে বহু যজ্ঞ সম্পাদন হেতু নাম হইল ক্রতু ।
 (৪) অঙ্গিরাঃ—অঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রধান অঙ্গ হু হইতে জাত, এবং ইবন্ শব্দের অর্থ তেজস্বী,
 হুতরাং অঙ্গ+ইবন্=অঙ্গিবন্=অঙ্গিরাঃ ।
 (৫) ভৃগু—এই শব্দের অর্থ অতি তেজস্বী ।
 (৬) অরুণী—তপত্বাঙ্গনিত তেজে অরুণ বর্ণ ।
 (৭) হংসী—বাহার যোগ হেতু যোগিগণ হংস অর্থাৎ আয়তন ।

বশিষ্ঠ (৮) ও যতি (৯) আর পুলস্ত্য (১০)

জনমে ।

অত্রি (১১) আর পঞ্চশিখ (১২) জনমিল

ক্রমে ॥

বোটু (১৩) রুচি (১৪) রুদ্র (১৫) আদি

মুনির প্রধান ।

জন্মিল ঐদীপ্ততেজে ব্রহ্মার সন্তান ॥

মায়াব মোহিত সবে ইথে ভুল নাই ।

মুনিদের মতিভ্রম হয় সর্বদাই ॥

সনক সনন্দ (১৬) আর সনৎকুমার (১৭) ।

সনাতন (১৮) চারি পুত্র বিধাতা ব্রহ্মার ॥

স্বজনের আত্মা পেয়ে করে অস্বীকার ।

অনন্তর মহাকোপ হয় বিধাতার ॥

বিধাতা ব্রহ্মার কোপে জন্মিল তখন ।

ভয়ঙ্কর দুর্নিবার তেজী রুদ্রগণ ॥

ব্রহ্মগণ্ডে দ্বাবিংশ অব্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মা-নাবদ-সংবাদ ।

সৌতি কহে, হে শৌনক, বিধাতা তখন ।

পুত্রগণে নিবোজিল করিতে স্বজন ॥

অনন্তর নারদেয়ে সৃষ্টিবাসনায় ।

কহিলেন হিতবাক্য মধুর কথায় ॥

হে নারদ, মম পার্শ্বে কর আগমন ।

তুমি মোর প্রাণ-প্রিয় দুর্লভ রতন ॥

কুলশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী অতি ধীর স্থির ।

তব জ্ঞানদীপালোকে ঘুচিবে তিমির ॥

পিতাই পরমগুরু রাখিও স্মরণে ।

বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা সম দুই জনে ॥

পিতা হ'তে শ্রেষ্ঠ তারা জ্ঞানিও নিশ্চয় ।

আমি তব পিতা গুরু সকল সময় ॥

আমি আত্মা করিতেছি করহ শ্রবণ ।

দার পরিগ্রহ তুমি কর এইক্ষণ ॥

যেইজন গুরু-আত্মা করয়ে পালন ।

পুত্র আর শিষ্য সেই মনের মতন ॥

গুরু-আত্মা মানে যেই, সেই পুণ্যবান্ ।

যথার্থ পণ্ডিত সেই জ্ঞানীর প্রধান ॥

সমস্ত আত্মমী মধ্যে গৃহস্থ প্রধান ।

তপের প্রভাবে লভে পত্নী ও সন্তান ॥

যে গৃহস্থ নিজধর্ম করেন পালন ।

জীবনেই মুক্ত তিনি চিরস্থখী হন ॥

এত বলি ব্রহ্মাদেব নীরব যখন ।

শুষ্ককণ্ঠে শ্রীনারদ কহিলা তখন ॥

নারদ কহিলা, পিতা, করহ স্মরণ ।

তব অভিশাপে মম হইল পতন ॥

পিতাপুত্র একবার বিরোধ করিয়া ।

লভিয়াছি কত দুঃখ দেখহ ভাবিয়া ॥

শূদ্রের যোনিতে মোর জন্ম লাভ হয় ।

তুমিও আমার শাপে পূজনীয় নয় ॥

কালক্রমে মম শাপ হইল মোচন ।

তুমি শাপমুক্ত হবে করহ শ্রবণ ॥

(৮) বশিষ্ঠ—সর্দাপেক্ষা বঙ্গী ।

(৯) যতি—তপস্ত্যাব বাহাব সর্দার বহু ।

(১০) পুলস্ত্য—বেদে পুন্স শব্দের অর্থ তপস্ত্য, তাহা হইতে পুলস্ত্য ।

(১১) অত্রি—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে ত্রিবিধু আছেন, তাহাদের প্রতি বাহাব ভক্তি সমান ।

(১২) পঞ্চশিখ—তপঃপ্রভাবে উদ্ভূত পাঁচটি বহির্শিখাসদৃশ জটা বাহাব মন্তকে বিধাজ্ঞান ।

(১৩) বোটু—স্বয়ং তপস্ত্য অর্জুনকাবী ও পবেষ অস্ত্র বহনকাবী ।

(১৪) রুচি—তপস্ত্যাব বাহাব রুচি আছে ।

(১৫) বদ্র—কোপকালে উদ্ভূত এবং বোধনকাবী বলিয়া বদ্র ।

(১৬) সনক, সনন্দ—আনন্দদায়ক ।

(১৭) সনৎকুমার—সনৎ (নিত্য) কুমার (শিশু) ।

(১৮) সনাতন—সনাতন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরাবণ ও ভৎসম বলিয়া ।

আরবার হেন কার্যে না কর আদেশ ।
 জীবের কুকর্মে বাহা, জান ত' বিশেষ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মতি যার রয় ।
 উপযুক্ত পিতা গুরু বন্ধু সেই হয় ॥
 প্রকৃত ঈশ্বরতুল্য সেই জন হয় ।
 কি আর বলিব তুমি জানহ নিশ্চয় ॥
 যে শিশু অজ্ঞতাবশে কুপথেতে যায় ।
 উপদেশ-দানে পিতা তাহারে ফিরায়ে ॥
 কৃষ্ণভক্তি যেই জন পুত্রে না শিখায় ।
 অপকর্মে করে সেই ভুল নাহি তায় ॥
 অতএব শোন পিতা করি নিবেদন ।
 হেন আজ্ঞা মম প্রতি না কর কখন ॥
 দারপরিগ্রহ শুধু দুঃখের কারণ ।
 ভক্তি যুক্তি জপ তপ হয় বিনাশন ॥
 বিবাহ করিলে কভু স্বথ নাহি হয় ।
 গৃহিণী দুঃখ পায় সকল সময় ॥
 তিনপ্রকারের পত্নী আছে ধরাধামে ।
 সতী-সাম্বী ভোগ্যানারী আর বেষ্টা নামে ॥
 সকলেই স্বার্থপর, সাম্বী যেই জন ।
 পরকাল-ভয়ে রাখে স্বামিপদে মন ॥
 ভোগ্যানারী যেই জন কামের কারণ ।
 আপন স্বামীর সেবা করে সর্বকণ ॥
 যতদিন স্বামী দেয় বস্ত্র অলঙ্কার ।
 ততদিন স্বামিপদে ভক্তি থাকে তার ॥
 কুলটা যে নারী সেই কুলের অঙ্গার ।
 কপটতা সহ পতি সেবে অনিবার ॥
 কামাতুরা সর্বকণ সে নারী অসতী ।
 সন্ধান করিয়া ফেরে নিত্য উপপতি ॥
 যেই গৃহ কুলটারে করিবে বিশ্বাস ।
 জীবন নিশ্চল হবে, হবে সর্বনাশ ॥
 জিবিধ নারীর গুণ করিলু কীর্তন-।
 পণ্ডিত বুঝিতে নারে ইহাদের মন ॥
 কপট নারীর মন কে বুঝিতে পারে ।
 আত্মারাম পণ্ডিতেরা নারে বুঝিবারে ॥

অন্তর ক্ষুরের ধার, বদন স্নন্দর ।
 স্বেদাসম বাক্য কহে অতি মনোহর ॥
 ক্রোধের সময় করে বিধের উদ্গার ।
 যে জন বিশ্বাস করে, সর্বনাশ তার ॥
 পুরুষ হইতে বেশী আটপুণ কাম ।
 দ্বিগুণ আহার নারী করে অবিরাম ॥
 চতুগুণ নিষ্ঠুরতা, ছয়গুণ রাগ ।
 কেমনে বিশ্বাস করি শুন মহাভাগ ॥
 রমণী সে বিষ্ঠামূত্র ক্রোধের আধার ।
 স্বথ-সম্ভাবনা তাতে কিবা আছে আর ॥
 রমণীলভ্যাগে হয় শরীর অবশ ।
 তেজ শক্তি নষ্ট হয়, লুপ্ত হয় যশ ॥
 নারী সহ যেই করে অধিক প্রণয় ।
 পৌরুষ বিনষ্ট হয়, হয় ধনক্ষয় ॥
 পতি যবে হয় বৃদ্ধ রোগী বা নির্ধন ।
 দৃষ্টিপাত কভু নাহি করে নারীগণ ॥
 স্ত্রীচরিত্রে কহিলাম জ্ঞান অনুসারে ।
 সমস্ত বিদিত তব আছে এ সংসারে ॥
 হে প্রভু হে দয়াময় করি নিবেদন ।
 দায় হ'তে যুক্ত মোরে কর এইক্ষণ ॥
 অবোধ সম্ভান আমি কুপার আধার ।
 আমারে না আজ্ঞা কর সর্বগুণাধার ॥
 প্রণাম করিয়া পরে নারদ তখন ।
 যুক্তকরে ব্রহ্মাপদে করে নিবেদন ॥
 হে পিতা হে কল্পতরু প্রজাপতি হরি ।
 তব কাছে কৃষ্ণভক্তি আজি ভিক্ষা কবি ॥
 এইরূপ নিবেদিয়া নারদ তখন ।
 প্রদক্ষিণ করে তাঁরে ভক্তিবৃত্ত মন ॥
 কমা চাহে ভিক্ষা চাহে নারদ স্বেজন ।
 তপস্বী করিতে যাবে নির্জন কানন ॥
 প্রদক্ষিণ-শেষে যবে বিদায় মাগিল ।
 উচ্চকণ্ঠে ব্রহ্মা তবে কঁদিতে লাগিল ॥
 বকে চাপি নারদেরে করি আলিঙ্গন ।
 পুনঃপুনঃ করে তার বদন চুম্বন ॥

যোগিগণ ধীরে ধ্যায়, ব্রহ্ম-সনাতন ।
 মায়ার আচ্ছন্ন হ'ল সন্তানকারণ ॥
 সংসার মায়ার ধাম অতীব জটিল ।
 তা হ'তে মুক্তির পথ নাহি এক তিল ॥
 কেহ যদি কৃষ্ণপদ ভজে ভক্তিভরে ।
 তাঁহার কৃপায় সেই মুক্তিলাভ করে ॥
 তনয়-বিচ্ছেদ-শোকে হইয়া কাতর ।
 সম্বোধিয়া নারদেরে কহে অনন্তর ॥

ব্রহ্ম৭৬৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্বিংশ অধ্যায়

নাবদেব প্রতি ব্রহ্মাব উপদেশ । -

ব্রহ্মা কহে সংসারের কিবা প্রয়োজন ।
 তপস্যার লাগি তুমি করহ গমন ॥
 কৃষ্ণের স্বরূপ আর তত্ত্ব জানিবারে ।
 শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যাই গোলোক-মাঝারে ॥
 সনক, সনন্দ, যতি, সনৎকুমার ।
 হংসী, বোচু, অরুণী ও পঞ্চশিখ আর ॥
 সনাতন এই মোর পুত্র নব জন ।
 তপস্বী হইয়া গেল বৈরাগ্যকারণ ॥
 প্রয়োজন কিবা আর আমার সংসারে ।
 কৃষ্ণপদ ভাবি গিয়া একান্ত অন্তরে ॥
 অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরাদি পুত্র সমুদয় ।
 ইহার কেবল মাত্র আশ্চাকারী হয় ॥
 যখন তাদের আমি কোন আশ্চা করি ।
 তখন পালন করে কিছু না বিচারি ॥
 বিবেকী অব্যয় মোর অশ্রু পুত্রগণ ।
 সংসার-কার্য্যেতে মোর নাহি প্রয়োজন ॥
 চতুর্ধর্গ ফলপ্রদ বেদের সম্মত ।
 মঙ্গলজনক আর পরম্পরাগত ॥
 এইকপ হিতবাক্য কহিব এখন ।
 প্রাণপ্রিয় বৎস মোর করহ শ্রবণ ॥

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাহে বৃদ্ধগণ ।
 বেদে চতুর্ধর্গ বলি যাহার গণন ॥
 বেদের বিহিত যাহা ধর্ম তারে কব ।
 ব্রাহ্মণেরা বেদ মানে সকল সময় ॥
 বেদের বিহিত সূত্র করিয়া ধারণ ।
 ব্রাহ্মণেরা করে সবে বেদ-অধ্যয়ন ॥
 ব্রহ্মার্চ্য পালে সদা গুরুগৃহে বাস ।
 শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গুরুর সকাশ ॥
 যথাবিধি অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে ।
 গুরুকে দক্ষিণা দিয়া তুষিবে সকলে ॥
 গুরুর আদেশ লৈয়া ব্রাহ্মণকুমার ।
 স্বগৃহে ফিরিয়া আসে মানিয়া আচার ॥
 যথাকালে করিবেক বিবাহ সমাধা ।
 নিশ্চিত জানিবে ইথে শাস্ত্রে নাহি বাধা ॥
 সংকুলসম্ভূতা কছা স্ত্রবিনীতা অতি ।
 ব্রহ্মা ভক্তি সদা তার থাকে স্বামী প্রতি ॥
 সতীশাস্বী হয় যারা এ ভবসংসারে ।
 একমনে পতিসেবা নিরন্তর করে ॥
 উচ্চ-বংশে জন্ম যার স্ত্রবিনীতা হয় ।
 দুর্বিনীতা নহে কভু জানিও নিশ্চয় ॥
 মহান হৃদয় তার, মহা অনুভব ।
 মণির আকরে কাচ কিরূপে সম্ভব ॥
 নীচ বংশে জন্ম যার দুর্বিনীতা অতি ।
 স্বতন্ত্র হইয়া থাকে সর্ব-কর্ম্ম প্রতি ॥
 সকল কামিনী কিন্তু ছুটা নাহি হয় ।
 লক্ষ্মী-অংশে জন্মে তারা শাস্ত্রে ইহা কব ॥
 যাহারা কুলটা নারী নীচ বংশ যার ।
 তাহারাই অংশ সব স্বর্গের বেষ্টিার ॥
 সতী সহবাসে হয় স্নেহ অতিশয় ।
 অসতীরা সহবাসে যাতনা নিশ্চয় ॥
 যদ্যপি অনেক গুণ স্বামিগণ ধরে ।
 কুলটা নারীরা সদা পতিনিন্দা করে ॥
 এ জন্ত পণ্ডিতগণ মনের মতন ।
 উচ্চ-বংশ-জাতা কছা করেন গ্রহণ ॥

তার গর্ভে উৎপাদন করিয়া সন্তান ।
 বৃদ্ধকালে তপস্শ্রম অরণ্যেতে বান ॥
 কণ্টক অথবা অগ্নি কিংবা সর্পস্বথ ।
 তাহা হ'তে ভয়াবহ রমণী দুস্থস্বথ ॥
 তথাপি রমণী-নিন্দা উচিত না হয় ।
 লক্ষ্মী-অংশে জন্মে তারা শাস্ত্রে ইহা কয় ॥
 এখন আমার কথা শুনহ নন্দন ।
 দক্ষিণা আমারে তুমি করহ অর্পণ ॥
 করিয়াছ ময় পাশে বেদ অধ্যয়ন ।
 এই হেতু আমি চাহি দক্ষিণা এখন ॥
 অশ্রু কোন দক্ষিণাতে নাহি প্রয়োজন ।
 আমার বচনে কর রমণী গ্রহণ ॥
 আগের জন্মের কথা আছে ত স্মরণ ।
 সেই রমণীয়ে পুনঃ করহ গ্রহণ ॥
 তব পত্নী মালাবতী উচ্চ-বংশ তার ।
 স্নেহের গৃহে সতী জন্মিল আবার ॥
 রত্নমালা নাম কহা করিল ধারণ ।
 তব লাগি তপ জপ করে সর্বক্ষণ ॥
 লক্ষ্মী-অংশ-রূপা কহা অতি হৃদর্শন ।
 যে নারদ, তারে তুমি করহ গ্রহণ ॥
 সর্ব অগ্রে গৃহী হওয়া উচিত সবার ।
 বানপ্রস্থ ধর্ম হয় পরেতে তাহার ॥
 বৈষ্ণবের হরি-পূজা বেদের বিহিত ।
 গৃহে থাকি কৃষ্ণপূজা তোমার উচিত ॥
 অন্তরে বাহিরে যার হরি বিদ্যমান ।
 এ জগতে কেহ নহে তাহার সমান ॥
 হে বৎস, আমার বাক্য করহ পালন ।
 গৃহী হ'য়ে হরিসেবা কর অনুক্ষণ ॥
 গৃহস্থ সর্বদা স্থখী গৃহ তার প্রিয় ।
 রমণী-সন্তোগ স্থখ অনির্বচনীয় ॥
 নারীসঙ্গ পুরুষের অতি বাঞ্ছনীয় ।
 তাহার সমান নহে স্বর্গস্থ প্রিয় ॥
 কান্তার সমান প্রিয় কেহ নহে আর ।
 এই অশ্রু প্রিয়ার নাম হইবাছে তার ॥

ভার্য্যা প্রয়োজন হয় পুত্রের কারণ ।
 ভার্য্যা হ'তে পুত্র প্রিয় শাস্ত্রের বচন ॥
 পুত্র হ'তে পরাজয় পিতা ইচ্ছা করে ।
 আত্মা হ'তে পুত্র প্রিয় জানিও অন্তরে ॥
 হে শৌনক, এত কহি ব্রহ্মা মৌনী হব ।
 অনন্তর জ্ঞানিষ্মেষ্ঠ শ্রীনারদ কয় ॥
 পিতা তুমি জ্ঞানিষ্মেষ্ঠ জগৎ-কারণ ।
 কি কব তোমারে আমি অতি অভাজন ॥
 বেদাদি যতক শাস্ত্র তোমার বিদিত ।
 ভালমন্দ দোষগুণ হিত কি অহিত ॥
 তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক ধরায় ।
 তবে কেন ফেলিতেছ আমারে এ দায় ॥
 ত্রিভুবনে নাহি বন্ধু পিতার সমান ।
 পুত্রেরে দেখায় সত্যপথের সন্ধান ॥
 হরিভক্তি পথ হৈতে পুত্রে আকর্ষণ ।
 জ্ঞানবান পিতার কি উচিত কখন ॥
 জলের বৃদ্ধদশম নখর সংসার ।
 যেরূপ জলের রেখা বিশ্ব সে প্রকার ॥
 হরিসেবা ত্যাগ করি সংসারী যে হয় ।
 জীবন নিষ্ফল তার জানি মহাশয় ॥
 এ ভবসমুদ্রে-মাঝে কে কার আপন ।
 কেবা ভার্য্যা কেবা পুত্র কেবা বন্ধুজন ॥
 যেই পিতা পুত্রগণে হৃ-পথে চালায় ।
 তাঁহারেই মিত্র আর গুরু বলা যায় ॥
 সৎপথে যেই পিতা পুত্রকে চালায় ।
 সেই ত প্রকৃত পিতা মনেহ কি ভায় ॥
 পিতৃরূপে মিত্র যিনি আদেশ তাঁহার ।
 সর্বদাই পালিবেক না করি বিচার ॥
 অভাব নিবেদন তোমার চরণে ।
 ঐদৃশ্য উচিত নহে পিতার বচনে ॥
 পিতার আদেশ যেই না করে পালন ।
 অবশ্যই নরকেতে তাহার গমন ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করি হুম্মিশ্রিত ।
 আমার মনের কথা বলিব হে পিতঃ ॥

তব আজ্ঞা শিরে ধরি বিবাহ করিব ।
 তার পূর্বের নারায়ণে সব জানাইব ॥
 সে কারণে যেতে আমি চাহি তাঁর ঠাই ।
 অতএব আজ্ঞা মোরে কর হে গৌসাই ॥
 নারায়ণ-মুখে কথা শুনি তারপর ।
 পত্নীরে গ্রহণ আমি করিব সত্বর ॥
 নারদ পিতারে যবে এই কথা কয় ।
 তখন তাহার শিরে পুষ্পবৃষ্টি হয় ॥
 নারদ কহিলা পুনঃ কণকাল পরে ।
 কৃপা করি কৃষ্ণমন্ত্র দান কর মোরে ॥
 যাহাতে কৃষ্ণের আছে গুণের বর্ণনা ।
 সেই জ্ঞান দান করি প্রাণ বাসনা ॥
 বিবাহ করিব আমি তব শ্রীতি লাগি ।
 তার পূর্বের কৃষ্ণমন্ত্র ভিক্ষা আমি মাগি ॥
 নারদের বাক্য শুনি প্রজাপতি কয় ।
 পিতা বা পতির মন্ত্র গ্রহণীয় নয় ॥
 মন্ত্র, গুরু, পতি, নারী, বিদ্যা, স্থত, ভঘ ।
 আপন ইচ্ছায় লাভ করু নাহি হয় ॥
 নিয়তির খেলা সব তাহারই বিধান ।
 শিবের নিকটে ভূমি করহ প্রস্থান ॥
 পূর্বজনমের গুরু শিব মহেশ্বর ।
 মঙ্গলদায়ক শাস্ত্র ভোলা দিগম্বর ॥
 সর্বধোগিগুরু তিনি, তিনি ভগবান্ ।
 তাঁর কাছে লাভ কর কৃষ্ণমন্ত্র-জ্ঞান ॥
 নারায়ণ-কথা শুনি কৃষ্ণমন্ত্র নিবা ।
 অতীশ্রী মম পাশে আসিবে ফিরিয়া ॥
 নারদ শুনিবা এই ব্রহ্মার বচন ।
 হৃদয়চিন্তে শিবলোকে করিলা গমন ॥
 ব্রহ্মা সহ নারদের
 আলাপন তাহাদের
 যেবা শোনে হইবে একমন ।
 শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাব
 ভক্তিভ্রষ্টা নাহি পার
 তার হয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥

পঞ্চমুখে পঞ্চানন
 নাহি করু বিশ্বরূপ
 অবিরাম জপে তাঁর নাম ।
 কি ছার কৈলাসপুরী
 অমৃতের কি মাধুরী
 সিদ্ধ যার হয় মনস্কাম ॥
 অনিত্য সংসারে যারা
 সর্ব কণ মায়া ঘেরা
 মুক্তি তবে যার প্রাণ কাঁদে ।
 শ্রীহরির নাম শুধু
 বিলাহিতে পারে মধু
 মুক্তি পায় সংসারের কাঁদে ॥
 দিবানিশি যেই জন
 কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ
 জীবনের ধ্যান বলি মানে ।
 তার নাই কোন ভয় ।
 সর্বত্র তাহার জয়
 কৃষ্ণ তারে লয় নিজহানে ॥
 ব্রহ্মধনু চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চবিংশ অধ্যায়

কৈলাস ভবনে শিবের নিকট নারদের
 গমন ও কথোপকথন ।

সৌতি মূনি কহিলেন, শুন ঋষিগণ ।
 দেবর্ষি নারদ যান শিবের সদন ॥
 ধ্রুবলোক হ'তে উর্দ্ধে অনেক যোজন ।
 বলমূল করে সদা শিবের ভবন ॥
 বিচিত্র আশ্রয় ইহা শূন্যমার্গে রয় ।
 যোগবলে চিরদীপ্ত সকল সময় ॥
 চন্দ্র সূর্য নাহি সেখা শুন দ্বিজবর ।
 চিরোজ্জ্বল হতাশন জ্বলে নিরন্তর ॥
 মণি-মুক্তা-বিরাজিত অতি স্তম্ভোদন ।
 স্বপ্নযোগে বিশ্বকর্মা না করে চিস্তন ॥

শূন্যভরে অবস্থিত কৈলাস ভবন ।
 বিবিধ বিচিত্র গৃহ অতি সুশোভন ॥
 আশুতোষ মহাদেব শিব ভগবান্ ।
 যোগবলে শূন্যভরে করে অবস্থান ॥
 যোগী মুনি ঋষি আদি একান্ত অন্তরে ।
 সাধনভঞ্জে রত কৈলাস নগরে ॥
 কত লক্ষ ক্রোশ হয় আকার তাহার ।
 কত কোটি গৃহ সেখা স্থথের আগার ॥
 মনোহর দ্রব্য কত হীরক-খচিত ।
 সৌন্দর্যের স্বর্গধাম জগতে বিদিত ॥
 কৈলাস ভবনে আছে শৈব কত শত
 মৰ্মরূপ তারা থাকে উপাসনারত ॥
 শিবের সেবক যারা অতি ফুল মনে ।
 কল্পকাল ধরি থাকে শিবের সমনে ॥
 শতকোটি লক্ষ নর সিদ্ধি লাভ করি ।
 শিবলোকে বাস করে-কল্প কাল ধরি ॥
 তিন লক্ষ ভৈরবেরা অতি ভয়ঙ্কর ।
 বাস করে শিবলোকে প্রফুল্ল অন্তর ॥
 চতুর্লক্ষ শত ক্ষেত্রে রহে বিচরমান ।
 মন্দার প্রভৃতি পুষ্পে রম্য সেই স্থান ॥
 কুহ্মণিত পারিজাত পাদপ নিকর ।
 কৈলাস বেড়িয়া আছে অতি মনোহর ॥
 বহু মনোরম বৃক্ষ শিবলোক-মাঝে ।
 মনোহর কামধেনু সেখায় বিরাজে ॥
 রোগ শোক জরা মৃত্যু কোনো কিছু নাই ।
 শিব-গুণগান সব করিছে সদাই ॥
 কৈলাস ভবনে আসি নারদ উদয় ।
 তাহার ঐশ্বর্যে জাগে অপার বিস্ময় ॥
 কণেক চিন্তিয়া মনে হইলেন স্থির ।
 সৃষ্টির বিচিত্র লীলা রয়েছে বিধির ॥
 চারিদিকে শোভারানি করি নিরীক্ষণ ।
 রাস্তা নারদের হয় পুলকিত মন ॥
 কৈলাস সমান আর নাহি কোন স্থান ।
 নারদ বৃষিল ইহা দেবের বিধান ॥

ধীরে ধীরে অগ্রসরি নারদপ্রবর ।
 গমন করেন যেথা আছেন শঙ্কর ॥
 দূর হ'তে মহেশ্বরে দেখিলা নারদ ।
 মনোহর শাস্তরূপ অতি প্রীতিপ্রদ ॥
 চন্দ্রতুল্য পঞ্চানন অতি সুনির্মল ।
 জটাজুটে গঙ্গা-ধারা বরে অবিরল ॥
 ললাটে চন্দ্রমা শোভে দিগম্বর বেশ ।
 অনন্ত অক্ষয় তিনি শিব পরমেশ ॥
 পদ্মবীজ মালা করে ধরে অরিরাম ।
 মহানন্দে জপিছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম ॥
 নীলকণ্ঠ সিদ্ধেশ্বর ভূজঙ্গ-মণ্ডিত ।
 সহাস্রাবদন সদা জটায় শোভিত ॥
 আশুতোষ ভোলানাথ ভক্তজন-প্রিয় ।
 বিশ্বের মঙ্গলদাতা ভক্তের আত্মীয় ॥
 নারদ আসিল সেখা রোমাঞ্চিত কায ।
 বাজায়ে ত্রিতন্ত্রী-বীণা কৃষ্ণনাম গায় ॥
 নারদে হেরিয়া সেখা পরম ঈশ্বর ।
 গাত্রোত্থান করিলেন অতীব সছর ॥
 প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন দান ।
 বসিতে আসন তারে দিলা ভগবান্ ॥
 আশীর্বাদ করি তারে কুশল শুধান ।
 কিবা প্রয়োজন কহ, হে মুনিপ্রধান ॥
 মহেশ্বর বসিলেন রত্ন-সিংহাসনে ।
 নারদ প্রণমে তাঁরে ভক্তিসুত মনে ॥
 পারিষদগণ সব বসে নিজ স্থানে ।
 নারদ দাঁড়ায়ে থাকে না বসে আসনে ॥
 যুক্ত করে বেদ-মন্ত্রে ব্রহ্মার নন্দন ।
 অশেষ-বিশেষে শিবে করিল পূজন ॥
 ভক্তবৎসল শিব দেব আশুতোষ ।
 নারদ-পূজনে তুষ্ট নাহি কোন রোষ ॥
 তুষ্ট হ'য়ে মহাদেব দিলেন আসন ।
 শিব-বামপাশে বসি বলেন তখন ॥
 নারদ বলেন প্রভু শুন হে শঙ্কর ।
 যে কারণে আসিয়াছি তোমার গোচর ॥

প্রার্থনা আমার বল করিবে পূরণ ।
 ‘স্বস্তি’ বলি প্রতিশ্রুতি দিলা পঞ্চানন ॥
 যে জন জানায় শিবে আপন বাসনা ।
 আশুতোষ কাছে আশু পূরিবে প্রার্থনা ॥

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

নাবদেব প্রতি মহাদেবেব কৃষ্ণময় প্রদান ও
 ব্রাহ্মণেব কার্য্যবিধি কথন ।

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন দ্বিজগণ ।
 হরিমন্ত্র চাহিলেন ব্রহ্মার নন্দন ॥
 ত্রীহরির স্তোত্রমন্ত্র, পূজাবিধি, ধ্যান ।
 হরিভক্তি চাহিলেন আর হরিস্তান ॥
 নারদের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 আনন্দে দিলেন দীক্ষা দেব পঞ্চানন ॥
 নারদের মনোরথ পরিপূর্ণ হয় ।
 বৃত্তাঞ্জলিপুটে মুনি ভূতনাথে কয় ॥
 নিবেদন আছে এক ওহে পঞ্চানন ।
 ব্রাহ্মণের কার্য্যবিধি করহ কীর্ত্তন ॥
 বিপ্রের আঙ্কিকবিধি কি প্রকার হয় ।
 সকল বিস্তারি বল ওহে দয়াময় ॥
 স্বকর্ম্ম পালন বিপ্র করিবে কিমতে ।
 কুপা করি সব কথা হইবে বলিতে ॥
 নারদের বাক্য শুনি দেব পঞ্চানন ।
 ধীরে ধীরে বলিলেন মধুর বচন ॥
 উ শনযনের পরে সমস্ত ব্রাহ্মণ ।
 শুভ ব্রাহ্মযজুর্ভূতে ত্যজিবে শযন ॥
 তাহার কারণ আছে শোন মহাশয় ।
 তোমারে গোপন কিছু উচিত না হয় ॥
 আছে বাহা ব্রহ্মরন্ধ্রে হৃশুভ্র কমল ।
 প্রাতঃকালে গানিহীন হয় হৃশুনির্ম্মল ॥
 অতএব সেইকালে করি গাত্রোত্থান ।
 পালিবে সকল কর্ম্ম যে কহি বিধান ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে পদ্যমাধ্যে গুরুরে স্মরিবে ।
 শান্তযুক্তি শ্রীগুরুরে স্মরণ করিবে ॥
 প্রথমে গুরুরে পূজি আজ্ঞা লয়ে তাঁর ।
 আরাদিবে ইক্টদেবে হৃদয় মাঝার ॥
 গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর ।
 গুরু চন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ ভাস্কর ॥
 গুরু পিতা গুরু মাতা হৃহৃদ-প্রধান ।
 গুরুই পরম ব্রহ্ম গুরু ভগবান্ ॥
 বার প্রতি গুরুদেব হৃপ্রসন্ন রয় ।
 মহাহৃদী সেই জন সদা তার জয় ॥
 দেব রুক্ষে গুরু ত্রাতা বিদিত ভুবনে ।
 গুরু রুক্ষে ত্রাতা নাহি জানিবেক মনে ॥
 ইক্টদেবে পূজে যেই গুরু ত্যাগ করি ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় কল্পকাল ধরি ॥
 গুরুধ্যান শেষ করি সাধক ব্রাহ্মণ ।
 যথাবিধি করিবেন সাধন-ভজন ॥
 শাস্ত্র-উক্ত স্থানে শেষে শুন মহাভাগ ।
 যৌন হ’য়ে মলমূত্র করিবেন ত্যাগ ॥
 জলে বা জলের কাছে, রন্ধ্রযুক্ত স্থানে ।
 মন্দির বা লোকালয় রয়েছে যেখানে ॥
 গোষ্ঠে, পথে, নদীগর্ভে আশ্রমের মাঝে ।
 শর বনে কিংবা যেথা শ্মশান বিরাজে ॥
 সেতুতে, অগ্নির কাছে, পুষ্পের উতানে ।
 পঙ্কিল প্রদেশে কিংবা হলকূট স্থানে ॥
 বৃক্ষচ্ছায়াযুক্ত স্থলে, অরণ্যমাঝারে ।
 মলমূত্রে না ত্যজিবে কহি বারে বাবে ॥
 সূর্য্যতাপবিবর্জিত স্থানে মহাভাগ ।
 গর্ত করি মলমূত্র করে যেন ত্যাগ ॥
 দিবাতে উত্তর মুখ, পশ্চিম নিশায ।
 দক্ষিণ দিকেতে মুখ করিবে সন্ধ্যায় ॥
 মলমূত্রে ত্যাগকালে যৌনী হয়ে রবে ।
 গন্ধ নাহি রহে যাতে করিবে তা’ সবে ॥
 প্রথম যুক্তিকাশৌচ, জলশৌচ পরে ।
 শাস্ত্রের বিহিত কার্য্য বিচক্ষণ করে ॥

একবার লিঙ্গে মাটি লেপন করিবে ।
 অনন্তর বাম হস্তে চারিবার দিবে ॥
 দুইবার দুই হস্তে যুক্তিকা লেপিয়া ।
 যুক্ত শৌচ হয় তাহা শুন মন দিয়া ॥
 মৈথুনের শৌচ হয় দ্বিগুণ ইহার ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা সংশয় কি তার ॥
 একবার লিঙ্গে মাটি শুছে তিনবার ।
 বাম হস্তে দশবার বিধান সবার ॥
 দুই হস্তে সাতবার, ছয়বার পায় ।
 লেপন করিলে মাটি শৌচ কথা যায় ॥
 গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রতি বিধান ইহাই ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা কর্তব্য সদাই ॥
 দ্বিগুণ ব্যবস্থা আছে যত বিধবার ।
 চতুর্গুণ সাধু ঋষি বৈষ্ণব সবার ॥
 বিপ্রগণ শুচি হয় যুক্তিকা-লেপনে ।
 নতুবা অশুচি হবে জেনে রাখ মনে ॥
 যে মাটি উখিত হয় হলের কর্ণে ।
 যে যুক্তিকা রয় সদা গোষ্ঠে কি কাননে ॥
 বল্লভের মাটি কিংবা মাটি গোপদেব ।
 কুশমূল দুর্বামূল অখম্বলের ॥
 যুক্তিক-যুক্তিকা সদা বর্জন করিবে ।
 শয়ন-স্থানের মাটি কড়ু না লইবে ॥
 শৌচকার্য শেষ করি সমস্ত ব্রাহ্মণ ।
 শুচি মনে করে যেন মুখ প্রক্ষালন ॥
 ঘোড়শ গণ্ডম জলে মুখ শুদ্ধ করি ।
 মার্জ্জন করিবে দন্ত, দন্তকার্থ ধরি ॥
 অপামার্গ, সিদ্ধুবার, আত্রে ও করবী ।
 খদির, শিরীষ, জাতি, পুনাগ অটবী ॥
 অশোক, অর্জুন আর ক্ষীরবৃক্ষ শাল ।
 কদম্ব, বকুল আর পলাশের ডাল ॥
 সমস্ত প্রশস্ত অতি দন্তের মার্জ্জনে ।
 শাস্ত্রের বিধান ইহা জেনে রাখ মনে ॥
 বদরী, মন্দাব আর তিস্তিটী, শালগ্রী ।
 নারিকেল আর তাল, পিয়াল, পিঙ্গলী ॥

কণ্টকের বৃক্ষ যত খর্জুর ও তাড় ।
 দন্তকার্থ ব্যবহারে নিষিদ্ধ সবার ॥
 মার্জ্জন করিয়া দন্ত ব্রাহ্মণ সকল ।
 পরিধান করিবেন বসন-যুগল ॥
 ধৌতবস্ত্র উত্তরীয় করিবে ধারণ ।
 অম্বথায় নহে দৈব কার্যের সাধন ॥
 অনন্তর শেষ করি পাদপ্রক্ষালন ।
 প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন করি আচমন ॥
 যে ব্রাহ্মণ তিন সন্ধ্যা করেন বন্দন ।
 তীর্থের স্নানের ফল তিনি প্রাপ্ত হন ॥
 ত্রিসন্ধ্যার সন্ধ্যা-আদি যে জন না করে ।
 শূদ্রের সমান সেই অবনী ভিতরে ॥
 কোন শৌচে কড়ু শুচি নহে সেইজন ।
 যেইজন নাহি করে ত্রিসন্ধ্যা পূজন ॥
 প্রাতঃকালে সন্ধ্যা ত্যাগ করে যে ব্রাহ্মণ ।
 আত্মঘাতী ভূল্য পাপী হয় সেইজন ॥
 সন্ধ্যা আর একাদশী না করে যে জন ।
 কল্পকাল কালসূত্রে পড়ে সে ব্রাহ্মণ ॥
 প্রাতঃকালে সন্ধ্যাপূজা করি সমাপন ।
 গুরু, রবি, ব্রহ্মা, শিব করিবে স্মরণ ॥
 আত্মশক্তি, মায়া, লক্ষ্মী আর সরস্বতী ।
 স্মরণ করিয়া সবে করিবে প্রণতি ॥
 স্পর্শ করি হৃত মধু দর্পণ কাঞ্চন ।
 সাধকেরা স্নান আদি করে সমাপন ॥
 বাগীতে স্নানের কালে যত বিচক্ষণ ।
 সর্ব অগ্রে গঞ্চপিণ্ড করে উত্তোলন ॥
 অনন্তর স্নান সারি নদী বা কন্দরে ।
 সঙ্কল্প করেন পুনঃ বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
 স্নানহেতু তীর্থে যদি করয়ে গমন ।
 সঙ্কল্প ব্যতীত স্নান অসিদ্ধ কথন ॥
 সঙ্কল্পের পরে পুনঃ স্নানের বিধান ।
 যেই জন নাহি স্নানে, নাহি তার জ্ঞান ॥
 কৃষ্ণপ্রীতি-কামনায বৈষ্ণব স্রজন ।
 সঙ্কল্প করেন সদা হৃদয়ে একমন ॥

কৃতপাপ নাশ হেতু যত গৃহী জন ।
 করিবেক যথাবিধি স্নান আচরণ ॥
 বিপ্রগণ পক্ষে কিন্তু অল্প বিধি হয় ।
 সেই কথা বলিতেছি শুন মহাশয় ॥
 শুদ্ধ মনে স্নানকার্য্য করি সমাপন ।
 সঙ্কল্প করিবে সদা ব্রাহ্মণ যে জন ॥
 অনন্তর গাত্রে করি যুক্তিকা-লেপন ।
 বেদ-উক্ত মন্ত্র গাত্রে লিখে সাধুগণ ॥
 হে যুক্তিকে, যত আমি করিয়াছি পাপ ।
 নষ্ট কর তাহা তুমি ঘুচাও সন্তাপ ॥
 বিষুপাদে তুমি আছ, আছ অশ্বরথে ।
 অভ্যন্তরে বহু তুমি ধর নানা মতে ॥
 বরাহ রূপেতে কৃষ্ণ তুলিলা তোমায়ে ।
 মম পাপ মুক্ত তুমি কর এইবারে ॥
 দেহ আজ্ঞা হে যুক্তিকে করি আমি স্নান ।
 কৃপা করি তুমি মোরে কর পুণ্যবান ॥
 অতঃপর নাভিজলে হে মূনিপ্রধান ।
 মণ্ডল রচিবে চারি হস্তের প্রমাণ ॥
 অতঃপর সে মণ্ডলে হস্ত করি দান ।
 একমনে তীর্থগণে করিবে আহ্বান ॥
 গোদাবরী সিদ্ধনদী আর সরস্বতী ।
 নর্মদা কাবেরী আর পুণ্ড্রা ভাগীরথী ॥
 যমুনা প্রভৃতি সবে আহ্বান করিবে ।
 নলিনী প্রভৃতি নামে গঙ্গারে স্মরিবে ॥
 তারপর স্নানশেষে স্থধী ব্যক্তিগণ ।
 করিবে সকল গাত্রে তিলক-রচন ॥
 ললাটে বাহুতে গলে বক্ষের উপরে ।
 তিলক ধারণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
 তিলক ধারণ করি তর্পণাদি-শেষে ।
 পরিধান কর বস্ত্র মনোহর বেশে ॥
 তারপর কর পুনঃ পাদপ্রক্ষালন ।
 অনন্তর মন্দিরেতে করহ গমন ॥
 যেই জন নাহি করে পাদপ্রক্ষালন ।
 সকলি বিফল তার হইবে-পতন ॥

জজ্ঞার উপরে যেই করে প্রক্ষালন ।
 চণ্ডাল-রূপেতে তার হইবে পতন ॥
 অতএব হেন কার্য্য না করে স্তম্ভন ।
 আসনে বসিয়া শেষে করিবে পূজন ॥
 শালগ্রাম, মণি যন্ত্র, প্রতিমা, ব্রাহ্মণ ।
 জল, স্থল, গুরু সব পূজার কারণ ॥
 হরিপূজা স্প্রশস্ত জেনো গুণধাম ।
 সবার মাঝারে কিন্তু শ্রেষ্ঠ শালগ্রাম ॥
 শালগ্রামে আছে সব দেব অধিষ্ঠান ।
 শালগ্রাম পূজে যেই সেই পুণ্যবান ॥
 শালগ্রামশিলা জলে অভিষিক্ত হ'লে ।
 বহুপুণ্য লাভ হয় এই ধরাতলে ॥
 শালগ্রামশিলা-জল যেই করে পান ।
 দেহ-অস্ত্রে করে সেই গোলোকে প্ররাণ ॥
 শালগ্রামশিলা যেথা করে অবস্থান ।
 সেখানে বিরাজ করে নিজে ভগবান ॥
 শালগ্রাম-পূজা করে সদা সাধুগণ ।
 পরিপূর্ণ ফল লাভ হয় সর্বক্ষণ ॥
 চক্রচিহ্ন শালগ্রাম রহে যেই স্থানে ।
 স্তম্ভর্শনসহ হরি-বিরাজে সেখানে ॥
 অবতীর্ণ তথা হয় তীর্থ সমুদায় ।
 বিস্তারি বলিনু সব নারদ তোমায়ে ॥
 ষোড়শ অথবা দশ, পঞ্চ উপচারে ।
 নিত্য পূজ শ্রীহরিরে শাস্ত্র অনুসারে ॥
 হে নারদ, এ ভুবনে জেনে রেখো সার ।
 ভক্তিই প্রধান অর্ঘ্য হরির পূজার ॥
 হরিপূজা শেষ করি ভক্তিশুদ্ধ মন ।
 হোম-আদি যত কিছু কর সমাপন ॥
 পূজোপকরণ দিবে মাড়-দেবতারে ।
 যথাসাধ্য ধন দান করিবে সবারে ॥
 তারপর অল্প কার্য্য কর অনুষ্ঠান ।
 হে নারদ, এই সব বেদের বিধান ॥
 বেদ-উক্ত সব কথা করিলে শ্রবণ ।
 কহ বৎস, কি বার্মনা জানিতে এখন ॥

ব্রহ্মখণ্ডে ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তবিংশ অধ্যায়

ভক্ষ্যভক্ষ্যাদি নিৰূপণ ।

নারদ বলেন, শোন হে দেব শঙ্কর ।
তোমার অজ্ঞাত নাহি জগৎভিতর ॥
ভ্রাক্ষণের জিন্মা-আদি অপূৰ্ব্ব কথন ।
তোমা হ'তে শুনিলাম সৰ্ব্ব বিবরণ ॥
যম প্রীতি কুপা করি দেব মহেশ্বর ।
সকলের খাণ্ড-কথা কহ অতঃপর ॥
ভ্রাক্ষণ বৈষ্ণব যতি ভ্রাক্ষচারী আর ।
শাক্তমতে কোন্ খাণ্ড করিবে আহার ॥
সকলি জানহ প্রভু সৰ্ব্বজ্ঞ মহান্ ।
কুপা করি ভক্ষ্যভক্ষ্য কহ ভগবান্ ॥
কৰ্ত্তব্য ও অকৰ্ত্তব্য বল পঞ্চানন ।
'ভোগাভোগ কিবা হয় করহ কীর্তন' ॥
মহাদেব কহিলেন, শুন মুনিবর ।
জিজ্ঞাসা করিছ যাহা কহিব সত্বর ॥
বিপ্রগণ মাঝে আছে কোন কোন জন ।
তপস্শায় রত তারা আছে সৰ্ব্বক্ষণ ॥
মুনিবৃত্তি বহুকাল ধরিয়া অন্তরে ।
দিনপাত করিতেছে কেহ অনাহারে ॥
তপস্শায় কেহ রহে ফলাহারী হ'য়ে ।
কোন মুনি নিরাহারী সকল সময়ে ॥
কেহ থাকে বায়ু-মাত্র করিয়া ভক্ষণ ।
গৃহিণীর সহ খাণ্ড খায় কোন জন ॥
যথাকালে করে তারা পকায় আহার ।
অধিক বলিষ কিবা খাণ্ডের প্রকার ॥
যাহার যেমন রুচি আহার সে লয় ।
সকল জনের রুচি একরূপ নয় ॥
হবিষ্যাম হুপ্রশস্ত গৃহী ভ্রাক্ষণের ।
যদি হয় নিবেদিত শ্রীনারায়ণের ॥
যেইজন বিমুখের না করে নিবেদন ।
বিষ্ঠাসম সেই অন্ন শাক্তের বচন ॥

পানীয় না নিবেদিয়া কেহ যদি লয় ।
সেই জল তবে কিন্তু মূত্রসম হয় ॥
একাদশী-দিনে যেই করিবে আহার ।
বিষ্ঠামূত্ররূপ খাণ্ড হইবে তাহার ॥
যে করে হরিবাসরে অম্নের আহার ।
ত্রৈলোক্যের যত পাপ হইবে তাহার ॥
একাদশী-দিনে যেই অন্নাহার করে ।
কালসূত্র নরকেতে যায় চিরতরে ॥
শ্রীরামনবমী-দিন জম্মাৰ্ক্ষমী আর ।
শিবরাত্রি দিবসেতে যে করে আহার ॥
ঘোর পাপী হয় সেই অবনী-ভিতরে ।
বহুকাল নরকেতে কষ্ট ভোগ করে ॥
উপবাসে যদি কেহ অসমর্থ হয় ।
ফলমূল জল যেন খায় সে-সময় ॥
ইহাতেও যেইজন শক্ত নাহি হয় ।
হবিষ্যাম করিবে সে শাক্তের নির্ণয় ॥
উপবাসে দেহ নষ্ট করে যেইজন ।
আত্মহত্যা-পাপে পাপী হয় সেইক্ষণ ॥
শ্রীবিমুখের হবিষ্যাম করি নিবেদন ।
উপবাসী যেন তাহা করযে ভোজন ॥
উপবাস-ফল-লাভ হইবে তাহাতে ।
বহুপুণ্য লাভ হবে সন্দেহ কি তাতে ॥
হে নারদ, গৃহীদের নিয়ম ইহাই ।
জানিও শাক্তের এই নির্দেশ সদাই ॥
ভ্রাক্ষচারী যতি আর বৈষ্ণব বাহারা ।
বিশেষরূপেতে ইহা পালিবে তাহারা ॥
কৃষ্ণের প্রসাদ খায় নিত্য যে বৈষ্ণব ।
দূর হ'য়ে যায় তার পাপ তাপ সব ॥
শত উপবাস ফল লাভ তার হয় ।
জীবগুম্বস্ত সেইজন সকল সময় ॥
স্পর্শ করিবারে চায় সৰ্ব্বদেবগণ ।
দূবে যায পাপ তারে করিলে দর্শন ॥
তাহার পরশে হয় তীর্থলাভ-ফল ।
অতি পুণ্যবান্ তার জনম সফল ॥

দুইবার পক-অন্ন চিপিটক আর ।
 দেশ-ভেদে শুদ্ধ হয় যথা দেশাচার ॥
 ব্রাহ্মণ-ভোজন কিংবা দেব-নিবেদনে ।
 স্প্রশস্ত নহে ইহা জেনে রাখ মনে ॥
 যতি ও বিধবা আর ব্রহ্মচারিগণ ।
 কভু না করিবে তারা ভাস্কুল চর্বণ ॥
 ব্রহ্মচারী বিধবা ও যতিদের কাছে ।
 ভাস্কুল গোমাংস-ভুল্য শাস্ত্রে বর্ণিবাছে ॥
 তাত্রপাত্রে দুগ্ধ পান করে যেইজন ।
 যেজন উচ্ছিক্ত যত করয়ে ভোজন ॥
 লবণের সহ যেই দুগ্ধ পান করে ।
 গোমাংস ভক্ষক সেই অবনী ভিতরে ॥
 কাংস্তপাত্রে নারিকেল জল যদি রয় ।
 আর তাত্র পাত্রে মধু মত্ত ভুল্য হয় ॥
 দ্বিজের অপেয তাহা শাস্ত্রের বচন ।
 বিচক্ষণে ব্যবহার না করে কখন ॥
 বামহস্তে জলপান করিলে ব্রাহ্মণ ।
 সুরাপায়ী ভুল্য পায়ী হয় সেইক্ষণ ॥
 যেই অন্ন শ্রীহরির নিবেদিত নয় ।
 সে-অন্ন পুরীষ-ভুল্য সকল সময় ॥
 কার্তিকে বার্তাকু কভু না কর ভক্ষণ ।
 মাঘে মূলা নাহি থাকে কোন সাধুজন ॥
 কলমী না থাকে কভু শ্রীহরিশ্রয়নে ।
 থাইলে গোমাংস সম জানিবেক মনে ॥
 শ্বেত তাল মসুর ও মৎস্যসমৃদয় ।
 ব্রাহ্মণ করিবে ত্যাগ সকল সময় ॥
 ইচ্ছাক্রমে মৎস্য কভু করিলে ভক্ষণ ।
 উপবাস প্রায়শ্চিত্ত করিবে ব্রাহ্মণ ॥
 ত্রিরাত্রী উপবাস স্বেচ্ছায় করিবে ।
 তবে সে ব্রাহ্মণপুত্র পরিশুদ্ধ হবে ॥
 প্রতিপদে করে যেই কুম্ভাণ্ড-ভোজন ।
 অবশ্যই অর্থহীন হয় সেই জন ॥
 দ্বিতীয়াতে যেই জন খাইবে বৃহতী ।
 অধিকার নাহি তার ধর্মকর্ম প্রতি ॥

তৃতীয়াতে যেইজন খাইবে পটল ।
 বুদ্ধি পায় সেজন্য সদা শত্রুদল ॥
 চতুর্থী তিথিতে মূলা যে করে আহার ।
 অবশ্যই ধননাশ হইবে তাহার ॥
 পঞ্চমীতে বিল্বফল যে করে ভক্ষণ ।
 কলঙ্ক বাড়িবে তার শাস্ত্রের বচন ॥
 ষষ্ঠীতে যে নিম্ব খায় হীন জন্ম তার ।
 সপ্তমীতে তাল নিত্য রোগের আধার ॥
 অষ্টমীতে নারিকেল খায় যেইজন ।
 বুদ্ধিনাশ হয় তার শাস্ত্রের কথন ॥
 গোমাংস-সমান হয় লাউ নবমীতে ।
 কল্মীশাক সেইরূপ দশমী তিথিতে ॥
 একাদশী-দিনে সীম না থাকে কখন ।
 দ্বাদশীতে পুঁইশাক না কর ভোজন ॥
 ত্রয়োদশী দিনে যেই বার্তাকু খাইবে ।
 সেইজন পুঞ্জশোক অবশ্য পাইবে ॥
 চতুর্দশী দিনে মাঘ বর্জজন করিবে ।
 অমাবস্তা পূর্ণিমাঘ মাংস না খাইবে ॥
 দেবোদ্দেশে দত্ত মাংস আর আর দিনে ।
 ব্রাহ্মণ খাইতে পারে শাস্ত্রের বিধান ॥
 প্রাতঃস্নানে শ্রাদ্ধদিনে ত্রৈতের বাসবে ।
 অমাবস্তা পূর্ণিমাতে সংক্রান্তি-ভিতরে ॥
 চতুর্দশী, অষ্টমীতে তৈল সরিষার ।
 না করিবে পকতৈল কভু ব্যবহার ॥
 রবিবারে, শ্রাদ্ধদিনে, ত্রৈতের সময় ।
 পত্নীরে সম্ভোগ করা উচিত না হয় ॥
 সে সময় তিল-তৈল নিষিদ্ধ সবার ।
 মাঘ, রক্তশাক কেহ না করে আহার ॥
 কচ্ছপের মাংস যদি দেবোদ্দেশে হয় ।
 হরি-শয়নেতে তবু খাবে না নিশ্চয় ॥
 দিবাভাগে কভু নাহি নারীসঙ্গ হবে ।
 মহাপাপ হবে তাহে নিশ্চয় জানিবে ॥
 রাত্রিকালে কেহ যেন দধি নাহি খায় ।
 সম্রা আর দিবসেতে নিদ্রা নাহি যায় ॥

রজঃশলা কামিনীতে না করে গমন ।
 যে নারদ, এই সব নরক-কারণ ॥
 ঋতুমতী রমণীর অন্ন নাহি খাবে ।
 অরীয়ার অন্ন বিপ্র সর্বদা ত্যজিবে ॥
 বেষ্ঠা রমণীর অন্ন না করে ভোজন ।
 সর্বদা রাখিবে মনে শাস্ত্রের বচন ॥
 শূদ্রের আশ্রয়ের অন্ন, অন্ন গণকের ।
 বৃষলীপতির অন্ন কি বার্দ্ধিকের ॥
 অগ্রদানী ব্রাহ্মণের অন্ন নাহি খাবে ।
 ইহাদের অন্নহারে বহুদুঃখ পাবে ॥
 যেইজন বিপ্র হ'য়ে চিকিৎসক হয় ।
 তার অন্ন খাবেনাক শাস্ত্রে ইহা কয় ॥
 হস্তা, চিত্রা, জবণার স্থিতি যতক্ষণ ।
 না করিবে তৈল কড় ভোজন ব্রহ্মণ ॥
 মূল্য, যুগশিরা আর ভাস্কপদে সদা ।
 নিষিদ্ধ সকল মাংস জানিও সর্বদা ॥
 মাংস যদি খায় কেহ এই দিনকয় ।
 গোমাংস-ভোজন সম পাপ তার হয় ॥
 কৃত্তিকা নক্ষত্রে আর অমাবস্তা-ক্ষণে ।
 কোরকর্ম কড় নাহি করিবে ব্রাহ্মণে ॥
 মৈথুনের শেষে কিংবা কোরকার্য পরে ।
 দেবতা বা পিতৃগণে তর্পণ যে করে ॥
 তাহার প্রদত্ত জল রক্তের সমান ।
 দেহান্তে নরকে সেই কবিবে প্রবাণ ॥
 যে নারদ, সবিস্তারে করিলে জবণ ।
 আর কি জানিতে সাধ কহ এইক্ষণ ॥
 কর্তব্য ও অকর্তব্য, খাণ্ড ও অখাণ্ড ।
 বলিলাম সব কথা যথা মোর সাধ্য ॥
 অন্তঃপর, আর যাহা তব অভিলাষ ।
 অবিলম্বে মম পাশে করহ প্রকাশ ॥
 সাধ্যমত অভিলাষ করিব পূরণ ।
 পরম বৈষ্ণব তুমি ওহে মহাশয় ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের পাতে হরিব কাহিনী ।
 যতক লিখিত আছে জানিবে এখনি ॥

হরির যতক লীলা অসীম অপার ।
 নামমাত্র উচ্চারণে পাণ্ডুর নিস্তার ॥
 যেইজন ভক্তিভরে হরিনাম করে ।
 সেইজন কখন না ভূত-প্রেতে ডরে ॥
 গরুড় দর্শনে যথা যত নাগকুল ।
 চতুর্দিকে ছুটে যায় ভয়েতে আকুল ॥
 সেইরূপ হরিনামে রোগ দুঃখ তাপ ।
 পালায় যুহুর্ভ্রমধ্যে সহ যত পাপ ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত সমান ।
 শুনিলে গলিত হয় যতক পাষণ্ড ॥

ব্রহ্মবৈবর্তে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টাশিংশ অধ্যায়

ব্রহ্ম-নিবন্ধণ, নাবদেব শিব-বন-প্রাপ্তি
 ইত্যাদি ।

নারদ কহিলা, প্রভু করিলু জবণ ।
 ব্রহ্মের স্বরূপ এবে করুন কীর্তন ॥
 সাকার কি নিরাকার জানিতে বাসনা ।
 দৃশ্য বা অদৃশ্য তাহা করুন বর্ণনা ॥
 সবিশেষ অথবা কি নির্বিশেষ হন ।
 দেহিগণে অলিগু বা লিগু হ'য়ে রন ॥
 জানিতে বাসনা প্রভু কি তার লক্ষণ ।
 কি প্রকারে বেদে তাঁরে করে নিরূপণ ॥
 ব্রহ্ম আর প্রকৃতিতে ভেদ কিবা আছে ।
 কৃপা করি বিশ্বনাথ, কহ মোর কাছে ॥
 সর্বজ্ঞ মহান্ তুমি, তুমি পরমেশ ।
 সমস্ত বিচারি মোরে দেহ উপদেশ ॥
 শুন শুন মহাদেব নিবেদি চরণে ।
 প্রকৃতি-লক্ষণ পূর্বে শুনেছি জবণে ॥
 ব্রহ্ম-অতিরিক্ত কিবা সে প্রকৃতি হয় ।
 জিজ্ঞাসি তোমারে তুমি বল মহাশয় ॥
 ব্রহ্মের স্বরূপ প্রভু করহ বর্ণন ।
 বাসনা বড়ই মম, কহ পঞ্চানন ॥

নারদের বাক্য শুনি শঙ্কর তখন ।
 যুদ্ধহাস্তে করিলেন ব্রহ্ম-নিরূপণ ॥
 শঙ্কর কহিলা, বৎস, জিজ্ঞাসিলে বাহা ।
 অতিশয় গূঢ় আর জ্ঞানসাধ্য তাহা ॥
 ইহা অতি সূদূর্লভ নাহিক সন্দেহ ।
 ব্রহ্ম-নিরূপণ মোরা পারি নাই কেহ ॥
 বিশেষণ-যুক্ত বাহা প্রত্যক্ষ সরল ।
 তার নিরূপণ মোরা করেছি সকল ॥
 বৈকুণ্ঠেতে হরিয়ুখে জানিলাম বাহা ।
 হে নারদ, তব কাছে কহিতেছি তাহা ॥
 সকল তত্ত্বের সার অন্ধের লোচন ।
 অন্ধকার-ধ্বংসকারী প্রদীপ মতন ॥
 সনাতন পরব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজে ।
 পরমাত্মারূপী তিনি সর্বদেহে মাঝে ॥
 সর্ব কৰ্ম্ম সাঙ্গী তিনি সবার ঈশ্বর ।
 ত্রিভুবনে নাহি কিছু তাঁর অগোচর ॥
 দেহীদের প্রাণ বিষ্ণু, মন প্রজাপতি ।
 আদি সমুদয় জ্ঞান, প্রকৃতি শক্তি ॥
 পূর্ব্ব একদিন আমি আর পদ্মাসন ।
 ধর্ম্ম সহ মিলি যাই বৈকুণ্ঠভুবন ॥
 হরির সকাশে বাহা মোরা জিজ্ঞাসিলু ।
 তিনি বাহা বলিলেন, তাহাই কহিলু ॥
 সকল তত্ত্বের সার ব্রহ্মজ্ঞান হয় ।
 অজ্ঞানতা-অন্ধকার হয় যে বিলয় ॥
 পরমাত্মারূপে ব্রহ্ম জীবদেহে রয় ।
 জীবদেহে থাকে ব্রহ্ম শাস্ত্রে ইহা কয় ॥
 দেহমাধ্যে পঞ্চপ্রাণ অবস্থিতি করে ।
 বিষ্ণুর স্বরূপ তাহা জানিবে অন্তরে ॥
 জ্ঞানরূপে আছি আমি শরীর-মাঝারে ।
 প্রকৃতি-স্বরূপ শক্তি বলি যে তোমারে ॥
 আমরা অধীন সব পরম-আত্মার ।
 তাঁহার আজ্ঞায় মোরা চলি অনিবার ॥
 জীব তাঁর প্রতিবিম্ব শুন মহাশয় ।
 কৰ্ম্মফল-ভোগী তিনি সকল সময় ॥

জলপূর্ণ ঘট মধ্যে করিলে দর্শন ।
 চন্দ্র-সূর্য্য প্রতিবিম্ব দেখায় যেমন ॥
 জীবগণ সেইরূপ পরম আত্মার ।
 প্রতিবিম্ব মাত্র হয় নহে কিছু আর ॥
 ঘট ভয় হ'লে প্রতিবিম্ব সে মিলায় ।
 স্থষ্টি-লয়ে জীব সব ব্রহ্মে লয় পায় ॥
 স্থষ্টিধ্বংসকালে ব্রহ্ম বিদ্যমান রয় ।
 চরাচর বিশ্ব পায় তাঁহাতেই লয় ॥
 সেই ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল-আকার ।
 কোটি কোটি সূর্য্যসম মহা তেজ তার ॥
 সেই জ্যোতিঃ সুবিস্তীর্ণ অব্যয় অক্ষয় ।
 যোগিগণ ধ্যান করে সকল সময় ॥
 পরমাত্মা মহেশ্বর তিনি নিরাকার ।
 স্বেচ্ছাময় ভগবান্ তিনি সারাংশর ॥
 আনন্দস্বরূপ তিনি আনন্দ-কারণ ।
 প্রকৃতি ঈশ্বরী তাঁতে সদা লীন হন ॥
 যেরূপ জলের শৈত্য, শব্দ গগনের ।
 অগ্নির দাহিকা-শক্তি, শুভ্রতা দুগ্ধের ॥
 যেরূপ সূর্য্যের প্রভা, গন্ধ পৃথিবীর ।
 হে নারদ, সেইরূপ জেনে রাখ স্থির ॥
 নিগুণ প্রকৃতি যিনি অনন্ত কালের ।
 স্বাভাবিক গুণ মাত্র নিগুণ ব্রহ্মের ॥
 হে নারদ, পরব্রহ্ম স্থষ্টির সময় ।
 সগুণ পুরুষরূপে পরিণত হয় ॥
 যদ্যপি নিগুণ ব্রহ্ম, ওহে মহামতি ।
 তথাপি স্থষ্টির হেতু হয় তাঁর মতি ॥
 বিচক্ষণ ব্রহ্ম তবে গুণযুক্ত হয় ।
 বিষয়ী পুরুষ রূপে তাঁর পরিচয় ॥
 ত্রিগুণ-আধার রূপে প্রকৃতি তখন ।
 ছায়া-রূপে তাঁর সাথে রহে অসুক্ষণ ॥
 কুস্তকার বধা করে ঘটের নিৰ্ম্মাণ ।
 সেইরূপ স্থষ্টি-কার্য্য করে ভগবান্ ॥
 মাটি দিয়া ঘট বধা রচি কুস্তকার ।
 প্রকৃতির দ্বারা হয় স্থষ্টি বিধাতার ॥

মিলিয়া প্রকৃতিসহ ব্রহ্ম সনাতন ।
 সৃষ্টি-কার্যরূপ লীলা করেন শাশন ॥
 স্বর্ণের সাহায্যে যথা স্বর্ণকারগণ ।
 ক্ষণে ক্ষণে করে বহু কুণ্ডল রচন ॥
 হে নারদ, সেইরূপ ব্রহ্ম সনাতন ।
 আপন ইচ্ছায় করে বিধের সৃজন ॥
 সৃষ্টিকারে কুন্তকার করেনি সৃজন ।
 স্বর্ণকেও স্বর্ণকার করে না রচন ॥
 দুই বস্তু নিত্য সদা শুন মুনিবর ।
 প্রকৃতি ও পরব্রহ্ম নিত্য নিরন্তর ॥
 কেহ কেহ এইরূপ বলেন বচন ।
 প্রকৃতি হইতে জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম সনাতন ॥
 কেহ কেহ বলে, শুন মুনি মহাশয় ।
 প্রকৃতি-পুরুষরূপে ব্রহ্ম নিজে রয় ॥
 ব্রহ্ম ও প্রকৃতি ভিন্ন, কেহ কেহ কয় ।
 ব্রহ্মই পরমধাম জানিও নিশ্চয় ॥
 সকলের আত্মা ব্রহ্ম নির্লিপ্ত সদাই ।
 সর্বব্যাপী সর্বশূল, বেদে ইহা পাই ॥
 সর্ব-বীজস্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি ।
 ব্রহ্মে অবস্থান করে ব্রহ্মের শক্তি ॥
 তেজোময় ব্রহ্মে যোগী ধ্যায় অনিবার ।
 কিন্তু তাহা বৈষ্ণবেরা করে না স্বীকার ॥
 বৈষ্ণবেরা এই হেতু তেজের ভিতর ।
 দর্শন করেন রূপ অতি মনোহর ॥
 তারা কহে, কেবা সেই তেজের আধার ।
 না জানিয়া তবে ধ্যান করিবে কাহার ॥
 কারণ ব্যতীত নহে কার্যের উদ্ভব ।
 আধার ব্যতীত তেজ কিরূপে সম্ভব ॥
 এইহেতু বৈষ্ণবেরা অন্তরে অন্তরে ।
 ক্রীত্বক্ষের মনোহর রূপ ধ্যান করে ॥
 স্বেচ্ছাময় ভগবান্ পুরুষ সাকার ।
 কোটি-সূর্য্যসমগ্র অণ্ডল-আকার ॥
 সেই তেজোমধ্যে নিত্য গোলোকনগর ।
 অসংখ্য যোজনব্যাপী অতি মনোহর ॥

নারদ, আমার বাক্য করহ শ্রবণ ।
 গোলোকনগরী হয় আনন্দবর্দ্ধন ॥
 জিহুবনে মনোরম যত আছে ঠাঁই ।
 গোলোকের তুল্য স্থান কোথাও ত নাই ॥
 চন্দ্রমণ্ডলের সম গোলাকার স্থান ।
 বৈকুণ্ঠ হইতে অতি উদ্ধে বিদ্যমান ॥
 গোপগোপী যেনুগণ কে গণিতে পারে ।
 কল্পবৃক্ষ রাশি রাশি শোভে চারিদ্বারে ॥
 শত শত কামধেনু করে বিচরণ ।
 গোলোকনগরী তথা অতি বিমোহন ॥
 রাসমণ্ডলের রূপ অতি মনোহর ।
 বৃন্দাবন বনরাজী রয়েছে বিস্তর ॥
 বিরজা নদীর জল করেছে যেটন ।
 সুন্দর পর্বত শোভে অতি সুদর্শন ॥
 পরিখা, প্রাচীর বহু গোলোকে বিরাজে ।
 পারিজাত-বন শোভে গোলোকের মাঝে ॥
 পারিজাত-বনে আছে আশ্রম সকল ।
 কোন্মুখমণিতে তারা সদাই উজ্জ্বল ॥
 হীরকনির্ম্মিত আছে সোপান সকল ।
 নানা বস্ত্র দীপ্ত তেজে করে বলমূল ॥
 সুবর্ণ-রজতরাশি আছে থরে থরে ।
 জগতের যত ধন গোলোকনগরে ॥
 রত্নরাজি বিনির্ম্মিত আছে সিংহাসন ।
 সেই সিংহাসনে বসি প্রভু সনাতন ॥
 জলধরসম রূপ মদনমোহন ।
 অনন্ত কিশোর তিনি কমললোচন ॥
 পূর্ণশশধর সম বদন তাঁহার ।
 রূপে কোটি কামদেবে করে তিরস্কার ॥
 করেতে মুরলী শোভে অতি মনোহর ।
 চির-জ্যোতির্ম্ময় রূপ তিনি পরাৎপর ॥
 গীতবাস পরিধান অতি মনোহর ।
 রতন মুকুট শোভে মস্তক উপর ॥
 বক্ষে কোন্মুখের মণি সর্বদা চন্দন ।
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায়ুক্ত প্রভু সনাতন ॥

চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভিছে মাথায ।
 রতন নুপুর সদা বাজে রান্ধা পায় ॥
 রত্নের বলয় হাতে কেয়ূর বিরাজে ।
 রত্নের কুণ্ডল শোভে দুই কর্ণ মাঝে ॥
 স্রশোভন দন্তরাজি অতি মনোহর ।
 বিশ্বফলসম তাঁর গুণ্ড ও অধর ॥
 উন্নত নাসিকা তাঁর মদনমোহন ।
 গোপীগণ চতুর্দিকে করেছে বেঁকন ॥
 স্মরসিক রাসেশ্বর ভক্তের ঈশ্বর ।
 বৈষ্ণব সকল তাঁরে পূজে নিরন্তর ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর দেবগণ ।
 করযোড়ে করে স্তব যেথা নারায়ণ ॥
 পরব্রহ্ম ভগবান্ তিনি স্বেচ্ছাময় ।
 প্রকৃতি হইতে ভিন্ন সকল সময় ॥
 নিগুণ নিলিগু তিনি সবার আধার ।
 সবার ঈশ্বর তিনি পূজ্য সবাকার ॥
 ভক্তবাহুপূর্ণকারী গোপবোধারী ।
 দ্বিভুজ মুরলীধারী গোলোকবিহারী ॥
 পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ রাধিকাঈশ্বর ।
 সকলের অন্তরাত্মা না হয় গোচর ॥
 সর্ববহানব্যাপী তিনি সর্ববাত্মা শ্রীহরি ।
 পরিপূর্ণতম তিনি কৃষ্ণনাম ধরি ॥
 সেই ভগবান্ কৃষ্ণ আপন অংশেতে ।
 কমলা স্হিত বাস করে বৈকুণ্ঠেতে ॥
 নিজ অংশে বিষ্ণুরূপ করিয়া ধারণ ।
 সদা রক্ষা করিছেন সমস্ত জীবন ॥
 ক্ষীরোদ-নন্দিনী-পতি খেতদীপবাসী ।
 চতুর্ভুজ মূর্তি তাঁর রূপ অবিদ্যাসী ॥
 হে নারদ, করিলাথ ব্রহ্ম-নিরূপণ ।
 শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান মোরা করি অনুক্ষণ ॥
 এত বলি মৌনভাবে ধরেন শঙ্কর ।
 নারদ তাঁহার স্তব করে অনন্তর ॥
 নারদের স্তবে তুষ্ট হইলা মহেশ ।
 অপরূপ জ্ঞান দান করিলা অশেষ ॥

প্রণমিয়া যুত্মজ্ঞে নারদ তখন ।
 নারায়ণ-আশ্রমেতে করিলা গমন ॥
 নারায়ণ-কথা আছে বৈবর্ত-পুরাণে ।
 পুরাণের সার ইহা সকলে বাখানে ॥
 শ্রীহরি-স্মরণমাত্র পাপ দূর হয় ।
 ইহাতে রয়েছে তাঁর কথা সমুদয় ॥
 যেইজন করে পাঠ ভক্তিসম্মত মনে ।
 সর্বভয় দূরে যায় না ডরে শমনে ॥
 শ্রীব্রহ্মবৈবর্তকথা অমৃতমধুর ।
 শ্রোতার হইবে মন আনন্দেতে পূর ॥

ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● উনত্রিংশ অধ্যায়

নারায়ণের প্রতি নাবদেব প্রণম ।

সৌতি মুনি কহিলেন, নারদ তখন ।
 নারায়ণ-আশ্রমেতে করিলা গমন ॥
 অপূর্ব আশ্রম সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ।
 যাহার সমান নাহি বিশ্বচরাচর ॥
 সেখায় বিরাজ করে দেব নারায়ণ ।
 সে আশ্রমে রাজে বহু বদরীর বন ॥
 বহু ফলফুলপূর্ণ বৃক্ষ সব রাজে ।
 পাশীগণ গান গায় তাহাদের মাঝে ॥
 সুপক বিবিধ ফল ধরে তরু সব ।
 কোকিল মধু বকুঠে গায় যেন স্তব ॥
 সিংহ ও শাব্দুল বহু বিবাজে তথায় ।
 ঋষির প্রভাবে কিন্তু হিংসা নাহি ত'য় ॥
 ভোজ্য আর ভক্ষকের সমব্যবহার ।
 বিশ্বের চিহ্ন নাই শাস্তির আগার ॥
 সুখদ সর্বথা বন মনোরম অতি ।
 যাইতে তথায় কারো না হয় শক্তি ॥
 স্বর্গ হ'তে মনোহর অতি স্রশোভন ।
 চন্দন ও পারিজাত বন অগণন ॥

তিনকোটি আশ্রমের শোভা মনোহর ।
 বহু মুনি ঋষি সেথা রহে নিরন্তর ॥
 মুনীন্দ্রে সিদ্ধেন্দ্র কত করে অবস্থান ।
 গণনার সাধ্য নাহি ওহে মতিমান ॥
 সেখায় আসিয়া ধীরে নারদ তখন ।
 যোগিশ্রেষ্ঠ নারায়ণে করিলা দর্শন ॥
 সূর্য্যসম প্রভা তাঁর সন্নিভ বদন ।
 মুনি ঋষি আদি তাঁরে করেছে বেষ্টন ॥
 হৃদর্শনা বিভাধরী নাচিছে সেখায় ।
 গঙ্কর্ব্ব সকলে মিলি কৃষ্ণগুণ গায় ॥
 যোগিশুভ্র নারায়ণ রত্নসিংহাসনে ।
 কৃষ্ণনাম জপ করে আনন্দিত মনে ॥
 নারদ তাঁহার মূর্ত্তি করি দর্শন ।
 ধীরে ধীরে তাঁর পাশে করেন গমন ॥
 উপনীত হৈয়া তথা সভক্তি অন্তরে ।
 নারায়ণ চরণেতে প্রণিপাত করে ॥
 নারদে প্রণত দেখি দেব নারায়ণ ।
 উঠিলেন সমস্তম্বে ত্যজিয়া আসন ॥
 আলিঙ্গন করি তিনি ব্রহ্মার কুমারে ।
 করিলেন আলীর্ব্বাদ একান্ত অন্তরে ॥
 মধুর বচনে পরে জিজ্ঞাসি কুশল ।
 অতিথি সৎকার তাঁর করিলা সকল ॥
 অনন্তর নারদেয়ে রত্ন সিংহাসনে ।
 বসালেন নারায়ণ হরষিত মনে ॥
 বিজ্ঞাম করিয়া শেষে নারদ তখন ।
 ঋষিশ্রেষ্ঠ নারায়ণে কহিলা বচন ॥
 পিতার নিকটে বেদ পড়ি নিরন্তর ।
 জ্ঞান দান করিলেন স্বয়ং শঙ্কর ॥
 তথাপি চঞ্চল চিত্ত তুণ্ড নাহি হয় ।
 তব পাদপদ্মে তাই লইলু আশ্রয় ॥
 হে প্রভো, তোমাতে তাই করিলু দর্শন ।
 কৃপা করি জ্ঞান দান করহ এক্ষণ ॥
 যাঁহাতে রয়েছে কৃষ্ণগুণের কীর্তন ।
 সেই কথা কৃপা করি কহ সনাতন ॥

যাঁহার দর্শনে হয় জরা মৃত্যু ক্ষয় ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু পূজে ধীরে সকল সময় ॥
 হর মুনি মনু ধীরে করয়ে চিন্তন ।
 সেই ত্রীকৃষ্ণের কথা কহ সনাতন ॥
 কোন্ জন সৃষ্টিকর্ত্তা কহ মহাশয় ।
 কার মধ্যে সমুদয় সৃষ্টি পায় লয় ॥
 কেবা সেই বিষ্ণু হরি সকল-কারণ ।
 ঈশ্বরের রূপ কিবা কহ সনাতন ॥
 জিজ্ঞাসি তোমাতে প্রভু ওহে নারায়ণ ।
 দেব-দেবী ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর পঞ্চানন ॥
 মুনি আর ঋষি যত মনু আদি করি ।
 কাহারে করয়ে ধ্যান হৃদে ভক্তি ধরি ॥
 বিশ্বপতি হরি যিনি কী রূপ তাহার ।
 এসব জানিতে হয় বাসনা আমার ॥
 কৃপা করি কহ মোরে ওগো মহাশয় ।
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর হইয়া সদয় ॥
 হাসিলেন নারায়ণ নারদ-বচনে ।
 মধুর পবিত্র কথা কহে হৃষ্ট মনে ॥

ব্রহ্মখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

৩ ত্রিংশ অধ্যায়

ভগবৎস্বরূপ-কথন

নারদেয়ে সম্বোধিয়া মধুর বচনে ।
 কহিলেন নারায়ণ আনন্দিত মনে ॥
 শুন শুন দেব-ঋষি ব্রহ্মার কুমার ।
 গণপতি বিষ্ণুদেব উমাপতি আর ॥
 মনু মুনি আদি লক্ষ্মী দুর্গা সরস্বতী ।
 দ্যায় সব ভগবানে জগতের পতি ॥
 সংসার-মাগর-বারি করিয়া লঙ্ঘন ।
 হরির দাসত্ব চাহে যেই ভক্তজন ॥
 অল্প বাঞ্ছা নাহি থাকে তাদের অন্তরে ।
 হরির চরণপদ্ম সদা ধ্যান করে ॥

শোকহুগ্ধে মুহমান রহে যেই জন ।
 শ্রীহরির পাদপদ্ম পূজে সর্বক্ষণ ॥
 গোবর্দ্ধন যিনি করে করেছে ধারণ ।
 তাঁহার তুলনা নাহি হয় কদাচন ॥
 দস্তের সাহায্যে যিনি ধরিয়া সাদরে ।
 করিয়াছিলেন রক্ষা ধরণীদেবীরে ॥
 তাঁর লোমকূপ মাঝে সংখ্যা অগণন ।
 বিরাজ করিছে কত ব্রহ্মাণ্ডভুবন ॥
 তাঁহার স্বরূপকথা কে বলিতে পারে ।
 জগৎ-কারণ তিনি কহিলু তোমারে ॥
 দেব-দেবী মুনি-ঋষি যত ইতি আছে ।
 সকলি তাঁহার সৃষ্টি কিছু নহে মিছে ॥
 বাঁহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন ।
 তাঁর গুণ কোন্ জন না করে কীর্তন ॥
 অভাব মম বাক্য করহ শ্রবণ ।
 হরির চরণপদ্ম করহ বন্দন ॥
 তুমি আমি সুরপতি মনু মুনি আর ।
 কলা কলা অংশ মাত্র সেই বিধাতার ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ কলা মাত্র তাঁর ।
 হে নারদ, ধ্যান তাঁরে কর অনিবার ॥
 শুন শুন ব্রহ্মাপুত্র তিনি সনাতন ।
 বর্ণিতে না পারে বাঁরে সর্বদেবগণ ॥
 বেদ বাঁর যশোরশি বর্ণিতে না পারে ।
 সবার ঈশ্বর তিনি সঙ্গ ভজ তাঁরে ॥
 এ বিশ্ব সংসারে আছে যত নারীগণ ।
 প্রকৃতির অংশ বলি করিবে গণন ॥
 প্রকৃতি ও ভগবানে ভেদ কিছু নাই ।
 মায়ায় মোহিত সবে আছে সর্বদাই ॥
 অভাব গৃহে তুমি করহ গমন ।
 বিবাহ করিয়া কর স্বধর্ম পালন ॥

যেই জন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া ।
 শ্রীরাধা তাঁহার নাম কীৰ্ত্তি অধিতীয়া ॥
 নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী সম্পদরূপিণী ।
 সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী পরম্বতী যিনি ॥
 সাবিত্রী বিধাতৃ-প্রিয়া জননী বেদের ।
 জগৎজননী দুর্গা 'প্রয়া শঙ্করের ॥
 প্রকৃতিকে কখনো না উপেক্ষা করিবে
 তার হেতু সৃষ্টিরক্ষা অবশ্য জানিবে ॥
 আপন মায়ায় বলে প্রকৃতি হৃন্দরী ।
 বিরাজে ব্রহ্মাণ্ডে সদা নারীরূপ ধরি ॥
 নারীর অমাস্য তাই উচিত না হয় ।
 নারীর স্বরূপ কহি শুন মহাশয় ॥
 পঞ্চ রূপ প্রকৃতির কর অবধান ।
 বিবাহ করিয়া গৃহে কর অবস্থান ॥
 বৈবর্তপুরাণে আছে হরিকথা সার ।
 ইহা ছাড়া যাহা আছে সকলি অসাব ॥
 মহাকাল ধীবরের ছদ্মবেশ ধরি ।
 সংসার-সমুদ্রমাঝে ফেলে জাল দড়ি ॥
 জীবরূপ মৎস্যচয় জালের বন্ধনে ।
 অবশ্য হইবে বদ্ধ দৈবের ঘটনে ॥
 কাল পূর্ণ না হইতে মীনকুল মত ।
 কালপাশে ধৃত হয় সৃষ্টজীব যত ॥
 মুক্তি বাঞ্ছা যদি, কর শ্রীহরির আশ্রয় ।
 ইহা ছাড়া অন্য পথ নাহিক নিশ্চয় ॥
 ব্রহ্মধর্ম অতিশয় মধুর আখ্যান ।
 সমাপ্ত হইল তবে ওহে মতিমান ॥
 হৃষ্টচিত্তে অনুবাদি শেষের অধ্যায় ।
 হরবিত দেবহুতে ভণে উপাখ্যায় ॥

ব্রহ্মধর্ম জিৎস অধ্যায় সমাপ্ত ।

● প্রকৃতিধণ্ড ●

নান্নান্নগং নমস্কৃত্য নমস্কৃত্য নমোত্তমম্ ।
দেবীং সন্থস্বভীটঞ্চ ততো জল্পমুদীরয়েৎ ॥

নাৰায়ণ উবাচ ।

গণেশজন্মী দুৰ্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী ।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চাশ্বতাঃ ।
আবির্ভূব সা কেন সা কা বা জ্ঞানিনাং বরা ।
কিংবা ভল্পক্ষণং বৎস কো বা বজ্রং ক্ষমো ভবেৎ ।
কিঞ্চিদ্ভাষি বক্ষ্যামি যৎ শ্রুতং ব্রহ্মবন্ত তঃ ॥

● প্রথম অধ্যায়

প্রকৃতিবিজ্ঞ ও অংশাদিব সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

জিজ্ঞাসিলা নারায়ণে নারদ আবাসী ।
কৃপা করি কহ মোরে সর্বতত্ত্বসার ॥
কি লক্ষণ প্রকৃতির, কেবা সেই হয় ।
কহিয়া যুচাও প্রভু আমার সংশয় ॥
কি হেতু প্রকৃতিদেবী হন আবির্ভূতা ।
এক হ'য়ে তবু কেন পঞ্চরূপ যুতা ॥
দুৰ্গা লক্ষ্মী রাধা আর দেবী সরস্বতী ।
সাবিত্রী সমেত হয় পঞ্চাশ্বপ্রকৃতি ॥
এই পঞ্চ প্রকৃতির চরিত-আখ্যান ।
কেমন বা ইহাদের পূজার বিধান ॥
দয়া করি কহ মোরে প্রভু নারায়ণ ।
শুনিতে আমার বড় কৌতুহলী মন ॥
নারায়ণ কহিলেন নারদে তখন ।
বর্ণিতে না পারে কেহ প্রকৃতি-লক্ষণ ॥
শিবমুখে যাঁহা কিছু করেছি শ্রবণ ।
তাঁহাই বর্ণনা আমি করিব এখন ॥
'প্র' শব্দে 'প্রকৃষ্ট' অর্থ শুন দিয়া মন ।
'কৃতি' অর্থে 'সৃষ্টি' ইহা বেদের বচন ॥

সদ্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ রয় ।
প্রধান। প্রকৃতি তারে সর্বজ্ঞানে কয় ॥
সৃষ্টির আদিতে যিনি তিনিই প্রকৃতি ।
ব্রহ্মের স্বরূপা তিনি মায়াময়ী নিতি ॥
যোগবলে আপনি সে পরমাত্মা যিনি ।
আপনারে ছুই ভাগ করিলেন তিনি ॥
তাঁহার দক্ষিণ ভাগ পুরুষের রূপ ।
বাম ভাগ হইল যে প্রকৃতি-স্বরূপ ॥
প্রকৃতি যে ব্রহ্মরূপা জানিবে নিশ্চয় ।
মূলীভূতা সনাতনী নাহিক সংশয় ॥
সর্বভূতাজিতা দেবী প্রকৃতি স্পন্দরী ।
কি সাধ্য আমার তার গুণব্যখ্যা করি ॥
জীবপাশে আত্মা যেন স্বতাই বিরাজে ।
আত্মা সনে যেন শক্তি থাকে সর্ব কাঙ্গে ॥
অগ্নির সঙ্গিতে থাকে দাহিকা-শক্তি ।
পুরুষেরো সেইরূপ সঙ্গিতে প্রকৃতি ॥
এহেতু সংসারধামে যত যোগিগণ ।
স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন জ্ঞান না করে কখন ॥
শুন শুন হে নারদ, সর্বযোগিগণ ।
ব্রহ্মময় এ জগৎ করেন দর্শন ॥

প্রকৃতি পুরুষ কিবা সব ব্রহ্মময় ।
 যোগীন্দ্র-মনের এই ধারণা নিশ্চয় ॥
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জানিয়া বাসনা ।
 আবির্ভূতা সনাতনী হৃদয়-আসীনা ॥
 শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি-ইচ্ছা জানিয়া ঈশ্বরী ।
 পঞ্চভাগে ভাগ হন নিজের ইচ্ছা করি ॥
 ব্রহ্মা আদি দেব আর মুনি মনুগণ ।
 ব্রহ্মরূপা শ্রীভূগোপা পূজে অনুক্ষণ ॥
 গণেশজননী তিনি শিবের ঘরগী ।
 ব্রহ্মরূপা বিষ্ণুমায়া আশা সনাতনী ॥
 সংসারে অসীম গুণ বৈষ্ণবী ভূগার ।
 বেদেতে বর্ণিতে নারে যত গুণ তার ॥
 ধর্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্তি, যশ ও মঙ্গল ।
 সর্বজীবে সনাতনী দেন অবিরল ॥
 সুখ মোক্ষ হর্ষাদির তিনি প্রদায়িনী ।
 শোকার্তি দুঃখের তিনি বিনাশকারিণী ॥
 শরণাগতেরে তিনি করেন রক্ষণ ।
 সর্বজীবে পরিভ্রাণ করে অনুক্ষণ ॥
 জ্যোতির্ময়ী শক্তিরূপা সিদ্ধির ঈশ্বরী ।
 তিনি বুদ্ধি, তিনি নিদ্রা, নিত্য তাঁরে স্মরি ॥
 তিনি ক্ষুধা, তিনি তৃষ্ণা, ছায়া, তন্দ্রা, স্মৃতি ।
 দয়া আর কাস্তি শাস্তি কাস্তি ভাস্তি স্মৃতি ॥
 তিনি ভূষ্টি তিনি পুষ্টি বৃদ্ধি লক্ষ্মী দয়া ।
 শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপা জননী অভয়া ॥
 অনন্ত তাঁহার রূপ কে বর্ণিতে পারে ।
 বেদ ও পুরাণ তাহা বর্ণিবারে নারে ॥
 প্রথমা প্রকৃতিকথা শুনিলে নারদ ।
 দ্বিতীয় প্রকৃতিকথা বলিব বিশদ ॥
 শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপিণী লক্ষ্মী সে বিষ্ণুর ।
 দাস্তা শাস্তা স্থলীলা সে অতি হুমধুর ॥
 সম্পৎ-রূপিণী দেবী প্রকৃতি হৃন্দরী ।
 ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী সর্ব শুভঙ্করী ॥
 লোভ মোহ কাম ক্ষোভ কিছু নাহি তাঁর ।
 বাসনা নাহিক কিছু, নাহি অহঙ্কার ॥

পতিই তাঁহার প্রাণ, অতি পতিব্রত ।
 ভকত-বৎসলা দেবী সর্ব-হিতরতা ॥
 প্রাণের সমান প্রিয় তিনি শ্রীহরির ।
 বাহ্যকল্পভর সম অনাদি শরীর ॥
 প্রিয়বদা প্রেমপাত্রী শ্রীহরি-জীবন ।
 সর্বোত্তম তাঁরে বন্ধে ধরে নারায়ণ ॥
 শস্ত্রের স্বরূপা তিনি জীবের জীবন ।
 বৈকুণ্ঠধামেতে বাস পতি-পরায়ণ ॥
 স্বর্গে তিনি স্বর্গলক্ষ্মী রহে হৃষ্ট মনে ।
 রাজলক্ষ্মীরূপা তিনি রাজার ভবনে ॥
 গৃহলক্ষ্মীরূপে রহে গৃহীদের ঘরে ।
 বাণিজ্যরূপিণী তিনি বণিক-ভিতরে ॥
 শোভার আধার তিনি কহিনু তোমায় ।
 সকল ঐশ্বর্য্য হয় তাঁহার কৃপায় ॥
 দ্ব্যমবী মাতৃরূপা সদয়া সরলা ।
 রক্ষিতে ভক্তের ধন হন স্নেহালা ॥
 লক্ষ্মী বিনা ত্রিজগৎ অন্ধকারময় ।
 জীবন্ত মানুষ সব জীবন্ত রয় ॥
 ভক্তি-স্বরূপিণী দেবী ভক্তের জননী ।
 জগতের মাতৃরূপা শ্রীকৃষ্ণ-গৃহিণী ॥
 দ্বিতীয়া প্রকৃতিকথা অতি চমৎকার ।
 মহালক্ষ্মী নামে যিনি খ্যাত ত্রিসংসার ॥
 দ্বিতীয়া শক্তির কথা করিলে শ্রবণ ।
 তৃতীয়া প্রকৃতি কথা কহি এইক্ষণ ॥
 বিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী যিনি দেবী সরস্বতী ।
 ত্রিলোকে পূজিতা তিনি তৃতীয়া প্রকৃতি ॥
 বুদ্ধিরূপা, বাক্যরূপা, বিচাররূপা যিনি ।
 সর্ববিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী তিনি ॥
 কবিতারূপিণী তিনি প্রতিভাদায়িনী ।
 সাধুব্যক্তিগণে দেন স্মৃতি, মেধা তিনি ॥
 তাঁহা হ'তে লাভ হয় বিবিধ কল্লা ।
 তাঁহার কৃপায় পাই বোধ ও চেতনা ॥
 সন্দেহ-ভঞ্জিনী তিনি বিচাবকারিণী ।
 শক্তি-স্বরূপিণী গ্রন্থ রচনাকারিণী ॥

বীণা আর পুস্তকাদি শোভে তাঁর করে ।
 সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী জানিবে তাঁহারে ॥
 একমনে সরস্বতী কৃষ্ণে জপ করে ।
 শ্রীহরির প্রিযতমা জানিবে অন্তরে ॥
 শ্রীমঙ্গের বর্ণ তাঁর খেতপদ্মপ্রায় ।
 কুন্দপুষ্প প্রাক্কিত জ্যোতির প্রভাষ ॥
 রত্নমালা করে দেবী করিয়া ধারণ ।
 মধুময় কৃষ্ণনাম জপে অনুক্ষণ ॥
 তপস্কারুপিণী তিনি নিজে তপস্বিনী ।
 সিদ্ধ-বিজ্ঞা-স্বরূপিণী সিদ্ধি-প্রদায়িনী ॥
 তপঃফলদাত্রী তিনি ওহে মতিমান ।
 হৃদমনে তপস্কার করে ফল দান ॥
 সরস্বতী-বিবরণ করিলে শ্রবণ ।
 অপর প্রকৃতিকথা শুনহ এখন ॥
 চতুর্থ প্রকৃতি যিনি সাবিত্রী মহতী ।
 মাতৃরূপা সকলের বিচক্ষণ অতি ॥
 চারি বেদ বেদ-অঙ্গ ছন্দ আছে যত ।
 সাবিত্রী হইতে সব জন্মিছে সত্যত ॥
 সন্ধ্যার বন্দনা আর জপ মন্ত্র সব ।
 তাঁহা হ'তে এ সংসারে হইল উদ্ভব ॥
 ব্রহ্মতেজোগম্যী তিনি জননী সবার ।
 তাঁর পদরজঃস্পর্শে ধন্ত এ সংসার ॥
 সাবিত্রীর কথা এই করিহু বর্ণন ।
 পঞ্চমী প্রকৃতিকথা শুন এইক্ষণ ॥
 প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা বিদিত জগতে ।
 প্রেমোন্মত্তে জীবন তাঁর শুন মহামতে ॥
 প্রেমপ্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী পঞ্চপ্রাণরূপা ।
 শ্রীবিষ্ণুর প্রাণাধিকা শ্রেষ্ঠা অপরূপা ॥
 তিনিই হৃন্দরীশ্রেষ্ঠা খ্যাত ত্রিসংসারে ।
 সৌভাগ্য সকল আছে তাঁহার মাঝারে ॥
 সৌভাগ্যশালিনী পূর্ণা আনন্দরূপিণী ।
 ধাতা মাতা পুঞ্জনীয়া বিশ্ববিমোহিনী ॥
 কৃষ্ণ-আদরিণী তিনি সর্বগুণধার ।
 প্রণয়-রসেতে পূর্ণ শরীর তাঁহার ॥

কৃষ্ণের বামেতে আছে আসন-তাঁহার ।
 কৃষ্ণভেজ কৃষ্ণগুণ আছে শ্রীরাধার ॥
 পরাংপর আত্মশক্তি নিত্য সনাতনী ।
 সর্বভূত-স্বরূপিণী তিনি নারায়ণী ॥
 রাসমঞ্চে হন তিনি দিব্য অলঙ্কার ।
 রাসেশ্বরী রসবতী ভুবন-মাঝার ॥
 গোপবেশ তাহা হ'তে হবেছে সৃজন ।
 উজ্জ্বল করেন সদা গোলোক-ভবন ॥
 আহ্লাদ সন্তোষ হর্ষ-স্বরূপিণী তিনি ।
 সত্যত আছেন তিনি কৃষ্ণের অধিনী ॥
 মহাবরাহের মূর্তি করিয়া ধারণ ।
 ধরার উদ্ধার করে শ্রীকৃষ্ণ যখন ॥
 বৃকভানুহতা হ'য়ে শ্রীরাধা সেকালে ।
 জনম লাভিয়াছিল অবনীমণ্ডলে ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিয়া যতন ।
 কভু না পারেন তাঁরে করিতে দর্শন ॥
 শুন যুনি সেই দেবী শ্রীরঙ্গের সার ।
 শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে শোভে অনিবার ॥
 সহস্র বৎসর স্তব করি দেবগণ ।
 শ্রীরাধার দেখা নাহি পাষ কোনজন ॥
 যতেক রমণী আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ।
 জনম প্রকৃতি-অংশে জানিবে অন্তরে ॥
 যে পঞ্চ প্রকৃতিকথা বলিহু তোমারে ।
 সে মূল প্রকৃতি বলি জানিবে সবারে ॥
 যিনি যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর অংশ-স্বরূপিণী ।
 শুন মহাভাগ কহি তাঁদের কাহিনী ॥
 যে দেবীর স্পর্শে পৃথ এ তিন ভুবন ।
 গলিত বিষ্ণুর পাদে যাহার জনম ॥
 দ্রবময়ী যিনি নিজে নিত্য সনাতনী ।
 পাপরাশি বিনাশেন জগৎ-জননী ॥
 দেখিলে স্পর্শিলে ঝাঁবে মোক্ষলাভ হয় ।
 পুণ্যতীর্থরূপে খ্যাতা এই ধরাময় ॥
 বিরাজ করেন তিনি মহেশের শিরে ।
 শুদ্ধসত্ত্বরূপা যিনি এ ভব সংসারে ॥

যাঁহার পরশে হয় পাপ বিনাশন ।
 পবিত্র যাঁহার জলে এ তিন ভুবন ॥
 প্রকৃতির অংশ হন সেই স্তম্ভধ্বনী ।
 জগতে তাঁহার নাম পতিতপাবনী ॥
 বিষ্ণুদেহে জন্ম তাঁর পাপ-বিনাশিনী ।
 নারায়ণ প্রিয়তমা হন সদা তিনি ॥
 প্রকৃতি-প্রধান অংশ তুলসী বিরাজে ।
 বিষ্ণুপত্নী বিষ্ণুদে নিরন্তর রাজে ॥
 পত্রমধ্যে সারভূতা পুণ্যপ্রদায়িনী ।
 কলুষ নাশিতে তিনি অগ্নি-স্বরূপিণী ॥
 ধরণী পবিত্র হয় পাদস্পর্শে তাঁর ।
 ভক্তিমুক্তি তাঁহা হ'তে লভয়ে সংসার ॥
 নিষ্ফল সকল পূজা তাঁহার বিহনে ।
 ত্রাণ করে ভারতের সর্বজনগণে ॥
 কলিকালে পাপরূপ কাষ্ঠের দহনে ।
 অগ্নি-স্বরূপিণী তিনি সকলেই জানে ॥
 অপর প্রকৃতি-অংশ শুন দিবা নন ।
 ক্রমে ক্রমে বিস্তারিষা বলি বিবরণ ॥
 কণ্ঠপ-আত্মজা সতী মনসা যে হয় ।
 প্রকৃতি প্রধান অংশ সকল সময় ॥
 শঙ্করের শিষ্য তিনি অনন্তভগিনী ।
 হৃন্দরী সে নাগেশ্বরী নাগমাতা তিনি ॥
 নাগগণ হয় নিত্য বাহন তাঁহার ।
 নাগের ভূষণ দেহে শোভে অনিবার ॥
 নাগেন্দ্রদণ্ডুতা তিনি বিষ্ণুভক্তিরতা ।
 তপের স্বরূপা তিনি পরম দেবতা ॥
 সর্বমন্ত্র-অধীশ্বরী আস্তিক-জননী ।
 জরৎকারুপত্নী তিনি সতীশিরোমণি ॥
 তিন লক্ষ বর্ষ করি হরি-আরাধনা ।
 মনসা পূজিতা ভবে, সফল বাসনা ॥
 ব্রহ্মভেজে সমুজ্জ্বল কলেবর তাঁর ।
 ব্রহ্ম হৈতে স্বতন্ত্রতা নাহি কিছু আর ॥
 প্রকৃতি প্রধান অংশ দেবসেনা সতী ।
 মাতৃগণ-মধ্যে তিনি পূজনীয়া অতি ॥

জগতের শিশুগণে করেন পালন ।
 তপস্বিনী বিষ্ণুপ্রতি ভক্তিপরায়ণ ॥
 কাটিকেশ্যপত্নী যিনি, যষ্ঠ অংশ তিনি ।
 যষ্ঠী নামে অভিহিতা হৃন্দরী কামিনী ॥
 পুত্র পৌত্র আদি সব করেন প্রদান ।
 দাত্রী নামে সুবিখ্যাতা রমণীপ্রধান ॥
 স্বামীর নিকটে তিনি রমণীয়া অতি ।
 শিশুর সমীপে তিনি অতি বুদ্ধা সতী ॥
 শিশুর জন্মের পর যষ্ঠ দিন গতে ।
 যষ্ঠীপূজা হয় নিত্য সমস্ত জগতে ॥
 একবিংশ দিনে শিশু-কল্যাণের তরে ।
 যষ্ঠীপূজা প্রচলিত সব ঘরে ঘরে ॥
 স্থির বিদ্যুতের মত যৌবন তাঁহার ।
 বৃদ্ধারূপে ভ্রমে কিন্তু বিরূপ আকার ॥
 দয়ারূপা মাতৃরূপা তিনি নিরন্তর ।
 নিত্য হন শিশুদের স্বপ্নের গোচর ॥
 তাঁহার কৃপায় শিশু থাকে নিরাপদে ।
 পালন করেন তিনি আপদে বিপদে ॥
 যষ্ঠীর অর্চনা করে যেই সাধুজন ।
 পুত্র পৌত্র বাড়ে তার হয় বহু ধন ॥
 প্রতিমাসে যষ্ঠীপূজা যেই জন করে ।
 ধনে পুত্রে বাড়ে সেই যষ্ঠীদেবী-বরে ॥
 প্রকৃতি প্রধান অংশ মঙ্গলচণ্ডিকা ।
 দূর করে ধরাধামে সর্ব বিভীষিকা ॥
 মুখ হ'তে প্রকৃতির জন্ম হয় তাঁর ।
 মঙ্গল প্রদান সবে করে অনিবার ॥
 মঙ্গলস্বরূপা তিনি সৃষ্টির সময় ।
 সংহারে প্রচণ্ড মূর্তি জানিবে নিশ্চয় ॥
 সেই জন্তু ধরাতলে বুদ্ধিমানগণ ।
 মঙ্গলচণ্ডিকা নাম করেন কীর্তন ॥
 মঙ্গল বারেতে সদা পূজা হয় তাঁর ।
 রমণীরা দান করে পঞ্চ উপচার ॥
 পুত্র পৌত্র দান করে ঐশ্বর্য ও যশ ।
 নাশ করে শোক তাপ দুঃখ অপযশ ॥

কিস্ত তিনি কৃষ্ণ যদি হবেন কখন ।
করিতে পারেন তিনি সংসার দহন ॥
অতএব সর্বভাবে তুষিবে তাঁহারে ।
বাধা বিঘ্ন দূর হবে, শত্রু যাবে দূরে ॥
যেই জন পূজে ভবে মঙ্গলচণ্ডিকা ।
সেই জন পূজে জেনো প্রকৃতি অম্বিকা ॥
প্রকৃতিরূপিণী দেবী চণ্ডীর আখ্যান ।
তোমা সবে কহিলাম ওহে মতিমান ॥
প্রকৃতির অঙ্ক মূর্তি কালী নাম যার ।
তাঁর কথা মন দিবা শোন এইবার ॥
কমললোচনা কালী অংশ প্রকৃতির ।
ললাট হইতে জন্ম শ্রীদুর্গাদেবীর ॥
শুভ নিশুম্ভের যুদ্ধে জন্ম কালিকার ।
শ্রীদুর্গার অর্দ্ধ অংশ, সংশয় কি তার ॥
রণবঙ্গে সিদ্ধা তিনি সতত রঙ্গিণী ।
সর্বশক্তি মধ্যে জেনো অতত্তমা তিনি ॥
দেবদেবী মূনি আর যক্ষরক্ষগণ ।
ভক্তিতে কালিকারে করেন স্তবন ॥
কালীরূপা প্রকৃতির মহিমা অপার ।
কহিলাম সব কিছু করিবা বিস্তার ॥
কোটীসূর্য্যসম প্রভা উজ্জ্বল শরীর ।
সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী অতি ধীর স্থির ॥
কৃষ্ণভক্তিপারায়ণা অতি ফলবতী ।
কৃষ্ণচিন্তা বোরে হন কৃষ্ণবর্ণা অতি ॥
তাঁহার নিঃশ্বাসে হয় ত্রৈলোক্য সংহার ।
দৈত্যগণ সনে যুদ্ধ ক্রীড়া নাত্র তাঁর ॥
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল ।
ভক্তগণে দান দেবী করে অবিরল ॥
কালীর কাহিনী এই করিছু বর্ণন ।
বহুক্ষরা বিবরণ করহ শ্রবণ ॥
প্রকৃতি প্রধান অংশ বহুক্ষরা সতী ।
জগৎ-আধাররূপা রত্নগর্ভা অতি ॥
প্রজাপতি প্রজাবর্গ পূজা করে তাঁর ।
সম্পদ বিধান করে এই বহুধাষ ॥

সবারে আশ্রয় দানে তোমে বহুমতী ।
এই হেতু তিনি হন পূজনীয়া অতি ॥
সকলি প্রকৃতি-অংশ সার জেনো মনে ।
উপেক্ষা না করো মূনি, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে ॥
যে দেবী যাঁহার অংশ করিছু কীর্তন ।
যিনি যাঁর পত্নী এবে করহ শ্রবণ ॥
বহুপত্নী স্বাহাদেবী সর্বত্র পূজিতা ।
বহুভেজ ধরে সেই সর্ব পরিত্রোতা ॥
স্বাহা মন্ত্র না উচ্চারি অধ্যাহুতি দিলে ।
দেবতা গ্রহণ নাহি করে কোনকালে ॥
যজ্ঞের রমণী হয় দক্ষিণা নামেতে ।
সর্বত্র আদৃতা তিনি আছেন জগতে ॥
যজ্ঞান্তে দক্ষিণা কেহ না করিলে দান ।
সর্বকর্ম পণ্ড হয় শাস্ত্রের বিধান ॥
পিতৃগণপত্নী যিনি স্বধা তাঁর নাম ।
মূনি ও মনুষ্যগণ পূজে অবিরাম ॥
বদনে না কর যদি স্বধা উচ্চারণ ।
যজ্ঞ-আদি সফল না হবে কদাচন ॥
অপরা দেবীর কথা রাখিও স্মরণে ।
বায়ুপত্নী স্বস্তিদেবী পূজিতা ভুবনে ॥
স্বস্তিবাক্য না উচ্চারি যেনা কর্ম করে ।
নিষ্ফল সকলি জেনো দেবের গোচরে ॥
গণেশের পূজা মতো এই ত্রিভুবনে ।
গণেশের পত্নী পুষ্পি পূজে জনে জনে ॥
পুষ্পির করুণা ভিন্ন নাহি কারো ত্রাণ ।
নরনারী সকলেই হয় ত্রিযমাণ ॥
অনন্তদেবের পত্নী ভূষ্টি নাম তাঁর ।
সর্বজন পূজা তাঁর করে বারংবার ॥
ভূষ্টি বিনা ভূমি নহে জীবের অন্তর ।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচর ॥
সম্পত্তি ঈশানপত্নী, যাঁহার বিহনে ।
দারিদ্র্যের দুঃখ ভোগ করে সর্বজনে ॥
সম্পত্তিবিহনে জেনো হুথ নাহি কোথা ।
অতএব পূজিবেক সম্পত্তি সর্বথা ॥

কপিলের পত্নী ধৃতি পূজিতা সদাই ।
 ধৃতির প্রশংসা জেনো আছে সর্ব ঠাই ॥
 ধৃতির অশেষ গুণ সর্বশাস্ত্রে কয় ।
 যমের দয়িতা তাঁর ক্ষমা নাম হয় ॥
 কামপত্নী রতি দেবী-ক্ৰীড়ার আধার ।
 রতিরঙ্গে আছে জেনো আনন্দ অপার ॥
 আদর তাহার যদি না থাকিত লোকে ।
 কে তবে থাকিত বল আনন্দ-কোঁতুকে ॥
 সত্যপত্নী যুক্তিদেবী পতিব্রতা সতী ।
 সকলে তাঁহারে পূজে জেনো মহামতি ॥
 মোহপত্নী সাধবী দয়া যার অনুগ্রহে ।
 প্রাণিবর্গ শান্ত শিষ্ট অনিষ্ঠুর রহে ॥
 প্রতিষ্ঠা পুণ্যের পত্নী পূজিতা ভুবনে ।
 সর্ববিশ্ব জীবন্ত তাঁহার বিহনে ॥
 স্কন্ধের ভার্যা কীর্তি জানে সর্বজনে ।
 ধন্য মান্য পূজনীয়্য এ তিন ভুবনে ॥
 কীর্তি হয় সর্বদাই যশের আধার ।
 যশোহীন হয় বিশ্ব বিহনে তাঁহার ॥
 উত্তোগের পত্নী ক্রিয়া জেনো তপোধন ।
 একত্রে বিরাজ করে সদা সর্বক্ষণ ॥
 ক্রিয়ার সন্ধান নাহি থাকিলে সংসারে ।
 উৎসন্ন হইবে বিশ্ব কহিনু তোমারে ॥
 অধর্মের পত্নী মিথ্যা পতি-সোহাগিনী ।
 ধূর্তজন পূজে তারে ওহে মহামুনি ॥
 নসার মাঝারে যদি মিথ্যা না থাকিত ।
 তাহা হৈলে এই বিশ্ব স্থখের হইত ॥
 সত্যযুগে মিথ্যা নাহি আছিল কখন ।
 ত্রেতাযুগে সূক্ষ্মভাবে দিল দরশন ॥
 অর্দ্ধ অবধ তার দ্বাপরে প্রকাশ ।
 কলিকালে পূর্ণরূপে জগতে বিকাশ ॥
 শান্তি লজ্জা দুই সতী পত্নী স্থগীলের ।
 জগতে পূজিতা তাঁরা সকল জীবের ॥
 এই দুইজন যদি না থাকে সংসারে ।
 ছারখার যেতো পৃথী জানিবে অন্তরে ॥

জ্ঞানের বনিতা তিন বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ।
 ঝাঁদের বিহনে যুঢ় এ বিশ্ব-প্রকৃতি ॥
 ধর্মপত্নী যুক্তি দেবী অতি মনোহরা ।
 লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সতী পূজে বহুধরা ॥
 কালাগ্নিরূপের পত্নী নিদ্রা নাম তাঁর ।
 সর্বজীব সমাচ্ছন্ন মোহবশে যার ॥
 কালপত্নী তিনজন, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন ।
 সংখ্যার নির্দেশ করে এই সতী তিন ॥
 লোভপত্নী ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় দুইজন ।
 এঁদের প্রভাবে ক্ষুধ সব জীবগণ ॥
 প্রভা ও দাহিকা দুই তেজের রমণী ।
 এদের অভাবে সৃষ্টি না হ'ত ধরণী ॥
 আর দুই নারী আছে যুক্তি সংহারের ।
 কালকণ্ঠা যুত্যা জরা পত্নী প্রজ্বরের ॥
 বিধাতা নিয়ম দুই করিছে পালন ।
 ইহাদের জন্ম হ'ল সংহার কারণ ॥
 আবার স্থখের লাগি দেবনারায়ণ ।
 করিষাছে দুই কণ্ঠা সংসারে সৃজন ॥
 ইহাদের কথা স্মরি আনন্দ চিত্তের ।
 নিদ্রাকণ্ঠা শ্রীতি তন্ত্রা রমণী স্থখের ॥
 জ্ঞান ভক্তি দুইজন পত্নী বৈরাগ্যের ।
 এঁরাই জানিবে মুনি প্রসূতি মোক্ষের ॥
 অদিতি সুরভি দিতি কজ্জ দনু সবে ।
 প্রকৃতির কলারূপা সৃষ্টিকার্যে রবে ॥
 অগ্ন্যস্ত্র প্রকৃতি-কলা আছে বহুজন ।
 শুন শুন সেই কথা করিব বর্ণন ॥
 রোহিণী চন্দ্রের পত্নী অতি স্রশোভনা ।
 সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা দেবী শোভনদর্শনা ॥
 শতরূপা মনুপত্নী জানে বিশ্বজনে ।
 ইন্দ্রভার্যা শচীদেবী বিদিত ভুবনে ॥
 বৃহস্পতিভার্যা তান্না ওহে তপোধন ।
 অহল্যা গৌতমভার্যা জানে সর্বজন ॥
 বশিষ্ঠদেবের পত্নী দেবী অরুন্ধতী ।
 অনসূয়া অত্রিপত্নী মনোরমা সতী ॥

কর্দম্বের পত্নী দেবী দেবহুতি নাম ।
 প্রসূতি দক্ষের পত্নী নবনাভিরাম ॥
 ভগবতী মহামায়া গর্ভেতে ইঁহার ।
 সতীক্লমে জন্মিলেন স্রাত্ত ত্রিসংসার ॥
 বাঁহাদের নাম এই করিলু কীর্তন ।
 প্রকৃতির অংশে হয় সবার জনম ॥
 বরুণ কুবের যম আদি দেব যত ।
 সকলেই পত্নীসহ সৃষ্টিকার্যে রত ॥
 ইঁহারাও জনমিল প্রকৃতি-কারণ ।
 আর প্রকৃতির যত শুন বিবরণ ॥
 লোপামুদ্রা বরুণানী আহুতি গান্ধারী ।
 দমযন্তী কুন্তী আর সত্যভামা নারী ॥
 বিদ্ধাবলী কলাবতী সত্যভামা সতী ।
 কালিন্দী দ্রৌপদী শৈব্যা কোশল্যা রেবতী ॥
 মিত্রাবিন্দা নাগজিতী সীতা জাম্ববতী ।
 হৃতদ্রা কৈটভী আর কলাবতী সতী ॥
 সকলে স্বয়ং লক্ষ্মী, সংশয় কি তার ।
 স্থলর্শনা স্থশোভনা অতি চমৎকার ॥
 সতী সে যোজনগন্ধা ব্যাসের জননী ।
 বাণের দুহিতা উষা স্থন্দরী রমণী ॥
 চিত্রলেখা প্রভাবতী রেণুকা রোহিণী ।
 ভানুমতী মায়াবতী প্রভৃতি কামিনী ॥
 আরো যত গ্রাম্যদেবী করে অবস্থান ।
 সকলেই প্রকৃতির অংশের সমান ॥
 জগৎসংসারে আছে আর কত নারী ।
 নির্ণয় এঁদের সংখ্যা করিতে না পারি ॥
 কলা হ'তে সমুদ্ভূতা জগতের নারী ।
 প্রকৃতির অংশ তারা দেখহ বিচারি ॥
 নাবীদের অপমান করে যেইজন ।
 প্রকৃতির অপমান হব সেইক্ষণ ॥
 বসন ভূষণ আর নানা আয়োজনে ।
 প্রকৃতিরে পূজে যেই, শাস্তি লভে মনে ॥
 নারীমায়ে যেই পূজা যেখানে দেখিবে ।
 নিশ্চয় জানিবে তাহা প্রকৃতি লইবে ॥

যদি কেহ পূজা করে ভ্রাক্ষণ-রমণী ।
 প্রকৃতি গ্রহণ করে সে পূজা আপনি ॥
 অক্টমবর্ষীয়া কন্যা ভ্রাক্ষণের ঘরে ।
 বস্ত্র অলঙ্কার দিবা যেই পূজা করে ॥
 প্রকৃতি সন্তুষ্ট হন সেই জন প্রতি ।
 মহাপুণ্যবান্ সেই হুজন হুসতি ॥
 উত্তম মধ্যম আর অধম বাহারা ।
 প্রকৃতি হইতে হয় উৎপন্ন তাহারা ॥
 তথাপি এঁদের মধ্যে পার্থক্য যে আছে ।
 বিস্তারিয়া বলি যাহা শাস্ত্রে বর্ণিয়াছে ॥
 প্রকৃতি-সত্ত্বের অংশ হয় যেইজন ।
 হুশীলা ও পতিভ্রতা হয় সর্বক্ষণ ॥
 শাস্ত্রের বচন ভুমি অবশ্য জানিবে ।
 উত্তমা নামেতে খ্যাত তারাই হইবে ॥
 প্রকৃতির রজোভাগে যার জন্ম হয় ।
 মধ্যমা তাহারে কয় ভোগে হুখে রয় ॥
 স্বকার্যসাধনে রত তারা নিরন্তর ।
 উত্তমা হইতে সদা রহে স্বতন্তর ॥
 প্রকৃতির তমোভাগে যাদের জনম ।
 কলহেতে রত তারা হয় সর্বক্ষণ ॥
 দুর্গুণা কুলটা দুর্ভা সে রমণী হয় ।
 অধমা নামেতে তারা খ্যাত ধরাময় ॥
 মর্ডের কুলটা যারা ওহে গুণধাম ।
 অপরা বলিয়া স্বর্গে তাহাদের নাম ॥
 তাহারাও প্রকৃতির এক অংশ ধরে ।
 পুংচলী বলিয়া তারা খ্যাত চরাচরে ॥
 অতএব ভালমন্দ কভু না বিচারি ।
 করিবে প্রকৃতি পূজা যথাযোগ্য করি ॥
 শুন শুন হে নারদ, এ বিশ্ব মাঝার ।
 প্রকৃতির পূজা করে সব গুণধার ॥
 প্রথমে হ্রস্ব রাজা পূজেন দুর্গারে ।
 রাবণ বধিতে রাম পূজিলেন তাঁরে ॥
 জগন্মাতা দুর্গাদেবী চণ্ডী দশভুজা ।
 ত্রিভুবনে প্রাপ্ত হন সকলের পূজা ॥

বিনাশ করিতে দৈত্যদানব হুয়ায় ।
 দক্ষ-পত্নী গর্ভে দেবী জন্মিলা ধরায় ॥
 পিতৃঘণ্ডে পতিনিন্দা করিষা শ্রবণ ।
 অভিমানে নিজদেহ করে বিসর্জন ॥
 অতঃপর গিরিরাজ হিমালয় ধরে ।
 জনম লভেন আসি মেনকা উদরে ॥
 উমা নাম ধরে দেবী, হ'বে একমনা ।
 পতিরূপে শিবে পেতে বিস্তর সাধনা ॥
 যোগেশ্বর মহাদেবে পতিরূপে পাষ ।
 কার্তিক গণেশ পুত্র জন্মিল ধরায় ॥
 দেব-সেনাপতি গুহ সৌন্দর্য-আধার ।
 গণদেবে ভজে আগে সর্ব দেবতার ॥
 মঙ্গল নামেতে রাজা পূজেন লক্ষ্মীরে ।
 অনন্তর বিশ্বজন পূজে সে দেবীরে ॥
 ভক্তিদেবী পূজিলেন সাবিত্রী দেবীরে ।
 সেই হ'তে বিশ্বজন পূজে সাবিত্রীরে ॥
 চতুর্দ্বীপ পূজিলেন দেবী সরস্বতী ।
 সেই হ'তে সরস্বতী পূজা পান অতি ॥
 কার্তিকী পূর্ণিমা রাত্রে রাসের মণ্ডলে ।
 রাধারে পূজিলা কৃষ্ণ, খ্যাত ধরাতলে ॥
 সেই হ'তে রাধাদেবী পূজিতা ধরায় ।
 গোপ গোপী হুর মুনি ভক্তি করে তাঁয় ॥
 শঙ্করের উপদেশে হৃষিক প্রথম ।
 ভগবতী পূজা করে অতি মনোরম ॥
 প্রকৃতি দেবতা হন বিচিত্ররূপিণী ।
 কতভাবে কতরূপে আবির্ভূতা তিনি ॥
 অশেষ তাহার রূপ কে বর্ণিতে পারে ।
 যতেক আমার সাধ্য বলিলু তোমাতে ॥
 আর কি জানিতে চাহ কহ তপোধন ।
 বাহা বাহা জানি আমি করিব বর্ণন ॥

প্রকৃতিখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বিতীয় অধ্যায়

শক্তি প্রভৃতি শব্দেব ব্যুৎপত্তি ও দেবদেবীদেব
 উৎপত্তি-বর্ণন ।

নারদ কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন ।
 সবিস্তারে সব কথা কহ এইরূপ ॥
 দেবগণ চরিতাদি করেছি শ্রবণ ।
 প্রকৃতির কথা বল শুনিব এখন ॥
 অনন্ত জ্ঞানের মূল ভূমি নারায়ণ ।
 বিস্তারিয়া কহ দেব সব বিবরণ ॥
 আত্মাশক্তি আবির্ভূতা হন কি কারণে ।
 কোন্‌রূপে প্রকাশিতা এ বিশ্ব ভুবনে ॥
 পঞ্চরূপ কেন দেবী করিলা ধারণ ।
 সেই কথা কুপা করি করহ বর্ণন ॥
 ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে যত দেবী আবির্ভূতা ।
 শুনিব তোমার মুখে তাহাদের কথা ॥
 তাদের চরিত্র আর মাহাত্ম্য কখন ।
 বিস্তৃত বর্ণনা করি বল ভগবন্ ॥
 পূজা আচরণ আর স্তোত্রমন্ত্র যত ।
 কহ প্রভু নারায়ণ যথাবিধি যত ॥
 নারায়ণ কহিলেন শুন তপোধন ।
 সবিস্তারে সব কথা করিব বর্ণন ॥
 পরমাত্মা দিক কাল নিত্য বস্তু হয় ।
 বৈকুণ্ঠ গোলোকধাম অনন্ত অক্ষয় ॥
 নিদ্রারূপী প্রকৃতি সে ব্রহ্মে লীনা সদা ।
 প্রকৃতি আত্মার সহ বিলীন সর্বদা ॥
 অগ্নিতে দাহিকা শক্তি সংযুক্তা যেমন ।
 পদ্মে আর চক্রে শোভা যুক্ত সর্বক্ষণ ॥
 প্রকৃতি সেরূপভাবে পরম আত্মাতে ।
 সংযুক্তা রহিছে সদা সংশয় কি তাতে ॥
 স্বর্ণ বিনা নাহি হয় কুণ্ডল নির্মাণ ।
 মাটি বিনা ঘট নাহি হয় কোন স্থান ॥
 সেইরূপ পরব্রহ্ম এ বিশ্ব-সংসারে ।
 প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে না পারে ॥



অনন্ত নাগেবে কবি মহনের দড়ি ।
সাগৰ মহন সবে কবে ওবা কবি ॥

প্রকৃতি-প্রভাবে অক্ষা হ'য়ে শক্তিমান্ ।
 জগৎ করেন সৃষ্টি জেনো মতিমান্ ॥
 সকল শক্তির রূপা প্রকৃতি হৃন্দরী ।
 তাঁহার কুপায় মোরা শক্তি দেহে ধরি ॥
 'শক' অংশে বৃষ্টি মোরা ঐশ্বর্য্য বিষয় ।
 'তি' অংশেতে পরাক্রম জানি মহাশয় ॥
 যেই দেবী পরাক্রম সবে দান করে ।
 শক্তি নামে অভিহিতা জগৎ-মাঝারে ॥
 'ভগ' অর্থে যশ আর সম্পত্তি সম্মান ।
 ভগবতী হন শক্তি ইহারি নিদান ॥
 নিরন্তর ভগরূপা শক্তিসুত্বে রয় ।
 তাঁর শক্তিসুত্বে বিধি ভগবান্ হয় ॥
 ভগবান্ কৃষ্ণ যাঁর নাহি পারাপার ।
 কখনো সাকার হন কভুঁ নিরাকার ॥
 বিচিত্র তাঁহার লীলা বর্ণন না যায় ।
 ধরেন বিবিধ রূপ ভক্তের ইচ্ছায় ॥
 যোগিগণ করে তাঁর তেজোরূপ ধ্যান ।
 নিরাকার পরমাত্মা পরব্রহ্ম নাম ॥
 অদৃষ্ট, সর্বজ্ঞ আর সবার কারণ ।
 এইরূপ কহে তাঁরে সর্ব যোগিগণ ॥
 জগৎ-সৃষ্টির জেনো তিনিই কারণ ।
 তথাপি না পায় কেহ তাঁহার দর্শন ॥
 নিরাকার বলি তারে যোগিগণে কয় ।
 ভক্তের মন কিন্তু ভুঁই তাতে নয় ॥
 সূক্ষ্মদর্শী বৈষ্ণবেরা কহে অন্তরূপ ।
 কৃষ্ণ অতি রমণীয় শাস্ত্র অপরূপ ॥
 দ্রব্য যদি নাহি থাকে গুণ কি সম্ভবে ।
 নিরাকার ব্রহ্মে তেজ কি করিয়া রবে ॥
 নিশ্চয় পুরুষ এক আছে বর্তমান ।
 ইচ্ছাময় তিনি হন জগৎ-নিদান ॥
 কিশোর বয়স তার মোহন-মুরতি ।
 নবীনীরদকাস্তি রমণীয় অতি ॥
 যমুনের পুচ্ছে চুড়া শোভে নিরন্তর ।
 বনমালা শোভে গলে অতি মনোহর ॥

নেত্র নাসা অপরূপ গীতবদ্বারী ।
 সর্বশক্তিমান্ বিভূ গোলোকবিহারী ॥
 দর্শনের ভাতি তাঁর অতি মনোহর ।
 দ্বিভুজ মুরলীধারী অতীব হৃন্দর ॥
 জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক-ভয়-হারী ।
 বৈষ্ণবেরা ধ্যান করে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ॥
 কৃষি অর্থে জানি সবে ভক্তি-বাচকতা ।
 দাসত্ব 'ন'-এর অর্থ অতি গূঢ় কথা ॥
 ভক্তি আর দাস্ত্র্য যেই করে বিতরণ ।
 তিনি কৃষ্ণ মনোহর শুন মুনীগণ ॥
 'কৃষ্ণ' শব্দ অপরূপ 'সর্ব' অর্থ তার ।
 'ন' শব্দের অর্থ বীজ স্রাত সবাকার ॥
 সর্ববীজ যিনি সেই পরম-ঈশ্বর ।
 তিনি কৃষ্ণভগবান্ জানি নিরন্তর ॥
 অনন্তর ভগবান্ সৃষ্টি-ইচ্ছা করি ।
 দ্বিধারূপী হইলেন ইচ্ছাময় হরি ॥
 দক্ষিণাংশ হ'ল তাঁর পুরুষ পরম ।
 বামার্ধ হইল নারী অতি মনোরম ॥
 কামবশ হ'য়ে তবে হরিসনাতন ।
 নারীরূপা প্রকৃতিরে করিলা দর্শন ॥
 চম্পকসদৃশ কাস্তি হেরে অবিরল ।
 চন্দ্রবিশ্ববিনিদিত নিত্যযুগল ॥
 জ্যে.গিহ্ম অপরূপ পরমাহৃন্দরী ।
 শ্রীফলসদৃশ কুচ দেখিলেন হরি ॥
 কটিদেশ ক্ষীণ অতি দেহ মনোহর ।
 নিরন্তর হান্তময়ী পরম হৃন্দর ॥
 পরিধানে শুদ্ধবস্ত্র নানা অলঙ্কার ।
 খঞ্জনগঞ্জন আঁখি কিবা চমৎকার ॥
 ঘন ঘন ভগবান্ চাহে তার পানে ।
 প্রকৃতিও কামবশ হরি সমিধানে ॥
 কবরীবন্ধন তার মস্তক-উপরে ।
 পারিজাত-মালা তাহে কিবা শোভা ধরে ॥
 তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মন ।
 অবিলম্বে রাসমঞ্চে করেন গমন ॥

অতঃপর ভগবান্ বিরাম ভবনে ।
 রত্নক্রীড়া করিলেন প্রকৃতির সনে ॥
 যতদিন বিরঞ্চিত না হয় পতন ।
 ততদিন রহিলেন বিহারে মগন ॥
 পরিজ্ঞাত প্রকৃতির গাত্রে অবিরল ।
 নিঃস্বতা হইল পরে বহু জমজল ॥
 সুরত-ক্রীড়ার শেষে ক্রান্ত তনু মন ।
 বহিল নিঃশ্বাস বায়ু সবেগে তখন ॥
 গোলাকার জমজল ঝরে সে সময় ।
 সেই জলে গোলাকার বিশ্বস্থিতি হয় ॥
 সমস্ত নিঃশ্বাসবায়ু জ্বলিও নিশ্চয় ।
 জীবের নিঃশ্বাসরূপে পরিণত হয় ॥
 বায়ুর বামার্দ্ধ হ'তে জন্মিল কামিনী ।
 পতিভ্রতা বায়ু পত্নী হইলেন তিনি ॥
 বায়ুর পাঁচটি পুত্র শুন মতিমান ।
 অপান সমান প্রাণ ব্যান ও উদান ॥
 প্রকৃতি-শরীর হ'তে যে জল ঝরিল ।
 বরুণ-দেবতা তাতে আবিস্কৃত হৈল ॥
 বামার্দ্ধ হইতে তাঁর জন্মে বরুণানী ।
 বরুণের পত্নী ইনি শুন শুন মুনী ॥
 কৃষ্ণপ্রাণ-অধীশ্বরী শক্তি অনন্তর ।
 ধারণ করিলা গর্ভ শত মন্বন্তর ॥
 অবশেষে যথাকালে শুন তপোধন ।
 প্রসব করিলা ডিম্ব কাঞ্চন বরন ॥
 শক্তিদেবী এই ডিম্ব করিয়া দর্শন ।
 জলরাশি-মধ্যে তাহা করে নিক্ষেপণ ॥
 ইহা দেখি ভগবান্ করে হাহাকার ।
 প্রকৃতিরে অভিশাপ দিলা বারংবার ॥
 যেহেতু ত্যজিলে তুমি আপন সন্তান ।
 সেই হেতু অভিশাপ করিলু প্রদান ॥
 আজি হ'তে সন্তানের না হেরিবে মুখ ।
 কখন না পাবে তুমি অপত্যের স্মৃতি ॥
 তব অংশে যেই নারী জনম লভিবে ।
 তাহাদের কভু নাহি সন্তান হইবে ॥

হৃদয়বোবনা তারা চিরকাল রবে ।
 সন্তানজননী তারা কভু নাহি হবে ॥
 দেবীর জিহ্বাগ্র দিয়া সহসা তখন ।
 আবিস্কৃত হয় এক রমণী রতন ॥
 পরিধানে পীতবস্ত্র অতি শোভা তার ।
 হস্তেতে পুষ্পক বীণা শোভে চমৎকার ॥
 এইরূপে কিছুকাল কাটিল যখন ।
 বিভক্ত হইল শক্তি দু'ভাগে তখন ॥
 বামভাগে কমলার হইল উদয় ।
 দক্ষিণ ভাগেতে রাধা জন্মে সে সময় ॥
 আপনারে দুই ভাগ ভগবান্ করে ।
 দক্ষিণে দ্বিভুজ মূর্তি হইল সত্তর ॥
 বামভাগে চতুর্ভুজ মূর্তির উদয় ।
 অদ্বুত কাহিনী শুন মুনিসমুদয় ॥
 অনন্তর নারায়ণে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সরস্বতী লক্ষ্মী দেবী করিলেন দান ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী সহ দেব নারায়ণ ।
 হৃদয়নে বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন ॥
 শ্রীরাধার অংশভূতা লক্ষ্মী সরস্বতী ।
 কৃষ্ণশাপে তাঁহাদের না হ'ল সন্ততি ॥
 নারায়ণ-দেহ হ'তে জন্মে অতঃপর ।
 চতুর্ভুজ পারিষদ অতি গুণধর ॥
 রূপে গুণে বিষ্ণুসম বিষ্ণুর আকার ।
 লক্ষ্মী-অঙ্গ হ'তে জন্মে দাসী চমৎকার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হ'তে অনন্তর ।
 আবিস্কৃত হ'ল গোপ অতি মনোহর ॥
 শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে তখন ।
 আবিস্কৃত হয় সেখা গোপ-কঙ্কাগণ ॥
 শ্রীরাধার তুল্য রূপ মধুরভাষিণী ।
 বহুরঙ্গে বিভূষিতা যুবতী কামিনী ॥
 রাধিকার অংশ বলি লাগে অভিশাপ ।
 পুত্রহীনা হ'য়ে তারা পায় মনস্তাপ ॥
 পুত্রহীনা হ'য়ে তারা বিবাদে ডুবিল ।
 শুন মুনী তারপর যে কাণ্ড ঘটিল ॥

সহস্র কৃষ্ণের দেহ হ'তে অনন্তর ।
 উদ্ভূতা রমণীরত্ন অতি মনোহর ॥
 বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গাদেবী তিনি ।
 ঈশানী ও নারায়ণী ভুবনমোহিনী ॥
 সর্বশক্তি-স্বরূপিণী অতি হুশোভন ।
 কৃষ্ণবুদ্ধি অধিষ্ঠাত্রী শুন মুনিগণ ॥
 বীজ-স্বরূপিণী তিনি হন সবাঁকার ।
 ঈশ্বরী প্রকৃতিমূল সংশয় কি তার ॥
 কাঞ্চন-বরণ-শোভা অতি মনোহর ।
 কোটিসূর্য্যসম প্রভা অতীব সুন্দর ॥
 বদনে ঈষৎ হাস্য শোভে নিরন্তর ।
 দেবী সে সহস্রভুজা শুন মুনিবর ॥
 ধারণ করেন অস্ত্র বিবিধ প্রকার ।
 বিশুদ্ধবসন শোভে অতি চমৎকার ॥
 অগ্নিবর্ণ শোভা তার ওহে তপোধন ।
 সর্ব অঙ্গে শোভে তার বিবিধ ভূষণ ॥
 অখিলব্যাপিনী তিনি নিত্য সনাতনী ।
 তিনিই শিবের পত্নী জগৎ-জননী ॥
 ত্রিজগতে আছে যত যেকা নারীকুল ।
 স্থিরচিত্তে জানিবেক দুর্গা তার মূল ॥
 কৃষ্ণদেহ-অংশভূতা কৃষ্ণের সমান ।
 গুণ তার আছে দেহে শোন মতিমান্ ॥
 যে সকল নারী আছে এ তিন ভুবনে ।
 দুর্গার অংশেতে জন্ম, জেনে রাখ মনে ॥
 দুর্গার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন ভুবন ।
 হুথ মোক্ষ লাভ হয় তাঁহার কারণ ॥
 বাহার উপর দেবী তুষ্টা হ'য়ে রন ।
 ঐশ্বর্য্য ও হুথ তারে করে বিতরণ ॥
 বাহাতে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হয় সদা ।
 এ সংসারে দুর্গাদেবী করেন সর্বদা ॥
 তাঁহারে ভজন যেই করে বিধিমাতে ।
 পাপতাপ কিছু নাহি তাহার দেহেতে ॥
 দুর্গাদেবী প্রতি যার ভক্তি রহে চিতে ।
 শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সেও শাস্ত্রবিধানতে ॥

মোক্ষদাত্রী হুথদাত্রী তিনি সর্বদাই ।
 সবার আরাধ্যা তিনি সংশয় ত নাই ॥
 স্বর্গলক্ষ্মী হ'য়ে তিনি র'ন স্বর্গমাঝে ।
 গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপেতে বিরাজে ॥
 তপস্কারূপিণী তিনি তাপসজনের ।
 লক্ষ্মী-স্বরূপিণী তিনি সর্ব ভুবনের ॥
 অগ্নিতে দাহিকারূপা, প্রভাভাস্করের ।
 শোভা-স্বরূপিণী তিনি চন্দ্র ও পদ্মের ॥
 যদি না থাকিত দেবী এই ত্রিসংসারে ।
 সব হতো মৃতবৎ জানিবে অন্তরে ॥
 জগতের শক্তি যত দেবীর কারণ ।
 সনাতন বীজরূপা শুন মুনিগণ ॥
 শ্রীদুর্গা বিহনে বিশ্ব জীবন্ত হয় ।
 সকলের শক্তি দেবী সকল সময় ॥
 দুর্গাদেবী এইরূপে আবির্ভূত হন ।
 করিয়া কৃষ্ণের স্তুতি বোড়করে র'ন ॥
 তাঁহারে দেখিয়া কৃষ্ণ অতি সমাদরে ।
 বসালেন রত্নময় আসন-উপরে ॥
 অতঃপর বাহা হৈল শুন মুনিবর ।
 কিছু না গোপন করি তোমার গোচর ॥
 শ্রীকৃষ্ণের নাতিপদ্ম ভেদিয়া তখন ।
 পত্নীসহ চতুর্মুখ আবির্ভূত হন ॥
 অপূর্ব সৌন্দর্য্য তার, তেজ ততোধিক ।
 কৃষ্ণবাস্ত্র-হেতু জন্মে কি কব অধিক ॥
 কমণ্ডলু শোভে হস্তে অতি চমৎকার ।
 তপস্বী জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ কি কহিব আর ॥
 ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বেশ মনোহর ।
 শ্রীকৃষ্ণের স্তব স্তুতি করে নিরন্তর ॥
 চতুর্মুখ-পত্নী যিনি চন্দ্রসম শোভা ।
 শুদ্ধবস্ত্রপরিহিতা অতি মনোহোভা ॥
 রত্নময় অলঙ্কারে শোভে দেহ তাঁর ।
 শ্রীকৃষ্ণের স্তব সেখা করে বারংবার ॥
 করিয়া কৃষ্ণের স্তব পুলকিত মনে ।
 বসিলেন দুইজন রত্ন-সিংহাসনে ॥

আপনারে কৃষ্ণ পরে দুই ভাগ করে ।
 দুই অঙ্গে দুই রূপ অতি শোভা ধরে ॥
 বাম অঙ্গে হ'ল তার দেব পঞ্চানন ।
 দক্ষিণে গোপিকাপতি হইল তখন ॥
 শুদ্ধ স্বচ্ছ মহাদীপ্ত শিব-কলেবর ।
 শতকোটি-সূর্য-সম জ্বলে নিরন্তর ॥
 ত্রিণূল পট্টিশ শোভে হর নাম তাঁর ।
 ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান অতি চমৎকার ॥
 রক্তবর্ণ জটাতার মস্তকে তাঁহার ।
 ভস্মবিভূষিত দেহ হাসে বারংবার ॥
 ললাটে চন্দ্রের কলা ত্রীচন্দ্রশেখর ।
 নীলকণ্ঠ বিশ্বনাথ শিব দিগম্বর ॥
 সর্ব অঙ্গে সর্প শোভে, সর্পের ভূষণ ।
 রক্তমালা জপ করে দেব পঞ্চানন ॥
 পঞ্চযুখে কৃষ্ণনাম জপে অবিরাম ।
 কৃষ্ণনাম গান করে শুন গুণধাম ॥
 যুত্যাঞ্জয় নাম লাভ করিলেন পরে ।
 হৃকটিলে বসিলেন আসন-উপরে ॥
 অপূর্ব পুরাণ-কথা শোনে যেই জন ।
 পাপ তাপ তার দেহে না পশে কখন ॥
 ত্রীহরি-চরণতরী একমাত্র সার ।
 যাহে পার হয় জীব ভবপারাবার ॥

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

● তৃতীয় অধ্যায়

বিষনির্ঘব কখন ।

নারদে সম্বোধি তবে কহে নারায়ণ ।
 বিচিত্র কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ॥
 ব্রহ্মার পতন নাহি হয় যতদিন ।
 জলমধ্যে সেই ডিম্ব রহে ততদিন ॥
 কালক্রমে দুই ভাগে হইল বিভাগ ।
 অপূর্ব কাহিনী আজি শুন মহাভাগ ॥

সেই ডিম্ব-মধ্যে কোটি সূর্যের সমান ।
 প্রতাদীপ্ত শিশু ছিল বিচিত্র আখ্যান ॥
 যেই মাত্র সেই ডিম্ব হয় বিদারণ ।
 শুনিতে পাইল এক শিশুর ক্রন্দন ॥
 ক্ষুধায় পীড়িত শিশু স্তন্যপান তরে ।
 আকুল হইয়া তবে রোদন সে করে ॥
 কোথায় মাতার স্তন্য শিশু অসহায় ।
 পিতামাতা ত্যাগ ত'রে করেছে হেলায় ॥
 যতপি শিশুই বটে তথাপি প্রকৃত ।
 ব্রহ্মাণ্ডের পতি শিশু নহে অজ্ঞমত ॥
 নিখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ শিশুরূপে হায় ।
 হেরিছেন উর্দ্ধদেশে অতি অসহায় ॥
 স্থূল হ'তে স্থূলতম বিরাট্ মহান্ ।
 সে শিশু সামান্য নয় ওহে মতিমান্-॥
 তেজ যত আছে কৃষ্ণ পরম-আত্মার ।
 তাহার ষোড়শভাগ তেজ আছে তার ॥
 প্রতি অংশে ইহাদের যতটুকু হয় ।
 তত অংশে এই শিশু জানিবে নিশ্চয় ॥
 অসংখ্য বিশ্বের ইনি হবেন আধার ।
 মহাবিশ্ব নাম তাঁর জগতে প্রচার ॥
 যতপি ধূলির কণা গণিবারে পারে ।
 সেই বিশ্ব-সংখ্যা কেহ গণিবারে নারে ॥
 এইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রতি বিশ্বে রঘ ।
 কত শত আছে বিশ্ব সংখ্যা নাহি হয় ॥
 পাতাল হইতে আর ব্রহ্মলোকাবধি ।
 ব্রহ্মাণ্ড ইহারে কয় জানি নিরবধি ॥
 প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কত ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 আর বিষ্ণু স্থান পাষ শোন যুনিবর ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধদেশে বৈকুণ্ঠের স্থান ।
 পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ড হ'তে শুন মতিমান্ ॥
 নিরন্তর সত্য বস্তু দেব-নারায়ণ ।
 বৈকুণ্ঠ তেমনি হয় সত্য চিরন্তন ॥
 যোজন পঞ্চাশকোটি উর্দ্ধে বৈকুণ্ঠের ।
 নিত্য সত্য চিরস্থায়ী স্থান গোলোকের ॥

সপ্তদ্বীপা এ পৃথিবী অতি মনোহর ।
 বেষ্টিত রয়েছে সদা সাতটি সাগর ॥
 বহু উপদ্বীপ আর অসংখ্য পাহাড় ।
 বনানী বিরাজে কত সংখ্যা নাহি তার ॥
 উর্দ্ধে রাজে ব্রহ্মলোক সপ্ত স্বর্গ রাজে ।
 সাতটি পাতাল সহ ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে ॥
 সর্বোপরে ভুলোক নামে বিরাজে ভুবন ।
 তাহাতে বসতি করে যত জীবগণ ॥
 তাহার উপরে আছে ভুবলোক নাম ।
 তত্বপরি আছে জেনো এই স্বর্গধাম ॥
 ৭তি মনোহর বটে এই স্বর্গলোক ।
 মহল্লোক তত্বপরি নাই যেথা শোক ॥
 অতীব সুন্দর তাহা বুদ্ধি-অগোচর ।
 জনলোক নামে পুরী আছে তত্বপরি ॥
 তপোলোক নামে পুরী ইহার উপরে ।
 বাহা সম নাই লোক ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥
 তত্বপরি সত্যলোক সত্যের আশ্রয় ।
 তথায় প্রবেশ-লাভ দুঃসাধ্য নিশ্চয় ॥
 সর্বোপরি ব্রহ্মলোক কাম্ববরণ ।
 যথায় বিরাজ করে ব্রহ্ম সনাতন ॥
 সকলই নশ্বর শুন নারদ এবার ।
 ধরার বিনাশ সাথে বিনাশ সবার ॥
 অনিত্য এ বিশ্বরাজি বৃহুদৈর মত ।
 বৈকুণ্ঠে গোলোকধাম শাস্ত্রত সত্তত ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা যত না যায় গণন ।
 সর্ব-অধীশ্বর কৃষ্ণ শাস্ত্রের বচন ॥
 প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ।
 কোটি কোটি দেব আছে, আছে বহু জীব ॥
 দশ দিকপাল আর দিকের ঈশ্বর ।
 নক্ষত্র ও গ্রহ আদি রয়েছে বিস্তর ॥
 মর্ত্যলোকে চারিবার করে অবস্থান ।
 পাতালেতে নাগগণ ওহে মতিমান ॥
 স্বাবর জঙ্গম আছে এ বিশ্ব-সবার ।
 এই তো ব্রহ্মাণ্ড কথা কহিলাম সার ॥

অনন্তর কালক্রমে পুরুষ মহান্ ।
 উর্দ্ধদেশ দেখিলেন শুন মতিমান্ ॥
 পুনঃ পুনঃ উর্দ্ধভাগে করি নিরীক্ষণ ।
 ডিম্ব মধ্যভাগে করে শূন্য দরশন ॥
 সমস্তই শূন্যময় শূন্য চরাচর ।
 আর কিছু নাহি দেখে ডিম্বের ভিতর ॥
 চিন্তায় আবুল তিনি হন অতঃপর ।
 রোদন করেন হ'বে ক্ষুধায় কাতর ॥
 কিছুকাল গত হ'লে হ'ল তাঁর জ্ঞান ।
 একমনে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি করে ধ্যান ॥
 ধ্যানযোগে দেখিলেন কৃষ্ণের মুরতি ।
 বিভূজ শ্যামলকান্তি জ্যোতির্ময় অতি ॥
 গীতবাস পরিধানে আদি সনাতন ।
 শিশু সেই কৃষ্ণ-রূপ করিলা দর্শন ॥
 নবঘনশ্যামকান্তি অপূর্ব মুরতি ।
 সর্বদেহে আছে তাঁর অপরূপ জ্যোতি ॥
 বদনে মধুর হাস্য, করেছে মুরলী ।
 অতঃপর বাহা ঘটে শুন এবে বলি ॥
 হেরিয়া শ্রীভগবানে ডিম্বের ভিতরে ।
 মহানন্দে সেই শিশু মুগ্ধ হাস্য করে ॥
 সমস্তই হইয়া কৃষ্ণ করে বরদান ।
 লাভ কর জ্ঞান তুমি আমার সমান ॥
 ক্ষুধায় কাতর তুমি না হবে কখন ।
 পিপাসাও বশীভূত হবে সর্বক্ষণ ॥
 যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড-আদি করে অবস্থান ।
 তাবৎ তোমার ইথে হোক অধিষ্ঠান ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধাররূপেতে ।
 বাসনা-বর্জিত হ'বে থাকিবে ধরাতে ॥
 বরদাতা হবে তুমি জগৎ-মাঝারে ।
 নির্ভীক নিকাম হবে কহিনু তোমারে ॥
 মম বরে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হবে ।
 জরা-মৃত্যু-ব্যাদি তব কিছু নাহি হবে ॥
 এই কথা বলি কৃষ্ণ শিশুরে তখন ।
 যড়ক্ষর মহামন্ত্র করে সমর্পণ ॥

দক্ষিণ কর্ণেতে মস্ত্র জপি তিনবার ।
 ‘ওঁ কৃষ্ণায়’ এই মস্ত্র দিলেন আবার ॥
 কহিলা তাহারে পরে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 হে বৎস, আমার কথা কর প্রণিধান ॥
 প্রতি বিধে লোক যাহা করে নিবেদন ।
 ভোগাসক্ত বিষ্ণু তাহা করবে গ্রহণ ॥
 পরমাত্মা কৃষ্ণ আমি পরিপূর্ণতম ।
 নিবেত্ত বস্তুতে নাহি প্রযোজন মম ॥
 ষোলকলা পরিপূর্ণ স্বরূপ আমার ।
 ছুই ভাগ আজি আমি করিষু তাহার ॥
 তোমারে পনেরো ভাগ করিষু প্রদান ।
 রাখিলাম এক ভাগ মম বিত্তমান ॥
 যে আমারে খাণ্ডদ্রব্য করিবে অর্পণ ।
 সেই সব খাণ্ড তুমি করিবে ভোজন ॥
 যত লোক আছে এই সংসার মাঝারে ।
 যাহার ঘাঁহাকে ইচ্ছা পূজিবে তাঁহারে ॥
 সাধ্য মত উপচার করিবে অর্পণ ।
 দেবগণ সেই দ্রব্য করিবে ভোজন ॥
 কমলার দুটি কিস্ত সে দ্রব্যে পড়িবে ।
 যেমন সে দ্রব্য বৎস, তেমনি থাকিবে ॥
 এত কহি বিধু কৃষ্ণ শিশুরে তখন ।
 মস্ত্র দান করিলেন অতি হৃষ্ট মন ॥
 অনন্তর কহিলেন প্রফুল্ল অন্তরে ।
 আর কোন্ বর চাহ কহ শীঘ্র ক’রে ॥
 শুনিয়া কৃষ্ণের কথা শিশু অনন্তর ।
 কহিল মনের কথা কৃষ্ণেরে সত্বর ॥
 যত দিন পরমায়ু আছে ভগবান্ ।
 তব পাদপদ্ম আমি করি যেন ধ্যান ॥
 তোমার উপর ভক্তি চাহি নিরন্তর ।
 ইহা ভিন্ন নাহি চাহি অথ কোন বর ॥
 তোমার উপরে ভক্তি নাহিক যাহার ।
 অধম পামর সেই এ বিশ্ব মাঝার ॥
 জপ তপ উপবাসে নাহি কোন ফল ।
 সকলি অসার, তার সকলি বিফল ॥

সকলের আত্মারূপী প্রভু কৃষ্ণধন ।
 প্রকৃতি-অতীত তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥
 স্বেচ্ছাময় ভগবান্ পরম ঈশ্বর ।
 তুমি ব্রহ্ম জ্যোতিরূপী তুমি পরাংপর ॥
 কল্যাণস্বরূপ তুমি হে বিশ্ব-আধার ।
 তুমি বিনে এ বিশ্বের গতি নাহি আর ॥
 তব প্রতি ভক্তি যেন থাকে সর্বদাই ।
 ইহার অধিক বাঞ্ছা মোর মনে নাই ॥
 এই কথা শুনি কৃষ্ণ বালকের যুখে ।
 মধুর বচনে তারে কহে মনস্থখে ॥
 মম বরে আজ হ’তে ওহে গুণাধার ।
 মম সম শক্তি তব রবে অনিবার ॥
 তব সম আর কেহ না হবে সংসারে ।
 জগতের প্রিয় হবে সকল প্রকারে ॥
 মম অংশরূপে তুমি বিরাট রূপেতে ।
 বিরাজ করিবে সদা প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেতে ॥
 তব নাভিপদ্ম হ’তে আমার বচনে ।
 ব্রহ্মার উদ্ভব হবে সৃষ্টির কারণে ॥
 ব্রহ্মার ললাটে-দেশে অতি মনোরম ।
 একাদশ রুদ্রগণ লভিবে জনম ॥
 শিবাংশসম্ভূত তারা অতি বলবান্ ।
 অশিব হইবে তারা শুন মতিমান্ ॥
 কাল আর যুত্বকণ্ঠা সর্বদা ছ’জনে ।
 রুদ্রের সঙ্গেতে রবে প্রলয়-সাধনে ॥
 তাহাদের মধ্যে শুন একজন পরে ।
 কাল-অগ্নি রুদ্র নামে খ্যাত চরাচরে ॥
 বিশ্বের সংহারকারী হইবে সে জন ।
 কহিষু তোমারে আমি এ গুঢ় বচন ॥
 রাখিতে পৃথ্বীরে পরে দেব-নারায়ণ ।
 তব অংশে জন্মিবেন শুন দিবা মন ॥
 সেই বিষ্ণু করিবেন জগৎ-পালন ।
 রহিবেন অনুগত তব সর্বক্ষণ ॥
 হে বৎস, তোমারে আমি দিনু এই বর ।
 মম প্রতি ভক্তিমান্ রবে নিরন্তর ॥

ধ্যানযোগে মূর্তি মম করিবে দর্শন ।
 কমনীয় রূপ মোর হেরিবে তখন ॥
 তোমার জননী শিশু স্ত্রীরাধিকা হন ।
 ধ্যানযোগে মম বক্ষে করিবে দর্শন ॥
 এত বলি ভগবান্ করিলা প্রস্থান ।
 স্বর্গে গিয়া বিধাতারে কহে ভগবান্ ॥
 হে ব্রহ্মা, আমার বাক্য শুন দিবা মন ।
 ধরাধামে যাও তুমি সৃষ্টির কারণ ॥
 বির্রাটের নাভিপদ্মে জন্ম লও গিয়া ।
 বিশ্ব সৃষ্টি কর তাঁর লোমকূপ দিবা ॥
 পদ্মাসনে স্থিতি করি সুদীর্ঘ জীবন ।
 নানারূপে জীবসৃষ্টি কর পদ্মাসনে ॥
 তুমিই জগৎপ্রক্টা জানিবে অন্তরে ।
 সৃষ্টির রহস্য গুঢ় কহিনু তোমারে ॥
 ব্রহ্মারে এতেক কহি দেব-নারায়ণ ।
 মহাদেব-পাশে তবে উপনীত হন ॥
 শুন শুন মহাদেব ললাটে ব্রহ্মার ।
 অংশরূপে জন্ম লও করিতে সংহার ॥
 তব অংশে জন্ম লবে রুদ্র একাদশ ।
 কিন্তু কোন কালে নাহি হবে তব বশ ॥
 সংসার নিধন তরে তাহার জন্মিবে ।
 শিব অংশে জন্ম লবে অশিব হইবে ॥
 অতএব যোগাসনে করি অবস্থিতি ।
 অশিবহ নাশ কর ওহে পশুপতি ॥
 এত বলি মৌনী রহে গোলোকের নাথ ।
 ব্রহ্মা শিব ভক্তিতরে করে প্রণিপাত ॥
 বির্রাটের কাছে যান ব্রহ্মা অনন্তর ।
 দেখিলেন অপরূপ মূর্তি মনোহর ॥
 নবীন নীরদ-সম অঙ্গের বরণ ।
 গীতবন্ত্র পরিধানে বিষ্ণু জনার্দিন ॥
 অনন্ত কিশোর রূপে জলের উপর ।
 শয়ন করিয়া আছে মূর্তি মনোহর ॥
 অনন্তর ব্রহ্মাদেব নাভিপদ্মে তাঁর ।
 জনম লভিলা সেখা বিচিত্র ব্যাপার ॥

জনম লভিয়া সেখা বিধাতা তখন ।
 শিশু-লোমকূপে করে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥
 সনকাদি পুত্রগণ জন্মিল ব্রহ্মার ।
 একাদশ রুদ্র পরে জন্মিল আবার ॥
 তারপর চতুর্ভুজ বিষ্ণু-নারায়ণ ।
 মহাবিষ্ণু বামপার্শ্বে লভিল জনম ॥
 সেই বিষ্ণুদেব পরে কীরোদ-সাগরে ।
 লক্ষ্মীকান্ত রূপে রহে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 অতি গুহ্য সৃষ্টিতত্ত্ব করিল বর্ণন ।
 আর কি জানিতে ইচ্ছা বলহ এখন ॥
 এত বলি নারায়ণ মৌনী হ'য়ে রয় ।
 নারদ সাহস করি ধীরে ধীরে কথ ॥

প্রকৃতিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্থ অধ্যায়

সব্বভৌব পূজাবিধি ও ধ্যান-কবচাদি কথন ।

নারদ কহিলা শুন দেব-নারায়ণ ।
 অমৃতসমান কথা করিলু প্রবণ ॥
 কৃপা করি কহ দেব, করি নিবেদন ।
 প্রকৃতির পূজাকথা অপূর্ব কথন ॥
 কে কাহার পূজা করে শুনিবারে চাই ।
 কোন্ জন কার স্তব করে সর্বদাই ॥
 কোন্ দেবী কি কারণে জনম লভিলা ।
 কি ভাবে বা সেই দেবী পূজিতা হইলা ॥
 স্তব মন্ত্র কবচের প্রভাব কিরূপ ।
 কে কাহারে বরদান করে অপরূপ ॥
 চরিত্র কাহার বল কিরূপ বা হয় ।
 বিবরিয়া এই সব কহ মহোদয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন শুন মতিমান্ ।
 সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
 গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী আর ।
 সাবিত্রী ও সরস্বতী গুণের আধার ॥

এ পঞ্চ প্রকৃতি হয় সবার প্রধান ।
 ইহাদের পূজা থাত আছে সর্বস্থান ॥
 প্রভাব অদ্ভুত অতি অমৃত চরিত ।
 মঙ্গল নিদান সবে জানিও নিশ্চিত ॥
 প্রকৃতির অংশে হয় জনম যাদের ।
 চরিত্রে কল্যাণকর হয় তাহাদের ॥
 সমস্ত কাহিনী আমি করিব কীর্তন ।
 মন দিয়া আজি তাহা করহ শ্রবণ ॥
 কালী গঙ্গা নিদ্রা স্বাধা স্বধা বহুধরা ।
 ভুলনী মঙ্গলচণ্ডী অতি মনোহরা ॥
 মনসা দক্ষিণা বস্তু শুন মতিমান্ ।
 রূপবতী গুণবতী সকলে সমান ॥
 মধুর চরিত্রে সব করিব বর্ণন ।
 করম-বিপাক-কথা করিব কীর্তন ॥
 দুর্গার চরিত্রে আর চরিত্র রাধার ।
 বিস্তারি বলিব সব ওহে গুণাধার ॥
 সরস্বতী কথা আগে করহ শ্রবণ ।
 শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূজা করেন প্রথম ॥
 দেবীর প্রাসাদে মূৰ্ত্তি জ্ঞানবান্ হয় ।
 অপূৰ্ব কাহিনী কহি শুন মহাশয় ॥
 জনম লভিয়া দেবী কৃষ্ণের বদনে ।
 কাশ্যবশে চলিলেন কৃষ্ণের সদনে ॥
 আকার প্রকার ভঙ্গী করি নিরীক্ষণ ।
 বুঝিতে পারিল দেব সরস্বতী-মন ॥
 তখন সর্বজ্ঞ সেই কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 কহিলেন হিতবাক্য শুন মতিমান্ ॥
 কৃষ্ণ কহে, শুন সাক্ষি আমার বচন ।
 মম অংশরূপী হন দেব-নারায়ণ ॥
 রূপে গুণে মহিমায় আমার সমান ।
 সর্বগুণযুক্ত তিনি অতীব মহান্ ॥
 পরম হৃদয় যুবা দেব-নারায়ণ ।
 হে সাক্ষি তাঁহারে কর পতিত্বে বরণ ॥
 কামপ্রদ হন তিনি কায়ুকীগণের ।
 বাসনা করেন পূর্ণ কামিনী মনের ॥

কন্দৰ্পও লজ্জা পায় লাভ্যে তাহার ।
 লীলার চাতুর্যে তিনি শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
 আমারে পতিত্বে বরি আমার সদনে ।
 থাকিতে বাসনা যদি ক'রে থাক মনে ॥
 সে বাসনা যদি হ'তে করহ বর্ত্তন ।
 তাহার কারণ বলি শুনহ এখন ॥
 তোমা হৈতে শতগুণে শক্তি ধরে রাধা ।
 মম পাশে থাকিবারে পাবে ভূমি বাধা ॥
 তোমার না হবে শুভ থাকিলে হেথাষ ।
 অতি সত্যকথা আমি কহিনু তোমাষ ॥
 হীনবলে রক্ষা করে আছে যার বল ।
 প্রভু-বিহীন জন সদাই দুর্বল ॥
 সবার ঈশ্বর আমি সর্বশক্তিমান্ ।
 সবারে শাসন করি আমি ভগবান্ ॥
 রাধারে শাসন আমি করিতে না পারি ।
 আমিই স্বয়ং সধা বগীভূত তারি ॥
 রূপে গুণে তেজে রাধা সমান আমার ।
 মম প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী রাধা অনিবার ॥
 বিবেচনা কর সতি, আছে কোন জন ।
 অবহেলে প্রাণভ্যাগ করে সমর্থন ॥
 অতএব, বৈকুণ্ঠেতে করহ গমন ।
 নারায়ণে স্বামিপদে করহ বরণ ॥
 মঙ্গল হইবে শুন বচন আমার ।
 হৃথভোগ কর সেথা কহিলাম সার ॥
 কাম-ক্রোধ-বিবর্জিত কোন হিংসা নাই ।
 বিরাজেন লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠে সদাই ॥
 রূপে গুণে তব সম অতি মনোহর ।
 তাঁর সাথে কর ভূমি বাস নিরন্তর ॥
 নারায়ণ উভয়েরে করিবে আদর ।
 সমান গৌরব পাবে যাও হে সধর ॥
 প্রতিবর্ষে মাঘমাসে শুক্লা পঞ্চমীতে ।
 সকলে তোমার পূজা করিবে জগতে ॥
 শুন বাগী কহি আমি তোমার নিকটে ।
 তোমারে পূজিবে হুধী পুস্তকে ও ঘটে ॥

রচিত্য স্বর্ণ গুটি জিতেন্দ্রিয়গণ ।
 গন্ধ ও চন্দন দ্বারা করিবে অর্চন ॥
 দক্ষিণ হস্তেতে গুটি করিবে ধারণ ।
 তোমারে করিবে স্তব যত স্তবীজন ।
 তোমারে পূজিবে যেই ভক্তিশূক্ত মনে ।
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার হবে সেইক্ষণে ॥
 এই কথা বলি কৃষ্ণ আনন্দিত মন ।
 প্রথমে তাঁহার পূজা করে সমাপন ॥
 অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যারা ছিল ।
 ভক্তিতরে একমনে দেবীকে পূজিল ॥
 অনন্ত মুনীন্দ্রগণ আর দেবগণ ।
 সনকাদি মুনি মনু করিলা পূজন ॥
 সকলে পূজিল তাঁরে ভক্তিতরে অতি ।
 তিন ভুবনের পূজা পান সরস্বতী ॥
 এত শুনি নারদের আনন্দ হইল ।
 বিস্তৃত জানিতে ওবে পুনঃ জিজ্ঞাসিল ॥
 কহিলা নারদ-ঋষি, কহ ভগবান্ ।
 স্তব ধ্যান আর তাঁর পূজার বিধান ॥
 কিরূপ কুহুম আর কিরূপ চন্দন ।
 দেবীর পূজায় লোকে করিবে অর্পণ ॥
 কিরূপ নৈবেদ্য লাগে দেবীর পূজায় ।
 দয়া করি কৃণাময় বলহ আমায় ॥
 এতেক বচন শুনি কহে নারায়ণ ।
 বিস্তারি কহিব সব শুন দিয়া মন ॥
 পূজিবে দেবীকে সবে কাণ্ডশাখা মতে ।
 শাক্তের বিধান ইহা জানিও জগতে ॥
 মাঘমাসে শুক্লপক্ষে চতুর্থী দিবসে ।
 বিষ্ণুরস্ত পূর্বদিনে মনের হরষে ॥
 সংঘম করিয়া থাকি ওহে মতিমান্ ।
 পরদিন যথাবিধি করিবেক স্নান ॥
 সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া করি সমাপন ।
 ভক্তি সহকারে ঘট করিবে স্থাপন ॥
 গণপতি, সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ।
 শিবানী, এ ছয় দেবে পূজি অতঃপর ॥

পূজিবে ঘণ্টার 'পরে অতীর্ষ দেবীকে ।
 অর্চনা করিবে তাঁর অতি ভক্তিতরে ॥
 দেবীকে করিবে পূজা ঘোড়শোপচারে ।
 নৈবেদ্যের কথা কহি শুন এইবারে ॥
 নবনীত দধি কীর ইস্কু ইস্কু-গুড় ।
 তিললাড়ু লাজ মধু শর্করা মধুর ॥
 আতপ তণ্ডুল আর গুড় চিপটিক ।
 স্বস্তিক হবিষ্য-অন্ন স্নাতের পিঠক ॥
 পরমান্ন নারিকেল নারিকেল-জল ।
 শ্রীফল বদরী আর পক রসুনাকল ॥
 গুরুপুষ্প গুরুবস্ত্র শঙ্খ মনোহর ।
 চন্দন-পুষ্পের মালা ভূষণ স্তম্বর ॥
 দেবীর পূজায় ইহা কর নিবেদন ।
 অনন্তর ধ্যান কহি শুন দিয়া মন ॥
 গুরুবর্ণা হাস্তাননা অতি মনোহর ।
 কোটিচন্দ্রে প্রভাসম দীপ্ত কলেবর ॥
 অগ্নিসম শুক্লবস্ত্র পরিধানে তাঁর ।
 রঞ্জে বিভূষিত দেহ অতি চমৎকার ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর দেবগণ ।
 ভক্তিতবে পূজা তাঁরে করে অনুদ্বন্দ্ব ॥
 মুনি মনু মানবেরা অতি ভক্তিতরে ।
 এইরূপে ধ্যান করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 তাই বলি শুন শুন নারদ স্তম্ভজন ।
 এইরূপ ধ্যানে তাঁর করিবে পূজন ॥
 দেবীর কবচ হাতে করিয়া ধারণ । *
 সাক্ষীক্কে প্রণাম কর ভক্তিশূক্ত মন ॥

* ও কবচত্বিপ্রধে ঋষিবেদ্য প্রজাপতিঃ ।

স্বয়ং বৃহস্পতিঃ সোমো দেবো বাসেধ্বনঃ প্রভুঃ ॥

সর্বতত্ত্ব-পরিজ্ঞান-সর্বার্থ-সাধনমু চ ।

কবিতাম্ চ সর্বাস্ব বিনিবোধঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

ও ব্রীং সববৈভ্যে বাহা শিবো মে পাতু সর্বতঃ ।

শ্রীং বাগদেবতামৈ বাহা ভানব মে সর্বদাবতু ॥

অর্চাকর মূলমন্ত্র দেবীর পূজায় । †
মঙ্গলকারণ অতি সন্দেহ কি তায ॥
যেই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে যেই জন ।
মূলমন্ত্র যাহা তার শুন তপোধন ॥
সরস্বতীে স্বাহা আর লক্ষ্যে স্বাহা করে ।
কল্পবৃক্ষসম ইহা জানিও অন্তরে ॥
বহুপূর্বে গঙ্গাতীরে দেব-নারায়ণ ।
বাগ্মীকিরে এই মন্ত্র করে সমর্পণ ॥
অনন্তর ভৃগুমুনি যাইয়া পুঙ্করে ।
শুক্রেদেবে সরস্বতী-মন্ত্র দান করে ॥

† ও সরস্বতীে স্বাহেতি শ্রোত্রং পাঠু নিবন্তবম্ ।
ও শ্রীং হ্রীং ভাবতৌ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু ॥
ঐং হ্রীং বাগ্মিষ্ঠৈ স্বাহা নাসাং মে সর্কতোহবতু ।
হ্রীং বাগ্মিষ্ঠাত্তদৈবৈ চ স্বাহা ওষ্ঠং সদাবতু ॥
ও শ্রীং হ্রীং ব্রহ্মাণ্যৈ স্বাহা দন্তপংক্তিং সদাবতু ।
ঐং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো যম কর্ণং সদাবতু ॥
ও হ্রীং হ্রীং পাঠু মে গ্রীবাং স্বক্সং মে সর্কদাবতু ।
শ্রীং বিভাষিষ্ঠাত্তদৈবৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ॥
ও হ্রীং বিভাষকপারৈ স্বাহা মে পাঠু নাভিকা ।
ও হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহেতি যম পৃষ্ঠং সদাবতু ॥
ও সর্কবর্ণাঙ্গিকারৈ স্বাহা পার্শ্বো সদাবতু ।
ও সর্ককর্ষবাসিষ্ঠৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু ॥
ও বাগ্মিষ্ঠাত্তদৈবৈ স্বাহা সর্কাক্সং মে সদাবতু ॥
ও হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিষ্ঠৈ স্বাহারিদিশি বক্ষতু ॥
ও ঐং হ্রীং শ্রীং শ্রীসরস্বতৌ বৃক্ষলনৈঃ স্বাহা ।
সত্যং মন্ত্রাকোহবৎ দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥
ও হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈশ্চ'ত্যাং মে সদাবতু ।
কবিজিহ্বাগ্রবাসিষ্ঠৈ স্বাহা মাং বাকুণেহবতু ॥
ও সদাষিকারৈ স্বাহা বারব্যে মাং সদাবতু ।
ও পদবাসিষ্ঠৈ স্বাহা সপা মামুত্তবেহবতু ॥
ও সর্কশাল্লবাসিষ্ঠৈ স্বাহেদিশাভ্যাং সদাবতু ।
ও হ্রীং সর্কপুঞ্জিতারৈ স্বাহা চৌর্দ্যং সদাবতু ॥
ঐং হ্রীং পুস্তকবাসিষ্ঠৈ স্বাহাষো মাং সদাবতু ।
ও গ্রন্থবীজধরপাণৈ স্বাহা মাং সর্কতোহবতু ॥
ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্কশ্রোত্ববিগহম্ ।

মারীচ হইতে মন্ত্র পান বৃহস্পতি ।
ভৃগুরে দিলেন ব্রহ্মা হৃক্ মনে অতি ॥
জরৎকার মন্ত্র দিলা আন্তীক মুনিরে ।
ঋগ্‌শৃঙ্গে দান করে বিভাণ্ডক ধীরে ॥
গৌতমেরে দান করে ভোলা মহেশ্বর ।
যাজ্ঞবল্ক্য কাত্যায়নে দিলেন ভাস্কর ॥
অনন্ত দিলেন মন্ত্র ভরদ্বাজে পরে ।
পাণিনি লভিল শেষে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
পাতালে বলির সভা অনন্ত সেধায় ।
শাকটায়নেরে মন্ত্র দিলা সে সভায় ॥
চার লক্ষ বার মন্ত্র জপে যেই জন ।
মন্ত্র সিদ্ধি হয় তার শুন তপোধন ॥
একদিন ব্রহ্মা গঙ্গাদান পাছাড়ে ।
ভৃগুরে কবচ দিলা বহুসহকারে ॥
সে কবচ যদি কেহ করয়ে ধারণ ।
অবশ্য হইবে তার অতীর্ক পূরণ ॥
অতি গোপনীয় ইহা জানিবে অন্তরে ।
কছু না বলিবে তাহা কাহার গোচরে ॥
ভক্তিভরে ইচ্ছদেবে করিয়া পূজন ।
বিধিমতে করিবেক কবচ ধারণ ॥
যেইজন জপ করে পঞ্চলক্ষ বার ।
সিদ্ধ হয় যত সব কৰ্ম্ম আছে তার ॥
বৃহস্পতিসম হয় বিদ্যায় সেজন ।
বাগ্মী কবি হয় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়ী হয় কবচ ধারণে ।
কহিলাম সব কথা জেনে রাখ মনে ॥
সর্ববিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী বাণীরে যে ভজে ।
ছুটব্যাদি পাপে তাপে কখন না মজে ॥
পূজা ধ্যান স্তোত্র আদি যেইজন করে ।
মহাজ্ঞানী হয় সেই সরস্বতী-বরে ॥
সর্বদেব প্রথমেই পূজয়ে যাহারে ।
তাহার গুণের কথা কে বলিতে পারে ॥
জগৎ-কারণ যিনি কৃষ্ণ-নারায়ণ ।
আপনি করিলা তারে প্রথমে পূজন ॥

অতএব সকলেই করিয়া ভক্তি ।
পূজিবে বিধান মতে দেবী-সরস্বতী ॥
ত্রিভুববৈবর্তে আছে যে সব কাহিনী ।
শুনিলে হইবে পুণ্য, পাপ হৈবে হানি ॥

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্যেব সরস্বতী-স্তব ও সরস্বতী-স্ববে শাপ
হইতে মুক্তিলাভ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর ।
সরস্বতী-স্তব আমি কহি অতঃপর ॥
যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর এই স্তব করে ।
সরস্বতী তুষ্টা হন প্রফুল্ল অন্তরে ॥
যাজ্ঞবল্ক্য মহামুনি গুরু-অভিশাপে ।
বিদ্যাহীন হইয়াছিল কোন এক পাপে ॥
সূর্যের নিকটে যায়, না হেরি উপায় ।
বহুকাল কাটাইল তাঁর তপস্য়ায় ॥
অনন্তর সূর্যদেব দিলা দরশন ।
মহামুনি পুনঃ পুনঃ করিলা রোদন ॥
যাজ্ঞবল্ক্যে কহিলেন দেব দিবাকর ।
সরস্বতী-ধ্যান কর ওহে ঋষিবর ॥
একমাত্র সরস্বতী হইলে সদয় ।
তোমার পাপের ফল খণ্ডিবে নিশ্চয় ॥
এত কহি দিননাথ করে অন্তর্দ্বান ।
সরস্বতী-স্তব করে মুনি মতিমান ॥
জগন্মাতঃ কর কৃপা সন্তানের প্রতি ।
বিদ্যাবুদ্ধিহীন আমি অতি মুঢ়মতি ॥
জগতের মাতা তুমি করুণা-আধার ।
গুরুশাপে বিদ্যা বুদ্ধি নাহিক আমার ॥
হইবাছি তেজোহীন স্মৃতিশক্তি নাই ।
মহাদুঃখী আমি দেবী, কৃপা কর তাই ॥
জ্ঞান দান কর তুমি, স্মৃতিশক্তি দাও ।
বিদ্যা ও প্রার্থিতা দানে আমারে বাঁচাও ॥

চরণে প্রণাম তব করি সরস্বতী ।
দাও মোরে বিদ্যা বুদ্ধি কবিত্ব-শক্তি ॥
সনাতনী জ্যোতির্ময়ী জগৎ-ঈশ্বরী ।
সর্ববিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী নমস্কার করি ॥
তোমা বিনা এ জগৎ জীবন্মৃত হয় ।
জ্ঞান-অধিষ্ঠাত্রী তুমি সকল সময় ॥
তোমা বিনা এ জগৎ বাক্যহারা হয় ।
বাক্য-অধিষ্ঠাত্রী তুমি সকল সময় ॥
শীতল চন্দন-চন্দ্র-কুন্দপুষ্পসম ।
তোমার অঙ্গের আভা অতি মনোরম ॥
অক্ষরস্বরূপা তুমি বিদ্যা-অধীশ্বরী ।
ভক্তিভরে তব পদে প্রণিপাত করি ॥
যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর করিয়া স্তবন ।
নতমুখে বারবার করিলা রোদন ॥
হেনকালে সরস্বতী অলক্ষিত ভাবে ।
কহিলেন, শুন মুনি বিদ্যা পুনঃ পাবে ॥
কবিকুলশ্রেষ্ঠ হবে আমার বচন ।
স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে ওহে তপোধান ॥
এত বলি বৈকুণ্ঠেতে গেলা সরস্বতী ।
যাজ্ঞবল্ক্য মনে মনে পুলকিত অতি ॥
যেইজন নিরন্তর প্রফুল্ল অন্তরে ।
যাজ্ঞবল্ক্য-কৃত স্তব নিত্য পাঠ করে ॥
কবিকুলশ্রেষ্ঠ হয় বাগ্মীর প্রধান ।
বৃহস্পতি-সম সেই লাভ করে জ্ঞান ॥
মহামুখ মেধাশুভ্র যদি কোন জন ।
এক বর্ষ কাল স্তব করয়ে পঠন ॥
পণ্ডিত মেধাবী বলি সেই গণ্য হবে ।
স্বকবি বলিয়া খ্যাত হবে এই ভবে ॥
বৈবর্তপুরাণে বলে দেবব্রত কবি ।
বাণী আর গুরুবর-পদ সদা সেবি ॥

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষষ্ঠ অধ্যায়

সবস্বতী, লক্ষ্মী ও গঙ্গাবিবাদ, অভিসম্পাত
এবং নদীরূপ প্রাপ্তি ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন শুনিবর ।
অপূর্ব কাহিনী এক কহি অন্তঃপর ॥
একদিন সরস্বতী গঙ্গাদেবী সহ ।
বৈকুণ্ঠধামেতে করে অতীব কলহ ॥
গঙ্গাদেবী সেই ক্ষণে হয়ে রুষ্টা অতি ।
বাণীয়ে দিলেন শাপ, শোন মহামতি ॥
মম বাক্যে সরস্বতী হও স্রোতস্বিনী ।
ভারতে বসতি কর হইয়া তটিনী ॥
গঙ্গা-অভিশাপে দেবী সেই দিন হ'তে ।
কলিকালে নদীরূপে বহিছে ভারতে ॥
পুণ্যদাত্রী সেই নদী তপঃ মূর্তিমতী ।
পুণ্যবানে ত্রাণ করে নদী সরস্বতী ॥
সরস্বতী-তীরে যেই প্রাণত্যাগ করে ।
বৈকুণ্ঠে গমন করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
সরস্বতী জলে স্নান যেই পাপী করে ।
সর্বপাপ মুক্ত হয় জানিবে অন্তরে ॥
চিরকাল বিম্বলোকে হয় তার বাস ।
সরস্বতী-তীরে হয় সর্বপাপনাশ ॥
চতুর্দশী পূর্ণিমাতে অক্ষয়া তিথিতে ।
দক্ষিণ-অয়নে যারা হুবিম্বদ্ধ চিতে ॥
ব্যতীপাতযোগ কিংবা পুণ্যদিবসেতে ।
স্নান করে এই জলে শুদ্ধ অন্তরেতে ॥
বৈকুণ্ঠধামেতে সেই যাইবে নিশ্চয় ।
হরির দর্শন তার অবশ্যই হয় ॥
বাণীদেবী-বরে যারা পুণ্য লাভ করে ।
দর্শন-স্পর্শনে তাঁর সম পুণ্য ধরে ॥
যেই জন এক মাস ভক্তিমুক্ত মনে ।
সরস্বতী-মস্ত্রে জপে একান্ত নির্জনে ॥
মহামুখ হয় তবে কবির প্রধান ।
নাহিক সন্দেহ তাই শুন মতিমান্ ॥

মস্তক-মুগুন করি সরস্বতী-তীরে ।
যেই জন স্নান আদি করে সেই নীরে ॥
পুনর্জন্ম নাহি হয় বেদের বচন ।
মুক্তি-লাভ হয় তার, ধন্য সেই জন ॥
জবন করিয়া এই মধুর বচন ।
কোতুহলে নারদ শ্রীভগবানে কন ॥
কি প্রকারে সরস্বতী, গঙ্গার শাপেতে ।
পরিণত হইলেন তটিনী রূপেতে ॥
শুনিতে বাসনা মম, কহ ভগবান্ ।
গঙ্গা কেন করিলেন অভিশাপ দান ॥
সামান্য নহেন দেবী বাণী সরস্বতী ।
শাপিল কিরূপে গঙ্গা কহ মহামতি ॥
কেনই বা সরস্বতী শাপের ভাজন ।
বিস্তারি সকল কথা করহ বর্ণন ॥
পূরাগুরুভ এই কলহ-কারণ ।
দয়া করি ভগবান্ করহ বর্ণন ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন ঋষিবর ।
কহিতেছি সব কথা তোমার গোচর ॥
সর্বপাপ দূরে যায় শুনিলে এ কথা ।
শুন শুন হে নারদ অপূর্ব বারতা ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা পত্নী এই তিন ।
হরিপ্রেমে মনহুখে রহে রাত্রিদিন ॥
সবাই সমান প্রিয়া, গৃহিণী হরির ।
আনন্দে থাকেন সব, হৃদয় হৃদ্বির ॥
একদা শ্রীগঙ্গাদেবী সহাস্তবদনে ।
হরিরে কটাক্ষ করে সন্ধ্যা নয়নে ॥
হেরিয়া তাহার সেই সহাস্তবদন ।
হৃৎচিতে ভগবান্ হাসিলা তখন ॥
লক্ষ্মীদেবী তাতে কিছু মনে নাহি করে ।
সেদিকে না দৃষ্টি দিলা অবহেলা ভরে ॥
কিন্তু তাতে রুট হ'ল দেবী সরস্বতী ।
বিরূপা হইলা দেবী জাহবীর প্রীতি ॥
সহাস্তবদনা লক্ষ্মী দিলেন প্রবোধ ।
কিন্তু নাহি দূর হ'ল সরস্বতী-ক্রোধ ॥

কিছুতেই সরস্বতী শাস্ত নাহি হন ।
 আরক্ত হইল তাঁর বদন নয়ন ॥
 অঙ্গর শরীর কাঁপে ক্রোধের কারণ ।
 সম্বোধিয়া স্ত্রীহরিরে কহিল তখন ॥
 ওহে নাথ, কি বিচিত্র স্বভাব তোমার ।
 মম প্রতি আজি তব একি ব্যবহার ॥
 কি দোষ করেছে প্রভু তোমার চরণে ।
 গঙ্গাদেবী প্রিয়া আজি কিসের কারণে ॥
 এত যদি গঙ্গাদেবী প্রিয়া তব হয় ।
 আমারে বিদায় তবে কর মহাশয় ॥
 পতির প্রেমের যদি অংশ নাহি পাই ।
 স্বজনবিহীন আমি ভবে নাহি ঠাই ॥
 পতিপ্রেম হইলাম বঞ্চিতা যখন ।
 এ ছার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন ॥
 আমারে বিদায় দাও ত্যজিব জীবন ।
 জনম দুঃখিনী আমি অতি অভাজন ॥
 মম প্রতি তব যদি নাহি থাকে ঐতি ।
 অন্তাসক্ত হ'য়ে থাক, জগতের রীতি ॥
 সমদর্শী যদি তুমি নহ নারায়ণ ।
 কি কারণে তবে তোমা পূজ্য জীবগণ ॥
 মুখগণ বলে তোমা সত্ত্বের আধার ।
 সমদৃষ্টি নাহি তব, নাহি সুবিচার ॥
 কুপিতা দেখিয়া তারে হরি-নারায়ণ ।
 সভা ছাড়ি অবিলম্বে করিলা গমন ॥
 ইহা দেখি গঙ্গাদেবী মহারুদ্ধ হ'য়ে ।
 বাণীরে ভৎসনা করে অতীব নির্ভয়ে ॥
 লজ্জাহীন গর্বযুতা শোণিরে কায়কী ।
 বড় সাধ, হ'বি তুই স্বামিস্থখে স্থখী ॥
 আমি কি একাই হই পতিপ্রাণিনী ।
 তুই কি নহিস্ তার প্রণয়-ভাগিনী ॥
 বৃন্দাছি কামাতুরা তুই সরস্বতী ।
 কামে অন্ধ মন তোর অতি দুষ্ট মতি ॥
 মম স্থখে সঁধ্যা তোর জাগিয়াছে মনে ।
 গর্ব তোর চূর্ণ আমি করিব এক্ষণে ॥

এত বলি গঙ্গাদেবী রুদ্ধমূর্তি ধরি ।
 সরস্বতী প্রতি দ্রুত যান আশ্রয়সরি ॥
 শুনিয়া গঙ্গার কথা রুদ্ধচিত্তে অতি ।
 গঙ্গার ধরিতে কেশ যান সরস্বতী ॥
 উভয়ে উভয় প্রতি রোষাবেশে ধায় ।
 পদ্মাবতী লক্ষ্মী তবে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
 মধ্যস্থা হইয়া লক্ষ্মী করে নিবারণ ।
 তোমরা কলহ কেন কর অকারণ ॥
 সামান্য বায়ুতে কভু এত ঝড় বয় ।
 নারায়ণ-প্রিয়া দৌহে, সমান নিশ্চয় ॥
 শোন গঙ্গা সরস্বতী বচন আমার ।
 উভয়ে মিলিয়া দৌহে থাক একাকার ॥
 লক্ষ্মীর বচন শুনি বাণী রুদ্ধমন ।
 লক্ষ্মীরে দিলেন শাপ ভারতী তখন ॥
 মনস্তাপ পাবে তুমি শাপেতে আমার ।
 ধরিবে বৃক্ষের রূপ জগৎ-সাধারণ ॥
 মম অভিশাপ কভু যায় না বিফলে ।
 নগীরূপে বিরাজিবে এই ধরাতলে ॥
 পদ্মাবতী লক্ষ্মীদেবী শাস্ত স্থির অতি ।
 বাণীর বচন শুনি নহে রুদ্ধমতি ॥
 অন্তরে শোকের ঝড় উথলে তাঁহার ।
 নয়ন হইতে বহে অশ্রুধারাসার ॥
 তথাপি না রোষে থাকে মলিন-বদন ।
 বাণীরে না কহে কোন কুপিত বচন ॥
 ধরিয়া বাণীর কর সভামধ্যে রয় ।
 মহাতুর্ধ মনে তার হইল উদয় ॥
 বাণীর সে উগ্রভাব করিয়া দর্শন ।
 মহাক্রোধে গঙ্গাদেবী কহিলা তখন ॥
 শুন লক্ষ্মী, বাণীহস্ত কর পরিহার ।
 কুটিলভাবিণী বাণী, উগ্র ব্যবহার ॥
 দুশ্মুখী কলহপ্রিয়া কি করিবে মোর ।
 জানিও আমার আছে পরাক্রম ঘোর ॥
 তোমারে দিয়াছে শাপ গর্বিতা রমণী ।
 আমিও শাপিব তারে দেখিবে এখন ॥

শুন শুন বাণী ভূমি বচন আমার ।
 শাপিব তোমারে আমি রক্ষা নাহি আর ॥
 মম শাপে নদীরূপ করিয়া ধারণ ।
 ধরামাঝে অবিলম্বে করিবে গমন ॥
 তোমার পবিত্র জল যেজন স্পর্শিবে ।
 পাতক তাহার দেহে কভু না রহিবে ॥
 সেই পাপ রবে তব হৃদয় মাঝারে ।
 আমার বচন কেহ খণ্ডিতে না পারে ॥
 শুনিয়া গঙ্গার শাপ দেবী সরস্বতী ।
 ক্রোধে কাঁপে ধর ধর রোষাবেশে অতি ॥
 গঙ্গাপ্রতি সরস্বতী দিলা প্রতিশাপ ।
 শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার প্রতাপ ॥
 ধরাতলে নদীরূপে কর অবস্থান ।
 এই অভিশাপ তোমা করিলাম দান ॥
 ভগবান্ চতুর্ভুজ আসিয়া তখন ।
 স্বীয বক্ষে ভারতীরে করিলা ধারণ ॥
 জাহ্নবীরে কহিলেন হুম্বিক্ত বচনে ।
 মিছামিছি প্রিযা কেন রুষ্ট হও মনে ॥
 ভারতীরে অভিশাপ নাহি দাও প্রিযা ।
 কলহের কি কারণ শুন মন দিয়া ॥
 উপদেশ দিলা কত নিত্য-নিরঞ্জন ।
 না শুনিলা গঙ্গাদেবী তাঁহার বচন ॥
 বিপদ বুঝিয়া শেষে হরি ভগবান্ ।
 সভামাঝে নতশিরে করে অবস্থান ॥
 অনন্তর ক্ষুব্ধ চিত্তে বাণী-কর ধরি ।
 মিক্ত বাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিলেন হরি ॥
 শুন শুন সরস্বতী বচন আমার ।
 গঙ্গা প্রতি অভিশাপ কর পরিহার ॥
 হরির বক্ষেতে স্থান লভি সরস্বতী ।
 ক্রমে ক্রমে হইলেন শান্ত স্থির অতি ॥
 লক্ষ্মীরে ডাকিয়া হরি কহিলা সেখাষ ।
 ধর্ম্মজগৎ হে ভূমি জন্মিবে ধরায় ॥
 অমোহনিস্তব্ধা কস্তুরাপেতে জন্মিবে ।
 দৈবদুর্বিপাকে সেখা বৃক্ষস্থ লভিবে ॥

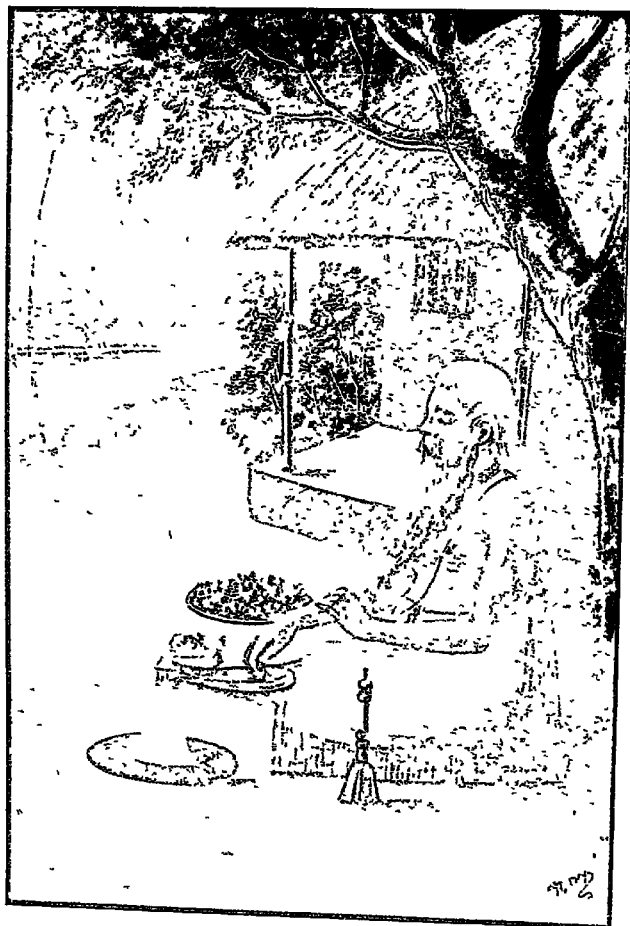
জন্মিবে ভূতলে দৈত্য শঙ্খচূড় নামে ।
 হইবে তাহার পত্নী এই ধরাধামে ॥
 তুলসী নামেতে খ্যাত হইবে ধরায় ।
 শাপমুক্ত হ'য়ে পরে আসিবে হেথাষ ॥
 ভজিবে তাহারে ভূমি দিয়া সর্ব মন ।
 কালক্রমে হইবেক শাপের খণ্ডন ॥
 শাপ অবসান হ'লে ভূমি পুনরায় ।
 ধরা হ'তে মম পাশে আসিবে হেথাষ ॥
 অম্ব এক শাপ যাহা সরস্বতী দিল ।
 কিভাবে কলিবে তাহা শ্রীকৃষ্ণ কহিল ॥
 বৃক্ষরূপ ত্যজি পরে তটিনীরূপেতে ।
 পদ্মা নামে অভিহিতা হইবে জগতে ॥
 লক্ষ্মীরে কহিয়া সব, দেব নারায়ণ ।
 গঙ্গাদেবী প্রতি কন বিষম-বদন ॥
 শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার বচন ।
 নদীরূপে ধরাতলে করিবে গমন ॥
 পতিত জনেরে ভূমি করিবে উদ্ধার ।
 ভাগীরথী নামে খ্যাতি হইবে তোমার ॥
 আমার অংশেতে হবে সাগর বিশাল ।
 তার পত্নীরূপে ভূমি থাক কিছুকাল ॥
 অনন্তর পত্নীরূপে শান্তনু রাজার ।
 কিছুকাল বাস কর অবনী-মাঝার ॥
 কর্ম্মফল কিছুতে না হইবে খণ্ডন ।
 শাপ মুক্তি হ'লে হেথা কর আগমন ॥
 অতঃপর বাগদেবীরে কহে ভগবান্ ।
 গঙ্গাশাপে ধরাধামে কর অবস্থান ॥
 ব্রহ্মার নিকটে গিয়া পত্নী হও তার ।
 গঙ্গা বাও শিবপাশে, বচন আমার ॥
 পদ্মে, ভূমি শান্ত অতি, ক্রোধ কিছু নাই ।
 সাধবী ভূমি মোর কাছে রহ সর্বদাই ॥
 তব অংশে জন্মলাভ করিবে যে নারী ।
 পতিব্রতা বলে খ্যাতি হইবে তাহারি ॥
 শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার বচন ।
 শিবের নিকটে ভূমি করহ গমন ॥

হুশীলা কমলা দেবী অতি শান্তমতি ।
 আমার নিকটে সেই করুক বসতি ॥
 শুনিয়া হরির মুখে এ সব বচন ।
 গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী করিলা রোদন ॥
 সরস্বতী कहিলেন, শুন নারায়ণ ।
 আমি অতি দুর্ভাগিনী বৃথিত্ব এখন ॥
 জনমের মত মোরে দাও গো বিদায় ।
 পতিহার্য হ'য়ে আর বাঁচি কি উপায় ॥
 ধরণীর মাঝে আমি করিব গমন ।
 যোগবলে হুনিচ্চ ত্যজিব জীবন ॥
 এ ছার জীবনে আর আছে কিবা কাজ ।
 কলহ করিয়া আজ পেশু বড় লাজ ॥
 লজ্জা খণ্ডাইতে যদি নাহি পার হরি ।
 খণ্ডাইব আমি প্রাণ বিসর্জন করি ॥
 এত বলি সরস্বতী করেন রোদন ।
 গঙ্গাদেবী অতঃপর করে নিবেদন ॥
 গঙ্গা কহে, শুন নাথ-জগতের পতি ।
 কোন্ অপরাধে আমি দোষী তব প্রতি ॥
 কি কারণে মোরে আজ দিতেছ বিদায় ।
 নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ कहিনু তোমায় ॥
 মম প্রতি কৃপা যদি নাহি কর তবে ।
 রমণীবধের ভাগী হ'য়ে ভুমি রবে ॥
 কৃপা না করিলে আমি ত্যজিব জীবন ।
 এত বলি গঙ্গাদেবী করেন রোদন ॥
 হুশীলা বিনীতা অতি লক্ষ্মী পূজনীয়া ।
 কোন দোষ নাই তাঁর কোমল হৃদয় ॥
 শাপেব ভাগিনী তিনি হন অকারণে ।
 তবু কারো প্রতি রোষ নাহি তাঁর মনে ॥
 বাণী আর গঙ্গাদেবী আপনায় তরে ।
 যেভাবে কৃষ্ণের কাছে কৃপা যাক্স করে ॥
 লক্ষ্মীদেবী কিন্তু শুধু আপনায় লাগি ।
 না কহেন কোন কথা, তাই পুণ্যভাগী ॥
 ধীরে ধীরে স্বামীপ্রতি করিবা বিনতি ।
 कहিলেন অবশেষে মুদ্রভাষে অতি ॥

লক্ষ্মী কহে, শুন নাথ, আমার বচন ।
 সন্তের স্বরূপ ভুমি দেব নারায়ণ ॥
 অকারণ ক্রোধ তব নাহি শোভা পায় ।
 ক্ষমা কর সকলেরে আপন দয়ায় ॥
 কতকাল বিরাজিব ধরণী-মাঝার ।
 তব পাদপদ্ম কবে দেখিব আবার ॥
 করিবে সমস্ত পাপী মোর জলে স্নান ।
 মোর জলে পাপ যত করিবে প্রদান ॥
 কহ কহ প্রভু মোরে মুক্তির উপায় ।
 কেমনে কিরিয়া পুনঃ আসিব হেথায় ॥
 সরস্বতী শাপে গঙ্গা বহিবে ভারতে ।
 পাপ হ'তে মুক্তি লাভ করিবে কি মতে ॥
 গঙ্গা-শাপে বাণী যাবে ভারত-ভবনে ।
 কহ নাথ, মুক্তি লাভ করিবে কেমনে ॥
 এতেকু कहিয়া লক্ষ্মী ধরিল চরণ ।
 হরিরে প্রণাম করি করিলা রোদন ॥
 ভক্তবাক্স-কল্পতরু স্রীহরি তখন ।
 কমলারে বক্ষমাঝে করিলা ধারণ ॥
 कहিলেন ভগবান্ প্রসন্ন বদনে ।
 শুন শুন প্রিয়া মোর শুন বরাননে ॥
 ভয় নাহি কর মনে, ধৈর্য ধর চিতে ।
 উপায় চিন্তন আমি করি বিধিমতে ॥
 উভয়ের বাক্য যাতে আমাদের রয় ।
 সেরূপ করিব আমি জানিও নিশ্চয় ॥
 এক অংশে সরস্বতী নদীরূপ হোক ।
 অল্প অংশে ব্রহ্মা কাছে যাক ব্রহ্মলোক ॥
 স্বয়ং থাকুক দেবী আমার নিকটে ।
 সত্য কথা শুন দেবী कहি অকপটে ॥
 জাহ্নবীর এক অংশ ভগীরথ সনে ।
 অবশ্য যাইবে সেই ভারত-ভবনে ॥
 পবিত্র করিবে দেবী তিনটি ভুবন ।
 আপনি থাকিবে গঙ্গা আমার সদন ॥
 রহিবে জাহ্নবীদেবী শিবের জটায় ।
 হুপবিত্রা বলি খ্যাতি হইবে ধরায় ॥

শুন শুন পদ্ম দেবী বচন আমার ।
 তব অংশ বিরাজিবে ভারত-মাঝার ॥
 পদ্মাবতী নদী আর তুলসী-আকারে ।
 কলিকালে রবে তুমি ভারত-মাঝারে ॥
 অতীত হইলে বর্ষ পাঁচটি হাজার ।
 শাপমুক্ত সকলেই হইবে আবার ॥
 তবু এক কথা আমি তোমারে জানাই ।
 তোমরা সর্বদা কিন্তু থাকিবে এ ঠাই ॥
 কহিলাম সত্যকথা ওগো বরাননে ।
 ছায়ামাত্র তোমাদের যাইবে ভুবনে ॥
 শুন শুন পদ্মাবতী আমার বচন ।
 বিপত্তি ও সম্পদের তোমরা কারণ ॥
 যেজন তোমার জল করিবে স্পর্শন ।
 পাপমুক্ত হবে সেই, ধন্য সেই জন ॥
 পাপীর প্রদত্ত পাপ তোমার যা হবে ।
 আমার ভক্তের স্নানে সে পাপ না রবে ॥
 যেই সব তীর্থরাজি পৃথিবীতে রয় ।
 ভক্তের দর্শনে তাহা স্থপবিত্র হয় ॥
 যেখানে আমার ভক্ত করে অবস্থান ।
 সেই সব স্থান হয় তীর্থের প্রধান ॥
 স্ত্রীঘাতী গো-হত্যাকারী ব্রহ্মঘাতী জন ।
 ভক্তের দর্শনে হয় স্থপবিত্র মন ॥
 অসিজীবী মসীজীবী আদি সমুদয় ।
 ভক্তের দর্শনে সবে স্থপবিত্র হয় ॥
 বিশ্বাসঘাতক জন মিথ্যাসাক্ষী চোর ।
 ঋণগ্রস্ত বেষ্ণাসক্ত জারজ পামর ॥
 বেষ্ণাপুত্র মিত্রহন্তা নাস্তিক যাহারা ।
 ভক্তের দর্শনে হয় পবিত্র তাহারা ॥
 গুরুমন্ত্রে অদীক্ষিত গৃহের পাচক ।
 ভক্তনিন্দাকারী জন গ্রামের যাজক ॥
 আজীব্য স্বজনে যেই না করে পালন ।
 ধরাধামে অভিষ্য পাপী সেই জন ॥
 ভক্তের দর্শনে আর ভক্তের স্পর্শনে ।
 স্থপবিত্র হয় তারা জেনে রাখ মনে ॥

দেবদ্রব্য বিশ্রদ্ধব্য চুরি যেই করে ।
 কঙ্কার বিবাহ দেয় অর্ধলাভ তরে ॥
 সেই সব পাতকীরা জেনে রাখ মনে ।
 স্থপবিত্র হয় ভক্ত দর্শনে স্পর্শনে ॥
 বৈষ্ণব জনের হয় বাহাশ্রয় অপার ।
 তাঁর কৃপা লাভি হয় ভবসিদ্ধি পার ॥
 বৈষ্ণবের তুল্য কেহ কোথা নাহি হয় ।
 মম বাক্য মিথ্যা নহে জানিবে নিশ্চয় ॥
 কমলা কহেন শুন নিত্যনিরঞ্জন ।
 বিস্তারিয়া কহ তবে ভক্তের লক্ষণ ॥
 শুনিয়া লক্ষ্মীর কথা হরিনারায়ণ ।
 নিগুঢ় তত্ত্বের কথা কহিলা তখন ॥
 লক্ষ্মী দেবী তুমি মোর প্রাণতুল্য প্রিয় ।
 তাই তোমা কহিতেছি কথা গোপনীয় ॥
 গুরুমুখে বিমুগ্ধ যেই জন শুনে ।
 সেই জন সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে ॥
 কর্মফলে ভক্ত মোর স্বর্গে কি নরকে ।
 যেথায় থাকুক কভু না পড়ে বিপাকে ॥
 তার যত বংশধর তার পুণ্যবলে ।
 চতুর্বর্গ ফল লাভ করিবে সকলে ॥
 ভক্তি থাকে মম প্রতি যে সাধুজনের ।
 নিষত করবে পূজা শ্রীনারায়ণের ॥
 মনে মনে সর্বক্ষণ আমারেই স্মরে ।
 মুক্তি পাবে স্থনিশ্চিত জেনো মোর বরে ॥
 মোর পূজা করে যেই ভক্তিযুক্ত মনে ।
 পুলকিত হয় মোর নাম-সঙ্কীর্ণনে ॥
 ব্রহ্মহ কি অমরত্ব কিছু নাহি চায় ।
 আনন্দিত হয় যেই আমার সেবায় ॥
 ইন্দ্রহ মনুষ্য কিংবা দেবদ্ব না চায় ।
 সকল সময় মন রাখে মম পাশ ॥
 তারা মোর ভক্ত জন সকল সময় ।
 আমার ভক্তের কভু বিনাশ না হয় ॥
 কুকার্যো নাহিক ইচ্ছা, সৎকার্য্যেতে মন ।
 নম ভক্ত কভু নহে অস্বাভাবজন ॥



বাজবক্য মুনিবর এই স্তব কবে ।
সবস্বতী ভূটা জন প্রমুখ অন্তবে ॥

পৃষ্ঠা—১২৩

বশীভূত হয তার ইন্দ্রিয নিচয ।
মোর ভক্ত ইন্দ্রিযের দাস কভু নয় ॥
পৃথিবীতে জন্ম লভে মোর ভক্তগণ ।
পৃথিবী পবিত্র হয তাদের কারণ ॥
অনন্তর বৈকুণ্ঠেতে করে আগমন ।
কহিলাম লক্ষ্মী এই ভক্তের লক্ষণ ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের শ্লোক ত্রিহরি কখন ।
যেই শোনে, লভে সেই ত্রিহরিচরণ ॥
প্রকৃতিখণ্ডে বর্ষ অখ্যাব সমাপ্ত ।

● সমস্তম অধ্যায়

সবস্বতী প্রভৃতিব অবস্থা বর্ণন ও কলি,
কলি এবং ঈশবৈব শূণ-নিরূপণ ।

নারদেয়ে সছোদিয়া কহে নারায়ণ ।
সবিস্তারে কহি আরো শুন দিযা মন ॥
দেবী সরস্বতী শেষে শাপেতে গঙ্গার ।
অংশরূপে অবতীর্ণা ভারত মাঝার ॥
স্বয়ং রহিলা দেবী হরির নিকটে ।
শুন শুন হে নারদ বলি অকপটে ॥
ভারতী ভারতমাঝে করিযা প্রস্থান ।
ব্রহ্মপ্রিয়া ব্রহ্মরূপে করে অবস্থান ॥
বাক্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলা তখন ।
শুন শুন হে নারদ বিচিত্র কথন ॥
সর্ববিশ্বব্যাপী হরি বহুকাল ধরে ।
শাবিত ছিলেন তিনি সমুদ্র-উপরে ॥
তঁার প্রিযতমা হন হৃন্দরী ভারতী ।
তাই তঁার নাম হয দেবী সরস্বতী ॥
হৃপবিত্রা সরস্বতী ইউদেবী সদা ।
তীর্থস্বরূপিণী তিনি শুভদা বরদা ॥
যাঁহারে প্রথমে পূজ্য দেব নারায়ণ ।
তঁাহার গুণের কথা করয়েছি কীর্তন ॥
জীবেরে করিতে মুক্ত সর্ব পাপ হতে ।
তঁার আগমন হৈল পবিত্র ভারতে ॥

সরস্বতী-কথা শেষে দেব নারায়ণ ।
কহিলেন ত্রিগঙ্গার শাপ বিবরণ ॥
যেভাবে দিলেন শাপ বাণী সরস্বতী ।
সেইভাবে অবতীর্ণা গঙ্গা ভাগীরথী ॥
অনন্তর ভাগীরথী এক অংশে তার ।
ভাগীরথসহ আসে ভারত মাঝার ॥
গঙ্গার প্রবল বেগ সহিবে কেমনে ।
পৃথিবী শিবেরে ধ্যান করে একমনে ॥
গঙ্গারে ধরিলা শিব আপন জটায় ।
বিচিত্রে কাহিনী কহি নারদ তোমায় ॥
সরস্বতী শাপে লক্ষ্মী নদীর আকারে ।
পদ্মানাম ধরি আসে ভারত মাঝারে ॥
অংশ মাত্র আসে হেথা বিদিত ভুবনে ।
স্বয়ং রহিলা দেবী ত্রিহরি মননে ॥
অনন্তর লক্ষ্মী দেবী আপন অংশেতে ।
ধর্মধ্বজকণ্ঠা হন তুলসী নামেতে ॥
সরস্বতী-শাপে লক্ষ্মী শুন মহাশয় ।
বিস্থের পাবনী দেবী বৃক্ষরূপা হয ॥
পাঁচটি হাজার বর্ষ কাটিলে আবার ।
হরির নিকটে যাবে বৈকুণ্ঠ মাঝার ॥
সর্ববীর্ষ হরি-পাশে করিবে গমন ।
বৈকুণ্ঠে না-যাবে শুধু কালী বৃন্দাবন ॥
শালগ্রাম জগন্নাথ হরির মূর্তি ।
কহিলাম সার কথা শুন মহামতি ॥
অতীত হইলে বর্ষ দশটি হাজার ।
গমন করিবে তারা বৈকুণ্ঠ মাঝার ॥
সাংখ্য তর্পণাদি আর বৈষ্ণব পুরাণ ।
বৈকুণ্ঠ মাঝারে সব করিবে প্রস্থান ॥
হরিপূজা হরিনাম হরিশঙ্কীর্তন ।
সকলেই বৈকুণ্ঠেতে করিবে গমন ॥
হরিনাম গান আর কেহ না করিবে ।
পৃথিবী হইতে সব পূজা লুপ্ত হবে ॥
সমুদ্রগুণ সত্য ধর্ম গ্রাম্যদেবগণ ।
তপস্যা ও উপবাস না রবে তখন ॥

বেদ ত্রয় সমস্তই লুপ্ত হ'য়ে যাবে ।
 কামাচারী হবে লোক মিথ্যার প্রভাবে ॥
 কপট হইবে লোক ধর্মশূন্য হবে ।
 পূজা আদি কোনো কিছু না রহিবে ভবে ॥
 না শুনিবে হরিকথা হইবে কপট ।
 কুটিল দান্তিক আর অহঙ্কারী শঠ ॥
 মনুষ্যেরা হবে চোর হিংসাপরায়ণ ।
 বিবাহের ব্যতিক্রম হইবে তখন ॥
 নারী ও পুরুষে ভেদ কিছু না রহিবে ।
 রমণী-আজ্ঞায় সব পুরুষ চলিবে ॥
 বিলুপ্ত হইবে সব আচার বিচার ।
 পাশরিবে সর্বলোকে শাস্ত্র ব্যবহার ॥
 নারী-বশীভূত হবে মনুষ্য সকল ।
 বেষ্ট্রাবৃত্তি আরস্তিবে পত্নী অবিরল ॥
 গৃহিণী হইবে সদা ঈশ্বরী গৃহের ।
 স্বামী পাণ্ডে গৃহমাঝে পদবী ভূত্যের ॥
 স্বশ্রী ও স্বশ্রুত হবে ভূত্যের সমান ।
 গৃহ-মাধ্যে বধু হবে সবার প্রধান ॥
 পত্নী পুত্র কন্যা ছাড়া কাহারো সহিত ।
 সম্বন্ধ না রবে ইহা জানিও নিশ্চিত ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যেরা তখন ।
 স্নেহের শাস্ত্র সব করিবে পঠন ॥
 নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্র বর্জন করিবে ।
 শাস্ত্রের শাসন আর কোথাও না রবে ॥
 হইবে শূদ্রের দাস পত্রেয় বাহক ।
 ব্রহ্মের বাহক হবে হইবে পাচক ॥
 করিবে নিরুক্ত কার্য কুটিল স্বভাবে ।
 সত্য পথ ত্যজি সব মিথ্যা পথে যাবে ॥
 শস্ত্রহীন হইবে ধরা ফলহীন তরু ।
 পুত্রহীন রমণীরা দুঃখশূন্য গরু ॥
 ধেনুগণ অল্প দুঃখ করিবেক দান ।
 স্তূত তাহে না হইবে শুন মতিমান ॥
 পতি পত্নী মাঝে আর প্রীতি নাহি রবে ।
 যতেক গৃহস্থ লোক অস্থি হইবে ॥

প্রতাপবিহীন রাজা হইবে তখন ।
 করভারে প্রপীড়িত হবে প্রজাগণ ॥
 কষ্টের না সীমা রবে, বিরিকি-নন্দন ।
 জীবন দুর্ব্বল হবে কলির কারণ ॥
 চতুর্দিক মধ্যে কছু ধর্ম নাহি রবে ।
 ধর্মহীন পুণ্যহীন সকলেই হবে ॥
 জলশূন্য হ'য়ে রবে নদ নদী যত ।
 ব্রাহ্মণাদি ধর্মহীন হইবে সতত ॥
 একলক্ষ জন মধ্যে পুণ্যাত্মা না রবে ।
 স্ত্রী পুরুষ বালকেরা কুদর্শন হবে ॥
 যেমন কুৎসিত তারা হইবে দেখিতে ।
 সেই মত কদাচারী হইবে চরিতে ॥
 কহিবে কুৎসিত বাক্য কুৎসিত স্বভাবে ।
 কোন কোন গ্রামে হবে লোকের অভাব ॥
 অল্পপরিমিত গৃহ করিয়া নিশ্চয় ।
 করিবে তাহাতে অল্প লোক অবস্থান ॥
 শস্ত্রহীন হবে ক্ষেত্র নাহি রবে জল ।
 কপদিকশূন্য হবে বণিক সকল ॥
 হীনবল লোক হবে অতীব প্রবল ।
 বিপরীত কাণ্ড যত হইবে কেবল ॥
 নির্ধনের হবে ধন, ধনীর অভাব ।
 কেহ না ত্যজিবে তার কুৎসিত স্বভাবে ॥
 শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম যার, হবে অতি হীন ।
 সত্যবাদী মিথ্যা কথা কবে নিশিদিন ॥
 বৃত্ত শঠ হবে সবে কলির প্রতাপে ।
 ময় হবে বহুধরা ঘোরতর পাপে ॥
 পাপীরা করিবে নিন্দা পুণ্যবান্ জনে ।
 অশিষ্ট করিবে নিন্দা শিষ্ট ব্যক্তিগণে ॥
 পুণ্যবান্ ব্যক্তি হবে পাপের অধীন ।
 জানিবে নারদ তুমি আসিছে সেদিন ॥
 জিতেন্দ্রিয় শিষ্টজনে নিন্দাবে লম্পট ।
 সতীরে নিন্দাবে বেষ্ট্রা কহি অকপট ॥
 পাতকী করিবে নিন্দা সাধু ভক্তজনে ।
 দুষ্কেরা নিন্দাবে বিদুষ্টভক্তিপরায়ণে ॥

নরহত্যাকারী আর প্রবঞ্চক চোরে ।
 সাধুরে করিবে নিন্দা উপহাস-ভরে ॥
 ধরিয়া ভিক্ষুকবেশ যত ধূর্তগণ ।
 করিবে মানবগণে সদা প্রবঞ্চন ॥
 ভৃত-প্রেত-সেবা তারা করিবে কেবল ।
 সমাজের হবে তাতে ঘোর অমঙ্গল ॥
 ভৃত-প্রেত সিদ্ধ হ'য়ে দুরাচারগণ ।
 করিবে অস্ত্রের শুধু অনিষ্ট সাধন ॥
 সর্বত্র আদর পাবে ধূর্ত পাপাচারী ।
 ব্যাধিগ্রস্ত হবে যত পুরুষ ও নারী ॥
 আকার হইবে খর্ব্ব অঙ্গ-আয়ু হবে ।
 ঘোড়শ বৎসরে হবে জরাযুক্ত সবে ॥
 দেহে-মনে সর্বরূপে জরার অধীন ।
 পুরুষমাত্রই হবে জ্ঞানবুদ্ধিহীন ॥
 শুধুই পুরুষ নহে, শুন ভগোদন ।
 হইবে কলির বশ যত নারীগণ ॥
 প্রকৃতির অংশভূতা যত নারী হয় ।
 তাহাদেবো দুঃখভোগ হইবে নিশ্চয় ॥
 জরাজীর্ণ হবে সবে বিংশতি বৎসরে ।
 যুবতী হইবে নারী অষ্ট বর্ষ পরে ॥
 অষ্ট বৎসরের কথা হবে ঋতুমতী ।
 বালিকা-বয়সে কথা হবে গর্ভবতী ॥
 প্রতিবর্ষে সন্তানাদি করিবে প্রসব ।
 ঘোড়শ বৎসরে বৃদ্ধা হবে নারী সব ॥
 নতুবা হইবে বধ্যা কামিনী সকল ।
 কথা-বিজয়ের প্রথা চলিবে কেবল ॥
 মাতা পত্নী পুত্রবধূ ভগিনী সবার ।
 কলিতে করিবে তারা ঘোর ব্যভিচার ॥
 ব্যভিচারে যেই ধন হবে উপার্জন ।
 পুরুষ করিবে তাতে জীবন ধারণ ॥
 কলিকালে হরিণায় করি সঙ্কীর্ণন ।
 তার বিনিময়ে ধন করিবে অর্জন ॥
 আপন কীর্তির লাগি যশের কারণ ।
 কলিতে করিবে সবে ধন বিতরণ ॥

দ্বিজগুরুবৃত্তি সব করিবে হরণ ।
 কন্যা-পুত্রবধূগামী হবে নরগণ ॥
 ভগিনী, বিমাতা, শ্বশুর না করি বিচার ।
 করিবে সকল লোক নিত্য ব্যভিচার ॥
 একমাত্র নিজ মাতা করি পরিহার ।
 পরপত্নী সহ সবে করিবে বিহার ॥
 কার পতি কার পত্নী নাহি রবে ঠিক ।
 বিরাজ করিবে সদা পাণ চতুর্দিক্ ॥
 ভদ্রাভদ্র লঘু-গুরু, ভেদ না রহিবে ।
 বাহার যেমন ইচ্ছা তাই আচরিবে ॥
 মানুষেরা হবে সবে মিথ্যাবাদী শঠ ।
 ঘরে ঘরে বিরাজিবে পাষণ্ড লম্পট ॥
 সকলের প্রতি ঘেব সকলে করিবে ।
 ব্রহ্মহত্যা নরহত্যা সর্বত্র দেখিবে ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য আদি যত ।
 হিংসাপরায়ণ হবে, পাপে হবে রত ॥
 লাকা লৌহ পারদাদি করিবে বিক্রয় ।
 চড়িবে বৃষের গৃষ্ঠে শুন মহাশয় ॥
 দ্বিজ হ'য়ে শূদ্রবৎ করি আচরণ ।
 অবিচারে শূদ্র-অন্ন করিবে ভোজন ॥
 শূদ্র পত্নী সহ সবে করিবে বিহার ।
 না পালিবে পূজাবিধি শাস্ত্রীয় আচার ॥
 অমাবস্তা রাত্রিকালে করিবে ভোজন ।
 ব্রাহ্মণেরা উপবীত করিবে বর্জন ॥
 প্রভাতে মধ্যাহ্নে কিংবা সাবাহ্নকালেতে ।
 না করিবে সন্ধ্যাহ্নিক শাস্ত্রবিধিমাতে ॥
 দেবদ্বিজ গুরুজনে ভক্তির অভাব ।
 দেখিয়া বুঝিবে ইহা কলির প্রভাব ॥
 বৈশ্য রজন্যলা আর শূদ্র নারীগণ ।
 বিপ্রের রন্ধনশালে করিবে গমন ॥
 আহার-নির্ণয় আর ঘোনির বিচার ।
 থাকিবে না কোন কিছু কহি বার বার ॥
 সকলে হইবে স্বেচ্ছ, বিভেদ না রবে ।
 বৃদ্ধ ও মনুষ্য সব খর্ব্বাকৃতি হবে ॥

বৃক্ষ সব হবে এক হস্ত পরিমাণ ।
মানুষ হইবে সব অঙ্গুষ্ঠ সমান ॥
সেইকালে কঙ্কিগুর্ভি করিয়া ধারণ ।
আবির্ভূত হইবেন দেব নারায়ণ ॥
বিষ্ণুঘণা নামে বিশ্র ধর্মপরায়ণ ।
তার পূজরূপে জন্ম করিবে গ্রহণ ॥
বিশাল ষোটকে কঙ্কি করি আরোহণ ।
তিন রাত্রে স্নেচ্ছশূচ্চ করিবে ভুবন ॥
স্নেচ্ছশূচ্চ করি ধরা করিবে প্রস্থান ।
পৃথিবী ঘেরিবে তবে দম্ব্য বলবান ॥
ধরা হবে অরাজক শাস্তি নাহি রবে ।
ছয় রাত্রি মহাবেগে রুষ্টিপাত হবে ॥
প্রলয়-রুষ্টির বেগে এ পৃথিবী তবে ।
জনশূচ্চ বৃক্ষশূচ্চ গৃহশূচ্চ হবে ॥
উদিকে গগনমার্গে শুন অতঃপর ।
তেজঃপূর্ণ ভয়ঙ্কর দ্বাদশ ভাস্কর ॥
দ্বাদশ রবির সেই তেজের প্রভাবে ।
ধরণীর জলরাশি শুষ্ক হয়ে যাবে ॥
বাসের অযোগ্য হবে এই ধরাতল ।
জলাভাবে জীবজন্তু সকল বিকল ॥
পাপের প্রভাব তাহা জানিবে নিশ্চয় ।
সকল কলিবে যবে কালপূর্ণ হয় ॥
ভীষণ সে কলিকাল হইলে অতীত ।
ধর্ম্যে পরিপূর্ণ ধরা হইবে নিশ্চিত ॥
সত্যযুগ ধরণীতে আসিবে আবার ।
ধর্মের প্রচার হবে পৃথিবী মাঝার ॥
লুপ্ত ছিল সদাচার করিল প্রভাবে ।
সত্যযুগে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে ॥
বেদ-স্মৃতি-হরিনাম ধরাতে আবার ।
প্রচলিত হবে সর্বলোকের মাঝার ॥
তপস্বী ধর্মিষ্ঠ হবে আবার ব্রাহ্মণ ।
ঘরে ঘরে পতিব্রতা হবে পত্নীগণ ॥
কজ্রিয়েরা পুনরায় হইবে নৃপতি ।
ধার্মিক ও বিশ্রভক্ত হবে তারা অতি ॥

বাণিজ্য করিবে সদা যত বৈশ্যগণ ।
বিশ্রের উপরে ভক্তি রবে অনুক্ষণ ॥
শূদ্রজাতি পুণ্য কর্ম করি আচরণ ।
করিবে বিশ্রের সেবা সদা সর্বক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর যত বৈশ্যজন ।
বিষ্ণুমন্ত্রী হবে সব বিষ্ণুপরায়ণ ॥
জ্ঞানী স্মৃতি পুরাণেতে হইবে বিদ্বান ।
ধর্মজ্ঞ হইবে সবে, হবে বেদ-জ্ঞান ॥
বেদবিধিগত সবে আচরণ করি ।
পুণ্যকার্যে রত হবে ভজিবে শ্রীহরি ॥
ঋতুসাতা ভাষ্যা সহ যত নরগণ ।
শাস্ত্রের বিধান মত করিবে রমণ ॥
সত্যযুগে ধর্মহানি নাহি হবে আর ।
অধর্মের নাম লুপ্ত হবে চারিধার ॥
সত্যযুগে চতুঃপাদ ধর্ম মহাশয় ।
ত্রেতাযুগে তিন পাদ জানিবে নিশ্চয় ॥
দ্বাপরে দ্বিপাদ মাত্র অবশিষ্ট রয় ।
কলিকালে ধর্ম শুধু একপাদ হয় ॥
কলিশেষে সমস্তই লোপ পেয়ে যাবে ।
ডুবে যাবে ধরাতল পাপের প্রভাবে ॥
সপ্ত বার বোল ভিথি শুন গুণাধার ।
বার মাস ছয় ঋতু দুই পক্ষ আর ॥
দ্বি অয়ন দিব্যারাতে আটটি প্রহর ।
ত্রিশ দিনে এক মাস শুন তারপব ॥
দ্বাদশ মাসেতে হয় একটি বৎসর ।
পঞ্চবিধ বর্ষ হয় শুন গুণধর ॥
কালসংখ্যা এইরূপ পৃথিবীর হয় ।
অমরলোকের সংখ্যা শুন মহাশয় ॥
দিব্য একান্তর যুগে মন্থস্তর হয় ।
তাহাই ইন্দ্রের আবু জানিবে নিশ্চয় ॥
আটাশ ইন্দ্রের যবে হইবে পতন ।
ব্রহ্মার একটি দিন হইবে তখন ॥
এইরূপ একশত আট বর্ষ পরে ।
ব্রহ্মার পতন হবে কহিনু তোমারে ॥

প্রাকৃত প্রলয়কাল তাহারেই কয় ।
 প্রলয় সাগরে ধরা নিমজ্জিত রয় ॥
 জলেতে প্রাবিত হয় এ বিশ্ব-সংসার ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি নাহি থাকে আর ॥
 ত্রীকৃষ্ণে বিলীন হয় মুনি-ঋষিগণ ।
 প্রকৃতিও লীনা হয় ত্রীকৃষ্ণে তখন ॥
 প্রলয়ের কাল মাত্র কৃষ্ণের নিমেষ ।
 জগতের কিছু নাহি রহে অবশেষ ॥
 একমাত্র রহে সেই কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 বৈকুণ্ঠে গোলোক শুধু রহে বর্তমান ॥
 আবার সৃজন হয় প্রলয়ের পরে ।
 কত যে প্রলয় হয় সংখ্যা কেবা করে ॥
 কত যে ব্রহ্মাও আছে কে করে গণন ।
 সৃষ্ট বস্তু আছে কত জানে কোন্ জন ॥
 কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কত মহেশ্বর ।
 কে জানে আছে কত ব্রহ্মাও ভিতর ॥
 ইহাদের সংখ্যা হয় করনা-অতীত ।
 প্রলয় সহিত লয় শাস্ত্রের বিহিত ॥
 ব্রহ্মাওঁর অধিপতি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 প্রকৃতি-অতীত তিনি শুন মতিমান্ ॥
 কৃষ্ণ হন একমাত্র সত্য নারায়ণ ।
 প্রলয়ান্তে বিরাজেন তিনি সনাতন ॥
 অংশ মাত্র হয় তাঁর ব্রহ্মা ও প্রকৃতি ।
 বিরাট তাঁহার অংশ ওহে মহামতি ॥
 আপনি দ্বিভাগ হ'য়ে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 গোলোকে দ্বিভূজরূপে করে অবস্থান ॥
 চতুর্ভূজ মূর্তিরূপে নিত্যনিরঞ্জন ।
 বৈকুণ্ঠে রহেন নিত্য শুন তপোধন ॥
 প্রাকৃতিক সব বস্তু ব্রহ্মা আদি যত ।
 নবর সকল জীব অনিন্দ্য সন্তত ॥
 সত্যের স্বরূপ যিনি নিত্যসনাতন ।
 নির্লিপ্ত নিগুণ যিনি হরিনারায়ণ ॥
 নিরূপাধি নিরাকার ভবের কাণ্ডারী ।
 ধরেন বিগ্রহ শুধু ভক্তে কৃপা করি ॥

কৃষ্ণের যতক রূপ কর দর্শন ।
 কিছুতেই ভুগু নাহি হবে ভব মন ॥
 তাঁহারে জানিও সদা সৃষ্টির কারণ ।
 ভক্ত-তরে কলেবর করেন ধারণ ॥
 রতনে ভূষিত অঙ্গ অতি মনোহর ।
 দ্বিভূজ যুরলীধারী শ্যামকলেবর ॥
 নবীন-কিশোর-রূপ গোপবেশধারী ।
 সবার ঈশ্বর তিনি গোলোক-বিসারী ॥
 সৃজন করেন ব্রহ্মা আজ্ঞায় তাঁহার ।
 তাঁর আজ্ঞা-বলে শিব করেন সংহার ॥
 তাঁর আজ্ঞা-বলে বিষ্ণু রক্ষা-কর্তা হয় ।
 তাঁহার প্রণামে জ্ঞান লভে সমুদয় ॥
 একমনে ভগবানে সেবা ভক্তি করি ।
 আদিমা প্রকৃতি হন ভুবন-ঈশ্বরী ॥
 সাবিত্রী কৃষ্ণের সেবা করি অনুক্ষণ ।
 হয়েছেন বেদমাতা বিদিত ভুবন ॥
 জগৎপূজিতা লক্ষ্মী তাঁহার কৃপায় ।
 দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা তাঁর মহিমায় ॥
 তাঁহার কৃপায় তিনি পূজিতা ভুবনে ।
 পতিরূপে পাইলেন দেব পঞ্চাননে ॥
 কৃষ্ণের বামাংশ-ভূতা রাধা-বিনোদিনী ।
 কৃষ্ণ-প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী রূপসী মানিনী ॥
 শত-শৃঙ্গ পর্বতেতে করি আরোহণ ।
 বহু-বর্ষ ধরি কৃষ্ণে করে আরোহণ ॥
 তুষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণ তথা করি আগমন ।
 নিজবক্ষে রাধিকারে করিল ধারণ ॥
 অতঃপর বর তাঁরে করেন প্রদান ।
 আমার হৃদয়ে ভূমি কর অধিষ্ঠান ॥
 আজ হ'তে মম বক্ষে কর অবস্থান ।
 সৌভাগ্যে গৌরবে হও আমার সমান ॥
 প্রকৃতি-প্রধানা ভূমি হবে এ সংসারে ।
 আমিও পূজিব তোমা অতি সমাদরে ॥
 এত বলি রাধিকারে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 করিলেন প্রিয়তমা, শুন মতিমান্ ॥

দুর্গা দেবী হিমালয়ে বহু বর্ষ ধরি ।
 কর্ণাট তপস্যা করে শাস্ত্র অনুসরি ॥
 তাহা দেখি ভগবান্ করে রত দান ।
 সবার আরাধ্যরূপে দুর্গা পূজা পান ॥
 কৃষ্ণের প্রসাদে দুর্গা বিশ্বমাতা হ'য়ে ।
 সংসারে বিরাজ করে প্রসন্ন হৃদয়ে ॥
 লক্ষবর্ষ করি তপ দেবী বীণাপাণি ।
 কৃষ্ণেরে করেন ভূক্ত, ওহে মহায়ুনি ॥
 কৃষ্ণ ধীরে প্রীত হন সর্বখ্যাতি তাঁর ।
 সকলের পূজা পান ভুবনমাঝার ॥
 তপস্যা করিষা লক্ষ্মী পুষ্কর-তীরেতে ।
 ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী হলেন জগতে ॥
 কৃষ্ণ অতি হৃদয়মত কমলার প্রীতি ।
 সেই হেতু নারায়ণ হন তাঁর পতি ॥
 সাবিত্রী করিল্যা ধ্যান গলয় পাছাড়ে ।
 দ্বিজগণ তাই পূজা করেন তাঁহারে ॥
 পূজিলেন ব্রহ্মা কৃষ্ণ শত মনস্তর ।
 নারায়ণ পূজিলেন তাঁরে নিরন্তর ॥
 চন্দ্র সূর্য্য ধর্ম্ম ইন্দ্র দেব মহেশ্বর ।
 পূজিলেন ভগবানে শত মনস্তর ॥
 বায়ু পূজা করিলেন শত যুগ ধরে ।
 দেব যুনি মনুগণ কৃষ্ণ-পূজা করে ॥
 কৃষ্ণের ভজনা করি দেবতা মানব ।
 জগতের পূজনীয় হইয়াছে সব ॥
 গুরুমুখে পুরাণাদি শুনিয়াছি যাহা ।
 অকপটে বিস্তারিয়া কহিলাম তাহা ॥
 আচার বিচার নাহি পালে যেইজন ।
 সে জনাও মুক্তি পায় কৃষ্ণের কারণ ॥
 কৃষ্ণ যদি প্রীত হন, সকলের প্রীতি ।
 কৃষ্ণ রুচি হ'লে পরে নাহি তার গতি ॥
 কৃষ্ণের মহিমা বল কে বর্ণিতে পারে ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সর্গা ভক্তি করে ধীরে ॥
 কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ ধ্যান, মুক্তি তার হবে ।
 কৃষ্ণ ভক্তি আছে যার খজ সেই ভবে ॥

আর কোন্ কথা তুমি করিবে শ্রবণ ।
 কহ মোরে, সবিস্তারে কহিব এখন ॥

প্রকৃতিপণ্ডে সন্থম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টম অধ্যায়

পৃথিবীর উৎপত্তি, তৎপূজাবিধি, ধ্যান,
 তোত্র ইত্যাদি কথন ।

অতঃপর কহিলেন নারদ স্মৃতি ।
 তব মুখে শুনিলাম অপূর্ব ভারতী ॥
 প্রাকৃত প্রলয়কালে জলের প্লাবনে ।
 জলময় হয় বিশ্ব জানি এতক্ষণে ॥
 কৃপা করি এবে মোরে কহ মহাশয় ।
 সে সময় বসুন্ধরা কোন্ স্থানে রয় ॥
 কোথা হ'তে আসে পুনঃ সৃষ্টির সময় ।
 জানিতে বাসনা মোর হয় সমুদয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 বসুন্ধার জন্মকথা অদ্বুত আখ্যান ॥
 মধুকৈটভের মেদে জন্ম বসুন্ধার ।
 কেহ কেহ এই কথা কহে অনিবার ॥
 তাহাদের এই মতে দোষ রহিয়াছে ।
 কহি আমি সেই কথা শুন মোর কাছে ॥
 মধু ও কৈটভ নামে দুইটি অম্বর ।
 বিষ্ণু সহ যুদ্ধ তারা করিল প্রচুর ॥
 মায়ায় প্রভাবে যুদ্ধ তাদের অন্তর ।
 দর্পভরে ভগবানে দিতে চায় বর ॥
 কহিলেন ভগবান্ বর যদি দিবে ।
 তোমরা আমার হস্তে উভয়ে গরিবে ॥
 নিরুপায় হ'য়ে তারা কহে ভগবানে ।
 বধ কর আগাদের জলশূন্য স্থানে ॥
 হুতরাং এই কথা কর প্রণিধান ।
 তাহাদেরো আগে ধরা ছিল বর্তমান ॥

মধু-কৈটভের মেঘে শুন অতঃপর ।
 বহুধা হইল অতি গুট-কলেবর ॥
 মেঘ-পরিপুষ্টা বলি কহি অবিরাম ।
 মেদিনী হইল তাই ধরণীর নাম ॥
 কিন্তু যাহা শুনিযাছি ধর্ম্মের নিকটে ।
 সেই বিবরণ আমি কহি অকপটে ॥
 মহান্ বিরাট্ যবে জল-মধ্যে রয় ।
 সর্ব্ব অঙ্গে মল তার হয় সে সময় ॥
 সেই সব মলরাশি জমে স্তূপে স্তূপে ।
 প্রবেশ করিল তাহা তাঁর লোমকূপে ॥
 সেই মলরাশি হতে জন্ম বহুধার ।
 অপূর্ব্ব কাহিনী এই কহিলাম সার ॥
 পৃথ্বী রহে লোমকূপে মহাবিরাটের ।
 ভিন্ন ভিন্ন রূপে রহে মধ্যতে দেহের ॥
 আবির্ভূতা হয় পৃথ্বী সৃজন-সময় ।
 প্রলয়কালেতে পুনঃ জলমগ্না হয় ॥
 পর্ব্বত-কানন আছে পৃথিবী-ভিতর ।
 সপ্তদ্বীপ আর আছে সাতটি সাগর ॥
 হিমালয় মেরু আদি চন্দ্র বিভাকর ।
 বিরাজ করিছে সবে পৃথিবী-ভিতর ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি বিরাজেন তাতে ।
 বহু পুণ্যতীর্থ আছে তাই পৃথিবীতে ॥
 নানারূপ দুর্গ আদি পৃথিবীতে আছে ।
 বিস্তারিয়া কহি সব শুন মোর কাছে ॥
 পৃথিবীর অধোদেশে বিরাজে পাতাল ।
 উর্দ্ধদেশে ব্রহ্মলোক অতি সুবিশাল ॥
 ধ্রুবলোক মাঝে যত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে ।
 সব বিশ্ব সৃষ্ট হয় ধ্রুবলোক মাঝে ॥
 গোলোক বৈকুণ্ঠ-উর্দ্ধে করে অবস্থান ।
 দুই লোক নিত্য শুধু শুন মতিমান ॥
 এই দুই ভিন্ন আর যত কিছু আছে ।
 প্রলয়ে বিনাশ পায় শুন মোর কাছে ॥
 বিরাজ করেন শুধু কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 অস্ত্র দেবগণ তাঁর অঙ্গে লয় পান ॥

ইহা ভিন্ন সব বিশ্ব কৃত্রিম নশ্বর ।
 অপূর্ব্ব আখ্যান কহি শুন মনিবর ॥
 ব্রহ্মার পতন হ'লে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 প্রথমে করেন সৃষ্টি বিরাট্ মহান্ ॥
 মহা-প্রলয়ের কালে শুন মতিমান্ ।
 রহিলেন কৃষ্ণ শুধু একা বর্ত্তমান ॥
 বরাহকল্পের কালে দেবী বহুমতী ।
 সকলের কাছে তিনি পূজনীয়া অতি ॥
 হ্রস্ব মনু মূনি আর গন্ধর্ব্ব ব্রাহ্মণ ।
 পৃথ্বীয়ে সাদরে সবে করিলা পূজন ॥
 ঐশ্বর্য্যে কথিত আছে দেবী বহুমতী ।
 অবতার বরাহের পত্নী মনোহরা ॥
 কৃষ্ণ ভগবান্ নিজে বরাহরূপেতে ।
 ধরিয়া ছিলেন পৃথ্বী দস্তুর অগ্রোতে ॥
 তেঁই ধরা দেবী ভজি কৃষ্ণ ভগবানে ।
 লভিলেন কুঞ্জ পুত্র অতি শুভক্ষণে ॥
 মঙ্গল পুত্রের নাম শুন মহাশয় ।
 যশোদা নামেতে হয় মহাতেজোময় ॥
 স্নায়শা যশোদা ছিল অতি বলবান্ ।
 ক্রমে ক্রমে সেই কথা কহি মতিমান্ ॥
 এতেক শুনিলা যদি নারদ স্মৃতি ।
 করজোড়ে কহিলেন নারায়ণ প্রীতি ॥
 আপনি বলুন প্রভু, করি নিবেদন ।
 পূজিলেন বহুধারে কিসে দেবগণ ॥
 কিরূপে বহুধা হন পত্নী বরাহের ।
 জনম-ব্রতাস্ত শুনি দেব মঙ্গলের ॥
 উদ্ধার প্রণালী বল শুনি ভগবান্ ।
 কি হইল পৃথিবীর পূজার বিধান ॥
 আত্ম অন্ত না শুনিলে ভূগু নাহি পাই ।
 সেই হেতু আপনারে নিবেদি গোঁসাই ॥
 শুনিয়া নারদ-বাণী দেব নারায়ণ ।
 আনন্দে করেন তাঁর প্রার্থনা-পূজন ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 সবিত্তারে কহি আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥

হিরণ্যাক্ষ অশ্বরের ভয়ে পদ্মাসন ।
 শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্ততি করে অনুক্ষণ ॥
 তুচ্ছ হ'য়ে ভগবান্ ব্রহ্মার স্তবতে ।
 হিরণ্যাক্ষে বধিলেন বরাহ-রূপেতে ॥
 পাতাল হইতে করি ধরারে উদ্ধার ।
 পদ্ম-পত্র-সম জলে স্থাপন আবার ॥
 ব্রহ্মা সেই মনোহর বহুধার তলে ।
 সৃজিলা অখিল বিশ্ব সমুদ্রের জলে ॥
 কোটিসূর্য্যসমপ্রভ ভগবান্ হরি ।
 আছিলেন বরাহের কলেবর ধরি ॥
 হেরিয়া ধরণীদেবী কামাতুরা অতি ।
 সকাম হলেন হরি ধরণীর প্রীতি ॥
 মনোহর মূর্তি হরি করিয়া ধারণ ।
 বিজনে উত্তম শয্যা করেন রচন ॥
 মনোসাধি পূর্ণ প্রভু করেন ধরার ।
 দিব্য একবর্ষ স্থখে করেন বিহার ॥
 হৃন্দরী সে ধরাদেবী স্থখের আবেশে ।
 সম্ভোগের অন্তে মূর্ছা যান অবশেষে ॥
 অতীত হইলে দিব্য একটি বৎসর ।
 চেতনা পাইয়া বিষ্ণু উঠে অতঃপর ॥
 ত্যজিয়া ধরারে তবে হরি সনাতন ।
 বরাহের রূপ পুনঃ করেন ধারণ ॥
 পৃথিবীয়ে পূজিলেন বিষ্ণু অনন্তর ।
 ধূপ দীপ সিন্দূরাদি দিবা মনোহর ॥
 বিহিতবিধানে হরি পূজিয়া ধরারে ।
 কহিলেন তার প্রীতি সহর্ষ অন্তরে ॥
 শুন শুন ধরাদেবী আমার বচন ।
 সবার আধারত্বতা হইবে এখন ॥
 মূনি মনু দেব সিদ্ধ মনুষ্য সকল ।
 তোমাতে করিবে পূজা সবে অবিরল ॥
 এই বর করিতেছি তোমাতে প্রদান ।
 বিধিত তদ পূজা হবে অধিষ্ঠান ॥
 অম্বুবাচী ত্যাগ কালে, গৃহারস্ত দিনে ।
 কিছু নাহি সিদ্ধ হবে তব পূজা বিনে ॥

গৃহের প্রতিষ্ঠা আর প্রবেশের কালে ।
 তড়াগ উৎসর্গ দিনে পূজিবে সকলে ॥
 তব পূজা নাহি করে যেই মূঢ় জন ।
 নরকে যাইবে সেই আমার বচন ॥
 এত শুনি ধরাদেবী আনন্দিত মন ।
 করজোড়ে কহিলেন শুন সনাতন ॥
 তোমার চরণে প্রভু করি নিবেদন ।
 কেমনে সকল বস্তু করিব ধারণ ॥
 মুক্তা শুভ্র শিবলিঙ্গ শঙ্খ শিলা ফুল ।
 প্রদীপ মাণিক্য হীরা সুবর্ণ অতুল ॥
 জপমালা পুষ্পমালা কর্পূর চন্দন ।
 কেমনে এ সব বস্তু করিব ধারণ ॥
 হরিপূজা দ্রব্য আর শালগ্রাম শিলা ।
 তাহারে বহিতে নারি আমি যে অবলা ॥
 মণিরত্ন যজ্ঞসূত্র পুস্তক তুলসী ।
 বিষ্ণুর চরণোদক অতি গরীয়সী ॥
 ইহাদের ভার আমি সহিতে না পারি ।
 মুক্ত কর এই ভারে দয়াময় হরি ॥
 বহুমতী-বাণী শুনি হরি সনাতন ।
 তুচ্ছ হ'য়ে বরদান করেন তখন ॥
 ভগবান্ কহিলেন, যেই মূঢ়গণ ।
 তোমা'পরে এই বস্তু করিবে স্থাপন ॥
 কালসূত্র নরকেতে সেই জন যাবে ।
 দিব্য শতবর্ষকাল বহু কষ্ট পাবে ॥
 শুন শুন ধরাদেবী নাহি তব ভয় ।
 আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয় ॥
 এত বলি যৌনভাবে ধরে ভগবান্ ।
 ধরা-গর্ভ হ'তে জন্মে মঙ্গল শ্রীমান্ ॥
 হরি ভজি ধরাদেবী গর্ভিণী আছিল ।
 এই কালে তবে দেবী কুজ প্রসবিলা ॥
 প্রথমে পূজিলা হরি দেবী বহুধারে ।
 অনন্তর ব্রহ্মা পূজা করিলেন তাঁরে ॥
 পৃথুরাজ অতঃপর ভক্তিপূত মনে ।
 পূজিলা ধরণীদেবী অতীব যতনে ॥

যেই মন্ত্রে পূজিলেন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সেই মন্ত্রে সবে পূজে গৃহে মতিমান্ ॥
 নারদ কহেন প্রভু করি আরাধনা ।
 পৃথিবীর ধ্যান কিবা জানিতে বাসনা ॥
 স্তব আর মূলমন্ত্র শুনি মহাশয় ।
 দয়া করি যদি কহ সমস্ত বিষয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 প্রথমে বরাহ করে পৃথিবীর ধ্যান ॥
 হরি আজ্ঞা অনুসারে দেবতা সকলে ।
 ধরণীর পূজা ধ্যান করে ভক্তিভরে ॥
 মুনি মনু মানবেরা পূজে তারপর ।
 ধ্যান স্তব কহি আমি শুন মুনিবর ॥
 ওঁ হ্রীং ক্লীং ক্লীং বহুধাষৈ স্বাহা ।
 হরি পূজিলেন পৃথ্বী এই মন্ত্র তাহা ॥
 চম্পকবরগী শুভ্রা শতচন্দ্রনমা ।
 চন্দনচর্চিত দেহ, অতি মনোরমা ॥
 বিবিধ-ভূষণে যিনি ভূষিতা সর্বদা ।
 বহিস্থ শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানে সদা ॥
 নিরন্তর হাশুমণী পূজ্যা অনুক্ষণ ।
 সেই বস্ত্রগারে পূজি ভক্তিযুক্ত মন ॥
 এই ধ্যানে সকলেই পূজে ধরণীরে ।
 ধরণীর স্তব কহি, শুন মুনি ধীরে ॥
 হে ধরণি, জয়শীলে আধার জয়ের ।
 জয়প্রদায়িনী তুমি পত্নী বরাহের ॥
 জয়ের বহন তুমি কর অনিবার ।
 মঙ্গলের অংশুরূপা মঙ্গল-আধার ॥
 সকলের বীজরূপা শক্তি সকলের ।
 অতীত প্রদান তুমি কর জগতের ॥
 পুণ্যধরূপিণী তুমি দেবী সনাতনী ।
 পুণ্যের আশ্রয়ভূতা জগৎ-জননী ॥
 রত্নগর্ভা তুমি দেবী রত্নের আধার ।
 রত্নরূপে বিরাজিছ রমণী-মাঝার ॥
 সম্পত্তিশালিনী তুমি শস্যের আধার ।
 সর্ববিধ শস্যে পূর্ণ হৃদয় তোমার ॥

সম্পত্তিরূপিণী তুমি ভূমিপালদের ।
 অঙ্কুররূপা তুমি ভূপালগণের ॥
 রাজকুল-পরায়ণা ভূমিপ্রদায়িনী ।
 ভূমি দান কর মোরে, বিশ্ববিমোহিনী ॥
 ধরণীর পূজা করি যেই নরগণ ।
 এই স্তব পাঠ করে ভক্তিযুক্ত মন ॥
 কোটিজন্ম ধরি সেই হয় মহীপতি ।
 ইহাতে সংশয় নাই, শুন মহামতি ॥
 ভূমিদান-পুণ্য-লাভ হয় এই স্তবে ।
 ভূমি-হরণের পাপ-যুক্ত হয় সবে ॥
 অশ্রুবাটী দিনে কুপ করিলে খনন ।
 এই স্তবে সেই পাপ হইবে খণ্ডন ॥
 অশ্রুর ভূমিতে জ্বাড়ে যেই পাপ হয় ।
 এই স্তবে দূর হয় জানিবে নিশ্চয় ॥
 ভূমি'পরে বীৰ্য্যত্যাগ, দীপের স্থাপন ।
 এইসব পাপযুক্ত হয় সর্বজন ॥
 যেইজন এই স্তব করে অনিবার ।
 শত-অখমেধ-ফল লাভ হয় তার ॥
 এইরূপে নারায়ণ নারদ সকাশে ।
 পৃথিবী সৃজন কথা কহে সবিশেষে ॥
 মঙ্গলের জন্মকথা অপূর্ব আখ্যান ।
 ধরণীর স্তব আর পূজার বিধান ॥
 কি তার পূজার মন্ত্র, কি তাহার ফল ।
 নারদের প্রতি বিস্ময় কহেন সকল ॥
 বৈবর্ত-পুরাণ কথা অমৃত মধুর ।
 শুনিলে পাতক রাশি হইবেক দূর ॥
 প্রকৃতিখণ্ডেতে আছে প্রকৃতি-কাহিনী ।
 পুণ্যপ্রদায়িনী আর পাপ বিনাশিনী ॥

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● নবম অধ্যায়

পৃথিবীর উপাখ্যান এবং ভূমিদানের ফল-কথন ।

পৃথিবীর বিবরণ শুনিয়া নারদ ।
নারায়ণ প্রতি কন ভাবে গদগদ ॥
নারদ কহেন পুনঃ শুন ভগবান্ ।
কোতুহল বাড়ে মম শুনিতে আখ্যান ॥
হরণ করিলে ভূমি কিংবা কোনো জন ।
অম্বুবাচী মিনে মাটি করিলে খনন ॥
অগ্নির ভূমিতে শ্রাদ্ধ, কুপাদি-খনন ।
ভূমিতে করিলে কেহ রেতের স্থলন ॥
কোন্ পাপ হয় প্রভু কহ এইবার ।
সমস্ত পাপের বল কিবা প্রতিকার ॥
পৃথ্বীরে পৃজিলে কোন্ পাপ হয় ক্ষয় ।
পৃথিবীর জন্মকথা কহ মহাশয় ॥
অগতির গতি প্রভু ভূমি নারায়ণ ।
কৃপা করি কর মোর প্রার্থনা পূরণ ॥
ভকতবৎসল প্রভু দেব নারায়ণ ।
কহিলেন সব কথা পুলকিত মন ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
তোমারে কহিব আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
দ্বাদশ অঙ্গুল ভূমি বিধে দেয় যেই ।
বিষ্ণুর মন্দিরে যাবে মরণান্তে সেই ॥
সর্বশস্যযুক্ত ভূমি যে করে প্রদান ।
বিষ্ণুপদে সেইজন করে অবস্থান ॥
সে ভূমির রেণুসংখ্যা যতগুলি হয় ।
তত বর্ষ বাস করে হরির আলয় ॥
গ্রাম ভূমি দাখ দান করে যেই জন ।
যেই জন সেই বস্ত্র করিবে গ্রহণ ॥
উভয়েই সর্বপাপ-মুক্ত হ'য়ে যায় ।
বৈকুণ্ঠে বসতি করে, সংশয় কি তায ॥
ভূমি প্রদানের যেই করে সমর্থন ।
পুণ্যফলে করে সেই বৈকুণ্ঠে গমন ॥

নিজদত্ত পরদত্ত ভ্রাতাণের ধন ।
হরণ করিলে হয় নরকে পতন ॥
যত দিন চন্দ্রসূর্য্য রহে বিদ্যমান ।
কালসূত্র নরকেতে করে অবস্থান ॥
পুত্র পৌত্র সহ তার বংশধরগণ ।
ভূমিশূন্য হ'য়ে করে নরকে গমন ॥
গোচারণ মাঠে শস্য রোপে যেই জন ।
কুস্তীপাক নরকেতে করিবে গমন ॥
চতুর্দশ ইন্দ্রেপাত হয় যত দিনে ।
ততকাল নরকেতে থাকে নির্বাসনে ॥
বিস্তারিয়া কহি সব, শুন মহাভাগ ।
যেই জন রুদ্ধ করি গোষ্ঠ ও তড়াগ ॥
রোপণ করিবে শস্য, শুন মতিমান্ ।
অসিপত্র নরকেতে করিবে প্রস্থান ॥
চতুর্দশ ইন্দ্রের না হইলে পতন ।
নরকেতে অবস্থান করে সেই জন ॥
অপরের তড়াগের করি পঙ্কোদ্ধার ।
যেজন উৎসর্গ করে বহু পুণ্য তাব ॥
যত রেণু আছে সেই পঙ্কের মাঝার ।
তত বর্ষ ব্রহ্মলোকে রহে অনিবার ॥
ভূম্বানীরে পিণ্ড আগে না করি প্রদান ।
পিতৃশ্রাদ্ধ কেহ যদি করে অমুষ্ঠান ॥
নরকে গমন সেই করিবে নিশ্চয় ।
শাস্ত্রের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয় ॥
ভূমিতে প্রদীপ যেই করিবে স্থাপন ।
সপ্তজন্ম অন্ধ হ'বে রহে সেই জন ॥
যেই জন শস্য রাখে ভূমির উপরে ।
সেই জন কুষ্ঠরোগে ভোগে জন্মান্তরে ॥
ভূমি'পরে যুক্তা হীরা রাখয়ে যেজন ।
সপ্ত জন্ম ধনহীন হয় সেই জন ॥
শিবলিঙ্গ শিলা ভূমে করিলে স্থাপন ।
কুমিভক্ষ নরকেতে করিবে গমন ॥
শত মহন্তর কাল রহিবে তথায় ।
শাস্ত্রের বিধান ইহা সন্দেহ কি তায ॥

সূত্র মন্ত্র শিলা জল তুলসী চন্দন ।
 জপমালা পুষ্পমালা কর্পূর রোচন ॥
 রুদ্রাক্ষ ও কুশমূল ভূমে রাখি ঘেই ।
 মনস্তর কাল থাকে নরকেতে সেই ॥
 যন্ত্রসূত্র পুস্তকাদি রাখিলে ভূমিতে ।
 জন্ম করু নাহি হয় বিপ্রেয় যোনিতে ॥
 ব্রহ্মহত্যাকারী-তুল্য পাপী সেই জন ।
 হে নারদ, শুন ইহা শাস্ত্রের বচন ॥
 অশেষ বিশেষে কহি বিধি ও বিধান ।
 মানিয়া চলিবে যার আছে শাস্ত্রজ্ঞান ॥
 লজ্জিবারে চেক্টা যদি করে মূঢ়জন ।
 অবশ্য হইবে সেই পাপের ভাজন ॥
 যন্ত্র সমাপন করি ঘেই মূর্খজন ।
 ভূমি'পরে নাহি করে ক্ষীরের সেচন ॥
 অতিশয় তাপ পায় সেই অনিবার ।
 তপ্ত নরকেতে সদা গতি হয় তার ॥
 ভূমিকম্প-কালে আর গ্রহণ-সময় ।
 খনন করিলে ভূমি মহাপাপী হয় ॥
 জন্মান্তরে বিকলাঙ্গ হয় সেই জন ।
 অতি সত্য কথা ইহা শাস্ত্রের বচন ॥
 অতঃপর কহি শুন কিরূপে বহুধা ।
 ধরে পরিচয় আর বিচিত্র অভিজ্ঞা ॥
 প্রতিটি নামের সঙ্গে অর্থ আছে যুত ।
 পরম আনন্দ পাবে হবে মনঃপূত ॥
 জনের ভবন তাই ভূমি তার নাম ।
 অপূর্ব শাস্ত্রের কথা শুন গুণধাম ॥
 জনে জনে ধনরত্ন দান করে ধরা ।
 এই হেতু নাম তার হয় বহুজ্ঞা ॥
 ত্রিহরির উরুদেশে জন্ম হয় তাঁর ।
 তাই তাঁর উর্বরী নাম জানি অনিবার ॥
 পৃথিবী সকল বস্তু করেন ধারণ ।
 ধরিত্রী ধরণী নাম তাহার কারণ ॥
 এই ধরা বহু যাগ যজ্ঞের আধার ।
 সকলেই জানে তাই ইজ্যা নাম তাঁর ॥

খণ্ড প্রলয়ের কালে ক্ষীণকাষা থাকে ।
 তাই তাঁরে সর্বজন কোণী বলে ডাকে ॥
 মহাপ্রলয়ের কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ।
 সেইহেতু সর্বজন ক্ষিতি তারে কর ॥
 কশ্যপ-তনয়া পৃথ্বী তাই সর্বজন ।
 কাশ্যগী নামেতে তারে জানে অনুক্ষণ ॥
 অচলা তাঁহার নাম সদা স্থির তাই ।
 নিশ্চল ভাবেতে দেবী রহে সর্বদাই ॥
 বিশ্বের ধারণ করে দেবী মনোহরা ।
 সর্বজনে জানে তাই নাম বিশ্বস্তরা ॥
 রূপেতে নাহিক অস্ত্র দেবী বহুধার ।
 তাইতে অনস্তা নাম হইল তাঁহার ॥
 পৃথুর তনয়া বলি শুন গুণধাম ।
 সর্বলোকে দিলা তারে পৃথিবী এ নাম ॥
 পৃথিবী মাহাত্ম্য কথা অতি মনোহর ।
 কহিলাম সব কথা তোমার গোচর ॥
 আর কি জানিতে বাঞ্ছা কর তপোধন ।
 সবিস্তারে আমি তাহা করিব বর্ণন ॥
 এত বলি ভগবান্ নীরব হইলা ।
 প্রকৃতিখণ্ডেতে পৃথ্বী-মাহাত্ম্য রচিলা ॥

প্রকৃতিখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দশম অধ্যায়

গঙ্গার আবির্ভাব ও তাঁহার ভবপূজা-কথন ।

নারদ কহিলা তবে, শুন ভগবান্ ।
 শুনিলাম পৃথিবীর সব উপাখ্যান ॥
 দয়া করি কর দেব, করি নিবেদন ।
 গঙ্গা-উপাখ্যান আজি করহ বর্ণন ॥
 কোন্ যুগে গঙ্গা সতী কার প্রার্থনায় ।
 সরস্বতী অভিলাষে আসিলা ধরাধ ॥
 জানিতে সকল কথা আগে অভিলষ ।
 বর্ণনা করিয়া তাহা পূর্ণ কর আশ ॥

নারদের কথা শুনি আনন্দিত মন ।
 বিস্তারি কহেন তারে দেব নারায়ণ ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 বিস্তারিয়া কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
 সগর নামেতে ছিল রাজরাজেশ্বর ।
 অতীব প্রতাপশালী সূর্য্যবংশধর ॥
 দুই পত্নী মনোরমা ছিল সে রাজার ।
 বৈদভী একের নাম, শৈব্যা দ্বিতীয়ার ॥
 সগর নৃপতি ছিল অতি গুণবান্ ।
 সত্যবাদী সত্যনিষ্ঠ অতীব মহান্ ॥
 শৈব্যার গর্ভেতে হয় পুত্র মনোহর ।
 অসমঞ্জ নাম তার অতি গুণধর ॥
 বৈদভী নামেতে পত্নী সগররাজের ।
 পুত্র তরে আরাধনা করিলা শিবের ॥
 শিবের বরেতে হয় গর্ভের সঞ্চার ।
 শতবর্ষ সেই গর্ভ থাকিল তাহার ॥
 অবশেষে মাংসপিণ্ড করিল প্রসব ।
 তাহা দেখি মহাদেবে করে রাগী স্তব ॥
 উচ্চৈঃস্বরে কঁাদে সতী অতি ক্ষুণ্ণ মন ।
 ব্রাহ্মণের বেশে শব্দ আসিলা তখন ॥
 বহু অংশে মাংসপিণ্ড করিয়া বিভাগ ।
 ষাটটি হাজার পুত্র করে মহাভাগ ॥
 মহা পরাক্রমশালী অতি বলবান্ ।
 প্রভা যেন মধ্যাহ্নের সূর্য্যের সমান ॥
 কালক্রমে সেই পুত্রগণ অকণ্ঠ্য ॥
 কপিলের কোপে সব হৈল ভস্মমাং ॥
 নিদারুণ শোকাবেগে সগর তখন ।
 ত্যজিলেন নিজদেহ পুত্রের কারণ ॥
 গঙ্গারে আনিতে শেষে পৃথিবী-মাঝারে ।
 অসমঞ্জ লক্ষ বর্ষ পূজা করে তাঁরে ॥
 অতঃপর পরলোকে করেন গমন ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা, শুন তপোধন ॥
 গঙ্গার কারণে তাঁর পুত্র অংশুমান্ ।
 লক্ষ বর্ষ ধরি করে জাহ্নবীর ধ্যান ॥

তারপর পরলোকে করিলা গমন ।
 গঙ্গারে পূজিল পুত্র দিলীপ তখন ॥
 লক্ষ বর্ষ পূজিলেন হুঁষে এক মন ।
 অনন্তর পরলোকে করেন গমন ॥
 পুত্র তাঁর ভগীরথ অতি বিচক্ষণ ।
 বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য ভক্তিপরায়ণ ॥
 অজর অমর তিনি অতি গুণবান্ ।
 লক্ষ বর্ষ করিলেন জাহ্নবীর ধ্যান ॥
 অনন্তর পাইলেন কৃষ্ণের দর্শন ।
 দ্বিভুজ মুরলীধারী মদন-মোহন ॥
 কিশোর গোপের বেশ পরম ঈশ্বর ।
 স্বেচ্ছাময় পরব্রহ্ম শ্রাম-কলেবর ॥
 কৃষ্ণেরে হেরিয়া রাজা করিলা প্রণাম ।
 ভক্তিভরে স্তব-স্তুতি করে অবিরাম ॥
 বংশ-উদ্ধারের হেঁচু চাহিলেন বর ।
 শুন শুন মতিমান্ কথা মনোহর ॥
 জাহ্নবীরে কৃষ্ণ যেই করেন স্মরণ ।
 গঙ্গাদেবী করিলেন তথা আগমন ॥
 ভক্তিভরে শ্রীহরিরে করিয়া প্রণাম ।
 কৃতাজলি পুটে র'ন শুন গুণধাম ॥
 মনোহর রূপ তাঁর করিয়া দর্শন ।
 কৃষ্ণ ভগবান্ তাঁরে কহেন তখন ॥
 শুন শুন হরেশ্বর বচন আমার ।
 ভারতী-শাপেতে যাও ভারত মাঝার ॥
 ভারতে গমন করি আভ্যায় আমার ।
 সগরসন্তানগণে করহ উদ্ধার ॥
 হুপবিত্র হোক তারা তোমার স্পর্শনে ।
 আত্মক হেথাষ দিব্য রথ-আরোহণে ॥
 কহিলেন গঙ্গাদেবী, শুন ভগবান্ ।
 ভারত মাঝারে আমি করিব প্রস্থান ॥
 ভারতীর শাপে আর তোমার-আভ্যায় ।
 ভারতে বাইব আমি সংশয় কি ভায় ॥
 কিস্ত'প্রভু পৃথিবীর যত পাপিগণ ।
 যোর জলে সর্বপাপ করিবে অর্পণ ॥

দয়া করি কহ প্রভু কৃষ্ণসনাতন ।
কিরূপে হইবে মোর সে পাপ-মোচন ॥
কৃপা করি কহ তুমি কৃষ্ণ ভগবান ।
কতকাল হবে মোর সেধা অবস্থান ॥
কহ প্রভু সর্বোত্তম বিদু সনাতন ।
কবে তব পাদপদ্ম করিব দর্শন ॥
অন্তরায়। তুমি প্রভু জ্ঞান তুমি সব ।
কৃপা করি সব কথা বল হে কেশব ॥
কৃষ্ণ কহিলেন, শুন গঙ্গে স্নরেশ্বর ।
তব কাছে সব আমি নিবেদন করি ॥
অবশ্য হইবে তব ইচ্ছার পূরণ ।
মম আশীর্বাদ কভু না হয় খণ্ডন ॥
জানি আমি সব তব বাঞ্ছিত বিষয় ।
রুদ্ররূপী লবণাশু পতি তব হয় ॥
মম অংশ স্বরূপ সে লবণ সাগর ।
লক্ষ্মীস্বরূপিণী তুমি অতি মনোহর ॥
লবণ সমুদ্রে সেধা তোমার সঙ্গমে ।
অতি পুলকিত হবে শুন মনোহরে ॥
ভারতীর অভিধানে ভারত মাঝার ।
বিরাজ করিবে বর্ষ পাঁচটি হাজার ॥
করিবে স্নরত-ক্রীড়া সমুদ্রের সহ ।
মিলিত হইয়া তুমি হবে অহরহ ॥
ভারতের অধিবাসী নরনারী যত ।
ভগীরথ-কৃত স্তব করিবে সতত ॥
ভক্তিতরে তব ধ্যান করিবে যে জন ।
করিবে প্রণাম স্তব, করিবে পূজন ॥
অখমেধ যজ্ঞফল হইবে তাহার ।
বর্ণিয়াছে এই কথা শাস্ত্রে বারংবার ॥
তোমার মহিমা যত বলি সবিস্তারে ।
যেজন শুনিবে তার সর্ব পাপ হরে ॥
শতেক-যোজন দূরে রহি কোন জন ।
গঙ্গা গঙ্গা যদি মুখে করে উচ্চারণ ॥
সর্ব পাপ হতে মুক্ত সেইজন হয় ।
বিশ্বলোকে যাবে সেই নাহিক সংশয় ॥

পাপীরা করিবে স্নান সলিলে তোমার ।
তব জলে প্রক্ষালিবে সর্বপাপভার ॥
সেই পাপ ভার হৈতে মুক্তির উপায় ।
রয়েছে জাহ্নবী তব, সন্দেহ কি তায় ॥
মম ভক্ত কেহ তোমা করিলে দর্শন ।
সর্বপাপ-মুক্ত তুমি হইবে তখন ॥
সহস্র পাপীর শব করিয়া স্পর্শন ।
যে পাপ হইবে তব শুন অনুক্ষণ ॥
মম মন্ত্র-উপাসক স্নান করে যদি ।
সর্বপাপমুক্ত তুমি হবে নিরবধি ॥
যেহানে আমার নাম হইবে কীর্তন ।
অন্ত নদীসহ সেধা করিবে গমন ॥
সেই স্থান মহাতীর্থে হবে পরিণত ।
মহাপুণ্যময় ভূমি হইবে সতত ॥
স্পর্শ করি রেণু তার পাপী শুদ্ধ হবে ।
রেণুপরিমিত বর্ষ বৈকুণ্ঠেতে রবে ॥
সজ্জানে আমার নাম স্মরিবে যেজন ।
যুত্বে'পরে বৈকুণ্ঠেতে করিবে গমন ॥
হরিপারিষদরূপে চিরকাল রবে ।
সর্বপাপ দূরে যাবে, মহাপুণ্য হবে ॥
পড়িবে যাহার অস্থি সলিলে তোমার ।
বৈকুণ্ঠে বসতি দ্রব হইবে তাহার ॥
নিজকর্ম-অনুযায়ী ফলভোগ-শেষে ।
সারূপ্য মুকতি দান করি অবশেষে ॥
যুত্বেকালে অজ্ঞানেতে যদি কোন জন ।
দৈববশে তব জল করয়ে স্পর্শন ॥
সারূপ্য মুকতিদান করি আমি তায় ।
পারিষদ করি তারে বৈকুণ্ঠ-সভায় ॥
কিংবা যদি কোন জন অজ্ঞানে থাকে ।
ভক্তিতরে যদি সেই গঙ্গা বলে ডাকে ॥
সারূপ্য মুকতিদান করি আমি তারে ।
আমাতে বিলীন হ'য়ে সদা বাস করে ॥
গঙ্গা-ভিন্ন স্থানে থাকি যদি কোন জন ।
যুত্বেকালে মম নাম করয়ে স্মরণ ॥

যতদিন শ্রীব্রহ্মার পতন না হয় ।
 মালোক্য মুকতিনান করি সে সময় ॥
 আমার ভক্তের যারা বন্ধু ও বান্ধব ।
 দুর্লভ গোলোক মাঝে যাবে তারা সব ॥
 মম ভক্ত-সমীপেতে যুজ্য যার হয় ।
 পবিত্রে তাহার সদা জীবমুক্ত রয় ॥
 গঙ্গারে কহিয়া হরি এতেক বচন ।
 ভগীরথে ডাকি কাছে কহেন তখন ॥
 ভক্তিপূর্ণ মনে তুমি কর গঙ্গা-স্তব ।
 বিধিমত কর তুমি পূজা আদি সব ॥
 অতঃপর ভগীরথ হরির কথায় ।
 ধ্যান স্তোত্রে দ্বারা পূজে গঙ্গারে তথাষ ॥
 অনন্তর গঙ্গাদেবী ভগীরথ আর ।
 শ্রীকৃষ্ণেরে ভক্তিভরে করে নমস্কার ॥
 প্রণাম লভিয়া শেষে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 হৃষ্টমনে তথা হ'তে করিলা প্রস্থান ॥
 অতঃপর ভগীরথ স্তবস্তুতি করি ।
 গঙ্গারে আনেন এই পৃথিবী-উপরি ॥
 ভাসীভূত ছিল যত সগর-নন্দন ।
 গঙ্গার পরশে সবে পাইল জীবন ॥
 দিব্য কলেবর ধরি লভে পরিত্রাণ ।
 বৈকুণ্ঠ নগরে বাস চড়িয়া বিমান ॥
 নারদ কহিলা প্রভু, শুনিমু সকল ।
 আরো কিছু শুনিবারে পরাণ চঞ্চল ॥
 কৃপা করি ভগবান্ বলুন আমায় ।
 কোন্ স্তবে ভগীরথ পূজিলা গঙ্গায় ॥
 এত শুনি নারায়ণ কহিলেন সব ।
 হরিনারায়ণ পূর্বে কহে যেই স্তব ॥
 যেই স্তব কহিলেন নিকটে ব্রহ্মার ।
 ভগীরথ সেই স্তব করে বারবার ॥
 লক্ষ্মীকান্তে একদিন ব্রহ্মা ডাকি কন ।
 বিষ্ণুপদী-গঙ্গা-স্তব করুন কীর্তন ॥
 পাপ-বিনাশক স্তব শুনিতে মনন ।
 তাহা শুনি ব্রহ্মাদেবে কহে নারায়ণ ॥

শুনিয়া শিবের গীতি অতি মুগ্ধ মন ।
 রাধা কৃষ্ণ দ্রবীভূত হলেন তখন ॥
 সেই জল হ'তে গঙ্গা সমুদ্ভূতা হয় ।
 পুরাণের কথ্য এই জানিবে নিশ্চয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 অতঃপর কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
 অনন্তর ভগীরথ পূজিয়া গঙ্গারে ।
 আনিলেন হৃষ্টমনে ভারত মাঝারে ॥
 স্পর্শ করি গঙ্গাজল সগর-সন্তান ।
 উদ্ধার পাইয়া করে বৈকুণ্ঠে প্রস্থান ॥
 ভগীরথ পৃথিবীতে আনিলা গঙ্গারে ।
 ভাগীরথী নাম হয় ভারত মাঝারে ॥
 নারদ কহিলা প্রভু করি নিবেদন ।
 কৃপা করি আরো কিছু করুন কীর্তন ॥
 শিবের সঙ্গীত শুনি শ্রীরাধা ও হরি ।
 কিরূপে হইলা দ্রব, কহ কৃপা করি ॥
 উপস্থিত ছিল যারা তাঁদের নিকটে ।
 কিবা হৈল তাহাদের কহ অকপটে ॥
 বিস্তার করিবা কহ প্রভু নারায়ণ ।
 সর্ব কথা শুনিবাবে মন উচাতন ॥
 নারদের অনুয়ে দেব নারায়ণ ।
 গ্রীত হ'য়ে সবিস্তারে করেন বর্ণন ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
 কার্তিকী পূর্ণিমা রাতে রাধা মহোৎসবে ।
 রাসেতে ছিলেন কৃষ্ণ শ্রীরাধাব স্তবে ॥
 বিহার করিয়া কৃষ্ণ বিহিত বিধানে ।
 প্রকৃতি রূপিণী রাধা পূজে একমনে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ দেবীরে যেই করেন পূজন ।
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ পূজেন তখন ॥
 বীণাধ্বনি করিলেন দেবী সরস্বতী ।
 কৃষ্ণগুণ গান করে মিষ্ট কর্তে অতি ॥
 গান শুনি ব্রহ্মাদেব মহা ভুগ্ন হন ।
 শিরোরত্ন হার তারে করিলা অর্পণ ॥

শুনিবা মধুর গীতি শ্রীকৃষ্ণ আপনি ।
 প্রদান করেন তারে কৌজুভের মণি ॥
 শ্রীরাধিকা রত্নহার দেন উপহার ।
 নারায়ণ বনমালা দেন চমৎকার ॥
 মকর কুণ্ডল দিলা লক্ষ্মীদেবী তারে ।
 বিষ্ণুভক্তি দুর্গাদেবী দিলা নির্বিচারে ॥
 ধর্ম যশ ধর্মবুদ্ধি ধর্ম দিলা তায় ।
 বিশুদ্ধ বসন দিলা অনল সেথায় ॥
 মণির নুপুর বায়ু করিলেন দান ।
 শ্রেষ্ঠ বস্ত্র সকলেই করেন প্রদান ॥
 ব্রহ্মা অনুরোধে তথা দেব মহেশ্বর ।
 করিলেন কৃষ্ণগান অতি মনোহর ॥
 অপূর্ব শিবের গীত করিয়া শ্রবণ ।
 মুচ্ছিত হইয়া রহে যত সুরগণ ॥
 ক্ষণকাল পরে যবে লভিলা চেতন ।
 কৃষ্ণরাধাহীন রাস করিলা দর্শন ॥
 অদ্ভুত সে দৃশ্য দেখে দেবতা সকল ।
 জলাকীর্ণ হইয়াছে রাসেব মণ্ডল ॥
 গোপ গোপী সুর আর যতক ব্রাহ্মণ ।
 কৃষ্ণ রাধা নাহি হেরি করিলা ক্রন্দন ॥
 অতঃপর চতুর্দুখ বসিলেন ধ্যানে ।
 বুঝিলেন সব কথা বিষ্ণুতত্ত্বজ্ঞানে ॥
 শিবের সঙ্গীত শুনি রাধা বিনোদিনী ।
 কৃষ্ণসহ দ্রবীভূত হইলা তখনি ॥
 ব্রহ্মা কহিলেন শুন, এই সত্য সার ।
 শুনিয়া দেবতাকুলে আনন্দ অপার ॥
 অনন্তর ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ ।
 ভক্তিতরে শ্রীকৃষ্ণের করেন স্তবন ॥
 হে প্রভো, হে ভগবান্, করি নিবেদন ।
 তব মূর্তি আমাদের করাও দর্শন ॥
 সহসা আকাশবাণী হইল তখন ।
 মম বাক্য মন দিয়া শুন দেবগণ ॥
 পরমাত্মারূপী আমি জীব সবাকার ।
 শক্তিস্বরূপিণী রাধা হইল আমার ॥

শরীর ধারণে তাই কিবা প্রয়োজন ।
 গোলোকে আসিয়া মোরে করিবে দর্শন ॥
 ভক্তের মনের বাঙ্খা পূর্ণ করিবারে ।
 রূপ পরিগ্রহ করি জগৎ স্বাক্ষারে ॥
 আমারে হেরিতে যদি অভিলাষ হয় ।
 মম মস্ত্র ধ্যান সদা কর মহাশয় ॥
 শুন শুন বাক্য মম ওহে পদ্মাসন ।
 মম মস্ত্র মহেশ্বরে করহ অর্পণ ॥
 শপথ করিয়া যদি শিব গুণাধার ।
 মন মস্ত্র ধরামাঝে করেন প্রচার ॥
 মহেশ্বর মম শাস্ত্র করিলে রচন ।
 মম মস্ত্র-উপাসক হবে নরগণ ॥
 শপথ করুন ইথে দেব পশুপতি ।
 তবেই হেরিবে পুনঃ আমার মূর্তি ॥
 কৃষ্ণের আকাশবাণী শুনিয়া তখন ।
 আনন্দিত হইলেন দেব পঞ্চানন ॥
 গঙ্গাবারি ল'য়ে করে শিব অনন্তর ।
 প্রতিজ্ঞা করেন পরে প্রফুল্ল অন্তর ॥
 কৃষ্ণের আদেশ আমি করিব পালন ।
 উত্তম শাস্ত্রের কথা করিব রচন ॥
 গঙ্গাবারি হাতে ল'য়ে যদি কোন জন ।
 মিথ্যা বাক্য কথ, হবে নরকে পতন ॥
 যতদিন শ্রীভ্রমার না হয় পতন ।
 কালসূত্রে ততদিন রবে সেই জন ॥
 কহিলেন মহেশ্বর যেই এই কথা ।
 রাধাসহ কৃষ্ণহরি আসিলেন তথা ॥
 কৃষ্ণের মোহন মূর্তি করিয়া দর্শন ।
 আবার উৎসবে মত্ত সর্ব দেবগণ ॥
 কালক্রমে ভগবান্ শিব মহেশ্বর ।
 স্মরিলেন পূর্বকথা মনের গোচর ॥
 আপন প্রতিজ্ঞামত রচি শাস্ত্রবিধি ।
 প্রচার করেন শিব তত্ত্ব নিরবধি ॥
 সেই কাল হৈতে বিশেষ শাস্ত্রের প্রচার ।
 শুন শুন মনিবর জগতের সার ॥

ইহার পরের কথা সংক্ষিপ্ত অতীত ।
 যেমতে গঙ্গার স্রষ্টি তাহাই কহিব ॥
 রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ হ'তে গঙ্গার উদয় ।
 গোলোক হইতে আসি পৃথিবীতে বস ॥
 ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী গঙ্গাদেবী সদা ।
 কৃষ্ণের স্বরূপা দেবী পূজিতা সর্বদা ॥
 নারায়ণ করিলেন শেষ তাঁর কথা ।
 ব্যাসদেব রচিলেন পুরাণের গাথা ॥
 বৈবর্ত-পুরাণমাঝে সব পাবে তাহা ।
 শৌনকে করেন ব্যাখ্যা সৌতি মুনি বাহা ॥
 হরিভক্ত দেবহৃত ভাষায় প্রকাশি ।
 বৈষ্ণবজনের কাছে উপনীত আসি ॥
 যেইজন শুনে এই পুরাণ কাহিনী ।
 সেইজন মুক্তি পাবে আছে শাস্ত্রবাণী ॥

প্রকৃতিখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একাদশ অধ্যায়

গঙ্গার উপাখ্যান ।

নারায়ণ বাক্য শুনি দেবর্ষি নারদ ।
 হইলেন উল্লসিত ভাবে গদগদ ॥
 তথাপি না হয় তাঁর পরিতৃপ্ত মন ।
 নারায়ণ পাশে তাই করে নিবেদন ॥
 নিবেদন করি প্রভু দেব নারায়ণ ।
 জাহ্নবীর কথা আরো করুন কীর্তন ॥
 পঞ্চবর্ষ সহস্রান্তে জাহ্নবী তখন ।
 করিবেন কোন্ স্থানে আবার গমন ॥
 নারায়ণ কহিলেন, কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
 যাইবেন গঙ্গাদেবী বৈকুণ্ঠ-সভায় ॥
 স্মরণ করহ তুমি পূর্ব কথা যত ।
 সরস্বতী অভিশাপ দেন যেই মত ॥
 সরস্বতী-শাপে বর্ষ পাঁচটি হাজার ।
 বহিবেন গঙ্গাদেবী ভারত মাঝার ॥

শাপমুক্ত হ'লে শেষে বৈকুণ্ঠবনে ।
 আসিয়া পাবেন গঙ্গা হরিনারায়ণে ॥
 লক্ষ্মী-সরস্বতী দৌহে শাপ অবসানে ।
 আসিবেন পুনরায় শ্রীহরির স্থানে ॥
 গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এই তিন জন ।
 শ্রীহরির ভাৰ্য্যা বলি স্থবিন্দিত হন ॥
 তুলসী চতুর্থ ভাৰ্য্যা শ্রুতি বচন ।
 চারি ভাৰ্য্যা মনোরমা অতি স্নদর্শন ॥
 নারদ কহেন প্রভু করুন বর্ণন ।
 কিরূপে জাহ্নবীদেবী হরিশ্রিয়া হন ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 কহিব তোমারে আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
 দ্রবরূপা গঙ্গাদেবী গোলোক মাঝারে ।
 রাধাকৃষ্ণ-অঙ্গভূতা জানি বায়ে বায়ে ॥
 রাধাকৃষ্ণ-অংশভূতা, মনেহ কি তার ।
 হে নারদ, শুন শুন বচন আমার ॥
 দ্রবময়ী জাহ্নবীর অধিষ্ঠাত্রী যিনি ।
 অনন্ত সৌন্দর্য্য তাঁর বিশ্ববিমোহিনী ॥
 নবীন-যৌবনা তিনি রত্নে বিভূষিতা ।
 শরতের পদ্মদল সত্ত্ব বিকশিতা ॥
 পুর্ণিমার চন্দ্রদল অতি শোভা তাঁর ।
 শুদ্ধ সঙ্কল্পরূপিণী, অতি চমৎকার ॥
 গীন পযোধর তার অতীব স্নদর্শন ।
 কঠিন বর্ভুলাকৃতি অতি মনোহর ॥
 মনোহর নেত্রদ্বয় অতি স্নদর্শন ।
 বদনমণ্ডলে শোভে সিন্দূর চন্দন ॥
 অধরোষ্ঠ আরক্তিম গুণ মনোহর ।
 দন্তরাজি শোভে তাঁর অতীব স্নদর্শন ॥
 বহিস্রম শুদ্ধ বস্ত্র করেন ধারণ ।
 বিশ্ববিজয়িনী কান্তি, শুন তপোধন ॥
 অপূর্ব ভাঁহার রূপ করি দরশন ।
 সকলে মোহিত হয় গোলোকে তখন ॥
 সকাশা হইয়া দেবী সেথা অতঃপর ।
 কৃষ্ণের বদন পানে চান নিরন্তর ॥



ଋଷଭ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
ଗାନ୍ଧୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

বসনে নিজের মুখ করি আচ্ছাদন ।
 হর্ষ-সাজে হেরিছেন কৃষ্ণের বদন ॥
 প্রফুল্ল মুখেতে যুগ্ম হাস্ত নিরন্তর ।
 সঙ্গমের অভিলাষে কাঁপিছে অন্তর ॥
 হেরিয়া হরির রূপ কাঁপে কলেবর ।
 হ'লেন মুচ্ছিতপ্রাণ দেবী অতঃপর ॥
 অকস্মাৎ সেইস্থানে সেই অবকাশে ।
 আসিলেন শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সকাশে ॥
 ত্রিশকোটি গোপী আসে রাধিকার সনে ।
 কোটিচন্দ্রসম প্রভা রাধার বদনে ॥
 ধীরে ধীরে নিকটেতে আসিলা যখন ।
 পদতলে অর্ঘ্য দিল দেব নিরঞ্জন ॥
 বসিল শ্রীরাধা পরে রতন আসনে ।
 সখীরা ভুখিল তারে চামর ব্যঞ্জনে ॥
 সহসা গঙ্গার দশা নিরীক্ষণ করি ।
 বোষেতে জ্বলিয়া ওঠে রাধিকা হৃন্দরী ॥
 রক্তবর্ণ হয় তার নয়ন যুগল ।
 ক্রোধেতে হৃদয় তার হইল চঞ্চল ॥
 রাধার এতেক ভাব দেখিয়া শ্রীহরি ।
 মধুর বচনে তবে সন্তোষ করি ॥
 করিলেন নানা মতে আদর তখন ।
 গোপীগণ প্রণমিল শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥
 হেনকালে গঙ্গাদেবী করিয়া উত্থান ।
 সবিনয়ে শ্রীবাধার কুশল শুধান ॥
 মহাভয়ে কণ্ঠতানু শুষ্ক হয় তাঁর ।
 ধ্যানযোগে নারায়ণে ডাকেন এবার ॥
 বুঝিয়া গঙ্গার ভীতি হরি সনাতন ।
 হৃদয়ে অভয়দান করেন তখন ॥
 কৃষ্ণের অভয় লাভ করি অতঃপর ।
 জাহ্নবীর হ'ল তবে স্থির অন্তর ॥
 তবে রাধা জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণের সকাশে ।
 কামাতুরা নারী কেবা রহে তব পাশে ॥
 কহ নাথ প্রাণেশ্বর, কে ইনি কল্যাণী ।
 সন্ধ্যায়ে দেখেন তোমা, কেবা এ কামিনী ॥

বজ্র ছায়া মুখ কেন দেখি আচ্ছাদন ।
 নিরীক্ষণ করিছেন তোমার বদন ॥
 ক্রোধে ক্রোধে মুচ্ছিতপ্রাণ কামাতুরা অতি ।
 ইহারে দর্শন করি তুমি হৃষ্টমতি ॥
 আশা দর্শন করি তোমার যে ভাব ।
 দেখিতেছি তব মাঝে, এ কী এ স্বভাব ॥
 ইহারে হেরিয়া তব সকাম অন্তর ।
 কেন এই আচরণ কহ প্রাণেশ্বর ॥
 যতদিন আছি আমি গোলোক-মাকার ।
 ততদিন কেন তব এ বীন আচার ॥
 কামুক লস্পট তুমি যদি ইচ্ছা চাও ।
 এই ভাষ্যাসহ তুমি দূরে চলে যাও ॥
 গোলোক নগরে নাহি হইবে অজ্ঞাথা ।
 আমার বচন এই পালিবে সর্বথা ॥
 নতুবা না হবে কভু মঙ্গল তোমার ।
 এক্ষণে গোলোক তুমি কর পরিহার ॥
 পূর্ব কথ্য স্মর প্রভু নিবেদন করি ।
 আরবার যে আচার করেছিলে হরি ॥
 বিরজার সহ তুমি চন্দন-কাননে ।
 মিলিত হইয়াছিলে ভেবে দেখ মনে ॥
 তোমারে ক্ষমিহু নাথ, সখীর বচনে ।
 বারবার ক্ষমা বল করিব কেমনে ॥
 জানিয়া সেদিন তুমি মোর আগমন ।
 চন্দন-কানন হ'তে কৈলে পলায়ন ॥
 বিরজা নিজের দেহ করিয়া বর্জ্জন ।
 সেই হ'তে নদীরূপ করিলা ধারণ ॥
 কিন্তু তবু মনে মনে ভুলিতে না পারি ।
 নদীপাশে গিবেছিলে ওহে বংশীধারী ॥
 অতঃপর গৃহে যেই করিহু গমন ।
 বিরজার নাম ধরি কাদিলে তখন ॥
 তোমার ক্রন্দন শুনি বিরজা হৃন্দরী ।
 আসিলা তোমার পাশে নবরূপ ধরি ॥
 প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কর বারবার ।
 বীর্য্যত্যাগ করেছিলে গর্ভেতে তাহার ॥

তাহার উদরে জন্মে সাতটি তনয় ।
 সাতটি সমুদ্র বলি বিশ্বজনে কথ ॥
 শোভা নামে গোপীন্দ্র চম্পকের বনে ।
 বিহার করিতেছিলে অতি হৃদমনে ॥
 জানিতে পারিলে যেই মোর আগমন ।
 অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলে তখন ॥
 শোভাও আপন দেহ করিয়া বর্জ্জন ।
 চন্দ্রের মণ্ডল পানে করিল গমন ॥
 দেহ তার স্নিগ্ধ তেজে পরিণত হয় ।
 বিভাগ করিলে তেজ তুমি সে সময় ॥
 কিছু তেজ নিক্ষেপিলে স্বর্ণের মাঝে ।
 আর কতকাংশে তেজ রত্নেতে বিরাজে ॥
 এক অংশ তার তুমি রৌপ্যে কর দান ।
 কিছু তার মাণিক্যেতে করিলে বিধান ॥
 বসন তেজের কিছু অংশ বুঝি পায় ।
 তেজরূপ দেখি কিছু পুষ্পের বিভায় ॥
 জলেতে তাহার কিছু দেখিবারে পাই ।
 শস্ত্রেতে কিঞ্চিৎ দেখি, কহি তব ঠাই ॥
 তেজের ঈষৎ অংশ রয়েছে চন্দনে ।
 কলেতে পল্লবে আছে জানে সুধীজনে ॥
 কিছু তেজ দান কর রমণী-বদনে ।
 দেউলে প্রাসাদে তেজ দিলে সেই ক্ষণে ॥
 বৃন্দাবনে বনমধ্যে প্রভা গোপী সহ ।
 মিলিত হইয়া তুমি ছিলে অহরহঃ ॥
 জানিতে পারিলে যেই মোর আগমন ।
 অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলে তখন ॥
 দেহভ্যাগ করি প্রভা সূর্য পানে যায় ।
 দেহ তার তেজোরূপ ধরিল তথায় ॥
 তাহার নিকটে গিয়া শুন কুব্ধন ।
 সেই তেজ নিজ বক্ষে করিয়া ধারণ ॥
 অবশেষে মোর ভয়ে করি পরিহার ।
 সেই তেজ জনে জনে দিলে বার বার ॥
 হুতাশনে নৃপগণে পুরুষসকলে ।
 দেবতা ও দম্ভ্যগণে দিলে দলে দলে ॥

নাগ বিপ্র মুনীগণে তেজ কর দান ।
 তেজস্বী তপস্বীগণে করিলে প্রদান ॥
 শাস্তিনারী গোপী সহ শ্রীরাম-মণ্ডলে ।
 মিলিত হইরাছিলে তুমি কুতূহলে ॥
 বসন্তকালেতে তুমি চর্চিত-চন্দনে ।
 পুষ্পের শয্যায় শুয়ে রত্নের ভূষণে ॥
 শাস্তি সহ মনঃস্থে করিলে বিহার ।
 মহান্থখ চিত্তে তব জাগে অনিবার ॥
 জানিতে পারিলে যেই মোর আগমন ।
 ভিরোহিত হ'লে তুমি অমনি তখন ॥
 দেহ পরিত্যাগ শাস্তি করে সেই দিন ।
 সেই হ'তে হ'ল শাস্তি তোমাতে বলীন ॥
 গুণরূপে পরিণত হ'ল দেহ তার ।
 জনে জনে সেই গুণ করিলে বিস্তার ॥
 সেই মহাগুণ তুমি করিয়া বর্জন ।
 বিশ্বমাঝে কিছু কিছু করিলে অর্পণ ॥
 সমুদ্রসমুদ্রা লক্ষ্মী অংশ তার পায় ।
 বিষ্ণু তার কিছু অংশ নিল নিজ গায় ॥
 বৈষ্ণব পুরুষ পায় গুণের বিভাগ ।
 তব মন্ত্র উপাসক পায় মহাভাগ ॥
 তপস্বী ধর্ম্মিষ্ঠ জনে কর বিতরণ ।
 অনাসক্ত জনে গুণ করিলে অর্পণ ॥
 সুবেশ ধরিয়া তুমি পুষ্পের শয্যায় ।
 ক্ষমানারী গোপী সহ মিলিলে হারা ॥
 মহানন্দে মুচ্ছাগতা সঙ্গমের স্থখে ।
 আলিঙ্গন করে ক্ষমা হান্ততরা মুখে ॥
 সহসা সেখার আমি করিয়া গমন ।
 তোমাদের দুইজনে কবাই চেতন ॥
 লজ্জাবশে দেহ তব কুব্ধন হয় ।
 সেই হ'তে আজো তব বর্ষ কুব্ধন রয় ॥
 অতীব লজ্জায় ক্ষমা ভ্যজে কলেবর ।
 পৃথিবী-মাঝারে ক্ষমা যায় অতঃপর ॥
 দেহ তার শ্রেষ্ঠ গুণে পরিণত হয় ।
 বিলাইলে সেই গুণ তুমি সে সময় ॥

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে দিলে আর দুর্বলে।
তপস্বী জনেরে দিলে ধার্মিক জনেরে ॥
কহিলাম সব কথা শুন ব্রজেশ্বর ।
আর কি জানিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর ॥
তোমার গুণের কথা কি বলিব আর ।
ইচ্ছা তব যার সঙ্গে করিছ বিহার ॥
লম্পট তোমার যত কে আছে ধরায় ।
শঠতা কাপট্য দোষ কে তব খণ্ডায় ॥
পরনারী সহ রতি করে যার পতি ।
ভাবিয়া দেখহ তার কতই দুর্গতি ॥
আমি ত অবলা নারী কতই বা জানি ।
তোমার গুণের কথা শুধু অনুমানি ॥
আরো বহু কীর্তি তব জানি নিরঞ্জন ।
সে সব কাহিনী আর না বলি এখন ॥
বলিতে বলিতে রাখা জুড়া হন অতি ।
সেই ক্রোধ পড়ে গিয়া গঙ্গাদেবী প্রতি ॥
রাধিকার ক্রোধ দেখি জাহ্নবী তখন ।
অকস্মাৎ জলরূপ করেন ধারণ ॥
লজ্জায় সম্বর দেহ গোলোক-সভায় ।
ত্রিধারায তিন দিকে অবিলম্বে ধায় ॥
মহাক্রোধে রাখারাগী কহেন তখন ।
গতুষে গঙ্গারে পান করিব এখন ॥
দেখিব গঙ্গারে বক্ষা করে কোন্ জন ।
এত বলি রাখারাগী পানোত্তম হন ॥
নারীরূপ গঙ্গাদেবী করিয়া বর্জন ।
হরির চবণে লীন অতি শীঘ্র হন ॥
গঙ্গার হইল মহা ভবের উদয় ।
শ্রীকৃষ্ণের চরণেতে নিলেন আশ্রয় ॥
গঙ্গারে না হেরি রাখা আকুলিত মন ।
হেথা হোথা করিলেন কত অন্বেষণ ॥
তবু নাহি গঙ্গা মিলে গোলোক ভবনে ।
বিলীন হইলা দেবী শ্রীকৃষ্ণ চরণে ॥
সলিলের রাশি কোথা রহিল গোপন ।
ইহা ভাবি শ্রীরাধিকা ব্যাকুলিত হন ॥

চিন্তিতা হইয়া তবে আসন-উপরি ।
বসিলেন অধোমুখে রাধিকা সুন্দরী ॥
জলাভাবে সর্বজীব যতপ্রায় হয় ।
গোলোক বৈকুণ্ঠ আদি জলশূন্য রয় ॥
জলাভাবে শুষ্ক হয় সরসী সকল ।
যতপ্রায় হয় যত জীব-জন্তু দল ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ধর্ম মনু যুনি যত ।
জলাভাবে শুষ্ক কর্ণে ধায় অবিরত ॥
দেখিলেন জল নাহি গোলোক নগরে ।
জল বিনা জীবকুল প্রাণ নাহি ধরে ॥
সৃষ্টি বিনাশ বৃষ্টি হইবে এখনি ।
জল বিনা সবাকার যায় যে পরাণি ॥
সকলে মিলিয়া যান গোলোকে তখন ।
ভক্তিমত্তরে শ্রীকৃষ্ণেরে করেন বন্দন ॥
বরেন্য বরের দাতা বরের কারণ ।
ত্রিগুণ অতীত তুমি নিত্য-নিরঞ্জন ॥
খেচ্ছাময় সত্যরূপ নির্বাহ্য সত্যেশ ।
পরমাত্মা সনাতন প্রভু পরমেশ ॥
স্তব স্তুতি করিলেন সবে অবিরাম ।
ভক্তিমত্তরে সকলেই করেন প্রণাম ॥
প্রণাম করিয়া সবে করেন দর্শন ।
রত্নের আসনে বসি রাধিকারমণ ॥
জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম নিত্য-নিরঞ্জন ।
শ্বেত-চামরের বাধু করেন সেবন ॥
শতকোটি গোপগণে বেষ্টিত সদাই ।
মনোহর গোপীনৃত্য হেরিছেন তাই ॥
চন্দন-চর্চিত দেহ নবীন কিশোর ।
মনোরম শ্যামকান্তি রাখা-মনোচোর ॥
সুগগণ সবিম্বয়ে রাসের মাঝারে ।
দেখিছেন কৃষ্ণসম রূপ বারে বারে ॥
দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ ।
বনমাণ্ডে বিভূষিত অতি অপরূপ ॥
রূপে গুণে কৃষ্ণসম সমান আকার ।
এক ভাব এক ভঙ্গি এক ব্যবহার ॥

বিস্মিত হইয়া পরে যুনি মনুগণ ।
 ব্রহ্মারে সকল কথা করেন জ্ঞাপন ॥
 শুনিয়া তাঁদের বাক্য ব্রহ্মা অত্যন্ত পর ।
 শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে গেলেন সত্ত্বর ॥
 শ্রীহরির ধ্যান করি, করিলে স্তবন ।
 মায়া দূর করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥
 হৃষ্টমনে অনন্তর যুনি মনুগণ ।
 ভক্তিভরে করিলেন প্রণাম তখন ॥
 তাঁহাদের অভিপ্রায় জানি সনাতন ।
 যুগ্মহাস্তে কহিলেন মধুর বচন ॥
 শুন শুন ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ ।
 গঙ্গা তরে তোমাদের হেথা আগমন ॥
 রাধা-ভয়ে গঙ্গাদেবী আমার চরণে ।
 লুকাহিত রহিয়াছে অতি ভীত মনে ॥
 যদি সবে কর তারে অভয় প্রদান ।
 বাহির করিব তারে সবা সম্মিধান ॥
 শুনি ব্রহ্মা সে সময় বৃষ্ণের বচন ।
 ভক্তিভরে স্তব করি রাধিকারে কন ॥
 শুন শুন রাধারাগী মম অনুরোধ ।
 গঙ্গার জননী তুমি, নাহি কর ক্রোধ ॥
 তব অংশে জন্ম তার, তব কন্যা সম ।
 তার প্রতি কৃপা কর অনুরোধ মম ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী রাধিকা তখন ।
 গঙ্গারে অভয় দেন হ'য়ে হৃষ্ট মন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে সোধি গঙ্গারে ।
 রাধিকা অভয় দিল, আর ভয় করে ॥
 'আবির্ভূতা হও তুমি আমার বচনে ।
 হেথা আসে বিশ্ববাসী তোমার কারণে ॥
 এত শুনি গঙ্গাদেবী হরষিত মন ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণ হ'তে আবির্ভূতা হন ॥
 জলরূপ ত্যজি গঙ্গা বসিল তখন ।
 তাহা দেখি পুলকিত দেব পদ্মাসন ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হেরিয়া গঙ্গারে ।
 আনন্দিত হইলেন অতীব অন্তরে ॥

কমণ্ডলু করি গঙ্গা নিল পদ্মাসন ।
 শিরোপরি মহেশ্বর করিল ধারণ ॥
 তথাপি গঙ্গার ভয় নাহি হয দূর ।
 রাধিকার ভয়ে তাঁর বুক ছুরছুর ॥
 অনন্তর ব্রহ্মাদেব গঙ্গারে তখন ।
 রাধিকার মস্ত্র স্তোত্র করি সমর্পণ ॥
 সামবেদমতে দেন নানা উপদেশ ।
 শিক্ষা দেন রাধা-ধ্যান পূজা সবিশেষ ॥
 রাধিকারে পূজা করি জাহ্নবী তখন ।
 হৃষ্টমনে বৈকুণ্ঠেতে করেন গমন ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে ডাকি কন নিরঞ্জন ।
 গঙ্গারে সকলে মিলি করহ গ্রহণ ॥
 আসিয়াছ সবে মিলি গোলোক-মাঝারে ।
 জীবিত রহিলে তাই কহি সবাকারে ॥
 হেথা কর অবস্থান পাইবে নিস্তার ।
 জানিও গোলোকধাম জগতের সার ॥
 বিশ্বমাঝে আসিয়াছে প্রলয়ের দিন ।
 সকলে মিলিয়া হৈলে আমাতে বিলীন ॥
 সর্ববিশ্ব নিমজ্জিত হয়েছে জলেতে ।
 শুধু জল নাই এই বৈকুণ্ঠ ধামেতে ॥
 ব্রহ্মা, তুমি ষাও ত্রাস ধরাষ এখন ।
 পুনর্ব্বার ব্রহ্মাণ্ডের করহ সৃজন ॥
 যুনি ঋষি নরগণে সৃজন করিবে ।
 পশুপক্ষী আদি যত তুমিই সৃজিবে ॥
 যতদিন এই সব সৃষ্টি নাহি হয ।
 তাবৎ হেথায় গঙ্গা থাকিবে নিশ্চয় ॥
 নারায়ণ-প্রতি তাঁরা জড়ি ছুই কর ।
 নারায়ণে করিলেন ভজনা বিস্তর ॥
 তবে দেব রাধানাথ অন্তঃপুরে যান ।
 সৃষ্টি তরে দেবগণ করেন প্রস্থান ॥
 কহিলাম সবিস্তারে গঙ্গা-উপাখ্যান ।
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান ॥

প্রকৃতিবশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বাদশ অধ্যায়

গঙ্গা সহিত নাবাবধেব বিবাহ ।

নারদ কহেন প্রভু, জানিহু এখন ।
সনাতন ত্রিহরির চারি প্রিষা হন ॥
তুলসী জাহ্নবী আর লক্ষ্মী সরস্বতী ।
ত্রিহরির চারি পত্নী মনোরমা অতি ॥
সবে মিলি বৈকুণ্ঠে গেলেন যখন ।
কহ প্রভু, গঙ্গা কেন হরিপ্রিষা হন ॥
বিস্তার করিষা প্রভু করহ বর্ণন ।
এত শুনি নারদে কন নারায়ণ ॥
শুন শুন যুনিবর আমার বচন ।
বৈকুণ্ঠে গঙ্গাদেবী করিলা গমন ॥
তবে দেব পদ্মাসন বৈকুণ্ঠে আসিষা ।
জিজ্ঞাসিলা নারায়ণে প্রণাম করিষা ॥
রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ হ'তে জন্ম হৈল যার ।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী ইনি করি নমস্কার ॥
নবীনা যুবতী ইনি হুগীলা রমণী ।
ভুবন-ঐশ্বরী শুকসম্বন্ধরূপিণী ॥
ক্রোধ অহঙ্কার আদি কোন দোষ নাই ।
অনুপমা মনোরমা জানি সর্বদাই ॥
যাঁর অঙ্গ হ'তে জন্ম সেই তাঁর পতি ।
পতিরূপে অঙ্গ কারে না ভাবিবে সতী ॥
মানিনী ত্রিরাধাদেবী মহাতেজস্বিনী ।
গঙ্গারে করিতে পান সমুদ্রতা তিনি ॥
মহাভয়ে গঙ্গাদেবী না হেরি উপাধ ।
কৃষ্ণপাদপদ্মে গিয়া সভয়ে লুকায় ॥
জলশূন্য হেরি বিশ্ব আমি সেইক্ষণ ।
ত্রিক্ষেত্রে গিবা সব করি নিবেদন ॥
কৃষ্ণ-সনাতন হোর জানি অভিপ্রায় ।
গঙ্গারে বাহির করি দিলেন দ্বারায় ॥
রাধিকার মন্ত্র তারে দান করি শেষে ।
নারায়ণ তব কাছে আমি অবশেষে ॥

এমন রমণী নাহি, এ বিশ্ব মাঝার ।
সকলি ত' জান প্রভু কি বলিব আর ॥
দেবগণ মাঝে তুমি রতন স্বরূপ ।
রমণীরতন গঙ্গা, রূপে অপরূপ ॥
এ মিলন উভয়ের হবে প্রীতিকর ।
ইহারে গ্রহণ তুমি কর হুরেশ্বর ॥
তব অনুরূপ ইনি গঙ্গা মহাসতী ।
তোমারেই জানে শুধু, তুমি এর গতি ॥
তাইতে তোমার পাশে করি নিবেদন ।
স্ত্রীরূপে গঙ্গারে তুমি করহ গ্রহণ ॥
অহঙ্কারে যেই জন নারী ত্যাগ করে ।
মহালক্ষ্মী ত্যাগ তারে করিবে সহরে ॥
যে জন পণ্ডিত হয়, যে জন বিদ্বান ।
প্রকৃতির তারা নাহি করে অপমান ॥
নিষ্ঠুর অনাদিভূত জগৎঐশ্বর ।
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি পরাৎপর ॥
তব দেহ হ'তে জন্ম হইয়াছে তাই ।
তোমারেই পতিরূপে দেখিছে সদাই ॥
পরম পুরুষ তুমি জানে সর্বঠাই ।
প্রকৃতি স্বরূপা ইনি কহি যে গৌসাই ॥
এত বলি চতুর্শূখ অতি হৃষ্ট মন ।
গঙ্গারে বিষ্ণুর করে করি সমর্পণ ॥
বিদায় লইয়া তবে দেব প্রজাপতি ।
গেলেন আপন স্থানে শুন মহামতি ॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ বিষ্ণু করিষা তখন ।
গঙ্গাসহ মহানন্দে করেন রমণ ॥
বিষ্ণুপাদপদ্ম হ'তে গঙ্গার উদয় ।
বিষ্ণুপত্নী তাই তাঁরে সর্বলোকে কয় ॥
বিষ্ণুর সহিত গঙ্গা মিলেন যখন ।
স্বধাবেশে মুচ্ছাগতা হলেন তখন ॥
দুঃখিতা হলেন বাণী হেরি স্বত্ব তাঁর ।
ঈর্ষা নাহি হৈল কিন্তু দেবী কমলার ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী ছুই বিষ্ণু পত্নী ছিল ।
গঙ্গার মিলনে তিন রমণী হইল ॥

পরেতে তুলসীসহ হইলে মিলন ।
 চারি পত্নী হৈল তাঁর বিদিত ভুবন ॥
 চারি পত্নী সঙ্গে তাঁর রহে সর্বক্ষণ ।
 সদানন্দে লীলামত্ হন নারায়ণ ॥
 জানিতে চাহিলে তুমি যত বিবরণ ।
 কহিলাম তোমা পাশে গুহে তপোধন ॥
 আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ য়নিবর ।
 কহিব সকল কথা তোমার গোচর ॥

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রয়োদশ অধ্যায়

তুলসীব উপাখ্যান ।

গঙ্গার কাহিনী শুনি পুলকিত অতি ।
 জানিতে তুলসী কথা চান মহামতি ॥
 নারদ কহেন প্রভু কহ বিবরিয়া ।
 কিরূপে তুলসী হৈল শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া ॥
 পূর্বজন্মে কোন্ স্থানে জন্ম হয় তাঁর ।
 জানিবারে হইতেছে বাসনা আমার ॥
 কাহার নন্দিনী তিনি করহ বর্ণন ।
 মনের সন্দেহ মোর কর নিরসন ॥
 শুনিয়া নারদবাক্য হরবিত মন ।
 নারদেরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
 অপূর্ব মাহাত্ম্য কথা শুন মতিমান্ ।
 সবিস্তারে কহি আমি তুলসী-আখ্যান ॥
 মহান্ বৈষ্ণব ছিল বিষ্ণু-অংশ-জাত ।
 শ্রীদক্ষ-সাবর্ণি নামে সর্বলোকে খ্যাত ॥
 শ্রীধর্ম-সাবর্ণি নামে পুত্র ছিল তাঁর ।
 ধর্মিষ্ঠ বৈষ্ণব তিনি মহান্ উদার ॥
 ধর্ম-সাবর্ণির পুত্র অতি গুণধাম ।
 শ্রীবিষ্ণু-সাবর্ণি বলি খ্যাত তার নাম ॥
 শ্রীদেব-সাবর্ণি নামে পুত্র তার হয় ।
 বিষ্ণু-পরায়ণ পুত্র হৈল অতিশয় ॥

শ্রীরাজ-সাবর্ণি নামে পুত্র জন্মে তার ।
 বিষ্ণুভক্ত ধর্মশীল অতি চমৎকার ॥
 রাজ-সাবর্ণির পুত্র বৃষধ্বজ নামে ।
 শিবের পরম ভক্ত এই ধরাধামে ॥
 শিব ভিন্ন অস্ত্র দেবে না করে পূজন ।
 যেখানে সেখানে করে দেবতা নিন্দন ॥
 না করিত যজ্ঞ পূজা, না মানিত করে ।
 শিব-ভয়ে সকলেই ভয় করে তারে ॥
 একদিন সূর্য তার দেখিয়া প্রতাপ ।
 শোভাভর্য হও, বলি দেন অভিশাপ ॥
 লক্ষ্মীভর্য রাজ্যভর্য হইবে সম্প্রতি ।
 বলি বৃষধ্বজে শাপ দেন দিনপতি ॥
 বৃষধ্বজ রাজা ছিল শিবভক্ত অতি ।
 সূর্যশাপে হৈল তার অশেষ দুর্গতি ॥
 ইহাতে ক্রুপিত হন দেব মহেশ্বর ।
 সূর্যপানে শূলহাতে গেলেন সত্ত্বর ॥
 বধিতে আসেন দেখি দেব পঞ্চানন ।
 কশ্যপ সমীপে সূর্য করেন গমন ॥
 কশ্যপেরে সম্বোধিয়া কহে দিবাকর ।
 রক্ষা কর মোরে পিতঃ, বধিবে শঙ্কর ॥
 ত্রিশূল লইয়া করে আসে শূলপাণি ।
 রক্ষা আর নাহি পিতঃ বধিবে এখনি ॥
 কোপ বশে অগ্নি জ্বলে শিবের নখনে ।
 তুমি বিনা কেবা পারে রক্ষিতে এখনে ॥
 শিবের ভীষণ মূর্তি করি দরশন ।
 কশ্যপ সূর্যেরে লয়ে করে পলায়ন ॥
 শঙ্কিত হইয়া তাঁরা ব্রহ্মলোকে যান ।
 শূলহস্তে মহাদেব সেথা আগুয়ান ॥
 ব্রহ্মারে কহেন সূর্য বিপদের কথা ।
 শুনিয়া বিধির বৃকে বাজে বড় ব্যথা ॥
 কিন্তু কিবা হবে শুনি শাপের কাহিনী ।
 ব্রহ্মা ভীত হইলেন দেখি শূলপাণি ॥
 বিধাতা কহেন, শুন কশ্যপ-নন্দন ।
 শিবেরে করিতে শান্ত না হব সক্ষম ॥

হর কোপ হৈতে বল কে রক্ষিতে পারে ।
 নারায়ণ বিনা আর কে আছে সংসারে ॥
 অতএব চল সবে বৈকুণ্ঠেতে যাই ।
 নিবেদন করি গিয়া নারায়ণ ঠাই ॥
 এত বলি তাঁহাদের লয়ে নিজসনে ।
 ব্রহ্মাদেব চলিলেন বৈকুণ্ঠ ভবনে ॥
 অনুসরি তা' সবারে দেব মহেশ্বর ।
 ত্রিশূল লইয়া করে হন অগ্রগর ॥
 মহাভয়ে সকলের কাঁপিল অন্তর ।
 ব্রহ্মা ও কশ্যপ কাঁপে, কাঁপে দিবাকর ॥
 অতঃপর দ্রুতগতি হইয়া ধাবিত ।
 নারায়ণ ধামে তাঁরা হন উপনীত ॥
 তাঁহাদের দেখি তথা দেব নারায়ণ ।
 কহিলেন কিবা হেতু হেথা আগমন ॥
 ব্রহ্মা কহে শুন শুন দেব নারায়ণ ।
 শিবভক্তে শাপ দিল কশ্যপ-নন্দন ॥
 ইহাতে কুপিত হ'য়ে দেব পঞ্চানন ।
 শূল হস্তে আসে সূর্য্যে করিতে নিধন ॥
 এত বলি ঐবিষ্ণুর নিলেন শরণ ।
 রক্ষা কর, রক্ষা কর দেব নারায়ণ ॥
 রূপা করি নারায়ণ দিলেন আশ্রয় ।
 যুদ্ধভাবে সকলেরে দিলেন অভয় ॥ -
 শুন শুন মম বাক্য ওহে দেবগণ ।
 নাহি হেথা তোমাদের ভয়ের কারণ ॥
 বিপন্নকে রক্ষা করি শুন দেবগণ ।
 জগতের রক্ষাকর্তা আমি নারায়ণ ॥
 ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি আমি করি অনিবার ।
 শিবের রূপেতে করি জগৎ-সংহার ॥
 আমি শিব সূর্য্যরূপী আমি সনাতন ।
 নানারূপে করি আমি সৃজন পালন ॥
 ভয় নাই দেবগণ মম সন্নিধানে ।
 শিবেরে করিব শাস্ত প্রবোধ প্রদানে ॥
 ভগবান্ ভোলানাথ শিব মহেশ্বর ।
 ভক্তের অধীন তিনি ভক্তের ঈশ্বর ॥

দেব মহেশ্বর আর চক্র স্তম্ভদর্শন ।
 প্রাণামিক প্রিয় যোর শুন দেবগণ ॥
 মহাতেজে তেজস্বান্ দেব পঞ্চানন ।
 কোটি সূর্য্য পারে শিব করিতে সৃজন ॥
 তব সম কোটি ব্রহ্মা সৃজিবারে পারে ।
 সদা চিন্তে মম রূপ হৃদয় মাঝারে ॥
 পঞ্চমুখে যোর নাম গাহে পঞ্চানন ।
 তাঁহার কুশল চিন্তা করি অনুক্ষণ ॥
 শিব শব্দে জগতের মঙ্গল বুঝায় ।
 মঙ্গলস্বরূপ বলি শিব কহি তাঁয় ॥
 ভগবান্ দেবগণে এই কথা কন ।
 এমন সময়ে শিব উপনীত হন ॥
 রক্তবর্ণ ত্রিলোচন দেব দিগম্বর ।
 ব্রহ্মের উপরে চড়ি এলেন সত্ত্বর ॥
 ত্রিশূল করেতে তাঁর আছে শোভমান ।
 অঙ্গ তাঁর ক্রোধভরে হয় কম্পমান ॥
 নারায়ণে হেরি সেখা শিব সেইক্ষণে ।
 প্রণাম করিল। তাঁরে ভক্তিয়ুক্ত মনে ॥
 কিরীট কুণ্ডলধারী কিশোর সুন্দর ।
 বনমালা-বিভূষিত শ্যাম নটবর ॥
 তাঁহারে প্রণাম করি দেব মহেশ্বর ।
 করিলেন চতুর্মুখে নতি অতঃপর ॥
 প্রণাম করেন শিবে দেব দিবাকর ।
 কশ্যপ নমেন তাঁরে সতর্কিত অন্তর ॥
 বিষ্ণুরে করিয়া স্তব দেব পঞ্চানন ।
 হৃদয়চিন্তে আসনেতে বসিলা তখন ॥
 আসিয়া শিবের পাশে বিষ্ণুর কিঙ্কর ।
 চামর ব্যঞ্জন করে প্রফুল্ল অন্তর ॥
 অনন্তর মহেশ্বর ক্রোধশূন্য হ'য়ে ।
 হরিরে করেন স্তব প্রকুল্লহদয়ে ॥
 প্রণম হইয়া তাঁরে কন নারায়ণ ।
 মহাদেব শিব তুমি মঙ্গলকারণ ॥
 জ্ঞানের দেবতা তুমি শুন যত্নোজ্জয় ।
 কি কারণে আসিবাছ কিসে তব ভয় ॥

ব্যস্তভাবে আসিয়াছ কিসের কারণ ।
 কিসের বিপদ তব, কহ পঞ্চানন ॥
 সবার কল্যাণ তুমি করিছ সাধন ।
 যোগীর প্রধান তুমি বিদিত ভুবন ॥
 জ্ঞানিগণে তুমি এই জগৎ সংসারে ।
 অজ্ঞান চলিয়া যায় তোমা হ'তে দূরে ॥
 শমনেরে তুমি শিব করি পরাজয় ।
 ধারণ করিলা তুমি নাম যুতুঞ্জয় ॥
 অতএব বল মোরে দেব পঞ্চানন ।
 কৈলাস ত্যজিয়া কেন হেথা আগমন ॥
 নারায়ণবাক্যে শিব অতি প্রীত হন ।
 বিনয় করিয়া তাঁরে করযোড়ে কন ॥
 বিশ্বের বিধাতা তুমি বিশ্ব অধিপতি ।
 হুবিচার কর দেব তুমি মম প্রীতি ॥
 শ্রীরাজ-সাবর্ণি পুত্র বৃষধ্বজ নাম ।
 মম প্রিয় ভক্ত অতি শুন গুণধাম ॥
 তাহার কারণে আমি পাই বড় লাজ ।
 সূর্যের অশ্রিয় পাত্র বৃষধ্বজরাজ ॥
 সূর্য্য তাহে অভিশাপ করিলা প্রদান ।
 তাহাতে জন্মিল ক্রোধ শুন ভগবান্ ॥
 ভক্তবৎসল আমি কে রোধে আমারে ।
 উত্তত হইলু আমি সূর্য্যে বধিবারে ॥
 নির্দোষ আমার ভক্ত কোন দোষ নাই ।
 তাহে শাপ দিল সূর্য্য, শুনহ গৌসাই ॥
 নিজের কর্মের ফল অবশ্য ভুঞ্জিবে ।
 আমার ক্রোধেতে সূর্য্য রক্ষা নাহি পাবে ॥
 এতেক কহেন যদি দেব পঞ্চানন ।
 মিষ্টভাষে তুচ্ছ তাঁরে করি নারায়ণ ॥
 কহিলেন শুন শিব বচন আমার ।
 সূর্য্য প্রীতি ক্রোধ তব কর পরিহার ॥
 শরণ লয়েছে মম দেব দিবাকর ।
 কেমনে বধিবে তাহে, বলহ শঙ্কর ॥
 আশ্রিত জনেরে যেই না করে রক্ষণ ।
 তাহার পাপের ফল জান পঞ্চানন ॥

অতএব বলি শুন ভোলা মহেশ্বর ।
 ক্ষমা কর সূর্য্যে তুমি দেহ তাহে বর ॥
 কৃপার আধার তুমি জগতের পিতা ।
 আশ্রিত জনের হও তুমি পরিত্রাতা ॥
 ভীত জন যদি করে আশ্রয় গ্রহণ ।
 তাহার বিনাশ নহে উচিত কখন ॥
 অতএব কহি আমি তোমার গোচরে ।
 রোষ ত্যজি ক্ষমা কর দেব দিবাকরে ॥
 মম বাক্যে রোষ যদি না পায় ত্যজিতে ।
 সূর্য্যেরে রক্ষিব আমি, নারিবে বধিতে ॥
 আমার আশ্রিতে যেই অনিষ্ট করিবে ।
 এ জগতে তাহে কেহ রক্ষিতে নারিবে ॥
 হেন বাক্য কহিলেন দেব নারায়ণ ।
 ভীত হ'বে বলিলেন তবে পঞ্চানন ॥
 সকলের প্রভু তুমি পালক সবার ।
 কে লজ্জিতে পারে বল আদেশ তোমার ॥
 তথাপি আমার ভাব বুঝ মনে মনে ।
 যে কারণে আসিলাম তোমার সদনে ॥
 বিধাতার কাছে সূর্য্য লইলা শরণ ।
 সূর্য্যসহ ব্রহ্মা হেথা করে আগমন ॥
 বাক্যে ধ্যানে যেই জন লইবে শরণ ।
 শঙ্কাহীন নিরাপদ হয় সেই জন ॥
 হরিরে স্মরণ যদি করে কোন জন ।
 মঙ্গল হইবে তার জানি সর্ব্বক্ষণ ॥
 সূর্য্যশাপে শোভাহীন মোর ভক্ত হয় ।
 লক্ষ্মীভক্ত, রাজ্যভক্ত হ'ল সে সময় ॥
 বিনা অপরাধে শাপ দিল দিবাকর ।
 কি হবে উপায়, এবে বলহ সহর ॥
 শুনিয়া শিবের কথা কন ভগবান্ ।
 নৃপের ভবনে গীত করহ প্রস্থান ॥
 কালক্রমে বৃষধ্বজ হইয়াছে যুত ।
 গীত তুমি সেই স্থানে হও উপনীত ॥
 হংসধ্বজ পুত্র তার যুতু তার হয় ।
 ধর্ম্মধ্বজ, কুশধ্বজ তাহার তনয় ॥

সূর্যশাপে তাহারও হৈল শোভাহীন ।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট রহে নিশিদিন ॥
কমলার উপাসনা করে দুইজন ।
তপস্তায় তুষ্ট হন কমলা তখন ॥
অংশরূপে জন্মিবেন গর্ভেতে ভার্য্যার ।
শোভামুক্ত লক্ষ্মীযুক্ত হইবে আবার ॥
হে শস্তো, হে মহেশ্বর, করিও না ক্রোধ ।
এখন প্রস্থান কর মম অনুরোধ ॥
ভক্ত তব কালক্রমে লভেছে মরণ ।
সূর্য ব্রহ্মা সকলেই করহ গমন ॥
এই কথা সকলেরে কহি ভগবান্ ।
লক্ষ্মীসহ অন্তঃপুরে করেন প্রস্থান ॥
দেবগণ নিজস্থানে ফিরেন তখন ।
তপস্তায় যান শিব অতি হৃষ্ট মন ॥

প্রকৃতিখণ্ডে অবোদ্য অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্দশ অধ্যায়

বেদবতীর উপাখ্যান ও সংক্ষেপে বামাধন-বর্ণন ।

নারায়ণ कहিলেন, শুন মতিমান্ ।
অতঃপর কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
হংসধ্বজ রাজা যবে গেল যমপুরে ।
তখনো জীবিত ছই পুত্র তার ঘরে ॥
ভক্তিমুক্ত ছই পুত্র অতি মনোহর ।
কালক্রমে বড় হয় সংসার ভিতর ॥
ধর্মধ্বজ, কুশধ্বজ উগ্র তপস্তায় ।
আরাধনা করিলেন দেবী কমলায় ॥
ভুঁই হ'য়ে লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূতা হন ।
করিলেন বরদান আনন্দিত মন ॥
কমলার বর লাভ করিবা সম্প্রতি ।
হইলেন দুই ভাই পৃথিবীর পতি ॥
কুশধ্বজ পত্নী তার মালাবতী নাম ।
ভক্তিরে লক্ষ্মীদেবী পূজে অবিরাম ॥

মালাবতী পতিব্রতা ধর্মশীলা অতি ।
সে-কারণে লাভ করে কমলার প্রীতি ॥
দম্পতির প্রতি ভুঁই হইয়া কমলা ।
কষ্টারূপে তাঁহাদের জন্ম লভিলা ॥
লক্ষ্মী-অংশরূপীণী সে সুদর্শনা অতি ।
সকলে রাখিল তার নাম বেদবতী ॥
আশ্চর্য ঘটনা অতি শুন অতঃপর ।
বেদবতী উপাখ্যান অতি মনোহর ॥
ভূমিষ্ঠা হইয়া কষ্টা লভে শ্রেষ্ঠজ্ঞান ।
তপস্তায় তরে করে অরণ্যে প্রস্থান ॥
সন্তোঃজাতা কষ্টা যায় তপস্তাকারণ ।
ইহা দেখি মুগ্ধ অতি হয় জনগণ ॥
বিবিধ উপায়ে সবে করে নিবারণ ।
কাহাবো বচন কষ্টা না করে শ্রবণ ॥
বেদবতী চলে দ্রুত পবিত্র পুষ্করে ।
ব্রহ্মার চরণ ধ্যান একমনে করে ॥
বহুকাল এইভাবে করিলে যাপন ।
মলিন হইল তার কাঞ্চন বরণ ॥
কৈশোর হইল পার, আসিল যৌবন ।
তথাপি তপস্তা করে হ'য়ে একমন ॥
তপে ভুঁই হ'য়ে পরে দেব পদ্মাসন ।
অন্তরীক্ষে থাকি কহে মধুর বচন ॥
কিবা বাঞ্ছা তব মনে কহ বেদবতী ।
তব আশা পূরাইব, তুমি মহাসতী ॥
হেন বাক্য শুনি কষ্টা कहিল তখন ।
রূপা করি মোরে বর দেহ পদ্মাসন ॥
শ্রীহরিরে পতিরূপে পাইতে বাসনা ।
জপ তপ করি তাই হ'য়ে একমনা ॥
জগতের নাথ সেই হরি সনাতন ।
তব বরে তিনি যেন মম পতি হন ॥
ইহা ছাড়া অন্য বরে নাহি প্রয়োজন ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে পদ্মাসন ॥
এত বলি বেদবতী নীরব হইল ।
সহসা আকাশবাণী তখনি শুনিল ॥

দৈববাণীচ্ছলে ব্রহ্মা কহিলেন তারে ।
 শ্রীহরিরে পতিরূপে পাবে জ্ঞানান্তরে ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী ক্ষুব্ধ চিত্তে অতি ।
 গঙ্গমাদনেতে যায় কণ্ঠা বেদবতী ॥
 শ্রীহরিরে পতিরূপে করিয়া কামনা ।
 বেদবতী করে সেথা বিস্তর সাধনা ॥
 বহুকাল কাটাইলা সেথা তপস্শায় ।
 একদা রাবণ আসি সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
 সহসা রাবণে দেখি অতিথির জ্ঞানে ।
 সৎকার করিলা কণ্ঠা পাণ্ড-অর্থ্য দানে ॥
 ফল মূল জল তারে করিলা প্রদান ।
 বহু সমাদরে তারে করিলা সম্মান ॥
 বিহিত বিধানে সেবা করি বেদবতী ।
 অভ্যর্থনা করে তার সমাদরে অতি ॥
 পাণ্ড-অর্থ্য আদি লভি দুঃশ্রুতি রাবণ ।
 বসিষা বিজ্ঞান সেথা করে কতক্ষণ ॥
 কণ্ঠার মোহনরূপ করি দরশন ।
 হেরি তার পদসম প্রফুল্ল বদন ॥
 কামেতে আকুল চিত্ত যৈর্য নাহি মানে ।
 সত্বঃ নয়নে চাহে বেদবতী পানে ॥
 অতঃপর সম্বোধন করিয়া কণ্ঠারে ।
 রাবণ মধুর ভাসে কহে বারে বারে ॥
 কাহার নন্দিনী তুমি কাহার ঘরণী ।
 কি কারণে যৌবনেতে হৈলে তপস্বিনী ॥
 কেন তুমি একাকিনী গুণো বিনোদিনী ।
 দুস্তর অরণ্যে বসি রহিয়াছ ধনি ॥
 দারুণ তপস্শা তুমি করিয়া বর্জ্জন ।
 চল গো সুন্দরী তুমি মম নিকেতন ॥
 রাবণ আমার নাম লক্ষা অধিপতি ।
 মম প্রিয়তমা তুমি হবে গুণো সতী ॥
 সহস্রেক নারী মোর ঘরে আছে যারা ।
 তোমার চরণ-সেবা করিবে তাহারা ॥
 কে তুমি কল্যাণময়ী, কহ অকপট ।
 এত বলি কামবাণে করে ছটফট ॥

কামেতে উন্মত্ত হইবা লঙ্কার ঈশ্বর ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম না বিচারি ধরে তার কর ॥
 হেরিয়া তাহার এই হীন ব্যবহার ।
 সকোপদৃষ্টিতে কণ্ঠা চাহে বার বার ॥
 ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ, স্মুরিত অধর ।
 অক্ষি-কোণে অগ্নি জ্বলে আগ্নেয় ভূধর ॥
 স্তম্ভিত হইয়া রহে পামর রাবণ ।
 মহাক্রোধে বেদবতী কহিলা তখন ॥
 সরলা নারীর প্রতি হেন অত্যাচার ।
 সমুচিত প্রতিফল পাইবে ইহার ॥
 অতিথির রূপ ধরি আসিলি পামর ।
 পাণ্ড-অর্থ্য আদি দিয়া করিছ আদর ॥
 এই কি তাহার ফল, ওরে দুরাচার ।
 স্পর্শ করি ধর্ম্মনাশ করিলি আমার ॥
 জন্ম লভি সত্ত-সত্ত গৃহত্যাগ করি ।
 আসিলাম বনমধ্যে তপস্শা আচরি ॥
 জীবনে না করি পাপ, অস্তায় বাসনা ।
 তোর স্পর্শে পাইলাম অশেষ বেদনা ॥
 হরি নারায়ণে ভজি নাহি অস্ত্রে মন ।
 মম অভিশাপে তুই হইবি নিধন ॥
 অভিশাপ দিখু আজ শৌনু দুরাগ্ন ॥
 বিনষ্ট হইবে তোর আত্মীয়-স্বজন ॥
 নিজে তুই ধ্বংস হবি, পাবি প্রতিফল ।
 তোর পাপে ধ্বংস হবে বান্ধব সকল ॥
 আমার বচন কভু মিথ্যা না হইবে ।
 বংশে বাতি দিতে তোর কেহ না রহিবে ॥
 করেছিস্ পাপহস্তে শরীর স্পর্শন ।
 সে শরীর অবশ্যই ত্যজিব এখন ॥
 এই কথা বলি সতী সেথা অতঃপর ।
 যোগবলে ত্যাগ করে নিজ কলেবর ॥
 ক্ষুব্ধচিত্তে অনন্তর-রাবণ সেধায় ।
 সতী-দেহ নিজহাতে ফেলিল গঙ্গায় ॥
 বিলাপ করিষা রাজা রাবণ তখন ।
 ক্ষুধ্ধমনে নিজ গৃহে করিল গমন ॥

কালান্তরে সেই সতী জনকের ঘরে ।
 জীবামের প্রিধা হন নীতা নাম ধবে ॥
 এই নীতা রাবণের যুত্বার কারণ ।
 কশ্মফলে রাবণের হইল পতন ॥
 বহু তপস্যার ফলে কষ্টা বেদবতী ।
 নীতারূপে রামচন্দ্রে লভিলেন পতি ॥
 স্মৃতিরিত শাস্ত্রশীল রাম মহামতি ।
 বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম জানে বেদবতী ॥
 জাতিগ্নরা ছিল কষ্টা তাই সে তখন ।
 তপস্যার সব কথা করিলা স্মরণ ॥
 তপোদুঃখ যতকিছু সকলি ভুলিলা ।
 স্বামীর সেবায় সদা নিরত রহিলা ॥
 গুণবান্ রামচন্দ্রে প্রশান্ত স্বভাব ।
 রূপে গুণে সর্ববশ্রেষ্ঠ কিসের অভাব ॥
 রামচন্দ্রে পিতৃপত্য পালনের তরে ।
 রাজ্য ছাড়ি যান চলি বনের ভিতরে ॥
 লক্ষ্মণ নীতার সহ বনবাসী হন ।
 পঞ্চবটী বনে তাঁরা থাকে তিন জন ॥
 একদা লক্ষ্মণ বীর যুগযা করিতে ।
 পশিলেন বনমাঝে যুগের সহিতে ॥
 জানকীর সহ রাম বসিয়া তখন ।
 করিছেন মনোহুখে কত আলাপন ॥
 হেনকালে স্বর্গলোকে দেবগণ মিলি ।
 করিছেন আলোচনা হুয়ে কুতূহলী ॥
 অতঃপর যা ঘটবে জানেন তাঁহার ।
 বৈখানরে ডাকি তাই বলিলেন দ্বরা ॥
 নীতারে সত্বর আন রামেরে বলিয়া ।
 নতুবা রাবণ লবে রামেরে ছলিয়া ॥
 সকলের বাক্যে ভবে দেব হতাশন ।
 ব্রাহ্মণের রূপ ধরি করিলা গমন ॥
 রামের নিকটে আসি দেব হতাশন ।
 কহিলেন ধীরে ধীরে এ হেন বচন ॥
 শুন শুন রঘুশশি হুয়ে একমন ।
 জানকী হরিবে আজ দুরাত্মা রাবণ ॥

কি আর কহিব প্রভু তুমি অন্তর্যামী ।
 দৈবের লিখন ইহা জানিলাম আমি ॥
 মম পাশে দেহ প্রভু জানকী দেবীরে ।
 ছাষারূপা নীতা রাখ তোমার কুটীরে ॥
 তোমার মঙ্গল তরে হেথা আগমন ।
 ব্রাহ্মণরূপেতে আমি দেব হতাশন ॥
 অগ্নি-পরীক্ষার কালে আসিব আবার ।
 ফিরাইয়া দিব আমি নীতারে তোমার ॥
 তোমাতে বুঝাই হেন সাধ্য কি আমার ।
 অন্তরের কথা তুমি জান সবার্কার ॥
 জীকৃষ্ণের অংশ তুমি মর্ত্যে অবতার ।
 রাধিকার অংশভূতা রমণী তোমার ॥
 দেবগণ সব মোরে পাঠাইলা হেথা ।
 অতঃপর যা কর্তব্য বলেছি সর্বথা ॥
 যোগবলে অনন্তর দেব হতাশন ।
 নীতাভুল্য ছাষানীতা করেন সৃজন ॥
 স্নগোপনে সেই নীতা করিয়া প্রদান ।
 নীতাসহ হতাশন করেন প্রস্থান ॥
 হতাশন হাতে সঁপি জনকদুহিতা ।
 নিজে রহিলেন তথা লয়ে ছাষানীতা ॥
 কেহ না জানিল ইহা অতি স্নগোপন ।
 থাকুক অস্তুর কথা না জানে লক্ষ্মণ ॥
 একদিন রামচন্দ্রে ছাষানীতা সনে ।
 কুটীরে আছেন বসি আনন্দিত মনে ॥
 হেনকালে যুগ এক আসিল তথায় ।
 সেই যুগ খেলা করে বন-আঙ্গিনায় ॥
 কাঞ্চনবরণ যুগ অতি মনোহর ।
 তাহা দেখি জানকীর নাচিল অন্তর ॥
 দেখিযা সে স্বর্ণযুগ জানকী তখন ।
 মহানন্দে রামচন্দ্রে করে নিবেদন ॥
 ওই স্বর্ণযুগ প্রভু দাও মোবে ধরি ।
 রামচন্দ্রে চলিলেন যুগ অনুসরি ॥
 জানকী-রক্ষার তরে রহেন লক্ষ্মণ ।
 যুগ ধবিবারে রাম করেন গমন ॥

ক্রতগতি ধায় যুগ পশ্চাতে শ্রীরাম ।
 যুগে ধরিবার তার চেষ্টা অবিরাম ॥
 তবু সেই মায়াযুগ ধরিতে না পারে ।
 দেখা দিয়া যায় পুনঃ বনের মাঝারে ॥
 অনুসরি মায়াযুগে ক্লান্ত হ'য়ে অতি ।
 তরুতলে বসিলেন রাম রঘুপতি ॥
 সহসা হইল যুগ দৃষ্টির গোচর ।
 অব্যর্থ সন্ধানে রাম নিক্ষেপিল শর ॥
 শরাঘাতে পড়ে যুগ ভূতল উপর ।
 রামচন্দ্র যুগপাশে গেলেন সফর ॥
 যুতুকালে রামমূর্তি করিয়া দর্শন ।
 মায়াযুগ গেল চলি বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
 পূর্বের বৈকুণ্ঠেতে ছিল দ্বারী দুইজন ।
 জয় ও বিজয় নামে অতি হৃদদর্শন ॥
 একদা সনক যুনি বৈকুণ্ঠে আসিলা ।
 প্রবেশ করিতে তারে জয় নাহি দিলা ॥
 ব্রাহ্মণের প্রীতি এই অমর্যাদা পাপে ।
 'মারীচ' রাক্ষস হয় সনকের শাপে ॥
 মারীচ আসিয়া সেখা মায়াযুগ হয় ।
 নিধন করেন তারে রাম সে সময় ॥
 যখন শ্রীরাম তারে করেন নিধন ।
 "ভাইরে লক্ষ্মণ" বলি ত্যজিল জীবন ॥
 রাম-কণ্ঠে মায়াযুগ লক্ষ্মণে ডাকিল ।
 কুটীরে বসিয়া সীতা সে ডাক শুনিল ॥
 রামের বিপদ ভাবি সশঙ্কিত মন ।
 লক্ষ্মণে ডাকিয়া দেবী বলিল তখন ॥
 শীত্রগতি যাও তুমি দেবর লক্ষ্মণ ।
 যেধায় আছেন রাম কমললোচন ॥
 অবশ্য বিপদ কিছু ঘটিয়াছে তাঁর ।
 কাতরে সাহায্য তাই চাহেন তোমার ॥
 লক্ষ্মণ বুঝিতে পারি যুগের ছলনা ।
 শতেক প্রকারে দেন সীতারে সাহায্য ॥
 বলেন সীতারে তব ভয় অকারণ ।
 রামের বিপদ দেবী না হয় কখন ॥

তোমাকে একাকী রাখি নির্জন বনেতে ।
 উচিত না হবে কভু সেইখানে যেতে ॥
 উদ্ভিগ্না জানকী শুনি লক্ষ্মণের বাণী ।
 কুপিতা হইয়া কন শিরে কর হানি ॥
 কটুভাষে তিক্ত কথা দেবরের প্রতি ।
 বুঝিবাছি অভিলাষ তোমার দুর্গতি ॥
 এক ভাই নিল রাজ্য রামেরে বঞ্চিত ।
 রামের রমণী তুমি লইবে ছলিষা ॥
 অতীব দুর্গতি তব শোন রে লক্ষ্মণ ।
 রামের বিহনে প্রাণ দিব বিসর্জন ॥
 সীতার কটুক্তি শুনি স্তবীর লক্ষ্মণ ।
 রামের সাহায্য হেঁচু করেন গমন ॥
 যাইবার কালে শির নোবাইয়া তিনি ।
 বলিলেন, সাবধানে থাক গো জননী ॥
 এদিকে ব্রাহ্মণ বেশ ধরিয়া রাবণ ।
 উপনীত হলো আসি সীতার সদন ॥
 ভিক্ষা দাও ব'লে বিপ্র বাড়াইল কর ।
 ভিক্ষা হাতে আসিলেন জানকী সত্তর ॥
 যেমনি বিপ্রেয় করে ভিক্ষা দিতে যায় ।
 অমনি রাবণ ছুট ধরিল সীতাষ ॥
 সীতার কাতর বাক্য না শুনি প্রবেশে ।
 সীতারে লইয়া চলে রথ আরোহণে ॥
 চলিল রাক্ষস-রাজ আপন ভবন ।
 সীতারে কহিল কত প্রাণ্য বচন ॥
 ভীতা হ'য়ে সীতাদেবী কহিল তখন ।
 রামচন্দ্র আসি তোমা কবিবে নিধন ॥
 রাবণ কহিল শুন ওগো গুণবতি ।
 কি করিতে পারে মোর রাম রঘুপতি ॥
 আমার বচন ধর আপন অন্তরে ।
 কটাক্ষ নিক্ষেপ করি বাঁচাও আমারে ॥
 এত শুনি ক্রোধে কহে দেবী গুণবতী ।
 কি বলিলি ওরে ছুট পামর দুর্গতি ॥
 রাম বিনা কার সাধ্য স্পর্শিতে আমাষ ।
 নিশ্চয় শ্রীরাম তোরে বধিবে হারায় ॥

এত শুনি বিনয়েতে কহিল রাবণ ।
 শুন শুন গুণবতি ধরি গো চরণ ॥
 বরণ করহ মোরে রাখহ পরাণ ।
 তব প্রতি সঁপিয়াছি মম মন প্রাণ ॥
 প্রধানা মহিষী আমি করিব তোমাষ ।
 শত দাস নিয়োজিব তোমার সেবাষ ॥
 জানকী রোষেতে কহে ওরে দুরাচার ।
 দুরাশা হৃদয় হৈতে কর পরিহার ॥
 হায় হায় কোথা আছ ওহে রঘুপতি ।
 আসিবা দেখহ নাথ সীতার দুর্গতি ॥
 দুরাঙ্গা রাক্ষস মোরে করিল হরণ ।
 প্রাণের দেবর কোথা এস হে লক্ষ্মণ ॥
 না বুঝে কতই করু বলেছি তোমারে ।
 হাতে হাতে ফল তার পাই এইবারে ॥
 এতেক বিলাপ করি সীতা গুণবতী ।
 গাত্র হৈতে অলঙ্কার ত্যজে দ্রুতগতি ॥
 কোথাও পড়িল তাঁর হাতের কঙ্কণ ।
 ফেলিলেন কোথা সতী চরণ-ভূষণ ॥
 নিক্ষেপ করিয়া ভূমে উত্তরীয় বাস ।
 বসিলেন রথে শেষে হইবা নিরাশ ॥
 মহলা বিহঙ্গরাজ জটায়ু তখন ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা করে আগমন ॥
 সীতা সহ রাক্ষসেরে দেখি রথোপরে ।
 চিস্তিতে লাগিল পক্ষী ব্যাকুল অন্তরে ॥
 যুগ হেতু রঘুপতি গিয়াছে কাননে ।
 লক্ষ্মণ গিয়াছে পুনঃ তাঁর অশ্রেষণে ॥
 সীতাদেবী শূন্তগৃহে ছিলেন তথাষ ।
 রাক্ষসের রথে কেন আসিল হেথাষ ॥
 পক্ষিবাজ এইরূপ ভাবি নিজ মনে ।
 ডাক দিয়া দশাননে কহে সেইক্ষণে ॥
 ব্রহ্মবংশে জন্ম তব জানি হে রাবণ ।
 কি কারণে সীতা তুমি করিছ হরণ ॥
 দণ্ডরথ মম সখা বিদিত ভুবন ।
 তাঁর পুত্রবধূ এই সীতাদেবী হন ॥

আগে মম সহ দুষ্ট করহ সমর ।
 অতঃপর সীতা লয়ে হও অগ্রসর ॥
 পক্ষীর এতেক বাক্য কানে না শুনিয়া ।
 দ্রুতগতি ঘাষ দুষ্ট রথ চালাইয়া ॥
 তাহা দেখি বিহঙ্গম কহে পুনরায় ।
 শুন রে রাক্ষসাদম বলি হে তোমায় ॥
 এই দেখ চক্ষু মম বজ্রের সমান ।
 ইহাতে বধিব আজি তোমার পরাণ ॥
 এত শুনি ক্রোধে কাঁপে দুষ্ট দশানন ।
 জটায়ুর প্রতি বলে কর্কশ বচন ॥
 দুর্বল বিহঙ্গ তুই এত অহঙ্কার ।
 এখনি করিব তোর জীবন সংহার ॥
 রাবণের হেন কথা করিয়া শ্রবণ ।
 গর্জিষা পড়িল পক্ষী রথেতে তখন ॥
 ছিন্ন ভিন্ন করি ধ্বজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ।
 চরণ-আঘাতে অশ্ব জীবন ত্যজিল ॥
 রাবণে শিরে পক্ষী নখাঘাত কৈল ।
 মুকুট খসিয়া তাহে ভূতলে পড়িল ॥
 ভীত হ'য়ে ব্রহ্ম-অস্ত্র জুড়ি শরাসনে ।
 রাবণ মারিল তাহা জটায়ুর পানে ॥
 শরাঘাতে তার ছুই পক্ষ ছিন্ন হইল ।
 কুশ্মাণ্ড সন্ধান হ'বে ভূতলে পড়িল ॥
 সীতার সংবাদ দিতে দেব রঘুবরে ।
 জীবন রহিল মাত্র জটায়ু শরীরে ॥
 ইহা দেখি রথে চড়ি দুষ্ট দশানন ।
 সীতা সহ লক্ষ্যপুরে করিল গমন ॥
 এদিকেতে রঘুপতি মারিয়া যুগেরে ।
 আসিতেছে দ্রুতগতি আপন কুটীরে ॥
 অকস্মাৎ লক্ষ্মণেরে করি দরশন ।
 জিজ্ঞাসেন ঝিক্‌ভাবে করি সম্বোধন ॥
 জানকীরে একাকিনী রাখিয়া কাননে ।
 কেমনে আসিলে ভাই কহ মম স্থানে ॥
 অতীব ভীষণ ভাই হয় এই বন ।
 নাহি জানি কিবা হয় বিপদ ঘটন ॥

রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 ধীরে ধীরে সম্বোধিয়া কহেন লক্ষ্মণ ॥
 আত্মোপাস্ত যত কথা কহি ধীরে ধীরে ।
 অবশেষে দৌহে আসে আশ্রম-কুটারে ॥
 দেখেন আশ্রমে আসি তথা সীতা নাই ।
 মুচ্ছিত হইয়া রাম পড়িলেন তাই ॥
 চেতনা পাইয়া পরে পাগলের মত ।
 ফিরেন জানকী খোঁজে তাঁরা ইতস্ততঃ ॥
 নদীতীরে আসিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
 জটায়ুর মুখে সব করিয়া শ্রবণ ॥
 বানর সহাবে রাম গেলেন লঙ্কায় ।
 বন্ধন করেন সেতু সাগরের গায় ॥
 বানর সহায়ে পরে রাবণের সহ ।
 করিলেন বহু রণ অতীব দুঃসহ ॥
 মারিলেন বহু রক্ষ রাম মহামতি ।
 লক্ষ পুত্র রাবণর সোণালক্ষ নাতি ॥
 মরিল সবাই যুদ্ধে, কুন্তকর্ণ মরে ।
 সর্বশেষে দশানন পড়িল সমরে ॥
 এইরূপে বহু কষ্টে কমললোচন ।
 উদ্ধারিয়া আনিলেন জানকী তখন ॥
 সাধ্বী কি অসতী সীতা পরীক্ষার লাগি ।
 অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশেন জানকী অভাগী ॥
 অগ্নি-পরীক্ষার কালে আসি ছতানন ।
 করিলেন রামহস্তে সীতা সমর্পণ ॥
 রাবণ আলবে হইল দীর্ঘকাল বাস ।
 এইজন্ত জানকী বদেন বনবাস ॥
 এদিকেতে ছায়াসীতা কবে নিবেদন ।
 কহ প্রভু আমি তবে কি করি এখন ॥
 অগ্নিদেব কহে দেবী শুনহ বচন ।
 পুঙ্কর তীরেতে যাও তপস্তাকারণ ॥
 তপস্তা করিলে তব বহু পুণ্য হবে ।
 স্বর্গলক্ষ্মী হ'য়ে সন্না স্বর্গধামে রবে ॥
 শুনিয়া অগ্নির কথা ছায়া তারপরে ।
 বহু বর্ষ ধরি তপ করেন পুঙ্করে ॥

স্বর্গমাঝে লক্ষ্মীরূপে রহি অতঃপর ।
 দ্রৌপদীরূপেতে জন্ম লন অনন্তর ॥
 সত্যযুগে ধরিলেন বেদবতী নাম ।
 ত্রেতাতে জানকী স্বামী রঘুপতি রাম ॥
 দ্বাপরে দ্রৌপদী রূপে ছায়া তাঁর রয় ।
 তিন যুগে জন্ম বলি ত্রিহারিণী কথ ॥
 নারদ কহেন শুন প্রভু নারায়ণ ।
 দ্রৌপদীর কথা কিছু করুন বর্ণন ॥
 কিরূপে দ্রৌপদী দেবী পঞ্চপতি সনে ।
 মিলিলেন কৃপা করি বলুন এক্ষণে ॥
 নারায়ণ কহিলেন শুনহ ধীমান্ ।
 সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
 প্রকৃত সীতারে রাম পেলেন যখন ।
 অতীব চিন্তিতা ছায়া হলেন তখন ॥
 অগ্নি অর রাম তাঁরে দেন উপদেশ ।
 শঙ্করে প্রার্থনা কর, দূর হবে ক্লেশ ॥
 এতেক শুনিয়া কন নারদ হুমতি ।
 কি কারণে দ্রৌপদীর হৈল পঞ্চপতি ॥
 নারদের বাক্য শ্রুতি দেব নারায়ণ ।
 কহিলেন পঞ্চপতি হইবে কারণ ॥
 ছায়াসীতা তপ বহু করে অতঃপর ।
 তপেতে হইয়া ভুঁক আসেন শঙ্কর ॥
 'পতি দাও' 'পতি দাও' গুহে পঞ্চানন ।
 পাঁচ বার এই বাক্য করে উচ্চারণ ॥
 শঙ্কর রসিক অতি বিদিত ভুবনে ।
 কহিলেন রমণীরে একথা শ্রবণে ॥
 পাঁচবার পতি ভিক্ষা মাগিয়াছ যবে ।
 বর দিলু দেবী তব পঞ্চপতি হবে ॥
 সেই বরে দেবী হন দ্রুপদনন্দিনী ।
 পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী ভুবনমোহিনী ॥
 কহিলাম সব কথা, শুন মতিমান্ ।
 কহিব এক্ষণে আমি প্রকৃত আখ্যান ॥
 প্রকৃত সীতারে লভি শ্রীরাম তখন ।
 বিভীষণে লঙ্কারাজ্য করেন অর্পণ ॥

অনন্তর অযোধ্যাতে ফিরিলেন রাম ।
রাজত্ব করেন হুখে সেখা গুণধাম ॥
এগারো হাজার বর্ষ রাজত্ব করিয়া ।
সবীক্ষবে গেলা রাম বৈকুণ্ঠে চলিয়া ॥
কমলার অংশরূপা দেবী বেদবতী ।
কমলার মাঝে লীনা হলেন সম্প্রতি ॥
হে নারদ, কহিলাম বেদবতী-কথা ।
পবিত্র আখ্যান অতি অপূর্ব বারতা ॥
বেদ চতুর্ভুজ তাঁর জিহ্বা-অগ্রে রয় ।
পশ্চিমের তাই তাঁরে বেদবতী কয় ॥
কুশধ্বজ-কথা-কথা করিষু বর্ণন ।
ধর্মধ্বজ-কথা কথা কহিব এখন ॥

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চদশ অধ্যায়

তুলসীবন্দ্য ও ব্রহ্মা নিকট ববলাত ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মন দিয়া ।
মাধবী নামেতে ছিল ধর্মরাজপ্রিয়া ॥
পুষ্ক শয্যা রচি দেবী গন্ধমাদনেতে ।
মুপতি সহিত দেবী রহে হুখে যেতে ॥
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ শোভা চমৎকার ।
মৃগলহ অধিরাম করে সে বিহার ॥
রমণীরঙ্গের সার মাধবী যুবতী ।
ধর্মরাজ পতি তার হরতত্ত্ব অতি ॥
জুইজনে রতিজীড়া করে অবিরত ।
এইরূপে বহু বর্ষ হৈল ক্রমে গত ॥
রাজার হইল-পরে জ্ঞানের উদয় ।
রাণীর বাসনা তৃপ্তি তবু নাহি হয় ॥
মাধবী যুবতী শেষে হয় গর্ভবতী ।
দৈবশতবর্ষ কাল গর্ভ ধরে সতী ॥
গর্ভবতী দিন দিন হয় রূপবতী ।
অতি শোভাময়ী ক্রমে হইল যুবতী ॥

কার্ত্তিকী পূর্ণিমারাতে শুক্রবারে শেষে ।
শুভক্ষেণে কন্যা এক জন্মে অবশেষে ॥
লক্ষ্মী-অংশরূপা কন্যা অতি মনোহর ।
পাদযুগে পদ্মচিহ্ন অতীব সুন্দর ॥
লক্ষ্মীর ভগ্নিমা অঙ্গে অতি সুলক্ষণা ।
রাজলক্ষ্মী-চিহ্নযুক্তা শোভনদর্শনা ॥
শরতের চন্দ্রসম স্নিগ্ধ কলেবর ।
পুরুবিহীন তার ওষ্ঠ ও অধর ॥
বিকচ কমলসম চারু নেত্র তার ।
মুখে তার মুদ্রহাসি অতি চমৎকার ॥
রক্তিমাত হস্তপদ নাতি মনোহর ।
বর্জুল নিতম্ব শোভে পরম সুন্দর ॥
শ্বেত চম্পকের বর্ণ অতি মনোরম ।
তাহার তুলনা দিতে সকলে অক্ষম ॥
জ্যোতির্ময়ী মূর্তি তার নয়নাভিরাশ ।
জনক জননী রাখে তুলসী এ নাম ॥
ভূমিষ্ঠা হইবা কন্যা না মানি বারণ ।
বদরিকাঞ্জে যায় তপস্যা-কারণ ॥
নারায়ণে পতিরূপে কামনা করিয়া ।
তপস্যা করিলা বহু বৎসর ধরিয়া ॥
ত্রিংশ বর্ষ নাহি মানে একাসনে বসি ।
নারায়ণে ধ্যান করে সেখায় তুলসী ॥
শীতকালে জলমাঝে করে অবস্থান ।
বর্ষাকালে বৃষ্টিমাঝে করে দেবী ধ্যান ॥
বিংশতি সহস্র বর্ষ ফল জল খায় ।
নারায়ণে ধ্যান দেবী করে নিরালস্য ॥
তিরিশ হাজার বর্ষ বৃক্ষপত্র খায় ।
চল্লিশ সহস্র বর্ষ থাইল সে বায় ॥
দশ দশ শত বর্ষ না করে আহার ।
কঠোর তপস্যা শেষ না হৈল তার ॥
হেরিয়া কঠোর তপ ব্রহ্মা সনাতন ।
বদরিকাঞ্জে শেষে করেন গমন ॥
ব্রহ্মারে হেরিয়া দেবী অতি ফুল্লমন ।
ভক্তিতরে প্রণিপাত করিলা তখন ॥

জগৎবিধাতা তরে কহিলা সত্বর ।
 কহ গো তুলসী, তুমি চাহ কিবা বর ॥
 তুলসী কহিলা পিতা, কি কহিব আর ।
 সর্বজ্ঞ বিধাতা তুমি সর্বগুণাধার ॥
 বুঝতী কামিনী আমি তুলসী নামেতে ।
 হিলাম গোপিকারূপে গোলোকধামেতে ॥
 কৃষ্ণের কিস্করীরূপে করিতাম সেবা ।
 গোলোকে আমার সম স্থখী ছিল কেবা ॥
 প্রিয়তমা সখী আমি ছিনু রাধিকার ।
 তাঁর অংশজাতা আমি কি কহিব আর ॥
 একদিন কৃষ্ণসহ রাসক্রীড়া করি ।
 হেরিলেন সেই দৃশ্য রাসের ঈশ্বরী ॥
 আমাকে দেখিয়া রাধা কুষ্টা অভিষয় ।
 তিরস্কার করে যেথা কৃষ্ণ মহাশয় ॥
 সপত্নী বিদ্রোহে রাধা দেখিয়া আমারে ।
 অতি কটুভাবে নিন্দা করে বারে বারে ॥
 অভিশাপ দেন রাধা অতি ক্রোধ ভরে ।
 জন্ম হইবে তব মানুষ্যের ঘরে ॥
 গোবিন্দ কহিলা যোরে মধুর বচন ।
 ভারত-মাগারে তুমি করিবে গমন ॥
 সেথায় থাকিয়া তুমি তপস্বী প্রভাবে ।
 ব্রহ্মা বরে নারায়ণে পতিরূপে পাবে ॥
 মম অংশজাত হব দেব নারায়ণ ।
 পতিরূপে পাবে তার আমার বচন ॥
 এতেক বলিয়া হরি অন্তর্হিত হয় ।
 আমিও ভারত মাঝে জন্মি সে সময় ॥
 ভগবান, কহিলাম পূর্বের আখ্যান ।
 এখন আমারে বর করহ প্রদান ॥
 কহিলাম সব কথা ভক্তিতরে অতি ।
 সেই নারায়ণে আমি প ই যেন পতি ॥
 ব্রহ্মা কন শুন দেবী আমার বচন ।
 হৃদয়া নামেতে আছে গোপ হুশোভন ॥
 কৃষ্ণ-অঙ্গ-সমুদ্ভূত অংশরূপ তাঁর ।
 দৈত্যবংশে জন্ম হয় শাপে রাধিকার ॥

শঙ্খচূড় নামে খ্যাত হয় ত্রিভুবনে ।
 তাহার নিকটে তুমি যাও বরাননে ॥
 একদা হৃদয়া হেরি গোলোকে তোমারে ।
 কামবাণে জর্জরিত হয় বারে বারে ॥
 তব সহ সহবাস ইচ্ছা ছিল তার ।
 রাধিকার ভয়ে তাহা না পারিল আর ॥
 জাতিঘর শঙ্খচূড় তপস্বী প্রভাবে ।
 মোর বরে পত্নীরূপে তোমারেই পাবে ॥
 জাতিঘর তুমি দেবী আছে সব জ্ঞান ।
 শঙ্খচূড়পত্নীরূপে কর অবদান ॥
 গিথ্যা নাহি হয় কভু আমার বচন ।
 অবশেষে পতিরূপে পাবে নারায়ণ ॥
 দৈবযোগে শাপবশে বৃক্ষ-রূপা হবে ।
 পত্রের প্রদান হ'য়ে ধরাধামে র'বে ॥
 তোমা ছাড়া নাহি হবে পূজা দেবতার ।
 বৃন্দাবনে বৃক্ষ তুমি হবে চমৎকার ॥
 বৃন্দাবনে বৃন্দাবনী বৃক্ষ হ'য়ে র'বে ।
 তব পত্র দিয়া সব পূজিবে মাধবে ॥
 বৃক্ষ-অধিষ্ঠাত্রী-রূপে বরতে আমার ।
 গোপবেশী কৃষ্ণ সহ করিবে বিহার ॥
 শুনিয়া তুলসীদেবী ব্রহ্মার বচন ।
 প্রণাম করেন তাঁরে অতি হৃষ্ট মন ॥
 কহেন তুলসীদেবী, শুন সনাতন ।
 সত্যকথা কহি আমি চাহি কৃষ্ণধন ॥
 চতুর্ভুজ 'পরে মোর বাহু তত নাই ।
 দ্বিভুজ কৃষ্ণেরে আমি চাহি সর্বদ ই ॥
 রতিস্থখে ছিনু আমি গোবিন্দের সহ ।
 রাধিকার ভয় আমি করি অহরহঃ ॥
 রাধিকার ভয় মোর কর নিবারণ ।
 তার পরে কৃষ্ণসহ হইবে মিলন ॥
 ব্রহ্মা কন, হুশোভনে শুন অভঃপর ।
 রাধিকার মন্ত্র দিব বোড়শ অক্ষর ॥
 মম বরে প্রাণতুল্যা হবে রাধিকার ।
 কৃষ্ণকাছে রাখান পাবে অধিকার ॥



তুলসী সঙ্গীতে তাৰ বৰণবৰ্তা কৰ।
শ্ৰীমতী দেৱীৰ মনে উপজিল ভৰ।

কৃষ্ণদহ তোমাদের গোপন ক্রীড়ায় ।
রাখিকাই হবে তব প্রধান সহায় ॥
এই কথা বলি ব্রহ্মা তুলসীদেবীকে ।
রাখিকার মন্ত্র স্তোত্র দেন ধীরে ধীরে ॥
পূজার বিধান আদি দিয়া উপদেশ ।
হৃষ্টমনে আশীর্ব্বাদ করেন অশেষ ॥
অনন্তর ব্রহ্মাদেব অন্তর্হিত হন ।
রাধামন্ত্র জপ দেবী করেন তখন ॥
দ্বিত্য বারো বর্ষ ধরি জপ ধ্যান শেষে ।
জপ পূজা সিদ্ধ তাঁর হৈল অবশেষে ॥
তপঃ-ক্লেশ দূর তাঁর হইল সত্ত্বর ।
তুলসী করেন লাভ আকাঙ্ক্ষিত বর ॥

প্রকৃতি খণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষোড়শ অধ্যায়

তুলসীর বিবাহ, শঙ্কচূড়ের বধেব উত্তম ।

নারায়ণ কহে শুন নারদ মুমতি ।
কৃষ্ণ অভিলাষ করে তুলসী যুবতী ॥
হৃষ্ট-চিন্তে রহে দেবী করিতে বিহার ।
কৃষ্ণদহ মিলনের অভিলাষ তার ॥
পুষ্পের রচিয়া শয্যা চন্দনলেপন ।
অশেষ বিশেষ করে যত আয়োজন ॥
প্রসাধন অতি যত্ন করেন তুলসী ।
মলঙ্কারে সাজিলেক অপূর্ব রূপসী ॥
কামার্তা দেখিয়া তবে তুলসীদেবীকে ।
বিধিমতে কামদেব আসে ধীরে ধীরে ॥
কামদেব পঞ্চবাণ করিলা ক্রোধান ।
বাণে জর্জরিতা দেবী হইলা তখন ॥
পুলকিত হৈল অঙ্গ কাঁপিল নয়ন ।
ক্ষণে ক্ষণে মুর্ছাগতা হইলা তখন ॥
হৃথাবহ তন্দ্রা মোহ ঘিরিলা তাহারে ।
অস্থির হইয়া শয্যা ছাড়ি, বারে বারে ॥

রাজ—১১

কখনো শয়ন করে কখনো ভ্রমণ ।
শয্যা ছাড়ি ইতস্ততঃ করিল গমন ॥
পুষ্প-শয্যা হৈল যেন কণ্টক-সমান ।
উদ্বেগে হইল তার অস্থির পরাণ ॥
কল জল নাহি রোচে লাগে বিষময় ।
সূক্ষ্মবস্ত্র অগ্নিসম লাগে সে সময় ॥
ললাটে সিন্দূরবিন্দু জগতুল্য লাগে ।
কছু দেবী নিদ্রা যায়, কখনো বা জাগে ॥
তন্দ্রাবশে দেখিলেন তুলসী যুবতী ।
পুরুষ আকৃতি এক হৃদদর্শন অতি ॥
চন্দন-চর্চিত দেহ কাস্তি মনোহর ।
রসিকের অগ্রগণ্য পুরুষপ্রবর ॥
নিকটে দাঁড়ায়ে তার হেরিছে বদন ।
রতিকথা বলি মুখ করিছে চুসন ॥
শয়ন করিয়া পার্শ্বে রসিকপ্রবর ।
বুকে ধরি আলিঙ্গন করে নিরন্তর ॥
একবার চলি যায় আসিল আবার ।
তুলসী তাহারে যেন কহে বার বার ॥
হে প্রাণেশ, কোথা যাও, ক্ষণকাল রহ ।
কেমনে সহিব আমি তোমার বিরহ ॥
হেনকালে তুলসীর নিদ্রা টুটে যায় ।
ব্যাকুল হইয়া দেবী করে হায় হায় ॥
এদিকেতে শঙ্কচূড় কৃষ্ণমন্ত্র পায় ।
ব্রহ্মাবরে বদরিকা আশ্রমেতে যায় ॥
পুঙ্করে তপত্তা করি সিদ্ধিলাভ করে ।
মনোরমা নারীহেতু অন্বেষণ করে ॥
প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাে দিয়াছেন বর ।
মনোমত্ত পত্নীলাভে, প্রফুল্ল অন্তর ॥
মঙ্গল কবচ আছে গলেতে তাহার ।
তুলসীরে দেখিল সে, লাগে চমৎকার ॥
তাহারে হেরিলা সেখা তুলসী যুবতী ।
কামদেবতুল্য তিনি রূপবান্ অতি ॥
বিভূষিত দেহ তার রক্তের ভূষণে ।
পূর্ণচন্দ্রসম প্রভা ভাতিছে বদনে ॥

নেত্রদ্বয় বিকসিত কমলের সম ।
 রথোপরি শোভে রাজা অতি মনোরম ॥
 সতৃষ্ণ নয়নে তারে করে নিরীক্ষণ ।
 ঘন ঘন পুলকিত হযেন তখন ॥
 মনোহর কলেবর চর্চিত চন্দনে ।
 কামাতুরা হয় দেবী তাহার দর্শনে ॥
 লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ।
 শঙ্খচূড় পানে করে কটাক্ষ ক্ষেপণ ॥
 হেরিয়া কষ্টারে সেখা পুষ্পের শয্যায ।
 কুতূহলে শঙ্খচূড় কহিল তাহায ॥
 কে তুমি কাহার কষ্টা কহ মোরে আজ ।
 কি কারণে আসিয়াছ অরণ্যের মাঝ ॥
 জানিতে বাসনা মোর কহ গো মানিনি ।
 কোথায় বসতি তব কাহার নন্দিনী ॥
 রমণীগণের সার তুমি এ সংসারে ।
 রূপবতী কেবা তুমি, কহ গো আমারে ॥
 কহ কহ মৌনভাবে রহ কি কারণ ।
 কৃপা করি কিঙ্করেরে কর সম্ভাষণ ॥
 কি কাজ করিব বল আমি ত কিঙ্কর ।
 তব দাস হৈতে মোর আকুল অন্তর ॥
 শঙ্খচূড়-মুখে বাক্য করিষা শ্রবণ ।
 সকামা হইবা দেবী কহিল তখন ॥
 ধর্মধ্বজকষ্টা আমি আছি তপস্তায় ।
 তপোবনে আছি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
 তুমি কেবা, জানি না ত তব পরিচয় ।
 কেন আজি আসিবাছ হেথা মহাশয় ॥
 শাস্ত্রের বচন তুমি জানহ নিশ্চয় ।
 পরনারী কাছে থাকা উচিত না হয় ॥
 হেরিয়া কুলের নারী একান্ত নিঃস্বপ্নে ।
 সজ্জনেরা স্থান ত্যাগ করে সেইক্ষণে ॥
 ক্রান্তির বচন ইহা কহি অকপটে ।
 ক্রান্তি অর্থ নাহি মানে দুর্বৃত্ত লম্পটে ॥
 যেই জন কুলনারী করে অভিলাষ ।
 মহাপাপে হয় তার ঘোর সর্বনাশ ॥

কায়ুক পুরুষ হয় অতি দুর্ভাগার ।
 পরনারী গ্রহণেতে নাহি বাধে তার ॥
 প্রথমে মধুর নারী, শেষে বিষময় ।
 মুখে মধু কিন্তু বিষে পূরিত হৃদয় ॥
 মুখেতে মধুর বাক্য কহে নিরন্তর ।
 ক্ষুরের সমান তার শাণিত অন্তর ॥
 স্বকার্য-সাধন-তরে স্বামি-বশ হয় ।
 কার্যসিদ্ধি নাহি হ'লে কভু বশ নয় ॥
 বদন প্রফুল্ল তার, মলিন অন্তর ।
 অন্তর কুরূপ অতি, বাহিরে সুন্দর ॥
 স্বামীর ইচ্ছায় চলে স্বকার্য-সাধনে ।
 নতুবা অব্যর্থ সে যে হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥
 বিষমা প্রকৃতি নারী কেন তারে ভজ ।
 অকারণে কেন বল তার প্রতি মজ ॥
 বিজ্ঞজন রমণীরে বিশ্বাস না করে ।
 দুর্ভবুদ্ভি তাহাদের অন্তরে অন্তরে ॥
 কায়ুকী হইবা থাকে নারী নিরন্তর ।
 কামে কলুষিত থাকে তাদের অন্তর ॥
 অন্তরের কামভাব যথাসাধ্য ঢাকে ।
 বাহিরে রমণীকুল লজ্জাশীলা থাকে ॥
 গোপনে পাইলে কভু আপন ভর্তারে ।
 সমুত্তা হয় তারে গ্রাস করিবারে ॥
 কোথায় সরম তার মিষ্ট ব্যবহার ।
 এমন সৃণিতা নারী ছলনা-আধার ॥
 অন্ধুরস্বরূপা তারা কোপ কলহের ।
 বিজ্ঞজন বিশ্বাস না করে নারীদের ॥
 মৈথুনের পরিমাণ যদি অল্প হয় ।
 কভু সেই নারী তবে ভুঁই নাহি রয় ॥
 মিষ্ট অন্ন ফল জল ত্যজিবারে পারে ।
 রূপবান্ যুবা সজ্জ ছাড়িবারে পারে ॥
 যেই জন রতিমুখ তারে দিতে পারে ।
 প্রাণাপেক্ষা সেই নারী ভালবাসে তারে ॥
 পতিপুত্র তার কাছে কিছু নাহি হয় ।
 কায়ুক পুরুষ তার হয় সর্বময় ॥

মৈথুনে অক্ষম যদি হয় কোন জন ।
তার প্রতি ভুট্ট নহে নারী কদাচন ॥
অথবা কখনো যদি বৃদ্ধ হয় পতি ।
শত্রুজ্ঞান করিবেক নারী তার প্রতি ॥
কলহে প্রবৃত্ত সদা তার সনে থাকে ।
ক্রমে শুষ্ক হয় স্বামী করম-বিপাকে ॥
কুকলাস-সম তারা স্বামিরক্ত শোমে ।
সংসারে অশাস্তি আসে রমণীর দোষে ॥
দোষের আকর তারা কপটরূপিণী ।
বিশ্বাস-অযোগ্য দেখি সমস্ত কামিনী ॥
কামিনীর রূপে করে মোহ উৎপাদন ।
ভ্যজিতে না পারে তাই যত দেবগণ ॥
তপের অর্গলরূপা মাযার আধার ।
মুক্তির কপাটরূপা কি কহিব আর ॥
ইন্দ্রজালস্বরূপিণী সকল কামিনী ।
বিজ্ঞের নিকটে মিথ্যা রতিস্বরূপিণী ॥
বাহিরে হৃদয় বটে কুৎসিত অন্তরে ।
বিতাম্বিত্র দুষ্করন্ত দেহের ভিতরে ॥
রমণী স্বজিলা বিধি মায়াময়ী ভাবে ।
মায়ায় বিশ্বস্ত সবে নারীর প্রভাবে ॥
বিচক্ষণ ব্যক্তি তাই সাবধান রয় ।
কদাপি নারীতে নাহি উপগত হয় ॥
এতেক বলিয়া তবে তুলসী হৃদয়ী ।
মাথা নত করি রহে মৌনভাব ধরি ॥
ক্ষণেক তুলসীদেবী মৌনমুখে রয় ।
অনন্তর শঙ্খচূড় যুদ্ধহাথে কয় ॥
বলিলে যে সব কথা ভেবে দেখি ঠিক ।
কিয়দংশ সত্য তার কিছু বা অলীক ॥
নারীর বিষয় আমি করিব বর্ণন ।
মন দিয়া তুমি দেবি, করহ শ্রবণ ॥
দুই প্রকারের নারী সৃষ্টি বিধাতার ।
বাস্তবী ও কৃত্য্য তারা কহিলাম সার ॥
বাস্তবী প্রশংসনীয় জগতের মাঝে ।
নিন্দনীয় কৃত্য্য সদা সংসার-সমাজে ॥

লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ ।
নহেন ইহার কেহ ত্রাসার সৃজন ॥
ইহাদের অংশরূপা যত নারীগণ ।
বাস্তবী বলিয়া তারা উক্ত সর্বক্ষণ ॥
প্রশংসার যোগ্য তারা মঙ্গল-কারণ ।
বশস্বিনী কল্যাণীয়া সেই নারীগণ ॥
শতরূপা দেবহুতি স্বধা ছায়াবতী ।
দক্ষিণা রোহিণী শচী বরুণানী সতী ॥
কুবেরের পত্নী আর বায়ুর কামিনী ।
দিতি ও অদিতি স্বধা ভুবনমোহিনী ॥
লোপামুদ্রা অনসূয়া কৈটভী তুলসী ।
অহল্যা মেনকা তারা মনসা রূপসী ॥
মন্দোদরী গঙ্গা পুষ্টি ভূষ্টি বেদবতী ।
শ্মৃতি মেধা বহুব্রহ্মা স্বস্তি অরুন্ধতী ॥
কালিকা মঙ্গলচণ্ডী বর্ষা কীর্ত্তি ক্রিয়া ।
তন্দ্রা ক্ষুধা শোভা প্রভা বৃত্তি কীর্ত্তিপ্রিয়া ॥
সন্ধ্যা রাত্রি দিবা আদি কামিনী সকলে ।
বাস্তবী বলিয়া খ্যাত এই ধরাতেলে ॥
প্রকৃতির অংশে এঁরা জনম লভয় ।
নারী মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইহাদের কয় ॥
দেহে-মনে ইহাদের কোন পাপ নাই ।
এই হেতু পূজনীয়া এঁরা সর্ব ঠাই ॥
নারীরূপে ইহারাই সাক্ষাৎ প্রকৃতি ।
সদাই বিশুদ্ধ চিত্ত পুণ্যে থাকে মতি ॥
উত্তমা এঁদের নাম শুন গো উত্তম ।
ইহার বাস্তবী নারী স্বর্গলোকে ভ্রমে ॥
উত্তম রমণীরূপে জন্ম সবে লভ ।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥
স্বর্গবেশ্য আর যত পুংসলী রমণী ।
তাহাদের সকলেরে কৃত্য্যরূপে গণি ॥
নিন্দনীয় সদা তারা শাস্ত্রের বচন ।
রজোকপা তথোরূপা এই নারীগণ ॥
যে সব নারীর মাঝে সত্ত্বগুণ রাজে ।
শুদ্ধ ও উত্তম তারা মানব-সমাজে ॥

স্থানের অভাবে কিংবা সময় অভাবে ।
 দেহক্লেশ রোগ কিংবা সাধুর প্রভাবে ॥
 রিপূর ভয়েতে কিংবা রাজভয়ে অতি ।
 রজোরূপা কৃত্য নারী হ'য়ে থাকে সতী ॥
 মধ্যমরূপেতে এরা উক্ত সর্বক্ষণ ।
 শুন শুন দেবি ইহা শাস্ত্রের বচন ॥
 তমোরূপা যেই নারী অধম সেজন ।
 নিকৃষ্টা তাহার অতি অবিশুদ্ধ মন ॥
 নির্জনে অথবা কোন জনাকীর্ণ স্থানে ।
 পরের রমণী যদি থাকে কোন থানে ॥
 বাক্যালাপ তার সহ উচিত না হয় ।
 এইমাত্র জানি আমি, সন্দেহ না রয় ॥
 অপর বৃত্তান্ত বলি তোমার গোচরে ।
 হেথায় আসিনু ব্রহ্মা-আজ্ঞা-অনুসারে ॥
 হে দেবি, আমার প্রতি কৃপা করি চাহ ।
 তোমাতে করিব আমি গন্ধর্ব্ব-বিবাহ ॥
 পত্নীরূপে তোমা আমি করিব গ্রহণ ।
 আমার হৃদয়ে মাত্র এই আকিঞ্চন ॥
 অতঃপর শুন দেবী মোর পরিচয় ।
 প্রকাশ করিতে কিছু নাহিক সংশয় ॥
 দনুবংশে জন্ম মম, শঙ্খচূড় নাম ।
 দেবভাগ্যের আমি শত্রু অবিরাম ॥
 পূর্ব্ব জন্মে বাস ছিল গোলোকধামেতে ।
 পারিষদ ছিনু আমি হৃদ্যামা নামেতে ॥
 রাধিকার শাপে আমি দানবেন্দ্র আজ ।
 জাতিস্মররূপে আছি পৃথিবীর মাঝ ॥
 হৃদিমধ্যে কৃষ্ণমন্ত্র নিরন্তর স্মরি ।
 আমাপ্রতি কৃপা কর উত্তমা হৃন্দরি ॥
 তুমি জাতিস্মরা জানি তুলসী নামেতে ।
 ভারতে জন্মিলে আসি রাধিকা-শাপেতে ॥
 হরির সহিত তব হইল মিলন ।
 রাধা অভিলাষ দিলা তাহারি কারণ ॥
 গোলোকে তোমার সহ সন্তোগের ভরে ।
 ব্যাকুলিত ছিনু আমি বহুদিন ধরে ॥

রাধিকার ভয়ে তাহা সফল না হয় ।
 সন্তোগ করিতে নাহি পারি সে সময় ॥
 তোমাতে বরিতে এবে হয়েছে বাসনা ।
 রাধা হৈতে নাহি ভয় শুন গো মলনা ॥
 এত বলি শঙ্খচূড় মৌনী হ'য়ে রয় ।
 তুলসী কহিল তারে প্রফুল্ল হৃদয় ॥
 স্থপাণ্ডিত তুমি অতি, অতি বিজ্ঞজন ।
 তব সম বিজ্ঞ সদা প্রশংসাজন ॥
 এইরূপ কান্ত নারী করে অভিলাষ ।
 পরাজিতা আমি আজি মিটিয়াছে আশ ॥
 তোমার সমান পতি কভু যদি মিলে ।
 প্রণয়সাগরে ঝাঁপ দেই কুতূহলে ॥
 যে পুরুষ পত্নীদ্বারা হয় পরাজিত ।
 অপবিত্র সেই জন অতীব নিন্দিত ॥
 পত্নী-পরাজিত জনে সবে নিন্দা করে ।
 পিতৃদেবগণ দেখে হুগিত অন্তরে ॥
 পিতা ভ্রাতা নিন্দা করে তারে অবিরল ।
 নিন্দা করে আত্মীয় ও বান্ধব সকল ॥
 জাতক বা মৃত্যুশোকে সমস্ত ব্রাহ্মণ ।
 দশ দিনে শুদ্ধ হয় শাস্ত্রের বচন ॥
 দ্বাদশ দিবসে শুদ্ধ ক্ষত্রিয় সকল ।
 পঞ্চদশে বৈশ্য শুদ্ধ জানি অবিরল ॥
 শূদ্রগণ অবিশুদ্ধ একমাস রয় ।
 পত্নী-পরাজিত চির অবিশুদ্ধ হয় ॥
 চিত্তার অনলে যবে ভস্মীভূত হয় ।
 পত্নী-পরাজিত হয় শুদ্ধ সে সময় ॥
 তাহার প্রদত্ত পিণ্ড তাহার তর্পণ ।
 পিতৃকুল কোন দিন করে না গ্রহণ ॥
 তাহার প্রদত্ত পূজা দেবতা না লয় ।
 অবজ্ঞার ভরে সবে দেখে অতিশয় ॥
 রমণী করিবে যার চিত্তের হরণ ।
 জপ হোম যশে তার কিবা প্রয়োজন ॥
 পরীক্ষা করিয়া কান্ত করিবে গ্রহণ ।
 কুলকামিনীর প্রতি শাস্ত্রের বচন ॥

গুণহীন বুদ্ধ মূৰ্খ কুৎসিত যে হয় ।
 দুশ্মুখ দরিদ্র যারা সকল সময় ॥
 ক্রোধী যোগী পঙ্গু কিংবা অঙ্গহীন জন ।
 অন্ধ খঞ্জ মুক র্ত্তীৰ জড় ও দুৰ্দ্ধীন ॥
 এই সবের কথা দান করে যেই জন ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপে সেই হয় নিমগন ॥
 শাস্ত গুণী বিষ্মত পণ্ডিত যুবায় ।
 কঠারে করিলে দান মহাপুণ্য তায ॥
 বৈষ্ণব যুবকে কথা দেয় যেই জন ।
 অশ্বমেধ-পুণ্য সেই করে উপার্জন ॥
 ধনলোভে যেই করে কঠারে বিক্রম ।
 কুস্তীপাক নরকেতে যাইবে নিশ্চয় ॥
 চতুর্দশ দেবেশ্বরের হইলে পতন ।
 ব্যাধের যোনিতে জন্ম লভে সেই জন ॥
 এত বলি মৌনী হন তুলসী তখন ।
 অকস্মাৎ ব্রহ্মা আসি দিলেন দর্শন ॥
 সহসা দর্শন করি ব্রহ্মারে সেথায় ।
 তুলসী ও শঙ্খচূড় প্রণমিল পায় ॥
 সেথায় বসিয়া ব্রহ্মা করি সম্ভাষণ ।
 হিতকর হৃদ-বাক্য কহিলা তখন ॥
 শুন শুন শঙ্খচূড়, শোরে আজ কহ ।
 কিবা আলাপন কর রমণীর সহ ॥
 আমার বচন শুন যদি ইষ্ট চাহ ।
 রমণীরে কর তুমি গন্ধর্ব্ব-বিবাহ ॥
 রত্নের স্বরূপ তুমি পুরুষগণের ।
 তুলসীও রত্নরূপা রমণীকুলের ॥
 তোমাদের এ মিলন হবে সুখকর ।
 সুদূরলভ স্বথ দোহে পাবে নিরন্তর ॥
 শুন গো তুলসীদেবি, শুন শুন সতি ।
 গুণবতী নারী তুমি রূপসী যুবতী ॥
 শঙ্খচূড় মহাবীর মহাগুণবান্ ।
 দেবতা অহর নহে তাঁহার সমান ॥
 দেবদৈত্য পরাজিত হয় এর ঠাই ।
 ইহার সমান কেহ ত্রিজগতে নাই ॥

পরীক্ষা ইহারে তবে কর কি কারণ ।
 অতি শীঘ্র কর এঁরে পতিত্ব বরণ ॥
 শঙ্খচূড় লোকান্তরে করিলে গমন ।
 তুমিও গোলোকে সতী যাইবে তখন ॥
 সেখানে পাইবে তুমি কৃষ্ণজনার্দন ।
 দেখিবে বৈকুণ্ঠে গিষা দেব নারায়ণ ॥
 কৃষ্ণের দেহের অংশ সেই নারায়ণ ।
 চতুর্ভুজরূপে আছে জানে সর্বজন ॥
 বৈকুণ্ঠে করিবে তুমি চতুর্ভুজ লাভ ।
 সেথায় রবে না তব কিছু অভাব ॥
 এত বলি চতুশ্মুখ অন্তহিত হয় ।
 তাদের অন্তরে তবে হয় স্তম্ভোদয় ॥
 শঙ্খচূড় বিধি আত্মা করিয়া গ্রহণ ।
 করিলেন তুলসীরে পত্নীত্ব বরণ ॥
 স্বর্গেতে দুন্দুভিধ্বনি হ'ল সে সময় ।
 উভয়ের মস্তকেতে পুষ্পবৃষ্টি হয় ॥
 অতঃপর শঙ্খচূড় তুলসীর মনে ।
 স্মরণে হইল মত্ত আনন্দিত মনে ॥
 রতিক্রীড়া করে তারা নির্জন প্রদেশে ।
 তুলসী মুচ্ছিতপ্রায় স্তম্ভের আবেশে ॥
 চৌষষ্ঠি প্রকারে তারা ভোগ করে রতি ।
 সন্তোষ-সাগরে মগ্না তুলসী যুবতী ॥
 অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া করিল শৃঙ্গার ।
 পুষ্পের শয্যায় ক্রীড়া করে চমৎকার ॥
 কভু বা উভয়ে স্তম্ভে নদীতীরে যায় ।
 দুইজনে ভুঞ্জে রতি পুষ্পবাটিকায় ॥
 স্মরণনিপুণা অতি তুলসী যুবতী ।
 কামাতুর শঙ্খচূড় না জানে বিরতি ॥
 নিবত চলিল ক্রীড়া চলিল শৃঙ্গার ।
 চেতনা হারায়ে দেবী রহে বার বার ॥
 শঙ্খচূড় তুলসীরে করে আলিঙ্গন ।
 ভাবের আবেশে করে কেশ আকর্ষণ ॥
 স্তনের উপরে তার নঞ্চকৃত করে ।
 কামাবেশে মিলাইল অধরে অধরে ॥

তুলসী সে বারংবার করিল চুম্বন ।
 উন্মত্ত হইয়া গগণ করিল দংশন ॥
 এইবার সুরভের হ'ল অবসান ।
 শয্যা ছাড়ি অবশেষে করিল উত্থান ॥
 সাজসজ্জা করে দেবী প্রফুল্ল-অন্তরে ।
 প্রিয়তমে সাজাইল বহুক্ষণ ধরে ॥
 ললাটে আঁকিয়া দিল তুলসী চন্দন ।
 সর্ব্ব অঙ্গে পরাইল রত্নের ভূষণ ॥
 তাবুল শোভিত মুখে যুহু যুহু হাসি ।
 তুলসী কহিল, প্রভু আমি তব দাসী ॥
 তুলসী যখন তারে করিল প্রণাম ।
 পতির মুখের পানে চাহে অবিরাম ॥
 শঙ্খচূড় তুলসীকে করে আলিঙ্গন ।
 বারংবার অধরেতে করিল-চুম্বন ॥
 তুলসীকে সাজাইল বিবিধ সজ্জায় ।
 কেয়ূর কুণ্ডল শঙ্খ দান করে তায় ॥
 কবরী নির্মাণ তার করে চমৎকার ।
 শঙ্খচূড় কহে, দাস হইলু তোমার ॥
 পতিরূপে শঙ্খচূড়ে পাইয়া তখন ।
 হইলা তুলসীদেবী আনন্দে মগন ॥
 অতঃপর তুলসীকে করিয়া ধারণ ।
 শঙ্খচূড় ত্যাগ করে নির্জ্জন কানন ॥
 দেবের আলয়ে আর মলয় পাহাড়ে ।
 শৈলে বনে রম্যস্থানে নির্ব্বরের ধারে ॥
 পুষ্পোদ্ভানে সিদ্ধুতীরে মনোহর বনে ।
 নদীর পুলিনে কিংবা নন্দন কাননে ॥
 গন্ধমাদনেতে আর দেবের উদ্ভানে ।
 পুষ্পভদ্রা নদীতীরে জনহীন স্থানে ॥
 চম্পক কেতকী আর মাধবী কাননে ।
 মালতী কুমুদ কুন্দ কমলের বনে ॥
 কাঞ্চন প্রদেশে আর কাঞ্চন পাহাড়ে ।
 অতি রম্য প্রদেশেতে কাঞ্চীন ধারে ॥
 কামাতুর শঙ্খচূড় না জানে বিরতি ।
 তুলসী সহিত স্নেহে ভোগ করে বতি ॥

নানাভাবে নানাদেশে করিল শৃঙ্গার ।
 কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয় দৌহাকার ॥
 অনন্তর নিজ রাজ্যে করি আগমন ।
 নির্মাণ করিল রাজ্য কেলি নিকেতন ॥
 ভাৰ্য্যাসহ মনস্বন্ধে করে সে সজ্জাগ ।
 মনস্তর কাল ধরি করে রাজ্য ভোগ ॥
 এইরূপে বহু কাল রাজ্য শঙ্খচূড় ।
 শাসন করিল দেব গন্ধর্ব্ব অহর ॥
 দেবগণ হারাইল নিজ অধিকার ।
 ভিক্ষুরের মত দশা হইল সবার ॥
 তাঁহাদের পূজা হোম অস্ত্র ও ভূষণ ।
 বল করি শঙ্খচূড় করিল হরণ ॥
 অধিকার হারাইয়া যত দেবগণ ।
 ব্রহ্মার নিকটে গিয়া করিল রোদন ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মা সব ব্রহ্মা অতঃপর ।
 শিবের নিকটে যান অতীব সত্বর ॥
 ব্রহ্মা-মুখে সব কথা করিয়া শ্রবণ ।
 সকলে মিলিয়া করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 শ্রীহরি ছিলেন বসি রত্ন-সিংহাসনে ।
 মনোহর শ্যামরূপ চর্চিত চন্দনে ॥
 প্রাশস্ত মুরতি তাঁর ভুবন-মোহন ।
 বেরিয়া তাহাবে রহে পারিষদগণ ॥
 কেহ বা বীজ্ঞন করে, কেহ করে স্তব ।
 যুহু যুহু হাস্য করে শ্রীহরি কেশব ॥
 পরিপূর্ণতম কৃষ্ণে করি দরশন ।
 ভক্তিমত্তে প্রণমিল সর্ব্ব দেবগণ ॥
 হরির নিকটে পরে করিয়া গমন ।
 ব্রহ্মাদেব সব কথা করে নিবেদন ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মার কথা সনাতন হরি ।
 কহিলেন দেবগণে যুহু হাস্য করি ॥
 শুন শুন পদ্মাসন শুন দেবগণ ।
 শঙ্খচূড়-পরিচয় কহিব এখন ॥
 শঙ্খচূড় ভক্ত মম গোলোকধামেতে ।
 মহাতেজা গোপ ছিল হৃদাশা নামেতে ॥

একদিন দৈববশে হৃদামার প্রতি ।
 রাধিকা দিলেন শাপ ক্রোধভরে অতি ॥
 শুন শুন পুরাতন সেই ইতিহাস ।
 অবগ করিলে হৃদ সর্বপাপ নাশ ॥
 যেই কৃষ্ণ সেই আমি জানিবে সকলে ।
 মোরা দুই কছু নহি ভিন্ন কোনকালে ॥
 গোলোক নগরে আমি দুই ভুজ ধরি ।
 চতুর্ভূজরূপে আমি বৈকুণ্ঠে বিহরি ॥
 একদিন শ্রীরাধারে পরিহরি ছলে ।
 একাকী গেলাম আমি শ্রীরাসমণ্ডলে ॥
 ছিল সেথা একাকিনী বিরজা হৃন্দরী ।
 কামেতে হাতিয়া তারে আলিঙ্গন করি ॥
 সখীমুখে সেই বার্তা করিয়া অবগ ।
 ক্রোধভরে রাধা সেথা করে আগমন ॥
 রাধিকার ভয়ে তবে বিরজা হৃন্দরী ।
 আপনারে লুকাইল নদীরূপ ধরি ॥
 রাধার ভষেতে আমি পলাইয়া যাই ।
 পারিষদ দল সহ আপনার ঠাই ॥
 না হেরিয়া বিরজারে না হেরি আমারে ।
 কিরিয়া আসিলা রাধা আপন আগারে ॥
 হেরিল আমারে হেথা হৃদামার সনে ।
 রবেছি এখানে আমি পুলকিত মনে ॥
 তথাপি ভৎসনা দেবী করিল বিস্তর ।
 মৌনভাবে রহি আমি না করি উত্তর ॥
 হৃদামার হৈল কিন্তু অতিশয় ক্রোধ ।
 রাধিকারে কটু কহে না মানে প্রবোধ ॥
 হৃদামার বাক্যে রাধা জলিয়া উঠিল ।
 সখীগণে সম্বোধিয়া তখনি কহিল ॥
 শুন শুন সখীগণ আমার বচন ।
 হৃদামারে দূর করি দাও এইক্ষণ ॥
 রাধার আদেশ পেয়ে সব সখীগণ ।
 বৈকুণ্ঠ হইতে তারে করে বিভাড়ন ॥
 তাতেও না পান্স হ'ল রাধা সতী হায় ।
 কুপিত অন্তরে শাপ দিল হৃদামায় ॥

দানব কুলেতে জন্ম লহ ছুরাচার ।
 কদাপি অন্তথা নহে বচন আমার ॥
 শুনিয়া রাধার বাক্য হৃদামা তখন ।
 শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ ভয়ে শোকাবুল মন ॥
 দু নয়ন হ'তে অশ্রু বহিতে লাগিল ।
 দেখিয়া রাধার মনে দয়া উপজিল ॥
 ক্রোধবশে শাপ দিয়া অনুতাপ হয় ।
 প্রবোধ দানিয়া তবে হৃদামারে কয় ॥
 শুন হে হৃদামা তুমি বচন আমার ।
 শাপযুক্ত হ'য়ে হেথা আসিবে আবার ॥
 ক্ষণ-অর্দ্ধমাঝে শাপ হইবে মোচন ।
 আবার গোলোকে তব হবে আগমন ॥
 গোলোকেব ক্ষণ অর্দ্ধ এক মহাস্তর ।
 শাপ অন্তে গোলোকেতে আসিবে স্তর ॥
 রাধা শাপে দৈত্যবংশে জন্ম হৃদামার ।
 শঙ্খচূড় নাম এবে হইল তাহার ॥
 শঙ্খচূড় দানবের কহি উপাখ্যান ।
 দেবগণে কহিলেন হরি ভগবান্ ॥
 দিলাম আমার শূল ল'য়ে যাও সবে ।
 এই শূল মহাদেব হানিবে দানবে ॥
 আমার কবচ দৈত্য করেছে ধারণ ।
 সংসারবিজয়ী হৃদ তাহারি কারণ ॥
 তাহার নিকটে যাব ব্রাহ্মণের বেশে ।
 কবচ প্রার্থনা করি লব অবশেষে ॥
 ব্রহ্মা তুমি শঙ্খচূড়ে দিয়াছিলে বর ।
 পত্নী যদি সতী রহে হবে সে অমর ॥
 ধর্ম নষ্ট হয় যদি পত্নীর তাহার ।
 অমনি করিবে তারে যুভু অধিকাষ ॥
 আমি তার পত্নীসহ করিব বিহার ।
 দানব বিনষ্ট হবে, যুভু হবে তার ॥
 মনোহুখে পত্নী তার ত্যজিবে জীবন ।
 মম প্রাণ-প্রিয়তমা হইবে তখন ॥
 জগন্নাথ এইরূপ কহিয়া বচন ।
 মহাদেব-করে শূল করিলা অর্পণ ॥

হরিরে প্রণাম করি যত দেবগণ ।
 হৃৎমনে তারা সব করিলা গমন ॥
 হরিতত্ত্ব শঙ্খচূড় দৈত্যের কাহিনী ।
 শুনিতে পাঠক তার যাইবে তখনি ॥
 ভ্রমরবৈবর্তের কথা অমৃত মধুর ।
 যেই জন পড়ে তার পাপ হয় দূর ॥

প্রকৃতিধণ্ডে যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তদশ অধ্যায়

মহাদেব কর্তৃক শঙ্খচূড়ের নিকট বৃদ্ধার্থে
 দূত-প্রেরণ ।

নারায়ণ কহে শুন নারদ এখন ।
 শঙ্খচূড়-বধ কথা করিব বর্ণন ॥
 দানব-সংহারে শিবে বর করি দান ।
 ভ্রমরবৈবর্তে স্থানেতে করিলা প্রস্থান ॥
 দেবের নিস্তার তরে শিব অতঃপর ।
 চন্দ্রভাগা নদীতীরে আসিলা সত্বর ॥
 পুষ্পদন্ত নামে ছিল গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ।
 শঙ্খচূড় সমীপেতে পাঠান সত্বর ॥
 দূতবেশে পুষ্পদন্ত শিবের আজ্ঞায় ।
 শঙ্খচূড় নিকটেতে চলিল দ্বারায় ॥
 শঙ্খচূড়-রাজ্য ছিল অতি মনোহর ।
 কুবের-ভবন হ'তে অধিক হৃদয় ॥
 সুবিস্তীর্ণ সুবিশাল দৈত্যের ভবন ।
 শোভিছে আশ্রম বহু অতি হৃদয় ॥
 কোটি কোটি মণিরত্ন নিত্য শোভা পায় ।
 বিচিত্র বীথিকারাজি শোভিছে সেথায় ॥
 দূর হ'তে দেখে তাহা গন্ধর্ব্বের পতি ।
 প্রাচীরবেষ্টিত পুরী মনোহর অতি ॥
 চতুর্দিকে পরাক্রান্ত দানব সকল ।
 দৈত্যপুরী রক্ষা তারা করে অবিরল ॥
 অবশেষে পুষ্পদন্ত সভামাঝে যায় ।
 দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়ে হেরিলা তথায় ॥

শঙ্খচূড় উপবিষ্ট রত্ন-সিংহাসনে ।
 তাহাকে বেরিয়া আছে পারিষদগণে ॥
 মস্তকেতে স্বর্ণছত্র করেছে ধারণ ।
 রত্নবিভূষিত রাজা অতি হৃদয় ॥
 পরিধানে সূক্ষ্মবস্ত্র মালা শোভে গলে ।
 চতুর্দিকে ঘিরে আছে দানব সকলে ॥
 হেরিয়া রাজার সভা জাগিল বিস্ময় ।
 পুষ্পদন্ত ধীরে ধীরে শঙ্খচূড়ে কয় ॥
 শুন শুন দানবেশে, মম পরিচয় ।
 শিবদূত হই আমি, জানিবে নিশ্চয় ॥
 পুষ্পদন্ত নাম মোর, জানে সর্বজন ।
 শিবের আদেশে হেথা এসেছি এখন ॥
 দেবতা সকলে লয় হরির শরণ ।
 তাঁহাদের রাজ্য পুনঃ কর সমর্পণ ॥
 শিবেরে করিলা হরি ত্রিশূল প্রদান ।
 চন্দ্রভাগা তীরে শিব করে অবস্থান ॥
 দেবগণে রাজ্য পুনঃ করহ প্রদান ।
 নতুবা শিবের সহ হইবে সংগ্রাম ॥
 কিরিয়া যাইব আমি শিবের নিকটে ।
 কি কহিব তাঁরে আমি কহ অরুপটে ॥
 শুনিয়া দূতের বাক্য হাসে শঙ্খচূড় ।
 পুষ্পদন্তে কহে রাজা বচন মধুর ॥
 স্বস্থানে প্রস্থান তুমি করহ এক্ষণ ।
 কল্য প্রাতে শিব সাথে হইবেক রণ ॥
 এত শুনি পুষ্পদন্ত শিব কাছে যায় ।
 শঙ্খচূড় সমাচার শিবেরে জানায় ॥
 শিবের আস্থানে তবে নন্দী মহাকাল ।
 কার্তিকেয় বীরভদ্র বিকৃত ভয়াল ॥
 মণিভদ্র কপিলানন্দ ভ্রূগম বাকুল ।
 কালকট বলীভদ্র জয়ন্ত মঙ্গল ॥
 কালজিহ্ব কুটীচর বাণ বিকম্পন ।
 বলোত্তম রণপ্রসাদী ভীষণ দর্শন ॥
 দীর্ঘদন্ত ঊগ্রদন্ত কোট্রী অরণ ।
 অষ্টদন্ত ইন্দ্র আদি দ্বাদশ বরুণ ॥



জন্ম দিহু তুই এত অশ্রুত ।
এনি কবি তাই জীবন সত্য ।



একাদশ রুদ্ধ আর কুবের কোট্টরী ।
 শিবের সমীপে সব আসে ছুরা করি ॥
 আসিল কুবের যম অখিনীকুমার ।
 ভদ্রকালী দেবী আসে শতহস্ত তাঁর ॥
 আসিল কুশাণ্ড যক্ষ রাক্ষস ভয়াল ।
 ভূত প্রেত আসে যত আসিল বেতাল ॥
 ডাকিনী যোগিনী আসে পিশাচ কিন্নর ।
 মহেশ্বরে প্রাণিপাত করে অনন্তর ॥
 এদিকেতে পুষ্পদন্ত করিল গমন ।
 শঙ্খচূড় অন্তঃপুরে প্রবেশি তখন ॥
 তুলসী-সমীপে তার রণবার্তা কয় ।
 শুনিয়া দেবীর মনে উপজিল ভয় ॥
 কাতর অন্তরে কেহে, শুন প্রিয়তম ।
 ক্ষণকাল অবস্থান কর বক্ষে মম ॥
 তুমি মোর প্রাণনাথ জীবন-দেবতা ।
 আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে বল কোথা ॥
 ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান ।
 রক্ষা কর রক্ষা কর আমার পরাণ ॥
 মন মোর শঙ্কাযুক্ত হই অনুক্ষণ ।
 রাত্রিশেষে দুঃস্বপন করেছে দর্শন ॥
 শুনিয়া সতীর কথা দানব-ঈশ্বর ।
 পানাহার শেষ করি কহিল সত্ত্বর ॥
 শুন শুন দেবি, মোর বচন সকল ।
 হৃৎক্লেশ শুভাশুভ সব কর্তব্যফল ॥
 বৃক্ষ যত যথাকালে অঙ্কুরিত হয় ।
 যথাকালে ক্ষুদ্র পুষ্প ফলের উদয় ॥
 ফলবান বৃক্ষ পুনঃ কালপ্রাপ্ত হয় ।
 এইরূপে লব পায় জীব সমুদয় ॥
 কালে বিশ্ব সৃষ্ট হয় কালে ধ্বংস তার ।
 বিধির বিধান ইহা জেনো অনিবার ॥
 অক্ষা পাতা ধ্বংসকারী নিত্য সনাতন ।
 নিরন্তর সে হরিরে করিবে ভজন ॥
 সেই কৃষ্ণসনাতন পরম ঈশ্বর ।
 যেচ্ছায সৃজন করে বিশ্ব চরাচর ॥

সকলি অনিত্য শুধু পরব্রহ্ম সার ।
 সেই হরি রাধাকান্তে ভজ অনিবার ॥
 সবার সৃজনকর্তা আজ্ঞা সবাংকার ।
 সবার স্বরূপ তিনি ভজ বার বার ॥
 বিশ্বচরাচর চলে যাহার বিধানে ।
 চন্দ্র সূর্য ইন্দ্র আদি যাঁর আজ্ঞা মানে ॥
 পরম ঈশ্বর তিনি কৃষ্ণসনাতন ।
 তাঁর পদে নিরন্তর লইবে শরণ ॥
 এজগতে কেহ কার বন্ধু নাহি হয় ।
 সকলের বন্ধু তিনি সকল সময় ॥
 প্রিয়তমে, কেবা আমি, তুমি কোন্ জন ।
 নিজকর্মবশে হয় মোদের মিলন ॥
 যে বিধাতা সকলের ঘটায় মিলন ।
 বিচ্ছেদ ঘটাবে পুনঃ জানি অনুক্ষণ ॥
 শৌকেতে কাতর হয় যে জন অজ্ঞান ।
 কাতর না হয় কভু যেই জ্ঞানবান ॥
 হৃৎক্লেশ ঘুরে চলে চক্রে মতন ।
 প্রিয়তমে শোক তবে কিসের কারণ ॥
 বহুকাল তপ সতী করেছে সাধন ।
 সে তপের ফল তুমি পাইবে এখন ॥
 বদরিকাশ্রমে তুমি যাহার লাগিয়া ।
 তপস্বী করিয়াছিলে তাঁরে পাবে প্রিয়া ॥
 মম বাক্য শুন প্রিয়া ক্লেশ দূরে যাবে ।
 সর্বৈশ্বর ভগবানে কাস্তরূপে পাবে ॥
 অতিশীঘ্র গোলোকেতে করিবে গমন ।
 কৃষ্ণসনাতনে পুনঃ করিবে দর্শন ॥
 আমিও দানব-দেহ করি পরিহার ।
 গমন করিব পুনঃ গোলোক-মন্ডার ॥
 রাধিকার শাপে আমি জন্মি নু ধরায় ।
 গোলোকেতে আমি পুনঃ যাইব ছরায় ॥
 গোলোকেতে পুনরায় দরশন হবে ।
 আমারে হেরিয়া সেথা মনস্তত্ত্ব রবে ॥
 এইরূপে তুলসীরে রাজা শঙ্খচূড় ।
 সান্দ্রনার মধুবাক্য কহিল প্রচুর ॥

অবশেষে রজনীর হৈলে আগমন ।
নানাভাবে পত্নীসহ করিল রমণ ॥
উভয়েই হুনিপুণ হরত জীড়ায় ।
এইরূপে মহান্থে রাত্রি কেটে যায় ॥
শিবসহ শঙ্খচূড় যুদ্ধের বারতা ।
প্রকৃতিখণ্ডেতে রচে অতি পুণ্যকথা ॥

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টাদশ অধ্যায়

শঙ্খচূড়ের যুদ্ধাবতা ।

নারদেয়ে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ ।
শঙ্খচূড় যুদ্ধ-কথা শুনহ এখন ॥
দানবেন্দ্রে শঙ্খচূড় কৃষ্ণপরাযণ ।
কৃষ্ণচিন্তা করি ত্যজে কুহুম-শয়ন ॥
রাত্রিবাস ত্যাগ করে করি গাত্রোথান ।
মঙ্গলবারিতে করে দানবেন্দ্রে স্নান ॥
ধৌতবস্ত্রবুথে শেষে করি পরিধান ।
উজ্জ্বল তিলক ভালে করিল প্রদান ॥
অতীক্ট দেবতা শেষে করিয়া বন্দন ।
দধি মধু ঘৃত আদি করিল দর্শন ॥
ব্রাহ্মণ সকলে করে গণিমুক্ত দান ।
গুরুদেবে মাণিক্যাদি করিল প্রদান ॥
দরিদ্রে ব্রাহ্মণে দিল ধেনু গজ কত ।
মহানন্দে গ্রাম আদি দিল শত শত ॥
দেবকার্য করে কত সময় কারণ ।
মঙ্গল আচার যত করে সমাপন ॥
সুচন্দ্রে পুত্রেরে শেষে রাজ্যভার দিয়া ।
সমরে চলিল রাজা ধনুর্বান লৈয়া ॥
তিন লক্ষ অশ্ব আর হস্তী রথ আসে ।
তিন কোটি ধনুর্ধর দাঁড়াইল পাশে ॥
চন্দ্রধারী শূলধারী মহাবলবান ।
শঙ্খচূড় সহ করে সমরে প্রস্থান ॥

হেরিয়া সেনানীদল রাজা হুটমতি ।
যোগ্যবীর দেখি রাজা করে সেনাপতি ॥
বাজিল শমরবাণ উল্লাস প্রচুর ।
বিমানে আরোহি চলে রাজা শঙ্খচূড় ॥
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে আছে মহেশ্বর ।
শঙ্খচূড় আসে সেথা করিতে সমর ॥
সিদ্ধক্ষেত্র নামে খ্যাত সেই রম্যস্থান ।
কপিল-অজ্ঞান সেথা আছে বিচরমান ॥
শঙ্খচূড় সেইস্থানে করিলা গমন ।
বৃক্ষমূলে মহেশ্বরে করিলা দর্শন ॥
কোটিসূর্যাসর প্রভা সন্নিতে আনন ।
ক্ষটিকের সম বর্ণ অতি সুদর্শন ॥
পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম অতি চমৎকার ।
হস্তে বিরাজিত তাঁর ত্রিশূল কুঠার ॥
শান্ত মনোহর মূর্তি বিশ্বের ঈশ্বর ।
বিশ্বের কারণ তিনি, তিনি বিশ্বস্তর ॥
হেরিয়া মুরতি তাঁর নয়নাভিরাম ।
শঙ্খচূড় ভক্তিতরে করিলা প্রণাম ॥
বামভাগে ভদ্রকালী করিয়া দর্শন ।
ভক্তিতরে প্রণিপাত করিল তখন ॥
কার্তিকেয় বিরাজিত সম্মুখে তাঁহার ।
শঙ্খচূড় তাঁহারেও করে নমস্কাব ॥
ভদ্রকালী কার্তিকেয় শঙ্কর তখন ।
আশিস্ করিল তারে অতি হুটমন ॥
ভারপর দানবেরে করি সম্ভাষণ ।
মহেশ্বর মিষ্ট বাক্যে কহিলা তখন ॥
শুন শুন শঙ্খচূড়, কহি যে তোমাঘ ।
পারিষদ ছিলে ভূমি কৃষ্ণের সভাঘ ॥
অষ্টগোপ-মাঝে ভূমি ছিলে এক গোপ ।
তোমার উপরে হয রাধিকার কোপ ॥
শ্রীরাধার শাপে হ'লে দানব-ঈশ্বর ।
পরম বৈষ্ণব ভূমি ছিলে নিরন্তর ॥
কৃষ্ণপরাযণ ভূমি জানি অহরহঃ ।
বুধাই বিবাদ কর দেবতার সহ ॥

স্থখে বাস কর তুমি নিজ রাজ্য লৈয়া ।
 দেবতার রাজ্য সব দেহ ফিরাইয়া ॥
 তোমরা সকলে হও কষ্টপ-তনয় ।
 এইরূপ বিরোধিতা উচিত না হয় ॥
 শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 মধুর বচনে দৈত্য কহিল তখন ॥
 যা কহিলে সত্য বটে, ওহে মহেশ্বর ।
 তথাপি বলিব কিছু তোমার গোচর ॥
 দেবগণ জ্ঞাতি মোর কহিলে আমারে ।
 জ্ঞাতিদ্রোহী মহাপাপী পৃথিবী-মাঝারে ॥
 এই অভিযোগ তব উচিত কি হয় ।
 ভাবিবা চিন্তিয়া তবে বল মহাশয় ॥
 দৈত্যরাজ বলী কিবা অপরাধ কৈল ।
 কোন্ পাপে হেন শাস্তি তাহার হইল ॥
 ছল করি কেন তারে পাতালে ঠেলিলে ।
 বল দেখি এর ব্যাখ্যা কোন্ শাস্ত্রে মিলে ॥
 কোন্ অপরাধে সেথা করিলে প্রেরণ ।
 কেন বা সর্বস্ব তার করিলে গ্রহণ ॥
 নিজ বলে বলী আমি মহাবলবান্ ।
 দেব-দৈত্য কেহ নহে আমার সমান ॥
 তুমি ত সকলই জান ওহে গুণাধার ।
 করিবাছি বাহুবলে ঐশ্বর্য উদ্ধার ॥
 কি কারণে দেবগণ, করুন বিচার ।
 হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরে করিল সংহার ॥
 দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ কহ কিবা দোষে ।
 গেলা চলি যমালয়, দেবতার রোষে ॥
 হিরণ্যকশিপু দৈত্য খ্যাত ত্রিভুবনে ।
 কি কারণে দেবতার হিংসে তারে মনে ॥
 কি হেতু দেবতা সবে ওহে গুণাধার ।
 শুভাদি অন্তরগণে করিল সংহার ॥
 সাগরমস্থনকালে যত দেবগণ ।
 মহানন্দে করিলেন অযুত ভঞ্জন ॥
 আমরা কেবল র্বেশ করিনু স্বীকার ।
 দেবতাগণের ইহা কিরূপ বিচার ॥

শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভাণ্ড এ বিশ্বভুবন ।
 তাঁহার আজ্ঞায় চলে সর্বজীবগণ ॥
 ঘেরূপ ঐশ্বর্য যাবে করেন প্রদান ।
 সেইরূপ ভোগ করে সেই ভাগ্যবান্ ॥
 দেবতা দানবে যুদ্ধ বারংবার হয় ।
 কভু হয় জয়, আর কভু পরাজয় ॥
 দেব-দৈত্যে রণ আরো হইবে নিশ্চয় ।
 ইহাতে তোমার যোগ উচিত কি হয় ॥
 দেব-দৈত্য সকলের তুমি হও প্রভু ।
 মম সাথে যুদ্ধ তব উচিত কি কভু ॥
 তোমাসহ রণস্পর্কী যদি করি আমি ।
 তোমার লজ্জার কথা, ওগো বিশ্বস্বামী ॥
 আর যদি ভাগ্যক্রমে ঘটে পরাজয় ।
 কীর্তিনাশ হবে তব জানহ নিশ্চয় ॥
 দৈত্যযুগে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 যুদ্ধ যুদ্ধ হাশ্য করি কহে পঞ্চানন ॥
 শুন শুন কহি আমি ওহে মহামতি ।
 ব্রহ্মবংশে জন্মিয়াছ তুমি দৈত্যপতি ॥
 তব সহ যুদ্ধে কিবা লজ্জার কারণ ।
 কীর্তিহানি হবে কেন হারি যদি রণ ॥
 মধু-কৈটভের সহ হরি করে রণ ।
 হিরণ্যকশিপু সনে যুঝে সনাতন ॥
 প্রকৃতি ঈশ্বরী যিনি সবার জননী ।
 শুভাদি সহিত যুদ্ধ করেছেন তিনি ॥
 ইহাদেব কেহ নয় তোমার সমান ।
 কৃষ্ণ-পারিষদ তুমি অতি বলবান্ ॥
 দেবতা সকলে লয় হরির শরণ ।
 সেইহেতু হরি মোরে করিলা প্রেরণ ॥
 তব সনে যুদ্ধে মোর লজ্জা কিছু নাই ।
 অতীব মহান্ তুমি জানি সর্বদাই ॥
 দৈববশে পরাজিত হই যদি রণে ।
 তথাপি লজ্জিত আমি নাহি হব মনে ॥
 সম্মুখ সমরে দৈত্য করিতে নিধন ।
 এহেন ত্রিশূল মোরে দিলা জনার্দন ॥

অতএব বাক্যব্যয়ে কিবা প্রবোজন ।
 হয় দেবগণে কর রাজ্য সমর্পণ ॥
 নতুবা যুদ্ধের তরে হও অগ্রসর ।
 তোমার নিধন তরে করিব সমর ॥
 এত বলি মৌনীর বধ দেব মহেশ্বর ।
 অমাত্য-সহিত রাজা উঠিল সত্বর ॥
 শিব শঙ্খচূড় রণ বিষম ব্যাপার ।
 বৈবর্তপুরাণে আছে ইহার বিস্তার ॥
 প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ঊনবিংশ অধ্যায়

শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ বর্ণন ।

নারায়ণ কহে, শুন নারদ স্রজন ।
 সুরাসুর যুদ্ধ কথা করিব কীর্তন ॥
 শিবের বস্ত্রব্য সব করিবা ত্রণ ।
 শঙ্খচূড় করে শিবে প্রণাম তখন ॥
 মহেশ্বরে নতি করি করিল চিস্তন ।
 যুদ্ধ বিনা গতি নাই বুঝি তখন ॥
 অমাত্যগণের সহ যান-আরোহণে ।
 স্রজজ্জিত হ'য়ে যায় শিবসহ রণে ॥
 দেবাসুরে আরম্ভিল যোৱতর রণ ।
 বৃষপর্বা সহ ইন্দ্র যুঝিল তখন ॥
 ভাস্কর করিল রণ বিপ্রচিন্তি সাথে ।
 চন্দ্রদেব দন্ত সহ রণরঙ্গে মাতে ॥
 কাল-সহ কালেশ্বর করে ঘোর রণ ।
 গোকর্ণের সহ যুঝে দেব ছত্যাশন ॥
 কুবের করিল রণ কালকেয়-সনে ।
 বিশ্বকর্মা-সহ ময় মত হয় রণে ॥
 যুত্ম-সাথে মহায়ুদ্ধ করে ভয়ঙ্কর ।
 বরুণ সহিত যুঝে কালের কিঙ্কর ॥
 জয়ন্ত ও রত্নমারে ঘোর রণ হয় ।
 এইরূপে মহায়ুদ্ধ চলে সে সময় ॥

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দেবী মহামারী ।
 উগ্রচণ্ডা আদিসহ আসে তাড়াতাড়ি ॥
 কালিকাদেবীর সহ শঙ্কু ভগবান্ ।
 বটবৃক্ষতলে সেধা করে অবস্থান ॥
 দেবাসুরে মহায়ুদ্ধ হয় সে সময় ।
 কার্তিকেয় পুত্র তাঁর সাথে সাথে রথ ॥
 সমরে চলিল বীর কার্তিক এবার ।
 হইল দুন্দুভিধ্বনি স্বর্গের মাঝার ॥
 পুষ্পরাশি হয় তার মস্তক-উপরে ।
 সমর করিতে বীর চলে দূর ক'রে ॥
 হেরিয়া কার্তিকে সেধা দানব রাজন্ ।
 কার্তিকের প্রতি করে বাণ বরিষণ ॥
 বাণে বাণে চতুর্দিক্ হয় অন্ধকার ।
 বর্ষাধারা সম বাণ হানে বারংবার ॥
 যুদ্ধস্থলে ভয়ঙ্কর উঠে ছত্যাশন ।
 তাহা দেখি সুরগণ করে পলায়ন ॥
 দেবগণ নন্দী আদি পলায়ন করে ।
 রহিল কার্তিক একা তখন সমরে ॥
 শঙ্খচূড় সহ যুঝে শিবের নন্দন ।
 কুমারের রথ কাটে দানব তখন ॥
 রথের অশ্বকে করে বাণগতে ছেদন ।
 জর্জরিত হয় ক্রমে ময়ূরবাহন ॥
 তথাপিও দানবের শাস্ত নহে মন ।
 কার্তিকের পানে শক্তি করিল ক্ষেপণ ॥
 মুচ্ছিত হইয়া পড়ে শিবের নন্দন ।
 ক্ষণপরে পুনরায় লভিল চেতন ॥
 বিষ্ণুদত্ত দিব্য ধনু করিয়া গ্রহণ ।
 রত্ন বিভূষিত যানে করে আরোহণ ॥
 অতঃপর হাতে লয়ে অস্ত্র ভয়ঙ্কর ।
 দানবের সহ করে ভীষণ সমর ॥
 দানবের সব অস্ত্র কার্তিল কার্তিক ।
 বাণে বাণে অন্ধকার হয় চতুর্দিক্ ॥
 দানবের রথ ধনু করিল ছেদন ।
 উদ্ধা-সম শেল এক করিল ক্ষেপণ ॥

শঙ্খচূড় মুচ্ছা যাব শেলের আঘাতে ।
 চেতনা পাইয়া পুনঃ রণরঙ্গে মাতে ॥
 মায়াবিদ দৈত্যরাজ অতি ক্রুদ্ধ মন ।
 মায়াবলে শরজাল করিল রচন ॥
 কার্তিকেয়ে সেই জ্বালে করি আচ্ছাদন ।
 সূর্য্যসম শক্তি এক করিল গ্রহণ ॥
 অগ্নিশিখাসম শক্তি জ্বলিতে লাগিল ।
 মহাবেগে সেই শক্তি কার্তিকে হানিল ॥
 শক্তি-বায়ে মুচ্ছা যাব শিবের নন্দন ।
 কালিকা করিলা তাঁরে ক্রোড়েতে ধারণ ॥
 কার্তিকে লইয়া কোলে কালিকা তখন ।
 অতি শীঘ্র শিব কাছে করিলা গমন ॥
 মহাদেব যোগবলে করে প্রাণ দান ।
 হস্তমুখে কার্তিকেয় করিল উত্থান ॥
 মহেশ্বর মহাবল দিলেন তাঁহারে ।
 কার্তিকে করিলা রক্ষা কালী বারে বারে ॥
 কার্তিকেয়ে রক্ষা করে শিব মহেশ্বর ।
 চলিলা কালিকা দেবী করিতে সমর ॥
 সাথে চলে যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 দেবতা ও নন্দী আদি চলিলা সত্বর ॥
 বহুবিধ বাণভাণ্ড বাজিল পশ্চাতে ।
 ডাকিনী যোগিনী সব চলে সাথে সাথে ॥
 সংগ্রামের মাঝে দেবী সিংহনাদ করে ।
 মুচ্ছিতে হইয়া পড়ে দৈত্যেরা সমরে ॥
 অট্ট অট্ট হস্ত করে অমঙ্গলকর ।
 নৃত্য করে কালীদেবী গুর্ভি ভয়ঙ্কর ॥
 ডাকিনী যোগিনীদল উন্মত্ত সবাই ।
 দেখিয়া দানবকুল শঙ্কিত সদাই ॥
 হেরিয়া কালীর গুর্ভি অতি ভয়ঙ্কর ।
 শঙ্খচূড় রণক্ষেত্রে আসিলা সত্বর ॥
 আসিয়া সমরক্ষেত্রে রাজ্য প্রাণপণে ।
 অস্ত্র প্রদান করে ভীত দৈত্যগণে ॥
 দৈত্য প্রীতি করে কালী শক্তি নিক্ষেপণ ।
 পর্জন্ত অস্ত্রেতে দৈত্য করে নিবারণ ॥

অনন্তর কালীদেবী অতি ক্রুদ্ধ মন ।
 ভয়ানক বারুণাস্ত্র করিলা ক্ষেপণ ॥
 শঙ্খচূড় কাটে তাহা গান্ধর্ব্ব-অস্ত্রেতে ।
 মহেশ্বর-অস্ত্র কালী মারিলা কোপেতে ॥
 শঙ্খচূড় কাটে তাহা বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়া ।
 নারায়ণ-অস্ত্র কালী মারিলা ছুঁড়িয়া ॥
 নারায়ণ-অস্ত্র যেই করিলা দর্শন ।
 সাক্ষাৎ প্রাণম করে দানব তখন ॥
 নারায়ণ ইন্দ্ৰদেব দানবরাজের ।
 আপনি আঘাত লয় আপন অস্ত্রের ॥
 দৈত্যে না পরশে অস্ত্র ব্যর্থ হ'য়ে যায় ।
 দেখিয়া ভাবিলা কালী কি বিষম দায় ॥
 হুযোগ বুঝিয়া দেবী ব্রহ্ম-অস্ত্র মারে ।
 ব্রহ্ম-অস্ত্রে দৈত্যরাজ তাহারে নিবारे ॥
 অনন্তর কালী তারে দিব্য অস্ত্র মারে ।
 দিব্য অস্ত্রজালে দৈত্য নিবारे তাহারে ॥
 মহাক্রোধে কালীদেবী শক্তি নিক্ষেপিলা ।
 খণ্ড খণ্ড করি রাজ্য তাহারে কাটিলা ॥
 কুপিতা হইয়া কালী শক্তি লবে করে ।
 দানবের শির প্রতি সজ্ঞারে প্রহারে ॥
 যোজন বিস্তার শক্তি ধায় দ্রুতগতি ।
 আপনার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কাটে দৈত্যগতি ॥
 পাশুপত অস্ত্র দেবী করিলা গ্রহণ ।
 অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥
 শুন শুন কালী দেবী অস্ত্রে কিবা হবে ।
 রাজ্য শঙ্খচূড় তব অস্ত্রে না মরিবে ॥
 শুনহ আমার কাছে যুদ্ধের উপায় ।
 যেভাবে বধিতে পার বলিব তোমায় ॥
 হরির কবচ আছে কণ্ঠেতে রাজার ।
 কবচ থাকিতে যুদ্ধ না হবে তাহার ॥
 শঙ্খচূড়ে ব্রহ্মা দেব দিয়াছেন বর ।
 অজর অমর হবে দানব-সৈন্য ॥
 যতদিন পত্নী তার সতী হ'য়ে রবে ।
 ততদিন দানবের যুদ্ধ নাহি হবে ॥

শুনিয়া আকাশবাণী দেবী অতঃপর ।
 সেই অস্ত্র না হানিল দৈত্যের উপর ॥
 উগ্রচণ্ডা কালীদেবী উগ্রমূর্ত্তি ধরি ।
 বাঁপাইয়া পড়ে দৈত্য-সৈন্তের উপরি ॥
 দানবসেনানী যারা নিকটেতে ছিল ।
 কালিকার হস্তে সত্ত্ব মরণ লভিল ॥
 একাকী কালিকা দেবী, অগণ্য সেনানী ।
 তথাপি দেবীর কোন না হইল হানি ॥
 লুফিয়া লুফিয়া ধরে যত সেনা পায় ।
 হাতেতে লইয়া যেন পুতুল খেলায় ॥
 কালিকার উগ্রমূর্ত্তি করি দরশন ।
 পলাইয়া বাঁচে সব দানবনন্দন ॥
 আখালি পাখালি সব করে পলায়ন ।
 হাতযুগ্ম ভাঙ্গে কারো, কাহারো দশন ॥
 দৈত্যদের না দেখিয়া কালিকা তখন ।
 হাতী ষোড়া সব কিছু করিলা ভক্ষণ ॥
 হাতে তুলি গোটা রথ করে ছুইধান ।
 রুধিরে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থান ॥
 দানব পক্ষেতে শুধু আর্তের চীৎকার ।
 চারিদিকে দৈত্যগণ করে হাহাকার ॥
 তবে রাজা শঙ্খচূড় পুনঃ লয়ে বাণ ।
 রোষভরে কালিকারে করিল সন্ধান ॥
 দিব্যবাণে কালী তাহা করিয়া ছেদন ।
 রণস্থলে করে দেবী ভীষণ গর্জ্জন ॥
 অনন্তর মহাক্রোধে ছুটিয়া ছুরায় ।
 শঙ্খচূড় দানবেরে আঁসিবাবে ধায় ॥
 দৈত্যসনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ তবে আরম্ভিল ।
 অট্টহাস্য কালীদেবী কবিত্তে লাগিল ॥
 দানবেরে হেরি দেবী মুগ্ধ্যাঘাত করে ।
 মুচ্ছিত হইয়া রাজা শঙ্খচূড় পড়ে ॥
 তখন দানবরাজে করিয়া গ্রহণ ।
 মহাবলে উদ্ধৃপানে করিলা ক্ষেপণ ॥
 ইহা দেখি সৈন্ত সব করে হায হায ।
 অবশিষ্ট ছিল যারা সত্ত্বর পলায় ॥

রণস্থল শৃঙ্গ দেখি কালিকা তখন ।
 শিবের নিকটে ছুরা উপনীত হন ॥
 শুনিয়া সকল কথা হাসে মহেশ্বর ।
 কালিকা কহিলা তাঁরে, শুন প্রাণেশ্বর ॥
 সকল দানবে আমি করিছু ভক্ষণ ।
 অবশিষ্ট আছে মাত্র অল্প কয়জন ॥
 পাশুপত অস্ত্রে বাই দৈত্য মারিবারে ।
 অমনি আকাশবাণী শুনি বারে বারে ॥
 শঙ্খচূড় দৈত্যরাজ মম বধ্য নয় ।
 তথাপি সমর নাহি ছাড়ে সে সময় ॥
 শুনিয়া দেবীর বাক্য, শিব হাসি কয় ।
 তব বধ্য নহে দৈত্য জানিও নিশ্চয় ॥
 আপনি যাইব আজি ভীষণ সমরে ।
 দেখিব সে দৈত্যরাজ কত বল ধরে ॥
 নিশ্চিত মরিব তারে না ভাবহ চিতে ।
 তুমি রণে ক্ষান্ত হও, না ভাবিও ইথে ॥
 শুনিয়া কালিকাদেবী শিবের বচন ।
 সংগ্রাম হইতে ক্ষান্ত হইল তখন ॥
 শূলহস্তে মহাদেব রণে থেতে চান ।
 দৈববাণী অকস্মাৎ শুনিবারে পান ॥
 শূলাঘাত না করিও দেব মহেশ্বর ।
 শঙ্খচূড় না মরিবে, আছে ব্রহ্মাবর ॥
 যাবৎ তাহার দেহে কবচ থাকিবে ।
 যাবৎ তাহার পত্নী সতীত্ব রাখিবে ॥
 তাবৎ কাহারো শক্তি নাহি জিহুবনে ।
 বধিতে দানবরাজে জিনি তাবে রণে ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত সমান ।
 যেই পড়ে যেই শুনে সেই পুণ্যবান ॥

প্রকৃতিখণ্ডে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● বিংশ অধ্যায়

বিষ্ণুকর্তৃক শঙ্খচূড়ের কবচ-হরণ, শঙ্খচূড়-বধ ও
শঙ্খের উৎপত্তি ।

নারায়ণ কহে শুন, নারদ স্বজন ।
রণের বৃত্তান্ত শিব করিল শ্রবণ ॥
তত্ত্বজ্ঞান-বিশারদ শিব অতঃপর ।
স্বজন সহিত চলে করিতে সমর ॥
শঙ্করে হেরিয়া সেথা দানবের পতি ।
বিমান হইতে নামি করিল প্রণতি ॥
প্রণাম করিয়া শিবে দানব তখন ।
বিমানে চড়িয়া ধনু করিল গ্রহণ ॥
মহাবীর দুইজন সমান সমান ।
জয়-পরাজয় নাহি, নাহি অপমান ॥
নাহি দিবা নাহি রাত্রি যুদ্ধ অবিরত ।
দেবদৈত্যসৈন্য বহু হইল বিক্ষত ॥
পূর্ণ এক বর্ষ ধরি চলে সেই রণ ।
দেবাসুরে যুদ্ধ হয় অতীব ভীষণ ॥
জয় পরাজয় কিছু বুঝা নাহি যায় ।
বহু সৈন্য হতাহত হইল সেধায় ॥
শঙ্কর নাশিলা দৈত্য হাজার হাজার ।
শত সৈন্য অবশিষ্ট রহিল রাজার ॥
দেবের পক্ষেতে যারা হাবাইল প্রাণ ।
মহেশ্বর করিলেন জীবন-প্রদান ॥
তথাপিও শঙ্খচূড় আবার যখন ।
দেবসৈন্য নাশ করে কত শত জন ॥
ক্রোধভরে মহাদেব শূল হাতে করে ।
ভীমবেগে ধায় তবে দৈত্যের গোচরে ॥
হেনকালে বিপ্ররূপ করিয়া ধারণ ।
রণস্থলে উপনীত হন নারায়ণ ॥
দানবে সম্বোধি দেব কহেন তখন ।
শুন শুন রাজা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥
শুনিলাম দাতা তুমি, যে বাহাই চায় ।
অকুণ্ঠিত চিত্তে তাই দান কর তায় ॥

একে আমি বুদ্ধ অতি জীর্ণ মোর কায় ।
বহুকাল অনাহারে প্রাণ যায় যায় ॥
প্রাণ মোর যায় বুঝি ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় ।
তাই আমি আশিয়াছি করহ উপায় ॥
তব সম দাতা নাহি জগৎসারার ।
ভিক্ষা দাও কৃপা করি ওহে গুণাধার ॥
বিপ্রের বচন শুনি দৈত্য অধিপতি ।
জিজ্ঞাসিল কিবা চাও ওহে মহামতি ॥
এত শুনি নারায়ণ হরষিত হন ।
দানবে সম্বোধি কহে মধুর বচন ॥
আগে যদি সত্য করি কর অঙ্গীকার ।
তাহ'লে জানাব আমি প্রার্থনা আমার ॥
ব্রাহ্মণের এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
শঙ্খচূড় অঙ্গীকার করিল তখন ॥
যাহা তুমি চাও বিপ্র, অবশ্য পাইবে ।
প্রার্থী মম পাশে নাহি বিমুখ হইবে ॥
আপন জীবন দানে তৃপ্তি যদি পাও ।
এইক্ষেণ দিতে পারি যদি তুমি চাও ॥
অঙ্গীকার শুনি তার কহিলা ব্রাহ্মণ ।
তোমার কবচ মোরে কর সমর্পণ ॥
শুনিয়াছি মনোহর কবচ তোমার ।
তাই শুধু চাই আমি দৈত্যের কুমার ॥
অন্ত কোন বস্তু তরে নাহিক কামনা ।
ভেবে দেখ পুরাইতে পার কি প্রার্থনা ॥
আনন্দে কবচ যদি কর মোরে দান ।
তাহা লৈয়া যাই আমি আপনার স্থান ॥
বিপ্রের প্রার্থনা শুনি দানবের পতি ।
হরির কবচ দিলা হৃষ্টচিত্তে অতি ॥
কবচ গ্রহণ করি বিষ্ণু অতঃপর ।
তুলসীর নিকটেতে চলিলা সহর ॥
শঙ্খচূড় রূপে সেথা করিয়া গমন ।
তুলসীর সতীর্থ্য করিলা হরণ ॥
না জানিল দৈত্যপত্নী কি পাপ হইল ।
দেবতা ছলনা করি সতীত্ব নাশিল ॥

যেইক্ষণে বিষ্ণুদেব করিল রমণ ।
 তুলসী উদরে বীৰ্য্য হইল পতন ॥
 সেইক্ষণে মহাদেব দৈববাণী শুনে ।
 শঙ্খচূড়ে বধ তুমি করহ এক্ষণে ॥
 এদিকেতে মহেশ্বর উৎসাহে বিপুল ।
 দানব-সংহারে লয় শ্রীহরির শূল ॥
 শত রবিভুল্য জ্যোতিঃ অতি প্রভা তার ।
 অপ্রভাগে নারায়ণ শোভে চমৎকার ॥
 মধ্যভাগে ব্রহ্মা শোভে শিব শোভে মূলে ।
 ধারযুক্ত অংশে কাল শোভে সেই শূলে ॥
 প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর সেই মহাশূল ।
 প্রলয়ের কালানল শিখা-সমতুল ॥
 দুর্ধৰ্ব অব্যর্থ অস্ত্র অতি দুর্নিবার ।
 ছারখার হয় তাতে ব্রহ্মাণ্ড সংসার ॥
 নেই শূল হাতে লয়ে শিব মহেশ্বর ।
 মহাবেগে নিক্ষেপিলা দানব-উপর ॥
 কালের সমান শূল করি দরশন ।
 জীবন সংশয় ভাবে দৈত্যের নন্দন ॥
 বিষ্ণুদত্ত শিবশূল অতি ভয়ঙ্কর ।
 হেরি ঘন ঘন কাঁপে দানবপ্রবর ॥
 ধনুর্বাণ ত্যাগ করি দানব তখন ।
 ভক্তিতরে শ্রীকৃষ্ণের করে আরাধন ॥
 রথের উপরে বসে করি যোগাসন ।
 মনে মনে ভাবে দৈত্য কোথা নারায়ণ ॥
 দানব-উপরে শূল পড়ে অকস্মাৎ ।
 অনাধাসে শঙ্খচূড় হৈল ভস্মসাৎ ॥
 পঞ্চভূত দেহ ছাড়ি পঞ্চ স্থানে যায় ।
 প্রাণ তার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুতে মিলায় ॥
 অবিলম্বে শঙ্খচূড় করিল ধারণ ।
 কিশোর গোপের বেশ ভুবনমোহন ॥
 দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি চমৎকার ।
 দিব্যবানে যায় চলি গোলোক-মাঝার ॥
 দিব্যরূপী শঙ্খচূড় গোলোকেতে যায় ।
 শ্রীকৃষ্ণে হেরিবা সেখা প্রাণহিল পায় ॥

স্নানমেরে হেরি পুনঃ গোলোক-মাঝার ।
 প্রসন্ন হইল সেখা হৃদয় সবার ॥
 মহানন্দে শ্রীগোবিন্দ অতি স্নেহভরে ।
 স্নানমেরে আলিঙ্গন কৈলা সমাদরে ॥
 রাধাশাপ-অবসানে ভকত স্নানম ।
 মুক্তি লাভি আসিলেক আপনার ধাম ॥
 স্নানমা দেখিবা যত গোপ গোপীগণ ।
 আনন্দ সাগরে সবে হ'ল নিমগন ॥
 বৈকুণ্ঠনগরে চলে নৃত্য গীত তান ।
 কিম্বরী ও বিত্তাধরী যেথা বিত্তমান ॥
 এদিকেতে সেই শূল দৈত্য নাশ ক'রে ।
 পুনরায় শিব-করে ফিরিল সত্তরে ॥
 শ্রীহরির সেই শূল করিবা গ্রহণ ।
 শূলপাণি নামে খ্যাত হন ত্রিলোচন ॥
 শঙ্খচূড়ে বিনাশিবা শিব শীত্ব ক'রে ।
 দানবের অস্থি ফেলে লবণ সাগরে ॥
 সাগর-মাঝারে সেই অস্থি-সমুদয় ।
 ক্রমে ক্রমে বহুবিধ শঙ্খজাতি হয় ॥
 শঙ্খজল স্থপবিত্রে দেবের পূজায় ।
 তীর্থবারিরূপ তাহা, সংশয় কি তায ॥
 যেই স্থানে স্মধুব শঙ্খধ্বনি হয় ।
 লক্ষ্মীদেবী সেই স্থানে চিরস্থির রয় ॥
 শঙ্খবারি দিবা স্নান করে যেই জন ।
 তীর্থস্নান ফল তার হইবে তখন ॥
 শঙ্খ-মাঝে ভগবান্ করে অবস্থান ।
 যেথা শঙ্খ সেইখানে থাকে ভগবান্ ॥
 লক্ষ্মীদেবী সেই স্থানে নিরন্তর রহে ।
 অমঙ্গল নাহি ঘটে, শাস্ত্রে ইহা কহে ॥
 শূদ্র কিংবা নারী যদি শঙ্খধ্বনি করে ।
 মহাভয়ে লক্ষ্মীদেবী যান স্থানান্তরে ॥
 এদিকেতে শিব দৈত্যে করিবা নিধন ।
 বৃষ আরোহণে করে স্বস্থানে গমন ॥
 মহানন্দে দেবগণ পায় অধিকার ।
 স্বর্গেতে দুন্দুভিধ্বনি হয় বারবার ॥

স্বমধুর গান করে গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
শিব-শিরে পুষ্পবৃষ্টি হয় নিরন্তর ॥
দেবগণ মুনীন্দ্রাদি অতি হৃৎমন ।
শিবের প্রশংসা তারা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
রাধা-অভিশাপে লয় ভক্ত হৃদয় ।
দানবকুলেতে জন্ম শঙ্খচূড় নাম ॥
শিবসহ দ্বন্দ্ব করি দৈত্যের তনয় ।
পুনরায় কিরে আসে বৈকুণ্ঠ আলয় ॥
শঙ্খচূড় কথা এবে সমাপ্ত হইল ।
বৈবর্ত্তপুরাণে কবি তাহাই রচিল ॥
প্রকৃতিখণ্ডের কথা অমৃত সমান ।
প্রেম্যানন্দে কর সব হরিগুণগান ॥

প্রকৃতিখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একবিংশ অধ্যায়

বিষ্ণুর্ভূক্ত তুলসীব সতীত-নাশ, তুলসীপত্রের
সাহস্র্য-কীর্ত্তন ও শালগ্রাম শিলাব
গুণবর্ণন ।

নারদ কহিলা, প্রভু করি নিবেদন ।
অকপটে সব কথা করুন বর্ণন ॥
কিরূপে তুলসী দেবী সতীত্ব হারায ।
রূপা করি সেই কথা বলুন আশ্রয় ॥
কিরূপে গোলোকপতি ছদ্মবেশ ধরে ।
প্রবেশিল মৈত্রেয়স্বামী তুলসীর ঘরে ॥
কিরূপে শ্রীভগবান্ করে বীৰ্য্যাধান ।
রূপা করি কহ সেই অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
নারায়ণ কহে শুন নারদ ব্রহ্মহতি ।
যেহরূপে সাধিলা কার্য্য গোলোকের পতি ॥
দৈত্যের কবচ হরি করিয়া গ্রহণ ।
দৈত্যরূপ ধরি যায় তুলসী-ভবন ॥
তুলসীব দ্বার পাশে আসিল যখন ।
জয় জয় রব করে অনুচবগণ ॥

রাজ—১২

শুনিয়া সে জয়ধ্বনি হৃৎচিহ্ন অতি ।
বহু ধন বিতরণ করিলেন সতী ॥
অনেক মঙ্গল কার্য্য করে অনুষ্ঠান ।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে করে বহু ধন দান ॥
রথ হাতে নামিলেন ভগবান্ হরি ।
তুলসীর ভবনেতে যান দ্বারা করি ॥
সন্মুখে হেরিয়া কান্তে প্রশান্ত মূর্ত্তি ।
পাদ-প্রক্ষালন করি প্রশংসা সতী ॥
রত্ন-সিংহাসনে দেবী বসায় তাঁহারে ।
কপূর তাবুল দিয়া ভাবে বারে বারে ॥
জনম সার্থক আজ পূর্ণ মনস্কাম ।
যুদ্ধপ্রত্যাগত কান্তে পুনঃ হেরিলাম ॥
ঈশং হাসিয়া দেবী কটাক্ষ নয়নে ।
কহিলা শ্রীভগবানে মধুর বচনে ॥
কহ কহ প্রাণেশ্বর, কহ কৃপাময় ।
কিরূপে হইল তব এই রণে জয় ॥
বিশ্বের সংহারকারী দেব পঞ্চাননে ।
কিরূপে জিনিলে ভূমি ঘোরতর রণে ॥
শুনিয়া দেবীর কথা শঙ্খচূড়বেশে ।
কহিলা কমলাপতি স্বমধুর হেসে ॥
শুন কান্তে প্রাণেশ্বর আমার বচন ।
এক বর্ষ ধরি হয় ঘোরতর রণ ॥
স্বরগণের সৈন্য যত হৈল সংহার ।
অবশেষে ব্রহ্মা আসে রণের মাংস ॥
সমরের শেষে আমি আশ্রয় তাঁহার ।
দেবগণে দান করি পূর্ব্ব অধিকার ॥
এক্ষণে আসিহু আমি নিজের ভবনে ।
শিবলোকে গেল শিব ব্রহ্মসন্ন মনে ॥
বলিতে বলিতে কথা হরি সনাতন ।
তুলসী দেবীর মন করিল মোহন ॥
এতকাল পরে সতী নিজ কান্ত পেয়ে ।
আনন্দ-সলিলে ভাসে প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
হরিষ অন্তরে তারে করায় ভোজন ।
তাবুল কপূর দেয় করিয়া বচন ॥

বসন্ত ঋতুর শ্রেষ্ঠ তাহে মধুমাংস ।
 তুলসী হৃদয়ে জাগে কাম অভিলাষ ॥
 দেখিতে দেখিতে অন্ত গেলা দিনমণি ।
 ক্রমে ক্রমে সমাগত মাধবী রজনী ॥
 ছদ্মবেশী নারায়ণে চিনিতে না পারি ।
 আপনার পতি ভাবে শঙ্খচূড়-নারী ॥
 পুষ্পশয্যা বিরচিল করিয়া বর্তন ।
 স্নগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন ॥
 কামেতে আকুল হ'ল চিত্ত দুজন্যর ।
 শয্যাপ্রতি নিরীক্ষণ করে বার বার ॥
 শঙ্খচূড় সহ করে তুলসী শয়ন ।
 দুই জন রসরঙ্গে করিল রমণ ॥
 তুলসীর তৃপ্তি কিন্তু নাহি হয় ইথে ।
 জাগিল মনেতে তার সন্দেহ ক্রমেতে ॥
 তুলসীর সহ হরি করিলা বিহার ।
 সন্দেহ দেবীর মনে জাগে বার বার ॥
 কহিলা তুলসী দেবী, তুমি কোন্ জন ।
 মায়াবলে ধর্ম্ম মোর করিলে হরণ ॥
 অভিশাপ দিব আমি দেহ পরিচয় ।
 সতীত্ব হরিলে মোর কোন্ নীচাশয় ॥
 শুনিয়া দেবীর বাক্য হরি সনাতন ।
 মনোহর নিজমূর্ত্তি করিলা ধারণ ॥
 সন্মুখে হেরিলা দেবী নবঘনশ্যাম ।
 সনাতন পরব্রহ্ম নবনাভিরাম ॥
 গীত বসনেতে শোভে শ্যাম কলেবর ।
 শারদ পঙ্কজ তুল্য মূর্ত্তি মনোহর ॥
 কোটি কন্দর্পের তুল্য লাবণ্য শরীরে ।
 ভুবনমোহন রূপ হাসে ধীরে ধীরে ॥
 হেরিষা হরির মূর্ত্তি মদনমোহন ।
 মূর্ত্তিতা হইলা দেবী কামেতে তখন ॥
 চেতনা লভিষা শেষে শ্রীহরিরে কয় ।
 শুন শুন, প্রভু, তুমি পাষণ্ড-হৃদয় ॥
 ছল করি ধর্ম্ম মোর করিয়া হরণ ।
 মম প্রাণকান্তে তুমি করিলে নিধন ॥

পাষণ্ড হৃদয় তব অতি দয়াহীন ।
 পাষণ্ড-রূপেতে তুমি রবে চিরদিন ॥
 যেই জন দিল তব দয়াসিদ্ধ নাম ।
 সেই জন ভ্রান্ত অতি এবে জানিলাম ॥
 কি দোষে কান্তেরে মোর করিলে সংহার ।
 কিসে অপরাধী তিনি, কোন্ দোষ তাঁর ॥
 পতিরে বধিষা মোরে অনাথা করিলে ।
 পতির বিহনে প্রাণ যাইবে বিফলে ॥
 হরির চরণ ধরি তুলসী তখন ।
 পতিশোকে বারংবার করিলা রোদন ॥
 হেরিষা দেবীর দুঃখ করুণালাগর ।
 যুহু যুহু নীতি-বাক্য কহে অভঃপর ॥
 শুন শুন, সাধি, তুমি আমার বচন ।
 মোর তরে বহুকাল করিলে সাধন ॥
 দানবের রাজা সেই কামী শঙ্খচূড় ।
 তব তরে তপস্রাদি করিল প্রচুর ॥
 পত্নীরূপে অবশেষে পাইয়া তোমারে ।
 করিল বিহার কত তৃপ্তি সহকারে ॥
 এক্ষণে সফল হবে তপস্রা তোমার ।
 রাসে তুমি মম সাথে করিবে বিহার ॥
 এই দেহ ত্যাগ করি শুন শুন সতী ।
 দিব্যদেহে হবে তুমি মনোহর অতি ॥
 আমার বচন শুন, কহি আমি তবে ।
 গণ্ডকী নামেতে নদী এই দেহ হবে ॥
 তুলসীর বৃক্ষ হবে কেশেতে তোমার ।
 দেবতা পূজনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার ॥
 ত্রিভুবনে সর্ব্বজনে তোমারে পূজিবে ।
 আমার বচন কভু মিথ্যা না হইবে ॥
 যেই জন তব পত্রে পূজিবেক মোরে ।
 অস্তিম্বে সেজন যাবে বৈকুণ্ঠ-নগরে ॥
 দেবপূজা পিতৃপূজা আদি শুভ কর্ম্ম ।
 তব পত্রে বিনা নাহি হবে কোন ধর্ম্ম ॥
 তুলসী প্রধান হবে সর্ব্ব পুষ্প হ'তে ।
 তুলসী পবিত্র বৃক্ষ সমস্ত জগতে ॥

গোলোকে বিরজা ভীরে রাসমণ্ডপেতে ।
 বৃন্দাবন ভূমি মাঝে ভাণ্ডীর বনেতে ॥
 চম্পক কাননে আর চন্দনের বনে ।
 মাধবী কেতকী কুন্দ মালতী-কাননে ॥
 উৎপন্ন হইবে বৃক্ষ সর্ব স্থান মাঝে ।
 যেথাষ তুলসী বৃক্ষ সেথা তীর্থ রাজে ॥
 অস্তিম্বে তুলসী কেহ করিলে ধারণ ।
 সেই জন বিশ্বলোকে করিবে গমন ॥
 তুলসীর মালা যেই পরিবে গলায় ।
 অশ্বমেধ-ফল সেই লভিবে ধরায় ॥
 বৃক্ষ-অধিষ্ঠাত্রী যিনি তিনি নিরন্তর ।
 কৃষ্ণ সহ রহিবেন গোলোক ভিতর ॥
 নদী-অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগৎ-তারিণী ।
 লবণসাগর-পন্নী হইবেন তিনি ॥
 মহানাদ্বী ভূমি হবে মোর প্রিয়তমা ।
 রূপে গুণে স্বভাবেতে হবে লক্ষ্মী-সমা ॥
 আমিও তোমার শাপে ভারত-মাঝারে ।
 শৈলরূপে বিরাজিব গণ্ডকীর ধারে ॥
 বজ্রদন্ত বজ্রকীট তাহার মাঝার ।
 রচিবে আমার চক্র অতি চমৎকার ॥
 শ্যামবর্ণ শিলাখণ্ড মেঘের বরণ ।
 চক্র-চতুর্ভুজ-চিহ্ন অতি সুশোভন ॥
 বনমালা-বিভূষিত শিলা চমৎকার ।
 লক্ষ্মী-নারায়ণ বলি খ্যাতি হবে তার ॥
 নবীন-নীরদোপম যেই শিলা হবে ।
 চক্র-চতুর্ভুজ তার এক দ্বারে রবে ॥
 বনমালা-শূভ যেই শিলা চমৎকার ।
 লক্ষ্মী-জনার্দন নাম হইবে তাহার ॥
 বনমালা-বিবর্জিত যেই শিলা হয় ।
 দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র গোচরণ হয় ॥
 মনোরম সেই শিলা অতি চমৎকার ।
 বসুনাথ নামে খ্যাত জগৎ-মাঝার ॥
 নবীন-জলদ-ভুল্য দুই চক্র যার ।
 ত্রীদধি-বামন নাম হইবে তাহার ॥

দ্বিভুজ-শোভিত শিলা অতি ক্ষুদ্রকাষ ।
 বনমালা শোভে যদি তাহার গলায় ॥
 গৃহীদের শুভপ্রদ মঙ্গল আধার ।
 ত্রীধর নামেতে খ্যাত ভুবন-মাঝার ॥
 বনমালা বিবর্জিত শিলা অতি স্থূল ।
 দুই চক্র পরিস্ফুট আকার বর্তূল ॥
 সুপবিত্র সেই শিলা কহি বারে বারে ।
 দামোদর নামে খ্যাত হইবে সংসারে ॥
 বাণেতে বিকৃত শিলা বর্তূল-আকার ।
 শরতুণ-সমষ্টিত দুই চক্র যার ॥
 সুপবিত্র সেই শিলা কহি অবিরাম ।
 জগৎ-মাঝারে হবে বলরাম নাম ॥
 সপ্ত চক্র চিহ্ন যার মধ্যম আকার ।
 ছত্র আর তুণ চিহ্ন শোভে যে শিলার ॥
 সেই শিলা দান করে রাজ্য ধনজন ।
 রাজরাজেশ্বর নামে খ্যাত ত্রিভুবন ॥
 নবীন-জলদ-সম যেই শিলা হয় ।
 চতুর্দশ চক্রযুক্ত সকল সময় ॥
 সেই শিলা দান করে চতুর্বর্গ ফল ।
 অনন্ত নামেতে খ্যাত হবে অবিরল ॥
 যে শিলা জলদভুল্য দুই চক্র যার ।
 গোপদ-চিহ্নিত যাহা চক্রের আকার ॥
 শুন শুন মাধবী তুমি আমার বচন ।
 মে শিলার নাম হবে ত্রীমধুসূদন ॥
 সুদর্শন-চক্র-চিহ্ন যে শিলায় রবে ।
 তাহারে সকল লোক গদাধর কবে ॥
 গদা, সুদর্শন চিহ্ন, দ্বিচক্র ও দ্বার ।
 হয়গ্রীব এই নাম হইবে শিলার ॥
 বদন বিস্তৃত অতি যে শিলার হবে ।
 বিকট মুরতি সদা দুই চক্র রবে ॥
 বৈরাগ্যজনক যিনি মানব-সমাজে ।
 নরসিংহ-নামে খ্যাত হবে বিশ্বমাঝে ॥
 বনমালা-যুক্ত শিলা বিস্তৃত আনন ।
 দুই চক্র শোভে যার অতি সুশোভন ॥

স্থখকর সেই শিলা গৃহী সবাকার ।
 শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ নাম হইবে তাহার ॥
 দ্বারে যার ছুই চক্র হৃন্দর ও সব ।
 সর্বকামফলপ্রদ অতি মনোরম ॥
 সেই শিলা চমৎকার এই ধরাধামে ।
 বিখ্যাত হইবে সদা বাহুদেব-নামে ॥
 নবীননীরদপ্রত যেই শিলা হয় ।
 সূক্ষ্ম চক্র আর বহু ছিদ্র আদি রয় ॥
 প্রত্ন্যম-নামেতে সেই শিলা খ্যাত হবে ।
 সেই শিলাচর্চনে নর সর্বসিদ্ধি লভে ॥
 গৃহীজন রাখে যদি আপন আগারে ।
 স্থখী সে নিশ্চিত হবে শাস্ত্রের বিচারে ॥
 পরম্পর হৃদয়লয় ছুই চক্র যার ।
 সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাতি হইবে তাহার ॥
 যদি থাকে এই শিলা গৃহীর আগারে ।
 সর্বস্থখে স্থখী হবে জগৎ-মাঝারে ॥
 পীতবর্ণ যেই শিলা বর্জুল-আকার ।
 অনিরুদ্ধ এই নাম হইবে তাহার ॥
 যত কিছু পাপ আছে এ তিন ভুবনে ।
 দূর হয় শালগ্রাম শিলার অর্চনে ॥
 শালগ্রাম শিলা যদি হয় ছত্রাকার ।
 রাজ্যলাভ হয় ধ্রুব অর্চনে তাহার ॥
 বর্জুল-আকার যদি হয় শালগ্রাম ।
 ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি লাভ হবে অবিরাম ॥
 শালগ্রাম হয় যদি শকট-আকার ।
 সংসারেতে দুঃখ-কষ্ট আনে বারংবার ॥
 শালগ্রামশিলা জলে অভিষিক্ত হ'লে ।
 যজ্ঞদীক্ষাফল লাভ হয় ধরাতেলে ॥
 শালগ্রাম-শিলা-জল যেই করে পান ।
 জীবমুক্ত সেইজন মহা পুণ্যবান ॥
 অস্তিমিতে সেই জন হরিপদ পায় ।
 শ্রীহরির দাসরূপে গোলোকতে যায় ॥
 যত্নকালে শিলা-জল যে করিবে পান ।
 বিষ্ণুলোকে সেই জন করিবে প্রস্থান ॥

কর্মভোগ না করিবে লুভিবে নির্বাপ ।
 বিষ্ণুপদে লয় পাবে সেই পুণ্যবান ॥
 শালগ্রাম শিলা ল'য়ে মিথ্যা যেই কয় ।
 কর্মদণ্ডে নরকেতে বাস তার হয় ॥
 শালগ্রাম স্পর্শ করি না রাখিলে পণ ।
 অসিপত্রে নরকেতে হইবে পতন ॥
 শালগ্রাম শিলা হৃৎতে যদি কোন জন ।
 তুলসীপত্রে করে বিচ্ছিন্ন কখন ॥
 পত্নীর বিচ্ছেদ লাগি পাবে বহু ক্লেশ ।
 বিরহ-যন্ত্রণা সদা পাইবে অশেষ ॥
 শালগ্রাম উপরেতে না দিলে তুলসী ।
 কুষ্ঠরোগী সেই হবে জানিবে রূপসী ॥
 শঙ্ক হ'তে তুলসীয়ে ভিন্ন করে যেই ।
 সপ্ত জন্ম ভার্য্যাহীন হবে সদা সেই ॥
 শালগ্রাম, শঙ্ক আর তুলসী যে জন ।
 ভক্তিমত্তে একস্থানে করিবে স্থাপন ॥
 তাহার সমান কেহ পুণ্যবান নাই ।
 শ্রীহরির প্রিয় সেই হইবে সদাই ॥
 শুন শুন সার্থি, তুমি এক মনস্তর ।
 শঙ্কচূড়প্রিয়ারূপে ছিলে নিরন্তর ॥
 সহিতে না পার তার বিরহ এখন ।
 তাহার বিচ্ছেদ তব শোকের কারণ ॥
 অতএব বলি শুন তুলসী হৃন্দরী ।
 মম সহ চল এবে বৈকুণ্ঠ-নগরী ॥
 এত বলি সনাতন মৌনী হ'য়ে রয় ।
 তুলসীও দেহত্যাগ করে সে সময় ॥
 দিব্যরূপ ধরি দেবী বৈকুণ্ঠেতে যায় ।
 হরিবক্ষে বাস করে কমলার প্রায় ॥
 তুলসী ও গঙ্গাদেবী লক্ষ্মী সমন্বতী ।
 শ্রীহরির পত্নী হয় এই চারি সতী ॥
 তুলসী যখন দেহ করে পরিহার ।
 শরীর ধরিল তার গণ্ডকী আকার ॥
 পর্বত উৎপন্ন হ'ল তারেতে তাহার ।
 বজ্রদন্ত কীট জন্মে তাহার মাঝার ॥

সেই কীট বহু শিলা করিছে রচন ।
শালগ্রাম শিলা বলি পূজে সর্বজন ॥
সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র আমি কহিনু তোমাষ ।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ পুনরায় ॥
তুলসী কারণে হয় শিলা শালগ্রাম ।
যেই জন পূজে সেই যায় স্বর্গধাম ॥
তুলসী কাহিনী আর শালগ্রাম কথা ।
ত্রয়োবৈবর্ততে আছে শুনিবে সর্বথা ॥
প্রকৃতিখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● জ্যোতিষ অধ্যায়

তুলসীব পূজাবিধি ।

কহিলা নারদ ঋষি, প্রভু নারায়ণ ।
অপূর্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥
এক্ষণে আমার কাছে কহ ভগবান্ ।
তুলসীর স্তোত্র আর পূজার বিধান ॥
নারদের এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
যুগ হস্তে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
শুন শুন তারপর নারদ ভূজন ।
তুলসী সতীরে হরি করিল রমণ ॥
রমার সমান দেবী হয় ভাগ্যবতী ।
গরিমাষ মহীয়সী হইলেন সতী ॥
গঙ্গা আর লক্ষ্মীদেবী সহ তাহা করে ।
সরস্বতী ঈর্ষা করে অন্তরে অন্তরে ॥
একদিন সরস্বতী তুলসীর সহ ।
শ্রীহরির সম্মুখেতে করিলা কলহ ॥
তাহাতে তুলসী হয় বিধম লজ্জিতা ।
অপমানে চুঃখে ক্রোড়ে হয় অন্তর্হিতা ॥
ইহা দেখি হইলেন বিচলিত হরি ।
তুলসীভবনে যান অতি শীঘ্র করি ॥
তুলসীর ধ্যান পূজা করি সনাতন ।
দশাক্ষর মন্ত্রে স্তব করিলা তখন ॥

স্বতের প্রদীপ আর সিন্দূর চন্দনে ।
নৈবেদ্য ও পুষ্প মিষা ভক্তিবৃত্ত মনে ॥
যথাবিধি তুলসীরে করিলে পূজন ।
সর্বসিদ্ধি লাভ হবে শাস্ত্রের বচন ॥
এত বলি নারায়ণ মৌন হইয়ে রয় ।
ইহা দেখি শ্রীনারদ ধীরে ধীরে কয় ॥
নারদ কহিলা প্রভু, কহ এই বার ।
তুলসীর ধ্যান স্তব হয় কি প্রকার ॥
নারায়ণ কহিলেন শুন মতিমান্ ।
তুলসীর ধ্যান স্তব পবিত্র মহান্ ॥
যেইরূপে নারায়ণ করিলা স্তবন ।
সেই স্তব-কথা আমি কহিব এখন ॥
বৃক্ষরূপী হন যিনি বৃন্দা নাম যার ।
তিনি মোর প্রিয়তমা পূজি বারবার ॥
বৃন্দাবনে রহে যেই বৃক্ষের আকারে ।
বৃন্দাবনী নামে খ্যাতা পূজি বারে বারে ॥
বিশ্বের পূজিতা যিনি, পূজ্যা সবারকার ।
তাঁহারে ভজনা আমি করি বারবার ॥
পবিত্র করেন যিনি বিশ্ব চরাচর ।
তাঁর আদর্শনে আমি হইলু কাঁড়র ॥
যাঁর পূজা ব্যতিরেকে সকলি বিফল ।
তাঁহারে ভজনা আমি করি-অবিরল ॥
আনন্দদায়িনী যিনি ভক্তি-প্রদায়িনী ।
নন্দিনী নামেতে খ্যাতা হইলেন যিনি ॥
যাঁহার তুলনা নাই জগৎ-স্বাধার ।
যে হেতু তুলসী নাম হইল স্বাধার ॥
কৃষ্ণের প্রাণের প্রিয়া হরি-প্রিয়তমা ।
কৃষ্ণের জীবনরূপা অতি মনোরমা ॥
শ্রীকৃষ্ণজীবনী নাম হইল স্বাধার ।
তাঁহার বন্দনা আমি করি বারবার ॥
এইরূপে স্তব করে দেব নারায়ণ ।
অকস্মাৎ তুলসীরে করিলা দর্শন ॥
যানিনী তুলসী দেবী অভিমানে কাঁদে ।
অবিলম্বে হরি তাঁরে নিজ বক্ষে বাঁধে ॥

অনন্তর ভারতীর ল'য়ে অনুমতি ।
 আপন ভবনে যান হৃষ্টচিত্তে অতি ॥
 তুলসী ও ভারতীতে হইল প্রণয় ।
 বরদানে সনাতন তুলসীয়ে কর ॥
 বিশ্বপূজ্যা হবে তুমি আমার বচন ।
 মন্তকে সকলে তোমা করিবে ধারণ ॥
 পূজনীয়া বন্দনীয়া হইবে সবার ।
 এই বর দিহু, শোক কর পরিহার ॥
 তুলসী হইলা তুষ্টা শ্রীবিষ্ণুর বরে ।
 সমাদরে সরস্বতী আলিঙ্গন করে ॥
 বৃন্দা বৃন্দাবনী আর বিশ্বের পাবনী ।
 বিশ্বের পূজিতা আর কৃষ্ণের জীবনী ॥
 পুষ্পসারা নন্দিনী এ তুলসী নামেতে ।
 যেই জন পূজা করে পবিত্র মনেতে ॥
 অশ্বমেধফলভাগী হয় সেই জন ।
 সার্থক হইবে তার জীবন-ধারণ ॥
 কার্তিকী পূর্ণিমা দিনে করিলে পূজন ।
 বিষ্ণুলোকে সেই জন করিবে গমন ॥
 তুলসী দেবীর পূজা করে যেই জন ।
 অবৃত গো-দান-ফল লভে সেই জন ॥
 পুত্রেহীন পুত্রে পায় তুলসী পূজিয়া ।
 পত্নীহীন জন পুনঃ লাভ করে প্রিয়া ॥
 রোগমুক্ত হয় রোগী, ভয় হয় দূর ।
 বন্ধুহীন জন বন্ধু লভয়ে প্রচুর ॥
 তুলসী দেবীর পূজা করে যেই জন ।
 সর্ব-পাপ-মুক্তি তার হইবে তখন ॥
 নারায়ণ কহে, শুন নারদ স্মজন ।
 তুলসীর স্তোত্রকথা করিহু কীর্তন ॥
 এক্ষণে শ্রবণ কর তুলসীর ধ্যান ।
 যেই জন শুনে সেই অতি গুণ্যবান ॥
 পূজনীয়া পুষ্পসারা শ্রীতুলসী সতী ।
 পবিত্ররূপিণী তিনি মনোহরা অতি ॥
 প্রজ্বলিত অগ্নিসম দগ্ধ করে পাপ ।
 দূর করে সর্বভয় ঘুচায় সন্তাপ ॥

তুলসী তাঁহার নাম নাহিক তুলনা ।
 শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া তাঁরে করি আরাধনা ॥
 সকলের প্রার্থনীয়া সন্তাপহারিণী ।
 বিশ্বের পাবনী ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী ॥
 তুলসীর স্তুতিপাঠ করি অবিরাম ।
 পূজাশেষে ভক্তিভরে করিবে প্রণাম ॥
 কহিলাম মনোহর তুলসী-আখ্যান ।
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান ॥

প্রকৃতিখণ্ডে ষাটখণ্ড অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অশ্বপতিব্রত প্রতি পবাক্ষরের উপদেশ, সাবিত্রীর
 ধ্যান ও পূজাবিধি ।

নারদ কহিলা, প্রভু, দেব নারায়ণ ।
 তুলসীর উপাখ্যান করিহু শ্রবণ ॥
 সাবিত্রীর উপাখ্যান কহ এইবার ।
 শুনিতে বাসনা বড় জাগিছে আমার ॥
 কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁরে করিল পূজন ।
 রূপা করি নারায়ণ করুন বর্ণন ॥
 নারায়ণ কহে, শুন নারদ স্মজন ।
 সর্ব-অগ্রে ব্রহ্মা তাঁরে করিল পূজন ॥
 তারপর দেবগণ পূজিল তাঁহারে ।
 অবশেষে জ্ঞানিগণ পূজিল মাতারে ॥
 সর্ব-অগ্রে অশ্বপতি পূজিল ভারতে ।
 ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ পূজে সেই মতে ॥
 এত শুনি জিজ্ঞাসিল নারদ স্মতি ।
 সাবিত্রীয়ে পূজা কবে কোন্ অশ্বপতি ॥
 নারায়ণ কহিলেন শুন মুনিবর ।
 অশ্বপতি-বার্তা আমি কহি অতঃপর ॥
 মদ্রদেশে রাজা ছিল, অশ্বপতি নামে ।
 তাঁর তুল্য রাজা নাহি ছিল ধরাধামে ॥
 ছিলেন নৃপতিবর প্রজানুরঞ্জন ।
 রাজ্যে তাঁর স্তখে ছিল যত প্রজাগণ ॥

পৃথ্বীসম ক্ষমাশীল, ধর্ম্যে ছিল মতি ।
 কর্ণের সমান গুণী দানশীল অতি ॥
 বৃহস্পতি সম বুদ্ধি ধরে মতিমান ।
 মদনের তুল্য কান্তি অতি রূপবান ॥
 শান্তশীল ধীর অতি কৃষ্ণ-পরায়ণ ।
 করুণা করেন তাঁরে দেবনারায়ণ ॥
 মালতী নামেতে পত্নী আছিল তাঁহার ।
 লক্ষ্মীর সমান রাজ্ঞী অতি চমৎকার ॥
 পতিপ্রেমে মত্ত সদা স্থলী মালতী ।
 গুণবতী নারী সেই অতি সাধা সতী ॥
 প্রাণসমা প্রিয়া নারী লভি মদ্রপতি ।
 মনের উল্লাসে তাঁর কাটে দিবা রাত্তি ॥
 পবন হুথেতে নৃপ থাকে নিজঘর ।
 কিন্তু এক ছুঃখে সদা বিষণ্ণ অন্তর ॥
 মহিষী ছিলেন বন্ধ্যা, সন্তান না হয় ।
 সেই হেতু নৃপতির মনে দুঃখ রয় ॥
 পুত্রের অভাবে রাণী ব্যাকুলিতা হন ।
 সে কারণে থাকে সদা বিষাদে মগন ॥
 আর কোন ছুঃখ নাই শুধু পুত্রহীন ।
 বিরলে বসিষা রাণী কাদে একদিন ॥
 সখীদল করে তারে সান্ধনা প্রদান ।
 তবু শান্ত নাহি হয় মালতীর প্রাণ ॥
 চিন্ত নাহি স্থির তার কোনমতে হয় ।
 সহসা নৃপতি সেথা হইলা উদয় ॥
 মহিষীর সেই ভাব করি দরশন ।
 মধুর বচনে তার জিজ্ঞাসে কারণ ॥
 কেন প্রিয়ে মিছে ভুগি করিছ বোদন ।
 পূর্বের তোমা দেখি নাই বিষণ্ণ এমন ॥
 ঘৃণা নিবেছ শয্যা ভূমিতলে লীন ।
 কাকনবরণ দেহ হযেছে মলিন ॥
 অঙ্গে নাহি অলঙ্কার মলিন বসন ।
 বল প্রিয়ে এত দুঃখ কিসের কাবণ ॥
 তোমার কারণে আমি অসাধ্য সাধিব ।
 যদি হয় প্রয়োজন স্বর্ণ আনি দিব ॥

না কান্দ না কান্দ সতী মম বাক্য ধর ।
 দুঃখ ভুলি ধূনী মনে শয্যা ত্যাগ কর ॥
 তোমার মনের কথা না বলিবে যদি ।
 কাটাঁইব আমি কাল দুঃখে নিরবধি ॥
 এত বলি মদ্রপতি রাণীকে ধরিয়া ।
 বসান নিজের পাশে আদর করিয়া ॥
 সমাদরে তুষ্ট রাণী হইলা যখন ।
 মধুর বচনে রাজা জিজ্ঞাসে তখন ॥
 কহ কহ প্রাণাধিকে, কিসের কারণ ।
 হেরিতেছি তব আজি বিষণ্ণ বদন ॥
 তব হেতু সিংহাসন পারি ত্যজিবারে ।
 জীবন দানিতে পারি কহিনু তোমারে ॥
 নৃপতির হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 ধীরে ধীরে মহারাণী কহিলা তখন ॥
 শুন প্রভু কহি আমি দুঃখ বিবরণ ।
 রাজ্যে কিংবা ধনরত্নে নাহি প্রয়োজন ॥
 একমাত্র পুত্র মোর মনেতে কামনা ।
 ইহা ছাড়া অন্য কোন নাহিক বাসনা ॥
 আমি অতি মন্দমতি বন্ধ্যাদোষধারী ।
 সে কারণ দুঃখ মোর পাঁসুরিতে নারি ॥
 বুখাই আমারে প্রভু সান্ধনা-প্রদান ।
 পুত্রহীনা অভাগীর বুখা এই প্রাণ ॥
 মহিষীর বাক্য শুনি দুঃখ উপজিল ।
 বৃকেতে লইয়া রাজা প্রবোধ দানিল ॥
 অতঃপর মালতী ও রাজা অশ্রুপতি ।
 বশিষ্ঠ গুরুর কাছে যাব নীত্র গতি ॥
 গুরুরূপে প্রণাম করি নৃপতি তখন ।
 মনের সকল দুঃখ করে নিবেদন ॥
 রাজ্যে বশিষ্ঠ তবে উপদেশ দিল ।
 সাবিত্রী আরাধনা করিতে বলিল ॥
 মালতী শুনিয়া তাহা ভাবে মনে মনে ।
 সাবিত্রীর ধ্যানে আমি বাইব কাননে ॥
 রাজার সকাশে তাই মাগে অনুমতি ।
 আজ্ঞা দাও বাই বনে ওহে নরপতি ॥

আজ্ঞা পেয়ে সতী তবে গেল তপোবন ।
 ভক্তিতরে সাবিত্রীর করে আরাধন ॥
 এইরূপে বহুকাল বিগত হইল ।
 সাবিত্রীর কৃপা লাভ তবু না ঘটিল ॥
 অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ হয় কলেবর ।
 মালতী ফিরিয়া আসে পুনঃ নিজ ঘর ॥
 ছুঃখিতা হেরিয়া তারে রাজা অস্থপতি ।
 মধুর প্রবোধ বাক্যে কহে তাঁর প্রতি ॥
 রাণী তুমি শান্ত হও না কর ক্রন্দন ।
 কাননেতে আমি নিজে করিব গমন ॥
 তারপর নৃপবর ভক্তি-সহকারে ।
 সাবিত্রী-পূজিতে যায় পুষ্করের ধারে ॥
 এক শত বর্ষ ক্রমে বিগত হইল ।
 অকস্মাৎ দৈববাণী শ্রবণে পশিল ॥
 শুন শুন নৃপবর বচন আমার ।
 করহ গায়ত্রী জপ দশ লক্ষ বার ॥
 দৈববাণী শুনি রাজা আনন্দিত মন ।
 গায়ত্রীর মন্ত্র জপে হইলা মগন ॥
 হেনকালে আসে সেথা মুনি পরাশর ।
 ভূপতি হেরিয়া তাঁরে প্রণমে সত্বর ॥
 মুনিবর জিজ্ঞাসেন শুন হে রাজন্ ।
 কাননের মাঝে আছ তুমি কি কারণ ॥
 মদ্ররাজ বলে আমি তনয়ের তরে ।
 সাবিত্রী পূজায় আসি কানন ভিতরে ॥
 মুনিবর কহে তবে শুনহ ধীমান্ ।
 স্নান করি শুভ্র বস্ত্র কর পরিধান ॥
 ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ কর অতঃপর ।
 তাহাতে হইবে শুদ্ধ তোমার অন্তর ॥
 গায়ত্রীর জপ কর দশলক্ষ বার ।
 সাবিত্রী-দর্শন তবে হইবে তোমার ॥
 সন্ধ্যাপূজা যেই নাহি করে অনিবার ।
 দ্বিজকার্য্যে অধিকার নাহিক তাহার ॥
 বারেক গায়ত্রী জপে দিনকৃত পাপ ।
 নিশ্চিত হইবে দূর যত মনস্তাপ ॥

দশবার যেই জন গায়ত্রী জপিবে ।
 দিন ও রাত্রির পাপ ধ্বংস হইবে ॥
 মাসের অর্জিত পাপ বাষ শত জপে ।
 লক্ষ জপ বিনাশয়ে জন্মার্জিত পাপে ॥
 ত্রিজন্ম-অর্জিত পাপ দূরীকৃত হয় ।
 দশ লক্ষ জপে যেই গায়ত্রী নিশ্চয় ॥
 গায়ত্রী জপিবে যদি শতলক্ষ বার ।
 সর্বজন্মার্জিত পাপ দূর হবে তার ॥
 দশ শত লক্ষ জপ বিপ্র যদি করে ।
 মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত সাবিত্রীর বরে ॥
 সাপের ফণার মত হাতটি করিয়া ।
 ঈষদবনত শিরে নথন মুদিয়া ॥
 পূর্বমুখ হৈয়া জপ অবশ্য করিবে ।
 গায়ত্রীজপের তবে সফল হইবে ॥
 অনামিকা-মধ্য পর্ব প্রথমে ধরিয়া ।
 অধোদেশে অবতরি বামাবৰ্ত্ত হৈয়া ॥
 তর্জনির মূল-তক করিবে ভ্রমণ ।
 দশবার জপ তাহে জানিবে রাজন্ ॥
 শ্বেত পদ্মবীজ কিংবা স্ফটিকের মালা ।
 সংস্কার করিয়া জপ করিবে নিরালা ॥
 সপ্ত অঙ্কথের পাত্রে স্থাপন করিয়া ।
 গোরোচনা স্নান হবে গায়ত্রী জপিযা ॥
 শতবার গায়ত্রীর জপ যে করিবে ।
 এভাবে মালায় তবে সংস্কার হইবে ॥
 পঞ্চগব্য দিয়া কিংবা গঙ্গাজল দিয়া ।
 মালাকে লইবে পাপ মুক্ত করিয়া ॥
 অতঃপর জপিবেক দশ লক্ষ বার ।
 তিন জন্ম পাপ হৈতে পাইবে উদ্ধার ॥
 নিশ্চিত জানিবে তুমি জপিলে গায়ত্রী ।
 অতঃপর দরশন দিবেন সাবিত্রী ॥
 নিত্য সন্ধ্যাবিহনেতে অশুচি হইবে ।
 কোন কার্য্যে অধিকারী নহে সে জানিবে ॥
 কোন কার্য্যে কোন ফল পাবে না নিশ্চয় ॥
 সন্ধ্যাহীন দ্বিজবর শূদ্রতুল্য হয় ॥

তিন সন্ধ্যা উপাসনা যাবৎ জীবন ।
 ভক্তিসহকারে যদি করে কোন জন ॥
 মহাতেজী সেইজন সূর্যের সমান ।
 জীবন্যুক্ত হয় সেই মহা পুণ্যবান ॥
 সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণের পড়িলে চরণ ।
 পবিত্র হইবে তীর্থ শাস্ত্রের বচন ॥
 সন্ধ্যাপূজা নাহি করে যে সব ব্রাহ্মণ ।
 বিমুখ তাদের প্রতি পিতৃ-দেবগণ ॥
 বিষ্ণুমন্ত্র একাদশী-বিহীন যে জন ।
 হরিকে না নিবেদিয়া করেন ভোজন ॥
 যে ব্রাহ্মণ দৌত্য কিংবা বৃত্তি রজকের ।
 গ্রহণ করেছে কিংবা বাহক বুঝের ॥
 শূদ্র অন্নভোজী কিংবা শূদ্রশবদাহী ।
 শূদ্রা পত্নী যার কিংবা শূদ্রপ্রতিগ্রাহী ॥
 শূদ্রযাজী, সূপকার কিংবা অসিজীবী ।
 অবীরামভোক্তা কিংবা হয় মসীজীবী ॥
 হরিনাম বিজ্ঞী আর কণ্ঠা বিজ্ঞী করে ।
 ভগজীবী যে ব্রাহ্মণ হয় এ-সংসারে ॥
 অথবা বিক্রেতা যদি দুগ্ধের ব্রাহ্মণ ।
 মৎস্তাহারী দ্বি-আহারী হয় অভাজন ॥
 দেবাদি পূজায় যার নাহিক উৎসাহ ।
 বিপ্র সেই নাহি রম্য জান নিঃসন্দেহ ॥
 নির্বিষ সর্পের মত সেই সে ব্রাহ্মণ ।
 ব্রাহ্মণ্যবিহীন হয় সেই অভাজন ॥
 এত বলি যুনিবর সন্তাষি রাজ্যায় ।
 সাবিত্রী-পূজার বিধি কহিলেন তায ॥
 সমুদয় শিখাইয়া তবে যুনিবর ।
 স্বস্থানে প্রস্থান করে হরিষ অন্তর ॥
 যথাবিধি সাবিত্রীকে পূজিয়া রাজন্ ।
 তুষ্ট করি বরলাভ করিল ব্রাহ্মণ ॥
 এত যদি বলিলেন দেবনারায়ণ ।
 সতত্ত্বি বিনয়ে কহে নারদ তখন ॥
 কিবা ধ্যান কিবা বিধি কিবা মন্ত্র তার ।
 দয়া করি বল দেব সাবিত্রী পূজার ॥

শ্রীত হ'য়ে নারদে বলে নারায়ণ ।
 বিশদ ভাবেতে বলি শোন দিয়া মন ॥
 শুদ্ধকালে ত্রৈলোক্যমাসে কৃষ্ণপক্ষ যবে ।
 ত্রয়োদশী দিনে ত্রতী স্তবসংঘত হবে ॥
 চতুর্দশী দিবসেতে ভক্তিয়ুক্ত মন ।
 করিবে শ্রীসাবিত্রীর ত্রত-আচরণ ॥
 চতুর্দশ নৈবেদ্য ও চতুর্দশ ফল ।
 পুষ্প ধূপ বস্ত্র আদি অর্পণে সকল ॥
 আত্মশাখা ঘটোপরি করিয়া স্থাপন ।
 সূর্য্য অগ্নি দেবগণে কর আবাহন ॥
 সাবিত্রীর ধ্যান স্তোত্র কহিব এখন ।
 সর্বকামপ্রদ মন্ত্র করহ শ্রবণ ॥
 ষাঁহার বর্ণের প্রভা কাঞ্চন সমান ।
 ত্রক্ষতেজে প্রজ্জ্বলিতা শুন মতিমান ॥
 গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নসূর্য্য-সম জ্যোতিঃ ষাঁর ।
 রত্নে বিভূষিতা যিনি অতি চমৎকার ॥
 পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র অগ্নির মতন ।
 স্তপ্রসন্ন্য যিনি সদা সহাস্তবদন ॥
 বিশ্বের বিধানকর্ত্তা ত্রক্ষার কামিনী ।
 বেদ-অধিষ্ঠাত্রী যিনি শাস্ত্র-স্বরূপিণী ॥
 শাস্ত্রমুর্ত্তি মনোহর সম্পদদায়িনী ।
 বেদবীজস্বরূপিণী সদা হন যিনি ॥
 বেদের জননী যিনি মাতা সর্বাংকার ।
 সেই সাবিত্রীকে আমি ভজি বারবার ॥
 এইরূপে সাবিত্রীর করি পূজাধ্যান ।
 নিজের মন্তকে পুষ্প করিবে প্রদান ॥
 এইরূপ বিধিযতে ভক্তিসহকারে ।
 দেবীরে করিবে পূজা ঘোড়শোপচারে ॥
 তিন সন্ধ্যা স্তব পাঠ করে যেই জন ।
 বেদপাঠ ফল পাষ শাস্ত্রের বচন ॥

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্বিংশ অধ্যায়

সাবিত্রীদেবী কর্তৃক বাক্য অশ্বপতিকে বব দান ও
সাবিত্রীর উপাখ্যান ।

নারায়ণ কহে, শুন নারদ মুজ্ঞন ।
অশ্বপতি সাবিত্রীর করিলা পূজন ॥
বিধিমাতে পূজা স্তব পাঠ করি শেষে ।
দেবীর দর্শন রাজা পান অবশেষে ॥
সহস্র সূর্য্যের সম রূপ জ্যোতির্ময় ।
যুহু যুহু হাসি দেবী নৃপতিরে কয় ॥
শুন শুন নৃপবর, জানি আমি সব ।
কি কারণ কর ভূমি মোর পূজা স্তব ॥
ভূমি কিবা চাহ তব পত্নী কিবা চায় ।
তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিব দ্বরায ॥
তব পত্নী করিতেছে কন্যার কামনা ।
পুত্রে লাগি ভূমি নিজে করিছ প্রার্থনা ॥
তোমাদের উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবে ।
উভয়ের অভিলাষ পূরাইব তবে ॥
এই কথা বলি দেবী ব্রহ্মলোকে যান ।
অশ্বপতি স্বস্থানেতে করিল প্রস্থান ॥
সহস্র অন্তরে নৃপ রাজ্যে ফিরে আসে ।
আনন্দে কাটায় দিন স্বীয় গৃহবাসে ॥
যথাকালে পত্নী তার গর্ভবতী হৈল ।
সর্ব্বকলেবরে তার লক্ষণ ফুটিল ॥
দশ মাস দশ দিন করিয়া ধারণ ।
প্রসবিলা রাণী এক তনয়া রতন ॥
অতিশয় স্থলক্ষণা কন্যা জন্মে তাঁর ।
লক্ষ্মী-ঈশ্বরভূতা কন্যা অতি চমৎকার ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা চন্দ্রকলা-সম ।
সাবিত্রী হইল নাম অতি মনোরম ॥
বাল্যকাল ক্রমে ক্রমে অতিক্রান্ত হয় ।
নবীন যৌবন ক্রমে হইল উদয় ॥
কালক্রমে হয় কন্যা রূপসী যুবতী ।
রূপেতে লক্ষ্মীর সম গুণে সরস্বতী ॥

কন্যার যৌবন দেখি নৃপতি তখন ।
উপযুক্ত পাত্রহেতু চিন্তাশ্রিত মন ॥
স্থানে স্থানে নানা দূত পাঠায় নৃপতি ।
কোথায পাইবে কন্যা সাবিত্রীর পতি ॥
সখীর সাহায্যে তবে সাবিত্রী হৃন্দরী ।
পিতারে জানায় কন্যা অভিলাষ তারি ॥
শ্রবণ করহ পিতা আমার বচন ।
নানা দেশে আমি নিজে করিব ভ্রমণ ॥
স্বয়ম্বর হব আমি, পাত্র নির্বাচন ।
নিজেই করিব পিতা, শুনহ বচন ॥
আমার মনের কথা কহিহু তোমারে ।
বিবাহ এরূপ ছাড়া না করিব কারে ॥
শুনিবা কন্যার বাক্য ভূপতি তখন ।
সাবিত্রীরে অনুমতি দিলেন রাজন ॥
পাইবা পিতার আজ্ঞা সাবিত্রী হৃন্দরী ।
সখিদলবলসহ আয়োজন করি ॥
চলিল আপনি সতী স্বামী নির্বাচনে ।
ভ্রমিল কতই দেশ নগরে-বিজনে ॥
কিন্তু না পাইল কন্যা পছন্দ মতন ।
পাত্র তার কোথাও না হৈল নির্বাচন ॥
অন্তরে ভাবিয়া কন্যা বড়ই বিষাদ ।
সখীকে ডাকিয়া বলে স্বীয় মনোসাধ ॥
তোমরা কিরিয়া সব যাও নিজ ঘর ।
পিতারে বলিবে মোব না মিলিল বর ॥
আমার জীবন বুঝি হইল বিফল ।
কিরিয়া না যাব ঘরে কহিহু সকল ॥
সখীরা সকলে মিলি প্রবেশিল তারে ।
পরে ল'য়ে যায় তারে তপোবন-ধারে ॥
দেখিল সেখায় কত আছে যোগিজ্ঞন ।
আপন মনেতে করে ঈশ্বর-চিন্তন ॥
মনোমত পতি সেখা পাবে না জানিবা ।
সখী সহ ফিরে কন্যা বিফল হইবা ॥
তপোবন হৈতে কন্যা যায় অন্তঃপর ।
সখিদলবলসহ অরণ্য প্রান্তর ॥

সহসা হইল কহা অচেতনপ্রায় ।
কিবা সে দেখিল, কেহ না জানিল হায় ॥
অত্যন্ত ব্যাকুল হৈবা পড়ে সহচরী ।
সাবিত্রীয়ে শোষাইল করি ধরাধরি ॥
বসনে ব্যজন করে হইবা অধীর ।
অঞ্চলে ছিটায় জল মুখে সাবিত্রীর ॥
সহচরীদের যত্নে সাবিত্রী তখন ।
মেলিল নয়ন আর লভিল চৈতন ॥
সখীর এহেন ভাব দরশন করি ।
আনন্দে অধীর হন যত সহচরী ॥
জিজ্ঞাসে তখন সখী বল কি কারণ ।
সহসা চেতনহারা হইলা এমন ॥
সাবিত্রী কহেন শুন ওগো সহচরি ।
মনোহর রূপ কিবা দরশন করি ॥
নবীন যুবক এক রূপের কি ছটা ।
পাষণ উপরে বসে, শিরে শোভে জটা ॥
তাপসের বেশ বটে কিন্তু মনে হয় ।
রাজার নন্দন কোন হইবে নিশ্চয় ॥
অপূর্ব ভাব রূপ করি দর্শন ।
সংযত বাঞ্ছিতে নারি আপনার মন ॥
শুন সহচরী সব তোমা সবা বলি ।
ইহারেই মনপ্রাণ অর্পিনু সকলি ॥
কোন কুণে জন্ম তার চিন্তা নাহি করি ।
মনে মনে ইহারেই স্বামীরূপে বরি ॥
শুনিয়া সাবিত্রী-বাক্য বলে সহচরী ।
তোমার বচন সখী মানিতে না পারি ॥
তুমি তো রাজার কন্যা নবীন যুবতী ।
তাহাতে দেখিতে তুমি অতি রূপবতী ॥
কি হৃন্দর বেণী শোভে মস্তকে তোমার ।
জটাভূষণাবী হয় তাপসকুমার ॥
ভগ্নমাথা দেহ গলে রুদ্ধাক্ষের মালা ।
এমন পাত্রেই কেন বরিষাছ বালা ॥
অতএব শুন সখি বাহা পরিহারি ।
অস্ত্র পাত্র অহেযণে চল হরা কবি ॥

এইরূপ তপস্বীরে করিলে বরণ ।
পিতামাতা হবে তব বিষাদে মগন ॥
সখীদের কথা শুনি সাবিত্রী হৃন্দরী ।
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে শোন সহচরী ॥
বারণ না কর মোরে করি গো মিনতি ।
মনে মনে ববিষাছি, ইনি মোর পতি ॥
ভুলিতে তাহারে আমি না পারিব কভু ।
জীবনে মরণে হন ইনি মোর প্রভু ॥
কে জানে কপালে কি যে রয়েছে লিখন ।
জানি না করিবে কিনা আমারে গ্রহণ ॥
এত বলি সখী সহ সাবিত্রী তখন ।
উপনীত হয় আসি যুবরাজ সদন ॥
বিনয় করিয়া কহে তাহার গোচর ।
কিবা নাম কার পুত্র কোথা তব ঘর ॥
মধুর বচনে তবে যুবা মতিমান ।
আপনার পরিচয় করিল প্রদান ॥
রাজা দ্যুমৎসেন হন অতি ভাগ্যহীন ।
জ্ঞাতিদের বঞ্চনায় দুঃখে কাটে দিন ॥
তার পুত্র সত্যবানু আমি অভাজন ।
ভাগ্যদোষে নিরন্তর ঘুরি বনে বন ॥
পিতামাতা বৃদ্ধ অতি বনেতে নিবাস ।
দুঃখের জীবন অতি কর গো বিষাস ॥
এবে কন্যা বল শুনি তব পরিচয় ।
জানিতে আমার বড় কুতূহল হয় ॥
সত্যবানু-কথা শুনি এক সহচরী ।
অতি পুলকিত মনে কহে হান্ত করি ॥
অশ্বপতি নামে রাজা বিদিত ভুবন ।
সাবিত্রী ইহার কন্যা জানে সর্বজন ॥
রূপে-গুণে সর্বভাবে অতি স্নেহলক্ষণ ।
জগতে ইহার আর নাহিক তুলনা ॥
স্বয়ংবরা হইবেন ভাবি মনে মনে ।
অমিহেন দেশময় নগরে বিজনে ॥
শুনিয়া যুবক মনে হয় উল্লসিত ।
সাবিত্রীর রূপ হেরি হইল যোহিত ॥

অতীব বিষাদে তাই বিদায় দানিল ।
 সাবিত্রী সখীরা মিলি গৃহেতে ফিরিল ॥
 এক সহচরী গিয়া রাণীর নিকটে ।
 ভ্রমণের সব কথা বলে অকপটে ॥
 সবশেষে নিবেদিল মহারাণী প্রতি ।
 যেভাবে সাবিত্রী বরে অপরূপ পতি ॥
 সত্যবান্ ব্যতিরেকে অল্প কোন জনে ।
 স্বামীরূপে কহা তার নাহি ভাবে মনে ॥
 শুনিয়া সখীর কাছে সব বিবরণ ।
 অবিলম্বে আসে রাণী পতির সদন ॥
 আসিয়া পতির পাশে রাণী অতঃপর ।
 বিস্তারিষা সব কথা কহিল সহর ॥
 রাণীমুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
 অস্থপতি হইলেন উল্লসিত মন ॥
 রাণীরে সম্বোধি কহে মধুর বচন ।
 সত্যবানে কহা আমি করিব অর্পণ ॥
 এত বলি নৃপবর পুলকিত মনে ।
 বিবাহের আয়োজন করেন যতনে ॥
 হেনকালে দেবঋষি করে আগমন ।
 মুনিরে দেখিষা রাজা আনন্দিত মন ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া দেন আসন তাঁহারে ।
 কুশল শুধান মুনি মদ্র নৃপবরে ॥
 বন্দনা করিষা কহে মদ্র অধিপতি ।
 তব কৃপাবশে শুভ ওহে মহামতি ॥
 অন্তর্যামী তুমি ঋষি ব্যক্ত চরাচরে ।
 নিবেদন করি এক তোমার গোচরে ॥
 সাবিত্রী নন্দিনী মম জীবনের ধন ।
 গিয়াছিল সখী সহ গহন কানন ॥
 সত্যবান্ নামে তথা নৃপের কুমার ।
 পিতা মাতা সহ আছে বনের মাঝার ॥
 শুনিলাম ওহে ঋষি যুবা মনোহর ।
 তাহার রূপেতে মুগ্ধ দেবতা-নিকর ॥
 এত শুনি দেবঋষি কহিলেন তাঁরে ।
 শুন শুন নৃপবর বলি হে তোমাৰে ॥

শুনিবাছ বাহা ভূমি সত্য বটে হব ।
 কানন-মাঝারে তারা আছে হুনিশ্চয় ॥
 সত্যবান্ ধর্ম্মনিষ্ঠ অতীব হুজন ।
 দ্রামত্সেন নৃপতির প্রাণের নন্দন ॥
 অদ্বিতীয় সেই যুবা রূপে আর গুণে ।
 তুলনা তাহার না ই মিলে জিভুবনে ॥
 জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী জানে সর্বজন ।
 সত্যধর্ম্মে অনুগত সন্যাস তার মন ॥
 রাজ্যধন জ্ঞাতিদের করিয়া প্রদান ।
 পিতৃ-মাতৃসহ করে বনে অবস্থান ॥
 ভোগহুত ইচ্ছা তার অন্তবেতে নাই ।
 তাপসের বেশে এবে ভ্রমিছে সদাই ॥
 কি কারণে নৃপবর বলহ এখন ।
 জিজ্ঞাসিলা তার কথা আমার সদন ॥
 ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 মদ্ররাজ ধীরে ধীরে করে নিবেদন ॥
 তব পাশে ঋষিবর কি আছে গোপন ।
 বলিতেছি সব কথা করহ শ্রবণ ॥
 সত্যবানে দেখি সেখা আমার নন্দিনী ।
 প্রাণে মজ্জেছে তায় ওহে মহামুনি ॥
 এখন উচিত কিবা কহ মহাত্মন ।
 তাপসেরে দিব কি না তনয়া-রতন ॥
 এত শুনি শ্রীনারদ দুঃখিত অন্তর ।
 কহিলেন ধীরে ধীরে শুন নৃপবর ॥
 উপযুক্ত পাত্র বটে সেই সত্যবান্ ।
 কিন্তু এক কথা বলি শুন মতিমান্ ॥
 অনুমতি দিতে আমি ইহাতে না পারি ।
 অল্প পাত্রের কণ্ঠাদান করহ বিচারি ॥
 আজি হৈতে যেই দিন বর্ষ পূর্ণ হবে ।
 সেইদিন সত্যবান্ নিশ্চয় মরিবে ॥
 বিধবা হইবে তব সাবিত্রী-রতন ।
 অতএব হেন কাজ না কর কখন ॥
 এত শুনি অস্থপতি ভাসিল চিন্তায় ।
 নয়নেব নীরে তাঁর বক্ষ ভাসি যায় ॥

সাবিত্রী দাঁড়ায়ে ছিল আড়ালে তখন ।
 যুগ্মভাবে মূনিবরে করে সম্বোধন ॥
 শুন শুন মম বাক্য ওহে ঋষিবর ।
 অল্প-আয়ু যদি সেই পুরুষ-প্রবর ॥
 তথাপি অন্তরে তাঁরে বরিয়াছি আমি ।
 জীবনে মরণে মম সত্যবান্ স্বামী ॥
 এত শুনি দেব-ঋষি সম্বোধি রাজনে ।
 কহিলেন কহা দান কর সত্যবানে ॥
 বিধাতা নিশ্চয় তব সাধিবে কল্যাণ ।
 এত বলি ঋষিবর করিলা প্রশ্নান ॥
 অতঃপর রাজা কবে বিভা-আয়োজন ।
 সাবিত্রী সহিতে করি রথে আরোহণ ॥
 পুরোহিত সঙ্গে নৃপ দ্রুতগতি চলে ।
 উপনীত-হন আসি সেই বনস্থলে ॥
 সত্যবান্-পিতৃপাশে করিষা গমন ।
 কহিলেন অশ্বপতি ওহে মহাঅনু ॥
 মম কহা বরিষাছে তোমার নন্দনে ।
 তাই আসিয়াছি এবে তব তপোবনে ॥
 সত্যবানে কহা মোর করিব অর্পণ ।
 আসিয়াছি তোমা পাশে তাহার কারণ ॥
 তা' শুনি দ্রুমৎসেন নৃপতিরে কয় ।
 রাজ্যভ্রষ্ট অন্ধ আমি জান মহাশয় ॥
 দারা পুত্র সহ বনে করি নিবসতি ।
 তুমি রাজচক্রবর্তী ওহে মহামতি ॥
 তোমার কহার যোগ্য নহে সত্যবান্ ।
 অতএব অশ্ব পাত্র করহ সন্ধান ॥
 ইহা শুনি অশ্বপতি মন্ত্ররাজে কয় ।
 অতি গুণবান্ জানি তোমার তনয় ॥
 সুখ-দুঃখ দিবারাত্রি ঘুরিছে সংসারে ।
 তাহাতে কাতর নাহি হইও অন্তরে ॥
 বসতি করিছ আজি এই তপোবনে ।
 বসিতে পারহ কালি রাজ-সিংহাসনে ॥
 অতএব শুন বাক্য, না কর চিন্তন ।
 সত্যবানে কহা আমি করিব অর্পণ ॥

এর পর উভয়েই হয় আনন্দিত ।
 শুভকার্য সম্পাদন করে বিধিমত ॥
 তপোবনে সাবিত্রীরে রাখিয়া তখন ।
 অশ্বপতি নিজরাজ্যে করিলা গমন ॥
 মনোমত পতি পেয়ে সাবিত্রী হৃন্দরী ।
 মনের হৃথেতে রহে দিবা-বিভাবরী ॥
 শঙ্কর-শাশুড়ী-সেবা করে নিরন্তর ।
 পতিসেবা করে সতী পুলক অন্তর ॥
 দিবস রজনী হৃথে কাটে অতিশয় ।
 তবু নারদের বাক্যে মনে জাগে ভয় ॥
 পতি-পরমাযু সতী দিন দিন গণে ।
 দুঃখ ব্যথা সগোপনে রাখে নিজ মনে ॥
 তিন দিন মাত্র আয়ু যখন থাকিল ।
 সাবিত্রীর ত্রুত সতী আরম্ভ করিল ॥
 বিধিমতে করে পূজা সাবিত্রী তখন ।
 সেই মূর্তি ধ্যান করে হৃৎষে একমন ॥
 বরষ সম্পূর্ণ পরে যে দিবস হয় ।
 সাবিত্রী হইল অতি শোকার্ত-হৃদয় ॥
 সেই দিন সত্যবান্ লইয়া কুঠার ।
 কাঠ আনিবারে চলে বনের মাঝার ॥
 সাবিত্রী ভাবিছে মনে শেষ হ'ল দিন ।
 নিশ্চয় হইব আমি আজ পতিহীন ॥
 এত ভাবি শৃঙ্গুরেরে করি সম্বোধন ।
 বিনয়-বচনে সতী কহিছে তখন ॥
 একাকী তোমার পুঞ্জ চলেছে কাননে ।
 অনুমতি দেহ মোরে বাই তাঁর সনে ॥
 রাজা বলে একি শুনি অদ্ভুত বচন ।
 কুলবধু হৈয়া বাবে নিবিড় কানন ॥
 কিছুতে বারণ নাহি শুনে গুণবতী ।
 অগত্যা চলিল শেষে লৈয়া অনুমতি ॥
 পতিসনে বনমাধ্যে করিল গমন ।
 সত্যবান্ দেখি তারে কহেন তখন ॥
 শুন শুন গুণবতি আমার বচন ।
 কালিমা-মলিন হেরি তোমার বদন ॥

আহা মরি হৈয়া তুমি রাজার নন্দিনী ।
 কত কষ্ট মোর লাগি পাইতেছ ধনি ॥
 এই স্থানে তরুমূলে থাকহ এখন ।
 তোমারে করিবে রক্ষা বনদেবীগণ ॥
 কাষ্ঠ হেতু যাই আমি বনের ভিতর ।
 পুনরায় তোমা পাশে আসিব সত্তর ॥
 এত বলি সত্যবান্ কাষ্ঠ আনিবারে ।
 চলি গেল দ্রুতগতি কানন-মাঝারে ॥
 বৃক্ষের উপরে গিয়া উঠিল সত্তর ।
 কাটিতে কাটিতে কাষ্ঠ হইল কাতর ॥
 ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া করে আক্রমণ ।
 সাবিত্রী-সকাশে দ্রুত করে আগমন ॥
 সাবিত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া তখন ।
 দেখিতে দেখিতে ক্রমে হয় অচেতন ॥
 তখন অন্তরে ভাবে সাবিত্রী স্তম্ভরী ।
 ফলিল নারদ-বাক্য হাষ কিবা করি ॥
 অকালে বৈধব্য-দশা ঘটিল আমার ।
 এখন উপায় কিছু নাহি দেখি আর ॥
 সাবিত্রী করিল তবে অনেক রোদন ।
 যুত্ব কালকষ্টা তথা করে আগমন ॥
 সত্যবান্ প্রাণত্যাগ করিল সত্তর ।
 ছুই যমদূত সেথা আসে ভয়ঙ্কর ॥
 দেখিল আসিয়া দূত সাবিত্রী স্তম্ভরী ।
 বিরস বদনে আছে পতি কোলে করি ॥
 যমদূত সেই দৃশ্য করি দরশন ।
 শূন্যহাতে যায ফিরে যমের সদন ॥
 বিনয়-বচনে কহে করি ঘোড়কর ।
 শুন শুন নিবেদন ওহে দণ্ডধর ॥
 গিষাছিনু মোরা সব আদেশ-পালনে ।
 আনিতে নারিনু কিন্তু সেই সত্যবানে ॥
 পরশিয়া আছে পতি সাবিত্রী স্তম্ভরী ।
 ভয়ে মোরা দেহ তার পরশিতে নারি ॥
 দূতমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 যমরাজ দ্রুত সেথা করে আগমন ॥

দেখিয়া সাবিত্রী বলে তুমি কোন্ জন ।
 ধর্মরাজ বলে, আমি সবার শমন ॥
 রাজপুত্র সত্যবান্ জানি তব স্বামী ।
 কালপূর্ণ হ'ল তার ল'য়ে যাব আমি ॥
 শুনিয়া সাবিত্রী কহে যে আশ্রা তোমার ।
 বিধির নির্বন্ধ লজ্জে শক্তি আছে কার ॥
 মায়াতে মোহিত সব, কেবা কার পতি ।
 সত্য আর ধর্ম মাত্র অখিলের গতি ॥
 এতেক কহিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে ।
 করঘোড়ে রহিলেন যম বিভ্রমানে ॥
 সত্যবান্ পাশে আসি যমরাজ তার ।
 শরীর হৈতে বার করে চমৎকার ॥
 অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা ক্ষুদ্রতম অতি ।
 তাহা লৈয়া যমরাজ চলে শীত্ৰগতি ॥
 এতেক হেরিয়া সতী শোকাহিত মন ।
 নীরবে যমের সাথে করিল গমন ॥
 সাবিত্রী চলিল-যমরাজের পশ্চাতে ।
 যেখানেতে যম যায়, যায সাথে সাথে ॥
 হেরিয়া পশ্চাতে তারে সর্বিস্থয়ে যম ।
 কহিলা অনেক কথা অতি মনোরম ॥
 শুন শুন সতি, তুমি আস কি কাবণ ।
 অতি শীত্র কর তব গৃহেতে গমন ॥
 মানুষের দেহ নিষা যাইবে কোথায ।
 এই দেহে যমপুরে কেহ নাহি যায ॥
 পতিসহ গমনের ইচ্ছা যদি ধর ।
 নশ্বর এ দেহ তুমি আগে ত্যাগ কর ॥
 ভোগকাল পরিপূর্ণ তোমার পতির ।
 তার লাগি মিথ্যা কেন হ'তেছ অধীর ॥
 আপনার কর্মফল পাইবে এখন ।
 তাই তারে ল'য়ে যাই আপন ভবন ॥
 যেরূপ যে কর্ম করে পায় সেই ফল ।
 কর্মফল ভোগ করে প্রাণীরা সকল ॥
 জীবগণ ইন্দ্রে হয় নিজ কর্মফলে ।
 ব্রহ্মাপুত্র হয় তারা নিজ কর্মফলে ॥

স্বীয় কর্মফলে হয় শ্রীহরির দাস ।
কর্মফলে পূর্ণ হয় জীব-অভিলাষ ॥
অমরত্ব সিদ্ধি আর যুক্তি-চতুষ্টয় ।
কর্মফলে লাভ করে জীব সমুদয় ॥
ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ কর্মফলে হয় ।
শ্লেচ্ছ লভিবে কর্মে নাহিক সংশয় ॥
শৈল বৃক্ষ পশু পক্ষী জঙ্গম স্থাবর ।
কৃমি সর্প বক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিম্বর ॥
কুম্ভাণ্ড বেতাল প্রেত ডাকিনী দানব ।
নিজ কর্মফলে হয় যতেক মানব ॥
পুণ্যবান্ মহাপাপী নিজ কর্মে হয় ।
কর্মফল ভোগ করে প্রাণী সমুদয় ॥
নরকেতে যায় লোক কর্ম-অনুসারে ।
কর্মফলে যায় সবে স্বর্গের মাঝারে ॥
প্রাণিগণ নিজ নিজ কর্ম-মহিমায় ।
ইন্দ্রলোকে চন্দ্রলোকে সূর্যালোকে যায় ॥
কেহ হয় চিরজীবী কেহ অল্পপ্রাণ ।
কোটি কল্প আয়ু হয় কর্মের বিধান ॥
ক্ষণমাত্র আয়ু হয় কর্ম-নিবন্ধন ।
কর্মের ফলেতে হয় গর্ভেতে মরণ ॥
মহাতত্ত্ব তব কাছে করিহু কীর্তন ।
বুধা কেন তবে সতী করিছ রোদন ॥
তব পতি কর্মফলে ত্যজে কলেবর ।
যাও ফিরে আপনাব গৃহেতে সত্ত্বর ॥
প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সাবিত্রী ও বন-সংবাদ ।

নাবাযণ কহে, শুন নারদ স্রজন ।
কহিলা সাবিত্রী দেবী যমেরে তখন ॥
শুনিতে আগ্রহ বড় ওহে ধর্ম্মরাজ ।
মানবেব কর্ম কিবা কহ মোবে আজ ॥

কোন্ কর্ম শুভ আর অশুভ কি হয় ।
কর্মের কি বীজ তাহা কহ সদাশয় ॥
কর্মফল দান করে সে বা কোন্ জন ।
কি প্রকারে সাধু করে কর্ম-উচ্ছেদন ॥
কর্মের কি হেতু আর কর্ম কি প্রকার ।
কর্মফলভোক্তা কেবা হয় অনিবার ॥
কর্ম মাঝে লিপ্ত নাহি হয় কোন্ জন ।
কেবা হয় দেহী আর বুদ্ধি বিদ্যা মন ॥
প্রাণবস্ত্র কি পদার্থ কহ মোরে আজ ।
ইন্দ্রিযাদি কি পদার্থ কহ ধর্ম্মরাজ ॥
পরমাত্মা কোন্ জন কেবা জীব হয় ।
কৃপা করি মোরে আজ কহ মহাশয় ॥
যম কহে, শুন বৎসে আমার বচন ।
সমস্ত বিস্তারি আমি কহিব এখন ॥
বেদের বিহিত কর্ম হুমঙ্গলকর ।
অশ্রু কর্ম শুভ নহে কহি নিরন্তর ॥
একনিষ্ঠ বিষয়সেবা করে কর্মক্ষয় ।
দূর করে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয় ॥
শুন শুন সাধিব, তুমি বচন আমার ।
শাস্ত্র-অনুসারে যুক্তি দুইটি প্রকার ॥
এক যুক্তি মানবেরে প্রদানে নির্বাপন ।
অশ্রু যুক্তি করে নিত্য হরিতত্ত্ব দান ॥
হরিতত্ত্বরূপ যুক্তি বৈষম্যেরা চায় ।
নির্বাপন প্রার্থনা করে সাধু-সম্প্রদায় ॥
নির্বাপনযুক্তির ভাগ্য যাহাদের হয় ।
পুনরায় জন্মলাভ না হবে নিশ্চয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ কর্মের বীজ কর্মফলদাতা ।
কর্মের স্বরূপ হন শ্রীকৃষ্ণ বিধাতা ॥
শ্রীকৃষ্ণ কর্মের হেতু, শুন দিয়া মন ।
তাহা হ'তে সর্বকর্ম হয় উৎপাদন ॥
কর্মফল ভোগ করে জীব বারংবার ।
নিলিপ্ত রহেন আত্মা ভিতরে তাহার ॥
আত্মা প্রতিনিয় জীব জানি অনিবার ।
সেই জীবে দেহী কহি ভুল নাহি তার ॥

দেহ পঞ্চভূতময় অনিত্য নশ্বর ।
 জীবরূপী দেহী কর্তা ভোক্তা নিরন্তর ॥
 পরমাত্মা ভোজয়িতা কহি অনিবার ।
 শূন সাক্ষি, জ্ঞান হয় বিভিন্ন প্রকার ॥
 জ্ঞানের জননী বুদ্ধি, বায়ু হয় প্রাণ ।
 ঈশ্বরের অংশ মন ইন্দ্রিয় প্রধান ॥
 কর্মের প্রেরক মন অদৃশ্য সদাই ।
 অনিরূপ্য জ্ঞান তাহা কোন ভুল নাই ॥
 নাসিকা রসনা শ্রবণ কর্ণ ও নয়ন ।
 পঞ্চ ইন্দ্রিয়াদি এই জ্ঞানি সর্বক্ষণ ॥
 নিষ্ঠুর পরমব্রহ্ম হরি সনাতন ।
 তিনি হন কারণের সকল কারণ ॥
 শূন শূন সাক্ষি তুমি আমার বচন ।
 সমুদয় কথা আমি করিনু কীর্তন ॥
 সাবিত্রী কহিলা, দেব শুনিলাম আমি ।
 কোথায যাইব আমি ত্যজি মোর স্বামী ॥
 যেই জন সতী হয় স্বামীমাত্র গতি ।
 ব্রহ্মাবিকুঁজ কিছু নহে, সত্যমাত্র পতি ॥
 পতিহীন জীবনের মূল্য কিছু নাই ।
 এই কথা তুমি ভাল জান ত গোঁসাই ॥
 এ জীবনে স্বামী ছাড়া অস্ত্র নাহি জানি ।
 ধর্মকথা বল যদি তাহা ভবে মানি ॥
 জ্ঞানের সাগর তুমি পণ্ডিত-প্রধান ।
 তাহারে ছাড়িয়া কোথা করিব প্রস্থান ॥
 আরো কিছু প্রশ্ন তোমা করি ধর্মরাজ ।
 উত্তর তাহার মোরে দান কর আজ ॥
 তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক জগতে ।
 এই হেতু শুধাইনু, কহ বিধিযতে ॥
 কোন্ কর্ম দ্বারা জীব কোন্ যোনি পায় ।
 কৃপা করি তাহা তুমি বলহ আমার ॥
 স্বর্গ নরকেতে যায় কোন্ কর্মফলে ।
 মুক্তি পায় জীবগণ কোন্ কর্মফলে ॥
 কেন বা, মনুষ্যরূপে ধরাধামে আসে ।
 কেন জীব বদ্ধ হয় সংসারের পাশে ॥

কোন্ কর্মে হরিভক্ত হয় জীবগণ ।
 কোন্ কর্মে মুক্তি পায় করহ বর্ণন ॥
 জীবজন্তু দীর্ঘজীবী কোন্ কর্মে হয় ।
 কোন্ কর্মে তাহাদের হয় আবক্ষণ ॥
 আলো অন্ধকার ভুল্য কেমনেই বা হয় ।
 কোন্ কর্মে স্থখী দুঃখী কহ মহাশয় ॥
 অঙ্গহীন অঙ্গ খঞ্জ বধির কুপণ ।
 ক্ষিপ্ত লুপ্ত হয় কোন্ কর্মের কারণ ॥
 কুপণ হইবা জন্মে কোন্ কর্মফলে ।
 কেন বা ভক্তরহস্তি করে অবহেলে ॥
 কোন্ কর্মে লভে জীব মুক্তি চতুষ্টয় ।
 কোন্ কর্মে মানবের স্বর্গবাস হয় ॥
 ব্রহ্মহ্ম করয়ে লাভ কিসের কারণ ।
 কোন্ কর্মফলে হয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 পাপতাপ দূরাভূত কি কারণে হয় ।
 বিদ্যুত করিয়া তাহা বল মহাশয় ॥
 নরকের সংখ্যা কত, কি তাদের নাম ।
 কোন্ পাপে নরকেতে যায় অবিরাম ॥
 কোন্ পাপে কি ব্যাধির দেহেতে আশ্রয় ।
 কৃপা করি বিস্তারিয়া কহ মহাশয় ॥
 কি কাজ করিলে বল ব্যাধি হয় দূর ।
 কোন্ কারণেতে পুণ্য হইবে প্রচুর ॥
 বল প্রভু কৃপা করি সব বিবরণ ।
 শুনিতে হয়েছে বাঞ্ছা, করহ পূরণ ॥
 বৈবর্তপুরাণ কথা অমৃত মধুর ।
 শ্রবণেতে যমভয় যায় বহু দূর ॥

প্রকৃতিধর্ম পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● বড়ুবিংশ অধ্যায়

বমের নিকট সাবিত্রীর ববদাতা ।

সাবিত্রীর কথা সুব করিবা শ্রবণ ।

বিশ্রবেতে মুগ্ধ হয় দেবতা শমন ॥

অন্তঃপর সম্বোধিবা সাবিত্রী-সতীরে ।
 কহিলেন ধর্মবাজ অতি ধীরে ধীরে ॥
 শুন গো সাবিত্রী সতী আমার বচন ।
 তোমাতে তো মনে হয় অতি বিচক্ষণ ॥
 অবলা সরলা তুমি বসে নবীন ।
 তবু মনে হয় তুমি জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥
 তোমার বচন শুনি হইলু সন্তোষ ।
 আমি যা বলি তাহে নাহি ধর দোষ ॥
 শুন বৎসে, তব পিতা বিজন কাননে ।
 সাবিত্রী দেবীর ধ্যান করে একমনে ॥
 দেবীর বরেতে রাজা পাইলা তোমায় ।
 লক্ষ্মী-অংশজাতা তুমি জানি আমি তাই ॥
 ত্রী যেমন ত্রীপতির ক্রোড়ে শোভা পায় ।
 ত্রীকৃষ্ণ যেমন বক্ষে রাখে রাধিকায় ॥
 ভবানী যেমন শোভে ভবের বুকেতে ।
 মূর্তি রহে ধর্ম-বুকে যেমন স্তম্ভেতে ॥
 সাবিত্রী যেমন রাজে বক্ষেতে ব্রহ্মার ।
 যেমন গৌতম-বুকে স্থান অহল্যার ॥
 সেইরূপ তব কাছে কহি বাৎসবায় ।
 সত্যবানে পতিভ্রতা হবে অনিবার ॥
 আমার বচন জেনো মিথ্যা নাহি হবে ।
 কি বর কামনা কর, বল তুমি এবে ॥
 হুপ্রিয়া হইবে তুমি সৌভাগ্যশালিনী ।
 আব কি প্রার্থনা কর মধুবতাবিণী ॥
 শুনিয়া যমের বাক্য সাবিত্রী তখন ।
 কহিলা প্রার্থনা মম করহ পূরণ ॥
 সাহস পাইলু দেব কথায় তোমার ।
 মনেব বাসনা তাই বলি যে এবার ॥
 এই বর কুপা করি করহ প্রদান ।
 মম গর্ভে শত পুত্র পাবে সত্যবান্ ॥
 শত পুত্র লাভ হোক আমার পিতার ।
 শ্বশুর নয়ন লাভ করুক আমার ॥
 রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুরের রাজ্য লাভ হোক ।
 এই বর দাও প্রভু ঘুচে যাক শোক ॥

লক্ষ বর্ষ পরে আমি সত্যবান্ সহ ।
 গোলোক মাঝারে যেন থাকি অহরহঃ ॥
 ভক্তি যোর রহে যেন হরির উপরে ।
 পাপ না প্রবেশ করে আমার অন্তরে ॥
 যম কহে, শুন মাধব, বচন আমার ।
 পরিপূর্ণ অভিলাষ হইবে তোমার ॥
 শত পুত্র লাভ তব হইবে নিশ্চয় ।
 আমার কথায় তুমি করহ প্রত্যয় ॥
 তব ইচ্ছামত জেনো তোমার জনক ।
 লভিবেন শত পুত্র নরক নাশক ॥
 বনবাণী হতরাজ্য শ্বশুর তোমার ।
 অবশ্য পাইবে ফিরে রাজত্ব তাঁহার ॥
 অক্ষয় ঘুচিবে তাঁর, না রবে দুর্গতি ।
 তোমার কল্যাণে ঘটে এই সব সতি ॥
 বর লভি খুশীমনে সাবিত্রী হৃন্দবী ।
 যমেরে কহিল পুনঃ করযোড় করি ॥
 একটি প্রার্থনা মোর শুন ধর্মরাজ ।
 কর্মের বিপাক কথা কহ মোরে আজ ॥
 যম কহে পূর্ণ হোক তোমার কামনা ।
 এইবার করি কর্ম বিপাক বর্ণনা ॥
 কর্মফলে জীবগণ জন্ম লাভ করে ।
 কর্মাধীন দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥
 পূর্বজন্মার্জিত কর্ম ভোগ করে সবে ।
 শুভ কর্মফলে জীব স্বর্গে যায় তবে ॥
 অশুভ কর্মের ফলে নরকেতে যায় ।
 ভোগান্তে কর্মের বলে সবে মুক্তি পায় ॥
 কর্মফলে নানা জন্ম লভে জীবগণ ।
 কর্মই করয়ে সঙ্গ অসাম্য সাধন ॥
 বিপ্রজন্ম লভে নব স্বকর্মের বলে ।
 মানবের মাঝে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ইচ্ছা বলে ॥
 সেই বিপ্রজন যদি হরিভক্ত হয় ।
 ইহাব অদিক কান্য হীবনে কি হয় ॥
 হরিভক্তিপাশে স্বর্গলভ করে ।
 অক্ষয় নরদেহে নাইবে অচিরে ॥

ছুই প্রকারের যুক্তি সবার প্রধান ।
 শ্রীকৃষ্ণের সেবা আর পরম নিব্বাণ ॥
 কুকর্মেয় ফলে জীব দুঃখ কষ্ট পায় ।
 শুভ কর্মে সুখ পায় কহিনু তোমায ॥
 কর্মবলে জীবগণ স্থখী দুঃখী হয় ।
 কহিলাম তব কাছে আমি সমুদয় ॥
 জানিও মানবজন্ম একান্ত দুর্লভ ।
 তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সব ॥
 ব্রাহ্মণের মাঝে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত জন ।
 বৈষ্ণব দ্বিবিধ হয় শাস্ত্রের বচন ॥
 সকাম নিকাম এই দ্বিবিধ বৈষ্ণব ।
 উভয়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ নিকাম মানব ॥
 সকাম বৈষ্ণব যত ভোগে কক্ষফল ।
 নিকাম ভক্তেরা মুক্ত হয় অবিরল ॥
 নিকাম বৈষ্ণবগণ গোলোকেতে যায় ।
 দেহ-অন্তে অনায়াসে বিষ্ণুপদ পায় ॥
 সংসারবন্ধন আর না হইবে তার ।
 জানিবে নিশ্চিত ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥
 দ্বিভুজ কৃষ্ণের ধারা সদা সেবা করে ।
 গোলোকে গমন করে দিব্যরূপ ধরে ॥
 চতুর্ভুজ নারায়ণে সেবা করে যারা ।
 দিব্যরূপ ধরি যায বৈকুণ্ঠেতে তারা ॥
 সকাম বৈষ্ণব করে বৈকুণ্ঠে গমন ।
 পুনরাষ ভারতেতে করে আগমন ॥
 কালেতে নিক্ষেপী হয় সে সব ব্রাহ্মণ ।
 শ্রীহরির ভক্ত তারা হয় সর্বক্ষণ ॥
 নরলোকে পুনর্জন্ম না করি ধারণ ।
 যগ্ন রহে নিত্যানন্দে সদাসর্বক্ষণ ॥
 বিষ্ণুভক্তি-বিবর্জিত ব্রাহ্মণ যাহারা ।
 অবৈষ্ণব নামে খ্যাত জানিবে তাহারা ॥
 চিত্তশুদ্ধি যতদিন না হবে তাদের ।
 হরিভক্তি না জন্মিবে বচন শাস্ত্রের ॥
 তীর্থবাস করে নিত্য যে সব ব্রাহ্মণ ।
 তপস্তা-নিরত যারা রহে অনুক্ষণ ॥

তীর্থে কিংবা গৃহে থাকি স্বধর্মপালন ।
 অবশ্য কর্তব্য বলি জানে যেই জন ॥
 দেহ-অন্তে সবে তারা ব্রহ্মলোকে যায় ।
 ধরামাঝে জন্মলাভ করে পুনরাষ ॥
 স্বধর্মনিরত যারা সত্যলোকে যায় ।
 ভারতের মাঝে জন্ম লভে পুনরাষ ॥
 সূর্য-উপাসনা করে যে সব ব্রাহ্মণ ।
 সূর্যালোকে সেইজন করিবে গমন ॥
 স্বধর্মরহিত যারা অর্কাচারী হয় ।
 নরকমাঝারে তার পতন নিশ্চয় ॥
 শিব-শক্তি গণেশেরে পূজে যে ব্রাহ্মণ ।
 শিবলোকে অবশ্যই যায় সেইজন ॥
 দেব-উপাসক যারা ইন্দ্রলোকে যায় ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায ॥
 উপযুক্ত পাত্রে যেই করে কন্ডাদান ।
 চন্দ্রলোকে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥
 অলঙ্কৃত কন্ডা দানে হয় বহু ফল ।
 চন্দ্রলোকে বাস সবে করে অবিরল ॥
 গব্য ও রজত বস্ত্র শস্ত্রভূমি ফল ।
 যাহারা ব্রাহ্মণে দান করে অবিরল ॥
 বিষ্ণুলোকে সবে তারা করিবে গমন ।
 শুন শুন সাক্ষি ইহা শাস্ত্রের বচন ॥
 স্বর্ণ ও তাম্র মাটি যেই করে দান ।
 সূর্যালোকে সবে তারা করিবে প্রস্থান ॥
 সহস্র বৎসর কাল তথায় থাকিবা ।
 পুনরাষ আসিবেক মরতে কিরিবা ॥
 ব্রাহ্মণেরে ধন দাতা যেই দান করে ।
 সেইজন বিষ্ণুলোকে যাইবে সহরে ॥
 ব্রাহ্মণেরে যেইজন গৃহ করে দান ।
 বহুলোকে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥
 দেবোদ্দেশে যেইজন গৃহ করে দান ।
 দেবলোকে সেইজন করে অবস্থান ॥
 ভারতে ভদ্রাগ দান করে যেইজন ।
 জনলোকে সেইজন করিবে গমন ॥

যেইজন তড়াগের করে পঙ্কোদ্ধার ।
 ভাগ্যবান্ সেইজন বহু পুণ্য তার ॥
 অখণ্ডের বৃক্ষ যেই করিবে রোপণ ।
 তপোলোকবাণী হয় সেই সর্বক্ষণ ॥
 কুসুমকানন দান করে যেইজন ।
 প্রবলোকে ঠাই পেয়ে তিনি ধন্য হন ॥
 দেবতা মন্দির গড়ি করিলে প্রদান ।
 অস্তিত্বে তাহার হয় বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥
 জীবের সুখের লাগি পথঘাট যত ।
 সযতনে পরিষ্কার করে যে নিযত ॥
 গমন করিবে সেই নিত্য ইন্দ্রধাম ।
 পূরিবে নিশ্চয় তার সর্বমনস্কাম ॥
 দুঃখী ও দরিদ্রে দান করে যেই জন ।
 মহাপুণ্য লাভ হয় শাস্ত্রের বচন ॥
 জন্মাবধি যেইজন দান নাহি করে ।
 কভু নাহি পায় কিছু জন্মিধা সংসারে ॥
 দ্বিজগৃহে জন্মি যেই ধর্ম না আচরে ।
 কর্মভোগ ভুগিবে সে জন্মজন্মান্তরে ॥
 স্বধর্মনিরত বিপ্র কর্মভোগ-শেষে ।
 ব্রাহ্মণের যোনি প্রাপ্ত হয় অবশেষে ॥
 অতুল্য কর্মের ক্ষয় কভু নাহি হয় ।
 সবিস্তারে কহিলাম আমি সমুদয় ॥
 আর কি বলিব আমি সাবিত্রীসুন্দরী ।
 আপন ভবনে তুমি যাও স্বরা করি ॥

প্রকৃতিখণ্ডে বড়বিশ্ব অব্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তবিংশ অধ্যায়

যমেব নিকট সাবিত্রী বড়কর্মবিপাক শ্রবণ ।

সাবিত্রী কহেন, দেব, বলুন আমায় ।
 কোন্ কোন্ কর্মে জীব স্বর্গধামে যায় ॥
 যম কহে, শুন, সাধি, আমার বচন ।
 ব্রাহ্মণেরে অন্নদান করে যেইজন ॥

ইন্দ্রলোকে অবস্থাই সেই জন যায় ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা জানাই তোমায় ॥
 দেবতা ও ব্রাহ্মণেরে যে দেয় আসন ।
 বহিলোকে সুখভোগ করে সেইজন ॥
 দুগ্ধবতী ধেনু বিপ্রেরে যেই করে দান ।
 বৈকুণ্ঠেতে সেইজন করে অবস্থান ॥
 পুণ্য দিবসেতে যদি উহা দান হয় ।
 চতুগুণ পুণ্য তার হইবে নিশ্চয় ॥
 তীর্থে ও বিষ্ণুর ক্ষেত্রে দান করে যদি ।
 বহুগুণ পুণ্য তার হবে নিরবধি ॥
 শালগ্রাম দান করে বিপ্রেরে যেইজন ।
 বৈকুণ্ঠধামেতে সেই করিবে গমন ॥
 চন্দ্র সূর্য যতদিন রবে বিজ্ঞান ।
 বৈকুণ্ঠধামেতে সেই করে অবস্থান ॥
 ব্রাহ্মণেরে ছত্র দান করে যেই জন ।
 বরুণলোকেতে সেই করিবে গমন ॥
 বিপ্রেরে পাশুকা যেন করিবে প্রদান ।
 বায়ুলোকে মনস্বত্রে করে অবস্থান ॥
 মনোহর শয্যা দান করিলে ব্রাহ্মণে ।
 চন্দ্রলোকে সেই জন যায় হৃষ্ট মনে ॥
 ব্রাহ্মণেরে দীপ দান করে যেইজন ।
 দেহ-অন্তে ব্রহ্মলোকে করে সে গমন ॥
 ব্রাহ্মণেরে যেই জন গজ করে দান ।
 ইন্দ্র-অর্দ্ধাসন-ভাগী হয় পুণ্যবান্ ॥
 অশ্বদান করে যদি ব্রাহ্মণেরে কেহ ।
 বরুণলোকেতে যাবে নাহিক সন্দেহ ॥
 শিবিকা করিলে দান বিষ্ণুলোকে রয় ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা মিথ্যা নাহি হয় ॥
 খাণ্ড শস্ত্র দান করে ব্রাহ্মণেরে যেই ।
 বিষ্ণুলোকে মহাস্বত্রে বাস করে সেই ॥
 যেই নর নিরন্তর জপে হরিনাম ।
 চিরজীবী হ'য়ে সেই রহে অবিরাম ॥
 শুদ্ধচিত্তে দোলোৎসব যে করে পালন ।
 জীবন্ত হ'য়ে বায় বিষ্ণুর ভবন ॥

যেই করে শ্রীকৃষ্ণের জন্মার্ক্ষমী ভ্রত ।
 বৈকুণ্ঠেতে সেইজন রহিবে সতত ॥
 শতজন্মকৃত পাপ দূর হয় তার ।
 কৃষ্ণভক্তি লাভ সেই করে অনিবার ॥
 শিবরাত্রি ভ্রত আদি করে যেইজন ।
 দেহ-অশ্বে শিবলোকে করে সে গমন ॥
 শিবরাত্রি-যোগে কভু যদি কোন জন ।
 শিবোদ্দেশে বিলপত্র করে সমর্পণ ॥
 বিলপত্রপরিমিত যুগ সেইজন ।
 শিবলোকে বাস করে অতি ফুল্লমন ॥
 শ্রীরামনবমীভ্রত যে করে পালন ।
 বিষ্ণুলোকে সেইজন করিবে গমন ॥
 সপ্তমহাস্তর কাল রহিবে সেথায় ।
 রামভক্তি লাভ করে ছুঃখ দূরে যায় ॥
 শারদীয়া মহাপূজা করে যেই জন ।
 দেহ-অশ্বে শিবলোকে করিবে গমন ॥
 পুত্র-পৌত্র বৃদ্ধি পায় লক্ষ্মী হয় লাভ ।
 রাজরাজেশ্বর হয়, না রহে অভাব ॥
 শুদ্ধচিত্তে করে যেই একাদশী ভ্রত ।
 বৈকুণ্ঠেতে বাস সেই করিবে সতত ॥
 দ্বাদশমাসে যেইজন শুক্লাপঞ্চমীতে ।
 সরস্বতী-পূজা করে ভক্তিমুখ চিত্তে ॥
 কবি ও পণ্ডিত হয় সেই পুণ্যবান্ ।
 বৈকুণ্ঠেতে সেইজন করে অবস্থান ॥
 শালগ্রাম শিলা পূজা করে যেইজন ।
 বৈকুণ্ঠেতে সেইজন করিবে গমন ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি করে কোন জন ।
 সেইজন লাভ করে ইন্দ্র-অর্দ্ধদান ॥
 রাজসূয় যজ্ঞ যেই করে অনুষ্ঠান ।
 চতুষ্ঠণ কল লভে সেই পুণ্যবান্ ॥
 অশ্বমেধ অর্দ্ধ ফল নরমেধে হয় ।
 গোমেধেতে অর্দ্ধফল জানিও নিশ্চয় ॥
 গোমেধের অর্দ্ধফল পূর্ত যজ্ঞ হয় ।
 পূর্ত যজ্ঞ লাভ হয় উত্তম তনয় ॥

বিষ্ণুযজ্ঞ সমুদয় যজ্ঞের প্রধান ।
 পূর্বে ব্রহ্মা এই যজ্ঞ কবে অনুষ্ঠান ॥
 দেবতাগণেব শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুসনাতন ।
 বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব পঞ্চানন ॥
 শান্ত্রমধ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ শুন দিয়া মন ।
 আশ্রমীর মাঝে শ্রেষ্ঠ যতক ব্রাহ্মণ ॥
 তীর্থ-মাঝে গঙ্গা হয় সবার প্রধান ।
 নক্ষত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্ ॥
 তুলসী প্রধান হয় পুষ্পের মাঝারে ।
 ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ মন কহি বারে বারে ॥
 গরুড় প্রধান হয় পক্ষী মাঝে অতি ।
 প্রজেশ্বর মাঝে হয় শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ॥
 বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ হয় বনের মাঝার ।
 বর্ষেতে ভারত শ্রেষ্ঠ সংখ্য কি তার ॥
 সেইরূপ বিষ্ণুযজ্ঞ যজ্ঞের প্রধান ।
 বিষ্ণুযজ্ঞ করে যেই মহা পুণ্যবান্ ॥
 কৃষ্ণের চরণসেবা সকলের সার ।
 মুক্তিলাভ হয় তাহে কহি অনিবার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আর নামের কীর্তন ।
 স্তোত্র পাঠ জপ আর স্মরণ বন্দন ॥
 পাদোদক পান আর নৈবেদ্য আহার ।
 ইহা হৈতে শ্রেষ্ঠ বস্তু কিবা আছে আব ॥
 অতএব কর নিত্য কৃষ্ণের ভজন ।
 তিনিই পরমব্রহ্ম তিনি সনাতন ॥

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

৩ অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অগস্ত্য কর্ণেব ফল বর্ণন ও নবককুণ্ডেব
 সম্বাদন ।

এত বলি অনন্তর সান্বিত্রীয়ে যম ।
 বিষ্ণু-মন্ত্র দান করে অতি মনোরম ॥
 অতঃপর কহিলেন—কবহ শ্রবণ ।
 শুভ-কর্ম্য ফল যত কবিনু বর্ণন ॥

অশুভ কর্মের ফল শুন এইবার ।
 তব চাই কহি আমি করিয়া বিস্তার ॥
 শুভ কর্মে স্বর্গলোকে যাব জীবগণ ।
 অশুভ কর্মের ফলে নরকে পতন ॥
 নরকের কুণ্ড আছে নানা নাম তার ।
 অতীব কুৎসিত তাহা অতি কদাকার ॥
 বিস্তৃত গভীর আব অতি ভয়ঙ্কর ।
 পাপিগণে ক্লেশদান কবে নিরন্তর ॥
 বহুকুণ্ড তপ্তকুণ্ড বিষ্ঠা মূত্রে ক্ষার ।
 শ্লেষ্মাকুণ্ড বিষকুণ্ড অতি কদাকার ॥
 দুধিকা রুমির শুক্ল অশ্রু গাত্রমল ।
 কর্ণমল মজ্জা মাংস অস্থি ও গরল ॥
 নখকুণ্ড লোমকুণ্ড মহাক্লেশকর ।
 তাম্রকুণ্ড লৌহকুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর ॥
 ঘর্ম্ম স্রবা তৈলকুণ্ড ভীষণদর্শন ।
 দন্তকুণ্ড ক্রমিকুণ্ড অতীব ভীষণ ॥
 পূঁজকুণ্ড সর্পকুণ্ড দংশকুণ্ড আব ।
 শরকুণ্ড শূলকুণ্ড ভীষণ-আকাবে ॥
 খড়গকুণ্ড গোলকুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর ।
 কাককুণ্ড বজ্রকুণ্ড মহাক্লেশকর ॥
 তপ্ত পাষণের কুণ্ড লালুকুণ্ড আর ।
 মদীকুণ্ড চূর্ণকুণ্ড অতি কদাকার ॥
 চক্রকুণ্ড বজ্রকুণ্ড অসি ক্ষুরধার ।
 সূচীমুখ গোদামুখ ভীষণ আকার ॥
 কুস্তীপাক কালসূত্র আর প্রকম্পন ।
 উচ্চামুখ অন্ধকূপ ভীষণদর্শন ॥
 জালবন্ধ দেহচূর্ণ দলন শোষণ ।
 সর্পমুখ জ্বালামুখ ধূমাক্ষ বেধন ॥
 এই সব স্থানে পাণ্ডী যাব নিরন্তর ।
 কুণ্ড রক্ষা করিতেছে আমার কিঙ্কর ॥
 হরিসেবাপবায়ণ ব্রহ্মচারী যারা ।
 এই সব নরকেতে নাহি যাব তারা ॥
 যোগী সিদ্ধব্রতী আর তপস্বী যে জন ।
 নরকেতে কোন কালে না করে গমন ॥

কটুবাঁক্য কহে যারা হয় ত্রুণ খল ।
 বহুকুণ্ডে যাব সেই মানব সকল ॥
 গাত্রলোম-পরিমিত কাল সেখা রহে ।
 অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে সবে অতি দুঃখ সহে ॥
 পশুজন্ম তিনবার হইবে তাহার ।
 রৌদ্র-মাঝে দগ্ধ হবে পাপে আপনার ॥
 ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ কভু আসে যদি ঘরে ।
 যেই জন তারে নাহি সমাদর করে ॥
 তপ্তকুণ্ডে সেই জন করিবে গমন ।
 পক্ষিজন্ম প্রাপ্ত হবে সেই অভাজন ॥
 অমাবস্তা প্রাঙ্কদিনে কিংবা রবিবার ।
 যে যুট মানবগণ বস্ত্রে দেষ ক্ষার ॥
 ক্ষারকুণ্ডে সবে তারা অবস্থান করে ।
 সাতবার জন্মে তারা বজ্রকের ঘরে ॥
 রজকীগর্ভেতে তারা লভিষা জনম ।
 বার বার আসে যাব এ-মর ভুবন ॥
 একবার করি দান যেই ফিরে লয় ।
 অপরের দান প্রতি লুকা যেই হয় ॥
 ব্রাহ্মণের বৃত্তি যেই করিবে হরণ ।
 বিষ্ঠাকুণ্ডে বিষ্ঠাভোগী হইবে সে জন ॥
 সেই নরাধম পুনঃ অবনী-মাঝার ।
 বিষ্ঠামাঝে কুমিরূপে জন্মিবে আবার ॥
 পরের ভড়াগ স্থানে যদি কোন জন ।
 আপন ভড়াগ সেখা করায় খনন ॥
 সর্ব পুণ্য দূরে যাব মহাপাপ হয় ।
 যুত্রকুণ্ডে দীর্ঘকাল সেই জন রয় ॥
 অগণিত কাল যুত্র করিষা ভোজন ।
 তারতে গোদিকা-রূপ করিবে ধারণ ॥
 এইরূপে শতবার লভিষা জনম ।
 কষ্ট কত পায় সেই পাপাত্মা দুর্জ্ঞান ॥
 একাকী মিষ্টান্ন যেই কবিবে ভোজন ।
 থাকিষা প্রবাসে অচ্ছে করিষা বঞ্চন ॥
 সহস্র বৎসর কাল নরকেতে পড়ি ।
 শ্লেষ্মাকুণ্ডে শ্লেষ্মা খাব সেই পাপাচারী ॥

ধরায় জননি পরে প্রেতরূপ ধরে ।
 শত বর্ষ ক্ষেত্রা মূত্রে ভোজন সে করে ॥
 যেমন যে পাপ করে তেমনি বিচার ।
 কোন কালে নাহি হয় অশ্রুতা ইহার ॥
 পিতা মাতা গুরু যেই না করে পালন ।
 গরকুণ্ডে গিয়া বিষ করে সে ভোজন ॥
 অনন্তর ভূতযোনি প্রাপ্তি হয় তার ।
 শতবর্ষ ধরে সেই ভূতের আকার ॥
 অতিথিরে হেরি যেই ফিরায় নয়ন ।
 পিতৃগণ জল তার না করে গ্রহণ ॥
 ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী সেই জন হয় ।
 দুঃখী কুণ্ডেতে সেই শত বর্ষ রয় ॥
 সপ্তজন্ম জন্মে সেই দরিদ্রের ঘরে ।
 দরিদ্র হইয়া অতি দুঃখ ভোগ করে ॥
 এই পাপ কোন ক্রমে না হয় খণ্ডন ।
 জানিবে ইহাই হয় শাস্ত্রের বচন ॥
 ব্রাহ্মণেরে দান করে যদি কোন জন ।
 সেই দ্রব্য অশ্রু জনে যে করে অর্পণ ॥
 বসাকুণ্ডে সেই জন শত বর্ষ রয় ।
 দুর্দশা তাহার কভু ঘুচিবার নয় ॥
 অতঃপর মর্ত্যে যবে হইবে উদয় ।
 সপ্তবার কুকলাস-রূপে জন্ম হয় ॥
 অনন্তর জন্ম হয় দরিদ্রের ঘরে ।
 অল্পায়ু হইয়া অতি দুঃখ ভোগ করে ॥
 দত্তাপহারীর পাপ কখন না যায় ।
 জন্ম-জন্ম সেইজন কত কষ্ট পাষ ॥
 পরনারী প্রতি লোভ করে যেই জন ।
 শুক্রকুণ্ডে সেই জন করিবে গমন ॥
 নারীর উপরে যেই করে বলাৎকার ।
 সেইজন মহাপাপী জগৎ-মাঝার ॥
 অশেষ পাপের ফল সেজন ভুগিবে ।
 নরক হইতে কভু মুক্তি নাহি পাবে ॥
 যে জন আঘাত করে গুরু ও ব্রাহ্মণে ।
 অশুক কুণ্ডেতে সত্য যায় সেই জনে ॥

শত বর্ষ করিবে সে রুধির ভোজন ।
 সপ্তজন্ম ধরি ব্যাধ হইবে সে জন ॥
 ব্যাধ হ'বে রক্তমাংস করিবে আহার ।
 কত যে করিবে পাপ সীমা নাহি তার ॥
 পাপের উচিত ফল করিবে ভুজন ।
 ইহার অশ্রুতা নাহি শাস্ত্রের বচন ॥
 হরিভক্তে যেই জন করে উপহাস ।
 অশ্রুকুণ্ডে শত বর্ষ হয় তার বাস ॥
 অশ্রুজল খায় সেই শত বর্ষ ধরে ।
 তিনবার জন্ম লয় চণ্ডালের ঘরে ॥
 মহাত্মা হ'বে তার কাটিবে জীবন ।
 দুঃখের কদাপি নাহি হইবে খণ্ডন ॥
 আপন জনেরে হিংসা করে যেই জন ।
 আত্মীয় দেখিয়া যেই ফিরায় বদন ॥
 কলুষিত চিত্ত যার অপবিত্র খল ।
 গাত্রমল-কুণ্ডে বাস করে অবিরল ॥
 অযুত বৎসর তথা থাকি ছুরাচার ।
 পাইবে অশেষ কষ্ট, মুক্তি নাহি তার ॥
 গর্দভ যোনিতে জন্ম করে সে গ্রহণ ।
 ত্রিজন্য শৃগাল পরে হইবে সে জন ॥
 বধির দেখিয়া যেই করে উপহাস ।
 কর্ণবিটুকুণ্ডে গিয়া করে সেই বাস ॥
 তথায় থাকিতে হয় সহস্র বছর ।
 নরকযাতনা ভোগ করে নিরন্তর ॥
 শতবর্ষ কর্মল করিয়া ভোজন ।
 বধির হইয়া পরে জন্মে সেই জন ॥
 সাতবার এইরূপে জন্মমৃত্যু হয় ।
 শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 লোভবশে যেই জন প্রাণী হত্যা করে ।
 মজ্জাকুণ্ডে রহে সেই লক্ষ বর্ষ ধরে ॥
 লক্ষ বর্ষ ধরি মজ্জা খায় সেই জন ।
 শশকের জন্ম সেই করয়ে ধারণ ॥
 এইরূপে সপ্তজন্ম পার করি পাবে ।
 সপ্তবার জন্ম ধরে মৎসীর উদরে ॥

অতঃপর হয তার পাপের খণ্ডন ।
 কর্ম অনুসারে জন্ম শাস্ত্রের বচন ॥
 যেই জন স্বীয় কল্যা করিয়া পালন ।
 বিক্রম করয়ে পরে অর্থের কারণ ॥
 যাংসকুণ্ডে অবশ্যই যায সেই জন ।
 কত না যাতনা পায়, কে করে বর্ণন ॥
 কল্যায় বিক্রেতা হয অতি পাপাচারী ।
 মহাপাপী জন সেই শুন সতী নারী ॥
 তাহার দেহেতে আছে যত রোমচয ।
 ততকাল নরকেতে বাস স্থনিশ্চয ॥
 আমার কিঙ্কর করে দণ্ডের প্রহার ।
 ক্ষুধার সময পান করে রক্তধার ॥
 সপুজন্ম কুমিরূপে জন্মিবে সে জন ।
 সপুজন ব্যাধ হবে শাস্ত্রের বচন ॥
 বরাহরূপেতে জন্ম ধরে তিনবার ।
 সপুজন্ম ধরে শেষে কুর্কুর-আকার ॥
 সপুজন্ম ভেক হ'য়ে সেই জন রয ।
 কাকযোনি প্রাপ্ত শেষে হইবে নিশ্চয ॥
 ত্রুত-উপবাস আর জ্বালায় ভিতরে ।
 কোন যুড় জন যদি ফৌর কর্ম করে ॥
 অপবিত্রে হয সেই অতি অভাজন ।
 নখাদি-কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥
 বছর্বর্ষ ধরি করে নখাদি-ভোজন ।
 দণ্ডাঘাত করে তারে মোর ভৃত্যগণ ॥
 কেশযুক্ত শিবলিঙ্গ পূজে যেই জন ।
 শিবকোপে কেশকুণ্ডে করে সে গমন ॥
 যবন হইয়া শেষে শত বর্ষ পরে ।
 আপনার কুলে পুনঃ জন্মলাভ করে ॥
 গযাক্ষেত্র পুণ্যধাম জগতে বিদিত ।
 পিতৃগণ-পিণ্ডদানে হয পুণ্যব্রত ॥
 শত জনমের পাপ তাহে নাশ হয ।
 পিণ্ড নাহি দিলে পাপ হয স্থনিশ্চয ॥
 বিষ্ণুপদে যোবা নাহি করে পিণ্ডদান ।
 অশ্বিকুণ্ডে সেই জন করে অবস্থান ॥

খঞ্জকপে জন্ম লয দরিদ্রের ঘরে ।
 সপুজন্ম সেই বহু দুঃখ ভোগ করে ॥
 মত্ত হ'য়ে কামবশে যেই ছুরাচার ।
 গর্ভবতী পত্নী সহ করয়ে বিহার ॥
 তাত্তকুণ্ড নরকেতে হইবে পতন ।
 অশেষ যাতনা সেখা পাবে অনুক্ষণ ॥
 ঋতুমতী নারী হস্তে করিলে ভোজন ।
 প্রতপ্ত লৌহের কুণ্ডে যায সেই জন ॥
 অবশেষে ধরে জন্ম রজকী উদরে ।
 সাতবার জন্ম লয রজকের ঘরে ॥
 স্নেহহস্তে দেবদ্রব্য স্পর্শ করে যেই ।
 শতবর্ষ ষর্য়কুণ্ডে বাস করে সেই ॥
 শূদ্রোন্ন ভোজন করে যে সব ব্রাহ্মণ ।
 প্রতপ্ত হ্রার কুণ্ডে করিবে গমন ॥
 স্বামীবে যে নারী সদা কটুবাণ্য কয় ।
 কণ্টকের কুণ্ডে সেই যাইবে নিশ্চয ॥
 অনিবেত্ত খাণ্ড খায যে সব ব্রাহ্মণ ।
 কুমির কুণ্ডেতে তারা করিবে গমন ॥
 মহাদুঃখ পায় সেই হাজার বছর ।
 শেষে ধরাতলে যায হইয়া শূকর ॥
 শূদ্রশব দাহ করে যেই বিপ্রগণ ।
 পূজকুণ্ডে অবশ্যই করিবে গমন ॥
 ভোজন করিবে পূজ অনেক বৎসর ।
 তাড়না করিবে নিত্য আমার কিঙ্কর ॥
 ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে জন্তু হত্যা করে যেইজন ।
 দংশ-মশকের কুণ্ডে করে সে গমন ॥
 দিবানিশি সেই জন রহে অনাহারে ।
 আমার কিঙ্কর দেয় যাতনা তাহাবে ॥
 মধুলোভে মক্ষিকারে হত্যা করে যেই ।
 গরল-কুণ্ডেতে গিয়া বাস করে সেই ॥
 তথায গরল মাত্র করিয়া আহার ।
 যাতনা পাইয়া সদা করে হাহাকার ॥
 দণ্ডাঘাত ব্রাহ্মণেরে করে যেইজন ।
 বজ্রদণ্ডী নরকেতে তাহার গমন ॥

যম দূতগণ সদা বজ্রাঘাত করে ।
 তাহার যাতনা দেখি হৃদয় বিদরে ।
 প্রজা প্রতি যেই রাজা করে অত্যাচার ।
 জানিও বৃশ্চিক-কুণ্ডে বাস হয় তার ॥
 বৃশ্চিকদংশন জ্বালা সহ্যে নিরন্তর ।
 তথায় থাকিবে সে সহস্র বৎসর ॥
 হরিভক্তিশূন্য হয় যে সব ব্রাহ্মণ ।
 শরাদি কুণ্ডের মাঝে করিবে গমন ॥
 আপনার ধর্মকর্ম দিয়া বিসর্জন ।
 ক্ষত্রিয় আচার করে যে সব ব্রাহ্মণ ॥
 অশ্বে করে আরোহণ, অস্ত্র হাতে লয় ।
 বসাকুণ্ড নরকেতে নিবাস নিশ্চয় ॥
 কেশেতে ধরিয়া তারে মোর দূতগণ ।
 করে তারে অবিরত কতই গীড়ন ॥
 অল্প দোষে যেই রাজা ধরি প্রজাগণে ।
 বদ্ধ করে অন্ধকার কারার ভবনে ॥
 গোলকুণ্ড নরকেতে করে সে গমন ।
 কীটগণ করে তার শরীর দংশন ॥
 কামের অধীন হ'য়ে যেই মূঢ় জন ।
 পরস্ত্রীর বন্ধুস্তন করে নিরীক্ষণ ॥
 স্বীয় লোম-পরিমিত বর্ষ সেই জন ।
 কাককুণ্ড নরকেতে করিবে গমন ॥
 কাকের দংশনে তার লোচন বাইবে ।
 পাপদুষ্টি প্রতিকল অবশ্য পাইবে ॥
 লোভবশে যেই করে কাঞ্চন-হরণ ।
 সন্ধান-কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥
 তাড়না করিবে তারে যমদূতগণ ।
 সন্ধানগণের বির্ভা করাবে ভোজন ॥
 অন্ধরূপে তিন জন্ম রহি নিরন্তর ।
 স্তূর্ণকার রূপে সেই জন্মে অতঃপর ॥
 তাত্র কিংবা লৌহ কেহ করিলে হরণ ।
 বাজকুণ্ড মাঝে সেই করিবে গমন ॥
 ভোজন করিবে বাজবির্ভা অনিবার ।
 যমদূতগণ সদা করিবে প্রহার ॥

দেবমূর্তি দেবদ্রব্য হরে যদি কেহ ।
 বজ্রকুণ্ডে বাবে সেই নাহিক সন্দেহ ॥
 বজ্রে তার দেহ দগ্ধ হয় নিরন্তর ।
 তাড়না করয়ে সদা আমার কিঙ্কর ॥
 ব্রাহ্মণের গব্য বজ্র যে করে হরণ ।
 তপ্ত পাষণের কুণ্ডে করে সে গমন ॥
 পাষণ কুণ্ডেতে গিয়া সেই দুরাচার ।
 ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে জন্ম লয় পুনর্ব্বার ॥
 যেই জন চুরি করে কাঞ্চ ও পিতল ।
 তীক্ষ্ণ পাষণের কুণ্ডে রহে অবিরল ॥
 যত সংখ্যা রোম তার তত বর্ষ ধরি ।
 সেই দুরাচার রহে শিলাকুণ্ডে পড়ি ॥
 স্তম্ভ যাতনা দেয় যমদলবলে ।
 অন্ধ হৈবা অবশেষে জন্মে ধরাতলে ॥
 অসতীর অন্নভোজী হয় যেই জন ।
 লালাকুণ্ড মাঝে সেই করিবে গমন ॥
 ব্রাহ্মণ হইবা যেই স্নেহ-সেবা করে ।
 কিংবা হয় মনীষীবী জীবিকার তরে ॥
 তপ্ত মসীকুণ্ডে সেই অবস্থান করে ।
 অত্যাচার করে যত আমার কিঙ্করে ॥
 যমদূত কত তারে করবে প্রহার ।
 কত যে স্তনীর্কাল নাহি লেখা তার ॥
 পশুরূপ লৈয়া পরে তিন জন্ম ধরি ।
 পৃথিবী ভিতরে আসে সেই পাগাচারী ॥
 তারপর কৃষ্ণসর্প রূপেতে জন্মিয়া ।
 নিবিড় কাননে থাকে আশ্রয় লইয়া ॥
 অবশেষে তাল বৃক্ষ হয় তিনবার ।
 তবে হয় পাপক্ষয় শাস্ত্রের বিচার ॥
 দাঘ আদি শস্ত আর তাম্বুল আসন ।
 হরণ করিলে পরে কোন মূঢ় জন ॥
 চূর্ণকুণ্ড নরকেতে বাইবে স্থরাধ ।
 মহাক্রোধে বহু বর্ষ রহিবে সেখাধ ॥
 ব্রাহ্মণের দ্রব্য-ভোগ করে যেই জন ।
 চক্রকুণ্ডে অবশ্যই হইবে পতন ॥

বান্ধবের প্রীতি যেই কুটিলতা করে ।
 বক্রকুণ্ডে সেইজন খাইবে সহরে ॥
 বক্র-অঙ্গ হয় সেই সপ্তজন্ম ধরে ।
 ভাৰ্য্যাহীন হ'য়ে রথ দরিদ্রের ঘরে ॥
 হবিব শয়নকালে যে সব ব্রাহ্মণ ।
 লোভবশে কুর্মাংস করিবে ভোজন ॥
 শতবর্ষ কুর্মাংসে বাস সেই কবে ।
 জন্ম লয় অবশেষে কুর্মে উদবে ॥
 ত্রিজন্য বিভাল হয় ত্রিজন্য শূন্য ।
 ত্রিজন্য মম্বর হ'য়ে জন্মে অভঃপের ॥
 পাপের উচিত ফল হইবে ভুগিতে ।
 নিস্তার নাহিক তার এই পৃথিবীতে ॥
 দেবতা বিপ্রের স্নত করিলে হরণ ।
 জ্ব লাকুণ্ড মাঝে তার হইবে পতন ॥
 তৈলপাণী হয় সেই সপ্তজন্ম ধরে ।
 অবশেষে জন্ম লয় মুখিক-উদরে ॥
 এইভাবে হয় তার পাপের খণ্ডন ।
 উচিত কর্মের ফল ভোগে সেইজন ॥
 দেবের হুগন্ধি দ্রব্য যে করে হরণ ।
 চুর্গন্ধ কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥
 নরক ভিতরে পড়ি বিষম যন্ত্রণা ।
 অবশ্য ভুগিতে হয় জানিবে ললনা ॥
 হিংসাবশে ছলে বলে যদি কোন জন ।
 অশ্রের পৈতৃক ভূমি করবে হরণ ॥
 তপ্তকূর্মা নরকেতে সেই জন যায় ।
 তপ্ত তৈলে দগ্ধ হ'বে বহু কষ্ট পায় ॥
 তাহার তাপের কথা কহন না যায় ।
 সপ্ত মন্বন্তর কাল যাতনা সে পায় ॥
 অর্থলোভে নরহত্যা করে যেই জন ।
 অশিপত্র নরকেতে করে সে গমন ॥
 শত মন্বন্তর কাল রহবে সেথায় ।
 অনাহারে দিবারাত্র বহু কষ্ট পায় ॥
 শূকর কুকুর শিবা হয় সেই জন ।
 ব্যাক্র ও বৃকের রূপ করে সে ধারণ ॥

গ্রাম বা নগর দগ্ধ করে যেই জন ।
 ক্ষুরধার নরকেতে করে সে গমন ॥
 অযুত বৎসর সেই প্রেতরূপ ধরি ।
 যন্ত্রণা দারুণ পায় যন্ত্রপান করি ॥
 অগ্নিমুখ প্রেতরূপে জন্ম হয় তার ।
 খণ্ডোত্তরূপেতে জন্ম হয় বারংবার ॥
 মানবের দেহ শেষে করিয়া ধারণ ।
 শূলরোগী কুষ্ঠরোগী হয় সেই জন ॥
 সপ্ত জন্ম যাবে তার এইরূপ ভাবে ।
 তবে সে নরক হৈতে পুনঃ মুক্তি পাবে ॥
 শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে সর্বথা ।
 সাধ্য নাই কেহ পারে করিতে অত্যাধা ॥
 অপরের নিন্দা সদা করে যেই জন ।
 সূচীমুখ নরকেতে করে সে গমন ॥
 সপ্তজন্ম ধরে সেই বৃশ্চিক-আকার ।
 সপ্তজন্ম সর্পরূপে জন্মে বারংবার ॥
 বজ্রকাঁট-দেহ শেষে করিয়া ধারণ ।
 মানবের ঘরে পরে জন্মে সেই জন ॥
 বিপ্রজনে নিন্দা যদি করে কোন জন ।
 নিশ্চয় জানিবে সেই নরক-ভাজন ॥
 পরনিন্দা হৈতে ইহা পাপ গুরুতর ।
 কত জন্ম থাকে সেই নরক ভিতর ॥
 অকারণে অভিমানে হইয়া মগন ।
 গৃহীদের গৃহভেদ করে যেই জন ॥
 অথবা যত্নপি কেহ যে কোন কারণ ।
 দেখু ছাগ মেঘ আদি করয়ে হরণ ॥
 গোধামুখ নরকেতে বাস হয় তার ।
 মহাক্রোধ সেই জন পায় অনিবার ॥
 যমদূতগণ তারে দারুণ প্রহারে ।
 নিরন্তর নানা ভাবে নিৰ্যাতন করে ॥
 দারুণ যন্ত্রণা পেয়ে হাহাকার করে ।
 তথাপি নাহিক মুক্তি জানিবে অন্তরে ॥
 গাভী মেঘ ছাগ রূপে জন্ম সেই লয় ।
 মানব হইয়া শেষে ভাগ্যহীন হয় ॥

পত্নীপুত্রকণ্ঠাহীন হয় সেইজন ।
 অতি দুঃখে কাটে তার সারাটি জীবন ॥
 ভুচ্ছ দ্রব্য যেই জন করিবে হরণ ।
 নক্রমুখ নরকেতে করিবে গমন ॥
 একযুগ সেই স্থানে মহাকষ্ট পায় ।
 মহারোগী হ'য়ে শেষে জন্মিবে ধরায় ॥
 গাভী গজ অথ যেই করিবে হনন ।
 গজদংশ নরকে সে করিবে গমন ॥
 তিনযুগ সেই স্থানে অবস্থান ক'রে ।
 অনন্তর জন্ম লব গজের উদরে ॥
 অথ আর গাভীরূপে জন্মে সেই জন ।
 অবশেষে স্নেচ্ছরূপ করয়ে ধারণ ॥
 তুষাতুর গাভীরে যে নাহি দেয় জল ।
 গাভী-সেবা যেই নাহি করে অবিরল ॥
 যদি কেহ রোদে পথ কিংবা জলাশয় ।
 পরিভ্রাণ নাহি তার জানিবে নিশ্চয় ॥
 গোমুখ-নরক মাঝে সেই জন যায় ।
 এক মন্বন্তর কাল বহু কষ্ট পায় ॥
 সপ্তজন্ম সেই জন হয় গাভীহীন ।
 মানব হইয়া শেষে হয় অতি দীন ॥
 চিরকাল রোগী হৈয়া দুঃখ সেই পাবে ।
 কৰ্মভোগসমাপ্তিতে দুঃখ দূরে যাবে ॥
 গাভীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করে যেই জন ।
 কামে মত্ত হ'য়ে করে অগম্যা গমন ॥
 সন্ধ্যা পূজা নাহি করে অদীক্ষিত রয় ।
 শূদ্র-সুপকার আর গ্রামযাজ্ঞী হয় ॥
 বুযলীর পতি হৈয়া রতিক্রিয়া করে ।
 অথবা ভিক্ষুকে যেই হিংসিবে অন্তরে ॥
 পত্নীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করে যেই জন ।
 কুস্তীপাক নরকেতে করে সে গমন ॥
 তাড়না করয়ে তারে আমার কিঙ্কর ।
 বারংবার ফেলে তারে বহির ভিতর ॥
 তপ্ত তৈলে তপ্ত জলে কষ্টক-সাঝারে ।
 আমার কিঙ্করগণ ফেলে বারে বারে ॥

কখন পাশাণে তারে মারিবে আছাড় ।
 শূলেতে চড়ায়ে কভু দিবে সাজা তার ॥
 লক্ষবর্ষ এইরূপে নরকে থাকিয়া ।
 স্মৃতি জীবের রূপে জন্মিবে আসিয়া ॥
 গৃধ্র ও শূকররূপে জন্মি বারংবার ।
 কাক সর্প রূপে জন্মে পৃথিবী-সাঝার ॥
 অভক্ষ্য ভক্ষণ করে স্মৃতি জীবন ।
 কদাপি না যেতে পারে যেথায় সজ্জন ॥
 বিষ্ঠামাঝে কুমিরূপে জন্ম সেই লব ।
 মানবের ঘরে পরে কুষ্ঠরোগী হয় ॥
 কুৎসিত ব্যাধিতে সেই সদা কষ্ট পায় ।
 পুত্রকলত্রাদি তার নিকটে না যায় ॥
 তাহার বংশের যত সন্তান সন্ততি ।
 বক্ষ্মারোগে ধ্বংস সব হবে শীঘ্রগতি ॥
 শুনিলে সাবিত্রী সতী নরক আখ্যান ।
 কহিলাম সব আমি করিবা ব্যাখ্যান ॥
 পুনরায় সংক্ষেপেতে করিব বর্ণন ।
 মন বাক্য শুন তুমি হ'য়ে একমন ॥
 অসংখ্য নরক তার সংখ্যাহীন রূপ ।
 অগ্নিতে বেষ্টিত কোন, কোন বিষ্ঠাস্তূপ ॥
 কোথাও অসংখ্য কুমি বিচরণ করে ।
 কোথাও বা যমদূত কেশ আসি ধরে ॥
 জলন্ত কটাহে কোথা আছে তৈলরাশি ।
 কোথাও গলিত শব, কত পচা বাসি ॥
 কত যে বীভৎস রূপ কহিতে না পারি ।
 অগ্নির সমুদ্রে কোথা ভরিবে সঁতারি ॥
 হুতপ্ত বালুকাকুণ্ড কোথাও বিরাজে ।
 মলমূত্রময় হৃদ কোথাও বা সাজে ॥
 কোনও নরকে সদা বজ্রের আঘাত ।
 মশক দংশন কোথা মহা উৎপাত ॥
 অনুক্ষণ শিলাবৃষ্টি সদাই বরষে ।
 কোথাও জীবন যায় অগ্নির পরশে ॥
 যমদূত লৌহ কাঁটা বিঁধাঘ নখনে ।
 পরিভ্রাহি বলি রব কাহারো বদনে ॥

নরকের সংখ্যা যত বলিতে না পারি ।
 যাইবে তথায় যত আছে পাঁপাচারী ॥
 মিথ্যার মোহেতে যারা পাঁপাচার করে ।
 তারাই নরকে যায় জানিও অন্তরে ॥
 হরি নামে নাই রুচি, কটু কথা বলে ।
 হিংসায় অন্তর ভরা, মাৎসর্যেতে জ্বলে ॥
 নরহত্যা ব্রহ্মহত্যা গোহত্যাদি আর ।
 অসংখ্য পাপের কাজ করে নির্বিকার ॥
 লোকে প্রভারণা আর স্বজনে বঞ্চনা ।
 কত যে করয়ে পাপ না যায় গণনা ॥
 কামার্ভ পুরুষ হয় রতিকর্ণে মতি ।
 বিন্দুমাত্র ভয় নাই পরনারী প্রতি ॥
 গৃহদাহ করে আর করে নির্ধাতন ।
 নিরন্তর করে যারা অগম্যাগমন ॥
 গুরুজনে নাহি ভক্তি শাস্ত্র নাহি মানে ।
 চৌর্ধেতে প্ররুত্তি আছে ধনে কিংবা জনে ॥
 দানাদি স্বকর্ণে কছু ইচ্ছা নাহি হয় ।
 আর্ভ অতিথির প্রতি অতীব নির্দয় ॥
 সর্বদা নিরত থাকে কুমন্ত্রণা দানে ।
 অভক্ষ্য ভোজন করে জানে কি অজ্ঞানে ॥
 কুকর্ম বা কু-আচারে অতি দূঢ় মতি ।
 নিশ্চয় তাদের হয় নরকেতে গতি ॥
 নানাবিধ শাস্তি তারা ভোগে নরকেতে ।
 পাপযুক্ত তারা নাহি হয় কোন মতে ॥
 বিস্তারিয়া ইহাদের করিহু বর্ণন ।
 আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কর গো এখন ॥
 যমরাজ কথা শুনি পুলকিত অতি ।
 তাহারে সম্ভাষি বলে সাবিত্রী স্মৃতি ॥
 সাবিত্রী কহিলা প্রভু করি নিবেদন ।
 ব্রহ্মহত্যা কি প্রকার করহ বর্ণন ॥
 গোহত্যাপাপের কথা কর মহাশয় ।
 কোন্ নারী মানবের গম্যা নাহি হয় ॥
 কোন্ বিপ্র গ্রামবাসী কেবা সুপকার ।
 সবিত্তারে জানিবারে বাসনা আমার ॥

● গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা পাপের
 শাস্তি বিবরণ ।

যম কহে, হে হৃন্দরি, শুন দিয়া মন ।
 তোমারে সকল কথা করিব বর্ণন ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রতিমাতে শিবলিঙ্গ শিবে ।
 সূর্যমণি-মাঝে ভেদ যেজন করিবে ॥
 গণেশ ও প্রতিমাতে ভেদজ্ঞান যার ।
 অবশ্যই ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় তার ॥
 গুরু আর ইন্দ্ৰদেবে যার ভেদজ্ঞান ।
 জননী ও জন্মদাতা না হেরে সমান ॥
 বিমাতা স্বমাতা আর গুরুর নন্দন ।
 ইহাদের ভেদজ্ঞান করে যেই জন ॥
 স্নেহগণে বিপ্রতুল্য যেই করে জ্ঞান ।
 পাপ তার হয় ব্রহ্মহত্যার সমান ॥
 বিষ্ণুমায়া প্রকৃতিরে নিন্দা করে যেই ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয় প্রব সেই ॥
 জন্মান্তরী শিবরাত্রি রামনবমীতে ।
 কর্তব্য যে নাহি করে ভক্তিমুক্ত চিতে ॥
 একাদশী রবিবার না করে পালন ।
 ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাপী হয় সেইজন ॥
 অম্বুবাচী দিনে করে যুক্তি-কথন ।
 পিতা মাতা ভার্য্যা আদি না করে পোষণ ॥
 বিবাহ না করে যেই পুত্র নাহি যার ।
 অবশ্যই ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় তার ॥
 হরিভক্তিহীন যারা না করে পূজন ।
 অনিবেদ্য খাদ্য সর্বা করয়ে ভোজন ॥
 বিষ্ণু আর শিবলিঙ্গে পূজা নাহি করে ।
 ব্রহ্মহত্যা-পাপী হয় পৃথিবী-ভিতরে ॥
 দণ্ডদ্বারা গাভীগণে যে করে তাড়ন ।
 গাভীরে উচ্ছিন্ন দান করে যেই জন ॥
 ব্রাহ্মণ হইয়া চড়ে রুঘের উপরে ।
 রুঘলীপতির দ্বারা যাজন যে করে ॥
 রুঘলীর অন্ন যেই করয়ে ভোজন ।
 গাভীহত্যা পাপে পাপী হয় সেই জন ॥

পদদ্বারা গো-তাড়ন করে যেই জন ।
 অগ্নির মাঝেতে করি চরণ-ক্ষেপণ ॥
 স্নান-অস্ত্রে যে না করে পাদপ্রক্ষালন ।
 চরণ না ধৌত করি যে করে ভোজন ॥
 দিব্যভাগে ছুইবার করে যে আহার ।
 গাভীহত্যা তুল্য পাপ হইবে তাহার ॥
 ত্রিসন্ধ্যাবিহীন হয় যে সব ব্রাহ্মণ ।
 পিতৃদেবতার যারা না করে তর্পণ ॥
 অতিথির সেবা নাহি করে কদাচন ।
 গোহত্যার পাণী হয় সেই নরগণ ॥
 অনন্ত নরক ভোগ তাহারা করিবে ।
 ব্রাহ্মণ হলেও রক্ষা কভু না পাইবে ॥
 উপদ্রব হ'তে গাভী না করে রক্ষণ ।
 যেইজন গাভীগণে করয়ে পীড়ন ॥
 গোহত্যার সমতুল্য পাপ তার হয় ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
 অগ্নি জল নৈবেদ্যাদি যে করে লজ্জন ।
 গোহত্যার পাপে পাণী হয় সেইজন ॥
 মিথ্যাবাদী প্রতারক হয় যেইজন ।
 গুরুদ্বেষকারী যেই হয় অনুক্ষণ ॥
 বিপ্র আশ্রা গুরু আশ্রা যেই নাহি মানে ।
 দেবগুরুবিপ্রনিন্দা শুনে নিজ কানে ॥
 প্রতিবাদ নাহি করে, প্লবিত হয় ।
 তাহার পাপের কভু তুলনা না হয় ॥
 গুরু বিপ্রে যেই জন না করে প্রণাম ।
 গোহত্যার পাপ তার হয় অবিরাম ॥
 বিদ্যার্থীয়ে বিদ্যাদানে বিমুখ যে হয় ।
 গোহত্যার পাপ তার নাহিক সংশয় ॥
 সবিস্তারে সব কথা করিল বর্ণন ।
 অগম্য নারীর কথা কহিব এখন ॥
 বেদবিদ্য বৃত্ত সব পণ্ডিতেরা কয় ।
 নিজপত্নী গম্যা শুধু অশ্রু পত্নী নয় ॥
 শুন শুন পতিব্রতে, কহি আমি আজ ।
 অতিশয় অগম্য কে তাহাদের মাঝ ॥

ব্রাহ্মণরমণী সদা অগম্যা শূদ্রের ।
 শূদ্রপত্নী গম্যা নহে কোন ব্রাহ্মণের ॥
 শূদ্র যদি বিপ্রভার্য্য করয়ে গমন ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপভাগী হইবে তখন ॥
 শূদ্রপত্নী সহ বিপ্র করিলে বিহার ।
 বৃষলীর পতি বলি নাম হয়-তার ॥
 চণ্ডাল হইতে হীন হয় সেই জন ।
 পিতৃগণ তার পিতৃ না করে গ্রহণ ॥
 সঞ্চিত যতেক পুণ্য নষ্ট হয় তার ।
 বায় সেই কুস্তীপাক নরক-মাকার ॥
 গুরুপত্নী রাজপত্নী পুত্রবধূ মাতা ।
 সৌদর ভ্রাতার পত্নী ভগিনী বিমাতা ॥
 মাতুলানী পিতামহী মাতার ভগিনী ।
 মাতামহী ভ্রাতৃকন্যা শিষ্যের কামিনী ॥
 ভাগিনেয়পত্নী শিষ্যা পত্নী গর্ভবতী ।
 ভ্রাতৃপুত্রপত্নী সব অগম্য । যে অতি ॥
 এই সব নারী সহ করিলে বিহার ।
 শতব্রহ্মহত্যা-পাপ হইবে তাহার ॥
 ভীষণ নরককুণ্ডে করিয়া গমন ।
 শতযুগ সেইখানে করবে যাপন ॥
 শুন মা সাবিত্রী সতী, কহি অতঃপব ।
 আর আর পাণীদের লক্ষণ বিস্তর ॥
 অপবিত্র দেহে সন্ধ্যা করে যে ব্রাহ্মণ ।
 অথবা যে বিপ্র করে ত্রিসন্ধ্যা বর্জন ॥
 সেই সব ব্রাহ্মণেরে সন্ধ্যাহীন কয় ।
 ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য কভু তারা নয় ॥
 মিথ্যা-অহংকার বশে যদি কোন জন ।
 বিষ্ণু শিব আদি মন্ত্র না করে গ্রহণ ॥
 ব্রাহ্মণতনয় হ'লে তবুও তাহার ।
 নরকে যাইতে হবে নাহিক নিস্তার ॥
 শক্তি-সূর্য-বিষয়ক মন্ত্র নাহি লয় ।
 অদীক্ষিত সেইজন শাস্ত্রে ইহা কয় ॥
 নারায়ণ সমিধানে গঙ্গার মাঝারে ।
 কুরুক্ষেত্রে সোমতীর্থে আর হরিদ্বারে ॥

ভাস্কর ক্ষেত্রেতে আব নৈমিষ কাননে ।
 বারাগঙ্গী ধামে আর পুণ্য বৃন্দাবনে ॥
 সবম্বতীনদী-তীবে গোদাবরী-তটে ।
 কোশিকী নদীর তীরে ত্রিবেণী-নিকটে ॥
 গঙ্গাসাগরের মাঝে বদরিকাশ্রমে ।
 হিমালয়ে কেদারেতে পুরুষ-উত্তমে ॥
 দানের গ্রহণ করে যেজন ইচ্ছায় ।
 তীর্থপ্রতিগ্রাহী সেই নরকেতে যায় ॥
 তীর্থপ্রতিগ্রাহী জন অতীব নিন্দিত ।
 তীর্থবাসহেতু পাপ না হয় খণ্ডিত ॥
 তীর্থেতে গমন কিংবা স্নান আদি ভ্রত ।
 পুণ্যকর্ম রূপে সদা হয় বিবেচিত ॥
 তথাপি জানিবে সেথা প্রতিগ্রহ কাজ ।
 সমর্থন নাহি করে ধার্মিক-সমাজ ॥
 এইরূপ সব তীর্থপ্রতিগ্রাহী জন ।
 অবশ্য হইবে শুন নরকভাজন ॥
 শূদ্রের যাজনকারী হয় যে ব্রাহ্মণ ।
 তাহার পাপের কথা না যায় কখন ॥
 নবকে গমন তার জানিবে নিশ্চিত ।
 এইরূপ শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ নিন্দিত ॥
 তাহার সম্বন্ধে আরো শুন বিবরণ ।
 গ্রামযাজী নামে উক্ত হয় সেই জন ॥
 শূদ্র-ঘরে পাককার্য করে যে ব্রাহ্মণ ।
 শূদ্র-সূপকার বলি উক্ত সেই জন ॥
 দেবকার্যাদিতে তার নাহি অধিকার ।
 নরকে পতন তার হয় অনিবার ॥
 সন্ধ্যা আর দেবপূজা যেই নাহি করে ।
 প্রমত্ত বলিয়া খ্যাত হয় চরাচরে ॥
 এই সব বিপ্রগণ অতি অভাজন ।
 কুস্তীপাক নরকেতে করয়ে গমন ॥
 জন্মজন্মান্তব ধরি কত দুঃখ লভে ।
 তাহাদের পরিত্রাণ করু না সম্ভবে ॥
 এতমাত্র হরিণামে সর্বপাপ যায় ।
 ইহা ছাড়া জীবকূলে নাহিক উপায় ॥

অতএব হরিণাম হরিগুণ গান ।
 মুক্তির উপায় জান আমা বিদ্যমান ॥
 যত পাপ নরলোকে অনুষ্ঠিত হয় ।
 একবার হরিণামে সব হয় ক্ষয় ॥

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● উনবিংশ অধ্যায়

পাপিভেদে নবকভেদ-কথন ।

যম কহে সাবিত্রীয়ে, শুন দিয়া মন ।
 হরিসেবা ভিন্ন কর্ম না হয় খণ্ডন ॥
 শুভকর্মবলে জীব যায় স্বর্গলোকে ।
 অশুভ কর্মের ফলে যায় সে নরকে ॥
 যে ব্রাহ্মণ বেশা-অন্ন করিবে ভোজন ।
 কালসূত্র নরকে সে করিবে গমন ॥
 কতকাল বাস সেথা করিবে ব্রাহ্মণ ।
 সাধ্য কিবা আছে মোর করিতে গণন ॥
 বেশ্যাসহ যাই বিপ্র করয়ে বিহার ।
 সেই যায় অবশ্যই নরক-মাঝার ॥
 নরকেতে মহাদুঃখ পায় নিরন্তর ।
 তাড়না করয়ে সদা আমার কিঙ্কর ॥
 নরকের কুশি-মাঝে করয়ে বসতি ।
 ভুগিতে হয় যে তার শেষে দুর্গতি ॥
 চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণেতে যে কবে আহার ।
 অরুণ্ড নরকেতে বাস হয় তার ॥
 দীর্ঘকাল সে নরকে বসতি করিয়া ।
 লভে সে পাপের শাস্তি ভুগিবা ভুগিবা ॥
 বাগদত্তা কহা দিলে অপবের কবে ।
 পাণ্ডুভোজ নরকেতে যাইবে সহরে ॥
 নরক ভিতরে সেই পাপী ছুরাচাব ।
 পাইবে বিবিধ শাস্তি অশেষ প্রকার ॥
 দান কবি সেই দান করিলে গ্রহণ ।
 পাশবেষ্ট নরকেতে করিবে গমন ॥

পাশবেষ্ট নরকের বিচিত্র গঠন ।
 ভীষণ প্রহার করে যতদূতগণ ॥
 শিবলিঙ্গে অবহেলা করে যেই জন ।
 শূলশ্রোত নরকে সে করিবে গমন ॥
 সে নরকে যেই জন করয়ে গমন ।
 তাহার দুর্গতি সতি না যায় বর্ণন ॥
 যেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাণ্য কয় ।
 উদ্ধামুখ নরকেতে সেই নারী রয় ॥
 মহাক্লেণ ভোগ করি নরক-মাঝারে ।
 রুগ্ণা ও বিধবারূপে জন্মে বারে বারে ॥
 নরকের কীটে ভরা জিহ্বা তার থাকে ।
 কটুবাণ্য বলি শেষে পড়ে যে বিপাকে ॥
 স্বামিনিন্দাকারিণী যে পাতকিনী হয় ।
 নরক-মাঝারে পায় শাস্তি অতিশয় ॥
 ভ্রাক্ষণী কদাপি যদি শূদ্রলঙ্গ করে ।
 অন্ধকূপ নরকেতে যাইবে সহরে ॥
 অন্ধকার অন্ধকূপে রহে অনাহারে ।
 আমার কিঙ্কর সদা রেশ দেখে তারে ॥
 এ সংসারে ক্ষত্রিয় বা যদি বৈশ্যগণ ।
 কোন দিন করে কোন ভ্রাক্ষণী-গমন ॥
 সেই বৈশ্য ক্ষত্রিয়েরা মাতৃগামী হয় ।
 শূল নরকের মাঝে বহুবর্ষ রয় ॥
 অগম্যাগমনরূপ পাপ কার্য্য-ফলে ।
 কত শাস্তি দান করে যতদূত দলে ॥
 পুনর্জন্ম লইলেও সুখী নাহি হয় ।
 আশেষ দুর্গতি সেই ভুগিবে নিশ্চয় ॥
 ভুলনী লইয়া মিথ্যা শপথ যে করে ।
 সেই যায় জ্বালামুখ নরক-ভিতরে ॥
 দক্ষিণ হস্তের দ্বারা যে করে প্রহার ।
 সপ্তজন্ম সর্পরূপে জন্ম হয় তার ॥
 অপরে প্রহার হেতু যেই পাপ হয় ।
 সে-পাপের ফলভোগ করিবে নিশ্চয় ॥
 দেবগৃহে যেই জন মিথ্যা বাক্য কয় ।
 দেবলরূপেতে তার সপ্তজন্ম হয় ॥

সপ্তজন্ম সেই জন সুখ নাহি পায় ।
 পাপকার্য্যফল ইহা, নাহিক উপায় ॥
 মিত্রদোহী সপ্তজন্ম হইবে নকুল ।
 কৃত্রিম গণ্ডক হবে নাহি কোন ভুল ॥
 বন্ধুজনগণ প্রতি অহিত আচার ।
 জানিবে কখনো নহে উচিত কাহার ॥
 বিশ্বাসঘাতক যেই ব্যাক্তরূপ ধরে ।
 মিথ্যানাক্ষী জন্মিবে ভল্লকী-উদরে ॥
 নিত্যক্রিয়াহীন হয় যে সব ব্রাহ্মণ ।
 বিশ্বাস না করে যেই বেদের বচন ॥
 তাহাদের পাপকার্য্য অতীব নিন্দিত ।
 এই হেতু নিত্যকর্ম্ম হয় যে উচিত ॥
 ব্রত-উপবাসহীন হয় যারা সদা ।
 অপরের নিন্দা যারা করয়ে সর্বদা ॥
 জিহ্ম নরকের মাঝে করিবে গমন ।
 তাড়না করিবে সদা মোর ভূত্যগণ ॥
 দুর্গতি তাদের কত কেবা জানে, সতি ।
 ভুগিতে হইবে তার, যে হয় দুঃখতি ॥
 দেবতা বিশেষ বিভূষিত করে হরণ ।
 ধুম-অন্ধ নরকেতে করে সে গমন ॥
 হৃত্র খাষ সেই জন বহুযুগ ধরে ।
 বংশহীন হ'বে শেষে বহু কষ্ট করে ॥
 যে ভ্রাক্ষণ লাঞ্ছা লোহ করয়ে বিক্রয় ।
 নাগবেষ্ট নরকেতে সেই জন রয় ॥
 নরক হইতে তার নাহিক উদ্ধার ।
 কত যে পাইবে কষ্ট শেষ নাহি তার ॥
 এইরূপ কত শত নরকের স্থিতি ।
 তাহাদের সংখ্যা বল কেবা জানে সতি ॥
 নরকের মাঝে হয় কত অত্যাচার ।
 কেবা বল বর্ণিবেক দুর্গতি তাহার ॥
 তথা হৈতে মুক্তি পাবে নাহিক উপায় ।
 একমাত্র হরিনামে যদি মুক্তি পায় ॥
 হরিনামে সর্বপাপ করয়ে খণ্ডন ।
 উদ্ধার-উপায় আর না যায় চিন্তন ॥

প্রসিদ্ধ নরক-কথা কহিলু বিস্তর ।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর ॥

প্রকৃতিখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্যাদি কথন ও সভাবানেষ
জীবন দান ।

সাবিত্রী কহিলা এবে হরষিত মন ।
শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য কথা করহ বর্ণন ॥
লক্ষপুরুষের যাহা উদ্ধার-কারণ ।
যাঁহার কৃপায় হয় পাপ-বিনাশন ॥
জগৎমঙ্গল যিনি সকলের সার ।
যাঁর কৃপা বলে হয় নরক-উদ্ধার ॥
অশুভের নিবারক মুক্তির কারণ ।
সেই কৃষ্ণগুণ আজি করহ কীর্তন ॥
তত্ত্বজ্ঞান লভিলাম তোমার কৃপায় ।
আবো কিছু দয়া করি কহ গো আমায় ॥
যম কহে, শুন সতি, আমার বচন ।
তব ইচ্ছামত বর করিঅ অর্পণ ॥
এক্ষণে আবার কহি, হরিভক্তি হবে ।
তব যতি চিরদিন কৃষ্ণপদে রবে ॥
শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা তুমি চাহিলে শুনিতে ।
যুত্মজ্ঞেয় পঞ্চমুখে না পারে বর্ণিতে ॥
চতুর্মুখে ব্রহ্মা দেব বর্ণিতে না পারে ।
কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে বর্ণিবারে নারে ॥
যোগীন্দ্রগণের গুরু নিজে গণপতি ।
শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে নাহিক শক্তি ॥
সরস্বতী যাঁর কথা বলিতে না পারে ।
সনাতন মনকাদি বর্ণিবারে নারে ॥
বর্ণিতে না পারে যাঁরে ব্রহ্মাপুত্রগণ ।
কেমনে তাঁহার কথা করিব কীর্তন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ধ্যান করে যাঁর ।
তাঁহার মহিমা আমি কি কহিব আর ॥

আকাশ যেমন নাহি জানে নিজ সীমা ।
শ্রীকৃষ্ণ নাহিক জানে নিজের মহিমা ॥
সকলের অন্তরাত্মা কৃষ্ণসনাতন ।
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ ॥
সকলের আদি তিনি সর্বরূপধারী ।
তাঁহার মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি ॥
নিত্যানন্দ নিত্যরূপী নিত্য নিরাকার ।
নিত্যদেহী নিরঙ্কুশ কি কহিব আর ॥
নিষ্ঠুর্গ ও নিরাশ্রয় নিত্য নিরঞ্জন ।
সকলের সাক্ষী সেই কৃষ্ণসনাতন ॥
নির্লিপ্ত শ্রীভগবান্ সবার আধার ।
স্বয়ং পুরুষ তিনি নিত্য সারাসার ॥
ভক্তপ্রতি অনুগ্রহে ধরে কলেবর ।
কমনীয় রূপ তাঁর মোহন সুন্দর ॥
কিশোর বয়স সদা গোপবেশ তাঁর ।
জলধরসম কাস্তি অতি চমৎকার ॥
কোটিকন্দর্পের রূপ ভুবনমোহন ।
শরভের পদ্মসম যুগল নয়ন ॥
কোটি চন্দ্র পরাজিত বদন-শোভায় ।
বিভূষিত ভগবান্ রত্নের ভূষায় ॥
ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বদন তাঁহার ।
যুত্ম যুত্ম হস্ত মুখে অতি চমৎকার ॥
পরিধানে পীতবস্ত্র শান্ত কলেবর ।
অথরে মোহন বংশী শোভে নিরন্তর ॥
গোপিকা সকলে তাঁর হেরিছে বদন ।
রাসের মণ্ডলে রাজে কৃষ্ণ সনাতন ॥
চন্দনে চর্চিত তাঁর সমস্ত শরীর ।
সারা অঙ্গে কন্তুরী ও কুঙ্কুম আবীর ॥
সুন্দর বক্ষিমূড়া শোভিছে মাথায় ।
সুশোভিত ভগবান্ পুষ্পের মালায় ॥
তাঁহার আজ্ঞাব চলে এ বিশ্ব-সংসার ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি আজ্ঞা মানে তাঁর ॥
তাঁহার আদেশে চলে বায়ু নিরন্তর ।
তাঁহার আজ্ঞার তাপ দিতেছে ভৃঙ্গর ॥

তাঁর আজ্ঞাবলে চলে দিক্‌পালগণ ।
 গ্রহ আদি তাঁর আজ্ঞা মানে অনুক্ষণ ॥
 স্থলচর জলচর বত জীবগণ ।
 তাঁহার কৃপায় প্রাণ করিছে ধারণ ॥
 তাঁহা হ'তে আবির্ভূত ভূত-সমুদয় ।
 তাঁহাতে বিলীন হয় অস্তিম সময় ॥
 প্রলয়-ঘটন হয় নিমেষে তাঁহার ।
 হরির মহিমা আমি কি কহিব আর ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-মহাত্ম্য আমি করিনু কীর্তন ।
 এক্ষণে কিরিবা বাও আপন ভবন ॥
 এত শুনি ধীরে ধীরে সাবিত্রী স্তম্ভরী ।
 কহিলেন যমপ্রতি যুক্তকর করি ॥
 পতিরে রাখিয়া আমি তোমার সদনে ।
 কেমনে যাইব বল আপন ভবনে ॥
 শুনিয়া সাবিত্রীব'ক্য কহে যুত্ব্যপতি ।
 অকারণ কেন কথা বল তুমি সতি ॥
 যুতব্যক্তি পুনরায় না লভে জীবন ।
 যুতের জীবন নাহি করি প্রত্যর্পণ ॥
 বৃথা অনুনয় করি কষ্ট পাবে মনে ।
 শ্রীহরিরে ভজ গিয়া আপন ভবনে ॥
 সাবিত্রীস্তম্ভরী শুনি যমরাজ-বাণী ।
 ঈষৎ রোষেতে বলে, এ কথা না মানি ॥
 আপনার প্রতিজ্ঞাতি করহ পালন ।
 স্বামীসহ লক্ষবর্ষ করিব বাপন ॥
 পতিসহবাসে মোর শত পুত্র হবে ।
 এই সব বর-দান মিথ্যা কিহে তবে ॥
 ধর্মরাজ বলি তুমি জগতে বিদিত ।
 এইরূপ অবিচার হয় কি বিহিত ॥
 সতীর এতেক বাক্য শুনি ধর্মরাজ ।
 আপনার কার্য শ্রমি পাইলেন লাজ ॥
 কণেক থাকিবা সৌন্দরী কহে ধীরে ধীরে ।
 শুন গো সাবিত্রী সতি, স্বামী লও ফিরে ॥
 সতী নারী সম এত পুণ্য আছে কার ।
 কভু না নিরখি হেন ভুবন সাধাব ॥

যুত স্বামী প্রাণ পায় তব কর্ম কলে ।
 সতীর এতেক পুণ্য ঘোষিবে ভূতলে ॥
 এত বলি ধর্মরাজ অতি হৃষ্ট মন ।
 সাবিত্রীরে পতিপ্রাণ করিলা অর্পণ ॥
 সাবিত্রী শুধন বসে প্রণাম করিয়া ।
 কাঁদিতে লাগিলা তাঁর চরণ ধরিয়া ॥
 সতীরে কাঁদিতে দেখি কৃপানিধি যম ।
 কহিলেন সাবিত্রীরে কথা মনোরম ॥
 শুন শুন সাধি, তুমি শুন পতিভ্রতে ।
 লক্ষ বর্ষ যুগভোগ করিবে ভারতে ॥
 পরিণামে গোলোকেতে করিবে গমন ।
 সাবিত্রীর ব্রত তুমি কর আচরণ ॥
 চতুর্দশ বর্ষ ব্রত করে যেই জন ।
 যোগলাভ করে সেই শাস্ত্রের বচন ॥
 বোধশ বৎসর ধরি ব্রত বেই করে ।
 অস্তিম্বে সে জন বাধ বৈদুর্ভ নগরে ॥
 জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী হ'লে ।
 সাবিত্রীর ব্রত আদি করিবে সকলে ॥
 সাবিত্রীরে এই কথা বলি ধর্মপতি ।
 গমন করিল নিজ ভবনের প্রতি ॥
 সাবিত্রী পতির সহ গৃহে কিরে আসে ।
 ছুঃখের সংসার পুনঃ পুলকেতে ভাসে ॥
 সাবিত্রীর পিতা লাভ করিল সন্তান ।
 স্বশুর আবার তাঁর চক্ষু কিরি পান ॥
 ছয়মাসেন পুনরাধ রাজ্য লাভ করে ।
 শত পুত্র জন্মে ক্রমে সাবিত্রী উদরে ॥
 শতবর্ষ স্বামী সহ যুগভোগ ক'রে ।
 সাবিত্রী গেলেন চলি গোলোক-নগরে ॥
 সাবিত্রী কাহিনী ভূল্য অপরূপ কথা ।
 জগতে কোথাও নাহি জানিবে সর্বথা ॥
 সতীর কাহিনী শুনি পুণ্য যত হয় ।
 অত্ৰ কোন কাহিনীতে তত পুণ্য নয় ॥
 যেবা শুনে যেবা পড়ে সাবিত্রী কাহিনী ।
 তাহার পুণ্যের সীমা আমি নাহি জানি ॥

এত বলি ভগবান্ প্রভু নারায়ণ ।
নারদেব প্রতি চাহি বলেন বচন ॥
শাবিত্রী-ক হিনী আমি বলিনু বিস্তারি ।
আর কি শুনিতে চাহ বল দ্বরা করি ॥
প্রকৃতিখণ্ডে জিৎ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একজিৎ অধ্যায়

নরায়ণ বচন-কথন ।

নারদ কহিলা, শুন প্রভু ভগবান্ ।
শুনিলাম তব মুখে অপূর্ব আখ্যান ॥
একণে তোমার কাছে করি নিবেদন ।
কমলার উপাখ্যান করহ কীর্তন ॥
লক্ষ্মীদেবী কি প্রকার শুনিতে বাসনা ।
কোন্ জন সর্ব-অগ্রে করে আরাধনা ॥
কোন্ জন লক্ষ্মীপূজ করিল কীর্তন ।
কুপা করি ভগবান্ করহ বর্ণন ॥
নারদের কথা শুনি কহে নারায়ণ ।
সবিস্তারে কহি আমি শুন হে ব্রাহ্মণ ॥
সৃষ্টির পূর্বেতে সেই কৃষ্ণসনাতন ।
বাম অঙ্গ হতে লক্ষ্মী করিলা সৃজন ॥
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ সুন্দরী যুবতী ।
অনন্ত যৌবন তাঁর মনোহরা অতি ॥
ক্লীণ কাটি, স্থূল স্তন, নিতম্ব বিপুল ।
দ্বাদশবর্ষীয়া কহা তাঁর সমতুল ॥
পূর্ণচন্দ্রসম তাঁর উজ্জ্বল আনন ।
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন ॥
আপনারে দুই ভাগ করিলা যুবতী ।
দুই অংশ ঠিক যেন একই যুবতি ॥
বাম অংশে জন্ম যার লক্ষ্মী তাঁর নাম ।
দক্ষিণাংশে জন্মে রাধা জানি অবিরাম ॥
উদ্ভূত হইয়া রাধা সকলের আগে ।
হরিরে কামনা করে অতি-অনুরাগে ॥

রাজ—১৪

লক্ষ্মীও প্রার্থনা করে হরিরে তখন ।
ভাবনা করেন মনে কৃষ্ণ সনাতন ॥
অন্তঃপর বিশ্বনাথ হইয়া তৎপর ।
নিজ অঙ্গ দুই ভাগ করেন সহস্র ॥
আপনি দক্ষিণে আর বামে নারায়ণ ।
দুই হস্ত নিজে প্রভু করেন ধারণ ॥
নারায়ণ হয় কিন্তু চতুর্ভুজধারী ।
ধরিলেন বিষ্ণু নাম বৈকুণ্ঠবিহারী ॥
লক্ষ্মীরে ডাকিবা তবে কৃষ্ণভগবান্ ।
চতুর্ভুজ নারায়ণে করিলেন দান ॥
সকল দেবীর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীদেবী সদা ।
মহালক্ষ্মী-নামে তিনি বিখ্যাত সর্বদা ॥
দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ হরি রাধাকাশ হন ।
গোলোকধামেতে বাস করে অনুরূপ ॥
চতুর্ভুজ নারায়ণ স্প্রশসন অতি ।
লক্ষ্মীসহ বৈকুণ্ঠেতে করিলা বসতি ॥
সর্ব অংশে সমভূল্য কৃষ্ণ নারায়ণ ।
কোন অংশে ভেদ নাহি হয় কদাচন ॥
অনন্তর মহালক্ষ্মী যোগেতে তখন ।
ইচ্ছামত নানারূপ করিলা ধারণ ॥
মহালক্ষ্মীরূপে দেবী বৈকুণ্ঠেতে রথ ।
সৌভাগ্যালিনী দেবী সকল সময় ॥
রমণীকূলেতে তিনি সবার প্রধান ।
স্বর্ণলক্ষ্মীরূপে স্বর্গে করে অবস্থান ॥
রাজলক্ষ্মীরূপে রহে রাজার আগারে ।
গৃহলক্ষ্মীরূপে গৃহে রাজে বারে বারে ॥
সম্পদরূপেতে রহে গৃহীদের ঘরে ।
সুস্মিতরূপেতে রহে গাভীর ভিতরে ॥
কন্যারূপে রহে লক্ষ্মী স্কীরোদ সাগরে ।
শোভারূপে রহে দেবী পদ্মিনী-ভিতরে ॥
রত্নে ফলে জলে নুপে নুপের পত্রীতে ।
গৃহে শস্যে বস্ত্রে আর দিব্য রমণীতে ॥
দেবপ্রতিমাতে মাণ্ড্যে হীরকে চন্দনে ।
মঙ্গলঘটেতে আর মৃত্যুর ঘূষণে ॥

নব মেঘে আর রম্য বৃক্ষের শাখায় ।
 শোভারূপে রহে দেবী কহিলু তোমায় ॥
 প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে পূজে নারায়ণ ।
 তারপর ব্রহ্মা তাঁর করিলা পূজন ॥
 তৃতীয়বারেতে তাঁরে পূজিলা শঙ্কর ।
 ক্ষীরোদ সাগরে বিষ্ণু পূজে অতঃপর ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু পূজে ভারত-মাকারে ।
 মুনিষ্যবি অতঃপর পূজিলা তাঁহারে ॥
 সাধুগৃহী-গন্ধর্ব্বাদি করিলা পূজন ।
 পূজিল পাতালে তাঁরে যত নাগগণ ॥
 ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে ।
 লক্ষ্মীরে পূজেন ব্রহ্মা ভক্তিসুত্রে চিতে ॥
 সেই পূজা ত্রিলোকেতে আছে প্রচলন ।
 ঘরে ঘরে প্রচলিত লক্ষ্মীর পূজন ॥
 চৈত্র পৌষ ভাদ্রমাসে শুভদিন-স্রণে ।
 লক্ষ্মীরে পূজিলা বিষ্ণু ভক্তিসুত্রে মনে ॥
 পৌষমাসে সংক্রান্তিতে করিয়া যতন ।
 লক্ষ্মীরে পূজেন মনু ভক্তিসুত্রে মন ॥
 ধ্রুব ইন্দ্র মহাবীর রাজেন্দ্রে মঙ্গল ।
 বলদেব দক্ষ মনু কশ্যপ হুবল ॥
 সূর্য্য চন্দ্র বায়ু যম বহি ও কেশর ।
 কুবের বরুণ বলি প্রিয়ব্রত আর ॥
 ক্রমে ক্রমে সকলেই করিল পূজন ।
 সর্ব্বত্র বন্দিতা লক্ষ্মী পূজে সর্ব্বজন ॥
 ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী সম্পদদায়িনী ।
 সর্ব্বজন-সমাদৃতা বিশ্ববিমোহিনী ॥

প্রকৃতিখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ইন্দ্রেব প্রতি হর্ষাসাব অভিষাপ ।

নারায়ণে কহিলেন নারদ তর্খন ।
 কিরূপে সে মহালক্ষ্মী সিদ্ধকন্ধ্যা হন ॥

জানিতে বাসনা তাই কহ ভগবন্ ।
 কোন্ জন অগ্রে তাঁর করিল স্তবন ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান ।
 কহিব তোমাতে আজ অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
 দুর্ব্বাসার অভিষাপে দেব অধিপতি ।
 দেবগণ সহ হন শোভাহীন অতি ॥
 সে কারণ লক্ষ্মীদেবী মহাক্ষয়ী হন ।
 স্বর্গ ছাড়ি করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 দুঃখিত দেবতাগণ শোকাক্ত হৃদয়ে ।
 উপনীত হইলেন ব্রহ্মার আলয়ে ॥
 ব্রহ্মারে লইয়া সাথে যত দেবগণ ।
 নারায়ণ-সম্মিধানে করিলা গমন ॥
 দুঃখে কষ্টে দেবগণ অতীব কাতব ।
 শুষ্ক হব ওষ্ঠ তালু আর কণ্ঠস্বর ॥
 নারায়ণ-উপদেশে কমলা তখন ।
 সাগরের কন্ডারূপ করিলা ধারণ ॥
 অনন্তর দেবগণ আর দৈত্যগণ ।
 ক্ষীরোদসাগর তারা করিল মন্থন ॥
 সন্তুষ্টি হইয়া দেবী প্রসন্নবদনে ।
 বর দান করিলেন সর্ব্বদেবগণে ॥
 লক্ষ্মী পূজা করিলেন যত দেবগণ ।
 ভ্রষ্টরাজ্য পুনঃ লাভ করিলা তখন ॥
 নারদ কহিলা, মোরে কহ নারায়ণ ।
 দুর্ব্বাসা ইন্দ্রেয়ের শাপ দিলা কি কারণ ॥
 কিরূপে দেবেরা করে সাগর-মন্থন ।
 কৃপা করি সবিস্তারে করুন বর্ণন ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান ।
 কহিতেছি ক্রমে ক্রমে সমস্ত আখ্যান ॥
 একদিন দেবরাজ একান্ত নির্জনে ।
 বস্ত্রা সহ ক্রৌড়া করে অতি সজোপনে ॥
 মধুপানে মত্তপ্রায় অতি কামাতুর ।
 রক্তা সনে রতিক্রীড়া করিলা প্রচুর ॥
 সহসা হেরিলা ইন্দ্রে দুর্ব্বাসা মূনিরে ।
 কৈলাস-শিখরে তিনি যান ধীরে ধীরে ॥

মধ্যাহ্ন-মার্ভিগু-সম দেহ-প্রভা তাঁর ।
 প্রতপ্ত স্বর্ণ সম ঘন জটাতার ॥
 চীর দণ্ড কমণ্ডলু করয়ে ধারণ ।
 উজ্জ্বল তিলক শোভে চন্দ্রের মতন ॥
 হেরিয়া তাঁহারে সেথা দেব পুরন্দর ।
 ভক্তিভরে সমস্ত্রমে নমিলা সত্বর ॥
 আশিস্ করিয়া তাঁরে দুর্বাসা তখন ।
 পারিজাত পুষ্প এক করিলা অর্পণ ॥
 সেই পুষ্প ইন্দ্রদেব করিয়া গ্রহণ ।
 ঐরাবত শিরে তাহা করিলা স্থাপন ॥
 সেই পুষ্প যেই হস্তী করিল স্পর্শন ।
 রূপে গুণে তেজে হ'ল বিষুর মতন ॥
 কুপিত হইয়া মূনি ইন্দ্রদেবে কথ ।
 অহঙ্কারে দেখি তুই মত্ত অতিশয ॥
 আমার প্রদত্ত পুষ্প না করি গ্রহণ ।
 হস্তীর মস্তকে তুই করিলি স্থাপন ॥
 কি জ্ঞান করিলি তুই মোর অপমান ।
 এক্ষণে করিব তোরে অভিশাপ দান ॥
 বিষ্ণুপুষ্পে অবহেলা করিলি যখন ।
 কমলা ত্যজিবে তোর স্বর্গের ভবন ॥
 লক্ষ্মীভ্যষ্ট হবি সবে হবি শোভাহীন ।
 লক্ষ্মীর অভাবে কষ্ট পাবি নিশি দিন ॥
 নারায়ণ প্রভু মোব আমি ভক্ত তার ।
 ব্রহ্মা মহেশ্বর মোর কি করিবে আর ॥
 জরা যুত্ব কালে আমি কাহারে না ভরি ।
 বৃহস্পতি কষ্টপেয়ে গর্গনা না করি ॥
 হস্তীর মস্তকে পুষ্প করিলে স্থাপন ।
 সর্ব অগ্রে চাই তাই তাহার পূজন ॥
 অভিশাপ তবু আমি দিনু গজবরে ।
 মস্তক ছেদন তার হইবে অচিরে ॥
 শিবের পুত্রের যবে যুগুচ্ছেদ হবে ।
 এই হস্তিযুগু তার যুগুরূপে হবে ॥
 অভিশাপ শুনি ইন্দ্র ধরিয়া চরণ ।
 উচ্চৈঃস্বরে বারবার করিলা রোদন ॥

নানা ভাবে মূনিবরে করিলা স্তবন ।
 সন্তুষ্ট হইয়া মূনি কহিলা তখন ॥
 কৃষ্ণচিন্তা কর তবে হবে মহাস্তান ।
 সবার উদ্ধারকর্তা তিনি ভগবান ॥
 অহরহঃ স্মর সবে কৃষ্ণের চরণ ।
 সকল সময়ে লহ কৃষ্ণের শরণ ॥
 ইন্দ্রপদ পুনরাধ দিয়া পুরন্দরে ।
 স্বস্থানে প্রস্থান মূনি করিলা সত্বরে ॥

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রয়োদশ অধ্যায়

বৃহস্পতির নিকট ইন্দ্রের গমন, দেবগণের
 পুনর্দীপ্য লক্ষ্মীপ্রাপ্তি ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান ।
 ইন্দ্রদেব স্বর্গমাঝে করিলা প্রস্থান ॥
 বিষয়হয় কিন্তু সকল সময় ।
 ইন্দ্রের হইল মনে বৈরাগ্য উদয় ॥
 গোপ্যবস্ত্র ক্রমে ক্রমে করে পরিহার ।
 সাজসজ্জা ভাল কিছু নাহি লাগে আর ॥
 দেবগণে সম্বোধিয়া কহে শচীপতি ।
 কি কাজ আমার আর স্বর্গেতে বসতি ॥
 লক্ষ্মীহীনা স্বর্গপূরী শান্তি কিছু নাই ।
 চল গিয়া বৃদ্ধি করি গুরুদেব ঠাই ॥
 দেবগণ সহ তাই দেব পুরন্দর ।
 গুরু বৃহস্পতি কাছে চলিলা সত্বর ॥
 স্বর্গনদী মন্দাকিনী, বসি তাঁর তীরে ।
 বৃহস্পতি গুরু ধ্যান কবিছে হরিরে ॥
 হেরিয়া তাঁহারে সেথা দেব পুরন্দর ।
 চরণ ধরিয়া তাঁরে প্রণমে সত্বর ॥
 কাঁদিয়া সকল কথা করে নিবেদন ।
 শুনিয়া দেবভাগুরু কহিলা তখন ॥
 তোমার সকল কথা করিনু শ্রবণ ।
 নয়নের জল তুমি কর সংবরণ ॥

নীতিশাস্ত্রবিদ যারা বুদ্ধিমান জন ।
 বিপদকালেতে তাঁরা কাতর না হন ॥
 কিন্তু ভুমি করিয়াছ পাপ গুরুতর ।
 বিষ্ণুমালা রাখিয়াছ হস্তীর উপর ॥
 বিষ্ণু বিনা কেহ নাই জগৎ সংসারে ।
 শ্রীহরির ধ্যান ভুমি কর বারেবারে ॥
 গুরুগরে লইয়া সাথে দেব পুরন্দর ।
 ব্রহ্মার সমীপে তবে চলিলা সত্তর ॥
 ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া সকলে ।
 প্রণাম করিলা সবে ব্রহ্মা-পদতলে ॥
 অনন্তর সব কথা করিষা শ্রবণ ।
 যুত্বহাস্তে পদ্মযোনি কহিলা তখন ॥
 যেই জন শ্রীবিষ্ণুরে অপমান করে ।
 মহালক্ষ্মী ত্যাগ তারে করিবে সত্তরে ॥
 হুতরাং মম কিবা সাধ্য আছে আর ।
 একমাত্র শ্রীবিষ্ণুই করিবে উদ্ধার ॥
 অতএব চল সবে বিষ্ণুর সভায় ।
 সকলে মিলিয়া আজ তুষ্ট করি তাঁয় ॥
 এই কথা বলি ব্রহ্মা ল'য়ে দেবগণ ।
 বৈকুণ্ঠধামেতে শীঘ্র করিলা গমন ॥
 বৈকুণ্ঠধামেতে শোভে বিষ্ণুসনাতন ।
 শতকোটি-সূর্য-সম প্রদীপ্ত বদন ॥
 শাস্তমূর্তি ভগবান্ আদি অন্ত নাই ।
 চতুর্ভুজ পারিষদ সেবিছে সদাই ॥
 পূজে তাঁরে ভক্তিদেবী বেদ-চতুর্কণ ।
 আরাধনা করে গঙ্গা সকল সময় ॥
 হেরিয়া সে সনাতন কমলাপতিরে ।
 প্রণাম করিল সবে অবনত শিরে ॥
 অনন্তর সব কথা করে নিবেদন ।
 শুনিয়া শ্রীভগবান্ কহিলা তখন ॥
 কি আর কহিব আমি ওহে দেবগণ ।
 নিজ কর্মদোষে হয় হেন অঘটন ॥
 শুন শুন দেবাজ বৈষ্ণব-প্রধান ।
 দুর্বাসা তোমাতে শাপ করিয়াছে দান ॥

দুর্বাসা সামান্য নহে জানিবে অন্তরে ।
 শিবের অংশেতে জন্ম সেই মুনি ধরে ॥
 হরিদত্ত মালা ভুমি কর অনাদর ।
 সেই হেতু রুষ্ট অতি হয় মুনিবর ॥
 শাপ তার মিথ্যা নাহি হবে কদাচন ।
 ব্রহ্মশাপ খণ্ডিতে না পারে কোনজন ॥
 সে কারণ লক্ষ্মী তব গৃহ ছাড়ি যাব ।
 আপনার কর্মফল ফলিল তাহায ॥
 আমার ভক্তের নিন্দা হয় যেই স্থানে ।
 লক্ষ্মী আর আমি কভু না রহি সেখানে ॥
 বিশ্বাসঘাতক আর নরঘাতী জন ।
 অথবা অগম্যা পাশে যে করে গমন ॥
 তাহাদের গৃহ লক্ষ্মী করে পরিহার ।
 আমার বচন ইহা জেনে রাখ সার ॥
 অশুভহৃদয় আর ক্রুর হিংসাপর ।
 সাধুর নিন্দক যেই হয় নিরন্তর ॥
 গৃহলক্ষ্মী তাহাদের পরিহার করে ।
 ইহাতে অশুখা নাহি জানিও অন্তরে ॥
 দিবাভাগে যেই করে মৈথুন শযন ।
 কমলা তাহার গৃহে না রহে কখন ॥
 যেই বিপ্র শূদ্র-দান গ্রহণ করিবে ।
 লক্ষ্মীদেবী তার গৃহে কভু না রহিবে ॥
 জীবহিংসা নিরন্তর কবে যেই জন ।
 তার গৃহে লক্ষ্মী নাহি রহে কদাচন ॥
 যেই স্থানে হয় সদা হরির কীর্তন ।
 সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা হন ॥
 হরির গুণের ব্যাখ্যা হইবে যথায ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী রহিবে তথায ॥
 শিবলিঙ্গ-পূজা আর শিবের কীর্তন ।
 যেই স্থানে হয় নিত্য দুর্গা আরাধন ॥
 সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী রহে অনিবার ।
 শুন শুন দেবগণ বচন আমার ॥
 কৃষ্ণপদ পূজা কর অতি ভক্তিতরে ।
 অতঃপর যাও সবে ক্ষীরোদ সাগরে ॥

ব্রহ্মারে কহিলা পরে বিষ্ণুসনাতন ।
 মম বাক্য ব্রহ্মা ভুমি করহ শ্রবণ ॥
 ক্ষীরোদ মস্থন কর তোমরা সকলে ।
 উঠিবেন লক্ষ্মীদেবী মস্থনের ফলে ॥
 সেই লক্ষ্মী দেবরাজে কর সমর্পণ ।
 ইহা ছাড়া অন্ম পথ না আছে এখন ॥
 এতেক বলিয়া বিষ্ণু অন্তঃপুরে যান ।
 ব্রহ্মাসহ দেবগণ করিলা প্রস্থান ॥
 অনন্তর দেবগণ হ'য়ে পুলকিত ।
 ক্ষীরোদ সাগর তীরে হন উপনীত ॥
 দলে দলে অস্তরেরা আসিল তখন ।
 দেবাস্তরে মিলে করে সাগর মস্থন ॥
 মস্থনের দণ্ড হয পর্বত মন্দর ।
 করিল কুর্য়কে সবে পাত্র অতঃপর ॥
 অনন্ত নাগেরে করি মস্থনের দড়ি ।
 সাগর মস্থন সবে করে দ্বরা করি ॥
 ধনুস্তরি উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত সব ।
 সাগর মস্থনে ক্রমে হইল উদ্ভব ॥
 কত দ্রব্য উঠে তাহে, কত বা রতন ।
 আবির্ভূত হয পরে চক্ৰ স্তম্ভদর্শন ॥
 তারপর ক্রমে ক্রমে উঠিল অমৃত ।
 পারিজাত সহ লক্ষ্মী হন আবির্ভূত ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিলা বন্দন ।
 সুপ্রসঙ্গা মহালক্ষ্মী হইলা তখন ॥
 হরষিত মনে তবে দেব জনাঙ্গন ।
 ইন্দ্রকরে করিলেন লক্ষ্মীয়ে অর্পণ ॥
 দুর্বাসাষ শাপ তবে মোচন হইল ।
 পুনরায় স্বর্গরাজ্য আনন্দে ভাসিল ॥
 এতেক বলেন যদি দেবনারায়ণ ।
 বলিল নারদমুনি হরষিত মন ॥
 কমলা-কাহিনী প্রভু করিলু শ্রবণ ।
 এতে হয চিত্ত শুদ্ধ, সুপবিত্র মন ॥
 কিন্তু আর প্রশ্ন আছে শুন মহাশয় ।
 দুর্বাসার অভিশাপ ব্যর্থ নাহি হয ॥

যার শিরে মালা ইন্দ্র করিল স্থাপন ।
 সেই ঐরাবত শির টুটিবে কখন ॥
 নারায়ণ কহে তাহা অপূর্ব ভারতী ।
 গণেশখণ্ডেতে ভুমি শুনিবে ভ্রমতি ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের, কথা অতি মনোহর ।
 মনসা-কাহিনী এবে-শুনহ বিস্তর ॥

প্রকৃতিখণ্ডে ব্রহ্মলিংগ অধ্যায় সমাপ্ত ।

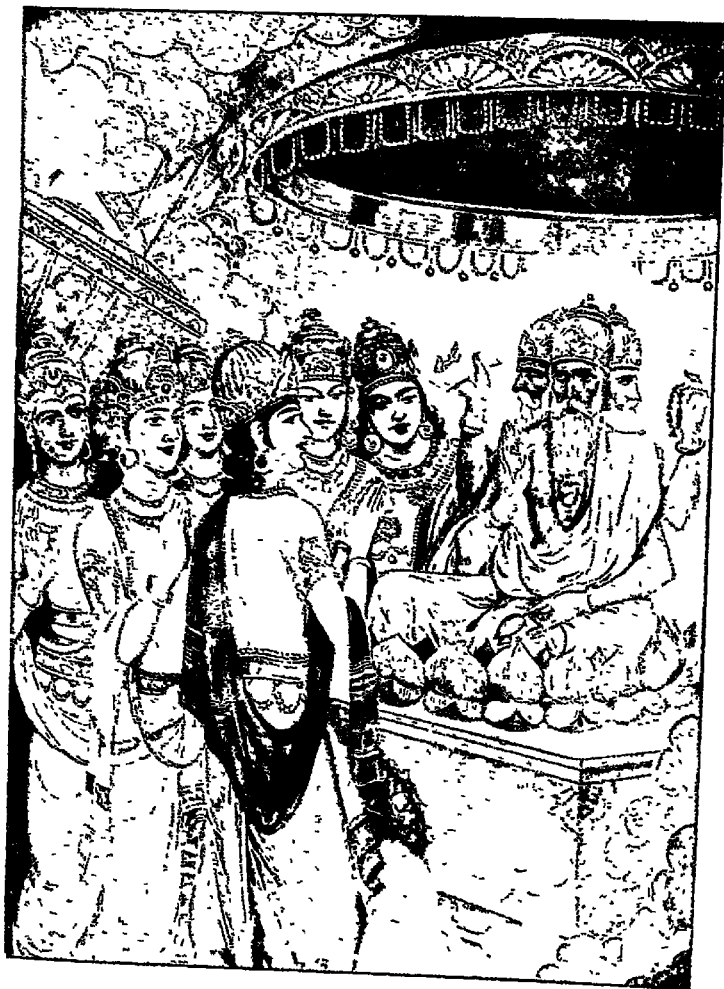
● চতুর্ভুজেশ অধ্যায়

মনসাব উপাখ্যান ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 এক্ষণে কহিব আমি মনসা-আখ্যান ॥
 কশ্যপ মানসে হয জনম তাঁহার ।
 তাহিত মনসা নামে সর্বত্র প্রচার ॥
 পরমাত্মা শ্রীহরিরে পূজে মনে মনে ।
 সে হেতু মনসা নাম দেয সর্বজনে ॥
 তিন যুগ শ্রীহরিরে পূজে অনিবার ।
 সে হেতু বৈষ্ণবী নাম হইল তাঁহার ॥
 মনসার পূজা করে কৃষ্ণসনাতন ।
 জরৎকারী নাম দেবী করিলা ধারণ ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে পূজা হয় তাঁর ।
 জগৎগৌরী নামে দেবী খ্যাতা অনিবার ॥
 শিবশিষ্টা বলি তাঁর শৈবী নাম জানি ।
 বাহুকি ভগিনী বলি শ্রীনাগভামিনী ॥
 সপর্ষজ্ঞে নাগগণে কবেন বক্ষণ ।
 নাগেশ্বরী এই নামে খ্যাত তিনি হন ॥
 করিতে পারেন তিনি বিধের হরণ ।
 বিষহরি নামে তাই ডাকে সর্বজন ॥
 সিদ্ধিযোগ লাভ করে শিবের নিকটে ।
 শ্রীসিদ্ধিযোগিনী নাম তাই তাঁর রটে ॥
 মৃতসঞ্জীবনী বিধা জানা আছে তাঁর ।
 মহাজ্ঞানী নামে খ্যাতা জগৎসার ॥

মম বংশ-অবতংস হইবে কুমার ।
 অবশ্য করিবে সেই বংশের উদ্ধার ॥
 তাহার জন্মেতে তুচ্ছ হবে পিতৃগণ ।
 মহানন্দে নৃত্য সবে করিবে তখন ॥
 শুন পতিব্রতে, শোক কর পরিহার ।
 ভূমি সতী দোষ-শূদ্ধা জানি অনিবার ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-ধ্যানে হইলু কাতর ।
 অতএব তোমা ছাড়ি যাইব সত্বর ॥
 ছল করি পরিত্যাগ করিলু তোমাতে ।
 কৃপা করি ক্ষমা ভূমি করহ আমায়ে ॥
 কৈলাস নগরে ভূমি করহ গমন ।
 বৃথা চিন্তা করি সতি না কর রোদন ॥
 শোকেতে মনসাদেবী করে হাহাকার ।
 মনসারে মূনি লঘ কোলের মাঝার ॥
 অশ্রুজলে উভয়ের নেত্র সিক্ত হয় ।
 মনসারে মূনি বহু হিতবাক্য কয় ॥
 অনন্তর জরৎকারু করিলা প্রস্থান ।
 মনসাও অতি শীঘ্র কৈলাসেতে যান ॥
 সেথায় পার্বতীদেবী অতি সমাদরে ।
 প্রবোধ বচনে শোক নিবারণ করে ॥
 হেরিয়া সতীর দুঃখ দেব মহেশ্বর ।
 জ্ঞান-উপদেশ ভায়ে দিলেন বিস্তর ॥
 পঞ্চানন পঞ্চমুখে যা কহে তখন ।
 গর্ভমাঝে থাকি শিশু করিল অ্রবণ ॥
 অনন্তর শুভদিনে হেরি শুভক্ষণ ।
 মনসা প্রসব করে পুত্র স্নলক্ষণ ॥
 মহাদেব করিলেন মঙ্গল বাচন ।
 জাতকাদি সব কার্য হ'ল সমাপন ॥
 দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি মনোহর ।
 আন্তিক তাহার নাম রাখেন শঙ্কর ॥
 গর্ভেতে থাকিয়া শিশু করিয়া অ্রবণ ।
 মহাজ্ঞানী হয় সেই পুত্র স্তদর্শন ॥
 বহুতর শিক্ষা নিজে দিলা মহেশ্বর ।
 মূঢ়াঙ্গয় জ্ঞান ভায়ে দিলেন সত্বর ॥

শিবের আদেশে পরে মনসা হৃন্দরী ।
 কশ্যপের গৃহে আসে পুত্র কোলে করি ॥
 সপুত্র দুহিতা হেরি কশ্যপ তখন ।
 মহানন্দে ধনরত্ন করে বিতরণ ॥
 মনসা-কাহিনী মূনি করিলে অ্রবণ ।
 আন্তিকের উপাখ্যান কহিব এখন ॥
 অভিমন্যু-পুত্র ছিল পরীক্ষিৎ নাম ।
 পাণ্ডুকুলধুরন্ধর অতি গুণধাম ॥
 একদিন পরীক্ষিৎ যুগয়া কারণ ।
 নিবিড় বনের মাঝে করেন গমন ॥
 ধ্যানরত মূনি এক হেরিয়া তথায় ।
 মৃতসর্প দেন ভুলে তাঁহার গলায় ॥
 মহাতেজা শৃঙ্গী মূনি পুত্র তাঁর ছিল ।
 পরীক্ষিতে মহাক্রোধে অভিশাপ দিল ॥
 সপ্তাহকালের মধ্যে তক্ষক তোমাঘ ।
 দংশন করিবে ধ্রুব যত্ন হবে তাঘ ॥
 পরীক্ষিৎ অভিশাপ শুনিয়া তখন ।
 গঙ্গাতীরে অবিলম্বে করিলা গমন ॥
 বিপ্রমুখে অবিরাম হরিনাম শোনে ।
 ঋণহীনে পাণ এই অভিলষ মনে ॥
 সপ্তাহ ভিতরে হবে তক্ষক দংশন ।
 এই কথা ধরন্তরি করিয়া অ্রবণ ॥
 রাজারে রক্ষার তরে ধরন্তরি যাঘ ।
 পথমাঝে তক্ষকে রে দেখিবারে পাঘ ॥
 তক্ষক তাহার করে সম্ভোধ-বিধান ।
 নিজস্থানে ধরন্তরি করিল প্রস্থান ॥
 গোপনে চুটিয়া আসি তক্ষক তখন ।
 উপবিষ্ট পরীক্ষিতে করিল দংশন ॥
 পরীক্ষিৎ অবিলম্বে জীবন তাজিল ।
 হরির কৃপায় তবে বৈকুণ্ঠে চলিল ॥
 জন্মেজয় পুত্র তার বসে সিংহাসনে ।
 পিতার মৃত্যুর লাগি রয় ক্ষুব্ধ মনে ॥
 অনেক ভাবিয়া স্থির করিল অন্তর ।
 নাগবজ্র আরস্তিল অতীব সত্বর ॥



দুঃখিত দেবতাগণ শাকাস্ত হৃদয়ে।
উপনীত হইলেন ব্রহ্মাল শালম্বা॥

201 -

4

1

2

3

বহু সর্প ছিল সব পুড়িল অনলে ।
 যেখানে বা ছিল সাপ, আসে দলে দলে ॥
 তক্ষক প্রাণের ভয়ে আসিবা তখন ।
 দেবরাজ ইন্দ্রে কাছে লইলা শরণ ॥
 নাগ ও ইন্দ্রের নামে আছতি পড়িতে ।
 তক্ষক ছুটিয়া আসে ইন্দ্রের সহিতে ॥
 দেবেন্দ্র-দুর্গতি হেরি দেব বিপ্রগণ ।
 সৃষ্টি নাশ ভবে হয় সশঙ্কিত মন ॥
 অনন্তর দেবগণ আর বিপ্রগণ ।
 মনসাব সমীপেতে করিলা গমন ॥
 তখন আস্তিক-মুনি জননী-আজ্ঞায় ।
 যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলা হুবায ॥
 রাজার সকাশে গিয়া মুনিবর কথ ।
 তক্ষকের প্রাণ রক্ষা কর মহাশয় ॥
 জন্মেজয় রাজা তাহা করিবা শ্রবণ ।
 মুনির প্রার্থনা তিনি করেন পূরণ ॥
 সর্পযজ্ঞ সমাপন করি নরপতি ।
 দক্ষিণা প্রদান করে বিপ্রদের প্রতি ॥
 তখন দেবতা আর যতেক ব্রাহ্মণ ।
 মনসা-সমীপে গিয়া করিল স্তবন ॥
 আস্তিক হইতে রক্ষা পেয়ে নাগগণ ।
 মহানন্দে মনসাবে পুজিল তখন ॥
 দেবরাজ ইন্দ্রেদেব নানা উপচারে ।
 পবিত্র মনেতে আসি পূজে মনসারে ॥
 এইরূপে মনসারে করিবা পূজন ।
 নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা গমন ॥
 মনসার পূজা হয় একপে প্রচাব ।
 আখ্যান শুনিলে হয় পুণ্য লাভ তার ॥
 সর্পভয় ঘায দূরে ওহে মুনিবর ।
 দেহ অন্তে ঘায সেই কৈলাস নগর ॥

প্রকৃতিখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষড়্ভূত্রিশ অধ্যায়

বাধাব উপাখ্যান. বাধাশব্দেব দ্ব্যর্থক-কথন ।

মনসা আখ্যান শুনি নারদ ভ্রমতি ।
 হইলেন অবশেষে হৃষ্টচিত্ত অতি ॥
 নারদ কহিলা, প্রভু দেব-নারায়ণ ।
 শ্রীবাধার কথা যোগে করুন বর্ণন ॥
 প্রকৃতির মাঝে হন বাধা পুণ্যবতী ।
 তাঁহার কাহিনী বটে অপূর্ব ভারতী ॥
 নারায়ণ কহে শুন নারদ শ্রীমান্ ।
 কহিব তোমারে আজি রাধা-উপাখ্যান ॥
 বহুবর্ষ আগে এই রাধা-উপাখ্যান ।
 শ্রীদুর্গারে কহিলেন শিব ভগবান্ ॥
 যেভাবেতে পঞ্চানন কহেন দেবীারে ।
 সেইভাবে এ কাহিনী কহিব তোমারে ॥
 শিব কহে প্রাণেশ্বর শুন দিবা মন ।
 শ্রীরাধার কথা আমি করিব বর্ণন ॥
 গোলোক-মাঝারে আছে বৃন্দাবন বন ।
 অতি রমণীয় স্থান অতি হৃদোভন ॥
 শতশৃঙ্গ পর্বতেতে ফুটে নানানফুল ।
 মালতী মল্লিকা-বাসে পরাণ আকুল ॥
 ইচ্ছাময় জগন্নাথ কৃষ্ণসনাতন ।
 রত্নময় সিংহাসনে বসিয়া তপন ॥
 মহা কামের ইচ্ছা জাগে মনে তাঁর ।
 রমণ করিতে মন চাহে অনিবার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামত সব কার্য হয় ।
 আপনারে চুই ভাগ করে ইচ্ছানয় ॥
 দক্ষিণাঙ্গে কুরুভূতি নন্দ-মোচন ।
 বামেতে রাখিলা চাহে অস্তি বৃন্দার্নন ॥
 কোটিচন্দ্র-সদৃশ রূপ অতি মনোহর ।
 তপ্তকঙ্কনের নদ দীপ্ত কলেবর ॥
 নানা রসে বিহ্বলিতা বিব শোভা পায় ।
 ব্রহ্মর নন্দী নানা শোভিতে মাধব ॥

পতিরে হেরিয়া দেবী কামাতুর অতি ।
 ধাবমানা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
 এ কারণ রাধা নাম হইল তাঁহার ।
 রাধা নামে খ্যাত দেবী জগৎ-মাঝার ॥
 শ্রীরাধা কৃষ্ণেরে সদা করে আরাধন ।
 রাধা-আরাধন করে কৃষ্ণসনাতন ॥
 উভয়ে সমান তাঁরা সাধুগণ কয় ।
 যেই কৃষ্ণ সেই রাধা সকল সময় ॥
 'রা' শব্দেতে মুক্তি পায় যত ভক্তগণ ।
 'ধা' শব্দেতে হরিগদে ছুটে যায় মন ॥
 শ্রীরাধার লোককূপে জন্মে গোপীগণ ।
 মহালক্ষ্মী শ্রীরাধার বামভাগে হন ॥
 নারায়ণ-প্রিয়তমা মহালক্ষ্মী সতী ।
 বৈকুণ্ঠে তাঁহার বাস অতি পুণ্যবতী ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে রাধা করে অবস্থান ।
 সকলের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীহরির প্রাণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা রাধা ভাগ্যবতী ।
 মহাবিশু মাতা তিনি পুণ্যময়ী অতি ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি যে আছে যেখানে ।
 অঙ্কাজলি দান করে রাধার চরণে ॥
 সাধুগণ পূজা করে রাধার চরণ ।
 গোপগণ অগ্নে তাঁর না পাব দর্শন ॥
 দ্বাদশ গোপের ছিল আযান প্রধান ।
 রাধিকা তাঁহার ঘরে ছাষারূপে যান ॥
 হৃদামের অভিষাপে রাধা একবার ।
 জন্ম লইয়া আসে জগৎ মাঝার ॥
 কলাবতী-গর্ভে আসি জন্মিলা তখন ।
 বৃষভানু-রাজা-গৃহে কহা তাঁর হন ॥
 অবোনিমন্তবা কহা জানে সর্বজন ।
 এত বলি পঞ্চানন মৌন হ'বে রন ॥

প্রতিপদে বক্তৃত্ত্ব অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তত্ৰিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরজার বিহাব, বাধাব ক্রোধ,
 বিবজাব নদীভ্রম প্রাপ্তি ইত্যাদি ।

পার্বতী কহিলা যোরে কহ প্রাণারাম ।
 রাধিকারে শাপ কেন দিলেন হৃদাম ॥
 মহাদেব কহিলেন, শুন দিয়া মন ।
 বিস্তারিবা সব কথা কহিব এখন ॥
 একদিন শতশৃঙ্গ পর্ব্বত-মাঝার ।
 বিরজা সহিত কৃষ্ণ করেন বিহার ॥
 রাধিকাসমান গোপী ছিল রূপবতী ।
 তাই কৃষ্ণ কামাতুর হন তার প্রতি ॥
 রতন-নির্মিত সেই রাসের মণ্ডল ।
 চহুর্দিকে রত্নদীপ ছিলিছে উজ্জ্বল ॥
 চন্দনচর্চিত ছিল শরীর দৌহার ।
 মহানুখে নানা ভাবে করেন বিহার ॥
 অবিশ্রাম ছুই জনে করেন রমণ ।
 বহুক্ষণ গেল তবু তৃপ্ত নহে মন ॥
 বিদিত হইয়া তাহা গোপী চারিজন ।
 রাধিকারে গিবা সব করে নিবেদন ॥
 শুনিবা দূতীর মুখে সমস্ত বিষয় ।
 শ্রীরাধিকা হইলেন ক্রুদ্ধ অতিশয় ॥
 মহাক্রোধে শ্রীরাধার কাঁপে কলেবর ।
 ভূষণ ছাড়িবা দূরে ফেলিলা সত্ত্বর ॥
 বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া মুছিলা নিন্দুর ।
 গাত্রের বসন সব করিলেন দূর ॥
 জল দিবা অলঙ্কারি করে প্রক্ষালন ।
 ক্রোধেতে কবরী খুলি ফেলিলা তখন ॥
 মহাক্রোধে কাঁপে তার গুণ্ড ও অধর ।
 সমস্ত সখীরে কাছে ডাকিলা সত্ত্বর ॥
 এক কোটি তিন লক্ষ লইয়া গোপিকা ।
 দ্রুতগামী রথে চড়ি চলেন রাধিকা ॥
 জানিতে পারিয়া তাহা হৃদাম সত্ত্বর ।
 করিলেন সে সংবাদ শ্রীকৃষ্ণগোচর ॥

রাধাভয়ে ভীত কৃষ্ণ অন্তর্হিত হয় ।
 বিরজা পরাণ ত্যাগ করে সে সময় ॥
 গোপীগণ বিরজার লইল শরণ ।
 বিরজা নদীর রূপ করিলা ধারণ ॥
 নদীরূপে গোলোকেতে প্রবাহিত হয় ।
 গোলোক বেষ্ঠন করে সকল সময় ॥
 বিবজার সখীগণ নদীরূপ ধরে ।
 প্রবাহিত হয় তারা পৃথিবী মাঝারে ॥
 বিরজা করিয়া পরে স্বরূপ ধারণ ।
 কৃষ্ণসহ করে কেলি আনন্দিত মন ॥
 সাতটি তনয় তাতে জনম লভিল ।
 সাগর নামেতে তারা পরিচিত হৈল ॥
 এসব কাহিনী পরে বিবৃত শুনিবে ।
 এখন রাধার কথা শ্রবণ করিবে ॥
 রাসের মণ্ডলে রাধা করি আগমন ।
 কৃষ্ণ বিরজারে নাহি করিল দর্শন ॥
 ক্রোধে রাধা নিজ গৃহে করে আগমন ।
 ভূমিবারে কৃষ্ণ যান তাঁহার সদন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সখা সাথে সাথে যায় ।
 শ্রীরাধার দ্বারপাশে আসিল দ্বারায় ॥
 কৃষ্ণেরে হেরিয়া রাধা কোপে বারংবার ।
 নানাভাবে শ্রীহরিরে করে তিরস্কার ॥
 শুনিবা কৃষ্ণের নিন্দা হৃদয় তখন ।
 কুপিত হইয়া করে রাধারে ভৎসন ॥
 তাহাতে রাধিকা দেবী অতি ক্রুদ্ধমন ।
 হৃদয়ে অতিশয় দিলেন তখন ॥
 ভূমি অতি ক্রুরমতি শুন দুবাক্যন ।
 অম্বরবোনিতে জন্ম করহ গ্রহণ ॥
 তাহাতে হৃদয় ক্রোধে কহিলা রাধারে ।
 গোপকুলে জন্ম লহ পৃথিবী-মাঝারে ॥
 গোপকঙ্কারূপে জন্ম করহ গ্রহণ ।
 কৃষ্ণ-বিরহের দুঃখ পাও অমুক্ষণ ॥
 পৃথিবী-মাঝারে যবে কৃষ্ণসনাতন ।
 ভূত-র-হরণ লাগি করিবে গমন ॥

তখন তাঁহার সহ মিলিবে আবার ।
 দুঃখের খণ্ডন তবে হইবে তোমার ॥
 এই অভিশাপ দিয়া হৃদয় রাধারে ।
 অতঃপর জন্ম নিল পৃথিবী মাঝারে ॥
 সুবিখ্যাত হ'ল সেই শঙ্খচূড় নামে ।
 তুলসীর পতি হ'ল এই ধরাধামে ॥
 আমার শূলেতে যুত্ব হইল তাহার ।
 গোলোক-মাঝারে শেষে গেল সে আবার ॥
 বরাহকল্পেতে রাধা লইল জনম ।
 বৃষভাসু-কন্যা হ'ল অতি মনোরম ॥
 বৃষভাসু পত্নী হয় নাম কলাবতী ।
 বায়ুভরে গর্ভ তাঁর শুন শুন সতি ॥
 সেই বায়ু হ'তে শুন আমার বচন ।
 অযোনিসম্ভবা কন্যা জন্মিলা তখন ॥
 পরমারূপিনী কন্যা রাধা নাম তার ।
 তাহার তুলনা বুঝি নাহি মিলে আর ॥
 অতীত হইল ক্রমে দ্বাদশ বৎসর ।
 সন্ধান করিল পিতা উপযুক্ত বর ॥
 আযান নামেতে ছিল বৈষ্ণব একজন ।
 তার করে রাধিকারে করে সমর্পণ ॥
 শ্রীরাধা আপন ছায়া রাখিয়া সেথায় ।
 অকস্মাৎ অন্তর্হিতা হইলা দ্বারায় ॥
 ছায়াসহ আয়ানের হল পরিণয় ।
 এইরূপে চতুর্দশ বর্ষ গত হয় ॥
 কংসের নিধন ভরে ভগবান্ হরি ।
 নরলোকে আসিলেন নররূপ ধরি ॥
 এদিকেতে কৃষ্ণ জন্মে কংস-কারাগারে ।
 বহুদেব তাহে দিল নন্দের আগারে ॥
 বহুদেব কৃষ্ণপিতা, দেবকী জননী ।
 তাহা ছাড়ি ভগবান্ চলিলা আপনি ॥
 পালক জনক তার নন্দঘোষ হয় ।
 যশোদা গোপিনী মাতা সর্বলোকে কয় ॥
 কৃষ্ণের মাতুল হয সম্পর্কে আয়ান ।
 যশোদার সহোদর শাক্ত্রেব প্রায়ণ ॥

বৃন্দাবন বনমাঝে রাধা অনিবার ।
 ভগবান কৃষ্ণসহ করেন বিহার ॥
 স্নানামের অভিষাপ ফলিল তখন ।
 দৌহারে ছাড়িয়া পরে গেল দুইজন ॥
 ভূভার-হরণ করি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 গোলোকমাঝারে পুনঃ করিলা প্রস্থান ॥
 বৃকভানু নন্দ আদি গোপ যত ছিল ।
 পুনর্বীর সকলেই গোলোকে ফিরিল ॥
 নন্দরাজ ছিল পূর্বে যোগ প্রজাপতি ।
 ধরা নামে তাঁর পত্নী ছিল যশোমতী ॥
 বহুদেব রূপে জন্মে কশ্যপ সৃজন ।
 অদ্বিতি দেবকীরূপ করেন ধারণ ॥
 পিতৃগণ মন হ'তে জন্ম হয় যার ।
 কলাবতী নামে খ্যাত ভুবন-মাঝার ॥
 চু'ভাগে বিভক্ত হন কৃষ্ণসনাতন ।
 চতুর্ভুজ-রূপে তিনি বৈকুণ্ঠেতে র'ন ॥
 গোলোকে দ্বিভুজরূপে করে অবস্থান ।
 জগৎমঙ্গল সেই কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 চতুর্ভুজপ্রিয়া হন লক্ষ্মী সরস্বতী ।
 জাহ্নবী তুলসীদেবী এই চারি সতী ॥
 দ্বিভুজ কৃষ্ণের প্রিয়া রাধা বিনোদিনী ।
 কৃষ্ণদেহ-অর্দ্ধরূপা মহাতেজস্বিনী ॥
 সর্ব-অগ্রে রাধা-নাম করি উচ্চারণ ।
 পশ্চাৎ কৃষ্ণের নাম করিবে কীর্তন ॥
 রাধা-অগ্রে যেইজন কৃষ্ণনাম লয় ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপ তার হইবে নিশ্চয় ॥
 কার্তিকী পূর্ণিমা দিনে কৃষ্ণসনাতন ।
 রাসমঞ্চে রাধিকারে করিলা পূজন ॥
 সমারোহে করিলেন রাসের উৎসব ।
 রাধার কবচ পড়ি করিলেন স্তব ॥
 যেইজন রাধাকৃষ্ণে ভিন্ন জ্ঞান কবে ।
 সেইজন নরকেতে যাইবে সত্তরে ॥
 প্রথমে রাধারে পূজে কৃষ্ণ সনাতন ।
 তারপর পূজে তাঁরে যত দেবগণ ॥

অনন্ত বাহুকি চন্দ্র পূজে রাধিকারে ।
 হরেন্দ্র মুনীন্দ্র আদি পূজে বারে বারে ॥
 স্ন্যজ্ঞ নৃপতি ছিল সপ্তদ্বীপপতি ।
 রাধিকারে পূজা করে ভক্তিভরে অতি ॥
 দৈবদোমে নরপতি ব্রহ্মশাপ পায় ।
 অবশেষে স্তব দ্বারা পূজে রাধিকার ॥
 রাধার কৃপায় রাজা লক্ষ্মীলাভ করে ।
 অস্ত্রিয়ে গমন করে গোলোক নগরে ॥
 এতেক বলিয়া তবে দেব পঞ্চানন ।
 মৌনী হ'য়ে রহিলেন দুর্গার সদন ॥
 শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে আছে এসব কাহিনী ।
 প্রকৃতিখণ্ডের কথা অপরূপ গণি ॥
 প্রকৃতি-নিচয় মাঝে রাধা অন্ততমা ।
 শুনিলে তাঁহার কথা পাণ্ডী পায় ক্ষমা ॥
 বৈবর্তপুরাণ-কথা অমৃত সন্ধান ।
 পাপভাপ শোকহৃৎ সবার প্রয়াণ ॥

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টাঙ্গিংশ অধ্যায়

স্বয়ং রাধাব প্রতি ব্রহ্মশাপ ।

এত যদি বলিলেন দেব মহেশ্বর ।
 আনন্দে হইল পূর্ণ পার্বতী-অস্তর ॥
 রাধা ভজি যে ভাবেতে স্বয়ং বাঁচিল ।
 তাহার কাহিনী হেতু বাসনা জাগিল ॥
 অতএব মহাদেবী জুড়ি দুই কর ।
 সবিনয়ে কহিলেন শিবের গোচর ॥
 পুনঃ এক নিবেদন করিতেছি আমি ॥
 স্বয়ং রাজার কথা কহ এবে আমি ॥
 কোন্ স্থানে জন্ম হয় স্বয়ং রাজার ।
 কহ নাথ, জানিবারে বাসনা আমার ॥
 ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা হ'ল কি কারণ ।
 কি প্রকারে করিলেন বাধা-আরাধন ॥

মহাদেব কহিলেন, শুন দিয়া মন ।
 স্নহজ্ঞ রাজার কথা কহিব এখন ॥
 স্বায়ম্ভুব মনু হন মনুর প্রধান ।
 শতরূপা-স্বামী তিনি অতি পুণ্যবান ॥
 ক্রীড়িতানপাদ হব তাঁহার তনয় ।
 তাঁর পুত্র ধ্রুব নামে সুবিখ্যাত হয় ॥
 উৎকল ধ্রুবের পুত্র হরিপরাষণ ।
 পুষ্করতীরেতে যজ্ঞ করেন সাধন ॥
 বাজস্ব যজ্ঞ বহু করে অনুষ্ঠান ।
 বহু ধনরত্ন আদি বিধে করে দান ॥
 উৎকলের যজ্ঞ দেখে ব্রহ্মা মহাশয় ।
 স্নহজ্ঞ নামেতে তাঁর করে পরিচয় ॥
 যজ্ঞকালে ধনরত্ন বিধে করে দান ।
 দশলক্ষ ধেনু নিত্য ব্রাহ্মণেরা পান ॥
 চর্য্য চূষ্য লেহ্য পেয় মহাতৃপ্তিকর ।
 একলক্ষ সুপকার খায় নিরন্তর ॥
 যজ্ঞ শেষ দিবসেতে স্নহজ্ঞ নৃপতি ।
 স্বর্ণ আদি দান করে ব্রাহ্মণের প্রতি ॥
 কোটি কোটি ব্রাহ্মণেরে করে নিমন্ত্রণ ।
 মহাতৃপ্তিসহ সবে করিলা ভোজন ॥
 অনন্তর শূদ্রদের অন্ন করি দান ।
 রত্ন-সিংহাসনে বসে রাজা পুণ্যবান ॥
 সহস্রা সৈন্য এক আসিল ব্রাহ্মণ ।
 শুক কণ্ঠ শুক তালু মলিন বসন ॥
 রাজারে হেরিয়া সেথা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 হাত তুলি আশীর্বাদ করিল তখন ॥
 আপন আসন হ'তে না উঠি নৃপতি ।
 নমস্কার করিলেন ব্রাহ্মণের প্রতি ॥
 সম্মান নাহিক করে সভাসদগণ ।
 ব্রাহ্মণেরে হেরি হাস্য করে সভাজন ॥
 ব্রাহ্মণ তাহাতে বোধ করি অপমান ।
 নৃপতিরে অভিশাপ করিলা প্রদান ॥
 শুন শুন রে পামর, মিথ্যা অহঙ্কার ।
 রাজ্যভ্রষ্ট হও তুমি শাপেতে আমার ॥

অবজ্ঞা করিলে তুমি যেহেতু ব্রাহ্মণে ।
 সর্বশূন্য হ'বে তুমি আমার বচনে ॥
 বিদেশেতে গিয়া তুমি হও শোভাহীন ।
 কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হ'য়ে রহ নিশিদিন ॥
 বুদ্ধি ভব হ'বে নষ্ট জানিবে রাজন্ ।
 জরায় করিবে তব দেহ আক্রমণ ॥
 এত বলি ক্রোধে কাঁপে ব্রাহ্মণপ্রবর ।
 সবে রথ ঘোঁনী হ'য়ে সভার ভিতর ॥
 অভিশাপ শুনি তবে স্নহজ্ঞ রাজন্ ।
 বিনয় করিয়া কত করেন রোদন ॥
 অভিশাপ দিয়া ক্রোধে চলিলা ব্রাহ্মণ ।
 অশ্রু অশ্রু মুনি তাঁরে করে সম্বোধন ॥
 শুন শুন মূনিবর, করিও না ক্রোধ ।
 নৃপতিরে রক্ষা কর, এই অনুরোধ ॥
 বিপ্রগণ সবে কহে সম্বোধি ব্রাহ্মণে ।
 অনুরোধ করি, ক্রোধ নাহি রাখ মনে ॥
 মহাতৃপ্তিবান্ রাজা দানশীল অতি ।
 ক্রোধ নাহি শোভা পায় হেন জন প্রতি ॥
 অতি সকাতে মোরা করি আবেদন ।
 কৃপা করি ক্রোধ তব কর সম্ভরণ ॥
 পুলস্ত্য প্রচৈতা ভৃগু অঙ্গিরা পুলহ ।
 পশ্চাতে পশ্চাতে চলে, ব্রাহ্মণের সহ ॥
 মরীচি কণ্ঠপ চলে ক্ষুদ্রমনে অতি ।
 দুর্বাসা লোমশ চলে, চলে বৃহস্পতি ॥
 ক্রতু শুক্র কণ্ঠ কণ্ঠ পৈল কাত্যায়ন ।
 কণাদ পাণিনি বাচু ঔর্ব্ব সনাতন ॥
 আপিশলি মার্কণ্ডেয় সনৎকুমার ।
 জরৎকারু ভরদ্বাজ সাথে চলে তাঁর ॥
 বায়ীকি উতথ্য অত্রি নর-নারায়ণ ।
 গৌতম দেবল সাথে করিলা গমন ॥
 জামদগ্ন্য বালখিল্য আদি মুনি যত ।
 ব্রাহ্মণের সাথে সাথে চলে অবিরত ॥
 অনন্তর সবে মিলি ঘেরিয়া মূনিরে ।
 নানাভাবে বুঝাইল অতি ধীরে ধীরে ॥
 প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● উনচত্বান্বিংশ অধ্যায়

ঐতিহ্যেব অতিথি-বিনয়হলে বাজ্য
প্রতি উপদেশ ।

পার্বতী কহিলা, মোরে কহ প্রাণেশ্বর ।
কোন কথা মুনিগণ কহে অতঃপর ॥
শিব কহে পার্বতীরে, শুন প্রাণেশ্বর ।
তোমাতে সকল কথা কহিব বিস্তারি ॥
মনকুমার কহে শুন মুনিবর ।
কি কারণে হ'লে তুমি কুপিত অন্তর ॥
অভিশাপ দিয়া যেই করিলে গমন ।
সাথে সাথে লক্ষ্মীদেবী চলিলা তখন ॥
কীর্ত্তি যশ ঐশ্বর্য্যাদি সাথে সাথে যায় ।
পিভূগণ দেবগণ ত্যজিলা রাজ্য ॥
অশ্রম হও মুনি ক্ষম অপরাধ ।
নৃপতিরে গিয়া তুমি কর আশীর্ব্বাদ ॥
বৃহস্পতি বলিলেন, মুনিবর শুন ।
নৃপতির সভামাঝে যাও তুমি পুনঃ ॥
পাপমুক্ত কর গিয়া রাজার ভবন ।
রাজা প্রতি মিথ্যা ক্রোধ কর সংবরণ ॥
যেই জন অতিথির না করে সৎকার ।
ব্রহ্মহত্যা পত্নীহত্যা পাপ হয় তার ॥
পুলস্ত্য কহেন শুন আমার বচন ।
অতিথিরে অনাদর করে যেই জন ॥
বহু পাপ হয় তার অশেষ দুর্গতি ।
নিজগুণে ক্ষমা কর নৃপতির প্রতি ॥
অনন্তর মুনিবরে কহিলা পুলহ ।
নিজগুণে নৃপতির দোষ নাহি লহ ॥
যেই জন ব্রাহ্মণেরে করে অপমান ।
তার গৃহ হ'তে লক্ষ্মী করেন প্রস্থান ॥
দ্বিজবর ক্ষমা কর নৃপ-অপরাধ ।
তাহার ভবনে গিয়া কর আশীর্ব্বাদ ॥
অঙ্গির কহেন, শুন বচন আমার ।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ কর পুনর্ব্বার ॥

যেই জন ব্রাহ্মণেরে অপমান করে ।
বহু কষ্ট পায় সেই সপ্ত জন্ম ধরে ॥
মরীচি কহেন তাঁরে, শুন দ্বিজবর ।
নৃপতির প্রতি কেন কুপিত অন্তর ॥
যেই জন বিপ্র কিংবা গুরু নিন্দা করে ।
বিষ্ণু-পরিত্যক্ত হয় পৃথিবী ভিতরে ॥
রাজার ভবনে তুমি যাও পুনর্ব্বার ।
আশীর্ব্বাদ কর তারে কৃপা-অবতার ॥
দুর্ব্বাসা বলেন তারে শুন হে ব্রাহ্মণ ।
পুনর্ব্বার রাজগৃহে করহ গমন ॥
যেইজন দেব বিপ্রেরে করে অপমান ।
বহু পাপ হয় তার শুন মতিমান ॥
অতএব সর্ব্বদোষ করহ মার্জন ।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ করহ এখন ॥
এইরূপে নানা মুনি নানা কথা কয় ।
রাজা আসি অনন্তর করে অনুনয় ॥
অজ্ঞান অবোধ আমি অপরাধী ঘোর ।
কৃপা করি ক্ষমা কর অপরাধ মোর ॥
নারায়ণ মুনি কহে শুন হে রাজন ।
ঘোড়শ কৃতঘ্ন-পাপ শাস্ত্রের বচন ॥
যেই জন ব্রহ্মবৃতি করিবে হরণ ।
কৃতঘ্নের পদবাচ্য হয় সেই জন ॥
কীর্ত্তির ব্যাঘাত যদি করে কোন জন ।
তাহার কৃতঘ্ন নাম হইবে তখন ॥
গুরু বিপ্র দেবতার বিত্ত যেই হরে ।
কৃতঘ্ন তাহার নাম পৃথিবী-ভিতরে ॥
পিতামাতা যেইজন না করে পালন ।
কৃতঘ্নের পদবাচ্য হয় সেই জন ॥
যেই জন মিথ্যা সাক্ষ্য করিবে প্রদান ।
কৃতঘ্ন সে-জন হয় শুন মতিমান ॥
কোনরূপে পুণ্য নাশ করে যেই জন ।
কৃতঘ্ন তাহার নাম হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
কৃতঘ্ন যে হয় সেই অতি অভাজন ।
কুস্তীপাক নরকে সে করিবে গমন ॥

যমের কিঙ্করগণ করিবে তাড়ন ।
মল মুক্ত অবিরল করিবে ভোজন ॥
কাকজন্ম সর্পজন্ম হইবে তাহাব ।
মণ্ডুকের রূপ সেই ধরে বারংবার ॥
মুনিগণ कहিলেন, শুন হে রাজন্ ।
ভক্তিতরে ব্রাহ্মণেবে করহ পূজন ॥
মুনিবরে ল'য়ে যাও আপন ভবনে ।
আরাধনা কর তাঁরে ভক্তিয়ুক্ত মনে ॥
যেই জন ব্রাহ্মণেরে অপমান করে ।
সে-জন গমন করে নরক-ভিতরে ॥
ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকেতে লহ ।
তাঁহার পূজন তুমি কর অহরহঃ ॥
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পাইবে আবার ।
নিজ রাজ্য ফিরে পাবে সংশয় কি তার ॥
নৃপতিরে উপদেশ দিয়া মুনিগণ ।
আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥

প্রকৃতিখণ্ডে উনচত্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

৩ চত্বাবিংশ অধ্যায়

বাঙ্গাব প্রতি স্মৃতি অতিথি উপদেশ ।

পার্বতী কহেন শিবে, কহ প্রাণেশ্বর ।
অতঃপর কোন্ কার্য করে নৃপবর ॥
মহাদেব कहিলেন পার্বতীর প্রতি ।
কি হইল তারপর শুন শুন সতি ॥
লজ্জিত হইয়া রাজা বশিষ্ঠ-আদেশে ।
ব্রাহ্মণের পদধূলি লয় অবশেষে ॥
ভক্তিয়ুক্ত হ'য়ে করে চরণ বন্দন ।
যথারীতি পাণ্ডা অর্ঘ্য দানিল তখন ॥
গলায় বসন দিয়া যুড়ি দুই কর ।
লুটাইয়া পড়ে তাঁর চরণ উপর ॥
নৃপ-অশ্রুজলে ভিজি দ্বিজের চরণ ।
বার বার মাগে রাজা ব্রাহ্মণগণ ॥

রাজা যদি এইভাবে কুম্ভাভিষেক মাগে ।
করুণার ভাব তবে বিপ্রমনে জাগে ॥
ক্রোধ পরিত্যাগ করি ব্রাহ্মণ তখন ।
রাজারে আশিস করে অতি হৃষ্ট মন ॥
কুম্ভাঙ্গলিপুটে রাজা দ্বিজবরে কথ ।
কোন্ বংশে জন্ম তবে দেহ পরিচয় ॥
কোন্ জন পিতা তবে, কি নাম তোমার ।
কি কারণে আগমন কহ সবিস্তার ॥
কেবা তবে ইচ্ছদেব কহ দ্বিজবর ।
তোমায়ে হেরিয়া যুদ্ধ আমার অন্তর ॥
হতাশন-সম মূর্তি কে তুমি ব্রাহ্মণ ।
মম রাজ্য বিত্ত আদি করহ গ্রহণ ॥
মম পত্নী দাসী তব, আমি তব দাস ।
রক্ত-সিংহাসনে বসি পূর্ণ কর আশ ॥
শুনিয়া রাজার বাক্য দ্বিজবর কয় ।
শুন শুন আজি মোর দিব পরিচয় ॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্রে বিদিত ভুবন ।
কণ্ঠপ তাঁহার পুত্রে জানে সর্বজন ॥
দেবত্ব পাইল যত কণ্ঠপ-সন্তান ।
তাঁদের ভিতর তুমি অতি জ্ঞানবান্ ॥
বহুবর্ষ সেই তুমি থাকিয়া পুঙ্করে ।
শ্রীহরির ধ্যান করে ভক্তি সহকারে ॥
শ্রীহরির অনুগ্রহে তুমি অনন্তব ।
লাভ করিলেন এক পুত্রে মনোহর ॥
তুমি পুত্রে মহাতেজা অতি গুণধাম ।
ত্রিভুবনে জানে তার বিশ্বরূপ নাম ॥
একদিন দেবগুরু জ্ঞানী বৃহস্পতি ।
উপনীত হন আসি ইন্দ্রের সংহতি ॥
হেরিয়া গুরুরে ইন্দ্র না উঠি তখন ।
বসিয়া রহিল সেখা পূর্বের মতন ॥
ইহাতে কুপিত হয় গুরুর অন্তর ।
কঠোর বচনে তাই কহে অতঃপর ॥
আমায়ে অবজ্ঞা তুমি কর দেবরাজ ।
লক্ষ্মীভ্রষ্ট হ'য়ে সত্য জেনে রাখ আজ ॥

গুরু-অভিশাপ শুনি দেবেন্দ্র তখন ।
 বৃহস্পতি-পদে ধরি করিল রোদন ॥
 শিষ্যের আকৃতি দেখি গুরু তুচ্ছ হন ।
 অতঃপর নিজগৃহে করেন গমন ॥
 অভিশপ্ত দেবরাজ অতীব ব্যাকুল ।
 ভাবিষা চিন্তিষা কোন নাহি পান কুল ॥
 এদিকে দৈত্যরা করে তাঁহারে পীড়ন ।
 মুক্তির উপায় ইন্দ্র করেন চিস্তন ॥
 বিশ্বরূপে অতঃপর আনিয়া আগারে ।
 করিলেন বহু যজ্ঞ দৈত্য নাশিবারে ॥
 ক্রমে ইন্দ্র জানিলেন তার পরিচয় ।
 দৈত্যের দৌহিত্র এই বিশ্বরূপ হয় ॥
 এতেক জানিয়া ইন্দ্র ক্ষোভিত অন্তর ।
 বিশ্বরূপে বধ তাই করিল সহর ॥
 বিশ্বরূপ পুত্র যিনি শুন হে রাজন্ ।
 বিরূপ তাঁহার নাম খ্যাত ত্রিভুবন ॥
 তাঁহার তনয় আমি শুন গুণধাম ।
 স্তূতপা সকল জনে জনে মৌর নাম ॥
 কণ্ঠপের কূলে জন্ম জানিবে সত্য ।
 বিষয় হইতে আমি হইনু বিরত ॥
 মহাদেব গুরু মৌর বিদ্যা জ্ঞানদাতা ।
 ইন্দ্রদেব নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বাতা ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-চিন্তা নিত্য আমি করি ।
 মম ধ্যান মম জ্ঞান শ্রীগোবিন্দ হরি ॥
 আসক্তি নাহিক মম তুচ্ছ সম্পদেতে ।
 শ্রীহরির ধ্যানে আমি রহিয়াছি মেতে ॥
 সালোক্য সামীপ্য সার্থি সাক্ষ্য যে আর ।
 চারি রূপ মুক্তি হয় শাস্ত্রের বিচার ॥
 হরির নিকট মুক্তি না করি গ্রহণ ।
 দিব্যাত্মি ধ্যান করি তাঁর শ্রীচরণ ॥
 ব্রহ্মহ দেবত্ব আদি নম্বর সকল ।
 জগদ্বিশ্বব্যুৎ তাহা জানি অবিরল ॥
 রাজপদে প্রয়োজন নাহিক আমার ।
 শ্রীহরি-চরণ শুধু করিবাছি সার ॥

বিষুভক্তি লাভ তরে আসিনু হেথাষ ।
 বহু যুনি আসিয়াছে তোমার সভাষ ॥
 তাঁদের দর্শন লাগি মৌর আগমন ।
 অভিশাপ দিনু তোমা মঙ্গল-কারণ ॥
 মহাবীর ভবর্ণাবে পড়েছ রাজন্ ।
 মোব শাপে হবে তব বন্ধন মোচন ॥
 পুত্র প্রতি রাজ্যভার করি সমর্পণ ।
 কানন-মাঝারে তুমি করহ গমন ॥
 পত্নীরে রাখিবা যাও পুত্রের নিকটে ।
 মঙ্গল হইবে তব কহি অকপটে ॥
 ব্রহ্মা আদি যত কিছু মিথ্যা সমুদয় ।
 শ্রীকৃষ্ণ কেবল নিত্য সকল সময় ॥
 রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণের কর আরাধন ।
 সবার ঈশ্বর তিনি মুক্তির কারণ ॥
 ব্রহ্মা মহাদেব আদি করে তাঁর ধ্যান ।
 আনন্দ-স্বরূপ তিনি কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ তা রাজন্ ।
 ক্রমে ক্রমে সব কথা করিব বর্ণন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত মধুর ।
 শুনিলে নিমেষে সর্ব পাপ হয় দূর ॥

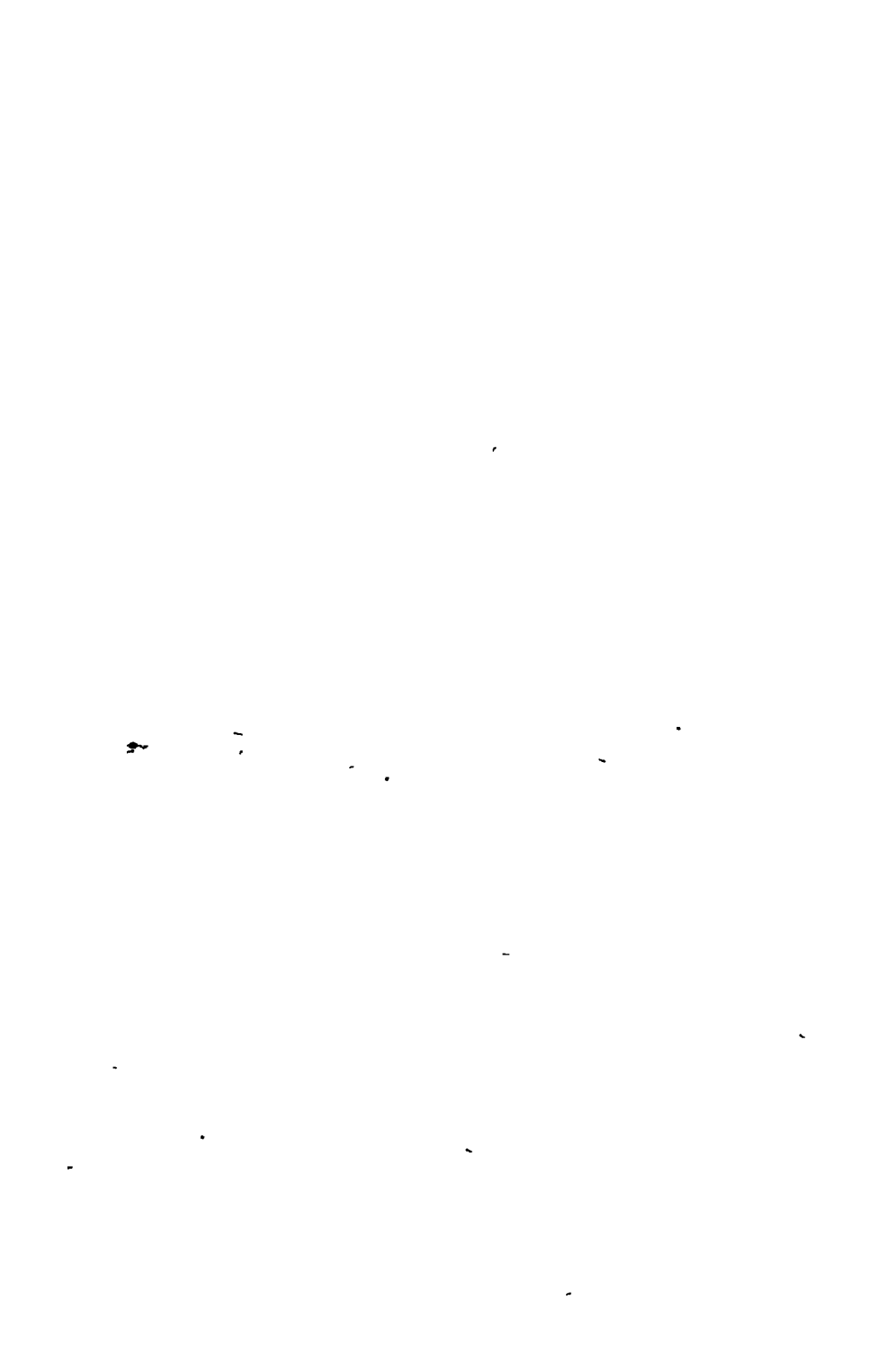
প্রকৃতিখণ্ডে চত্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একচত্বাবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে কালদান
স্বযজ্ঞ বাধ্যব বাধ্যকৃষ্ণ দর্শন ।

স্বযজ্ঞ কহিলা মৌরে কহ স্বিজবর ।
 কোন লোক অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ড-উপর ॥
 মহাত্মন কর মৌর সংশয়-ছেদন ।
 বিশেষ কপেতে সব করহ বর্ণন ॥
 শুনিয়া রাজ্যাব কথা মুনিবর কয় ।
 গোলোক বর্ণনা করি শুন মহাশয় ॥
 ব্রহ্মাণ্ড উপরে রাজ্যে গোলোক-ভবন ।
 কৃষ্ণের ইচ্ছায় রহে ভিস্মের মতন ॥





সৃজন ক্রীড়ায় যবে রত সনাতন ।
 বর্ষাবিন্দু মুখ হ'তে পড়িল তখন ॥
 সেই জল ব্যাপ্ত হ'ব ভুবন-মাঝারে ।
 গোলোক তাহাতে রাজে ডিম্বের আকারে ॥
 প্রকৃতির গর্ভ হ'তে ডিম্বের উদয ।
 গোলোকভবন-রূপে সেই ডিম্ব রয় ॥
 অপূর্ব কাহিনী কহি, শুন হে রাজন্ ।
 মহান্ বিরাট জলে করয়ে শয়ন ॥
 ত্রীকৃষ্ণের অংশজাত দুর্বাদল শ্রামি ।
 চতুর্ভুজ নারায়ণ নয়নাভিরাম ॥
 পীত-বস্ত্র-পরিহিত সশস্ত্র বদন ।
 বৈকুণ্ঠধামেতে সদা বিরাজিত হন ॥
 চন্দ্রবৎ গোলাকার বৈকুণ্ঠভবন ।
 তাহাতে রাজেন সদা হরিনারায়ণ ॥
 দুই রূপে প্রকটিত কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ-রূপে বিদ্যমান ॥
 চতুর্ভুজ-রূপে রহে বৈকুণ্ঠ-মাঝারে ।
 গোলোকে দ্বিভুজ-রূপে সদা বাস করে ॥
 বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধলোকে গোলোকভবন ।
 অতীব বিস্তৃত আর অতি হুশোভন ॥
 বহুমূল্য রত্নরাজি শোভে অমুকণ ।
 রত্ন-স্তুভ সোপানাদি অতি-সুদর্শন ॥
 পর্বত শোভিছে সদা শতশৃঙ্গ নাম ।
 বহিছে বিরজা নদী সেথা অবিরাম ॥
 তাহার মাঝারে আছে বৃন্দাবন বন ।
 বাসের মণ্ডলে শোভে গোপ-গোপীগণ ॥
 তাদের মাঝারে শোভে কৃষ্ণ সনাতন ।
 দ্বিভুজ মুরলীধারী মদন মোহন ॥
 গোপ-বালকের বেশ রহে বিভূষিত ।
 পীতবস্ত্র পরিধান চন্দ্রচর্চিত ॥
 রাসের ঈশ্বরী সেথা রাখা বিনোদিনী ।
 সদাই কৃষ্ণের সেবা করিছেন তিনি ॥
 হরির বক্ষেতে শোভে রাখা বিনোদিনী ।
 কৃষ্ণপ্রাণাশ্রিতা তিনি নিত্য সনাতনী ॥

রত্ন-সিংহাসনে রাজে কৃষ্ণ সনাতন ।
 চামর ব্যজন করে যত গোপগণ ॥
 হ্রবেশা গোপিকা যত আনন্দিত মনে ।
 ত্রীহরির সেবা করে মাল্য ও চন্দনে ॥
 গোলোক ভবন হ'ব হরির আলয় ।
 রত্নের নির্ম্মিত কত মন্দিরাদি রয় ॥
 দর্পণ-রচিত শোভে কপাট উজ্জ্বল ।
 তাহার মাঝারে রাজে রাসের মণ্ডল ॥
 পদ্মের মাঝারে শোভে কর্ণিকা যেমন ।
 গোপের মাঝারে হরি শোভেন তেমন ॥
 এই হেতু বলি শুন ওহে নরপতি ।
 কৃষ্ণসেবা সার কর করিযা ভকতি ॥
 কৃষ্ণ ছাড়া কেহ নাই জগৎ সংসারে ।
 তিনি বিনা ভবাবশে কেবা পার করে ॥
 বাধাকৃষ্ণ মূর্তি ধ্যান করিবে অন্তরে ।
 কহিলাম সব কথা তোমার গোচরে ॥
 তপস্তার তরে কর কাননে প্রস্থান ।
 এত বলি রাখামস্ত্র করিলেন দান ॥
 বিপ্রের মুখেতে রাজা শুনিয়া বচন ।
 জিজ্ঞাসে বিনয় সহ বিপ্রের সদন ॥
 তব মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া শ্রবণে ।
 লভিনু অনেক জ্ঞান আজি এইক্ষণে ॥
 তব উপদেশ হৃদে করিযা ধারণ ।
 যাইতে প্রস্তুত আছি হৃদর কানন ॥
 কিন্তু এক প্রশ্ন মম, কহি তব ঠাই ।
 কোন্ বনে যাব আমি কহ গো গৌসাই ॥
 আর এক কথা আমি চাহি জানিবারে ।
 জরাদেহে কিপ্রকারে যাইব কান্তারে ॥
 সমস্তা আমার ছুই কর সমাধান ।
 তবে তো বিপদ মাঝে পাই আমি ত্রাণ ॥
 নৃপতির মুখে শুনি কাতর আকৃতি ।
 ব্রাহ্মণ তাহারে দান করেন যুক্তি ॥
 যেই রাখানাম আমি দিয়াছি অন্তরে ।
 সেই রাখানাম তুমি জপ নিরন্তরে ॥

বিপ্রপাদোদক ভূমি করিবে সেবন ।
 বিপ্রপদধূলি শিরে করিবে ধারণ ॥
 বর্ষকাল আচরণ কর এই ভাবে ।
 তাহাতে তোমার ক্ষেপ ছুঃখ ঘূচে যাবে ॥
 শুনিয়া যুনির বাক্য নৃপতি তখন ।
 তপস্তা-কারণে করে বনেতে গমন ॥
 বনের মাঝারে যবে গেলা নরপতি ।
 বজ্রুরা রোদন করে মনোদুঃখে অতি ॥
 পতিভ্রতা মহিষীরা অতি দুঃখভরে ।
 নৃপতির বিরহেতে প্রাণ ত্যাগ করে ॥
 পুষ্কর তীরেতে গিয়া স্থযজ্ঞ রাজন্ ।
 দুঃচর তপস্তা করে ভক্তিসুত্তমন ॥
 মহামন্ত্র জপ করে সহস্র বৎসর ।
 শ্রীরাধা দেবীরে রাজা হেরে অতঃপর ॥
 গগন-মণ্ডলে দেবী পরম ঈশ্বরী ।
 স্থযজ্ঞ রাজ্যারে দেখা দেন কুপা করি ॥
 অনন্তযৌবনা দেবী হেরি সে সময় ।
 রাজার শরীর হ'তে পাণ দূর হয় ॥
 ত্যজিয়া মনুষ্য-দেহ স্থযজ্ঞ তখন ।
 দিব্য এক কলেবর করিল ধারণ ॥
 শ্রীরাধা তাঁহারে ল'য়ে দিব্য এক রথে ।
 স্বরিতে ছুটিয়া চলে গোলোকের পথে ॥
 রথে আরোহণ করি নৃপতি তখন ।
 যুক্তকরে রাধিকারে করিল স্তবন ॥
 দূর হ'তে হেরে রাজা গোলোক সুন্দর ।
 বিরজা তর্টিনী সেখা বাহে নিরন্তর ॥
 শতশৃঙ্গ পর্বতের শোভা মনোহর ।
 বৃন্দাবন শোভা পায় রাসের তিতর ॥
 গোপ-গোপী গাভীগণ করিছে বিরাজ ।
 মনোহর মন্দিরাদি গোলোকের মাধ ॥
 কল্পবৃক্ষ শোভা পায় সুন্দর উত্তানে ।
 পারিজাত প্রস্ফুটিত সর্বদা সেখানে ॥
 গোলোক সে গোলোকের চন্দ্রবিন্দবন ।
 আধার-রহিত সদা অতি মনোরম ॥

শূন্তদেশে বর্তমান সে গোলোকধাম ।
 নরপতি সে গোলোক হেরে অবিরাম ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু বিরাটাদি ধর্ম্ম নারায়ণ ।
 গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী আদি দেবীগণ ॥
 সাবিত্রী ভুলসী আর সনৎকুমার ।
 পবন বরুণ চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি আর ॥
 গোলোকধামেতে রাজে কৃষ্ণ সনাতন ।
 সর্ব অঙ্গে শোভা পায় কুঙ্কম চন্দন ॥
 বহিঃশুদ্ধ গীত বাস পরিধানে তাঁর ।
 অনন্ত কিশোর বেশ অতি চমৎকার ॥
 নবজলধরকান্তি বদন সুন্দর ।
 দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্যাম নটবর ॥
 নিশ্চর্ণ পরম ব্রহ্ম তিনি ইচ্ছাময় ।
 ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু সকল সময় ॥
 নানা রঙ্গে বিভূষিত কৃষ্ণ সনাতন ।
 স্থযজ্ঞ রাজ্যারে রাধা করান দর্শন ॥
 ভগবানে হেরি রাজা সশঙ্কিত অতি ।
 রথ হ'তে অবতরি করিল প্রণতি ॥
 ভগবান্ সর্বোৎকর্ষ সবার জীবন ।
 সর্ব সম্পদের দাতা মঙ্গলকারণ ॥
 সকলের অন্তরাত্মা সবার কারণ ।
 স্প্রসন্ন সুমহান্ কৃষ্ণ সনাতন ॥
 প্রেমপুলকিত নেত্রে স্থযজ্ঞ-নৃপতি ।
 আনত হইয়া তাঁরে করিলা প্রণতি ॥
 পরমাত্মা ভগবান্ হেরি নৃপতিরে ।
 শুভ আশীর্ব্বাদ তাঁরে করিলেন ধীরে ॥
 হরি দান্ত নৃপতিরে করিলেন দান ।
 হরি প্রতি ভক্তি দিলা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 রথ হ'তে শ্রীরাধিকা নাগিবা তখন ।
 হরি-জোড়ে বসিলেন অতি হৃষ্ট মন ॥
 প্রিযসখীগণ করে চামর ব্যজন ।
 ভগবান্ রাধিকারে পূজিলা তখন ॥
 সর্ব অগ্রে রাধানাম করি উচ্চারণ ।
 অতঃপর কৃষ্ণনাম কহে সর্বজন ॥

দেবের নির্দেশ ইহা-জানিও সদাই ।
রাধা-অগ্রে কৃষ্ণনাম উচ্চারিতে নাই ॥
রাধা-অগ্রে কৃষ্ণনাম করে যেই জন ।
কালসূত্র নরকেতে করে সে গমন ॥
মহাদেব कहিলেন দুর্গারে তখন ।
শ্রীরাধার উপাখ্যান করিষু কীর্তন ॥
আর কি শুনিতে ইচ্ছা कह প্রাণেশ্বর ।
তোমার নিকটে কিছু গোপন না করি ॥

প্রকৃতিখণ্ডে একচত্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বিচত্বাবিংশ অধ্যায়

বাধিকার পূজাবিধি ও শ্রীকৃষ্ণের কৃত
বাধিকার স্তোত্র ।

পার্বতী कहিলা প্রভু, দেব মহেশ্বর ।
শুনিলাম শ্রীরাধার কাহিনী হৃন্দর ॥
কহ নাথ, কি কারণে রাজা মহাশয় ।
কৃষ্ণমন্ত্র নাহি ল'য়ে রাধামন্ত্র লয় ॥
শ্রীরাধার পূজাবিধি মন্ত্র স্তব ধ্যান ।
কৃপা কবি যোরে আজ कह ভগবান্ ॥
মহাদেব कहে, শুন कहি সবিস্তারে ।
মুনিবর রাধামন্ত্র দিলেন রাজারে ॥
শ্রীরাধার অনুগ্রহে কৃষ্ণলাভ হয় ।
রাজার পূজনে তুষ্ট কৃষ্ণ দয়াময় ॥
শ্রীরাধিকা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ ।
রাধারে পূজিলে ভক্ত পায ভগবান্ ॥
এই উপদেশ মুনি দিলেন রাজার ।
রাধিকার মন্ত্র শেষে দিলেন তাঁহারে ॥
'ও রাধায়ে স্বাহা' এই মন্ত্র যড়কর ।
নৃপতিরে অবশেষে দিলা মুনিবর ॥
মুনির আদেশে শেষে স্নয়জ্ঞ নৃপতি ।
রাধিকার মন্ত্র জপে ভক্তি-চিত্তে অতি ॥
খেতচম্পকের বর্ণ ঝাঁর কলেবর ।
কোটিচন্দ্র-সম ঝাঁর কান্তি মনোহর ॥

পূর্ণ-লশধর-সম হৃন্দর বদন ।
শরতের পদ্ম-সম যুগল নয়ন ॥
হৃন্দর নিতম্ব ঝাঁর স্বভাব হৃন্দর ।
পক্ বিলফল-সম ঝাঁহার অধর ॥
মনোহর দন্তপংক্তি সহাস্রবদন ।
অঙ্গে ঝাঁর বহিঃশুদ্ধ বস্ত্র হৃশোভন ॥
মালতী-মালায় শোভে কবরীর ভার ।
মঞ্জীরেতে স্রবঞ্জিতা অতি চমৎকার ॥
গজেন্দ্রগামিনী যিনি শোভিত চন্দনে ।
ঝাঁহারে পূজন করে সর্ব গোপীগণে ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা নির্গুণরূপিণী ।
বিষ্ণুর জননী যিনি সম্পদদায়িনী ॥
কৃষ্ণ-প্রেমময়ী যিনি রাসের ঈশ্বরী ।
ভক্তিভরে সে রাধারে উপাসনা করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-রচিত এই রাধিকার ধ্যান ।
করিলেন ভক্তিভরে স্নয়জ্ঞ মহান্ ॥
অনন্তর পুষ্প করি মস্তকে প্রদান ।
রাধিকার স্তব করে রাজা মতিমান্ ॥
হে রাধে হে দেবেশ্বরী পরম ঈশ্বরী ।
ষোড়শোপচারে তব উপাসনা করি ॥
হে দেবী জগৎ-বন্দ্য সৌভাগ্যরূপিণী ।
কৃষ্ণ-প্রেমময়ী তুমি কল্যাণদায়িনী ॥
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে রহ নিরন্তর ।
রাসের ঈশ্বরী তুমি গোলোক ভিতর ॥
কৃষ্ণকান্তা হও তুমি গোলোকধামেতে ।
তুলসীর বনে রহ তুলসী-নাথেতে ॥
চম্পাবতী হ'লে তুমি চম্পক কাননে ।
চন্দ্রাবলী নাম তব হয় চন্দ্রবনে ॥
সতীরূপে রহ তুমি শতশৃঙ্গ মাথেরে ।
পদ্মবনে রহ তুমি শ্রীপদ্মার সাজে ॥
কৃষ্ণরূপে রহ তুমি কৃষ্ণ সরোবরে ।
রম্যরূপে রহ কাম্য বনের ভিতরে ॥
মহালক্ষ্মী ভদ্রা তুমি সিদ্ধকণ্ঠা বাণী ।
স্বর্ণলক্ষ্মী সনাতনী তুমি রাধারাগী ॥

শাবিত্রীরূপেতে ভূমি কর অবস্থান ।
 তোমারে পূজন করে কৃষ্ণ ভগবান ॥
 প্রতিদিন করে যেই রাধার স্তবন ।
 গোলোকধামেতে সেই করিবে গমন ॥
 এইরূপে শ্রীরাধার করিয়া পূজন ।
 নৃপতি গোলোকধামে করিলা গমন ॥
 পুত্রহীনে এই স্তব করিলে শ্রবণ ।
 অবশ্য লভিবে সেই স্পৃহে রতন ॥
 মহাব্যাধিগ্রস্ত যদি শুনে এই স্তব ।
 অবশ্যই দূর হবে তার রোগ সব ॥
 কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিনে পূজিলে রাধায় ।
 রাজসূয় যজ্ঞফল লাভ হয় তায় ॥
 স্ত্রীজাতি রাধার স্তব করিলে শ্রবণ ।
 স্বামিসোহাগিনী তারা হবে সেই ক্ষণ ॥
 ভক্তভরে রাধা-স্তব যেই জন করে ।
 ভবের বন্ধন মুক্ত হইবে অচিরে ॥
 যেই জন করে নিত্য রাধা আরাধন ।
 গোলোকধামেতে সেই করিবে গমন ॥
 মহাদেবী শিব প্রতি কহিল তখন ।
 শুনিয়া কৃতার্থ হৈলু অগ্নি বচন ॥
 পঞ্চানন মুখ হৈতে যে বাক্য নিঃসরে ।
 তাহার তুলনা নাই জগৎ সংসারে ॥
 রাধার কাহিনী শুনি মুগ্ধ অতি মন ।
 দয়া করি কহ প্রভু আর বিবরণ ॥
 কিভাবে স্নহজ রাজা পূজিল রাধারে ।
 কি বিধান কিবা ধ্যান বল গো আমারে ॥
 কী ভাবেতে নৃপ সেই দেবদেহ পায় ।
 কৃপা করি সবিস্তারে বলহ আমারে ॥
 মহাদেবী-বাক্য শুনি শিব পশুপতি ।
 নিঃসংশয়ে হইলেন পুলকিত অতি ॥
 দুর্গা প্রতি লক্ষ্য করি হাসি পঞ্চানন ।
 কহিলেন শুন দুর্গা আমার বচন ॥
 প্রকৃতির অংশভূতা তুমি শ্রেষ্ঠা সতী ।
 জগতের মাতা তুমি, তুমি ভগবতী ॥

তোমার আকাজ্ঞা আমি করিব পূরণ ।
 যে ভাবেতে নৃপ করে রাধার পূজন ॥
 স্থিতিবাক্য শুনি তবে স্নহজ নৃপতি ।
 সর্ব ভাজি পুঙ্করেতে করিলেন গতি ॥
 সমাহিত শুদ্ধচিত্ত স্নহজ হইল ।
 দেহ-মন এক ক'রে রাধারে পূজিল ॥
 প্রাণায়াম অঙ্গভাস ইত্যাদি বিধান ।
 সকলি পালন করে রাজা মতিমান ॥
 দেহশুদ্ধি করি আর শুদ্ধ করি মন ।
 সর্ববিধিমতে করে রাধারে পূজন ॥
 শঙ্খ দীপ ধূপ আদি সব উপাদান ।
 নৈবেদ্য তুলসী পুষ্প রাখে বিদ্যমান ॥
 মধুপর্ক পঞ্চগব্য আসন অদুরী ।
 ষোড়শোপচারে পূজে ভক্তিশ্রদ্ধা করি ॥
 শিখেছিল রাজা যত বেদের বিধান ।
 বীজমন্ত্রে সেইরূপে পূজে মতিমান ॥
 প্রথমে পূজিল নৃপ অষ্ট ন্যায়িকায় ।
 যতঃপর পূজিলেন দেবী শ্রীরাধায় ॥
 এইরূপে বিধিমতে পূজা সমাপিল ।
 পূজা অন্তে ভক্তিভরে স্তব আরম্ভিল ॥
 জগন্মাতা জগন্ময়ী ভূমি বিশ্বেশ্বরী ।
 বিষ্ণুপ্রিয়া সনাতনী পরমা স্নহদরী ॥
 হরিপ্রিয়া পদ্মাসনা বিশ্ব-প্রসবিনী ।
 আত্মশক্তি তুমি মাতা জগৎ-জননী ॥
 কৃষ্ণ-বক্ষ নিবাসিনী বিপদ-তারিণী ।
 তুমি মাতা মুক্তিদাত্রী বিষ্ণু-প্রসবিনী ॥
 কলুষনাশিনী দেবী ভকতবৎসলা ।
 দয়াময়ী পদ্মাবতী তুমি স্নহমঙ্গলা ॥
 আমি অতি মৃদুমতি অতি অভাজন ।
 আমা প্রতি ক্রোধ নাহি কর দ্বারগণ ॥
 দেহ দেবী পদছায়া লইলু শরণ ।
 স্তবপা ব্রাহ্মণ-শাপে যুক্তির কারণ ॥
 সর্বভয় দূরে যায় তুমি রক্ষ বারে ।
 তোমার তুলনা নাই এ ভব-সংসারে ॥

সুবশেষে রাধিকার উদ্দেশে তখন ।
সাক্ষাতে প্রণাম তবে করেন রাজন ॥
এত বলি মহাদেব হোঁনী হুঁয়ে রথ ।
উপাখ্যান শুনি দুর্গা প্রসন্ন হৃদয় ॥
নাবদের প্রতি দেব কহেন তখন ।
এইভাবে ভবানীরে বলে পঞ্চানন ॥
আর কিছু জানিবার সাধ যদি মনে ।
অসঙ্কোচে কহ তাহা বলিব এক্ষণে ॥

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিচাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● খ্রিষ্টচন্দ্রাবলিংশ অধ্যায় দুর্গার উপাখ্যান ।

নারদ কহিলা, প্রভু, কৃপা-অবতার ।
তব মুখে শুনিলাম কথা চমৎকার ॥
শ্রীবাধার উপাখ্যান অতীব মোহন ।
শ্রীদুর্গাকাহিনী মোরে কহ নারায়ণ ॥
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া অম্বিকা সর্ববাণী ।
নিত্যা সত্য্য সনাতনী পার্বতী ঈশানী ॥
মহামায়া গৌরী শিবা শ্রীদুর্গা ও সতী ।
সকলের অর্থ প্রভু কহ-মোর প্রতি ॥
প্রথমে কে শ্রীদুর্গারে পূজন করিল ।
শুনিবার সাধ তাহা মনেতে জাগিল ॥
কিরূপে দেবীর পূজা হ'ল প্রচলন ।
কৃপা করি মোরে আজ কহ নারায়ণ ॥
নারায়ণ কহিলেন হৃষ্ট চিত্তে অতি ।
শুন শুন, কহি আমি নারদ ব্রহ্মতি ॥
দেবীর ষোড়শ নাম শাস্ত্র-অনুসারে ।
অকপটে আজি আমি বর্ণিব তোমারে ॥
দুঃখ শোক নাশে যেই সকল সময় ।
নাশ করে যেই জন যমদণ্ড-ভয় ॥
রোগ ভয় নাশ যেই করে অবিরাম ।
পতিতপাবনী তিনি, দুর্গা তাঁর নাম ॥

যশ তেজ রূপ গুণ দান করে যেই ।
নারায়ণশক্তি তিনি, নারায়ণী সেই ॥
সকলেরে ধন দান করে অবিরাম ।
ত্রিভুবনে জানে তাঁর শ্রীঈশানী নাম ॥
সৃষ্টিকালে বিষ্ণু করে মাবার সৃজন ।
বিষ্ণুমায়া নাম তাঁর হইল তখন ॥
কল্যাণদায়িনী ব'লে শিবা নাম হয় ।
মঙ্গলকারিণী দেবী সকল সময় ॥
জ্ঞান-অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানি অনুক্ষণ ।
সতী তাই নাম রাখে যত স্তবীগণ ॥
ভগবান্ সয় দেবী নিত্য বিরাজিতা ।
নিত্যা নামে তাই দুর্গা হইলা বিদিতা ॥
সত্যরূপে বর্তমানা সত্য্য তাঁর নাম ।
ভগবতী নামে তাঁরে জানি অবিরাম ॥
পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী পর্বতনন্দিনী ।
পার্বতী বলিয়া তাই অভিহিতা তিনি ॥
এইরূপ শ্রীদুর্গার যোলা নাম হয় ।
আরাধনা করে তত্ত্ব সকল সময় ॥
প্রথমে পূজেন তাঁরে কৃষ্ণ সনাতন ।
তারপর ব্রহ্মা তাঁরে করিলা পূজন ॥
ত্রিপুরের বধ লাগি দেব মহেশ্বর ।
শক্তিময়ী শ্রীদুর্গারে পূজে অতঃপর ॥
দুর্বাসার অভিশাপ খণ্ডন করিতে ।
শ্রীদুর্গারে পূজে ইন্দ্র ভক্তিসুত চিতে ॥
সিদ্ধ ঋষি আর যত মুনিবরগণ ।
ক্রমে ক্রমে শ্রীদুর্গারে করিল পূজন ॥
অগ্নিরে অত্যাচারে হৈয়া জর্জরিত ।
দেবতার্য্য দুর্গাপূজা করে বিধিমত ॥
দেবতার্য্য ভেঙ্গে দুর্গা আবির্ভূতা হন ।
দৈবগণ দান করে অস্ত্র ও ভূষণ ॥
দুর্গা আদি দৈত্য দেবী করিলা নিধন ।
ভ্রকরাজ্য লাভ করে যত দেবগণ ॥
অস্ত্র করে পূজে তাঁরে সুরথ নৃপতি ।
কবচ ধারণ করে শুদ্ধ চিতে অতি ॥

ফল পুষ্প তীর্থজল করি আহরণ ।
 সুরথ নৃপতি পূজে শ্রীদুর্গা চরণ ॥
 ছাগল মহিষ মেঘ পক্ষী কুম্ভসার ।
 কুম্ভাঙ্গ ইত্যাদি বলি দিলা শতবার ॥
 তুষ্টা হ'য়ে দুর্গাদেবী দিলা দরশন ।
 বলিলেন কিবা বর মাগহ রাজন্ ॥
 নৃপবর রাজ্যধন দেবীপাশে চাষ ।
 দুর্গাদেবী সেই বর দিলেন রাজ্যায় ॥
 নিকটক রাজ্যে রাজা গেলা অতঃপর ।
 রাজ্যস্থত করে ভোগ হরিয় অন্তর ॥
 বহু বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া নৃপতি ।
 রাজ্যভার সমর্পিলা পুত্রদেব প্রতি ॥
 পুষ্করেতে তারপর করিলা গমন ।
 যোগ তপ করি প্রাণ ত্যজেন রাজন্ ॥
 অষ্ট মন্বন্তরে নৃপ সাবর্ণি হইল ।
 সূর্য্যপত্নী গর্ভে আসি জনম লভিল ॥
 সাবর্ণি মনুর রূপে জানে সর্বজন ।
 ভাৰ্য্যাসহ শ্রীদুর্গার করে আরাধন ॥
 এতেক শুনিয়া তবে বিরিক্তনয় ।
 'ভাবাবেশে অভিযত পুলকিত হয় ॥
 প্রকৃতি-প্রধানা সতী দুর্গা মহাদেবী ।
 শিবের গৃহিণী আর কৃষ্ণ প্রতিচ্ছবি ॥
 যতই শুনয়ে কথা মিটে না ত' আশা ।
 মনেতে যতই ভাব, মুখে নাহি ভাষা ॥
 তথাপি জিজ্ঞাসা করি পূর্ণ বিবরণ ।
 কি ভাবেতে দুর্গা পূজে সুরথ রাজন্ ॥
 কেবা সেই রাজা, আর কোথা ধাম তার ।
 কেন বা দুর্গারে পূজে কহ সবিস্তার ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা পবিত্রে মহান্ ।
 সেইজন শোনে যেন অতি ভাগ্যবান্ ॥

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিংশতাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

স্বৰ্থ-বংশ-বর্ণন, ভাবাহবণ বৃত্তান্ত, বুধেব উৎপত্তি ।

শুনিয়া নারদ বাক্য প্রভু নারাষণ ।
 হাসিমুখে কহিলেন সব বিবরণ ॥
 ব্রহ্মাপুত্র অত্রিমুনি অতি গুণধর ।
 তাঁহার তনয় ছিল দেব শশধর ॥
 রাজসূয যজ্ঞ বহু করি অনুষ্ঠান ।
 শশধর হয় সব বিপ্রের প্রধান ॥
 কামেতে উন্মত্ত হৈয়া দেব শশধর ।
 বেদবিধি গেলা ভুলি ওহে মুনিসর ॥
 অবশেষে একদিন মদনে মাতিয়া ।
 গুরুপত্নী তারারে সে লইল হরিয় ॥
 কামবশে তারা সহ করিল বিহার ।
 তাহাতে তারার হয় গর্ভের সঞ্চার ॥
 সেই গর্ভ হৈতে জন্মে পুত্র মনোহর ।
 জ্ঞান-গুণে সর্বভাবে তুল্য শশধর ॥
 পণ্ডিত বালক সেই বুধ তার নাম ।
 বুধপুত্র চৈত্রে ছিল অতি গুণধাম ॥
 চৈত্রেয় তনয় হয় সুরথ নৃপতি ।
 রূপবান্ গুণবান্ স্তমহান্ অতি ॥
 নারদ কহিলা, প্রভু, সুরথের আগে ।
 অজ্ঞ কথা শুনিবার ইচ্ছা মনে জাগে ॥
 চন্দ্রের ঔরসে আর তারার উদরে ।
 কিরূপে সন্তান হয় কহ কৃপা করে ॥
 নারাষণ কহিলেন, শুন হে ত্রীগান্ ।
 তোমারে কহিব আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
 মহাকাশী শশধর জাহ্নবীর তীরে ।
 একদা হেরিলা সেখা গুরুর পত্নীরে ॥
 স্নানের লাগিবা যায় সেই রূপবতী ।
 পীনোন্নত-পযোধরা মনোহর অতি ॥
 সুন্দর নিভম্ব শোভে নবীন যৌবন ।
 পুর্ণিয়ার চাঁদ সম সুন্দর বদন ॥

পক বিশ্বফল সম ওষ্ঠ ও অধর ।
 বক্ষিগ লোচনে দেবী চাহে নিরন্তর ॥
 স্নান শেষে চলে নিজ ভবনের পানে ।
 হেরি চন্দ্র জর্জরিত হয় কামবাণে ॥
 লজ্জা পরিত্যাগ করি কহে শশধর ।
 শুন মোর কথা ধনি হইবা তৎপর ॥
 রমণী-প্রধানা তুমি ওগো রূপবতী ।
 তোমারে হেরিবা আমি মোহিত যে অতি ॥
 তব পতি বৃহস্পতি বৃদ্ধ অতিশয় ।
 তাহার সঙ্গমে তব কিবা হুথ হয় ॥
 কামবাণে প্রীত হইবা তোমার অন্তর ।
 বৃদ্ধ পতি সহ কেন রহ নিরন্তর ॥
 রূপবান্ যুবা আমি তুমি রূপবতী ।
 এস হুথ ভোগ করি যুবক যুবতী ॥
 যথু বসন্তকাল আগত এখন ।
 গন্ধভারে আকুলিত কুসুম-কানন ॥
 মনোহর শয্যা রচি চম্পকের বনে ।
 মহাসুখে রতি-ক্রীড়া কর মোর সনে ॥
 শুনিয়া চন্দ্রের এই সকাম বচন ।
 রোষভরে তারাদেবী কহিলা তখন ॥
 ওরে ওরে পাশাশ কুলান্দার শঠ ।
 যিক্ তোরে শত যিক্ পাশগু লম্পট ॥
 তৃণ-সম আমি তোরে করি হেয়জ্ঞান ।
 হীনমতি তুই অতি দুরাশ্রয়-প্রধান ॥
 পরকামিনীর প্রতি লোভ যার হয় ।
 সর্ব কর্ষে অশুচি সে অতি নীচাশয় ॥
 আমার সতীত্ব নাশ করিলে এখন ।
 রাজযক্ষ্মা হবে তোর আমার বচন ॥
 শুনিয়া তাহার বাক্য ভীত নাহি হয় ।
 শশাঙ্ক তারার হাত ধরে সে সময় ॥
 কামেতে আকুল হ'য়ে রথিতে উঠায় ।
 জাহ্নবীর তীর ছাড়ি রথ বেগে যায় ॥
 নন্দন বনেতে কভু পুষ্পিত কাননে ।
 পুঙ্কর তীরেতে আব ভদ্রকের বনে ॥

এইরূপে বহুদিন করিল শৃঙ্গার ।
 অনন্তর মনে ভয় জন্মিল তাহার ॥
 দৈত্যদেবের গুরু শুক্র তেজস্বিপ্রবর ।
 তারা সহ যায় শশী তাহার গোচর ॥
 বলে প্রভু রক্ষা কর হইয়া সদয় ।
 দৈত্যগুরু শশধরে দিলেন অভয় ॥
 তারা-শাপে রাজযক্ষ্মা চন্দ্রেরে ঘেরিল ।
 ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া চন্দ্র কাতর হৈল ॥
 নিজপাপে শশধর ভীত অতিশয় ।
 তাহা হেরি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কয় ॥
 শুক্রপত্নী তারা তব মাতার সমান ।
 শুক্রে তাঁহার পত্নী করহ প্রদান ॥
 পাপ কার্য্য করিবাছ কি কহিব আর ।
 কলঙ্ক লভিলে তুমি পাপেতে তোমার ॥
 এত বলি শুক্রাচার্য্য কুশ হস্তে লন ।
 ভক্তিতরে জনার্দনে করেন স্মরণ ॥
 তারপর শুক্রাচার্য্য কহেন চন্দ্রেরে ।
 পাপ আর নাহি রবে তোমার শরীরে ॥
 জীবনে যতেক ধর্ম্ম কবেছি অর্জন ।
 তোমা তরে সেই ধর্ম্ম করি বিসর্জন ॥
 আমার পুণ্যের ভাগ তুমি যে লভিবে ।
 সেই পুণ্যে তব পাপ মোচন হইবে ॥
 যত পাপী আছে এই সংসার ভিতরে ।
 তব পাপ যেন যায় তাদের শরীরে ॥
 তারপর শুক্র কহে তারারে তখন ।
 আমার বচন সতি করহ শ্রবণ ॥
 পবিত্রহৃদয়া তুমি শুদ্ধ নিরন্তর ।
 নিষ্কলুষ হয় সদা তোমার অন্তর ॥
 পাপ কিছু নাহি রবে আমার বচন ।
 আমার তোমারে পতি করিবে গ্রহণ ॥
 অকামা নারীরে যদি হরে উপপতি ।
 দুষিতা না হয় নারী শুন শুন সতি ॥
 এই কথা বলি শুক্র প্রফুল্ল অন্তরে ।
 তারা ও শশাঙ্কদেবে আশীর্ব্বাদ করে ॥

এই ভাবে শুচিশুদ্ধ করি দুইজনে ।
রাখিলেন শুক্রাচার্য্য আপন ভবনে ॥
যথাকালে তারা গর্ভে জন্মিল নন্দন ।
সেই হয় বিধুসুত বৃধ বিমোহন ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃতভাণ্ডার ।
শুনিলে আনন্দ লাভ হইবে অপার ॥

প্রকৃতিখণ্ডে চতুষ্চত্বাংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চচত্বাংশ অধ্যায়

তাবা-শোকে বৃহস্পতির বিলাপ ।

নারদ কহিলা, প্রভু, কহ মোর প্রীতি ।
কি করিল অতঃপর দেব বৃহস্পতি ॥
নারায়ণ কহে, শুন নারদ হুজ্ঞন ।
তোমাংরে সকল কথা করিব বর্ণন ॥
জাহ্নবীর তীরে তারা স্নান হেতু যান ।
বৃহস্পতি আর কোন সন্ধান না পান ॥
হেরিয়া বিলম্ব তার ডাকি শিষ্যগণে ।
দিকে দিকে পাঠালেন তারা-অশ্বেষণে ॥
শিষ্যগণ চারিদিকে করিয়া ভ্রমণ ।
তারার হরণ কথা শুনিল তখন ॥
অনন্তর ফিরি আসি সেই-শিষ্যগণ ।
গুরুর সঙ্গীপে সব করিল বর্ণন ॥
তারারে হরণ করে দেব শশধর ।
শুনিয়া ব্যথিত হয় গুরুর অন্তর ॥
চন্দ্রের সহিত তারা করে অবস্থান ।
জানিয়া এ কথা গুরু শোকে মুচ্ছা যান ॥
বিলাপ করিয়া গুরু সজল নয়নে ।
অতঃপর কহিলেন ডাকি শিষ্যগণে ॥
শুন শুন শিষ্যগণ কি কহিব আর ।
জানি না কি দোষে ঘটে এ দশা আমার ॥
সতী সাধবী ভার্য্যা গৃহে নাহিক যাহার ।
বনেতে গমন করা উচিত তাহার ॥

প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা যার ঘরে নাহি রয় ।
গৃহ বনভুল্য তার, স্তবীজন কয় ॥
এরূপে বিলাপ করে শিষ্যদের প্রীতি ।
মনোহুগ্ধে বারংবার কঁাদে বৃহস্পতি ॥
শিষ্যগণ যায় তবে ইন্দ্রের নিকটে ।
তারার হরণ কথা কহে অকপটে ॥
শুনিলা সকল কথা দেব পুরন্দর ।
ক্রোধেতে হইল তাঁর কম্পিত অধর ॥
দেবগণ সহ ইন্দ্র আসেন তখন ।
গুরুরে কহেন কত প্রবোধ-বচন ॥
কহিলেন, গুরুদেব, না করিহ ভয় ।
দুরাত্মা চন্দ্রেণে আমি বধিব নিশ্চয় ॥
চিন্তা দূর কর প্রভু, করিব সন্ধান ।
এত বলি চতুর্দিকে দূতের পাঠান ॥
ব্রহ্মার নিকটে তবে গেলা অতঃপর ।
তাঁহায়ে সকল কথা কহে পুবন্দর ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা ব্রহ্মা ঋষি কয় ।
কহিতেছি গৃহ কথা শুন মহাশয় ॥
অপরেরে হুগ্ধ দেখ বেই অভাজন ।
তারে হুগ্ধ দান করে কৃষ্ণ সনাতন ॥
উতথ্য সম্বর্ত আর দেব বৃহস্পতি ।
জিয়ার তিন পুত্র বিচক্ষণ অতি ॥
উতথ্যের পত্নী ছিল হৃদর্শনা অতি ।
তাঁহারে হরণ করে এই বৃহস্পতি ॥
বেই জন ভাড়াভায়া করয়ে হরণ ।
কুন্তীপাক নরকে সে করিবে গমন ॥
খণ্ডাবে কশ্মীর ফল নাহিক শক্তি ।
নিজ কশ্মফল তাই পাষ বৃহস্পতি ॥
অতএব বল ইন্দ্র কিবা আমি করি ।
বিহিত করিতে পারে দেব ত্রিপুরারি ॥
তাই বলি কৈলাসেতে করহ গমন ।
শিবের নিকটে সব কর নিবেদন ॥
এত শুনি দেবগণ সহ বৃহস্পতি ।
কৈলাসধামেতে যায় অতি শীঘ্রগতি ॥

শিবের সমীপে গিয়া যত দেবগণে ।
 ভক্তিতরে প্রণমিল শিবের চরণে ॥
 দেবগণে দেখি শিব পুলক অন্তর ।
 বসিতে আসন দিলা করিয়া আদর ॥
 সকলের প্রতি করে মিষ্ট সম্ভাষণ ।
 হেরি বৃহস্পতি পানে ক্ষুব্ধ হয় মন ॥
 কহিলেন মহেশ্বর, শুন বৃহস্পতি ।
 তোমার পরাণ হেরি ব্যাকুলিত অতি ॥
 কি কারণে দুঃখ তব কেন বা লজ্জিত ।
 বাস্পাকুল নেত্র কেন, কোন্ ভবে ভীত ॥
 বৃহস্পতি কহিলেন, শুন মহেশ্বর ।
 নিজ নিজ কৰ্ম্মফল ভোগ করে নর ॥
 এত বলি আত্মোপাস্ত কহিলা তখন ।
 শুনিয়া সকল কথা শিব রুষ্ট হন ॥
 কর হ'তে জপমালা ভূমিতে নুটায় ।
 আরক্তলোচনে শিব কহিলেন তায় ॥
 কৃষ্ণভক্তজন যত স্বভাব নির্মল ।
 ক্রোধ কভু নাহি করে বৈষ্ণব সকল ॥
 দেব শশধর তব কামিনীরে হবে ।
 তথাপি না শাপ দিলে দেব শশধরে ॥
 ভক্তবাহ্নিকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন ।
 ভক্তের সকল ইচ্ছা করেন পূরণ ॥
 ভক্ত-অপরাধ যত ক্ষমেন শ্রীহরি ।
 নিজ অধিকার যত দেন দণ্ডা করি ॥
 দুর্বল শশাঙ্ক দেব ভীত অতিশয় ।
 বৈষ্ণব শুভ্রের কাছে লইল আশ্রয় ॥
 বলবান্ শুভ্রাচার্য্য বিষ্ণুপরায়ণ ।
 কোন্ জন বল তারে করিবে নিধন ॥
 সত্যশ্রয় ভগবানে কর আরাধন
 পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরে করহ ভজন ॥
 কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণাধ্যান কর অনিবার ।
 অনায়াসে পত্নী শ্বব হইবে উদ্ধার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ত্যাগ করে যেই ।
 অমৃত ত্যজিয়া বিষ পান করে সেই ॥

আমি ব্রহ্মা মনু ক্রতু নর-নারায়ণ ।
 দুর্বাসা বশিষ্ঠ দক্ষ বালখিল্যগণ ॥
 ভৃগু শুক্র রাহু সূর্য্য অগ্নি পরাশর ।
 অঙ্গিরা অনন্ত বলি কশ্যপপ্রবর ॥
 কপিল প্রহ্লাদ আর দেব গণপতি ।
 কার্তিক প্রভৃতি সব বিষ্ণুভক্ত অতি ॥
 কৃষ্ণের প্রধান ভক্ত আমরা সকলে ।
 বিষ্ণুভক্ত বলি তাই খ্যাত ধরাতেলে ॥
 এই কথা বলি তারে দেব মহেশ্বর ।
 কৃষ্ণমন্ত্র দানে করে প্রফুল্ল-অন্তর ॥
 কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করি দেব বৃহস্পতি ।
 প্রণাম করিয়া কহে শঙ্করের প্রতি ॥
 তারারে এক্ষণে মোর নাহি প্রয়োজন ।
 যাইব কাননে আমি তপস্তা কারণ ॥
 বিষয়-বাসনা মম হইয়াছে দূর ।
 শ্রীহরির মূলমন্ত্র অতি স্তম্ভুর ॥
 কৃষ্ণের চরণ আমি লইব শরণ ।
 সমস্ত জগৎ হেরি বিবের মতন ॥
 মহাদেব কহিলেন, শুন মহাশয় ।
 পত্নী পরিত্যাগ করা উচিত না হে ॥
 নৰ্ম্মদাতীরেতে ভূমি করহ গমন ।
 অবস্থান করে সেথা যত দেবগণ ॥
 আমিও যাইব সেথা কহিমু তোমায ।
 নৰ্ম্মদার তীরে ভূমি যাও হে স্বরায ॥
 শুনিয়া শিবের কথা গুরু বৃহস্পতি ।
 নৰ্ম্মদানদীর তীরে আসে শীত্ৰগতি ॥
 ভগবান্ মহেশ্বর করে আগমন ।
 প্রণাম করিল তাঁরে যত দেবগণ ॥
 বিষ্ণু ও ব্রহ্মায়ে শিব করে নমস্কার ।
 শঙ্করে আশিস্ তাবা করে বারংবার ॥
 অতঃপর মহেশ্বর বৃহস্পতি সনে ।
 বসিলেন একমনে পূজার আসনে ॥
 বিধানে কৃষ্ণের পূজা করে দুইজন ।
 স্তব পাঠ করে গুরু আনন্দিত মন ॥

স্তবেতে হইয়া ভুক্ত দেব জনাধিন ।
 বলেন শুক্রেণে তবে মধুর বচন ॥
 সন্তক হয়েছি আমি স্তবেতে তোমার ।
 তারারে পাইবে তুমি চিন্তা নাহি আর ॥
 স্বদর্শন শুক্রাচার্য্যে করিছে রক্ষণ ।
 শুক্রে পরাজিতে নারে কভু কোন জন ॥
 যাইয়া তথায় যদি মধুর বচনে ।
 স্তববাক্যে কর ভুক্ত শুক্র মহাত্মনে ॥
 অবশ্য তোমারে পত্নী করিবে প্রদান ।
 ইহাতে সন্দেহ নাহি, কর অবধান ॥
 এত বলি অন্তর্হিত হন সনাতন ।
 চিন্তিত হইল পরে যত দেবগণ ॥
 অনন্তর ব্রহ্মাদেব করি সম্বোধন ।
 দেবগণে কহিলেন মধুর বচন ॥
 শুন শুন বৎসগণ বচন আমার ।
 শুক্রগৃহে যাব আমি সন্ধানে তারার ॥
 এত বলি ব্রহ্মা ধ্বনি করিলা গমন ।
 স্বস্থানে প্রস্থান করে যত দেবগণ ॥

প্রকৃতিগণ্ডে পঞ্চদ্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষষ্ঠচত্বাঙ্গিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মার নিকটে শুক্রেণ তারার প্রত্যর্পণ, বৃন্দেব জন্ম,
 বৃহস্পতিব তারার লাভ ।

নারায়ণ কহে, শুন নারদ ধীমান্ ।
 তোমারে কহিব এবে অপূর্ব আখ্যান ॥
 গমন করিলা ব্রহ্মা শুক্রেণ ভবনে ।
 শুক্রাচার্য্য ছিল বসি রত্নসিংহাসনে ॥
 তেজস্বী ভৃগুর পুত্র জপে কৃষ্ণনাম ।
 দৈত্যগণ পূজা তার করে অবিরাম ॥
 হেরিয়া ব্রহ্মারে সেথা শশব্যস্ত অতি ।
 কৃতাজ্ঞলিপুটে শুক্র করিলা প্রণতি ॥
 পাত্ত অর্থ সখিনয়ে দানিয়া ব্রহ্মারে ।
 স্তব স্তুতি করিলেন ভক্তি-সহকারে ॥

আশীর্ব্বাদ করি তবে ব্রহ্মা অতঃপর ।
 বসিলেন রত্নসিংহাসনের উপর ॥
 সনক সনন্দ আর সনৎকুমার ।
 ব্রহ্মার সহিত তিন পুত্র আছে তার ॥
 দৈত্যগণ সকলেই নমস্কার করে ।
 বসায় আসন 'পরে অতি সমাদরে ॥
 অতঃপর কহে শুক্র পুলকিত মন ।
 আজিকে হইল মোর সার্থক জীবন ॥
 আসিলা শ্রীব্রহ্মাদেব আমার ভবনে ।
 দেখিলাম নিজ চক্ষে ব্রহ্মাপুত্রগণে ॥
 হীনমতি শিশু আমি অবোধ অজ্ঞান ।
 কি কারণে আগমন কহ ভগবান্ ॥
 ব্রহ্মা কহে, শুন শুন শুক্র তপোধন ।
 তোমার দর্শন হেতু মোর আগমন ॥
 ভূমি মোর পৌত্র হও আসিয়াছি তাই ।
 সবার অগ্রেতে তব কুশল স্বধাই ॥
 অতঃপর কহি এক অপূর্ব কাহিনী ।
 সেইরূপ বলিতেছি যেইরূপ শুনি ॥
 বৃহস্পতি-ভার্যা তারা করিয়া হরণ ।
 তোমার নিকটে চন্দ্র লইল শরণ ॥
 শিব ধর্ম্ম সূর্য্য ইন্দ্র অষ্টবসুগণ ।
 দ্বাদশ আদিত্য আদি শুন তপোধন ॥
 যুদ্ধার্থে সজ্জিত সব সাগরের ধারে ।
 প্রত্যর্পণ কর শীঘ্র গুরুর ভার্য্যারে ॥
 কামুক শশাঙ্কে শীঘ্র কর পরিহার ।
 নতুবা হইবে যুদ্ধ কহি বারংবার ॥
 শুক্র কহে, দেবগণে কভু না ভরিব ।
 মহাদেব সনে শুধু রণ না করিব ॥
 মহেশ্বর গুরু মোর ভক্তি করি অতি ।
 অস্ত্র মোরা না হানিব কভু তাঁর প্রতি ॥
 তাঁহার প্রেরিত অস্ত্র করিব বিফল ।
 ভৃগুভূলা অথ অশ্রু দেবতা সকল ॥
 শুনিয়া শুক্রেণ কথা ব্রহ্মাদেব কর ।
 মোর কথা শুন তবে শুক্র মহাশয় ॥

বলীদের অগ্রগণ্য রুদ্র মহেশ্বর ।
কোন্ জন তাঁর সহ করিবে সমর ॥
জগন্মাতা ভদ্রকালী খপরধারিণী ।
খড়্গ হাতে শিব মাথে আসিবেন তিনি ॥
ভয়ঙ্করী মূর্তি তাঁর আরক্তলোচনা ।
ক্রোশ-পরিমিত জিহ্বা ভীষণ-দর্শনা ॥
শিবের কিঙ্কর সব অতি ভয়ঙ্কর ।
প্রচণ্ড রূপেতে তারা করিবে সমর ॥
শিবসম যোদ্ধা আর আছে কোন্ জন ।
কেন মিথ্যা যাবে সব যয়ের ভবন ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য কুতূহলী হ'বে ।
প্রহ্লাদ কহিল তারে অতি সবিনয়ে ॥
তোমার নিকটে আমি কি কহিব আর ।
কৃষ্ণ-সুদর্শন-চক্র রক্ষে অনিবার ॥
কৃষ্ণের অপেক্ষা শিব নহে বলবান্ ।
আমাদের রক্ষা করে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
ব্রহ্মা কহে শুন শুন প্রহ্লাদ প্রবর ।
অনর্থক মিথ্যা কেন করিবে সমর ॥
দেবতা দানবে যুদ্ধ বিনাশ কারণ ।
অমুরোধ করি আমি করিও না রণ ॥
তারারে কিরায়ে দাও প্রার্থনা আমার ।
কল্যাণ হইবে তবে অবশ্য সবার ॥
সনৎকুমার কহে ওহে দৈত্যরাষ ।
পরম বৈষ্ণব তুমি কি বলি তোমাষ ॥
বিধাতার বাক্য নাহি করিও লঙ্ঘন ।
সর্বদা হইবে তব কল্যাণ সাধন ॥
সনন্দ কহেন শুন ওহে দৈত্যপতি ।
কৃষ্ণগত প্রাণ তব, কৃষ্ণে সদা মতি ॥
অতএব কহি তোমা দৈত্যের ঈশ্বর ।
তারারে কিরায়ে তুমি দাওহে সত্ত্বর ॥
এত শুনি করযোড়ে প্রহ্লাদ হুমতি ।
কহিলেন, শুন বিধি, আমার ভারতী ॥
গুরুপদে সব মোরা করেছি অর্পণ ।
যা করিবে গুরুদেব, না হয় লঙ্ঘন ॥

সর্বকর্তা গুরুদেব আমি দাস তাঁর ।
শ্রীগুরু থাকিতে হেথা কি শক্তি আমার ॥
এত শুনি সনকাদি ভ্রাতা তিন জন ।
বিধিমতে শুক্রচার্য্যে করেন স্তবন ॥
অনন্তর ব্রহ্মাদেব শুক্রচার্য্যে কয় ।
তারারে অর্পণ তুমি কর মহাশয় ॥
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
তারা ও চন্দ্রেতে শুক্র করিলা অর্পণ ॥
কৃপাময় ব্রহ্মাদেব দয়া অবতার ।
তারারে তুলিয়া লন ক্রোড়ের মাঝার ॥
রোদন করিয়া তারা কহিলা তখন ।
দুরাত্মা শশাঙ্ক মোরে করিল হরণ ॥
ব্রহ্মা কহে, মাতঃ, কর শোক পরিহার ।
আমি বর্তমানে দুঃখ কেন কর আর ॥
পতির প্রেষণী হবে দিনু এই বর ।
প্রায়শ্চিত্ত করি শুদ্ধ হইবে সত্ত্বর ॥
তারপর ব্রহ্মাদেব কন শশযত্রে ।
কলঙ্কী হইলে তুমি জগৎ মাঝারে ॥
ইহা ছাড়া আর কিছু না হইবে ক্ষতি ।
প্রবোধ দিলেন ব্রহ্মা মধুসূত্রে অতি ॥
পুত্রেরে লইয়া চন্দ্র করিল প্রস্থান ।
বৃহস্পতিকরে ভার্যা ব্রহ্মা করে দান ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুললিত ।
শুনিলে হইবে চিত্ত অতি পুলকিত ॥

প্রকৃতিখণ্ডে বটুচ্যাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

প্রকৃতি পূজার বল ও কাল-নিকপণ ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ ।
অমৃত-সমান কথা করিলু শ্রবণ ॥
প্রকৃতি পূজার কথা কহ এইবার ।
মনোবাঞ্ছা কৃপা করি পূরাও আমার ॥

নারায়ণ কহিলেন, শুন হে সৃজন ।
 প্রতিমা গড়িষা দেবী করিবে পূজন ॥
 ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করিবে অর্পণ ।
 ফলমূল পূজা আদি যেমন নিয়ম ॥
 ভক্তিভরে নিবেদিবে ভোগ জল পান ।
 গীতবাণ্য করিবেক দেবী-বিদ্যমান ॥
 বীজমন্ত্র করযোড়ে করি উচ্চারণ ।
 পূজাশেষে যথাবিধি বলি সমর্পণ ॥
 মেঘ-ছাগ আদি পশু বলির বিধান ।
 পক্ষী ইক্ষু ফলমূল হয় বলি দান ॥
 যথাবিধি এই সব বলি যদি হয় ।
 পূজার্থীর বহুপুণ্য হইবে সঞ্চয় ॥
 বলিরূপে মহিষেরে যেই করে দান ।
 শতবর্ষকাল তার স্বর্গে হয় স্থান ॥
 ছাগ যদি বলি দেয় কোন মহামতি ।
 দশবর্ষকাল তার স্বর্গেতে বসতি ॥
 কৃষ্ণসার যুগে যদি বলি দান করে ।
 সেই জন দশবর্ষ রহে সুরপুরে ॥
 গণ্ডার ছেদন কৈলে দেবীর গোচরে ।
 হাজার বছর থাকে অমর নগরে ॥
 আদ্র্য নক্ষত্রের যোগে করিষা বোধন ।
 জ্বর্ণণ নক্ষত্রযোগে কর বিসর্জন ॥
 সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী তিথিতে ।
 ভগবতী পূজা কর ভক্তিমুত চিতে ॥
 এক বর্ষ পূজা করি সুরথ রাজন্ ।
 ভগবতী-স্তুব করে হ'য়ে একমন ॥
 সবার জননী দেবী ভুবনমোহিনী ।
 তেজোরূপা গুণাতীতা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥
 সত্যা নিত্যা সনাতনী সবার পূজিতা ।
 সর্ববীজস্বরূপিণী আশ্রয়রহিতা ॥
 সর্বজ্ঞা সর্বতোভদ্রা মঙ্গলদায়িনী ।
 সর্বেশা পরাংপর শক্তিস্বরূপিণী ॥
 তুমি তুষা তুমি নিদ্রা ক্ষুধা কান্তি দয়া ।
 জ্ঞান পুষ্টি তন্দ্রা লজ্জা তুমি না অভয়া ॥

মায়ামবী শক্তি তুমি সৃজনকারিণী ।
 যোগনিদ্রা যোগধাত্রী অম্বরধাতিনী ॥
 সিদ্ধিরূপা মহেশ্বরী তুমি ভয়ঙ্করী ।
 বিশ্বের পূজিতা তুমি পরম ঈশ্বরী ॥
 স্তবধেতে হইয়া তুষ্ট দেবী অন্তঃপর ।
 আবির্ভূতা হৈয়া তবে দেন তারে বর ॥
 ভগবতী-স্তুব পাঠ করে যেই জন ।
 অভীষ্ট হইবে সিদ্ধ শাস্ত্রের বচন ॥
 ভগবতী-স্তোত্র পাঠ যেই জন করে ।
 মহাপুণ্যবান্ সেই পৃথিবী ভিতরে ॥
 সুরথ রাজারে দেবী দিলা দরশন ।
 কহিলেন নৃপতিরে অমৃত বচন ॥
 তোমার পূজায় আমি স্প্রদমনা অতি ।
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে শুন হে নৃপতি ॥
 সকল শত্রুরে তুমি কর পরাজয় ।
 নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ কর মহাশয় ॥
 হইবে সাবর্ণি মনু অর্ক মন্বন্তরে ।
 কৃষ্ণভক্তি সদা তব রহিবে অন্তরে ॥
 নিত্য সত্য পরব্রহ্ম কৃষ্ণ সনাতন ।
 অহরহঃ ধ্যান কর তাঁর শ্রীচরণ ॥
 সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ তিনি সারাংশার ।
 যেই জন কৃষ্ণ ভজে বহু পুণ্য তার ॥
 কৃষ্ণমন্ত্র উপাসক জীবমুক্ত হয় ।
 নারায়ণ তুল্য সেই সকল সময় ॥
 সুরথ রাজারে এই বলিষা তখন ।
 পরম প্রকৃতি দেবী অস্টাহিতা হন ॥
 প্রকৃতিখণ্ডের কথা শুনে যেই জন ।
 অস্তিম্বে-করিবে সেই গোলোকে গমন ॥
 বৈবর্ত পুরাণ হয় পুরাণের সার ।
 পাঠে পরিচয় পাবে জগৎ সংসার ॥
 বেদব্যাস কবি অগ্রে করিল রচন ।
 ভাষাস্তর করে পরে অস্ত্র অস্ত্র জন ॥
 প্রথমেতে ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টির কাহিনী ।
 বর্ণিত হয়েছে ইথে শুন গুণমণি ॥

দ্বিতীয়ে প্রকৃতিখণ্ড বেদব্যাস রচে ।
 প্রকৃতি বিচিত্ররূপ, পাঠে পাপ ঘোচে ॥
 যত পাপ যত তাপ সব যায় দূরে ।
 একমনে ভক্তি চিতে যেই পাঠ করে ॥

শ্রীহরির গুণরাশি কীর্তিত ইহাতে ।
 হরি নাম গুণগান স্মরিলেক চিতে ॥
 বৈবর্তপুরাণ কথা অমৃত সমান ।
 উপাখ্যায় রচে শুনে দেবের সন্তান ॥

প্রকৃতিখণ্ড সমাপ্ত



● গণেশপঞ্চ ●

নারায়ণঃ নমস্কৃত্য নরটম্বে নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীটম্বে ততো জন্মদীপ্তয়েৎ ॥
সর্বভুতং নির্মলং শাস্তং শঙ্খচক্রধরং প্রভুম্ ।
নবীননীলদন্তামং নমামি গোলোকেশ্বরম্ ॥



● প্রথম অধ্যায়

হবপার্কীতীব সন্তোগভঙ্গ, শঙ্করের নিকট পার্কীতীব
খেদ ইত্যাদি ।

নারায়ণে নমি আমি, নমি নরোত্তমে ।
প্রণতি জানাই নরে উত্তম-অধমে ॥
বাক্বাদিনী বীণাপাণি পুস্তকধারিণী ।
সরস্বতী-পদে নমি স্থবিজ্ঞাদায়িনী ॥
প্রণাম সহিত করি জয় উচ্চারণ ।
জয় দেবী জয় দেব নিত্য সনাতন ॥
সর্বজ্ঞ নির্মল শাস্ত শঙ্খচক্রধর ।
প্রভু তিনি, বিদু তিনি জগৎ-ঈশ্বর ॥
নবীননীলদন্তাম তনু কান্তিময় ।
গোলোক-ঈশ্বর দেব জয় তব জয় ॥
প্রণতি জানাই প্রভু কৃষ্ণ নারায়ণ ।
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি অধম তারণ ॥
দেব-দেবী নর-নারী জগতের পতি ।
প্রণাম করিবে সবে ভক্তিবরে অতি ॥
তারপর পুরাণাদি করিবে কীর্তন ।
সর্বপাপ দূরে যাবে শুদ্ধ হবে মন ॥
নৈমিস-আশ্রমে যবে তাপস-নিকর ।
শৌনকাদি কহে তবে সৌতির গোচর ॥
মহাজ্ঞানী তুমি মূনি এ জগৎ-মাঝে ।
তোমার কৃপায় চিত্তে আনন্দ বিরাজে ॥

তত্ত্বজ্ঞান আদি করি সৃষ্টির কারণ ।
সকলি বলিলে প্রভু কৃষ্ণ-পরায়ণ ॥
ব্রহ্মাণ্ডের কথা আরম্ভ করিয়া ।
প্রকৃতিখণ্ডের কথা গিয়াছ কহিয়া ॥
যেভাবে নারদ মূনি বদরিকা বনে ।
নারায়ণ-পাশে থাকে ভক্তিমুক্ত মনে ॥
শুনিল কাহিনী কত, কৃষ্ণের কৃপায় ।
সব কিছু ব্যাখ্যা করি বলিলে আমায় ॥
আশা তৃপ্ত নহে কিন্তু তথাপি মোদের ।
আরো বল শুনি কথা কৃষ্ণ-নারদের ॥
শৌনকাদি মূনি-কথা শুনি সৌতি কন ।
অবধান হ'য়ে শুন, অল্প বিবরণ ॥
নারদ কহিল প্রভু তুমি কৃপাময় ।
কহিলে আমার কাছে সকল বিষয় ॥
প্রকৃতিখণ্ডের কথা অমৃত সমান ।
গণেশের জন্ম কথা কহ ভগবান্ ॥
কিরূপে জনম লয় দেব গণপতি ।
কৃপা করি কৃপাময় কহ মোর প্রতি ॥
কিরূপে সন্তান লাভ করেন পার্কীতী ।
জানিতে বাসনা মোর হইয়াছে অতি ॥
কোন্ দেব অংশ জাত গণেশ ক্রীমান্ ।
সবিস্তারে যোরে আজ কহ ভগবান্ ॥
অযোনিসম্বৃত কিংবা বোনিজাত তিনি ।
কৃপা করি কহ সেই অপূর্ব কাহিনী ॥

ভ্রূক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বর বিত্তমান যদি ।
 অগ্রে তাঁর পূজা কেহ হয় নিরবধি ॥
 একদন্ত গজানন কেন লস্কোদর ।
 কহ সেই অপরূপ কথা মনোহর ॥
 নারায়ণ কহিলেন, নারদ হুমতি ।
 গণেশ-জন্ম কথা স্তম্ভুর অতি ॥
 বিস্তারিতভাবে সব করিব কীর্তন ।
 কর্ণস্থকর তাহা মঙ্গলকারণ ॥
 সর্বপাপ-ক্ষয়কারী অপূর্ব আখ্যান ।
 কর্মপাশ ছেদ করে মোক্ষ করে দান ॥
 জীবগণ মুক্তি লাভে শাস্ত্রের বিধান ।
 গণেশখণ্ডের কথা অমৃত সমান ॥
 ধৈর্য ধরি শুন মুন অপূর্ব কাহিনী ।
 যেভাবেতে গণপতি জন্মে মহামুনি ॥
 দেবতাসকল যবে নিপীড়িত হয় ।
 দৈত্য-বিনাশের তরে দেবীর উদয় ॥
 যত দৈত্যগণে দেবী করিখা সংহার ।
 দক্ষপ্রজাপতি-ঘরে জন্মিলা আবার ॥
 সতীরূপে হুপ্রসিকা হইলেন তিনি ।
 অপরূপ রূপ তাঁর ভুবনমোহিনী ॥
 শিবহস্তে দক্ষরাজা মর্পিল তাঁরে ।
 শিবের ঘরণী সতী বিদিত সংসারে ॥
 অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে দক্ষ ভাবে মনে ।
 শিব হৈতে পূজনীয় ঋগুর-কারণে ॥
 এতেক ভাবিয়া মনে সংকল্প করিল ।
 শিবের বিহনে যজ্ঞ দক্ষ আরম্ভিল ॥
 ত্রিভুবন নিমজ্জিত হ'ল এক ঠাঁই ।
 বাকী শুধু রহিলেন জগৎ-গোঁসাই ॥
 দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ যেখানে যে আছে ।
 সকলি আসিল যজ্ঞে দক্ষের সকাশে ॥
 সতীর সাতাশ বোন কৃত্তিকাদি তারা ।
 আসিল তাহারা যজ্ঞে পেয়ে পিতৃ-সাদা ॥
 শিবহীন যজ্ঞ সেথা অনুষ্ঠিত হয় ।
 দেখিবা অনেকে মানে বিষম বিষয় ॥

সেই কথা ক্রমে যায় সতীর অবশে ।
 বিরাট সে যজ্ঞ হয় পিতার ভবনে ॥
 শিবের নাহিক সেথা কোন নিমন্ত্রণ ।
 বুঝিতে না পারে সতী তাহার কারণ ॥
 পিতৃগৃহ কথা মনে করিয়া চিন্তন ।
 দহিতে লাগিল ক্রমে পার্বতীর মন ॥
 অভিমানে দ্বন্দ্বকাল মৌনী হ'য়ে রয় ।
 তথাপি তাহার মন শাস্ত নাহি হয় ॥
 ভাবিল নিশ্চয় আছে সকল কষ্টার ।
 পিতৃগৃহে গমনের আশ অধিকার ॥
 এই ভাবি দাক্ষায়ণী বলিল শঙ্করে ।
 পিতৃগৃহে যাব আমি না ফিরাও মোরে ॥
 শঙ্কর ধ্যানেতে তবে সকলি জানিল ।
 পিতৃগৃহে গমনেতে নিষেধ করিল ॥
 প্রবোধ না মানে সতী দেখিবা শঙ্কর ।
 পাঠালেন পার্বতীরে-নহ অনুচর ॥
 আনন্দিত হ'য়ে সতী পিতৃগৃহে যায় ।
 দেখিল বিরাট যজ্ঞ চলিছে সেখায় ॥
 সতীরে দেখিবা দক্ষ হস্তি হয় মনে ।
 শিবনিন্দা আরম্ভিল তবু অকারণে ॥
 ভূত সহ করে বাস ভূতের দেবতা ।
 পরিচয় নাহি কোন, নাহি পিতামাতা ॥
 গুণের বালাই নাই কপালে আগুন ।
 পরিধানে বাঘছাল, সিদ্ধিতে নিপুণ ॥
 আচার-বিচার নাই বিধি নাহি মানে ।
 কি আছে কপালে তার বিধি নাহি জানে ॥
 পঞ্চমুখে করে শিব ভূতের কীর্তন ।
 বৃদ্ধ তবু দেহে নাহি জরার লক্ষণ ॥
 এইভাবে যদি দক্ষ নিন্দিল শিবেরে ।
 যোগ্যসনে বসে সতী দেহ ত্যজিবারে ॥
 শুনিতে পতির নিন্দা সতী নাহি পারে ।
 অভিলাষ নাহি দেব আপন পিতারে ॥
 নবদ্বার রোধ করি মহাদেবী সতী ।
 ত্যজিলা আপন প্রাণ, পিতার সংহতি ॥

ত্রিভুবনে উঠে তবে জন্মনের রোল ।
 বিষ্ণুক সাগরে যেন উঠিল কল্লোল ॥
 ভূতপ্রেরণ মিলি যজ্ঞ পণ্ড করে ।
 সংবাদ পাইয়া শিব আসিল সহরে ॥
 সতীহারি শিব হয় উন্মাদের প্রায় ।
 সতীর সে মরা দেহ কাঁধে ল'য়ে বায় ॥
 নারায়ণ স্নানার্থ লইয়া তখন ।
 খণ্ড খণ্ড করি দেহ করেন কর্তন ॥
 যেই স্থানে সতীদেহ পড়িল ভূমিতে ।
 মহাপীঠস্থান বলি বিদিত জগতে ॥
 পতির নিন্দায় দেবী ত্যজি কলেবর ।
 মেনকাদেবীর গর্ভে জন্মে অতঃপর ॥
 শৈলরাজ হিমালয় অতি হৃষ্ট মন ।
 শঙ্করেরে নিজ কন্যা করে সমর্পণ ॥
 পার্বতীরে লভি শিব প্রকুল বধনে ।
 প্রস্থান করিলা পরে একান্ত নির্জনে ॥
 পুষ্পোদ্ভানে শয্যা এক করিয়া রচন ।
 পার্বতীর সহ শিব করেন রমণ ॥
 উভয়েতে দৈবমান সহস্র বৎসর ।
 স্থখেতে বিহার করে প্রফুল্ল-অন্তর ॥
 পার্বতীর অঙ্গ-স্পর্শে শিব কামাভূর ।
 দিবারাত্র স্থখ-ভোগ করিলা প্রচুর ॥
 কোকিলের কুহুরবে নিনাদিত বন ।
 কুহুসে কুহুসে জাগে ভ্রমরগুঞ্জন ॥
 হুস-হুসী কেলি করে স্থখে সরোবরে ।
 মুহু মন্দ বায়ু সেধা বহিছে মন্থরে ॥
 সেই রমণীয় স্থানে শঙ্কর পার্বতী ।
 স্নরত করিছে সদা হৃষ্টচিত্তে অতি ॥
 শঙ্কর-পার্বতী-প্রেম কে পারে বর্ণিতে ।
 কতভাবে করে কেলি বিভিন্ন ভাবেতে ॥
 কখন ছুঁজনে বসি থাকে মুখোমুখী ।
 আবেশে নিমগ্ন দৌহে পরস্পারে দেখি ॥
 কখন ভুলিয়া ফু ন গাঁথয়ে বালিকা ।
 কখন অলক্ত পরে পায়েতে বালিকা ॥

কখন করেন দেহ চন্দনে লেপন ।
 গলদেশে কড়ু হার করেন ধারণ ॥
 কখন কবরী বাঁধে, কখন খসায় ।
 কত যে প্রেমের রীতি কহন না যায় ॥
 কখন পর্বতে কেলি করে পঞ্চানন ।
 কখন উভয়ে চলে নির্জনে কানন ॥
 কড়ু বা পার্বতী যায় ক্রান্ততর গতি ।
 পশ্চাতে ধাইল শিব পার্বতীর প্রতি ॥
 উভয়ে বিহার করে আনন্দিত মনে ।
 জগৎ-সংসার কিছু না পড়ে নয়নে ॥
 কামদেব অনুকণ পিছু পিছু কিরে ।
 স্তবোধ বুঝিয়া দৌহে বিধে পুষ্পশরে ॥
 রতিরসে মগ্ন থাকে পার্বতী-শঙ্কর ।
 এইরূপে কেটে যায় সহস্র বৎসর ॥
 নাহি ক্লান্তি, নাহি আশ্রিত দৌহে মগ্ন কামে ।
 না জানে কি ঘটতেছে স্বীয় স্বর্গধামে ॥
 কত শত বর্ষ যায় না বায় কখন ।
 শঙ্কর-পার্বতী রহে স্নরতে মগন ॥
 অতৃপ্ত তথাপি রহে দৌহার অন্তর ।
 এদিকেতে বহুমতী কাঁপে খরখর ॥
 হেরি তাঁহাদের এই স্নরত উৎসব ।
 চিন্তাকুল হইলেন দেবতারি সব ॥
 নারায়ণ-সমীপেতে করিয়া গমন ।
 প্রণাম করিয়া সব করে নিবেদন ॥
 ব্রহ্মা কহে শুন শুন দেব নারায়ণ ।
 বহু বর্ষ আছে শিব স্নরত মগন ॥
 অথ কোন কার্যে তাঁর মন নাহি আর ।
 কি হইবে কহ দেব দয়া-অবতার ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন প্রজাপতি ।
 কহিব উপায় এক স্তবোপনি অতি ॥
 পার্বতীর গর্ভে যদি শিবভোজ পড়ে ।
 অবশ্য জন্মাবে পুত্র দেবীর জঠরে ॥
 স্তবাস্তর-বিমর্দক সেই পুত্র হবে ।
 তাহার ভবেতে সবে শশব্যস্ত হবে ॥



মহাকাশী শশধর জ্ঞানবীর তঁর।
একদা হবিলা সেথা গদ্যের পক্ষীবে॥

পৃষ্ঠা- ২০৩



শিবভেজ হয় যাহে ভূমিতে পতন ।
 তাহার উপায় সবে কর দেবগণ ॥
 নারায়ণ-কথা শুনি যত দেবগণ ।
 নন্দনা নদীর তীরে করিলা গমন ॥
 ব্রহ্মা আপনার গৃহে করিলা প্রস্থান ।
 শিবভাবে দেবগণ হ'ল কম্পমান ॥
 ভয়েতে কাতর সবে গুহামুখে রথ ।
 শিবরতি ভক্ত করা সাহস না হয় ॥
 অনন্তর ইন্দ্রদেব গিয়া দ্বার-পাশে ।
 ফিরাইয়া নিজ মুখ শিবেরে সম্মুখে ॥
 শুন শুন যোগিরাজ শুন ভগবন্ ।
 জগৎ-ঈশ্বর তুমি জগৎ-কারণ ॥
 ভক্তভবে দূর কর বিপদভঞ্জন ।
 কোন্ কাজ করিতেছ কহ সনাতন ॥
 এত বলি ইন্দ্রদেব করিলা প্রস্থান ।
 অনন্তর সূর্য্যদেব সেই স্থানে যান ॥
 ভবে ভবে কহে সূর্য্য যুক্ত করি কর ।
 কোন্ কার্য্য করিতেছ জগৎ-ঈশ্বর ॥
 হরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ কি কহিব আর ।
 বারবার আপনারে করি নমস্কার ॥
 এত বলি সূর্য্যদেব করে পলায়ন ।
 সেই স্থানে চন্দ্র আসি কহিলা তখন ॥
 শুন শুন ত্রিলোচন ত্রিলোক-ঈশ্বর ।
 কোন্ কর্ম্ম করিতেছ হে ভোলা শঙ্কর ॥
 যাহা অভিলাষ কর তাহা সিদ্ধ হয় ।
 নমস্কার করি তোমা সকল সময় ॥
 এত বলি চন্দ্রদেব করিলা প্রস্থান ।
 অনন্তর বায়ুদেব দ্বার-দেশে যান ॥
 বায়ু কহে, শুন শুন জগতের নাথ ।
 ভক্তিভাবে তব পাষ করি প্রণিপাত ॥
 জগতের বন্ধু তুমি কি করিছ আজ ।
 চতুর্ভুজ কলদাতা তুমি যোগিরাজ ॥
 এই রূপে দেবগণ করিলেন স্তব ।
 স্থপণ্ডিত মহেশ্বর শুনিলেন সব ॥

রত্নিক্রীড়া পরিহারে অভিলাষী হন ।
 পার্বতীর ভয়ে তবু ব্যাকুলিত মন ॥
 স্তবস্ততি পুনরায় করে দেবগণ ।
 পার্বতীরে মহাদেব ত্যজিলা তখন ॥
 দ্রুতভাবে শিব যেই উঠিলা হরিতে ।
 শঙ্করের বীর্ঘ্যরাশি পড়িল ভূমিতে ॥
 পুত্রে এক জন্ম লভে সেই বীর্ঘ্য হ'তে ।
 কান্তিকৈয় নামে হয় বিখ্যাত জগতে ॥
 রতি পরিহার করি ভোলা মহেশ্বর ।
 সম্মুখেতে দেবগণে দেখে অনন্তর ॥
 হেরিয়া দেবতাগণে কহে ত্রিলোচন ।
 শীঘ্র শীঘ্র দেবগণ কর পলায়ন ॥
 পার্বতীর ভয়ে সবে পলায়ন করে ।
 মহাদেব রহিলেন কম্পিত অন্তরে ॥
 শয্যা হ'তে দুর্গাদেবী করিয়া উত্থান ।
 সম্মুখেতে দেবগণে দেখিতে না পান ॥
 রোষভরে অতঃপর কহেন পার্বতী ।
 অভিলাষ দিব আমি দেবগণ প্রতি ॥
 সতীমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 মধুর বচনে শিব কহেন তখন ॥
 শুন শুন প্রিয়তমে শুন গো পার্বতী ।
 তুমি ধন্য মনোহরা অতি রূপবতী ॥
 মম প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী তুমি প্রাণেশ্বরী ।
 মোর প্রতি হুপ্রসন্না হও কৃপা করি ॥
 তোমাব সংযোগে হয় শিব মোর নাম ।
 তোমা ছাড়া শব তুল্য হই অবিদ্যাম ॥
 পবনপ্রকৃতি তুমি বৃদ্ধি দয়া ক্রমা ।
 তুষ্টি পুষ্টি শাস্তি তুমি, তুমি মনোরমা ॥
 ক্ষুধা ছায়া নিদ্রা তুমি সবার আধার ।
 মম প্রতি ক্রোধ তুমি কর পরিহার ॥
 রোষভবে কেন কর অশ্রু বিসর্জন ।
 সংবরণ কর প্রিয়ে তোমার বোদন ॥
 তুমি তো সাধাজ্ঞা নহ জগৎ-তারিণী ।
 ভক্তবৎসলা অতি, তুমি নারায়ণী ॥

মহেশের বাক্য শুনি মনোহুঃখে অতি ।
 মধুর বচনে তাঁরে কহিলা পার্বতী ॥
 শুন শুন মহাদেব, তুমি আত্মারাম ।
 সর্বদেহে অবস্থিত তুমি পূর্ণকাম ॥
 পরিপূর্ণ জ্ঞান তব জ্ঞানি অনিবার ।
 সকলের অন্তর্যামী কি কহিব আর ॥
 যে কথা গোপন করে নারী সমুদয় ।
 নিজযুখে সেই কথা কহি মহাশয় ॥
 সম্ভোগ না শেষ হ'তে রতিভঙ্গ হ'লে ।
 অতি হুঃখ ভোগ করে রমণী সকলে ॥
 সঙ্গমভঙ্গেতে নারী অতি হুঃখ পায় ।
 কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রনম হয ক্লীণকায় ॥
 চিন্তাজ্বর মানবের ক্ষয়ের কারণ ।
 পাইলাম হুঃখ অতি শুন পঞ্চানন ॥
 রতিভঙ্গ হুঃখে আমি অতীব কাতর ।
 না পড়িল বীৰ্য্য মম গর্ভের ভিতর ॥
 তুমি মোর প্রাণেশ্বর তুমি মোর পতি ।
 তোমা দ্বারা পুত্র লাভ না হ'ল সম্প্রতি ॥
 পুত্রহীন রমণীর নিফল জীবন ।
 উচ্চবংশজাত পুত্র হুঃখের কারণ ॥
 সুপুত্র স্বামীর অংশ বংশদীপ তার ।
 কুলের দহনকারী পুত্র কুলাঙ্গার ॥
 শুন শুন যোগিরাজ পাই অতি রোশ ।
 কিরূপে সুপুত্র পাব দাও উপদেশ ॥
 তপস্তার ফলদাতা তুমি মহেশ্বর ।
 পরম ঈশ্বর তুমি করুণাসাগর ॥
 এই কথা বলি দেবী করিলা রোদন ।
 যুছ হান্তে মহেশ্বর কহিলা তখন ॥
 তুমি তো জগৎ-মাতা ত্রিলোক-ধারিণী ।
 সামান্য কারণে কান্না দোষ মনে গণি ॥
 কহিব তোমাষ আমি অতি গুহ্য কথা ।
 বাহাতে পাইবে পুত্র, না হবে অশুখা ॥
 যে ব্রত পালিতে আমি বলিব তোমাষ ।
 কায়মনে আচরণ কর তুমি তাষ ॥

শুনিয়া শঙ্কর বাক্য পার্বতী তখন ।
 শান্তচিত্তে সব কথা করেন শ্রবণ ॥
 বৈবর্ত-পুরাণ কথা অমৃত সমান ।
 যেইজন শোনে সেই অতি পুণ্যবান ॥

গণেশখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বিতীয় অধ্যায়

পুণ্যক ব্রত বিধান কথন ।

মহাদেব কহিলেন, শুন হে পার্বতী ।
 মঙ্গলজনক কথা কহি তব প্রীতি ॥
 শ্রীহরির আরাধনা করি বরাননে ।
 ব্রত অনুষ্ঠান কর ভক্তিবৃদ্ধ মনে ॥
 পুণ্যক ব্রতের নাম সুকল্যাণকর ।
 এই ব্রত কর তুমি একটি বৎসর ॥
 সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ এ ব্রত পুণ্যক ।
 সর্ব ইচ্ছা পূর্ণ করে মঙ্গলজনক ॥
 এই ব্রত হরেশ্বর কর অনুষ্ঠান ।
 অবশ্যই লাভ হবে পুত্র গুণবান ॥
 ব্রতকালে শ্রীকৃষ্ণের কর আরাধনা ।
 পুত্র লাভ হবে তব পূরিবে প্রার্থনা ॥
 হরিমন্ত্র ল'য়ে যেই হরি-সেবা করে ।
 অস্তিমেষ্টে যায় সেই বৈকুণ্ঠ-নগরে ॥
 জনম সফল তার কি কহিব আর ।
 কোটি কোটি পুরুষের করে সে উদ্ধার ॥
 ভূত্যা বন্ধু সহোদরে মুক্তি করে দান ।
 ভগবান্ দেন তারে চরণেতে স্থান ॥
 শুন শুন যোগেশ্বর শুন বরাননে ।
 হরিমন্ত্র জপ কর ভক্তিবৃদ্ধ মনে ॥
 স্তম্ভূর্ত হরিমন্ত্র জপ সর্বদাই ।
 মুক্তির কারণ তাহা কহি আমি তাই ॥
 বিপিন-বিহারী হরি শ্রীমধুসূদন ।
 সর্বকর্মফলদাতা প্রভু নারায়ণ ॥

তিনি যদি ভুট্ট হন কাহারো উপরে ।
 অবশ্য পাইবে ফল জানিও অন্তরে ॥
 হরিমন্ত্র জপি কর ব্রত অনুষ্ঠান ।
 পুণ্যক ব্রতের ফল না হইবে নান ॥
 সংসার যাতনা তব দূরেতে যাইবে ।
 মনোমত ফল তুমি অবশ্য পাইবে ॥
 দুর্লভ হরির মন্ত্র অবনী মাঝারে ।
 ইহা ছাড়া সার কিছু নাহি এ সংসারে ॥
 হরি স্তান হরি ধ্যান হরিতে তন্ময় ।
 মুক্তিলাভ হবে তাহে নাহিক সংশয় ॥
 প্রিয়তমে মম কথা না করিও আন ।
 পুণ্যক ব্রতের ফলে পাবে পরিত্রাণ ॥
 অতএব শুন প্রিয়ে মিনতি আমার ।
 হরিনাম হৃদয়েতে জপ অনিবার ॥
 এত বলি মহাদেব ল'য়ে পার্বতীরে ।
 অতিশীঘ্র আসিলেন জাহ্নবী বতীরে ॥
 হরির কবচ সেখা দিলেন দেবীরে ।
 কৃষ্ণস্তবমন্ত্র দান করিলেন ধীরে ॥
 অনন্তর শুদ্ধমনে ব্রত অনুষ্ঠান ।
 করিতে বলেন তাঁরে শিব ভগবান্ ॥
 শুনিয়া ব্রতের কথা আনন্দিতা অতি ।
 মহেশ্বরে সম্বোধিয়া কহিলা পার্বতী ॥
 শুন শুন দীননাথ, শুন ভগবান্ ।
 কিরূপে করিব কহ ব্রত-অনুষ্ঠান ॥
 কোন্ কোন্ দ্রব্য আর কোন্ কোন্ ফল ।
 লাগিবে ব্রতের কালে কহ অবিকল ॥
 কোন্ কালে ব্রত করি, কি করি আহার ।
 সকল বিষয় মোরে কহ সবিস্তার ॥
 ব্রতের নিয়ম কিবা ব্রতের বিধান ।
 কিবা এতে ফলোদয় কহ ভগবান্ ॥
 কোন্ পত্র কোন্ পুষ্প লাগিবে ইহাতে ।
 কী ভাবে পূজিব আমি কহ বিধিমতে ॥
 আমি তো অবলা নারী, জান পঞ্চানন ।
 কিরূপে করিব আমি পূজা আয়োজন ॥

অতএব কৃপা করি ওহে ভগবান্ ।
 পুরোহিত ভৃত্য আদি যোরে কর দান ॥
 যাহা কিছু আবশ্যক ব্রত অনুষ্ঠানে ।
 আয়োজন কর প্রভু সত্বর এখানে ॥
 পতিই সতীর গতি, পতি প্রভু তার ।
 পতি ছাড়া রমণীর কেহ নাহি আর ॥
 নারীর উপর যদি পতি রুষ্ট হন ।
 বিফল সংসার তার বিফল জীবন ॥
 শাস্ত্রের বচন জান ওগো পশুপতি ।
 যতদিন বাঁচে নারী পতি তার গতি ॥
 কুমারী নারীরে পিতা করেন রক্ষণ ।
 যৌবনকালেতে পতি করেন পালন ॥
 বার্কক্যে নারীরে রক্ষা করে পুত্রগণ ।
 চিরপর ধীনা নারী শাস্ত্রের বচন ॥
 সকলের সাক্ষী তুমি শিব ভগবান্ ।
 পুত্রহেতু বর যোরে করহ প্রদান ॥
 পতিব্রতা নারী যদি পুত্রবতী হয় ।
 সেই নারী ধন্য তবে জানিবে নিশ্চয় ॥
 এ কারণে তব পদে করি নিবেদন ।
 বল প্রভু কি করিলে পাব পুত্রধন ॥
 এত বলি পড়ে দেবী পতির চরণে ।
 মহাদেব কহে তবে মধুর বচনে ॥
 শুন দেবি সনাতনি শুন মহেশ্বরী ।
 তব কাছে ব্রতকথা নিবেদন করি ॥
 কুন্তম-চয়ন-তরে শত বিপ্র চাই ।
 শত শত দাস দাসী রহিবে সদাই ॥
 হরিভক্ত পুরোহিত যেইজন হবে ।
 তাহার দ্বারায় ব্রত সাধন করিবে ॥
 অরুণ-উদয়-কালে ত্যজিয়া শয়ন ।
 হুনির্মল জলে কর স্নান সমাপন ॥
 পবিত্র মনেতে হরি করিষা স্মরণ ।
 যুগ্মবস্ত্র পরি পুনঃ কর আচমন ॥
 পুরোহিতে অতঃপর করিষা বরণ ।
 সঙ্কল্প করিয়া কর ঘণ্টের স্থাপন ॥

এইরূপে কর দেবী ব্রত-অমুষ্ঠান ।
 মঙ্গল হইবে তব, শুদ্ধ হবে প্রাণ ॥
 বিষ্ণুরে পূজিবে নিত্য ঘোড়শোপচারে ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমাতে ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য মধুপর্ক স্বাগত আসন ।
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য ভূষণ ॥
 যজ্ঞসূত্র কপূরাদি চন্দন তাম্বুল ।
 পূজার প্রধান অঙ্গ না করিও ভুল ॥
 পারিজাত ফুলে কর বিষ্ণুরে পূজন ।
 শ্রীকৃষ্ণেরে নীলোৎপল কর সমর্পণ ॥
 কেশবে প্রদান কর পবিত্র চামর ।
 সহস্র সম্পুট যেন লভে গোপীশ্বর ॥
 বন্ধু ককুৎস্থ কর রাখানার্থে দান ।
 এইরূপে কর দেবী ব্রত-অমুষ্ঠান ॥
 হবিষ্যন্ন থাকে দেবী ছয় মাস ধরে ।
 পাঁচ মাস ফল থাকে বিশুদ্ধ অন্তবে ॥
 এক পক্ষ স্নাত থাকে, এক পক্ষ জল ।
 দিবারাত্র রত্নদীপ রাখিবে উজ্জ্বল ॥
 কুশাসনে বসি কর রাত্রি জাগরণ ।
 যতনে ইন্দ্রিয়গণে করিবে দমন ॥
 বস্ত্র ভোজ্য উপবীত ডালা মনোহর ।
 উৎসর্গ করিবে দেবি শুন অতঃপর ॥
 ব্রত সমাপ্তির তরে বিধানানুসারে ।
 স্তবর্ণ দক্ষিণা দান করিবে সবারে ॥
 যেই জন এই ব্রত করে অমুষ্ঠান ।
 অবশ্যই লাভ করে উত্তম সন্তান ॥
 স্বামীর সৌভাগ্যলাভ করে সেই জন ।
 ধন বুদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥
 এই ব্রত তুমি দেবি কর অমুষ্ঠান ।
 অবশ্যই পাবে তবে পুত্র ভাগ্যবান ॥
 শুনিয়া শিবের কথা কহিলা পার্বতী ।
 বিস্তার করিয়া প্রভু কহ মোর প্রীতি ॥
 সর্ব-অগ্রে এই ব্রত করে কোন্ জন ।
 কৃপা করি মোরে আজ কহ পঞ্চানন ॥

জীবন সার্থক করি, করিয়া শ্রবণ ।
 অমৃত সমান কথা শুনিবারে মন ॥
 শুনিয়া সতীত্ব বাক্য দেব পঞ্চানন ।
 মহানন্দে কহে সব হরষিত মন ॥
 মহেশ্বর কহিলেন, শুন প্রাণেশ্বর ।
 সবিস্তারে সব কথা নিবেদন করি ॥
 শতরূপা নামে ছিল মনুর গৃহিণী ।
 পতিব্রতা সেই নারী ভুবনমোহিনী ॥
 কিন্তু তার মনে ছিল দুঃখ অতিশয় ।
 দীর্ঘ দিন কাটে তবু না হয় তনয় ॥
 মনোহুঃখে থাকে সদা পুত্রের বিহনে ।
 কী ভাবে পাইবে পুত্র ভাবে মনে মনে ॥
 শতরূপা দিবারাত্রি কবে অনুতাপ ।
 পূর্বজন্মে বৃষি কত করেছিলু পাপ ॥
 সেই পাপে এ জনমে পুত্র নাহি পাই ।
 রাজ্যধন মোর কাছে বিষতুল্য তাই ॥
 পুত্ররত্ন বিনা প্রাণে কিবা প্রয়োজন ।
 বলিব ব্রহ্মার কাছে মম আকিঞ্চন ॥
 এইরূপে চিন্তা করি একদা মন্দরী ।
 দ্রুতগতি চলিলেন ব্রহ্মার নগরী ॥
 বিধি পাশে শতরূপা করিয়া গমন ।
 চরণে লুটাবে তাঁর করিলা ক্রন্দন ॥
 ইহা দেখি ব্রহ্মাদেব বলে সকাঁতবে ।
 কেন কষ্টা কঁাদ হেন অবিরল ধারে ॥
 কিবা হুঃখ কিবা কষ্ট বলহ আমায় ।
 যথাসাধ্য সহায়তা করিব তোমায ॥
 বিধি-প্রতিশ্রুতি শুনি শতরূপা নারী ।
 কহিল বিনয় বাক্য হাত ঘোড় করি ॥
 শুন শুন চতুমুখ শুন পদ্মাসন ।
 জগৎ-বিধাতা তুমি সৃষ্টির কারণ ॥
 কৃপা করি মোরে আজ কহ ভগবান ।
 কি উপায়ে লাভ হবে পুত্র ভাগ্যবান ॥
 যেই জন বধ্যা নারী, অতি দুঃখ তার ।
 ধন জন সম্পদাদি সকলি অসাব ॥

জনম নিষ্ফল তার জানে সর্বজন ।
 পুত্রহীনা রমণীর কিবা প্রযোজন ॥
 নরক ভীষণ অতি 'পুং' তার নাম ।
 সে নরক হ'তে পুত্রে রক্ষি অবিরাম ॥
 হুথ যোক্ষ দান করে স্নযোগ্য সন্তান ।
 অশ্বমেধ ফললাভ করে পুত্রবান্ ॥
 রূপা করি হে বিধাতঃ বলুন আমাবে ।
 পুত্রের দ্ব লাভ করি আমি কি প্রকারে ॥
 নতুবা স্বামীর সহ যাইব কাননে ।
 পুত্রে বিনা অন্ধকার হেরি ছ'নয়নে ॥
 আমাদের রাজ্য প্রভু করুন গ্রহণ ।
 সংসার ত্যজিয়া মোরা যাইব কানন ॥
 সন্তানহীনের মুখ অমঙ্গলকর ।
 অগ্নিতে প্রবেশ আমি করিব সত্তর ॥
 গরল ভক্ষণ করি ত্যজিব জীবন ।
 এত বলি শতরূপা করিলা রোদন ॥
 শুনিয়া তাহার কথা ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 কহিলেন হিত-কথা হুমধুর অতি ॥
 শুন শুন শতরূপা, বচন আমার ।
 উপায় তোমারে আমি কহি চমৎকার ॥
 স্পৃগ্যক ব্রত তুমি কর অনুষ্ঠান ।
 অবশ্যই লাভ হবে স্নযোগ্য সন্তান ॥
 কৃষ্ণ-আরাধনা কর ব্রতের সম্ব ।
 হুমন্তান লাভ তবে হইবে নিশ্চয় ॥
 অগতির গতি তিনি প্রভু নারায়ণ ।
 তাঁহাকে ভজনা কর রক্ষার কারণ ॥
 নারায়ণ তুষ্ট যদি হন তব প্রতি ।
 অচিরে মোচন হবে যতেক দুর্গতি ॥
 এক্ষণে ব্রতের কথা বলিব বিস্তারি ।
 সেই ক্ষণে ব্রত তুমি আচর হুমদরী ॥
 শুক্ল জ্যোতিষী যোগে শুভ মাঘমাসে ।
 স্পৃগ্যক ব্রত কর স্পৃগ্যত্রের আশে ॥
 পূর্বদিন বিধিযত সংঘম করিবা ।
 পরদিন ব্রাহ্মকালে শয্যা ত্যাগিয়া ॥

যথাবিধি প্রক্ষালন সারিরা সত্তর ।
 মন্ত্রের সাহায্যে স্নান কর অন্তঃপর ॥
 শুদ্ধচিত্তে করি সব পূজা-আয়োজন ।
 বসিবে আসনে তবে করিতে পূজন ॥
 ভক্তিভরে পূজ তুমি হরি নারায়ণ ।
 প্রথমেই বিষ্ণু স্মরি কর আচমন ॥
 পত্র পুষ্প মাল্য ফল ধূপ দীপ আর ।
 চন্দন বসন গন্ধ কর ব্যবহার ॥
 তণ্ডুল শর্করা যোগে নৈবেদ্য সাজাবে ।
 তাম্বুল পানীয় আদি সব কিছু দিবে ॥
 কুশ কোষা শঙ্খ ঘণ্টা আসন অঙ্গুরী ।
 পুষ্পপাত্র তাত্রঘট স্তবাত্র লহরী ॥
 হরষিত মনে সব করি আয়োজন ।
 ঘোড়শোপাচারে পূজা করিবে সাধন ॥
 এইরূপে সর্বকর্ষ করি সমাপন ।
 একমনে ভগবানে করিবে চিন্তন ॥
 সর্বকর্ষফলদাতা কৃষ্ণ নারায়ণ ।
 তাঁহাবে পূজিলে হু্য বাসনা পূরণ ॥
 স্তবস্ততি করি পরে ভক্তিসুত চিতে ।
 উপবাস করি রবে কহি বিধিযতে ॥
 অতঃপব হোমকার্য করিবা সাধন ।
 বিপ্রগণে যত্ন করি করাবে ভোজন ॥
 উচিত দক্ষিণা দিবে বিপ্র সবাকারে ।
 তবে তো হইবে পুণ্য কহিনু তোমারে ॥
 অনন্তর লৈষা সব আত্মবন্ধজন ।
 মৌনভাবে একসঙ্গে করিবে ভোজন ॥
 এইরূপে প্রতিমাসে পবিত্র অন্তরে ।
 করিবে পুণ্যক ব্রত অতি ভক্তিভরে ॥
 এক বর্ষ পরে পুনঃ পুণ্য মাঘমাস ।
 ব্রতীর সেদিন হবে পূর্ণ অভিলাষ ॥
 উদ্ঘাপন কর ব্রত করি অনুষ্ঠান ।
 অবশ্যই লাভ হবে স্নযোগ্য সন্তান ॥
 ব্রতের বিধান এই শুনহ হুমদরী ।
 এক বর্ষ দেখ তুমি এ-ব্রত আচরি ॥

সিদ্ধিপ্রদ এই ব্রত করি অনুষ্ঠান ।
 লাভ কর পুত্র-রত্ন বিষ্ণুর সমান ॥
 শুনিয়া ভ্রমার বাক্য শতরূপা পরে ।
 হুপুণ্যক ব্রত করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 এক বর্ষ এই ব্রত করি অনুষ্ঠান ।
 শতরূপা লাভ করে দুইটি সন্তান ॥
 শ্রীউত্তানপাদ আর প্রিয়ব্রত নাম ।
 দুই পুত্র হয় তার নয়নাভিরাম ॥
 দেবহুতি এই ব্রত করি অনুষ্ঠান ।
 কপিল নামেতে লভে পুত্র পুণ্যবান্ ॥
 ব্রত-অনুষ্ঠান করি দেবী অরুন্ধতী ।
 শক্তি নামে পুত্র পায় মনোহর অতি ॥
 শক্তিপত্নী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান ।
 পরাশর নামে লভে পুত্র গুণবান্ ॥
 অদिति করেন এই ব্রত অনুষ্ঠান ।
 বামন নামেতে হয় পুত্র ভাগ্যবান্ ॥
 ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী এই ব্রত ক'রে ।
 জযন্ত নামেতে পুত্র লভিলা সত্বরে ॥
 উত্তানপাদের পত্নী এই ব্রত-শেষে ।
 ধ্রুব নামে পুত্র-রত্ন লভে অবশেষে ॥
 কুবেরের পত্নী ব্রত করি অনুষ্ঠান ।
 শ্রীনলকুবর নামে লভিলা সন্তান ॥
 সূর্য্যপত্নী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান ।
 লাভ করে মনু নামে পুত্র ভাগ্যবান্ ॥
 অত্রিপত্নী এই ব্রত অনুষ্ঠান ক'রে ।
 পুত্ররূপে লাভ করে দেব শশধরে ॥
 অঙ্গিরার পত্নী করি ব্রত আচরণ ।
 পান পুত্র বৃহস্পতি বিদিত ভুবন ॥
 ভৃগুপত্নী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান ।
 পুত্ররূপে পান শুক্রে অতি গুণবান্ ॥
 এইরূপে ব্রতকথা করিয়া কীর্তন ।
 সতীরে কহেন পুনঃ দেব পঞ্চানন ॥
 এই ব্রত কর ভূমি একান্ত অন্তরে ।
 অবশ্য পাইবে পুত্র কহিলু তোমারে ॥

বিষ্ণুতুল্য পুত্র হবে জানিও নিশ্চয় ।
 আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয় ॥
 শুনিয়া শিবের কথা প্রফুল্ল অন্তরে ।
 হুপুণ্যক ব্রত দেবী অনুষ্ঠান করে ॥
 অনন্তর নারদেরে করি সম্বোধন ।
 ধীরে ধীরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
 পুণ্যক ব্রতের কথা শুনিলে বিস্তর ।
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর ॥
 গণেশখণ্ডেতে এই পুবাণের কথা ।
 অমৃত সমান বটে নহেক অমৃত্যু ॥

গণেশখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

● তৃতীয় অধ্যায়

পার্বতী পুণ্যক ব্রত পালন ও শিবের সহিত
 শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন ।

নারদ কহিল এবে হরষিত মন ।
 অতঃপর কি ঘটিল বল নারায়ণ ॥
 নারায়ণ কহে তবে নারদের প্রীতি ।
 শুন শুন সেই কথা অপরূপ অতি ॥
 শিবের আভাষ সতী পার্বতী তখন ।
 ফুল্ল-মনে করিলেন ব্রত-আবোজন ॥
 নিযুক্ত করিলা দেবী কিস্কর ব্রাহ্মণে ।
 আরম্ভ করিলা ব্রত অতি শুভক্ষণে ॥
 স্বর্ণ মর্ত্য রসাতলে হয় নিমন্ত্রণ ।
 আসিল অতিথি কত না যায় গণন ॥
 যত দেব যত ঋষি কৈলাস নগরে ।
 একে একে উপনীত হইল সত্বরে ॥
 পুত্র ভাৰ্য্যা সহ ব্রহ্মা আসেন তখন ।
 চতুর্ভুজ ভগবান্ দিলা দরশন ॥
 আসিলেন লক্ষ্মীদেবী ল'য়ে দ্রব্য যত ।
 স্বর্ণ হ'তে দেবগণ আসে শত শত ॥
 সনক সনন্দ ক্রোধ বোচু সমাতন ।
 বশিষ্ঠ পুলহ আদি আসে হুনিগণ ॥

নর নারায়ণ আর দিকপাল যত ।
 গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ আসে শত শত ॥
 পর্ব্বত সকল সেথা উপনীত হয় ।
 ভাৰ্যাসহ আসিলেন নিজে হিমালয় ॥
 সিদ্ধ যতি মনু বিপ্র বন্দী বিদ্যধর ।
 দলে দলে উপনীত হইল সত্বর ॥
 আসে বিদ্যধরী যত নর্ত্তকী অপ্সরী ।
 নানাবিধ বাজকর আসে ছরা করি ॥
 পদ্মরাগমণি শোভে রাজপথ-মাঝে ।
 আত্মপল্লবের মাল্য সর্ব্বত্র বিরাজে ॥
 কদলীর স্তম্ভ শোভে অতি মনোহর ।
 চন্দনের যুঁহু গন্ধ আসিছে সুন্দর ॥
 হইল আলোকময় কৈলাস নগরী ।
 গীতবাণে পরিপূর্ণ মনোহর পুরী ॥
 কেহ নাচে কেহ গায় পুলকে উচ্ছ্বসি ।
 ভ্রাক্ষণ দরিত্র সব অন্নের প্রত্যাশী ॥
 দধি দুগ্ধ স্নাত তৈলে নদী ব'য়ে যায় ।
 অমৃতের কুণ্ড বহু বিরাজে সেথায় ॥
 মিষ্টান্ন শর্করা কত শোভে স্তম্ভ পাকারে ।
 শালিধান্ত চিপিটিক শোভে ভারে ভারে ॥
 পায়স পিষ্টক লক্ষ্মী কবিলা রন্ধন ।
 রাঁধিলেন অন্ন আর স্নাতের ব্যঞ্জন ॥
 কমলা পাচিকা আর কুবের ভাণ্ডারী ।
 অনাহুত রবাহুতে পূর্ণ সেই পুরী ॥
 জ্যোতিষ যোগাথ সূর্য আনন্দ অন্তরে ।
 দানের যাবৎ তার কশ্যপ-উপরে ॥
 পরিতোষ সহকারে হইল ভোজন ।
 আনন্দে ঐফুল যত ভ্রাক্ষণ সজ্জন ॥
 ভোজনান্তে বিষ্ণুদেব বসে সিংহাসনে ।
 অপ্সরীর নৃত্য হেরে ঐফুল বদনে ॥
 চামর ব্যজন করে পারিষদ দলে ।
 নৃত্যগীত করে যত গন্ধর্ব্ব সকলে ॥
 সানন্দ অন্তরে সেথা যত ঋষিগণ ।
 ঘোড়হস্তে করে স্তব প্রভু নারায়ণ ॥

জগতের পতি তুমি কিবা মোরা জানি ।
 অগতির গতি তুমি দেবকুল মণি ॥
 অনাদি অনন্ত প্রভু নিত্যসনাতন ।
 যাহার কটাক্ষে হয় ত্রক্ষাণ্ড সৃজন ॥
 তব কৃপা ব্যতিরেকে সিদ্ধি নাহি হয় ।
 তব পদে আমাদের মতি যেন রয় ॥
 এইরূপে করে স্তব যত মুনিগণ ।
 প্রসন্ন মুখেতে বসি আছে নারায়ণ ॥
 হেনকালে মহাদেব আসিয়া সত্বর ।
 ভক্তি-সহকারে কব যুক্ত করি কর ॥
 শুন নাথ ত্রিনিবাস বচন আমার ।
 তপশ্চাস্ত্ররূপ তুমি কৃপা-অবতার ॥
 তুমি যজ্ঞ তুমি জপ তুমি পূজা ত্রত ।
 সর্ব্বাঙ্গে পূজিত তুমি হও অবিরত ॥
 বাজ্যকল্পতরু তুমি বীজ সবাকার ।
 কৰ্ম্মফলদাতা তুমি কি কহিব আর ॥
 তুমি অনুকূল রহ যাহার উপরে ।
 ভাবনা কি আছে তার এ তিন-সংসারে ॥
 পুত্রের লাগিয়া বড় ব্যাকুলিত মন ।
 পার্ব্বতী ত্রিহরিব্রত করে সে কারণ ॥
 এই ব্রত করে দেবী আমার আজ্ঞায় ।
 তুমি তো সকলি জান, কি কহিব হায় ॥
 যদি নাহি লাভ করে পার্ব্বতী সন্তান ।
 পুত্রের বিহনে তিনি ত্যজিবেন প্রাণ ॥
 শুনিয়া আমার নিন্দা সতী একবার ।
 পিতৃগৃহে নিজ দেহ করে পরিহার ॥
 শৈলগৃহে জন্ম দেবী লব পুনর্ব্বার ।
 সকলি ত' জান প্রভু কি কহিব আব ॥
 চঞ্চল রমণী-মন জানি সর্ব্বক্ষণ ।
 নিবারিতে তাহা নাহি পারে কোন জন ॥
 নারীর মোহেতে হয় কৃষ্ণভক্তি নাশ ।
 বৈরাগ্যের বাধা নারী শাস্ত্রের প্রকাশ ॥
 স্বকর্ষ্য-সাধনে সদা রমণী তৎপর ।
 মুখে মিষ্ট, কিন্তু সদা গরল অন্তর ॥

রজ্জুর স্বরূপ নারী সংসার বন্ধনে ।
 মোহের কারণ নারী জানি মনে মনে ॥
 তোমার নিকটে সব করিহু বর্ণন ।
 কৃপা করি কহ নাথ কি করি এখন ॥
 শুনিয়া শিবের কথা নারাষণ কয় ।
 তব পত্নী হৈমবতী সাধবী অতিশয় ॥
 মঙ্গল ব্রতের সার স্থপুণ্যক ব্রত ।
 সেই ব্রত তব পত্নী করে অবিরত ॥
 স্থখব্রত সেই ব্রত আরাধ্য সবার ।
 কামফলপ্রদ তাহা সর্ব-মোক্ষ-সার ॥
 ভগবান্ জ্যোতিঃরূপী নিত্য নিরঞ্জন ।
 ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তিনি সর্বক্ষণ ॥
 ভক্ত-অনুগ্রহকারী ভক্তদের প্রাণ ।
 নিরাক্ষয় নিরাময় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁর অংশে হয় ।
 মহান্ বিরাট্ তাঁর অংশে জন্ম লয় ॥
 প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন অক্ষুণ্ণ ।
 নির্লিপ্ত পরমব্রহ্ম হরি সনাতন ॥
 গ্রহশৃঙ্খ উগ্র তিনি পরম ঈশ্বর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥
 হরিভক্তি লভে সবে তোমার কৃপায় ।
 তব আশীর্ব্বাদে সবে সূর্যমস্ত্র পায় ॥
 সূর্যমস্ত্র ভক্তিতরে করি আরাধন ।
 শিবমস্ত্র অবশেষে পায় সর্বজন ॥
 সপ্ত জন্ম করি তব সেবা আবাধন ।
 মায়ামস্ত্র লাভ তবে করে সেই জন ॥
 সুদুর্লভ কৃষ্ণ-ভক্তি তারপর পায় ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা কহিহু তোমায় ॥
 কৃষ্ণ-ব্রত কৃষ্ণ-মস্ত্র অতি মূল্যবান্ ।
 শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হই কৃষ্ণের সমান ॥
 মহাপ্রলয়ের কালে ধ্বংস হয় সবে ।
 কৃষ্ণ-ভক্ত অবিনাশী ধ্বংস নাহি হবে ॥
 অক্ষয় গোলোকে রহে কৃষ্ণের কিঙ্কর ।
 মহানন্দ ভোগ সেই কবে নিরন্তর ॥

সর্ব জীবে মহেশ্বর পার সংহারিতে ।
 কৃষ্ণ-ভক্ত জনে কিছু না পার করিতে ॥
 মায়ায় মোহিত নহে কৃষ্ণ-ভক্ত জন ।
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রহে তার মন ॥
 মায়া মাতা নারাঘণী প্রকৃতি ঈশ্বরী ।
 কৃষ্ণ-ভক্তি সর্বজনেন দেন কৃপা করি ॥
 কৃষ্ণ-প্রিয়া কৃষ্ণ-ভক্তা দেবী নিরন্তর ।
 আপনার ইচ্ছামত ধরে কলেবর ॥
 অম্বর-নিখন-কালে আবির্ভূতা তিনি ।
 পরম ঈশ্বরী মাতা জগৎ-মোহিনী ॥
 দক্ষ-গৃহে কন্ডারূপে জন্মে অতঃপর ।
 তব নিন্দা শুনি সতী ত্যজে কলেবর ॥
 মৃতদেহ কাঁধে তুমি করিয়া ধারণ ।
 মত্ত হ'য়ে নানাস্থানে করিলে ভ্রমণ ॥
 শৈলনদী-তীরে আমি করিয়া গমন ।
 তোমাতে বলিষাছিহু প্রবোধবচন ॥
 হিমালয়-গৃহে দেবী জন্মে অতঃপর ।
 পতিরূপে লাভ করে তোমাবে সখর ॥
 স্থপুত্র লাভের তরে শুন গণপতি ।
 পুণ্যক নামেতে ব্রত করিছে পার্বতী ॥
 কৃষ্ণের অংশেতে হবে তোমার তনয় ।
 রূপবান্ গুণবান্ হবে অতিশয় ॥
 পুত্রের স্বকীর্তি তব রটিবে ধবায় ।
 সর্ববিধ শুভ কার্যে সে হবে সহায় ॥
 গণেশ নামেতে খ্যাত হবে ত্রিভুবনে ।
 বিঘ্নের বিনাশ হবে তাহার স্নবণে ॥
 বিঘ্নহন্তা নাম তাঁর জানিবে সবাই ।
 ঘুচিবে সকল দুঃখ কহি তব ঠাই ॥
 বিবিধ ব্রতের দ্রব্য করিবে ভোজন ।
 লম্বোদর নাম তাঁর হবে এ কারণ ॥
 শনির দৃষ্টিতে হবে মন্তক ছেদন ।
 গজশৃণু তাই দেব করিবে ধারণ ॥
 শিশু গজানন বলি জানিবে সকলে ।
 মহাখ্যাতি হবে তার এই ধরাতলে ॥



ହୃତ-ପ୍ରେତଗଣ ମିଳି ବନ୍ଧ ପଣ୍ଡ ବସେ ।
 ସଂବାଦ ପାହିବା ଶିବ ଆସିଲ ନନ୍ଦବେ ॥

পরশুরামেব সহ করি মহারণ ।
 একদন্ত হইবেক এই গজানন ॥
 তদবধি গজানন একদন্ত নামে ।
 খ্যাতি লাভ করিবেক স্বর্গ মর্ত্যধামে ॥
 সেই পুত্র হবে তব সকলের প্রিয় ।
 দেবতাগণের সদা হবে পূজনীয় ॥
 যদি কেহ তার পূজা অগ্রে না করিবে ।
 অশ্রু দেবতার কেহ পূজা নাহি লবে ॥
 সর্ব-অগ্রে পূজা তার হবে মোর বরে ।
 সকলে পূজিবে তারে সন্ততি অন্তরে ॥
 প্রথমে গণেশ পূজা করি সমাপন ।
 সূর্য্য বিষ্ণু আদি সবে করিবে পূজন ॥
 সূর্য্যদেব নারায়ণে করিষা পূজন ।
 অর্চনা করিতে হয় দেব পঞ্চানন ॥
 প্রকৃতি-স্বরূপা যিনি দেবী ভগবতী ।
 করিতে হয় যে পরে তার পূজারতি ॥
 অগ্নিদেব বৈশ্বানর পূজার ভাজন ।
 ইহাদের পূজা কৈলে বিঘ্নেব নাশন ॥
 সর্ববিঘ্ন নাশ হয় গণেশ-পূজায় ।
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় হৃৎক দূরে যায় ॥
 রোগমুক্ত হয় সবে পূজিলে ভাস্করে ।
 মুক্তি পায় যেইজন বিষ্ণু পূজা করে ॥
 তত্ত্বজ্ঞান বুদ্ধি পায় শিবের পূজায় ।
 স্বকল্যাণকর তাহা কহিলু তোমায় ॥
 দুর্গার পূজনে হয় সর্বপাপ দূর ।
 ত্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হইবে প্রচুর ॥
 মনুষ্যের দাতা হয় অগ্নির সেবায় ।
 জ্ঞান-মুহূর্ত্ত লাভ করে মোক্ষ তারা পায় ॥
 নিত্য সত্য চিরন্তন ইহার সর্বাই ।
 স্বজনে তৎপর সবে জানিও সদাই ॥
 এত যদি বলিলেন হরি নারায়ণ ।
 আনন্দে শ্রবণ হন দেব পঞ্চানন ॥
 প্রশ্না হইয়া সতী আনন্দিত মনে ।
 সন্ততি প্রণাম করে হরির চরণে ॥

দেব ঋষি সকলেই আহলাদিত অতি ।
 নারায়ণ পদে সবে জানায় প্রণতি ॥

গণেশবধৌ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্থ অধ্যায়

ব্রতাহুতান, পার্শ্বতী কর্তৃক সনৎকুমারকে পতি-
 দক্ষিণাদান, পার্শ্বতীব ত্রীকৃষ্ণ-তোড় ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান ।
 অনন্তর দেবী করে ব্রত-অনুষ্ঠান ॥
 চতুর্দিকে বাত বাজে অতি মনোহর ।
 স্নান সমাপন দেবী করে অতঃপর ॥
 যুগ্মবস্ত্র পরিলেন বিশুদ্ধ অন্তরে ।
 ঘটের স্থাপন দেবী করে তারপরে ॥
 রত্নময় ঘট শোভে আত্মের পল্লবে ।
 চতুর্দিক্ নিনাদিত শব্দবাত্ত-রবে ॥
 রত্নে বিভূষিতা দেবী বসিলা আসনে ।
 বিধিমত পূজা করে মুনিক্ষেপেগণে ॥
 পুরোহিত দিক্‌পালে করিলা অর্চন ।
 যথাবিধি দেবগণে করিলা পূজন ॥
 পূজিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরে ।
 আরম্ভিলা ব্রত দেবী প্রমুখ অন্তরে ॥
 প্রথমে শঙ্করী পড়ে সন্তির বচন ।
 হাতে নিল গঙ্গাজল সঙ্কর-কারণ ॥
 অষ্টাঙ্গ দেবের পরে করি আবাহন ।
 যথারীতি পূজে সতী দেব নারায়ণ ॥
 ঘটমাঝে ত্রীহরিরে করি আবাহন ।
 ষোড়শোপচারে দেবী করিলা অর্চন ॥
 ব্রতের বিধেয় মত দ্রব্য দিলা যত ।
 এইরূপে হৈমবতী করিলেন ব্রত ॥
 তিলহোম করে দেবী তিনলক্ষবার ।
 দেব বিপ্র অতিথিরে করান আহার ॥
 একটি বৎসব করি নিয়ম পালন ।
 বিধিমত করিলেন ব্রত উদ্‌যাপন ॥

সনৎকুমার মুনি অতীব যতনে ।
 পৌরোহিত্য কার্য করে আছাদিত মনে ॥
 সমাপ্তি-দিবসে কহে সনৎকুমার ।
 যথাবিধি কার্য আমি করিহু উদ্ধার ॥
 দক্ষিণা না দিলে ফল নাহি হয় তার ।
 দক্ষিণাস্বরূপ দাও পতিরে তোমার ॥
 শুনি এ দারুণ বাক্য পার্বতী তখন ।
 কাতর বিলাপ করি হয় অচেতন ॥
 হেরিষা দেবীর দশা বিমুসনাতন ।
 মহেশ্বরে তাঁর কাছে করিলা প্রেরণ ॥
 মহাদেব কহিলেন পার্বতীর প্রতি ।
 মঙ্গল হইবে তব উঠ উঠ সতি ॥
 এত বলি পার্বতীরে বক্ষমাঝে লয় ।
 তথাপিও শঙ্করীর চেতন না হয় ॥
 হতজ্ঞান দেবীপ্রতি চাহিয়া শঙ্কর ।
 বিষম্বদনে ভাবে দুঃখিত অন্তর ॥
 দেবীরে কোলেতে রাখি যতন করিয়া ।
 ধীরে ধীরে আশ্বাসিল সান্ত্বনা দানিয়া ॥
 শিবের আশ্বাসে সতী লভিল চেতন ।
 তাহা দেখি মহাদেব আনন্দিত হন ॥
 শঙ্করী নিশ্চিন্তে থাকে শঙ্করের কোলে ।
 সম্বোধিয়া শঙ্করীরে মহাদেব বলে ॥
 শুন শুন প্রাণেশ্বর আমার বচন ।
 ভয়ে ভীতা হও তুমি কিসের কারণ ॥
 দক্ষিণা জানিবে দেবী সর্বকর্মসার ।
 দক্ষিণা যে নাহি দেখ ফল নাহি তার ॥
 দক্ষিণা বিহনে সব আমার নিষ্ফল ।
 কর্মকর্তা অবশ্যই যাবে রসাতল ॥
 দক্ষিণা যে-জন নাহি বিপ্রে করে দান ।
 কালসূত্রে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥
 মুক্ত বিন্দু হ'লে দক্ষিণা প্রদানে ।
 দক্ষিণা দ্বিগুণ হয় সর্বলোকে জানে ॥
 একদিন গত হ'লে চতুর্গুণ হয় ।
 একপক্ষে শতগুণ শাস্ত্রে ইহা কথ ॥

মাসেক বিলম্ব হ'লে দক্ষিণা-প্রদানে ।
 পঞ্চশতগুণ হয় পণ্ডিতেরা জানে ॥
 চতুর্গুণ হয় তার ছয়মাস গেলে ।
 বৎসর অতীত হ'লে ফল নাহি মিলে ॥
 মহাপাপে মগ্ন হয় সেই দুরাচার ।
 কহিলাম এই সত্য শাস্ত্রের বিচার ॥
 নিষ্ফল হইলে কর্ম মহাপাপ হয় ।
 নরকেতে কর্মকর্তা যাইবে নিশ্চয় ॥
 দক্ষিণা অর্পণ যদি হয় বহু পরে ।
 অবশ্য তাহার ঠাই নরক ভিতরে ॥
 তার বংশধর সব মহাপাপী হয় ।
 সকলেই নিরন্তর মনস্তাপ সয় ॥
 শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 নিজ মনে ভাবে দেবী কি করি এখন ॥
 তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিষা ।
 কহিলেন নারায়ণ তাহে সম্বোধিয়া ॥
 শুন শুন অঘি দেবি ভক্তিপরায়েণে ।
 স্বধর্ম পালন কর ভক্তিমুক্ত মনে ॥
 ধর্মের কল্যাণে তুমি জানিবে নিশ্চয় ।
 কোন কালে কাহারও ক্ষতি নাহি হয় ॥
 ব্রহ্মা কহে শুন শুন আমার বচন ।
 আপনার ধর্ম দেবি করহ পালন ॥
 বেদের বচন সতি নিশ্চয় জানিবে ।
 স্বধর্মপালনে কভু ক্ষতি নাহি হবে ॥
 স্বামীকে দক্ষিণা দাও ব্রাহ্মণ-বচনে ।
 কল্যাণ নিশ্চিত হবে জানিবেক মনে ॥
 ধর্ম কহে, শুন সতি, আমার বচন ।
 দক্ষিণা দানিয়া কর ধর্মের রক্ষণ ॥
 আমার বচন শুন হে কল্যাণি সতি ।
 ব্রাহ্মণে দক্ষিণা-দানে নাহি হবে ক্ষতি ॥
 বিপ্রমনে দুঃখ দান উচিত না হয় ।
 ধর্মরক্ষা কর সতী না করি সংশয় ॥
 দেবগণ কহে দেবি কহি অবিরত ।
 দক্ষিণা কবিয়া দান পূর্ণ কর ব্রত ॥

মনোবাহু পূর্ণ তব হইবে সহস্র ।
 পতির দক্ষিণা দাও হরিশ অন্তর ॥
 সনৎকুমার কহে শুন শুন সতি ।
 দক্ষিণাস্বরূপ মোরে দাও তব পতি ॥
 কল্যাণ হইবে শুন আমার বচনে ।
 ভ্রতের স্পৃহা লাভ করহ এক্ষণে ॥
 মহেশ্বরে যদি মোবে নাহি কর দান ।
 তপস্কাণ্ড ফল তবে করহ প্রদান ॥
 কহিলা পার্বতী দেবী শুন দেবগণ ।
 স্বামী বিনা ধর্ম পুত্রে কিবা প্রয়োজন ॥
 দৃষ্টিশক্তি না রহিলে নশনে কি কাজ ।
 কেমনে ধরিব প্রাণ স্বামী বিনা আজ ॥
 স্বামী হয় একশত পুত্রের সমান ।
 কেমনে করিব আমি স্বামীরে প্রদান ॥
 ভ্রতের কি প্রয়োজন স্বামীর বিহনে ।
 স্বামী বিনা প্রয়োজন নাহি পুত্রধনে ॥
 তরুহীন ফলে বল কিবা সুখোদয় ।
 স্বামীর বিহনে কিসে হবে পুত্রোদয় ॥
 সকলের মূল স্বামী কি কহিব আর ।
 স্বামী বিনা ধর্ম কর্ম সকলি অসার ॥
 অতএব শুন কহি আমার বচন ।
 স্বামী বিনা চাহ তুমি অশ্রু কোন ধন ॥
 বিষ্ণু কহে শুন দেবি কহি আমি তাই ।
 স্বামী হ'তে ধর্ম শ্রেষ্ঠ জানিও সদাই ॥
 ধর্ম নষ্ট হয় যদি, স্বামীতে কি কাজ ।
 পুত্রে কিবা প্রয়োজন কহ মোরে আজ ॥
 ভ্রাতা কহে শুন শুন আমার বচন ।
 স্বামী হ'তে ধর্ম শ্রেষ্ঠ জেন সর্বক্ষণ ॥
 ধর্ম হ'তে সত্য বড় শুন শুন সতি ।
 ধর্ম নষ্ট না করিও করি এ মিনতি ॥
 ইন্দ্র কহে পার্বতীরে ধর্ম রাখ মতি ।
 ধর্মের তুলনা কোথা, পুত্রে কিংবা পতি ॥
 কহিলা পার্বতী দেবী শুন দেবগণ ।
 পতি ছাড়া গতি নাই জানি অনুক্ষণ ॥

শুনিয়া দেবীর কথা ধর্মদেব কয় ।
 সতী পতি এক অঙ্গ কভু ভিন্ন নয় ॥
 উভয়ের দানে আছে ক্ষমতা সমান ।
 করিবারে পার তুমি স্বামীরে প্রদান ॥
 শুনিয়া ধর্মের কথা কহিলা পার্বতী ।
 কতাদান করে পিতা জামাতার প্রতি ॥
 বেদের বচন ইহা শুন দেবগণ ।
 বিপরীত কথা কেন কহিছ এখন ॥
 দেবগণ কহিলেন শুন স্বরেশ্বরী ।
 তোমার নিকটে মোরা বুদ্ধি লাভ করি ॥
 বুদ্ধিস্বরূপিণী তুমি কহি বারে বারে ।
 কোন্ জন পরাজিত করিবে তোমাতে ॥
 স্বামীরে দক্ষিণা দাও ভ্রতের নিয়মে ।
 পুণ্যকভ্রতের বিধি পাল মনোরমে ॥
 বেদের বচন ইহা কি কহিব আর ।
 দক্ষিণাস্বরূপ দাও স্বামীরে তোমার ॥
 ভ্রত অনুষ্ঠান করি দক্ষিণা না দিলে ।
 ধর্ম রক্ষা নাহি হয় কোথা কোনকালে ॥
 আপনি শঙ্করী তুমি জানহ নিশ্চয় ।
 দক্ষিণাবিহনে হবে পাপের প্রণয় ॥
 লোকধাতা হ'বে তুমি কিসের কারণ ।
 ধর্মকে ছাড়িয়া কর অধর্ম গ্রহণ ॥
 অধর্মের অনুষ্ঠানে ঘটিবে প্রলয় ।
 স্বামীরে ভ্রাতৃগণে দান করহ নিশ্চয় ॥
 পার্বতী কহিলা শুন বচন আমার ।
 বেদ হ'তে বলবান লৌকিক আচার ॥
 লোকাচার ত্যাগ করা অতি লুপ্তি ।
 নারী হ'তে শ্রেষ্ঠ নর জানি নিশিদিন ॥
 বুদ্ধিতে রমণী আমি কি কহিব আর ।
 কিরূপে করিব ত্যাগ স্বামীরে আমার ॥
 তোমা সবে কহি আমি করিয়া মিনতি ।
 অনুরোধ নাহি কর ত্যজিবারে পতি ॥
 শুনিয়া দেবীর কথা কহে ব্রহ্মপতি ।
 আমার বচন তুমি শুন হৈমবতি ॥

পুরুষ ব্যতীত কিছু সৃজন না হয় ।
 প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি না হয় নিশ্চয় ॥
 প্রকৃতি পুরুষে সৃষ্টি করে ভগবান্ ।
 পুরুষ প্রকৃতি তাই উভয়ে সমান ॥
 কহিলা পার্বতী দেবী, শুন দেবগণ ।
 সকলের সৃষ্টিকর্তা কৃষ্ণ সনাতন ॥
 অবতীর্ণ হন হরি পুরুষ-আকারে ।
 পুরুষ সবার শ্রেষ্ঠ জানি বারে বারে ॥
 প্রকৃতি পুরুষ হ'তে শ্রেষ্ঠ কভু নয় ।
 প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিশ্চয় ॥
 ইহা যদি সত্য হয়, বলহ কেমনে ।
 করিব প্রদান আমি স্বামী হেন ধনে ॥
 এইরূপ কথাবার্তা হয় যে সময় ।
 চতুর্ভুজ নারায়ণ উপনীত হয় ॥
 রত্নে বিভূষিত দেহ শ্রাম কলেবর ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে মনোহর ॥
 বনমালা দোলে গলে বিপিনবিহারী ।
 কি অপূর্ব রূপ তার আছা মরি মরি ॥
 অঙ্গের বিভাষ বুঝি সূর্য্য লজ্জা পায় ।
 উবাগমে অন্ধকার যেমন পলায় ॥
 কোমল শোভিত আছে বৃকের উপর ।
 গীতবাস পরিধানে অপূর্ব স্মর ॥
 রথ হ'তে নামিলেন হরি নারায়ণ ।
 দেবেন্দ্র সকলে তাঁরে করিলা বন্দন ॥
 লক্ষ্মীসরস্বতীকান্ত কিবা শোভা তার ।
 কোটিচন্দ্রম কান্তি অতি চমৎকার ॥
 বসিলেন নারায়ণ রত্ন-সিংহাসনে ।
 আনত মস্তকে রহে যত দেবগণে ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর করিল প্রণাম ।
 যুক্ত করে স্তব স্তুতি করে অবিরাম ॥
 শুনিয়া সকল কথা কহে ভগবান্ ।
 শক্তি দ্বারা জীব সব হয় শক্তিমান্ ॥
 শক্তি ছাড়া কোন জীব না পারে থাকিতে ।
 শক্তি আছে নদ-নদী অরণ্য-পর্বতে ॥

শক্তিহীন জীব হয় যুতেব মতন ।
 নিশ্চিত জানিবে ইহা শাস্ত্রেব বচন ॥
 প্রকৃতি-স্বরূপা শক্তি সর্বলোকে জানে ।
 পুরুষের শক্তি নাই প্রকৃতি বিহনে ॥
 ব্রহ্মা হ'তে ভূণ আদি যত কিছু আছে ।
 প্রকৃতি হইতে সবে জন্ম লভিয়াছে ॥
 মায়াশক্তি প্রকাশিত আপন ইচ্ছায় ।
 সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত তাঁহার মায়ায় ॥
 সৃজন-কালেতে দেবী আবির্ভূতা হয় ।
 আমাতে বিলীনা হয় সংহার-সময় ॥
 সকলের সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতি ঈশ্বরী ।
 সবার জননী তিনি সর্ববৃগ ধরি ॥
 প্রকৃতি আমার মায়া আমার সমান ।
 নারায়ণী নাম তাঁর দিলা জ্ঞানবান্ ॥
 আমার তপস্তা কবে দেব মহেশ্বরে ।
 এ কারণে মায়া দান করিনু শঙ্করে ॥
 ব্রত আদি অনুষ্ঠান অল্প সব লাগি ।
 প্রকৃতি ইহাষ নহে কোনরূপে ভাগী ॥
 অচ্ছাষ বচন সবে বলিছ দুর্গারে ।
 এই সত্যি বোগবল অচ্ছে দিতে পারে ॥
 প্রকৃতি-স্বরূপা দুর্গা সন্দেহ না কর ।
 প্রযোজনহীন ব্রত তাঁহায গোচর ॥
 যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলা ধরাষ ।
 লোকশিক্ষা তরে তাহা সন্দেহ কি তাষ ॥
 এই ব্রতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাহি তাঁর ।
 লোকশিক্ষা-তরে করে লৌকিক আচার ॥
 বল্লভে কল্পে আবির্ভূতা হন এ ধরাতে ।
 সর্বজীব যুগ্ধ হয় তাঁহার মায়াতে ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁর অংশে হয় ।
 মোর অংশে জন্ম লয় দেব-সমূদয় ॥
 বিনাবীজে বৃক্ষ কভু জন্ম নাহি লয় ।
 শক্তি বিনা সৃষ্টি নাহি সম্ভবে নিশ্চয় ॥
 শক্তিছাড়া সৃষ্টি আগি না পাবি করিতে ।
 শক্তি প্রধান হয় এ বিশ্বসৃষ্টিতে ॥

আমি আত্মা নির্বিকার নির্লিপ্ত সদাই ।
 দেহীদের সাক্ষিরূপী হই সর্বদাই ॥
 দেহাত্ম প্রাকৃতিক অনিত্য নশ্বর ।
 পঞ্চভূতময় হয জীব-কলেবর ॥
 সকলের দেহে আমি করি অধিষ্ঠান ।
 সকলের আত্মা আমি সকলের প্রাণ ॥
 ভক্ত অনুগ্রহ-তরে ধরি কলেবর ।
 সদা তুষ্ট থাকি আমি ভক্তের উপর ॥
 প্রকৃতি ঈশ্বরী হন আধার সবার ।
 সকলের আত্মা আমি জেনো অনিবার ॥
 আমি আত্মা ব্রহ্মা মন মহেশ্বর জ্ঞান ।
 বিষ্ণুসনাতন হন জীব পঞ্চপ্রাণ ॥
 বুদ্ধিস্বরূপিণী হন ঈশ্বরী প্রকৃতি ।
 যেথা নিদ্রা আমি যত অংশ তাঁর নিতি ॥
 পর্বতের কণ্ডারূপে দেবী জন্ম লয ।
 বেদে নিরূপিত ইহা নাহিক সংশয় ॥
 আমি গোলোকের নাথ আমি সনাতন ।
 বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর আমি অনুক্ষণ ॥
 দ্বিভুজরূপেতে রহি গোলোকের মাঝে ।
 গোপগোপী গাভীগণ সেখাষ বিরাজে ॥
 বৈকুণ্ঠেতে থাকি আমি চতুর্ভুজধারী ।
 দেবতাসকল সদা মম আজ্ঞাধারী ॥
 লক্ষ্মীসহ থাকি সেথা পূলকিত মনে ।
 পারিষদগণ সদা রহে মম সনে ॥
 ব্রতের আরাধ্য মোর দ্বিভুজ মুরতি ।
 যেই জন ব্রত করে তুষ্ট তার প্রতি ॥
 যেজন যেরূপে মোর করষে চিন্তন ।
 সেইরূপে ফল তারে করি সমর্পণ ॥
 শুন শুন মহেশ্বরী, আমার বচন ।
 আহুতি অর্গিষা কর ব্রত সমাপন ॥
 পতিরে দক্ষিণা দাও ভক্তিসহকারে ।
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে কহিনু তোমায়ে ॥
 সমুচিত মূল্য দান কবি তারপরে ।
 আবার গ্রহণ তুমি কর মহেশ্বরে ॥

গাভীদেহে বিষ্ণুদেহে ভেদ কিছু নাই ।
 শিবও বিষ্ণুর দেহ জানিও সদাই ॥
 ব্রাহ্মণেরে গাভীমূল্য করি সমর্পণ ।
 স্বামীরে আবার তুমি করহ গ্রহণ ॥
 পতি আর পত্নী হয় উভয়ে সমান ।
 ব্রতের দক্ষিণারূপে পতি কর দান ॥
 আমাব বচনে তুমি না করিও আন ।
 এই ভাবে পাবে তব পতি পরিত্রাণ ॥
 এই কথা বলি সেথা বিষ্ণু ভগবান্ ।
 অতি শীঘ্র স্বস্থানেতে করিলা প্রস্থান ॥
 নারায়ণ-বাক্য শুনি আপনি শঙ্করী ।
 কিছুকাল যোনি থাকে কৰ্ম্ম চিন্তা করি ॥
 অতঃপর হোমাহুতি করি সমাপন ।
 মূনিরে দক্ষিণা দেন নিজ পতিধন ॥
 শিবেরে গ্রহণ করে সনৎকুমার ।
 কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু শুক হইল দুর্গাব ॥
 অনন্তর দুর্গাদেবী কম্পিত বচনে ।
 মহাভূগুণে করযোড়ে কহিলা ব্রাহ্মণে ॥
 পতি বিনে অবলার কোন গতি নাই ।
 তুমি ত' সকলি জ্ঞান ব্রাহ্মণ গোঁদাই ॥
 আমা প্রীতি কৃপা তুমি কর প্রদর্শন ।
 গাভী মূল্যে স্বামী মোর কর প্রত্যর্পণ ॥
 লক্ষ গাভী দান আমি করিব তোমাষ ।
 পতিরে ফিরায়ে তুমি দাওগো আমাষ ॥
 সনৎকুমাৰ তবে কহিলা বিনয়ে ।
 বিপ্র আমি কি করিব লক্ষ গাভী ল'য়ে ॥
 গাভী-বিনিময়ে রত্ন কে করে অর্পণ ।
 না ছাড়িব কভু আমি দেব পঞ্চানন ॥
 দান করি পুনরায় চাহ পতিধন ।
 উচিত কি হয তাহা, দান প্রত্যর্পণ ॥
 অতএব শুন সতি, বলিতেছি আমি ।
 ফিরাইয়া কভু নাহি দিব তব স্বামী ॥
 সম্মুখে লইয়া আমি দেব দিগম্বরে ।
 ঘুরিব সকল স্থানে প্রফুল্ল অন্তরে ॥

এই কথা বলি সেথা ব্রহ্মার নন্দন ।
 নিজের নিকটে শিবে রাখিলা তখন ॥
 দেখিয়া পার্বতী তাহা করে হাহাকার ।
 প্রাণ পরিত্যাগে হয় বাসনা তাঁহার ॥
 শিবহীন পার্বতীর বিষম হৃদয় ।
 জীবন ধারণ বুঝি সম্ভব না হয় ॥
 কেমনে সহিবে দেবী বিরহের শোক ।
 সহসা আকাশে হেরে উজ্জ্বল আলোক ॥
 কোটিসূর্য্যসম প্রভা আকৃতি মণ্ডল ।
 দশদিক্ প্রজ্বলিত করে অবিরল ॥
 হরির সে তেজোরশি করিয়া দর্শন ।
 স্তব স্তুতি করিলেন যত দেবগণ ॥
 বিষ্ণু সনাতন কহে নমি বার বার ।
 লোমকূপে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ॥
 ঘোড়শ অংশের অংশ আমরা যাঁহার ।
 কোন্ জন হয় বিশ্বে সমান তাঁহার ॥
 ব্রহ্মা কহে বেদ ধারে করয়ে দর্শন ।
 আমরা কিরূপে তাঁরে করিব বর্ণন ॥
 অগতির গতি তুমি জীবের জীবন ।
 ভকতবৎসল দেব অধম তারণ ॥
 তোমা হৈতে সৃষ্টি স্থিতি, হয় যে প্রলয় ।
 তোমাতেই জন্মে জীব, তোমাতেই লয় ॥
 অনন্তর কহিলেন দেব মহেশ্বর ।
 কিরূপে পূজিব তাঁরে বিনি পরাংপর ॥
 তোমার কৃপাষ লাভ করিয়াছি জ্ঞান ।
 তবুও তোমাব রূপ না পাই সন্ধান ॥
 অনাদি অনন্ত তুমি নিত্য নিরঞ্জন ।
 সংসারের সার তুমি জগৎ জীবন ॥
 জগৎ-ঈশ্বর তুমি সৃষ্টির কারণ ।
 কার সাধ্য বর্ণিবারে সত্য সনাতন ॥
 দেবগণ কহিলেন, ওহে ভগবন্ ।
 কিরূপে আমরা করি তোমার পূজন ॥
 তব-অংশ অংশ-মাত্র আমরা সবাই ।
 তোমার করিব স্তব হেন শক্তি নাই ॥

সাবিত্রী ও বাণী আদি যত দেবীগণ ।
 যুক্তকরে ভগবানে কহিলা তখন ॥
 আমরা রমণী জাতি কি কহিব আর ।
 কেমনে করিব স্তব ওহে সারাংশার ॥
 তব অংশে সৃষ্ট মোরা জানি অনুক্ষণ ।
 কেমনে করিব বল তোমার পূজন ॥
 হিমালয় কহে, ওহে পরম ঈশ্বর ।
 কৰ্ম্মবশে আজি আমি হইনু স্বাবব ॥
 উদ্ধত দেখিয়া মোরে তোমার স্তবনে ।
 পণ্ডিতেরা উপহাস করে মনে মনে ॥
 এত বলি দেবগণ মৌনী হ'য়ে রয় ।
 ভগবানে সম্বোধিয়া হৈমবতী কয় ॥
 দয়াময় কৃষ্ণ তুমি জ্ঞান মোব কথা ।
 তোমাতে জানিতে মোর নাহিক ক্ষমতা ॥
 বেদ বা বেদজ্ঞ কেহ না জানে তোমাতে ।
 তোমার মহিমা বল কে বর্ণিতে পারে ॥
 তব তত্ত্ব তুমি নিজে আছ অবগত ।
 সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তুমি হও অবিরত ॥
 স্থূল হ'তে স্থূল তুমি, তুমি বিশ্বরূপ ।
 বিশ্ব সনাতন তুমি অতি অপরূপ ॥
 তেজোরূপী নিরাকার তুমি নিরাক্রিয় ।
 নির্লিপ্ত নির্ভ্রণ তুমি নিত্য স্বেচ্ছাময় ॥
 আত্মারাম নিরঞ্জন তুমি পরাংপর ।
 নিত্য সত্য সনাতন পরম ঈশ্বর ॥
 বিরাট-স্বরূপ তুমি সাক্ষী জীবনের ।
 ফলদাতা হও তুমি সকল কৰ্ম্মের ॥
 তব তেজ ধ্যান করে যত যোগীগণ ।
 লক্ষ্মীকান্ত রূপ তব মদন-মোহন ॥
 সকল কার্য্যেব মূলে তুমি নিরঞ্জন ।
 তোমা হেতু হয় এই বিশ্বের সৃজন ॥
 তোমাব নাভিতে জন্মে দেব পদ্মাসন ।
 জীবসৃষ্টি করিবারে লইল জনম ॥
 তোমার ক্রোধেতে জন্মে রুদ্র বিভীষণ ।
 জীবগণে যেই রুদ্র করেন নিধন ॥

কে বলিতে পারে প্রভু তোমার মহিমা ।
 তোমার গুণের নাই সীমা পরিলীমা ॥
 দেবতার দেব ভূমি জনকের পিতা ।
 তোমা হৈতে হয় সব জীবন এইতা ॥
 কৃপা কর দয়াময় নিত্য সনাতন ।
 বিপদ-তারণ প্রভু সত্য নারায়ণ ॥
 বৈষ্ণবেরা ধ্যান করে কিশোরের রূপ ।
 দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি অপরূপ ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে শোভা পায় ।
 নব জলধর-সম কান্তি তাঁর গায় ॥
 নানা রত্নে বিভূষিত অতি জ্যোতির্ময় ।
 যোগিগণ ধ্যান কবে সকল সময় ॥
 মনোহর শাস্ত্ররূপ অতি স্নদর্শন ।
 গোপাঙ্গনাকান্ত ভূমি ভুবনমোহন ॥
 নিত্যনিরঞ্জন ভূমি পুরুষ প্রধান ।
 বেণু ভূমি বেদান্তের অখিলের প্রাণ ॥
 কে বুঝিতে পারে বল তোমার মহিমা ।
 বেদ-বেদান্তাদি নাহি পারে দিতে সীমা ॥
 তুমি যদি অভাজনে দাও গো আশ্রয় ।
 তবে জীব তরিবারে পাবে কৃপাময় ॥
 তোমার কৃপায় জীব লভে দিব্য জ্ঞান ।
 তোমার কৃপায় সবে পায় পরিত্রাণ ॥
 তোমার চরণে প্রভু লইলু শরণ ।
 আমার কামনা পূর্ণ কর নিরঞ্জন ॥
 জীবের জীবন তুমি হরি নারায়ণ ।
 তুমি যোবে রক্ষা কর গুণো জনার্দন ॥
 যোগীর অন্তরে তুমি করহ নিবাস ।
 মনোবাঞ্ছা হ'য়ে জ্ঞাত পূর্ণ কর আশ ॥
 তব নামে জীব তবে ভব পারাবার ।
 তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার ॥
 নিত্য আমি তেজোরূপা রমণীরূপিণী ।
 সকল জীবের আমি মায়াশ্রয়কিণী ॥
 ব্রহ্মার স্তবনে আমি আসিয়া ধরায় ।
 অহর নিধন কবি ভুলায়ে মায়ায় ॥

দক্ষ-জ্ঞায়া গর্ভে জন্ম করিয়া গ্রহণ ।
 পতিরূপে পাই আমি দেব পঞ্চানন ॥
 দক্ষ্যজ্ঞে শিবনিন্দা শুনি অভঃপর ।
 ত্যাগ আমি করিলাম নিজ কলেবর ॥
 তার পর আসিলাম হিমালয়-ঘরে ।
 জন্মিলাম হিমালয়-পত্নীর উদরে ॥
 অভীষ্ট হইল সিদ্ধ বহু তপশ্চাষ ।
 পতিরূপে মহেশ্বরে লভি পুনরাষ ॥
 বহুদিন পতিসহ করিহু শৃঙ্গার ।
 শিববীৰ্য্য নাহি গেল গর্ভেতে আমার ॥
 দেবের ছলনে ভুলি দেব পঞ্চানন ।
 ভূমি 'পরে বীৰ্য্য ত্যাগ করিলা তখন ॥
 পুত্র না পাইয়া করি কতই রোদন ।
 তব মাধাবশে হই বিধাদে মগন ॥
 পুত্রের অভাবে মোর অতি ক্ষুব্ধ মন ।
 তব ধ্যান স্তব আমি করি সে কারণ ॥
 হে দেবেশ পরমেশ ওহে ভগবান্ ।
 তোমার সমান পুত্র মোরে কর দান ॥
 করিলাম এই ব্রত পুত্রের কারণ ।
 দক্ষিণা স্বরূপ করি পতিরে অর্পণ ॥
 পতিরে ব্রাহ্মণ করে করিয়া প্রদান ।
 পতি বিনা দুঃখে প্রভু দহি অবিদ্রাম ॥
 করিলাম তব পদে সব নিবেদন ।
 কৃপা করি মোরে দয়া কর জনার্দন ॥
 এইরূপ স্তব করি ত্রিহরির প্রতি ।
 মৌনী হ'য়ে রহিলেন দেবী হৈমবতী ॥
 হরি-স্তব যেই জন কবয়ে শ্রবণ ।
 অস্ত্রিমে সে জন বায় বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
 পুত্রহীন পায় পুত্র ধনহীন ধন ।
 এইরূপ রহিয়াছে শাস্ত্রের বচন ॥
 অনিত্য সংসারে হুখ কোথাও ত' নাই ।
 অতএব লহ কৃষ্ণ-চরণেতে টাই ॥
 হরিনাম গুণগান যেই জন করে ।
 সেইজন লভে সিদ্ধি নারায়ণ বরে ॥
 গণেশখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের নিকট পার্বতীর ববলাভ, সনৎকুমারের
নিকট পতি-প্রাপ্তি এবং গণেশের জন্ম ।

নারদে সম্বোধি তবে বলে নারায়ণ ।
শুন মুনিবর এবে অপূর্ব ঘটন ॥
শুনিয়া দেবীর স্তব কৃষ্ণ সনাতন ।
সবার অদৃশ্য রূপ করান দর্শন ॥
হেরিলা পার্বতীদেবী তেজোরশি মাঝে ।
রত্নময় সিংহাসনে শ্রীহরি বিরাজে ॥
বহিঃশুদ্ধ গীতাস্বর শোভে চমৎকার ।
গলদেশে বনমালা, অতি শোভা তার ॥
বংশীধারী ভগবান্ অনন্ত কিশোর ।
চন্দন-অঙ্কিত দেহ রূপ মনোহর ॥
মন্দ মন্দ হাস্য করে ভুবনমোহন ।
শরতের চন্দ্রসম স্তন্দর বদন ॥
ময়ূরের পুচ্ছ শোভে মস্তক-চূড়ায ।
চতুর্দিক্ আলোকিত রূপের ছটায় ॥
বামেতে রাধিকা সতী পরমা স্তন্দরী ।
চতুর্দিকে গোপীগণ আছে শোভা করি ॥
তাদের রূপের ছটা চারদিকে যায় ।
হরিনাম গায় সব পুলকিতকায় ॥
হেরিয়া হরির রূপ ভুবনমোহন ।
সেইরূপ পুত্রে দেবী করিলা প্রার্থন ॥
শঙ্করী প্রার্থনা মত দেব জনার্দন ।
কহে অতি মিষ্ট ভাবে আশিস্ বচন ॥
কামনা তোমার দেবী অবশ্য পূরিবে ।
আমার মতন তুমি তনয় লভিবে ॥
এত বলি প্রভু কৃষ্ণ মৌনীর হ'য়ে রথ ।
বর পেয়ে দেবী তবে প্রার্থনা করয় ॥
অগতির গতি প্রভু তুমি নারায়ণ ।
ভক্ত বাঙ্খা পূর্ণ কর তুমি জনার্দন ॥
কৃপা করি তুমি মোরে দানিয়াছ বর ।
এবে দয়া করি মোরে দেহ মহেশ্বর ॥

শুনিয়া পার্বতী বাক্য কহে নারায়ণ ।
আমার বরতে হবে প্রার্থনা পূরণ ॥
দেবতা সকলে করি অতীক প্রদান ।
হইলেন অন্তর্হিত বিষ্ণু ভগবান্ ॥
সনৎকুমারে ডাকি যত দেবগণ ।
বলিলেন শুন ওগো বিশ্বেশ্বর নন্দন ॥
কৃষ্ণ-বর পূর্ণ কর দানিয়া মহেশ ।
তুমি না ঘটাত বাদ পার্বতীর আশে ॥
সনৎকুমার শুনি দেবতা বচন ।
পার্বতীরে দিগম্বর করিলা অর্পণ ॥
তখন শ্রীদুর্গাদেবী বিশ্বের বন্দিতা ।
মহেশ্বরে লাভ করি হন উল্লসিতা ॥
ভিক্ষু বন্দী বিশ্বগণে দান করে ধন ।
দেবতা ব্রাহ্মণে ডাকি করান ভোজন ॥
শঙ্করের পূজা দেবী করে অতঃপর ।
দুন্দুভি ও বাঘ বাজে অতি মনোহর ॥
স্বয়ম্বর হরিনাম হয় সর্বক্ষণ ।
স্বামী সহ দুর্গাদেবী করিলা ভোজন ॥
দুন্দুফেননিভ শয্যা অতি মনোহর ।
হৃষ্টমনে দুর্গাদেবী রচে অতঃপর ॥
রচিয়া রত্নের শয্যা অতি স্তন্দরন ।
স্বামী সহ দুর্গাদেবী করিলা শয়ন ॥
মুহু মন্দ বায়ু বহে, কোকিল কুহরে ।
পুষ্পে স্ববাস আসে, ভ্রমর গুঞ্জবে ॥
কৈলাস পর্বতে দেবী চন্দনকাননে ।
স্বখেতে বিহার করে মহেশ্বর সনে ॥
নানামতে উভয়েতে করিল রমণ ।
আসন্ন হইল তবে বীর্ঘ্যের পতন ॥
হেনকালে নারায়ণ ভাবে মনে মন ।
পার্বতীর গর্ভে বীর্ঘ্য হইলে পতন ॥
জনমিবে মহাকাশ তনয় উঁহার ।
স্বরগণে কষ্ট সেই দিবে অনিবার ॥
ইহা ভাবি ব্যাকুলিত প্রভু জনার্দন ।
উপায় তাহার এক করেন চিন্তন ॥

হেন কালে দ্বিজ মূর্তি করিয়া ধারণ।
 প্রবেশ করিলা তথা দেব নারায়ণ ॥
 কদাকার রূপ তাব অতি রক্ষ কেশ।
 ভিক্ষুক-আকার তার দীনহীন বেশ ॥
 কৃশ দেহ অতি বুদ্ধ তৃষ্ণার কাতর।
 মহেশ্বরে সম্বোধিয়া বলে অনন্তর ॥
 কোন্ কার্য করিতেছ ভোলা মহেশ্বর।
 কৃপা করি রক্ষা যোরে করহ সত্বর ॥
 সাত দিন আছি আমি না করি আহার।
 খাণ্ডদ্রব্য দেহ যোরে ওহে গুণাধার ॥
 মম বাক্যে শীঘ্র ওষ্ঠ দেব জিলোচন।
 দয়া করি ক্ষুধার্তকে করাও ভোজন ॥
 হে পিতঃ হে মহাদেব কৃপা-অবতার।
 জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ আমি কি কহিব আব ॥
 এত বলি শঙ্করীবে করি সম্বোধন।
 হাত জোড় করি বিপ্র কহেন তখন ॥
 জননি শ্রীচূর্ণা দেবি রক্ষা কর প্রাণ।
 কৃপা করি অন্ন আব জল কর দান ॥
 জগতের মাতা তুমি করুণারূপিণী।
 আমার জননী তুমি ভুবনমোহিনী ॥
 অবসন্ন হইয়াছি ক্ষুধায় তৃষ্ণায়।
 কৃপা করি দয়াময়ি বাঁচাও আমায় ॥
 শুনিয়া বিপ্রের এই মিনতি কাতর।
 শয্যা ত্যাগ করিলেন ভোলা মহেশ্বর ॥
 যেমনি উঠিলা শিব সহসা তখন।
 শয্যা-মাঝে হ'ল তার বীর্যের পতন ॥
 দ্রুত ভাবে দুর্গাদেবী সূক্ষ্ম বস্ত্র পরি।
 শিব সহ দ্বাবদেশে আসে ছুরা করি ॥
 পার্বতী ও শিবে হেরি দ্বিভ্রাতৃ ব্রাহ্মণ।
 ভক্তিতে যুক্ত করে কবিল স্তবন ॥
 দরিদ্র ব্রাহ্মণ হেবি কহে মহেশ্বর।
 কিবা নাম বিপ্র তব কোথা তব ঘর ॥
 পার্বতী কহিলা বিপ্রের শুন হে ব্রাহ্মণ।
 কোন্ দেশ হ'তে কহ তব আগমন ॥

জনম সফল আজি অতি শুভক্ষণ।
 মোর গৃহে সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণ ॥
 অতিথির সমাদর যেই জন করে।
 বহু পুণ্য হয় তার পৃথিবী ভিতরে ॥
 বিরাজে সকল তীর্থ অতিথি-চরণে।
 তীর্থফল পায় সবে অতিথি-সেবনে ॥
 অতিথি যাহার ঘরে আদর না পায়।
 পিতৃদেবগণ সেথা লইবে বিদায় ॥
 অতিথিরে অনাদর করে যেই জন।
 ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় শাস্ত্রের বচন ॥
 মহাপাপী হয় সেই বিপ্রের না পূজিলে।
 সকল পুণ্যের ফল যায় রসাতলে ॥
 ব্রাহ্মণ কহিলা তাঁরে শুন হৈমবতি।
 ক্ষুধায় কাতর আমি হইয়াছি অতি ॥
 উপবাসে আছি আমি কাতর তৃষ্ণায়।
 ইচ্ছামত খাদ্য কিছু দাও গো আমায় ॥
 পার্বতী কহিলা তাঁরে শুন হে ব্রাহ্মণ।
 কহ কহ কোন্ খাদ্য করিবে ভোজন ॥
 ইচ্ছামত খাদ্য মাগ না কর সংশয়।
 তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব নিশ্চয় ॥
 দেখিবা সার্থক হবে আমার নয়ন।
 কহ বিপ্র কোন্ খাদ্য করি আনয়ন ॥
 ব্রাহ্মণ কহিলা দেবি কি কহিব আর।
 ব্রত উদ্যাপন তুমি করিলে এবার ॥
 নানাবিধ খাদ্যে পূর্ণ ভাণ্ডার তোমার।
 প্রস্তুত করিলে খাদ্য অনেক প্রকার ॥
 সেই সব মিষ্ট খাদ্য করিতে ভোজন।
 ছরিতে হেথায় আমি করি আগমন ॥
 দেবের দুর্লভ মিষ্ট মোরে কর দান।
 হই আমি দেবি তব পুত্রের সমান ॥
 বিপ্রের বচন শুনি কহেন শঙ্করী।
 কিরূপে হইলে পুত্র কহ ছুরা করি ॥
 দ্বিজ বলে শুন সাধি বচন আমার।
 পঞ্চবিধ পিতা হয় জগৎ মাঝার ॥

বহু প্রকারের মাতা এ জগতে আছে ।
 পঞ্চবিধ পুত্র হয় কহি তব কাছে ॥
 বিদ্যাদাতা জন্মদাতা অমৃতদাতা আর ।
 ত্রাণকর্তা কষ্টদাতা পিতা সবাকার ॥
 গুরুপত্নী গর্ভধাত্রী স্তম্ভদাত্রী নারী ।
 মাতার সমান তারা দেখহ-বিচারি ॥
 পিতৃষণা মাতৃষণা ভার্য্যা তনয়ের ।
 বিমাতা প্রভৃতি হয় মাতা সকলের ॥
 ভূত শিষ্য পোষ্য আর যে লব শরণ ।
 নিজ গর্ভজাত এই পুত্র পঞ্চ জন ॥
 ধন অধিকারী হয় গর্ভের সন্তান ।
 অশ্রু চারি জন হয় পুত্রের সমান ॥
 হে মাতঃ লইলু আমি তোমার শরণ ।
 বৃদ্ধ ও পীড়িত আমি অতি অভাজন ॥
 তোমার গর্ভেতে দেবি হয়নি সন্তান ।
 আমি আজি হই তব পুত্রের সমান ॥
 অনাথ সন্তান আমি কাতর ক্ষুধায় ।
 অন্ন জল দান করি বাঁচাও আমায় ॥
 বহুবিধ খাদ্য আছে তোমার ভাণ্ডারে ।
 স্নাত দধি শালি অন্ন আছে-ভারে ভারে ॥
 স্নানাসিত স্বাদু জল আছে তব কাছে ।
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৃষি প্রাণ নাহি বাঁচে ॥
 এই সব অন্ন জল মোরে কর দান ।
 পান ও ভোজন করি তৃপ্ত করি প্রাণ ॥
 তব স্বামী মহেশ্বর ত্রিজগৎ-পতি ।
 তুমি দেবী মহালক্ষ্মী মহেশ্বরী সতী ॥
 রত্নসিংহাসন মোরে দাও কৃপা করি ।
 বহিঃশুদ্ধ বস্ত্র দাও ভুবন-ঈশ্বরি ॥
 স্নানোত্তম হরিমন্ত্র দান কর মোরে ।
 হরিপ্রতি ভক্তি দেবি দাও কৃপা করে ॥
 মোরে তুমি দান কর যত্নোজ্জ্বল-জ্ঞান ।
 সর্ববিষয়িণী সিদ্ধি মোরে কর দান ॥
 চিন্তেতে পবিত্র কর শুদ্ধ হৃদয়-নির্মল ।
 তপস্তানিরত যেন রহি অবিরল ॥

কামে যেন মন মোর আসক্ত না হয় ।
 সকল দুঃখের মূল কাম অতিশয় ॥
 কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত সবে কামের কারণ ।
 শুভ ও অশুভ ফল ভোগে সর্বজন ॥
 নিজ কর্ম্মবশে লোক সুখ দুঃখ পায় ।
 কামেতে আসক্তি দেবি না দিও আমায় ॥
 কর্ম্মেতে বিরত হয় পণ্ডিত সকল ।
 শ্রীহরি-চিন্তন তারা করে অবিরল ॥
 হরিকথা-কীর্তনেতে মহাসুখ হয় ।
 হরিরে স্মরিলে কভু নাহি তার ভয় ॥
 চিরজীবী হয় নিত্য হরিভক্ত জন ।
 স্বচ্ছন্দে সকল স্থানে করয়ে গমন ॥
 জাতিস্মর সবে তারা হয় নির্বিচারে ।
 কোটি জন্ম কথা তারা পারে বলিবারে ॥
 সর্বসিদ্ধি লাভ করে হরিভক্ত জন ।
 ইচ্ছা-অনুসারে করে শরীর-ধারণ ॥
 তীর্থেতে পবিত্র করে হরিভক্ত জন ।
 শুন শুন দেবি ইহা শাস্ত্রের বচন ॥
 বিষ্ণুমন্ত্র যার কর্ণে করিবে প্রবেশ ।
 তীর্থপূত হয় সেই বেদের নির্দেশ ॥
 ভাগ্যবান সেই জন মহাপুণ্য তার ।
 শত শত পুরুষের করে সে উদ্ধার ॥
 ভক্তের দর্শনে হয় তীর্থ-যাত্রা-ফল ।
 ভক্ত-মন হরি-চিন্তা করে অবিরল ॥
 ভক্তগণ কোন পাপে লিপ্ত নাহি হয় ।
 হরিধ্যান করে তারা সকল সময় ॥
 তিন কোটি জন্ম পরে মানব জন্মায় ।
 কোটি জন্ম পরে তবে ভক্তসঙ্গ পায় ॥
 ভক্তসঙ্গে জন্ম লব ভক্তির অঙ্গুর ।
 বৈষ্ণব-দর্শনে তাহা বাড়িবে প্রচুব ॥
 সে অঙ্গুর প্রতি জন্মে বিবর্তিত হয় ।
 সেই বৃক্ষে দান্তরূপ ফল জন্ম লয় ॥
 হরি-পারিষদ হয় হরিভক্ত জন ।
 তাদের বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥

মহাপ্রলয়েব কালে ব্রহ্মা পায় লয় ।
 ভক্তের বিনাশ নাহি হয় সে সময় ॥
 তুমি মাতা মহেশ্বরী কি কহিব আর ।
 বিষ্ণুভক্তি দাও তুমি অন্তরে আমার ॥
 তব কৃপা ভিন্ন নাহি বিষ্ণুভক্তি হয় ।
 তোমার কৃপায় হয় ভক্তির উদয় ॥
 তুমি দেবী নিত্যকৃপা তুমি সনাতনী ।
 কল্যাণদায়িনী তুমি জগৎ-জননী ॥
 শুন শুন মহেশ্বরী বচন আমার ।
 তব পুত্ররূপে কৃষ্ণ আসিছে এবার ॥
 এই কথা বলি বিপ্র অন্তর্হিত হয় ।
 বালকের রূপ বিপ্র ধরে সে সময় ॥
 শিবের বীর্যের সাথে মিশিষা তখন ।
 সন্তোজাত শিশুসম চাহে অনুক্ষণ ॥
 বিশুদ্ধ চম্পকসম বরণ তাহার ।
 কোটিচন্দ্রসম প্রভা অতি চমৎকার ॥
 কামদেব-তুল্য রূপ ভুবনমোহন ।
 শরতের চন্দ্রসম স্নগদ বদন ॥
 পদ্মসম নেত্রদ্বয় অতি মনোহর ।
 পঙ্ক-বিভ্রসম স্ত্রার ওষ্ঠ ও অধর ॥
 কপাল কপোল শোভে অতি চমৎকার ।
 অপরূপ রূপ তার কি কহিব আর ॥
 শয্যায় শয়ন করি বালক তখন ।
 নিজ মনে হস্ত পদ কবে সঞ্চালন ॥
 এদিকেতে নারায়ণ হ'লে অন্তর্হিত ।
 শঙ্কর-পার্বতী খোঁজে হইয়া চকিত ॥
 কোথায় অতিথি গেল বুঝিতে না পারে ।
 অন্বেষণ করে তাঁরা ব্যাকুল অন্তরে ॥

গণেশখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষষ্ঠ অধ্যায়

হবপার্কর্তীব গণেশ দর্শন ।

কহিলেন নারায়ণ, শুন যুনি দিয়া মন,
 বিপ্র যবে অন্তর্হিত হয় ।
 শঙ্কর ও হৈমবতী, ঝুঁজিলেন তাঁরে অতি,
 কোথা গেল বিপ্র মহাশয় ॥
 উচ্চকণ্ঠে কহে সতী, ক্ষুধাতুর বিপ্র অতি,
 কোথা গেলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 ক্ষুধায় কাতর আঁহা, জানি আমিজনি তাহা,
 কৃপা করি দাও হে দর্শন ॥
 শিবেরে ডাকিয়া কহে, বিপ্র লাগি প্রাণ দহে,
 ওহে নাথ কর অন্বেষণ ।
 অতিথি আসিলে ঘরে, যেজন না সেবা করে,
 ধিক্ তার গৃহস্থ জীবন ॥
 অতিথি সে নারায়ণ, কর তাঁর অন্বেষণ,
 অবিলম্বে উঠ পঞ্চানন ।
 না সেবে অতিথি যেই, মহাপাপী হয় সেই,
 পিতৃগণ না লয় তর্পণ ॥
 তার পুষ্প তার জল, মত্ততুল্য অবিকল,
 দেবতার না করে গ্রহণ ।
 এইরূপে হৈমবতী, কহিলা শিবের প্রতি,
 দৈববাণী হইল তখন ॥
 জগৎজননী শুন, কহি আজি পুনঃ পুনঃ,
 শাস্ত হও, না করিও ভয় ।
 শুন হে বচন মম, ভগবান্ পূর্ণতম,
 পুত্ররূপে তব গৃহে রয় ॥
 পুণ্যক ভ্রাতের ফলে, আসিলেন ধরাতলে,
 পুত্ররূপে কৃষ্ণ সনাতন ।
 বুঝা কেন দুঃখ পাও, অবিলম্বে গৃহে যাও,
 পুত্রমুখ করহ দর্শন ॥
 প্রতিকল্পে আনিবার, ধ্যান তুমি কর ধীর,
 নিত্য সত্য সেই ভগবান্ ।

সেই মুক্তিদাতা হরি, আসিলেন কৃপা করি,
হইলেন তোমার সন্তান ॥
দুঃখ তুমি কর দূর, নহে বিপ্র ক্ষুধাতুর,
ব্রাহ্মণের রূপ ধরি হরি ।
অতিথির দীনবেশে, তোমার দ্বারেতে এসে,
রহিয়াছে পুত্ররূপ ধরি ॥
মোর বাক্য মিথ্যা নয়, ইচ্ছা তব পূর্ণ হয়,
পুত্ররূপে রাজে সনাতন ।
কোটা কন্দর্পের রূপ, মনোহর অপরূপ,
পুত্রমুখ করহ দর্শন ॥
শুনিয়া আকাশবাণী, আনন্দিতা শিবরাণী,
দ্রুতভাবে গৃহ পানে ধায় ।
বিস্মিতা হইয়া অতি, হেরিলেন হৈমবতী,
জ্যোতির্ময় সন্তান সেখান ॥
শত শশধর-সম, মনোহর মনোরম,
কিবা তার রূপ চমৎকার ।
রহিয়া সে শয্যা'গরে, বলে মা-মা মধুস্বরে,
উজ্জ্বল চাহে বারংবার ॥
অপূর্ব ব্যাপারহরি, পার্শ্ববর্তী না করে দেবী,
শঙ্করের কাছে গিয়া কথ ।
শীঘ্র এস প্রাণেশ্বর, ভগবান্ পরাৎপব,
পুত্ররূপে গৃহ মাঝে রয় ॥
কল্পে কল্পে ধ্যান ধারি, করিষাছ অনিবার,
সেই হরি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ তবে, আসিষা মোদের ঘরে,
হইলেন মোদের সন্তান ॥
হেরিলে পুত্রের মুখ, বিদুরিত হয় দুখ,
তীর্থস্নান ফল তাতে হয় ।
চল চল মহেশ্বর, চল ভোলা দিগম্বর,
হৈমবতী পঞ্চাননে কথ ॥
পুত্রমুখ দর্শনে, লভিবে আনন্দ মনে,
পুন্মাম নরক হৈতে ত্রাণ ।
যোগ ব্রত তীর্থ তপ, ধ্যান জ্ঞান শ্রাদ্ধ জপ,
পুত্র বিনা সব অকারণ ॥

পার্বতীর এ বচনে, অতীব প্রকুল মনে,
কান্তা সহ চলে মহেশ্বর ।
প্রতাপ কাঞ্চন সম, মনোহর মনোরম,
পুত্রমুখ হেরিলা সম্বর ॥
পুত্র কহে 'ম.মা' বুলিতাহারে কোলেতে তুলি
পার্বতী চুমিলা তার মুখ ।
আনন্দমাগরে ভাসে, মহাস্থখে দেবী হাসে,
ঘুচে যায় তার যত দুখ ॥
ফুলমনে অতিশয়, পুত্রে মস্তাষি কথ,
বৎস তুমি শ্রেষ্ঠ মোর ধন ।
তোমারে লভিয়া আমি, ভুলিযাছি দিবাযামী,
মহানন্দে পূর্ণ মোর মন ॥
অঙ্কুর নয়ন তুমি, তোমার বদন চুমি,
কি আনন্দ কি কহিব আব ।
এত বলি বারংবার, দিলা মুখে স্তন তাব,
চুমিল বদন অনিবার ॥
পশুপতি কুতূহলে, পুত্রে লইয়া কোলে,
গণ্ডস্থল করিলা চুষন ।
হৃষ্টমনে বারে বারে, আশীর্বাদ করে তারে,
মহাতৃপ্ত দেব পঞ্চানন ॥
গণেশখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তম অধ্যায়

পার্কটী-পুত্র গণপতিক দর্শনার্থে কৈলাসে
দেবগণের আগমন ও গণেশের
মঙ্গলার্থে মঙ্গলাচাৰ ।

নারদে সম্বোধি বলে দেব নাবাষণ ।
অতঃপর যা ঘটিল শুন তপোধন ॥
হেরিয়া পুত্রের মুখ আনন্দিত অতি ।
জনে জনে ধন দান করিলা দম্পতী ॥
হৃষ্টমনে সন্তানের মঙ্গলকারণ ।
বিপ্রগণে কবিলেন ধন বিতরণ ॥

ভিক্ষুকগণেরে ধন দিলা মহেশ্বর ।
 নানাবিধ বাঢ়া বাজে অতি মনোহর ॥
 হিমালয় বহু রত্ন করিলেন দান ।
 লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব করিলা প্রদান ॥
 মণি ও মাণিক্য দিলা রত্ন ভারে ভারে ।
 বহুবিধ দ্রব্য বস্ত্র দিলেন সবারে ॥
 হরষিত মনে সতী বিপ্রের করে দান ।
 সুদুর্লভ বস্তু দিলা শিব ভগবান্ ॥
 দেব দেবী মুনি আর গন্ধর্বাদি যত ।
 ক্রমে ক্রমে আসিলেন শত কত শত ॥
 চুন্দুভি-দামামা বাজে নৃত্যগীত হয় ।
 দেবগণ আসে সব কৈলাস আলয় ॥
 গণেশে লইয়া কোলে দেব পঞ্চানন ।
 দেবগণ সবাকারে করান দর্শন ॥
 গণেশের রূপ হেরি মুগ্ধ সবে হয় ।
 আশীর্বাদ করে তাঁরা প্রসন্ন হৃদয় ॥
 বিষ্ণু কহে, হে বালক হও জ্ঞানবান্ ।
 পরমায়ু হোক তব শিবের সমান ॥
 মম তুল্য পরাক্রম কর তুমি লাভ ।
 স্থনির্মল হোক চির তোমার স্বভাব ॥
 ব্রহ্মা কহে, হে বালক কহি আমি আজ ।
 সকলের পূজ্য হবে জগতের মাঝ ॥
 তব যশ চতুর্দিকে হবে প্রচারিত ।
 সবার অগ্রেতে তুমি হইবে পূজিত ॥
 ধর্ম কহে, মম সম হইবে ধার্মিক ।
 দয়াবান্ হবে তুমি হইবে নির্ভীক ॥
 হরিতুল্য হবে তুমি হরিপরাযণ ।
 ভক্তিতবে সবে তোমা করিবে পূজন ॥
 অনন্তর আশীর্বাদ করে পঞ্চানন ।
 মম তুল্য দাতা তুমি হইবে নন্দন ॥
 হরিতত্ত্ব হবে তুমি হইবে বিদ্বান্ ।
 শাস্ত আর দান্ত হবে, হবে পুণ্যবান্ ॥
 কহিলেন লক্ষ্মীদেবী, কি কহিব আর ।
 চিরস্থিতি হোক মোর গৃহেতে তোমার ॥

মম সম মনোহরা প্রশান্ত স্বভাব ।
 পতিব্রতা সতী সাধ্বী পত্নী কর লাভ ॥
 সরস্বতী কহিলেন, শুভ প্রাণধন ।
 স্রবতিস্থ স্মৃতিশক্তি করিবে অর্জন ॥
 সাবিত্রী কহিলা, বৎস কহি অনিবার ।
 বেদজ্ঞাতা হবে তুমি বয়েতে আমার ॥
 হিমালয় কহিলেন বালকের প্রতি ।
 নিত্য নিত্য হোক তব কৃষ্ণপদে যতি ॥
 মেনকা কহিলা তারে, হও তুমি ধীর ।
 সাগর-সমান তুমি হও স্রগস্তীর ॥
 কামদেব-তুল্য তুমি হও রূপবান্ ।
 ধর্মনিষ্ঠ হও তুমি ধর্মের সমান ॥
 পৃথিবী কহিলা, তুমি ক্ষমাশীল হও ।
 সবার আশ্রয়-রূপে বিরাজিত রও ॥
 কহিলা পার্বতীদেবী, শুভ প্রাণধন ।
 মহাযোগী হও তব পিতার মতন ॥
 সিদ্ধিপ্রদ হও তুমি, হও মৃত্যুশ্রয় ।
 স্থপণ্ডিত হও তুমি সকল সময় ॥
 এইরূপে সকলেই প্রফুল্ল অন্তরে ।
 ইচ্ছামত বালকেরে আশীর্বাদ করে ॥
 গণেশের জন্মকথা বিব্রবিনাশন ।
 তোমার নিকটে তাহা করিহু কীর্তন ॥
 গণেশের জন্মকথা যে করে শ্রবণ ।
 অমঙ্গল নাহি তার হয় কদাচন ॥
 অপুত্রক পুত্র পায় ধনহীন ধন ।
 ভাগ্য লাভ করে যত ভাগ্যহীন জন ॥
 রোগমুক্ত হয় রোগী তাহার কুপায় ।
 পুত্রহারা পুত্র লাভ করে পুনরাশ ॥
 সদানন্দ লাভ করে শোকাবিক্ত জন ।
 সৌভাগ্য ফিরিয়া পুনঃ আসে অনুক্ষণ ॥
 নির্ধন পাইবে ধন নাহিক সংশয় ।
 বন্ধ্যা নারী অচিরেই পুত্রবতী হয় ॥
 যাত্রাকালে যেই লয় গণেশের নাম ।
 কামনা সফল তার হয় মতিমান্ ॥

সিদ্ধিপ্রদ গণদেব নামেতে তাঁহার ।
সৰ্বপাপ যায় দূৰে, শাস্ত্ৰের বিচার ॥

গণেশখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টম অধ্যায়

পার্বতী-শনৈশ্চব-সংবাদ ।

অন্তঃপৰ নারায়ণ, ভগবান্ সনাতন,
আসিলেন দেবের সভাতে ।
শ্ৰেষ্ঠ রত্ন সিংহাসনে, বসিলেন হৃষ্টমনে,
দেবতা ও মুনিগণ সাথে ॥
দক্ষিণেতে পশুপতি, বামে বসে প্রজাপতি,
ধৰ্ম্মদেব বসিলা সম্মুখে ।
নর আর নারায়ণ, ইন্দ্র আদি দেবগণ,
চতুর্দিকে বসিলেন স্নুখে ॥
গন্ধৰ্ব্ব কিম্বর যত, গান করে অবিরত,
নৰ্ত্তকীরা নাচে চমৎকার ।
দেবের সে সভা মাঝে, মনোহর বায়ু বাজে,
জয়ধ্বনি উঠে বারংবার ॥
শিবপুত্রে দেখিবারে, উপনীত হয় দ্বাবে,
সূৰ্য্যপুত্রে দেব শনৈশ্চর ।
কৃষ্ণে নিয়োজিত মন, কৃষ্ণে স্নরে অমুকুণ,
প্রস্থলিত শ্যাম কলেবর ॥
পীতবস্ত্র পরিধানে, আসি ধীরে সেই স্থানে,
বসিলেন দেবের সভায় ।
যুক্ত করে ভক্তিভাবে, সবারে প্রণাম করে,
শিবপুত্রে দেখিতে না যায় ॥
শনৈশ্চরে হেরি তবে, বলিলেন মহাদেবে,
একি হেরি ব্যাতার তোমার ।
আমার তনয় হৈল, সৰ্বদেবে নিরখিল,
তব দেখা পাওণা হ'ল ভার ॥
বল শনি কি কারণ, না দেখে মোর নন্দন,
কেস তব এই অভিমান ।

মহেশ্বরে যুক্ত-কর, বলে তবে শনৈশ্চর,
ভুল না বুঝে পঞ্চানন ॥
নিতে তব অনুমতি, আসি আমি এসহতি,
যাব তব পুত্রে দরশনে ।
হৃষ্ট মনে দিগম্বব, বলিলেন শনৈশ্চর,
বন্ধি তোমা কিসেব কারণে ॥
তবে দেব শনৈশ্চব, শিবেরে প্রণামি পর,
চলিলেন কৈলাস উদ্দেশে ।
হৃষ্ট তাঁর চিত্ত অতি, চলে শনি ক্রতগতি,
অকস্মাৎ থামে দ্বারদেশে ॥
প্রধান দ্বারেতে এসে, দেখিলেন অবশেষে,
বিশালাক্ষ শিবের কিঙ্কর ।
বলবান্ অতিশয়, হাতেতে ত্রিশূল রয়,
শিশু রক্ষা করে নিবস্তব ॥
তাহারে ডাকিয়া কয়, শুন শুন মহাশয়,
দেবতা ও মূনির আজ্ঞায় ।
চলিবাছি আমি আজ, শিবের গৃহের মাঝ,
পুত্রে তাঁর দেখিতে ভ্রায ॥
তোমাংকে কহিহু তাই, আর কোন ইচ্ছা নাই,
শিশুকে হেরিব একবার ।
তারপর ধীরে ধীরে, নিজ গৃহে যাব ফিরে,
মনোবাঞ্ছা পূরিবে আমার ॥
বিশালাক্ষ কহে তাবে, নাহি মানিদেবতারে,
নহি আমি শিবের কিঙ্কর ।
জননীৰ আজ্ঞা পেলে, দ্বার ছাড়ি অবহেলে,
কাহারে না কবি আমি ডর ॥
বিশালাক্ষ এত বলি, গৃহ-মাঝে বাঘ চলি,
তারপর মাতার আজ্ঞায় ।
সন্দেহে স্থচিল তার, শনিরে ছাড়িল দ্বার,
শনৈশ্চর অন্তঃপুবে যায় ॥
পার্বতী প্রফুল্ল মনে, বসি বহুদিংহাসনে,
সখীগণ সেবা কবে তাঁরে ।
বক্ষঃস্থলে পুত্রে তাঁর, শোভা পায় চমৎকার,
নৃত্য গীত হয় বারে বারে ॥

শনি করে নমস্কার, কুশল জিজ্ঞাসি তাঁর,
 দেবী তাঁরে কবে সম্ভাষণ ।
 শনি বাক্য নাহি কয়, অবনত মুখে রয়,
 মুখে তার না সরে বচন ॥
 দেবী কহে অতঃপর, শুন শুন শনৈশ্চর,
 নত কেন তোমার বদন ।
 বল বল কিবা চুখ, না হেরিছ মোর মুখ,
 পুত্রমুখ না কর দর্শন ॥
 শনি কহে শুন সতি, কি কব তোমার প্রতি,
 সর্বজীব কর্ণের অধীন ।
 নিজ নিজ কর্মফল, ভোগে জীব অবিরল,
 কর্মফল না হয় বিলীন ॥
 কর্মফলে অবিরত, শুভ বা অশুভ যত,
 ফল ভোগ করে জীবগণ ।
 আপনার কর্মফলে, বায় জীব রসাতলে,
 কর্মফলে স্বর্গেতে গমন ॥
 কেহ বা রাজেন্দ্রে হয়, ভূত্যরূপে কেহ রয়,
 কেহ জন্মে দেবতার ঘরে ।
 কেহ বা কর্ণের ফলে, আসিয়া এ ধরাতলে,
 হীন বংশে জন্মলাভ করে ॥
 কেহ বা স্তন্যর হয়, স্বাস্থ্যবান্ কেহ রয়,
 ব্যাধিযুক্ত হয় কারো দেহ ।
 আপন কর্ণের তরে, কেহ ধন ভোগ করে,
 দীনহীন হয় কেহ কেহ ॥
 আপনার কর্মফলে, লাভ হয় ধরাতলে,
 মনোহর ভাৰ্য্যা ও সন্তান ।
 কেহ পুত্রহীন হয়, ভাৰ্য্যাহীন কেহ রয়,
 আপনার কর্ণেব নিদান ॥
 শুন দেবি ভগবতি, কহিব তোমাব প্রতি,
 গোপনীয় ইতিহাস মোর ।
 কহিতে লজ্জায় মরি, শুন দেবি কৃপা করি,
 লজ্জার বিষয় অতি ঘোর ॥
 বাল্য হ'তে কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণপ্রতি অনুবক্ত,
 কৃষ্ণ-ধ্যানে মগ্ন মোর মন ।

অনাসক্ত বিষয়েতে, কৃষ্ণনামে রহি যেতে,
 ধ্যান তাঁর করি অনুক্ষণ ॥
 চিত্তরথ কন্ধ্যা যিনি, মনোহরা তেজস্বিনী,
 বিবাহ তাঁহারে আমি করি ।
 পতিব্রতা সাধবী সতী, অনুরক্ত মোর প্রতি,
 তপস্বিনী অতীব সুন্দরী ॥
 একদা সে প্রাণেশ্বরী, ঋতুমান শেষ করি,
 আসিলেন নিকটে আমার ।
 মুখে যুহু যুহু হাসি, আমার নিকটে আসি,
 মনোভাব জানায় তাহার ॥
 শ্রীহরির করি ধ্যান, নাহি মোর বাহুজ্ঞান,
 হরিপদ স্মরি অবিরল ।
 চিত্ত মোর নির্বিকার, হেরিয়া এ ব্যবহার,
 ঋতু তার হইল নিষ্ফল ॥
 ভাৰ্য্যা মোর ত্রুড় হয়, আমাকে ডাকিয়া কয়,
 শুন, শাপ দিলাম তোমাঘ ।
 যেদিকে ফিরাবে দৃষ্টি, বিনষ্ট হইবে সৃষ্টি,
 শুনে আমি না হেরি উপায় ॥
 ধ্যানভঙ্গ হয় মোর, করি আমি কবজোড়,
 পতিব্রতা-প্রতি আমি কহি ।
 মিনতি রাখ আমার, শাপ কর প্রত্যাহার,
 চক্ষে যায় অশ্রুধারা বহি ॥
 নিষ্ঠুরা নির্দয়া অতি, সেই পতিব্রতা সতী,
 মম বাক্যে ফিরিল চেতন ।
 উপায় নাহিক আর, অভিশাপ ফিরাবার,
 তবে ত' কাঁদিল সেই জন ॥
 অদূৰ্কেতে ছিল যাহা, অবশ্য হইবে তাহা,
 অভিশপ্ত আমি শনৈশ্চর ।
 পত্নী শাপেতে ভীত, নাহি চাহি ইতস্ততঃ,
 কহিলাম তোমার গোচর ॥
 শুন শুন সুরেশ্বরী, দৃষ্টিপাত নাহি কবি,
 সেই হ'তে আমি কারো পানে ।
 শুনিয়া তাহার বাণী, হাস্ত করে শিবরাণী,
 নর্তকীরা হাসে সেইখানে ॥
 গণেশখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● নবম অধ্যায়

শনিব দৃষ্টিতে গণপতির মুণ্ডপতন ও বিষ্ণুকর্তৃক
গজমুণ্ড বোধন ।

শনির বচন শুনি পার্বতী তখন ।
মনে মনে শ্রীহরিরে করিলা স্মরণ ॥
কহে দেবী, শুন শনি, কহিনু তোমায় ।
এ জগৎ বশীভূত কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥
দৈবের বিধান বল কে করে খণ্ডন ।
নির্ভয়েতে হের মোর পুত্রের বদন ॥
আমার অনিষ্ট করে হেন সাধ্য কার ।
তুমি মোর পুত্রমুখ দেখে গুণাধার ॥
পার্বতীর কথা শুনি শনি ভাবে মনে ।
দেবীর পুত্রের মুখ হেরিব কেমনে ॥
হেরিলে বদন তার সর্বনাশ হবে ।
কেমনে শিশুর মুখ হেরি আমি তবে ॥
বিপদে পড়িল তবে সূর্য্যের তনয় ।
না পালিলে দেবী-আজ্ঞা কিবা জানি হয় ॥
ধর্ম্মেরে করিয়া সাক্ষী দেব শনৈশ্চর ।
হেরিতে শিশুর মুখ চাহে অন্তঃপর ॥
সমূহ বিপদ ভাবি কাঁপে তার মন ।
বাস নেত্রে শিশু-মুখ করিল দর্শন ॥
ধেমনি হেরিল মুখ অমনি তখন ।
পার্বতী-পুত্রের হ'ল মস্তক পতন ॥
গণেশের দেহ হৈতে রক্ত বাহিরায় ।
বিপদে পড়িল শনি না দেখে উপায় ॥
অবিলম্বে শনৈশ্চর নয়ন ফিরায়ে ।
অবনত মস্তকেতে রহিল দাঁড়ায়ে ॥
শিশুমুণ্ড যায় চলি গোলোকের মাঝে ।
মুণ্ডহীন শিশু-পুত্র মাতা-কোড়ে রাজে ॥
হেরিয়া পুত্রের দশা অতি ক্ষুব্ধমন ।
শোকাক্তা হইয়া মাতা করেন রোদন ॥
মুণ্ডহীন পুত্র কেন হইল আমার ।
কি পাতক করিয়াছি পাষে বিধাতার ॥

পুত্র যদি হরিবারে ছিল তব মন ।
তবে কেন পুত্র মোরে দিলে নারায়ণ ॥
এত বলি হৈমবতী করিষা রোদন ।
মুচ্ছিতা হইয়া দেবী পড়িলা তখন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর শিব ভগবান্ ।
পুস্তলিকাসম সেধা করে অবস্থান ॥
মুখেতে না সরে বাক্য কি করিবে আর ।
নিজ্জীবের মত রহে হেরিষা ব্যাপার ॥
এদিকে গল্পড়ে চড়ি শ্রীহরি তখন ।
পুষ্পভদ্রা-নদীতীরে করিলা গমন ॥
হেরিলা সেখাষ হরি বনে নিরালাষ ।
গজেন্দ্র হস্তিনী সহ স্নেহে নিদ্রা যায় ॥
স্বরত ক্রীড়ায় দেহ ক্রান্ত অভিষয় ।
মস্তক উত্তরে রাখি নিদ্রিত সে রয় ॥
গজেন্দ্র হেরিয়া বিষ্ণু স্তম্ভদর্শন দিয়া ।
গোপনে মস্তক তার ফেলিল কাটিয়া ॥
তারপর মহানন্দে মুণ্ড ল'বে তার ।
গল্পড়ের পৃষ্ঠে রাখে বিষ্ণু অবতার ॥
গজেন্দ্রের এই দশা হেরিল যখন ।
হস্তিনী কাতর হ'য়ে করিল ক্রন্দন ॥
শোকোতে কাতর যত শাবকসকল ।
উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করে অবিরল ॥
হস্তিনী শ্রীভগবানে করিল স্তবন ।
রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু নাবায়ণ ॥
হস্তিনীর স্তবে তুষ্ট বিষ্ণু ভগবান্ ।
মহানন্দে হস্তিনীরে করে বর দান ॥
ছিন্ন সে মস্তক হ'তে হরি নারায়ণ ।
নূতন মস্তক এক কবে আকর্ষণ ॥
সেই মুণ্ড গজদেহে কবিষা স্থাপন ।
জীবিত করিলা তারে বিষ্ণু সনাতন ॥
তারপব কহিলেন, শুন গজরাজ ।
কল্পকালাবধি তুমি করিবে বিরাজ ॥
স্নেহে বাস কর তুমি পরিবার সহ ।
কল্পকাল ধবি তুমি মহানন্দে রহ ॥

এই কথা বলি তারে ভগবান্ হরি ।
 কৈলাস পর্বতপানে আসে হারা করি ॥
 পার্বতীর কাছে আসি বিষ্ণু সনাতন ।
 শিশু-দেহে গজমুণ্ড করিল স্থাপন ॥
 তার পব ব্রহ্মজ্ঞানে করিয়া ছ্কার ।
 শিশুরে জীবিত করে বিষ্ণু অবতার ॥
 গণেশে জীবিত দেখি তুষ্ট দেবগণ ।
 পার্বতী আনন্দনীরে হইল মগন ॥
 পুত্রে তুলে নিল কোলে পর্বত-দুহিতা ।
 ঘন ঘন চুষে মুখ অতি হরষিতা ॥
 এইরূপে গণেশের করি প্রাণ দান ।
 পার্বতীরে ধীরে ধীরে বহে ভগবান্ ॥
 শুনগো শিবানী তুমি আমার বচন ।
 কর্মফল ভোগ করে যত জীবগণ ॥
 বুদ্ধিধরুপিণী তুমি কি কহিব আব ।
 সকল বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে তোমার ॥
 আপন কর্মের ফল ভোগে জীব যত ।
 শুভাশুভ কর্মফল ভোগে অধিরত ॥
 আপনার কর্মবশে দেব পুণ্ডর ।
 অবশ্য ধারণ কবে কীট-কলবর ॥
 নিজ কর্মবলে কীট ইন্দ্রপদ পায় ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায়ে ॥
 সুখ দুঃখ ভয় শোক কর্মফলে হয় ।
 শুভ কর্ম হ'তে হয় সুখের উদয় ॥
 অশুভ কর্মের ফলে নাহিক মঙ্গল ।
 দুঃখ শোক ভোগ করে যত জীবদল ॥
 পূর্ণতম ভগবান্ গোপীনাথ যিনি ।
 কর্মফলদাতা হন সকলের তিনি ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মোবা তিনজন ।
 মহাবিরোটের অংশ হই অনুক্ষণ ॥
 প্রতি লোমকূপে বার বিশ্ব বর্তমান ।
 ত্রীকৃষ্ণেব অংশ সেই বিরাট মহান্ ॥
 কেহ বা অংশের অংশ, কেহ অংশ তার ।
 বিনায়ক নাম তাই হয় বিধাতার ॥

শুনিবা বিষ্ণুব বাক্য পার্বতী তখন ।
 তুষ্ট হ'য়ে গণেশেরে দান করে স্তন ॥
 তারপর হৈমবতী করি ঘোড়কর ।
 ত্রীবিষ্ণুরে স্তবস্ততি করিলা বিস্তর ॥
 আশীর্বাদ করি শেষে বিষ্ণু ভগবান্ ।
 শিশু-গলদেশে করে কৌস্তভ প্রদান ॥
 আপন মুকুট দিলা ব্রহ্মা অতঃপর ।
 ধর্ম্মদেব রত্ন-আদি দিলেন বিস্তর ॥
 যথোচিত রত্ন দান করে দেবীগণ ।
 শিব শিবা বহু রত্ন কবে বিতরণ ॥
 শঙ্কর-পার্বতী হয় আনন্দে মগন ।
 দান ধ্যান জপ তপ চলে অনুক্ষণ ॥
 এইরূপে কৈলাসেতে চলে মহোৎসব ।
 চারিদিকে উঠে সেথা বেদপাঠ রব ॥
 অকস্মাৎ শনৈশ্চরে কবি দরশন ।
 হৈমবতী অতি রুষ্ট হইল তখন ॥
 রোষভরে শনি প্রতি কহেন পার্বতী ।
 অভিশাপ তোমা আমি দিব হে সম্প্রতি ॥
 তোমাহেতু পুত্র মম হারাইল শির ।
 তুমি হবে বিকলাঙ্গ এই জেনো স্থির ॥
 সূর্য ও কশ্যপ মম নিকটেই ছিল ।
 ক্রোধে অঙ্গ তাহাদের কাপিতে লাগিল ॥
 আরক্ত হইল নেত্রে কাঁপিল বদন ।
 পার্বতীরে শাপ দিতে উদ্বৃত্ত তখন ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ দিলেন প্রবোধ ।
 অনর্থক দেবী প্রতি না করিও ক্রোধ ॥
 তারপব কহিলেন ডাকিয়া দেবীরে ।
 শুন হৈমবতী ক্ষমা কবহ শনিবে ॥
 কশ্যপ কহেন, শুন কি দোষ শনির ।
 খরদৃষ্টি হইয়াছে শাপেতে পঙ্কীর ॥
 হেরিল শিশুর মুখ জননী-আজ্ঞায় ।
 শনির হইল বল কোন্ দোষ তা'য় ॥
 কহিলেন সূর্য্যদেব, আমার নন্দন ।
 ধর্ম্মসাপ্তী করি পুত্রে করেছে দর্শন ॥

কোন্ অপরাধে শাপ দিলা হৈমবতী ।
 আমার পুত্রের করে এহেন দুর্গতি ॥
 যম কহে, শুন দেবি একি ব্যবহার ।
 তব আজ্ঞা পেয়ে হেরে সন্তানে তোমার ॥
 শনির কি অপরাধ, কিবা তার দোষ ।
 অনর্থক তার প্রতি কেন বা আক্রোশ ॥
 কহিলেন ব্রহ্মাদেব শুন দেবগণ ।
 স্বভাবে চপল অতি রমণীর মন ॥
 অন্তএব সাধুগণ বুঝা কর ক্রোধ ।
 পার্বতীয়ে ক্ষমা কর মম অনুরোধ ॥
 তারপর কহিলেন, শুন হৈমবতি ।
 অভিশাপ দিলে কেন অতিথির প্রতি ॥
 গৃহেতে আগত তব অতিথি নির্দোষ ।
 তার প্রতি কেন তুমি করিলে আক্রোশ ॥
 তব আজ্ঞা পেয়ে শনি হেরিল সন্তান ।
 কি কারণে অভিশাপ করিলে প্রদান ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি দেবী ভুস্তা হন ।
 সূর্য্য বম সবে শান্ত হইলা তখন ॥
 শনিরে ডাকিয়া তবে কহে হৈমবতী ।
 গ্রহের মাঝারে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ অতি ॥
 শুন শনি, মম বরে দীর্ঘজীবী হবে ।
 হরি প্রতি ভক্তি তব চিরকাল রবে ॥
 অমোঘ আমার শাপ বিফলে না যায় ।
 খঞ্জ হ'য়ে রবে তুমি কি করি উপায় ॥
 এই কথা বলি দেবী আশীর্বাদ করে ।
 দেবীয়ে প্রণমে শনি অতি ভক্তিভরে ॥
 তারপর স্বস্থানেতে করিল গমন ।
 নিজ নিজ স্থানে যান যত দেবগণ ॥

গণেশগণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দশম অধ্যায়

দেবগণ কর্তৃক গণেশের পূজা, স্তব ও
 গণেশের নামকরণ ।

অনন্তর বিষ্ণু আর দেব মুনিগণ ।
 উপহার দিয়া করে গণেশ-পূজন ॥
 বিষ্ণুদেব কহিলেন, শুন গণপতি ।
 দেবতাগণের মাঝে শ্রেষ্ঠ তুমি অতি ॥
 সকলের আগে পূজা করিহু তোমারে ।
 সকলের পূজ্য হও এ বিশ্ব-মাঝাবে ॥
 এত বলি বনমালা করিয়া প্রদান ।
 ব্রহ্মজ্ঞান দান করে বিষ্ণু ভগবান ॥
 প্রদান করিলা সিদ্ধি সকলপ্রকার ।
 দেব মুনিগণ সহ নাম রাখে তাঁর ॥
 লম্বোদর একদন্ত হেরষ গণেশ ।
 গজানন শূৰ্পকর্ণ আর শ্রীবিম্বেশ ॥
 বিনাযক আদি এই আট নাম তার ।
 সনাতন বিষ্ণু হরি রাখে চমৎকার ॥
 সকলে মিলিয়া কবে আশীর্বাদ তাঁরে ।
 করিল পূজন তাঁর ষোড়শোপচারে ॥
 সিদ্ধাসন ধর্ম্ম তাঁরে করিলেন দান ।
 কমণ্ডলু দান করে ব্রহ্মা ভগবান ॥
 যোগপট তত্ত্বজ্ঞান দিলেন শঙ্কর ।
 রত্নসিংহাসন দিলা দেব পুরুন্দর ॥
 দিবাকর দিলা তাঁরে যশির কুণ্ডল ।
 চন্দ্র দিলা মণিমালা অতীব উজ্জ্বল ॥
 কুবের কিরীট তাঁরে করিলা অর্পণ ।
 বহিষ্কৃত বস্ত্র দেব দেব হতাশন ॥
 লক্ষ্মীদেবী দান করে রত্নের কেশুর ।
 রত্নের বলয় আর রত্নের নুপুর ॥
 সাবিত্রী প্রদান করে কণ্ঠের ভূষণ ।
 ভারতী দিলেন হার অতি সুদর্শন ॥
 এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেবদেবীগণ ।
 গণেশেরে ষোড়শোপচার করিল অর্পণ ॥

মূনিগণ আর যত পর্বতের দল ।
 মণিবত্ত্ব দান করে অতি সমৃদ্ধল ॥
 বহুধরা রত্ন দান করিষা প্রচুর ।
 বাহির করিতে এক দিলেন ইঁদুর ॥
 তারপর দেব দেবী যক্ষ রক্ষগণ ।
 স্বাচ্ছন্দ্য মধুর দ্রব্য করে আনয়ন ॥
 সেই সব দ্রব্য যত গণেশেরে দিষা ।
 ভক্তিতরে পূজিলেন সকলে মিলিয়া ॥
 রত্নসিংহাসনে বসে গণেশ তখন ।
 তীর্থের জলেতে করে স্নান সমাপন ॥
 পাণ্ডা অর্ঘ্য দান করে তাহারে পার্বতী ।
 মধুপূর্ব দিলা তারে ফুল মনে অতি ॥
 প্রদান করিলা বহু রত্নের ভূষণ ।
 মালতী-চম্পক-মাল্য করিলা অর্পণ ॥
 অগুরু চন্দন আদি করিলেন দান ।
 তিললাভু দান করে পর্বতপ্রমাণ ॥
 লক্ষ লক্ষ দুগ্ধভাণ্ড দান করে তারে ।
 খর্জুর করঞ্জ আদি দিলা ভারে ভারে ॥
 সভামধ্যে বিষ্ণুহরি ভক্তি-সহকাৰে ।
 গণেশের স্তবস্ততি করে বারে বারে ॥
 হে ঈশ স্বরূপ তব নিকপিতে নারি ।
 তোমার ধারণা যোরা না করিতে পাৰি ॥
 ব্রহ্মজ্যোতিঃকপী তুমি অতীত ভৰ্কে ।
 সর্বশ্রেষ্ঠ হও তুমি যোগীশ্বরগণের ॥
 আদি অন্তহীন তুমি পুরুষ-প্রবর ।
 তব গুণ বর্ণিবারে নাহি পারে হর ॥
 সর্বসাক্ষিকপী তুমি গুণের সাগর ।
 ধ্যানের অতীত তুমি সিদ্ধির ঈশ্বর ॥
 ভক্ত-অনুগ্রহকারী তুমি দয়াময় ।
 ধার্মিক ধর্মজ্ঞ তুমি সকল সময় ॥
 সংসার-বৃক্ষেব বীজ তুমি অতিপ্রিয় ।
 সর্ব-অগ্রে সকলের হও পূজনীয় ॥
 পঞ্চানন পঞ্চমুখে বর্ণিতে না পাবে ।
 সরস্বতী নাহি পারে বর্ণিতে তোমারে ॥

চারি মুখে ব্রহ্মা দেব বর্ণিতে না পারে ।
 চারি বেদ তব গুণ নারে বর্ণিবারে ॥
 কেমনে তোমার গুণ করিব বর্ণন ।
 এই কথা বলি বিষ্ণু মৌন হ'য়ে রন ॥
 যেইজন পাঠ করে বিষ্ণুকৃত স্তব ।
 দূর হয় তার যত শোক দুঃখ সব ॥
 কল্যাণ-বর্দ্ধন হয় বিশ্ব হয় দূর ।
 সর্বকর্মের সিদ্ধিলাভ করে সেই প্রচুর ॥
 এই স্তব পাঠ করে যদি কোন জন ।
 গ্রহপীড়া নাহি তাব হয় কদাচন ॥
 শত্রুর বিনাশ হয়, বজ্রলাভ হয় ।
 লক্ষ্মীদেবী তার গৃহে স্থির হ'য়ে রয় ॥
 সিদ্ধিলাভ গজানন বিশ্ববিনাশন ।
 সর্বকর্মের যেই করে গণেশ-স্মরণ ॥
 কার্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে তাহার ।
 মিথ্যা কভু নহে ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥
 এই স্তব পাঠ করে নিত্য যেইজন ।
 মরণান্তে বিষ্ণু-লোকে করিবে গমন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত সমান ।
 যেইজন শোনে সেই হয় পুণ্যবান ॥

গণেশখণ্ড দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একাদশ অধ্যায়

কার্তিকেব বার্তা-প্রাপ্তি ।

মূনিবরে সম্বোধিষা বলে নারায়ণ ।
 অতঃপর যা ঘটিল করিব বর্ণন ॥
 অপূর্ব কাহিনী সেই শুন মূনিবর ।
 জানিবে পুরাণকথা সর্বপাপহর ॥
 বিষ্ণুর উৎসব সেথা করিয়া দর্শন ।
 প্লবিত হইলেন দেবমূনিগণ ॥
 যত্ন যত্ন হস্ত করি দেবী হৈমবতী ।
 স্বযোগ বুঝিষা কহে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ॥

জগতের রক্ষাকর্তা তুমি নাবাষণ ।
 আশিও জগৎ ছাড়া নহি কদাচন ॥
 তোমার রূপায় সিদ্ধি লভে জগজন ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায় সর্বজন ॥
 আমার মনের কথা করি নিবেদন ।
 দয়া করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন ॥
 নরনারায়ণসকলে ছিন্ন স্বামী ল'য়ে স্থখে ।
 রতিরসে মজেছিনু অতীত পুলকে ॥
 তোমার মন্ত্রণাবশে যত দেবগণ ।
 আমাদের রতিভঙ্গ করেন তখন ॥
 মহেশের বীর্য পড়ে ভূমির উপরে ।
 কোন্ জন সেই বীর্য নিয়ে যায় হ'রে ॥
 সমস্ত দেবতাগণ সম্মুখে আমার ।
 সন্ধান করিয়া তাহা করহ বিচার ॥
 তোমার রাজ্যেতে যদি এত অত্যাচার ।
 কহ তব কিবা আছে এর প্রতিকার ॥
 পার্বতীর কথা শুনি বিষ্ণু সনাতন ।
 হাসিয়া দেবতাগণে করে সম্ভাষণ ॥
 পার্বতী দেবীর কথা শুনিলে সকলে ।
 কে হরিলে বীর্য তাহা কহ সভাস্থলে ॥
 শিবের অমোঘ বীর্য যে করে হরণ ।
 উপযুক্ত দণ্ড প্রদ পাবে সেইজন ॥
 মম পাশে কেহ যদি মিথ্যা বাক্য কথ ।
 তাহার উচিত শাস্তি পাইবে নিশ্চয় ॥
 শুনিয়া বিষ্ণুর কথা যত দেবগণ ।
 সকলে মিলিয়া তাহা করে আলোচন ॥
 ভয়ে ভয়ে ব্রহ্মাদেব কহিলা তখন ।
 যেইজন এই বীর্য করেছে গোপন ॥
 পুণ্যদিনে পুণ্যকার্যে বঞ্চিত সে হবে ।
 ভারতে সে ঘোরতর পাপী হ'য়ে রবে ॥
 যেইজন শিববীর্য করেছে হরণ ।
 ধর্মহীন পুণ্যহীন হবে সেইজন ॥
 কহিলেন মহাদেব, শুন দেবগণ ।
 যেইজন মম বীর্য করিলে হরণ ॥

বিষ্ণুর পূজায় হবে বঞ্চিত সে জন ।
 মম বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কদাচন ॥
 মম বীর্য ভূমিতলে পতিত হইল ।
 ঝুঞ্জে দেখ নারাষণ, কে তাহা হরিল ॥
 যম কহে, শিববীর্য যে করে গোপন ।
 একাদশী ত্রতে হবে বঞ্চিত সে জন ॥
 ইন্দ্র কহে, যেইজন শিববীর্য হরে ।
 যশ নষ্ট হবে তার পৃথিবী ভিতরে ॥
 কহিলা বরুণ দেব, শুন দেবগণ ।
 যেইজন শিববীর্য করিলে হরণ ॥
 সেইজন জন্ম লবে শূদ্রের উদরে ।
 বহু কষ্ট পাবে সেই সংসার-ভিতরে ॥
 কুবের কহিলা, শুন আমার বচন ।
 শিববীর্য যেইজন করিলে গোপন ॥
 কৃতঘ্ন হইবে সেই, হবে দুর্বাচার ।
 মিথ্যা নাহি হবে কছু বচন আমার ॥
 কহিলা ঈশান দেব, শুন দেবগণ ।
 যেইজন শিববীর্য করিলে গোপন ॥
 নবমাতী রূপে সেই জন্মিবে ভারতে ।
 মম বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কোন মতে ॥
 রুদ্রগণ কহিলেন, ডাকি দেবগণে ।
 শিবের অমোঘ বীর্য হরে যেই জনে ॥
 মিথ্যাবাদী শঠরূপে জন্মিবে সে জন ।
 পরনারী সেইজন কবিবে হরণ ॥
 কামদেব কহিলেন, বীর্য যেই হরে ।
 মহাপাপী হবে সেই ভারত-ভিতরে ॥
 নিদারুণ শোকতাপ পাবে সেই জন ।
 জানিবে নিশ্চিত ইহা শাস্ত্রের বচন ॥
 অধিনীকুমারবধ কহিলা তখন ।
 শিবের অমোঘ বীর্য হরে যেইজন ॥
 অক্ষম হইবে সেই সংসার-পালনে ।
 না পালিবে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনে ॥
 দেবতা যতক ছিল কহিল তখন ।
 শিববীর্য যেইজন কবেছে হরণ ॥

ভারত-মাঝারে সেই পুত্রহীন হবে ।
 দীন হীন হ'বে সদা সেইজন রবে ॥
 অনন্তব কহে যত দেবপত্নীগণ ।
 যদি কোন নারী বীৰ্য্য করয়ে হরণ ॥
 সেই নারী হবে পরপুৰুষ-গামিনী ।
 পতির করিবে নিন্দা সে হতভাগিনী ॥
 সকলের বাক্য শুনি বিষ্ণু সনাতন ।
 ধর্ম্ম সূর্য্য চন্দ্রদেবে কবে আবাহন ॥
 ধরিত্রী পবন আর ডাকি হতাশনে ।
 কহিলেন সকলেই মধুব বচনে ॥
 শিববীৰ্য্য দেবগণ করেনি হরণ ।
 বল তবে সেই বীৰ্য্য হরে কোন্ জন ॥
 সকল কর্ম্মের সাক্ষী তোমরা সবাই ।
 কে হরিল শিববীৰ্য্য জানিবারে চাই ॥
 শুনিয়া বিষ্ণুব বাক্য কম্পিত-হৃদয় ।
 ধর্ম্মদেব ভয়ে ভয়ে ভগবানে কষ ॥
 শিব যবে রত্নক্রীড়া করে পরিহার ।
 পৃথিবীর ভলে বীৰ্য্য পড়িল তাঁহার ॥
 এই মাত্র জানি আমি নাহি জানি আর ।
 অপরাধ ক্ষমা কর কৃপা-অবতার ॥
 ধরাদেবী কহে, শুন হরি সনাতন ।
 কেমনে সে বীৰ্য্য আমি করিব ধারণ ॥
 সেই গুরুভার আমি না পারি সহিতে ।
 নিক্ষেপ করিহু তাহা জ্বলন্ত অগ্নিতে ॥
 কহিলেন অগ্নিদেব, শুন সনাতন ।
 করিতে না পারি আমি সে বীৰ্য্য বহন ॥
 অশক্ত হইয়া কেলি শরবনে আমি ।
 কৃপা করি অপরাধ ক্ষমা কর আমি ॥
 বাবু কহে, শুন শুন প্রভু নারায়ণ ।
 শরবনে সেই বীৰ্য্য পড়িল যেমন ॥
 স্বর্ণরেখা-নদীতটে হেরি সে সময় ।
 সেই বীৰ্য্য শিশুরূপে পরিণত হয় ॥
 সূর্য্য কহে, অস্তাচলে করিতে গমন ।
 হেবিলাম সেই শিশু করিছে ক্রন্দন ॥

চন্দ্র কহে, শিশুপুত্র কাঁদে অবিরল ।
 হেরিল তাহারে যত কৃত্তিকার দল ॥
 হেরিয়া নির্জনে সেই শিশু হৃদশর্শন ।
 আপনার গৃহে তারা করে আনয়ন ॥
 জল কহে, শিশুটিরে গৃহেতে আনিয়া ।
 পালন করিছে তারা স্তন দুগ্ধ দিয়া ॥
 সন্ধ্যা বলে, কৃত্তিকারা সকলে মিলিয়া ।
 পালিছে শিশুরে বহু যতন করিয়া ॥
 পোষ্যপুত্ররূপে শিশু আছে কৃত্তিকার ।
 কার্তিকেয় নাম তারা দিয়াছে তাহার ॥
 রাত্রি কহে, শুন শুন আমার বচন ।
 কৃত্তিকার প্রাণপ্রিয় সে শিশু এখন ॥
 চোখের আড়ালে প্রভু না রাখে কখন ।
 স্নানোত্তর বস্ত্র আনি করায় ভোজন ॥
 শুনিয়া তাদের মুখে সকল বচন ।
 আনন্দিত হইলেন বিষ্ণু সনাতন ॥
 পুত্রের বারতা পেবে দেবী হৈমবতী ।
 ধনরত্ন দান করে ব্রাহ্মণের প্রতি ॥
 নানাবিধ বস্ত্র-আদি করে বিতরণ ।
 ধন দান করিলেন দেবদেবীগণ ॥
 কার্তিকেয় জন্মকথা যেই জন শুনে ।
 ধনেপুত্রে বাড়ে সেই, বাড়ে জনে-মানে ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত সমান ।
 শ্রোতা ও পাঠক দৌড়ে হয় পুণ্যবান ॥

গণেশখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বাদশ অধ্যায়

কার্তিকেয় আনিবার জন্য শিবদূতগণের
 কৃত্তিকাভবনে গমন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মনিবর ।
 পুত্রের সংবাদ পান পার্বতী শঙ্কর ॥
 শঙ্করীর নাহি সয় কালের ক্ষেপণ ।
 অবিলম্বে পেতে চান সে পুত্র রতন ॥

মহাদেবে লক্ষ্য করি বলেন শঙ্করী ।
 কার্তিকেয়ে মহেশ্বর আন দ্বারা করি ॥
 এখনি না যদি পাই পুত্র দেখিবারে ।
 তাহলে যাইব আমি প্রাণ ত্যজিবারে ॥
 পুত্রে আনিবার তবে দেব পঞ্চানন ।
 বলবান্ দূত সব করিলা প্রেরণ ॥
 বীরভদ্রে বিশালাক্ষ নন্দী-ভৃঙ্গী আর ।
 শঙ্কুর্গ কবন্ধক ভীষণ-আকার ॥
 মহাকাল বজ্রদন্ত আর ভনন্দন ।
 গোকাশুখ দধিমুখ ভীষণদর্শন ॥
 ছঙ্কার করিয়া চলে যত সব দূত ।
 সঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ভূত ॥
 ডাকিনী যোগিনী চলে আকৃতি ভীষণ ।
 বৈষ্ণবেরা চলে সাথে চলে রুদ্রগণ ॥
 নানা অস্ত্র হস্তে ধরি চলে দলে দলে ।
 কৃত্তিকার বাসগৃহ ঘিরিল সকলে ॥
 হেরিয়া কৃত্তিকাগণ ব্যাকুলিত হয় ।
 ভয়ে ভয়ে তারা আসি কার্তিকেয়ে কয় ॥
 শুন শুন বৎস তুমি, না জানি কারণ ।
 ভবন ঘেরিল আজি কার সৈন্তগণ ॥
 উপায় না হেরি আজি না জানি কি হবে ।
 কি করি এখন বৎস, শীঘ্র বহ তবে ॥
 শুনিয়া তাদের বাক্য কার্তিকেয় কয় ।
 যতক্ষণ আমি আছি নাহি কোন ভয় ॥
 শুন শুন মাতৃগণ কহি সবাকারে ।
 দৈবলিপি নিবারণিতে কেহ নাহি পারে ॥
 সহসা তথায় নন্দী করে আগমন ।
 বলিল সবার প্রতি করি সন্মোদন ॥
 শুন শুন মাতৃগণ, শুন হে কার্তিক ।
 শিবদূত মোরা সব নিতান্ত নির্ভীক ॥
 মহাদেব আমাদের করিলা প্রেরণ ।
 তাঁর শুভময় বার্তা করহ শ্রবণ ॥
 ভগবান্ গণেশের জন্ম মহোৎসবে ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উপনীত সবে ॥

কৈলাসে সভার মাঝে দেবী হৈমবতী ।
 জিজ্ঞাসে সংবাদ তব শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ॥
 দেবতাগণেরে ডাকি বিষ্ণু অতঃপর ।
 ক্রমে ক্রমে পাইলেন তোমার খবর ॥
 করিতেছ বাস ভূমি কৃত্তিকা ভবনে ।
 তাই মোরা আশিষাছি তব অশেষণে ॥
 একদা পার্বতী দেবী শঙ্করের সহ ।
 নির্জনেতে রতিক্রীড়া কবে অহরহঃ ॥
 সেখায় দেবতাগণে করিয়া দর্শন ।
 শঙ্করের বীর্ঘ্য পড়ে ভূমিতে তখন ॥
 অক্ষয় হইল ধরা সে বীর্ঘ্য ধারণে ।
 নিক্ষেপ করিল তাহা দীপ্ত হুতাশনে ॥
 বহির্দেব না সহিল সে বীর্ঘ্যের ভার ।
 নিক্ষেপ করিল শরবনের মাঝার ॥
 সেখানে জনম ভূমি করিলে ধারণ ।
 কৃত্তিকা আনিয়া তোমা কবেন পালন ॥
 পার্বতী তোমার মাতা শিব পিতা হয় ।
 তোমার লাগিয়া তারা ব্যাকুল হৃদয় ॥
 হে কার্তিক তব শুভ অভিষেক তরে ।
 সুরগণ আছে বসি কৈলাস ভূবনে ॥
 এখন মোদেব সাথে করহ গমন ।
 সেনাপতি পদে বিষ্ণু করিবে বরণ ॥
 তারক নামেতে আছে অস্ত্র ভীষণ ।
 তাহাবে কার্তিক ভূমি করিবে নিধন ॥
 দীপ্তিমান্ তুমি হও শিবের সন্তান ।
 কোন্ জন দ্রিডুবনে তোমার সমান ॥
 আপন প্রভাষ তুমি আপনি উজ্জ্বল ।
 সূর্য্যসম দীপ্তি তব দেখিনু সকল ॥
 কৃত্তিকার বাসগৃহ তব যোগ্য নয় ।
 চন্দ্রেপ্রতিবিম্ব কূপে শোভিত কি হয় ॥
 শুন শুন শঙ্কুগুত্র কি কহিব আর ।
 বিষ্ণুরূপে আছ সর্ব জগৎ-মাঝার ॥
 আকাশের মত তুমি ব্যাপ্ত সর্ব স্থানে ।
 কেমন করিয়া বল রহিবে এখানে ॥

বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার ।
 কৃত্তিকাগণের গৃহ অযোগ্য তোমার ॥
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীদের উল্লের মাথো ।
 গরুড় পক্ষীর বাস কভু নাহি সাজে ॥
 তোমার মহিমা কেহ জানিতে না পারে ।
 কৃত্তিকা কেমনে কহ জানিবে তোমারে ॥
 যাহার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারে ।
 কেমনে আদর তারা করিবে তাহারে ॥
 পদ্মের সহিত বাস করে ভেকগণ ।
 পদ্মের সম্মান তারা না করে রক্ষণ ॥
 শুনিয়া সকল কথা কার্তিক তখন ।
 নন্দী প্রীতি কহে তবে মধুর বচন ॥
 মহাজ্ঞানী ওহে নন্দী অতি শক্তিমান্ ।
 কি আর বলিব বল তব বিচ্যমান ॥
 তোমার প্রশংসা আমি কি করিব আর ।
 মহাবলশালী তুমি জানি অনিবার ॥
 ত্রৈকালিক জ্ঞান মোর আছে বিচ্যমান ।
 জানি ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান ॥
 কর্ম্মবশে যে যোনিতে জন্ম হয় যার ।
 পরম নিরুত্তি সেথা প্রাপ্তি হয় তার ॥
 কর্ম্মভোগ-অনুসারে যে যেখানে রয় ।
 তার কাছে সেই স্থান শ্রেষ্ঠতম হয় ॥
 সনাতনী বিষ্ণুমায়া বিশ্বের জননী ।
 শৈলরাজপত্নীগর্ভে জন্মিলা আপনি ॥
 কঠোর তপস্তা করি বহু বর্ষ ধরে ।
 পতিকপে পাইলেন দেব মহেশ্বরে ॥
 কল্পে কল্পে প্রতিজন্মে জানি অনিবার ।
 প্রকৃতি ঈশ্বরী হন জননী আমার ॥
 প্রকৃতি হইতে যত নারীর উদ্ভব ।
 কেহ অংশ কেহ কলা রমণীরা সব ॥
 প্রকৃতির কলা হয় এ কৃত্তিকাগণ ।
 স্তন দান করি মোরে করিল পালন ॥
 মাতা সম কৃত্তিকারা করিল পোষণ ।
 ইহাদের পোষ্যপুত্র আমি যে এখন ॥

মহেশ্বর-বীর্ঘ্যে আমি জন্মলাভ করি ।
 তাই মোর পিতা হন দেব ত্রিপুরারি ॥
 পার্বতীর গর্ভে মোর জন্ম নাহি হয় ।
 ধর্ম্মমাতা ভিন্ন তিনি অজু কিছু নয় ॥
 স্তনদাত্রী গর্ভদাত্রী কণ্ঠা ও ভগিনী ।
 ইন্দ্ৰদেবপত্নী আর গুরুপত্নী যিনি ॥
 পুত্রবধূ পত্নীমাতা মাতার জননী ।
 মাতৃঘসা পিতৃঘসা পিতার রমণী ॥
 সহোদরপত্নী আর মাতুলানী যারা ।
 বেদ-অনুযায়ী হয় মাতৃদয় তারা ॥
 ত্রিলোকের পূজনীয়া এ কৃত্তিকাগণ ।
 ত্রক্ষাকণ্ঠা সবে তারা জানি অনুক্ষণ ॥
 যখন তোমারে বিষ্ণু করিল প্রেরণ ।
 অবশ্যই তব সাথে করিব গমন ॥
 চল তবে স্বরা করি যাই তব সাথে ।
 হেরিব দেবতা সবে কৈলাস-সভাতে ॥
 মনের বাগনা ইথে হইবে পূরণ ।
 জন্মনার পাশে আমি করিব গমন ॥
 ত্রক্ষাবৈবর্তের কথা অমৃত মধুর ।
 যেইজন শুনে তার পাপ হয় দূর ॥

গণেশখণ্ডে ষাটশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রয়োদশ অধ্যায়

কৃত্তিকাগণেব নিকট কার্তিকেব বিদ্যাব্রতঃপ্রণ ও
 কৈলাসে আগমন ।

নারদেরে সম্বোধিয়া ক'ন নারায়ণ ।
 শুন শুন তারপর অপূর্ব কথন ॥
 নন্দীয়ে এসব কথা বলিষা তখন ।
 কৃত্তিকাগণেবে ডাকি বলে মড়ানন ॥
 শুন শুন মাতৃগণ লহ নমস্কার ।
 শিবের আলেয়ে আমি যাইব এবার ॥
 দেখিব দেবতাগণে দেখিব মাতায় ।
 কৃপা করি দেহ আজ আমারে বিদায় ॥

সংযোগ বিয়োগ আদি দৈবের অধীন ।
 দৈবের অধীনে বিশ্ব চলে নিশিদিন ॥
 এই দৈব শ্রীকৃষ্ণের অধীন আবার ।
 শ্রীকৃষ্ণেরে তাই সবে পূজে অনিবার ॥
 দৈববল বুদ্ধি পাষ কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
 হরির ইচ্ছায় ক্ষয় পাষ পুনরায় ॥
 দৈবে বদ্ধ নাহি হয় কৃষ্ণভক্ত জন ।
 তাঁহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥
 স্তম্ভদ মোক্ষদ আর সারভূত হরি ।
 তাঁহার ভজনা কর নিশিদিন ধরি ॥
 দুঃখপ্রণ এই মোহ কর পরিহার ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কৃষ্ণ সেব অনিবার ॥
 আনন্দের মূল্যধার কৃষ্ণ সনাতন ।
 এ ভব-সমুদ্রে-মাঝে আমি কোন্ জন ॥
 তোমরা কে হও মোর কহ মাতৃগণ ।
 কৰ্ম্মশ্রোতে হইয়াছে মোদের মিলন ॥
 সংযোগ বিয়োগ ঘটে হরির ইচ্ছায় ।
 কৃষ্ণের অধীন বিশ্ব সন্দেহ কি তাষ ॥
 জলবুদ্বদ সম অনিত্য সংসার ।
 মায়ার প্রভাবে মূঢ় পড়ে অনিবার ॥
 যাহার আসক্তি আছে কৃষ্ণের উপরে ।
 নির্দোষ হইয়া সেই অবস্থান কবে ॥
 অতএব মোহ সবে কর পরিহার ।
 প্রসন্ন মনেতে দাঁও বিদায় এবার ॥
 এত বলি কার্তিকেয় প্রণমে সবাষ ।
 তখনি ক্রন্দন বোল উঠিল সেধাষ ॥
 এত যত্নে কার্তিকেবে পালন করিল ।
 কৃত্তিকাগণের তাই অন্তবে লাগিল ॥
 অবিরল অশ্রুধারা বহিল নয়নে ।
 ক্ষণেকে চেনন থাকে, অচেতন ক্ষণে ॥
 কার্তিকেরে কোলে ল'য়ে কৃত্তিকাসুন্দরী ।
 বলিলেন বৎস, কোথা বাবি যোবে ছাড়ি ॥
 তোমা বিনা কী প্রকারে বাঁচিবা বহিব ।
 বল ভুমি হেখা মোরা কিভাবে থাকিব ॥

কিরূপেতে বল মোরা দানিব বিদায় ।
 কী দোষ করেছি বল দেবতার পাষ ॥
 এত বলি কৃত্তিকারা কান্দিতে লাগিল ।
 ধীরে ধীরে ষড়ানন সান্ধনা দানিল ॥
 তখন মাতারা সব প্রবোধ মানিবা ।
 কার্তিকে বিদায় দেষ আশিস্ করিয়া ॥
 মাতাদের আশীর্বাদ লভি অনন্তর ।
 শিব-পারিষদ সহ চলিল সত্তর ॥
 বিশ্বকর্মা-বিনিশ্চিত রথের উপরে ।
 কার্তিকেয় বসিলেন প্রকুল অন্তরে ॥
 পুষ্পেব মালায় রথ কিবা শোভা পাষ ।
 উদ্ভাসিত চতুর্দিক্ রত্নের প্রভাষ ॥
 রমণীয় কঙ্করাজি রথেতে বিরাজে ।
 মণিময় দর্পণাদি শোভে তারি মাঝে ॥
 মনের মতন গতি শত চক্র তার ।
 পার্বতী-প্রেরিত রথ অতি চমৎকার ॥
 কার্তিকেয় সেই রথে উঠিলা যখন ।
 সহসা কৃত্তিকাগণ হারায় চেতন ॥
 পুনঃ জ্ঞান লাভ করি করে হাহাকার ।
 কার্তিকে সম্মুখে হেরি করিলা চীৎকার ॥
 আলুথালু কেশবাস পাগলিনী-প্রায় ।
 বক্ষে কবাবাত করি করে হাষ হাষ ॥
 কার্তিকে ডাকিবা কহে কৃত্তিকারা সবে ।
 আমরা এখন বল যাই কোন্ ভবে ॥
 কোথা ভুমি যাও বৎস, আমাদের ছাড়ি ।
 তোমাতে ছাড়িয়া মোরা রহিতে না পারি ॥
 করিহু তোমাতে মোরা লালন-পালন ।
 ধর্ম্ম-অনুসারে ভুমি মোদের নন্দন ॥
 কেমনে যাইবে ভুমি ছাড়ি মাতৃগণে ।
 ধর্ম্মেব বিরুদ্ধ কাজ করিবে কেমনে ॥
 এরূপ বিলাপ করি কৃত্তিকাসকল ।
 পুনঃ পুনঃ মূর্ছা তারা ঘাঘ অবিরল ॥
 অনন্তর কার্তিকেয় বিনত্র কথায় ।
 বুঝাইয়া তাহাদের লইল বিদায় ॥

পারিষদ সহ চলে শিবের নন্দন ।
 পূর্ণকুম্ভ দধি আদি করিলা দর্শন ॥
 বেণী শূরধাতু যত মধু ও দর্পণ ।
 লাজ পুষ্প দুর্বা বৃষ গজেন্দ্র ত্রাঙ্কণ ॥
 জ্বলন্ত অনল পান পরিপক্ক ফল ।
 যাত্রাকালে কার্তিকেয় হেরিল সকল ॥
 পতিপুত্রবতী নারী মুক্তা ও চন্দন ।
 সকল মঙ্গল বস্তু করিল দর্শন ॥
 বাম পার্শ্বে হেবে শিবা, দক্ষিণে ময়ূর ।
 খঞ্জন কোকিল আদি হেবিল প্রচুর ॥
 শঙ্খচিল চক্রবাক ধেনু কৃষ্ণসাব ।
 বৎসযুক্ত ধেনু আদি হেবে অনিবার ॥
 শুনিল মঙ্গলবাত, শুনে হরিনাম ।
 শঙ্খ ও ঘণ্টার শব্দ শুনে অবিরাম ॥
 এইরূপে কার্তিকেয় আনন্দিত মনে ।
 রথে চড়ি চলিলেন পিতার ভবনে ॥
 ত্র্যম্বোদেব বৃক্ষ ছিল কৈলাস-শিখরে ।
 তাব হুলে আসি সবে অবস্থান করে ॥
 এদিকে পার্শ্ববর্তীদেবী ব্যস্ত অতিশয় ।
 নানা মণি মুক্তা দিয়া সাজাষ আলয় ॥
 অলঙ্কৃত করে পথ পল্লব-মালায় ।
 লক্ষ লক্ষ রত্নদীপ কিবা শোভা পায় ॥
 দ্বারে শোভে পূর্ণকুম্ভ কিবা শোভা তার ।
 কদলীর বৃক্ষ শোভে অতি চমৎকার ॥
 নট নটী নৃত্য সেথা কবে নিরন্তর ।
 মহোৎসবে যুথরিত কৈলাস-নগর ॥
 অনন্তর হৈমবতী সহাস্ত বদনে ।
 কার্তিকে আনিতে চলে দেবীগণ সনে ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা অহল্যা তুলসী ।
 দিতি তারা রতি আর অদिति রূপসী ॥
 শতরূপা শচী সন্ধ্যা রোহিণী আকৃতি ।
 অনসূয়া স্বাহা সংজ্ঞা মেনকা প্রসুতি ॥
 সাবিত্রী বরুণপত্নী দেবী অরুন্ধতী ।
 মনোরমা দেবহুতি একপর্ণা সতী ॥

মনসা মৈনাকপত্নী আর বসুন্ধরা ।
 পার্শ্ববর্তী দেবী ব সহ চলিলেন দ্বারা ॥
 বস্ত্রা তিলোত্তমা আর স্নাতাচী উর্বশী ।
 জুশীলা ললিতা কলা হৃন্দরী রূপসী ॥
 মেনকা প্রভৃতি যত অপ্সরা সকলে ।
 মনোহর নৃত্য করি সাথে সাথে চলে ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব আর পর্ব্বতের দল ।
 কার্তিকে আনিতে গৃহে চলিল সকল ॥
 নানারূপ বাতুধ্বনি করে বাতুকর ।
 সাথে সাথে চলিলেন ভোলা মহেশ্বর ॥
 চলিল ভৈরবদল ক্ষেত্রপালগণ ।
 শিব-পারিষদ যত চলিল তখন ॥
 পার্শ্ববর্তীরা যেই সেথা করিল দর্শন ।
 কার্তিকেয় রথ হ'তে নামিল তখন ॥
 নামিয়া হাতাব পায়ে নমস্কার করে ।
 দেবী তারে জ্রোড়ে লয় অতি স্নেহভরে ॥
 হেরিয়া বদন তার করিল চূষন ।
 আশীর্ব্বাদ করে তারে দেবদেবীগণ ॥
 অনন্তর কার্তিকেয় আনন্দিত মনে ।
 সকলের সহ চলে শিবের ভবনে ॥
 কার্তিক সেথাষ আসি করিল দর্শন ।
 রত্ন-সিংহাসনে বসি বিষ্ণু সনাতন ॥
 ধর্ম্ম ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি ষেরিয়া তাঁহারে ।
 স্তবস্তুতি করিতেছে ভক্তি সহকারে ॥
 বিষ্ণুর মোহনরূপ করি দরশন ।
 প্রণমিল তাঁর পদে শিবের নন্দন ॥
 আজানুলম্বিত ভুজ স্তরূপদর্শন ।
 হাতে শোভে তীর ধনু বীরের মতন ॥
 কার্তিকেয়ে দেখি বিষ্ণু প্রসন্ন হইল ।
 ছুই হাত তুলি তারে আশিস করিল ॥
 তারপব সেথা যত দেবগণ ছিল ।
 ক্রমে ক্রমে কার্তিকেয় সবে প্রণমিল ॥
 আশীর্ব্বাদ করে তারে যত দেবগণ ।
 রত্ন-সিংহাসনে বসে শিবের নন্দন ॥

পার্বতীর সহ মিলি দেব পঞ্চানন ।
 বিপ্রগণে ধন-রত্ন করে বিতরণ ॥
 বৈবর্ত-পুরাণ কথা অমৃত মধুর ।
 শুনিলে পাতক রাশি সব হয় দূর ॥

গণেশখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্দশ অধ্যায়

কার্তিকেব অভিষেক, কার্তিক এবং গণেশের
 বিবাহ ।

পুরাণের কথা শুনি নারদ হুহুতি ।
 নারায়ণ-প্রতি কহে হ'য়ে ছুট অতি ॥
 শ্রীহরি-কীর্তন কথা বড়ই মধুর ।
 যতই শুনেছি প্রভু চিত্ত হয় পূর ॥
 অতঃপর বল দেব কি ঘটে ঘটন ।
 সমস্ত শুনিব আমি হরষিত মন ॥
 নারায়ণ কহে শুন নারদ হুহুতি ।
 পুত্রলোভে হরগৌরী আনন্দিত অতি ॥
 কার্তিকে করে বসালেন রত্ন-সিংহাসনে ।
 হুহুধর বাত্ৰ যত বাজে ক্ষণে ক্ষণে ॥
 শঙ্খ কাংশ করতাল বাজিল তখন ।
 বিষ্ণুহরি বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ ॥
 তীর্থজলে কার্তিকে করে করালেন স্নান ।
 কিরীট মুকুট আদি করিলেন দান ॥
 বহিঃশুদ্ধ বস্ত্রবুগ্ম রত্নের ভূষণ ।
 বনমালা চক্র আদি করে সমর্পণ ॥
 যজ্ঞসূত্রে দান করে ব্রহ্মা ভগবান্ ।
 সাবিত্রী করেন তারে কৃষ্ণমন্ত্র দান ॥
 শ্রীহরি কর্ণেতে মন্ত্র দিলেন তাহারে ।
 কমণ্ডলু ব্রহ্মা অস্ত্র দিলা নির্বিচারে ॥
 ধর্মদেব দান করে ধর্ম প্রতি মতি ।
 দয়া প্রীতি দিলা তারে সর্বজীব প্রতি ॥
 যোগতত্ত্ব দান করে শিব ভগবান্ ।
 দান করে সিদ্ধিতত্ত্ব আর তত্ত্বজ্ঞান ॥

শিনাক পরশু শূল অস্ত্র যত ছিল ।
 স্নেহভরে মহেশ্বর কার্তিকে করে দিল ॥
 বরুণ তাহারে করে খেতছত্র দান ।
 শ্রেষ্ঠ-হস্তী দান করে ইন্দ্র মতিমান্ ॥
 ভক্তিমত্তে সুধাকুণ্ড দিলা শশধর ।
 বেগবান্ রথ দান করিল ভাস্কর ॥
 কামদেব কামশাস্ত্র দিলেন তখন ।
 নানা উপহার দেয় যত দেবগণ ॥
 পার্বতী তখন আসি প্রেমস্ন-বদনে ।
 মহাবিদ্যা দান করে আপন নন্দনে ॥
 বিদ্যা মেধা দয়া আর ভক্তি হরি প্রতি ।
 শ্রীহরির দাস্ত হাসি দিলেন পার্বতী ॥
 দেবগণ প্রতি বলে পার্বতী তখন ।
 কার্তিকেব বিবাহেতে করেছি মনন ॥
 দেবসেনা নামে কন্যা জগতমোহিনী ।
 সুশীলা ও সুবিনীতা রূপসী রমণী ॥
 তার সনে কার্তিকেব বিবাহ দানিতে ।
 অতিশয় অভিলাষ জাগিয়াছে চিতে ॥
 ইহা শুনি দেবগণ হরিষ অন্তর ।
 পূর্বে আদেশ দেন দেব মহেশ্বর ॥
 বেদমন্ত্র পাঠ করি ব্রহ্মা শুভক্ষণে ।
 কার্তিকে বিবাহ দিলা দেবসেনা সনে ॥
 সমারোহে অভিষেক করি সম্পাদন ।
 স্বস্থানে প্রস্থান করে বত দেবগণ ॥
 অনন্তর মহাদেব ভক্তি সহকারে ।
 পূজিলেন নারায়ণ ধর্ম ও ব্রহ্মারে ॥
 মহেশ্বরে ধর্মদেব করি আলিঙ্গন ।
 প্রণমিল ভক্তিমত্তে তাঁহার চরণ ॥
 মহাদেব হিমালয়ে করিলা অর্চন ।
 আপন আলয়ে সবে করিল গমন ॥
 তারপর কিছুকাল এইরূপে বায ।
 দেবগণে মহেশ্বর ভাকে পুনরায ॥
 গণেশের বিভাকার্য সমাপন তরে ।
 হরগৌরী মহানন্দে আয়োজন করে ॥

আসিল দেবতাগণ, আসে মুনি সব ।
 কৈলাস নগরে-পুনঃ হইল উৎসব ॥
 পুষ্টি নামে কণ্ঠা ছিল অতি রূপবতী ।
 গণেশের সাথে বিভা দিলেন পার্বতী ॥
 পুষ্টির অপর নাম মহাষষ্ঠী হয় ।
 নবদুর্গা বলি তার আছে পরিচয় ॥
 কার্তিকেয় গণেশের বিবাহের পর ।
 হৈমবতী মহাস্বখে রহে নিরন্তর ॥
 কৃষ্ণের চরণ চিন্তা করে সর্বদাই ।
 শ্রীহরির ধ্যান ভিন্ন অজ্ঞ চিন্তা নাই ॥
 কার্তিকের অভিষেক হ'ল সমাপন ।
 করিলাম তাহাদের বিবাহ-বর্ণন ॥
 কিরূপে পার্বতী দেবী পুত্র লাভ করে ।
 কহিলাম সব কথা অতি সবিস্তারে ॥
 দেবতাগণেব হ'ল শুভ সন্মিলন ।
 তোমার নিকটে তাহা করিষু বর্ণন ॥
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান্ ।
 কহিব তোমারে আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
 পবিত্র গণেশখণ্ডে আছে বিবরণ ।
 যেই শোনে তার হয় পাপের খণ্ডন ॥
 বেদব্যাস প্রথমেতে রচিল কাহিনী ।
 গণ্যমান্য তাই তিনি সর্বলোকে জানি ॥

গণেশখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চদশ অধ্যায়

গণেশেব সন্তকশত্ৰু হইবার কাব্য-কথন ।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 কৃপা করি কর মোব সন্দেহ-ভঞ্জন ॥
 অগতির গতি তুমি জগতের প্রাণ ।
 তোমা হৈতে জগতের পতন উত্থান ॥
 জ্ঞানের নিদান তুমি জগৎ-গৌণাই ।
 তোমা কাছে এই হেতু বেদন জানাই ॥

দেবতার অধিপতি শিব মহাশয় ।
 তার পুত্র গণেশের বিষ কেন হয় ॥
 পরিপূর্ণতম হরি গোলোক-ঈশ্বর ।
 পার্বতীর পুত্ররূপে ধরে কলেবর ॥
 বাহার নামেতে হয় পুণ্যের অর্জন ।
 সর্বসিদ্ধিদাতা যিনি নিত্য সনাতন ॥
 ঈশ্বরের অবতার বিম্ববিনাশন ।
 তবে তার যুগু কেন হইল ছেদন ॥
 শনির দর্শন-মাত্রে বিষ কেন হয় ।
 তাহার কারণ যোগে কহ মহাশয় ॥
 নারদের প্রশ্ন শুনি কহে নারায়ণ ।
 কহি আমি সবিস্তারে শুন দিয়া মন ॥
 যেবা এ কাহিনী শোনে ভক্তিসহকারে ।
 পাপ হৈতে মুক্ত সেই এ ভব সংসারে ॥
 মালী ও স্ত্রমালী নামে ছিল দুইজন ।
 উভয়েই ছিল অতি ভক্তিপরায়ণ ॥
 একদিন কি কারণে ক্রোধিত অন্তর ।
 মালী স্ত্রমালীয়ে শাপ দিলেন ভাস্কর ॥
 তাহা দেখি মহাদেব অতি ক্রোধ ভরে ।
 নিক্ষেপিলা গুল সূর্য্যে বধিবার তরে ॥
 শূলের আঘাতে সূর্য্য অতি ব্যথা পায় ।
 অচেতন হ'য়ে শেষে ভূমিতে লুটায় ॥
 পুত্রের দুর্দশা হেরি কণ্ঠপ তখন ।
 বক্ষোমাঝে ল'য়ে তারে করিল ক্রন্দন ॥
 যতবল ভাবি তারে করে হাহাকার ।
 দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে কঁাদে বারবার ॥
 সূর্য্যেরে হারায়ে বিশ্ব অন্ধকারপ্রায় ।
 দেবমুনিমুগ্ধগণ করে হায হায ॥
 পুত্রেরে নিপ্প্রভ হেরি কণ্ঠপ তখন ।
 শিব প্রীতি অভিষাপ করিলা অর্পণ ॥
 শুন শুন মহেশ্বর, শুন পঞ্চানন ।
 শূল দিয়া মম পুত্রে হানিলে যেমন ॥
 তেমনি তোমাবে আমি কহি বারবার ।
 মন্তক ছেদন হবে পুত্রের তোমার ॥

ব্রহ্মশাপ জেনো তুমি কভু না খণ্ডিবে ।
 তোমার কারণে পুত্র শির হারাইবে ॥
 ক্রোধগুণ্ড হ'বে পরে ভোলা মহেশ্বর ।
 ব্রহ্মজ্ঞানে সূর্য্যদেবে বঁচান সম্বর ॥
 চেতনা পাইয়া সূর্য্য আঁখি মেলি চাষ ।
 পিতা ও শ্রীমহেশ্বরে প্রণমিল পায় ॥
 কণ্ঠপ শ্রীপঞ্চননে দিলা অভিশাপ ।
 ইহা শুনি সূর্য্যদেব করে অমুতাপ ॥
 কণ্ঠপেরে কহে সূর্য্য ক্রোধভরে অতি ।
 বিষয়-স্বপ্নের প্রতি নাহি মোর মতি ॥
 বিষয়-বাসনা আমি করি পরিহার ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনিবার ॥
 লেখর কেবল মত্য আর ভুচ্ছ সব ।
 করিব কেবল সেই শ্রীহরির স্তব ॥
 বিষয়ের স্তব নাহি চাহে স্থধীজন ।
 হরির চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥
 এত বলি রুক্ত হৈয়া দেব দিবাকর ।
 নিজকৰ্ম্ম ত্যাগ করি রহে নিরস্তর ॥
 সূর্য্যোদয় নাহি হয় করি নিরীক্ষণ ।
 চিন্তিয়া আকুল হন ব্রহ্মা সনাতন ॥
 কি হবে উপায় এবে ভাবি অতঃপর ।
 সূর্য্যপাশে ব্রহ্মাদেব গেলেন সম্বর ॥
 শাস্ত্রনা প্রদান তারে করি বারংবার ।
 বিষয়ে আসক্ত তারে করে পুনর্ব্বার ॥
 শিব ব্রহ্মা কণ্ঠপাদি প্রফুল্ল অন্তরে ।
 অনন্তর সূর্য্যদেবে আশীর্ব্বাদ করে ॥
 তারপর স্বহ্মানেতে করিল প্রস্থান ।
 আপনার রাশিমাঝে সূর্য্যদেব যান ॥
 মালী ও স্তমালী দৌড়ে রোগগ্রস্ত হয় ।
 সর্ব্ব অঙ্গ বিগলিত হ'ল অতিশয় ॥
 শক্তিহীন প্রভাশূন্য হইল তাহারা ।
 অতীব বিকৃত হ'ল তাদের চেহারা ॥
 উভয়ে গমন করে ব্রহ্মার সকাশে ।
 প্রণমিয়া ধীরে ধীরে সর্দিনয়ে ভাষে ॥

উপায় মোদের কর ওগো পদ্মাসন ।
 কিভাবে হইবে বল শাপের মোচন ॥
 তাহাদের দেখি ব্রহ্মা কহিলা তখন ।
 সূর্য্য-কোপে হইয়াছে অবস্থা এমন ॥
 শুন শুন চাহ যদি নিজেব মঙ্গল ।
 সূর্য্যের ভঞ্জন তবে কব অবিরল ॥
 এই কথা বলি শেষে ব্রহ্মা ভগবান্ ।
 সূর্য্যের কবচ আদি করিলা প্রদান ॥
 সূর্য্যপূজাবিধি আর সুপবিত্র স্তব ।
 মালী স্তমালীয়ে ব্রহ্মা কহিলেন সব ॥
 পুষ্করতীরেতে বাঘ মিলি দুইজন ।
 ভক্তিমুখে ভাস্করের কবে আবধান ॥
 সূর্য্য স্তবে জানিবেক পাপের খণ্ডন ।
 প্রতিদিন সূর্য্য স্তব কর সর্ব্বজন ॥
 তোমার প্রেমের আমি দিলাম উত্তর ।
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর ॥
 পুরাণের পুণ্যকথা শুনে যেইজন ।
 অবশ্য তাহার হয় পাপ-বিমোচন ॥

৩ মালী ও স্তমালী য পাপ হইতে মুক্তিলাভ ।
 নারদ কহিলা, প্রভু কহ সবিশেষ ।
 কীভাবে স্তমালী মালী মুক্তি পায় শেষ ॥
 নারাষণ বলে তবে কর অবধান ।
 অভিশাপ-মুক্তি কথা করিব ব্যাখ্যান ॥
 রোগযুক্ত হ'বে দৌড়ে ভাবে মনে মনে ।
 এ রোগ হইতে মুক্তি পাইব কেমনে ॥
 এত ভাবি দুইজনে বিধিপাশে যায় ।
 মাঝাজে লুটায় পড়ে দৌড়ে বিধি-পাষ ॥
 শুনিবা তাদের অতি কাতর বেদন ।
 মমতায় পূর্ণ হয় প্রজাপতি-মন ॥
 স্তমালী-মালীকে নিয়ে দেব প্রজাপতি ।
 উপনীত হইলেন বিষ্ণুর সংহতি ॥
 নারাষণে লক্ষ্য করি বলে প্রজাপতি ।
 তোমা কাছে আসিয়াছি জগতের পতি ॥

এই দুই ভাতা হয় মালী ও স্ত্রমালী ।
 সূর্য্য-অভিশাপে হয় দেহ যেন কালী ॥
 জরাগ্রস্ত রুগ্ন অতি বিকট দর্শন ।
 কিরূপে এদেব শাপ হয় বিমোচন ॥
 ইহার উপায় কহ দেব নিরঞ্জন ।
 অগতির গতি তুমি জানি নারায়ণ ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য নারায়ণ কথ ।
 কেমনে হইবে শুন এই পাপ ক্ষয় ॥
 অবধান কর, বলি দেব প্রজাপতি ।
 পুষ্করেতে যায যেন অতি শীঘ্রগতি ॥
 তথায় নিবিষ্ট মনে ভজিবে ভাস্করে ।
 তবেই পাইবে মুক্তি দিনকর-বরে ॥
 অভিশাপ ইহাদের হইবে মোচন ।
 মিথ্যা নাহি হবে কভু আমার বচন ॥
 বিষ্ণুর সকাশে বসি ছিলেন শঙ্কর ।
 নারায়ণে লক্ষ্য করি বলে অতঃপর ॥
 সবিশেষ বল দেব পূজাব বিধান ।
 কুপার ভিত্তারী এরা তব বিদ্যমান ॥
 শঙ্কর-ইঙ্গিত পেয়ে দৈত্য দুই ভাই ।
 উপনীত হৈল যথা জগৎ-গৌসাই ॥
 ঘোড়হস্তে বিষ্ণু পাশে আসি দাঁড়াইল ।
 কুপা করি ভগবান্ দৃষ্টি ফিরাইল ॥
 জরাগ্রস্ত জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণকায অতি ।
 সর্বদেহে বোগচিহ্ন অশেষ দুর্গতি ॥
 স্থানে স্থানে পচা মাংস খসি খসি পড়ে ।
 কত শত কুমিকীট তাহাব ভিতরে ॥
 দুর্দশা এদেব দেখি কুপাশ্রিত হ'য়ে ।
 কহিলেন নারায়ণ অতি সহদয়ে ॥
 নৈত্য দুই সহোদর করহ শ্রবণ ।
 তোমরা উভয়ে কব পুষ্করে গমন ॥
 পুষ্করতীরেতে গিয়া শাস্ত্রের বিধানে ।
 পূজহ ভাস্করে শাপ মোচন-কাবণে ॥
 এত বলি নারায়ণ পূজামন্ত্র দিল ।
 কিভাবে হইবে পূজা তাহাও বর্ণিল ॥

জপতপ প্রাণায়াম পূজার বিধান ।
 সকল কহিল দেব নৈত্য সম্মিধান ॥
 বর্ষকাল ধরি পূজা করিলে ভাস্করে ।
 শাপ হৈতে মুক্তিলাভ হবে তার বরে ॥
 এতেক শুনিয়া দুই ভাতা সহোদর ।
 পুষ্করতীরেতে যায অতীব সত্বর ॥
 বিষ্ণুর বিধান মত মালী ও স্ত্রমালী ।
 পূজিল ভাস্করদেবে হ'য়ে কৃতাজলি ॥
 একটি বৎসর পরে হ'লে অবসান ।
 ভাস্কর হইবা ভুট করে বরদান ॥
 দৈত্যদের হয় তবে শাপ বিমোচন ।
 ধরিল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পূর্ব্বের মতন ॥
 শাপমুক্ত হ'য়ে তারা প্রণমে ভাস্করে ।
 আপন গৃহেতে যায হরিষ অন্তরে ॥
 এত কথা বলি তবে দেব নারায়ণ ।
 জিজ্ঞাসেন পুনরায নারদে তখন ॥
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা বলহ আমারে ।
 অবশ্য করিব চেষ্টা বাঞ্ছা পূরিবারে ॥

গণেশখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষোড়শ অধ্যায়

গণেশের গজানন হইবার কাবণ ।

নারদ কহিলা, প্রভু কুপা-অবতার ।
 ত্রীহরির অংশ তুমি সংশয় কি তার ॥
 করিলে আমার আজি সন্দেহ-ভঞ্জন ।
 মালী ও স্ত্রমালী কথা করিলু শ্রবণ ॥
 এইবার কুপা করি কহ মহাশয় ।
 গণেশদেবের কেন গজমুণ্ড হয় ॥
 কৃষ্ণ বংশে জন্ম বার, বিনি স্বেচ্ছাময় ।
 কি হেতু এমন রূপ অতীব বিস্ময় ॥
 অশ্রু অশ্রু দেবতার রূপবান্ সবে ।
 গণেশ হইল কেন গজানন তবে ॥

গণপতি মহেশ্বর শিবের নন্দন ।
 বিকৃত হইল রূপ কিসের কারণ ॥
 নারদের এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ ।
 যুধুভাষে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
 শুন হে নারদ তুমি কথা রমণীয় ।
 বেদের তুল্য কথ্য অতি গোপনীয় ॥
 পুরাতন ইতিহাস করিব বর্ণন ।
 পিতার নিকটে ইহা করিহু শ্রবণ ॥
 একদা শ্রীহৃদেব আনন্দিত মনে ।
 ঐরাবতে চড়ি যায় কানন-ভ্রমণে ॥
 পুষ্পভদ্রা-নদীতীর অতি চমৎকার ।
 দুর্গম অরণ্য মাঝে কিবা শোভা তার ॥
 কুসুম উদ্যানে বহে মন্থর পবন ।
 ভ্রমর-গুঞ্জর শুনি ব্যাকুলিত মন ॥
 কোকিলের কুহ রবে মুগ্ধ হয় প্রাণ ।
 পুষ্পগন্ধে আয়োদিত কানন-উদ্যান ॥
 হেনকালে রম্ভাদেবী পুলকিত মন ।
 কামদেব গৃহপানে করিছে গমন ॥
 একমনে চলে রম্ভা দ্রুত তার গতি ।
 স্রবত ক্রীড়ার লাগি কামাচুরা অতি ॥
 স্রগঠিত জ্যোতির্দেহ রূপসী যুবতী ।
 যুক্তাসম দম্ভরাজি স্মদর্শন অতি ॥
 পকবিশ্বফল-সম ওষ্ঠ ও অধর ।
 বৃহৎ নিভম্ব তার অতি মনোহর ॥
 শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার ।
 গলেতে মালতীমালা শোভে চমৎকার ॥
 নীলোৎপল-সম তার যুগল নয়ন ।
 সূন্দর কবরীভার স্ববর্তুল স্তন ॥
 রসিকা রূপসী নারী অতি মনোহর ।
 গজেন্দ্রসমান তার গমন মন্থর ॥
 অঙ্গরীপ্রধানা নারী অতি রমণীয়া ।
 চলিতেছে একমনে কটাক্ষ হানিয়া ॥
 রম্ভারে হেরিয়া সেখা দেব পুরন্দর ।
 কামবাণে হ'ল তার ব্যাকুল অন্তর ॥

ঐরাবত হৈতে ইন্দ্র নামিল তখন ।
 রম্ভার সকাশে ছরা করিল গমন ॥
 ডাকিয়া কহিল তারে, শুন বরাননে ।
 বল বল যাইতেছ কাহার ভবনে ॥
 বহুদিন পরে তোমা করিহু দর্শন ।
 তোমাতে হেরিয়া আজি উল্লসিত মন ॥
 কোন্ জন প্রিয়পাত্র হইল তোমার ।
 চলিয়াছ আজি তুমি ভবনে কাহার ॥
 শুনিয়া তোমার কথা দূতের বদনে ।
 আসিয়াছি এই স্থানে তব অন্বেষণে ॥
 তব প্রতি অনুরক্ত আমি সর্বদাই ।
 মোর মনে তুমি ছাড়া অল্প চিন্তা নাই ॥
 স্বেদিত জল পানে ধাষ যার মন ।
 পঙ্কযুক্ত জল পান না করে কখন ॥
 অমৃতে যাহার রুচি, স্ররা নাহি চায় ।
 দুগ্ধে তৃষণ আছে যার, জল নাহি খায় ॥
 কুসুমশয্যার মাঝে যে করে শয়ন ।
 অস্ত্রশয্যা-মাঝে নাহি শোষ সেই জন ॥
 নরক চাহে না কভু স্বর্গবাসী নর ।
 গুর্ধঙ্গ নাহি করে পণ্ডিতপ্রবর ॥
 একবার যে তোমাতে করে দর্শন ।
 অল্প নারী প্রতি তার নাহি ধাষ মন ॥
 এই কথা বলি তারে দেব পুরন্দর ।
 রতির কামনা তারে জানায় সত্বর ॥
 শুনিয়া ইন্দ্রের বাক্য মধুর বচনে ।
 রম্ভাদেবী ইন্দ্রদেবে কহে সেইক্ষেণে ॥
 যেথা অভিরূচি মোর সেথা আমি যাই ।
 মোরে কেন এই কথা বলিছ বৃথাই ॥
 পুরুষ লম্পট সদা ভ্রমরের মত ।
 ভিন্ন ভিন্ন কুসুমোতে ভ্রমে অবিরত ॥
 বায়ুসম হৃৎকল পুরুষ প্রকৃতি ।
 নারীয়ে বঞ্চনা করা তাহাদের রীতি ॥
 যতদিন কার্য্য তাব না হয় উদ্ধার ॥
 ততদিন নারীসঙ্গ নাহি ছাড়ে আর ॥

সরোবরে জল যবে শুষ্ক হ'য়ে যায় ।
 জলজীব সেই স্থান ত্যজিবে ছারায় ॥
 সেইকপ পুরুষেরা কার্য্য সিদ্ধ হ'লে ।
 রমণীর সঙ্গ ত্যাগ করয়ে সকলে ॥
 এত শুনি ইন্দ্ররাজ ক্ষুব্ধ অতি মন ।
 সকাঁতরে বলে তবে রস্তারে তখন ॥
 ছল ত্যজি আলিঙ্গন দেহ গো ললনে ।
 তব বশীভূত আমি জ্ঞানিবেক মনে ॥
 ইহা শুনি রস্তা তবে প্রসন্ন হৃদয় ।
 মুদ্রহাস্তে ইন্দ্র প্রতি ধীরে ধীরে কয় ॥
 শুন শুন ইন্দ্রে, তুমি দেব-অধিপতি ।
 রমণীকুলের তুমি বাঞ্ছনীয় অতি ॥
 রসিক পুরুষ নারী কবে অন্বেষণ ।
 স্ববেশ যুবকে সঙ্গা ধায় তার মন ॥
 গুণী ধনী শাস্ত স্বামী নারীগণ চায় ।
 বুদ্ধ স্বামী প্রতি কভু মন নাহি যায় ॥
 জরাগ্রস্ত রোগী স্বামী নাহি চায় কভু ।
 আমি আজ দাসী তব, তুমি মোর প্রভু ॥
 কামবাণে জর্জরিতা হ'য়ে রস্তা অতি ।
 কটাক্ষ নখনে চাহে পুরন্দর প্রতি ॥
 কামে জর্জরিত হ'ল দেব পুৰন্দর ।
 পুষ্পশয্যা মাঝে তারে লইল সত্বর ॥
 ইন্দ্রের বদন বস্তা কবিতা চুষন ।
 দুই জন পরস্পাবে করে আলিঙ্গন ॥
 পকবিশ্বকল-সম বস্তার অধর ।
 পুনঃ পুনঃ চুষ দেব দেব পুরন্দর ॥
 নানা মতে দুই জন করয়ে বিহার ।
 রতিস্থখে নাহি কিছু বাহু জ্ঞান আর ॥
 দিবারাত্র নাহি জ্ঞান অতি কামাতুর ।
 দুই জনে রতিক্রীড়া করয়ে প্রচুর ॥
 এই রূপে স্থল মাঝে করিবা রমণ ।
 জলবিহারের তবে করিল গমন ॥
 পুষ্পভদ্রা-নদী-জলে নামি দুই জনে ।
 শৃঙ্গার করিল তারা আনন্দিত মনে ॥

কভু জলে কভু স্থলে করিছে শৃঙ্গার ।
 রতিস্থখে মগ্ন দৌহে তৃপ্তি নাহি আর ॥
 সহসা দুর্বাসা মুনি শিষ্যগণ ল'য়ে ।
 সেই পথ দিয়া যান শিবের আলয়ে ॥
 মুনিরে হেরিয়া ইন্দ্র আসিয়া ছারায় ।
 ভক্তিভরে প্রণিপাত করে দুর্বাসায় ॥
 ইন্দ্রদেবে হেরি মুনি আশীর্বাদ করে ।
 পারিজাত পুষ্প এক দেষ স্নেহভরে ॥
 এই পুষ্প দুর্বাসারে দেন নারায়ণ ।
 এই পারিজাত পুষ্প বিঘ্নবিনাশন ॥
 যাহার মাথার 'পরে এই পুষ্প রয় ।
 সর্বস্থানে সেই জন লাভ করে জয় ॥
 সকল দেবের জ্যেষ্ঠ হয় সেই জন ।
 সর্ব-অগ্রে সব তারে করয়ে পূজন ॥
 মহালক্ষ্মী তার ঘরে নিরন্তর রয় ।
 বুদ্ধি তেজে বলে সেই সর্বজ্যেষ্ঠ হয় ॥
 অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে যেই মূঢ়জন ।
 এই পুষ্প মস্তকে না করয়ে গ্রহণ ॥
 শোভাহীন হয় সেই স্বজনের সহ ।
 মহাভূষণ ভোগ সেই করে অহরহঃ ॥
 এত বলি মুনি ধীরে করিল গমন ।
 ঐরাবত পিঠে ইন্দ্র উঠিল তখন ॥
 বাহুজ্ঞানশূন্য হ'য়ে দেব পুরন্দর ।
 ঐরাবতমুণ্ডে পুষ্প রাখে অনন্তর ॥
 শোভাহীন ইন্দ্ররাজ হইল তখন ।
 তাহারে ছাড়িয়া রস্তা করিল গমন ॥
 ঐরাবত গজ শিরে সেই পারিজাত ।
 দুর্বাসা মুনির চোখে পড়ে অকস্মাৎ ॥
 হেন আচরণ দেখি মহাতপোধন ।
 অতিশয় ক্রোধে হয় অধীর তখন ॥
 ইন্দ্রকে সম্ভাবি ঋষি দিল ব্রহ্মশাপ ।
 পারিজাতে অবহেলি করিলি যে পাপ ॥
 এই মহাপাপে তুই লক্ষ্মীছাড়া হবি ।
 জরা রোগে শোকে ছুখে বহু কষ্ট পাবি ॥

আমার প্রদত্ত মাল্য দিলে শিরে যার ।
 অভিশাপ হৈতে সেও পাবে না নিস্তার ॥
 তাহার মস্তক নাহি রহিবে কখন ।
 অচিরে আমার শাপে হইবে পতন ॥
 এত বলি রুষ্ট ঋষি প্রশ্নান কবিল ।
 ঐরাবত ইন্দ্র ছাড়ি অস্ত্র দিকে গেল ॥
 গজরাজ পুরন্দরে করি পরিহার ।
 প্রবেশ করিল মহা-অরণ্য-মাঝার ॥
 সেখায় হস্তিনী এক করি দরশন ।
 গজরাজ তার সাথে করিল রমণ ॥
 সেই রমণের ফলে জন্মিল সন্তান ।
 মহামুখে সবে মিলে করে অবস্থান ॥
 গোপনে আসিবা হেথা হরি সনাতন ।
 ঐরাবত-মুণ্ড-ছেদ করিল তখন ॥
 সেই মুণ্ড ল'য়ে শেষে হরি নারায়ণ ।
 গণেশের স্কন্ধে তাহা করিল যোজন ॥
 গজমুণ্ডকথা আমি করিমু বর্ণন ।
 সর্ব পাপ দূর হয় যে করে শ্রবণ ॥
 সর্ব কার্যে সিদ্ধিলাভ হইবে তাহার ।
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর এইবার ॥

গণেশখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তদশ অধ্যায়

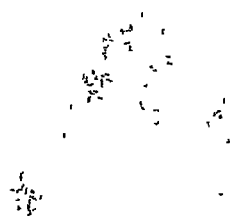
ইন্দ্রের পুনর্বাণ লক্ষ্মীলাভ ।

নারদ কহিলা প্রভু, ভুলিব না আমি কভু,
 যে আখ্যান করিলে বর্ণন ।
 দেবতার সমুদয়, কেন শোভাহীন হয়,
 কৃপা করি কহ নারায়ণ ॥
 কি করিবা দেবগণ, কমলারে প্রাপ্ত হন,
 সবিস্তারে কহ মহাশয় ।
 দেবরাজ পুরন্দর, কি করিলা অতঃপর,
 জানিতে বাসনা মম হয় ॥

কহিলেন নারায়ণ, শুন শুন তপোধন,
 বিস্তারিয়া কহি অতঃপর ।
 শোভাহীন দেবপতি, মনের দুঃখেতে অতি,
 স্বর্গমাঝে গেলেন সত্ত্বর ॥
 গজেন্দ্র ত্যজিল তারে, অবহেলা-সহকারে,
 রম্ভা তারে কবে পরিহার ।
 দীন ভাবে অতিশয়, স্বর্গমাঝে ইন্দ্র রয়,
 শান্তি লুপ্ত নাহি মনে তার ॥
 মোহন অমরাবতী, আজি শূন্যময় অতি,
 চারিদিক্ নিবানন্দময় ।
 নাহি হাসি নাহি গান, সকলেই ত্রিযমাণ,
 চতুর্দিকে শত্রুরাজি রয় ॥
 সাথে ল'য়ে বৃহস্পতি, ইন্দ্রদেব শীত্ৰগতি,
 প্রজাপতি ব্রহ্মা কাছে যায় ।
 অনন্তর ভক্তিতরে, প্রণমিষা যুক্তকরে,
 স্তবস্ততি করিলেন তাব ॥
 বৃহস্পতি করি স্তব, কহিলেন তাঁরে সব,
 ব্রহ্মা দেব করিষা শ্রবণ ।
 হইলেন ক্ষুব্ধ অতি, চাহি ইন্দ্রদেব প্রতি,
 যুদ্ধ যুদ্ধ কহিলা বচন ॥
 শুন শুন শচীপতি, কি কহিব তব প্রতি,
 তুমি হও প্রপৌত্র আমার ।
 গভ্রী তব সাধবী সতী, অনুপমা রূপবতী,
 তবু তুমি কর ব্যভিচার ॥
 পরস্মীতে অনুরক্ত, অস্ত্র কামিনীর ভক্ত,
 পররমণীব 'পরে লোভ ।
 তুমি অতি লজ্জাহীন, ব্যভিচারে নিশিদিন,
 কিছু মাত্র নাহি ভব ক্ষোভ ॥
 পররমণীর সাথে, যে জন রমণে মাতে,
 শোভা যশ নষ্ট হয় তার ।
 পাপযুক্ত সেই নর, দুঃখ পাষ নিরন্তর,
 নিন্দনীয় হয় অনিবার ॥
 শ্রীহরির নিবেদিত, পারিজাত হুবাচিত,
 দুর্বাসা তোমাতে করে দান ।



অসুখী প্রাণী নারী অতি বয়সী।
চলিতেছে এখানে স্ট্রাফ হানিয়া॥



রক্তাতে আকৃষ্ট হ'য়ে, ভূমিসেই পুষ্প ল'য়ে,
নাহি কব মর্যাদা প্রদান ॥

ওই পুষ্প ল'য়ে করে, রাখ হস্তী মুণ্ড 'পরে,
পাইয়াছ সমুচিত ফল ।

শুন শুন দেববাজ, রক্তা কোথা গেল আজ,
কোথা তব বাস্বব সকল ॥

ভূমি আজ শোভাহীন, হইয়াছ অতি দীন,
লক্ষ্মীদেবী ত্যজিলেন তাই ।

কি আরতোমাবেকব, যাহাআছে ভাগ্যেতব,
স্বনিশ্চিত ধটিবে তাহাই ॥

লক্ষ্মী লভিবার তরে, নারায়ণে ভক্তিভরে,
আরাধনা করহ সত্বরে ।

এত বলি পুরন্দরে, চতুর্মুখ তারপবে,
ত্রিহরিব মস্ত্র দান করে ॥

মস্ত্র লভি দেববাজ, চলিলা পুষ্কর-মাঝ,
গুরু আর দেবগণ সহ ।

একমনে ভক্তিভরে, এক বর্ষ কাল ধ'রে,
সেই মন্ত্র জপে অহরহঃ ॥

শেষে হরি সনাতন, সেথা আবির্ভূত হন,
ইন্দ্রদেবে করে বব দান ।

বলিলেন ইন্দ্ররাজে, ক্ষীরোদসাগর মাঝে,
গিয়া লক্ষ্মী করহ সন্ধান ॥

দেবগণে সঙ্গে নিয়া, ক্ষীরোদসাগবে গিয়া,
সে সাগর করিল মন্থন ।

ইন্দ্রদেব জোড় করে, অতিশয় ভক্তিভবে,
কমলারে করিল পূজন ॥

ভূমি মাতঃ নদামখী, নিত্যা সত্যা বিশ্বজয়ী,
সুন্দর ভূমি তেজঃস্বরূপিণী ।

তব পদে নমস্কার, কবি মোবা অনিবার,
ভূমি মাগো ভুবনমোহিনী ॥

যদি হয় কুসন্তান, মাতা করে স্নেহ দান,
অবহেলা নাহি করে তারে ।

আমরা অবোধ অতি, কুসন্তান হীনমতি,
দেখা দাও কহি বাবে বারে ॥

শরতের চন্দ্রসমা, লক্ষ্মী দেবী মনোরমা,
স্ববস্তুতি করিয়া শ্রবণ ।

আবির্ভূতা হ'য়ে তথা, কহিলেন হিতকথা,
উল্লসিত হন দেবগণ ॥

দেবগণ পুনরায, লক্ষ্মীরে ফিরিয়া পায়,
পুষ্পরূপ্তি হয় অনিবার ।

যত দেব সমুদয়, পুনঃ শোভায়ুক্ত হয়,
ভ্রষ্ট রাজ্য লভিল আবার ॥

গণেশখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

৩ অষ্টাদশ অধ্যায়

গণেশেব একদন্ত হইবাব কাবণ-কথন-প্রসঙ্গে
জন্মদায়ি বার্তাবীৰ্য্য-সংবাদ ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ ।

তব মুখে সব কথা কবিনু শ্রবণ ॥

কৃপা করি মোরে আজি কহ মহাশয় ।

কি কাবণে গণপতি একদন্ত হয় ॥

অন্ত দন্ত কোন্ স্থানে করিল গমন ।

বিস্তারিয়া মোরে আজি কহ নারায়ণ ॥

নারদের এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ ।

নাবায়ণ কহিলেন মধুর বচন ॥

হে নারদ, দূব ভব করিব সংশয় ।

শুন শুন কেন শিশু একদন্ত হয় ॥

একদা ত্রীকার্তবীৰ্য্য যুগয়ার তরে ।

প্রবেশ করিয়াছিল বনের ভিতরে ॥

অরণ্যেতে নানা যুগ করিয়া সংহার ।

দৈন্ত্যসহ সেই রাজা ভ্রমে চারিধাব ॥

পথশ্রমে শ্রান্ত তার হয় কলেবর ।

ক্ষুধায় তৃণাশ্য সব হইল কাতর ॥

এদিকেতে দ্রুত বেলা হয় অবসান ।

অস্তাচলে সূর্যদেব করিল প্রাণ ॥

অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইল ।

তা দেখিয়া নৃপবর চিন্তায় পড়িল ॥

সকাতরে সৈন্যদল চারিদিকে চাব ।
 কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন রাজা না দেখে উপাব ॥
 চারিদিকে খাপদেরা করিছে গৰ্জ্জন ।
 যুদ্ধভূতে বুঝিবা নিভে জীবন স্পন্দন ॥
 উপায় না দেখি আর সদলে নৃপতি ।
 বক্ষেতে চড়িয়া তবে কাটাইল রাত্তি ॥
 অনাহারে অনিদ্রায় রাত্তি কাটাইল ।
 প্রভাতে সকলে বৃক্ষ হইতে নামিল ॥
 চলিতে না পারে কেহ অবশ চরণ ।
 পথশ্রমে দেহ সহ ক্লান্ত হব মন ॥
 তৃণাবশে অশ্বগণ চলিতে না পারে ।
 ক্ষুণ্ণ সৈন্যের মুখে বাক্য নাহি সরে ॥
 বনের ভিতর পথ না পায় রাজন ।
 ইতস্ততঃ সৈন্যসহ করয়ে ভ্রমণ ॥
 হেনকালে অকস্মাৎ সদলে নৃপতি ।
 উপনীত হন এক আশ্রম সংহতি ॥
 জমদগ্নি মহামুনি আশ্রম তাঁহার ।
 পবিত্র নির্জন স্থান অতি চমৎকার ॥
 অতঃপর জমদগ্নি-আশ্রমের ধারে ।
 সৈন্যসহ রাজা যায় আশ্রমেব ভরে ॥
 উপনীত হৈয়া তথা রাজা মহামতি ।
 হরিমন্ত্র জপ করে ভক্তিতরে অতি ॥
 হেরিয়া রাজার মুখ শুক অভিশয় ।
 কুশল শুধান তারে মুনি মহাশয় ॥
 নূর্বাসম দীপ্তিগম্য হেরিয়া মুনিরে ।
 তাঁর পায়ে নরপতি নমিলেন ধীরে ॥
 বলিলেন—ওহে মুনি রয়েছি কুশলে ।
 তবু বড় কষ্টে রাত কাটাই সকলে ॥
 অনশনে গত রাত্তি করেছি যাপন ।
 আশ্রমে আসিয়া এবে শান্ত হৈল মন ॥
 শুনি তাহা মুনিবর দুঃখিত অন্তরে ।
 বলিলেন কার্ত্তবীৰ্য্যে অতি সমাদরে ॥
 শুন শুন মহারাজ আখার বচন ।
 সৈন্যসহ যোর গৃহে করহ ভোজন ॥

শুনিয়া মুনির বাক্য হরষিত মন ।
 আতিথ্য গ্রহণ রাজা করিল তখন ॥
 নৃপের সহিত আছে বহু অনুচর ।
 ভাবিয়া কাতর তাহে হব মুনিবর ॥
 লক্ষীসম কামধেনু মুনিগৃহে ছিল ।
 তাহার নিকটে মুনি সমস্ত কহিল ॥
 শুনিয়া মুনির কথা কামধেনু কব ।
 আমি বর্তমানে তোমা নাহি কোন ভয় ॥
 সমস্ত বিশ্বের লোক যদি হেথা আসে ।
 সকলের খাণ্ড আমি দিব অনায়াসে ॥
 রাজভোগ্য খাণ্ড দ্রব্য বাহা কিছু চাই ।
 যতই চূর্ণভ হোক দিব আমি তাই ॥
 নানাবিধ খাণ্ড দ্রব্য নানাবিধ ফল ।
 পরমাণু হৃত দুগ্ধ মৌদক সকল ॥
 সুস্বাদু লড্ডু ক বব উত্তম তণ্ডুল ।
 কর্পূরেতে সুস্বাসিত বিচিত্র তাম্বুল ॥
 সুন্দর বসন আর উত্তম ভূষণ ।
 কামধেনু সকলেরে করিল অর্পণ ॥
 নানাবিধ ভোজ্য বস্ত্র প্রযোজন যত ।
 নিমেষেতে কামধেনু যোগায় সতত ॥
 সৈন্য সহ ভোজনেতে বসে নরপতি ।
 হেরিয়া বিবিধ খাণ্ড আনন্দিত অতি ॥
 যেমন হৃগন্ধ খাণ্ড, সুস্বাদু তেমন ।
 দেখিয়া রাজার জাগে সন্দেহ ভীষণ ॥
 সচিব ভাকিবা ধীরে কার্ত্তবীৰ্য্য কব ।
 খাণ্ড হেরি যোর মনে হতেছে বিস্ময় ॥
 চূর্ণভ এ খাণ্ডরাজি কভু হেরি নাই ।
 কোথা হ'তে আনে সব খোঁজ কর তাই ॥
 সংসারবিরাগী মুনি বনে বাস করে ।
 এতেক ঐশ্বর্য্য কভু নাহি ইচ্ছাগারে ॥
 কোথা হৈতে পায় মুনি বুঝিতে না পারি ।
 সন্ধান করিতে মন্ত্রি যাও ভ্রম্য করি ॥
 অন্বেষণ করি আসি সচিব তখন ।
 গোপনে নৃপেরে কহে সব বিবরণ ॥

অমাত্য কহিল তাবে শুন মহারাজ ।
 বিশ্বযজ্ঞক দৃশ্য হেরিলাম আজ ॥
 অদ্বৈত দেখি দেখি মূনিগৃহ-মাঝে ।
 যজ্ঞকর্তা চন্দ্র কুশ ফুল আদি রাজে ॥
 স্তব্ধাদি পাত্রে শস্ত্র কোন কিছু নাই ।
 পত্নী তাঁর বৃক্ষছাল পরিছে সদাই ॥
 বৃক্ষচন্দ্র পরিধান করে পুত্রগণ ।
 মন্তকে জটোর ভার করিছে ধারণ ॥
 মূনির কুটীরে হেরি পূর্ণচন্দ্রসমা ।
 কামধেনু আছে এক অতি মনোরমা ॥
 জ্যোতির্ময়ী মূর্তি তার অতি চমৎকার ।
 লক্ষ্মীসম কপিলা সে গুণের আধার ॥
 যত ইতি খাড়া আর বসন-বাসন ।
 কামধেনু ইচ্ছামাত্র যোগায় আসন ॥
 এই গাভী যদি থাকে কাহারো আশয় ।
 কভু কোন দ্রব্যাতাব তাহার না হয় ॥
 শুনিবা সচিবমুখে সব বিবরণ ।
 কার্তবীৰ্য্য করে মনে উপায় চিন্তন ॥
 অনুপম দেখু আমি লইব নিশ্চয় ।
 জাগিযাছে মোর মনে ইচ্ছা অভিশয় ॥
 মন্ত্রীরে বলেন তবে করি সম্বোধন ।
 ওহে মন্ত্রী মোর বাক্য করহ শ্রবণ ॥
 ঋষির নিকটে গিয়া চাও কপিলারে ।
 লইব আমার গৃহে জানাও তাহারে ॥
 যদি মূনি নাহি দেন নিজেই ইচ্ছাষ ।
 বলেতে লইব গালী কহিনু তোমায় ॥
 মোর ইচ্ছা অপূর্ণ না রহে বদাচন ।
 ছলে বলে কার্য্য আমি করিব সাধন ॥
 একপ প্রীতিজ্ঞা মনে করেন নৃপতি ।
 কে জানে কেন বা হয় এমন দুর্শ্রুতি ॥
 নারায়ণ কহে শুন নারদ ব্রহ্মজন ।
 কালের বিচিত্র গতি কর নিরীক্ষণ ॥
 কালবশে ভ্রমে জীব সংসার-মাঝারে ।
 কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে ॥

কালের অধীন যবে হয় জীবগণ ।
 ধর্ম্মার্থ বোধ কিছু না থাকে তখন ॥
 শুভাশুভ পুণ্যাপুণ্য সব লোপ পায় ।
 হিতবাক্যে ধর্ম্মপথে মন নাহি ধায় ॥
 জীবগণ কালবশে মতিভ্রষ্ট হয় ।
 কাল-বশীভূত হৈলে সব পুণ্য-ক্ষয় ॥
 কর্ম্মফলে জীব করে জনম ধারণ ।
 যোনিগত হয় সবে কর্ম্মের কারণ ॥
 কেহ জন্মে রাজবংশে কেহ হীনকুলে ।
 নরকে গমন করে কেহ কর্ম্মফলে ॥
 কর্ম্মফলে রোগভোগ করে জীবগণ ।
 কর্ম্মফলে কালমুখে করয়ে গমন ॥
 মূনির সকাশে গিয়া কহে নরপতি ।
 যোগীর ঈশ্বর তুমি সদাশয় অতি ॥
 সবার প্রার্থনা তুমি করহ পূরণ ।
 আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর তপোধন ॥
 আমি প্রভু ভক্ত তব, তুমি ভগবান্ ।
 কৃপা করি কামধেনু কর মোরে দান ॥
 দধীচি মূনির সম তুমি দাতা অতি ।
 কৃপাভিক্ষা দান এবে কর মোর প্রতি ॥
 তপোরাশিরূপী তুমি কি কহিব আর ।
 ভক্তের ঈশ্বর তুমি কৃপা-অবতার ॥
 ইচ্ছা যদি কর তুমি এ বিশ্ব সংসারে ।
 বহু কামধেনু প্রভু পার সৃজিবারে ॥
 অতিথি প্রার্থিত দ্রব্য না দেয় যে জন ।
 নিশ্চয় জানিবে তার নরকে পতন ॥
 শুনিবা রাজার মুখে এ হেন বচন ।
 ক্রোধভরে মূনিবর কহিলা তখন ॥
 ওরে শর্ত্ত প্রবঞ্চক ওবে নীচাশয় ।
 এ কথা কহিতে তব মনে নাহি ভয় ॥
 দানের উচিত পাত্র তুমি কি কখন ।
 কি হেতু তোমারে দান করিব রাজন্ ॥
 ক্ষত্রিয় নৃপতি তুমি, আমি যে ব্রাহ্মণ ।
 দান যদি করি হব পাপে নিমগন ॥

খলতা শঠতাপূর্ণ তোমার অন্তর ।
 হেন কথা না বলিও আমার গোচর ॥
 পরমাত্মা সনাতন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 ব্রহ্মারে এ কামধেনু করিল প্রদান ॥
 ভৃগুরে প্রদান করে ব্রহ্মা অতঃপর ।
 আমারে প্রদান করে ভৃগু মুনিবর ॥
 পৈত্রিক সম্পত্তি হয় কপিলা আমার ।
 প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কি কহিব আর ॥
 অতিথির রূপে তুমি এলে মহারাজ ।
 নতুবা হইতে ভয় মোর ক্রোধে আজ ॥
 নৃপতি বলিয়া তোমা করিলাম ক্ষমা ।
 জানিবে কপিলা গাভী যম প্রাণসমা ॥
 যত্নপি চাহিত ইহা অল্প কোন জন ।
 এতক্ষণে পাঠাতাম যমের ভবন ॥
 তৃষ্ণাক্ষুধা প্রলীড়িত ছিলে অতিশয় ।
 সব প্রাণ রক্ষিলাম হইয়া সদয় ॥
 তার যোগ্য প্রতিদান দিলে কি আমায় ।
 কৃতঘ্নতা সম পাপ নাহি এ ধরায় ॥
 আমার বচন শুন যদি ভালো চাও ।
 আপন ভবনে তবে শীঘ্র ফিবে যাও ॥
 শুনিয়া মুনির বাক্য নৃপতি তখন ।
 অবিলম্বে সৈন্যমাঝে করিল গমন ॥
 ক্রোধে কাঁপে কলেবর আবল্ভ নয়ন ।
 ডাকিয়া নৃপতি কহে শুন সৈন্যগণ ॥
 অবিলম্বে যাও সব আশ্রয় ভিতর ।
 বল করি কামধেনু আনহ সত্তর ॥
 শীঘ্র শীঘ্র যাও সব আশ্রয় ভিতবে ।
 দেখিব দুর্বল মুনি কিসে রক্ষা করে ॥
 বাজার পাইবা আশ্রয় যত সৈন্যগণ ।
 অস্ত্র সহ চলে সব হরষিত গন ॥
 দ্রুতগতি বায় তারা আশ্রয় ভিতর ।
 তাহা দেখি মুনি ভয়ে কাঁপে থর থর ॥
 অবিলম্বে গিয়া মুনি ধেনুব নিকটে ।
 সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অকপটে ॥

বলিতে বলিতে মুনি করিল জ্ঞানন ।
 কামধেনু যুহু ভাষে কহিলা তখন ॥
 শুন শুন মুনিবর কি কহিব আর ।
 নিজ বস্ত্র দানে আছে ক্ষমতা সবার ॥
 আপন ইচ্ছায যদি কর যোরে দান ।
 যেচ্ছায নৃপের সহ কবিব প্রস্থান ॥
 দান যদি নাহি কর শুন শুন প্রভু ।
 তোমার ভবন ছাড়ি নাহি যাব কভু ॥
 বহু সৈন্য দিব আমি শুন যোগিরাজ ।
 নৃপতির বিতাড়িত কর তুমি আজ ॥
 শুন শুন মুনিবর আমার বচন ।
 বোদন করিছ তুমি কিসের কারণ ॥
 কেবা তুমি কেবা আমি জানে কোন জন ।
 কালের প্রভাবে শুধু হইল মিলন ॥
 কি সাধ্য রাজার আছে লইতে আমারে ।
 আপন ইচ্ছায যদি না দাও তাহাবে ॥
 কত তার সৈন্য আছে, কত সাধ্য তার ।
 কতই ক্ষমতা আব কত অহঙ্কার ॥
 সঙ্ঘুখে দাঁড়ায়ে তুমি দেখ মুনিবর ।
 কতই দুর্বল তার। আমার গোচর ॥
 বাজার শরীরে বল কিবা শক্তি আছে ।
 অতিশয় তুচ্ছ তাহা দৈবশক্তি কাছে ॥
 না কাঁদিও মুনি তুমি আমার রক্ষক ।
 দেখিবে কেমনে আমি তাড়াই বক্ষক ॥
 কামধেনু এই কথা বলি অতঃপর ।
 প্রসব করিল সেখা সেনানী বিস্তর ॥
 নিশ্বাসে প্রাণসে তাব সৈন্য কত হয় ।
 যুহুর্ভে যুহুর্ভে বাড়ে সংখ্যা নাহি রয় ॥
 বহু অস্ত্র শস্ত্র ধেনু করিল প্রসব ।
 ভীষণ-দর্শন আর ভয়ঙ্কর সব ॥
 শক্তি শেল শূল গদা পট্টণ তোমর ।
 খরসান ধনুর্বাণ ভীষণ যুগের ॥
 খড়গধারী শূলধারী ধনুর্ধারী নব ।
 দণ্ডধারী বীর যত জন্মিল বিস্তর ॥

কারো হাতে শক্তি অস্ত্র, কেহ ধরে গদা ।
 ভয়ঙ্কর হুহুকার করিছে সর্বদা ॥
 নানাবিধ বাণভাণ্ড বিনির্গত হয় ।
 তিনকোটি রাজপুত্র জন্মে সে সময় ॥
 ধেনু মুখে হয় কত সৈন্তের জনম ।
 নঘন হইতে হয় সৈন্তের সৃজন ॥
 বক্ষ হৈতে পুচ্ছ হৈতে কত সৈন্যদল ।
 জনমিছে শোভিতেছে বরণ উজ্জ্বল ॥
 প্রসব করিয়া সব কামধেনু কথ ।
 এই সব লহ মুনি নাহি কোন ভয় ॥
 নিজে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে না কর গমন ।
 যুদ্ধ তবে সৈন্যদের কবহ প্রেরণ ॥
 অদ্ভুত বিকট সেনা কবি নিবীক্ষণ ।
 রাজ্যাব ধতক সৈন্য কবে পলায়ন ॥
 শুনিয়া তাদের মুখে বারতা অদ্ভুত ।
 নরপতি স্বদেশেতে পাঠালেন দূত ॥
 সংবাদ পাইয়া শেষে অতীব সন্ত্রস্ত ।
 রাজ্য হৈতে সৈন্য আদি আসিল বিস্তর ॥
 এত শুনি বিকৃত প্রাতি নাবদ হুমতি ।
 কহিল আশ্চর্য্য বটে ওগো মহামতি ॥
 অতঃপব কী হইল করহ বর্ণন ।
 শুনিতে আমার হয় বড় আকিঞ্চন ॥

গণেশ ও অষ্টাদশ অব্যাব সমাপ্ত ।

● উনবিংশ অধ্যায়

কপিলাসিন্ধব নিকট কার্তবীৰ্য্যের পলাতন ।

নারায়ণ কহে শুন নারদ ধীমান ।
 কহিব এবার তবে অপূর্ব আখ্যান ॥
 কার্তবীৰ্য্য মনে মনে স্মরি নারায়ণ ।
 মুনিপাশে দূত এক করেন প্রেরণ ॥
 রাজাজ্ঞা পাইয়া দূত অতীব সন্ত্রস্ত ।
 প্রবেশ করিল গিয়া আশ্রম ভিতর ॥

মুনির নিকটে আসি দূত কহে তাঁরে ।
 শুন মুনি, মহারাজ পাঠাল আমারে ॥
 নৃপতি অতিথি তব শুন মুনিবর ।
 কামধেনু দান তারে করহ সত্ত্বর ॥
 কামধেনু দানে যদি নাহি তব মন ।
 নৃপতির সাথে তুমি কর তবে রণ ॥
 পরিণাম তার কভু শুভ নাহি হবে ।
 কেন মিছে মুনিবর সময় কবিবে ॥
 শুনিয়া দূতের মুখে এ হেন বচন ।
 হৃদয় হৃদয় হাশ্বে মুনি কহিলা তখন ॥
 ধেরিয়া নৃপেরে আমি স্নিক্ত অনাহারে ।
 সহাদরে গৃহে যোর আনিলাম তারে ॥
 আপনার সাধ্যমত করাই ভোজন ।
 কামধেনু ভিক্ষা করে নৃপতি এখন ॥
 প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কপিল আমার ।
 তাহারে ছাড়িয়া দিতে সাধ্য নাহি আর ॥
 বঞ্চক কপট ধূর্ত কার্তবীৰ্য্য হয় ।
 কৃতঘ্ন সে মহাপাপী নাহিক সংশয় ॥
 তপস্বী দরিদ্র দেখি ভাবিবাছে মনে ।
 বলেতে লইবে ধেনু আপন ভবনে ॥
 দুৰ্ব্বুদ্ধি হযেছে তার, নাহিক সংশয় ।
 কৰ্ম্মফল এই হেতু ভুগিবে নিশ্চয় ॥
 নৃপতিবে কহ গিবা ইচ্ছা যদি থাকে ।
 সমবেতে পরাজিত করুক আমাকে ॥
 তপস্বী দরিদ্র ভাবি অতি তুচ্ছ করে ।
 আমাব অন্তর নাহি কঁপে তার ডরে ॥
 কার্তবীৰ্য্যাজ্ঞান রাজা তুচ্ছ মম ঠাই ।
 আমার সহায় আছে জগৎ-গোঁসাই ॥
 এত বলি জমদগ্নি কঁপে ক্রোধভরে ।
 বলে দূত বাও ফিরে নৃপের গোচরে ॥
 তথাপি না যায় দূত মুনিব আদেশে ।
 মুনিরে সম্বোধি দূত বিনয়ে সম্ভাষে ॥
 আপনি ত' মুনিব বনেতে নিবাস ।
 কি কাবণে নৃপ সনে যুদ্ধ অভিনাষ ॥

কামধেনু তরে তব কিবা প্রয়োজন ।
 বনজাত শাকসজ্জী তোমার ভোজন ॥
 বসন বঙ্কল তব রাজ্যপাটে নাই ।
 কামধেনু দিয়ে তব কি হবে গৌসাই ॥
 নৃপতির রাজ্যপাটে রক্ষিবার তরে ।
 কামধেনু বস্ত্র কত দিবে অকাতরে ॥
 স্বার্থত্যাগ কর মুনি রাজ্যার কারণে ।
 কামধেনু ছেড়ে দাও যাই খুদী মনে ॥
 এ কথা শুনিয়া রুষ্ট হয় মুনিবর ।
 কহিল, রে রাজদূত, পালাও সত্বর ॥
 অস্ত্রবল লোকবল সকলি ত' আছে ।
 তবে কেন হীন হই নৃপতির কাছে ॥
 রাজ্যার সকাশে গিয়া জানাও সত্বরে ।
 প্রস্তুত সৰ্ব্বদা আমি যুদ্ধ করিবারে ॥
 শুনিয়া মুনির কথা দূত ফিরে যায় ।
 মুনির সকল কথা নৃপেরে জানাষ ॥
 কপিলারে ডাকি মুনি কহিলা তখন ।
 কহ কহ কামধেনু কি করি এখন ॥
 কপিলা কহিল তারে শুন মুনিবর ।
 যুদ্ধে তব জয় হবে না করিও ডর ॥
 কিন্তু বিপ্র নিজে ভূমি করিও না রণ ।
 নৃপসহ তব যুদ্ধ হবে না শোভন ॥
 তারপর মুনিবর যায় রণস্থলে ।
 অগণন সৈন্য যত সাথে সাথে চলে ॥
 মুনিরে হেরিয়া রাজা প্রণমিয়া পায় ।
 আপনার সৈন্য সহ রণস্থলে যায় ॥
 লাগিল তুমুল যুদ্ধ, চলিল সংগ্রাম ।
 দুই পক্ষে হতাহত হয় অবিরাম ॥
 কপিলার সেনাদল হাড়ি ছুঙ্কার ।
 নৃপতির সৈন্যদল করে ছারখার ॥
 ভাঙ্গিল রাজ্যার রথ ধনু কাটা যায় ।
 মূৰ্চ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ধরায় ॥
 নৃপতির বহু সৈন্য করে পলায়ন ।
 বাকী সৈন্য ছিল যত লভিল মরণ ॥

বিজয়ী হইয়া রণে সেনা-সমুদয় ।
 কপিলার দেহে পুনঃ অন্তর্হিত হয় ॥
 হেরিয়া রাজ্যার দশা দুঃখিত অন্তরে ।
 রাজ্যার নিকটে মুনি আসিল সত্বরে ॥
 ভূমির উপরে রাজা ছিল অচেতন ।
 কমণ্ডলু জল মুনি করিল সিঞ্চন ॥
 চেনন পাইয়া নৃপ ভূমি হ'তে উঠে ।
 মুনিরে প্রণাম করে কৃতজ্ঞলিপুটে ॥
 নৃপতিরে মুনিবর আশীৰ্বাদ করে ।
 আপন ভবনে লয় অতি সমাদরে ॥
 স্নান শেষ করি রাজা করিল ভোজন ।
 তারপর পুনরায় কহিল রাজন ॥
 শুন শুন মুনিবর বচন আমার ।
 কামধেনু ভিক্ষা আমি করি পুনর্ব্বার ॥
 কপিলারে যোরে ভূমি কর সমর্পণ ।
 নতুবা আমার সাথে কর পুনঃ রণ ॥
 শুনিয়া রাজ্যার বাক্য বলে মুনিবর ।
 অহঙ্কারে পূর্ণ অতি তোমার অন্তর ॥
 উচিত কৰ্ম্মের ফল লভেহ সম্প্রতি ।
 অহঙ্কার কেন পুনঃ কহ মহামতি ॥
 আমার বচন শুন ওহে নৃপধন ।
 আপন গৃহেতে ভূমি করহ গমন ॥
 তোমার কি শক্তি আছে বুঝেছ এখন ।
 যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলে ভূমি হ'য়ে অচেতন ॥
 তথাপি তোমার শিক্কা নাহি হ'ল তাষ ।
 বুদ্ধিমান হ'য়ে থাক অধোবধের প্রাণ ॥
 একবার পরিত্রাণ পেবেছ ভাবিয়া ।
 আরবার ত্রাণ নাহি রাখহ জানিয়া ॥
 অতএব শুন রাজা আমার বচন ।
 নিরাপদে ফিরে যাও আপন ভবন ॥
 ধর্ম্মবোধ আছে তব জানে সর্ব্ব জন ।
 মুনি-ঋষি প্রতি ক্রোধ হয় অশোভন ॥
 অতিথির সেবা আমি করেছি যতনে ।
 তবে কেন রোষ এত কহ তব মনে ॥

ব্রাহ্মণ সর্বদা চায় নৃপের কুশল ।
 তবে কেন আমি সাথে তোমাব কোন্দল ॥
 এতেক প্রবোধ বাক্য বলে মুনিবর ।
 ক্রোধেতে কাঁপিতে থাকে রাজ-কলেবর ।
 চাহিয়া মুনির প্রতি রুষ্টভাবে বলে ।
 একবাব জিতিয়াছে বলে কিংবা ছলে ॥
 পুনর্ব্বার বলিতেছি ওহে ঋষিবর ।
 কামধেনু ত্যাগ তুমি করহ সত্বর ॥
 যদি নাহি কামধেনু করিবে প্রদান ।
 আজিকার বণে তব নাহি পরিত্রাণ ॥
 কহিলাম মার কথা তোমার গোচর ।
 ধেনু লাগি পুনঃ আমি কবিব সমর ॥
 ব্রাহ্মণ বলিয়া কড়ু ফমা না করিব ।
 ধেনু জয় করি আমি গৃহেতে যাইব ॥

গণেশখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● বিংশ অধ্যায়

জমদগ্নিব নিবট বার্তাবীর্য্যেব পবাতব ।

রাজার বচন শুনি, জমদগ্নি মহামুনি,
 ত্রিহরিরে করিয়া স্মরণ ।
 রাজারে ডাকিয়া কথ, শুন শুন মহাশয়,
 গৃহে তুমি কবহ গমন ॥
 শুন শুন নরপতি, কহিতেছি তব প্রতি,
 রক্ষা কর ধর্ম্ম সনাতন ।
 ঘেইজন ধর্ম্মবীর, ধর্ম্মে যাব মতি স্থির,
 দুঃখ নাহি পায় সেইজন ॥
 তুমি ছিলে অনাহারে, অতি যত্ন সহকারে,
 আনিলাম ভবনে আমার ।
 গৃহে আনি তারপর, করিলাম সমাদর,
 কবিলাম অতিথি-সৎকার ॥
 করিতে করিতে রণ, হ'লে যবে অচেতন,
 জ্ঞান তব করিহু প্রদান ।

জ্ঞান লভি পুনর্ব্বার, একি তব ব্যবহার,
 মোবে ভুগি কর অপমান ॥
 মুনির বচন শুনি, রাজা কহে শুন মুনি,
 বুদ্ধ তবে করহ এখন ।
 এত বলি নরপতি, রথে উঠে শীঘ্র গতি,
 সমুদ্রত করিবারে রণ ॥
 মুনিবর জমদগ্নি, ক্রোধভরে হষ অগ্নি,
 বৃদ্ধবেশ করিয়া ধারণ ।
 কার্ত্তবীৰ্য্য রাজা সাথে, ভীষণ সমরে মাতে,
 ঘোর রণ কবে দুইজন ॥
 কপিলা-প্রদত্ত অস্ত্র, নৃপে করে শশব্যস্ত,
 মুনিবর তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে ।
 অস্ত্রহীন নরপতি, নিরুপায় হষ অতি,
 মুর্ছাগত জমদগ্নি-বাণে ॥
 আবার চেতনা পেয়ে, নরপতি বায় ধেয়ে,
 আগ্নেয়াস্ত্র হানিল মুনিরে ।
 মুনি বরুণাস্ত্র মারি, কাটে তাহা তাড়াতাড়ি,
 অস্ত্র অস্ত্র হানে মুনি কিরে ॥
 বরুণাস্ত্র নবপতি, হানিল মুনির প্রতি,
 বায়ব্যাস্ত্র হানে মুনিবর ।
 রাজা যত অস্ত্র মারে, মুনিবর কাটে তারে,
 এইরূপে চলিল সমর ॥
 নাগপাশ ভয়ঙ্কর, ছুঁড়িল নৃপতিবর,
 গরুড়াস্ত্রে কাটে মুনি তাহা ।
 ঘোরতর হয় রণ, মুনি কাটে অসুজ্ঞন,
 অস্ত্র রাজা হানে তারে বাহা ॥
 শৈব অস্ত্র বিভীষণ, রাজা করে নিজেপণ,
 মুনি কাটে বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়া ।
 নারায়ণ অস্ত্র পরে, মুনি হানে নৃপবরে,
 ভরে রাজা উঠিল কাঁপিয়া ॥
 রাজা করি নমস্কার, লইল শরণ তার,
 আর কোন না দেখি উপায় ।
 নারায়ণ অস্ত্র ধীরে, নিজস্থানে বায় কিরে,
 হত্যা নাহি করিল রাজায় ॥

জন্তুণ সে অস্ত্র ছিল, মুনি তারে নিক্ষেপিল,
সেই অস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর ।
সেই অস্ত্রে অবশেষে, চেনন হারান্নে শেষে,
পড়ে রাজা ভূমির উপর ॥
অচেনন নৃপ হয, জমদগ্নি সে সময,
বাণ দ্বারা কাটিল সারথি ।
অস্ত্র হানি বার বার, কাটিল মুকুট তার,
ছত্র কাটি করিল দুর্গতি ॥
অস্ত্র ও তুণীর তার, কাটে মুনি অনিবার,
অশ্ব যত করিল ছেদন ।
তারপর অনায়াসে, বাঁধে মুনি নাগপাশে,
যত ছিল রাজমস্ত্রিগণ ॥
অতঃপর স্বকৌশলে, আপনার মস্ত্রবলে,
নৃপতিবে জ্ঞান দান করে ।
কহে, শুন নরপতি, কি কহিব তব প্রীতি,
এবে ভূমি যাও কিবে ঘরে ॥
যুদ্ধের নাহিক কাজ, যাও ফিরে মহারাজ,
রণে তব হ'ল পরাজয় ।
ঘুচিবাছে যুদ্ধ-মাধ, করি তোমা আশীর্বাদ,
বৃথা যুদ্ধ কভু ভালো নয় ॥
এই কথা বলে মুনি, নরপতি তাহা শুনি,
ক্ৰোধে তার কাঁপিল অন্তর ।
কুপিত নৃপতিবর, শূল অস্ত্র ভয়ঙ্কর,
মুনি'পর হানিল সত্তর ॥
জমদগ্নি তাহা হেরি, আর না করিবা দেৱী,
শক্তি অস্ত্র হানিল রাজারে ।
নৃপতিরে মুনিবর, পুনঃ পুনঃ হানে শর,
মুনিবরে রাজা অস্ত্র মারে ॥
চলে রণ বোবতর, অস্ত্রে অস্ত্রে নিরন্তর,
পরস্পরে করিছে আঘাত ।
এইরূপে রণ চলে, সহসা সে রণস্থলে,
ব্রহ্মাদেব আসে অকস্মাৎ ॥
নীতিগর্ভ উপদেশে, ব্রহ্মাদেব অবশেষে,
তাহাদের ঘটায় মিলন ।

রাজা আর মুনিবর, রণ ছাড়ি অতঃপর,
করে তাঁর চরণ-বন্দন ॥
আপনাব রাজ্য প্রীতি, যায চলি নরপতি,
মুনি যায আপন কুটীরে ।
এই রূপে যুদ্ধ থামে, অবশেষে নিজধামে,
ব্রহ্মা পুনঃ যায চলি ফিরে ॥

গণেশখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একবিংশ অধ্যায়

কার্তবীৰ্য্যেব সহ যুদ্ধে জমদগ্নি প্রাণত্যাগ
ও পবনবাসেব প্রীতিজ্ঞা ।

আপন ভবনে যায রাজা মহাশয় ।
ঋষিব বীরত্ব শ্রাবি ব্যাকুলিত হয় ॥
ভূচ্ছ এক মুনি ওারে পবাজিত করে ।
এই অপমান সহ না হয় অন্তরে ॥
নৃপেব হৃদয় আর কিছু না রহিল ।
তপস্বী ব্রাহ্মণ কাছে পরাজিত হৈল ॥
কিছুতে না সহে হেন নিজ পবাজয় ।
ভাবিতে ভাবিতে রাজা কাতর হৃদয় ॥
বাঁচিবা কি স্তম্ব যদি জিনে মুনিবর ।
জমদগ্নি সনে পুনঃ করিব সমব ॥
মুনিরে না পবাজিত করি যদি বণে ।
কিছুতে না স্তম্ব পাই জীবনে মরণে ॥
এত ভাবি নৃপবর কবিল শপথ ।
মুনিবে জিনিব কিংবা লব যত্নপথ ॥
অসহিষ্ণু হ'বে রাজা শ্রীচরিত্রে শ্রাবি ।
মুনির আশ্রমে পুনঃ চলে ব্রবা কবি ॥
চাবি লক্ষ বথ লব, দশ লক্ষ বথী ।
লক্ষ লক্ষ দৈন্ত্যসহ চলে নরপতি ॥
অসংখ্য পদাতি সেনা রণসাজে চলে ।
যোদ্ধাসহ লক্ষ অশ্ব চলে দলে দলে ॥
লক্ষবান্ধ করে দৈন্ত ছাড়ে হৃদয় ।
গজপৃষ্ঠে দৈন্ত কত সংখ্যা নাহি তার ॥

রথরথী চলে কত নাহিক গণনা ।
 মহারবে বাজিতেছে যুদ্ধের বাজনা ॥
 কত তুরী কত ভেরী বাজে ঢাক ঢোল ।
 বাঁঝরি কাঁসরি বাজে বাজিল মামল ॥
 শিঙ্গা বাজে শঙ্খ বাজে বাজে করতাল ।
 ঝন ঝন রবে বাজে ঢাল তরোবাল ॥
 রণমদে মত্ত সব আনন্দে মগন ।
 রাজার আদেশে চলে যত সৈন্তগণ ॥
 কারো হাতে তীর আর পিঠেতে ভূগীর ।
 মনোহর উষ্ণীষেতে শোভে কারো শির ॥
 কাহারো হাতেতে বর্শা বল্লম ভীষণ ।
 গদা কেহ লইয়াছে করিবারে রণ ॥
 কোন সৈন্ত খড়্গ ল'য়ে লক্ষ্যকাঙ্ক্ষ করে ।
 কেহ চলে লাকাইয়া যেন বায়ুভরে ॥
 তার পর জয়দায়ি-আশ্রমেতে গিয়া ।
 মুনির আশ্রম গৃহ ফেলিল ঘেরিয়া ॥
 বাজে ভেরী রণবাণ শব্দ ভয়ঙ্কর ।
 আশ্রমের মাঝে রাজা চলিল সত্ত্বর ॥
 মারু মারু কাটি কাটি রব চারিদিকে ।
 বাঁধ বাঁধ ধর ধর সৈন্ত সব হাঁকে ॥
 কপিল। ধেনুগে হেরি আশ্রম মাঝারে ।
 নরপতি ল'য়ে যায় বল-সহকারে ॥
 ব্রাহ্মণের কামধেনু রাজা ল'য়ে ধায় ।
 তাহা দেখি মুনিবর মনে দুঃখ পায় ॥
 মনে মনে ভাবে বিপ্র হেন অত্যাচার ।
 কিছুতেই সহ্য করা নাহি যায় আর ॥
 অহঙ্কারে মত্ত বড় ক্ষত্রিয় নন্দন ।
 সমুচিত প্রতিফল দানিব এখন ॥
 এত ভাবি ছবা করি উঠে ঋষিবর ।
 ক্রোধেতে কাঁপিলে সারা অঙ্গ থরথর ॥
 অতি ক্রোধে বাক্য মুখে না হয় স্ফুরণ ।
 মুনিবর দেহে বর্শা করিলা ধারণ ॥
 তারপব ধনুর্বাণ ল'য়ে নিজ করে ।
 হরিরে স্মরণ কবি আসিলা সমরে ॥

পুনরায় যুদ্ধ চলে অতি ভয়ঙ্কর ।
 বাণে বাণে জর্জরিত করে মুনিবর ॥
 নৃপতির সৈন্তগণ শশব্যস্ত বাণে ।
 কেহ করে পলায়ন কেহ মরে প্রাণে ॥
 বাণে বাণে চতুর্দিক হব অন্ধকাব ।
 চারিদিকে উঠিতেছে রব হাহাকার ॥
 এদিকে রথের 'পরে করি আরোহণ ।
 মুনি-সাথে কার্তবীৰ্য্য করে ঘোর রণ ॥
 খড়্গ বাণ গদা হানে না জানে বিরাম ।
 শক্তি আদি অস্ত্র নৃপ হানে অবিশ্রাম ॥
 রাজা যত অস্ত্র হানে কাটে মুনিবর ।
 এই রূপে চলে রণ অতি ভয়ঙ্কর ॥
 এইবার মুনিবর হানিল জুগল ।
 সেই অস্ত্রে কার্তবীৰ্য্য হয় অচেতন ॥
 আবার চেতনা লভি নৃপতিপ্রবর ।
 মুনি 'পরে ব্রহ্ম-অস্ত্র হানিল সত্ত্বর ॥
 ব্রহ্ম-অস্ত্রে মুনিবর কাটে সেই বাণ ।
 নৃপতির রথ মুনি করে খান্ খান্ ॥
 দুর্ভেদ্য কবচ তার করিল ছেদন ।
 নৃপতির ধনুর্বাণ করিল কর্তন ॥
 অতি ক্রোধে নরপতি শক্তি ল'বে করে ।
 মহাবলে সেই অস্ত্র হানে মুনিবরে ॥
 শত শত সূর্য্যতুল্য দীপ্তিময় অতি ।
 সেই অস্ত্র হানে রাজা জয়দায়ি প্রাতি ॥
 যতেক দেবতাগণ স্বর্গের উপর ।
 ছরা করি ছুটে আসে দেখিতে সমর ॥
 শক্তি অস্ত্র হেরি তারা করে হাহাকাব ।
 মুনির এবার বুঝি রক্ষা নাহি আর ॥
 প্রলয়-অনল যেন উঠিল আকাশে ।
 যেন শত সূর্য্য পড়ে ভূমিতলে খসে ॥
 মুনি-সৈন্ত পলায়ন করে দলে দলে ।
 সাগর বেড়িল যেন প্রলয় অনলে ॥
 স্তরগণ থব থব হব কম্পমান ।
 দরশন করি সেই শক্তি মহাবাণ ॥

নিবারিতে সেই শক্তি সাধ্য আছে কার ।
 বিধির লিখন যাহা বোঝা অতি ভার ॥
 দৈবের লিখন বল খণ্ডাবে কি ক'রে ।
 পড়িল সে বাণ গিয়া ঋষি বক্ষোপরে ॥
 অনন্তর ভেদ করি যুনিব হৃদয় ।
 বিষ্ণুর সমীপে অস্ত্র উপনীত হয় ॥
 পুরাকালে ঐ শক্তি বিষ্ণু ভগবান্ ।
 দত্তাত্রেয় যুনিবরে করেন প্রদান ॥
 তাহার নিকট হ'তে কার্তবীৰ্য্য পায় ।
 সেই অস্ত্র হানে রাজা জমদগ্নি-গায় ॥
 শক্তির আঘাতে ঋষি অচেতন হয় ।
 সংজ্ঞাহীন দেহ তার ভূমে পড়ে রয় ॥
 দেখিতে দেখিতে প্রাণ হইল বাহির ।
 পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশি হ'ল স্থির ॥
 জ্যোতির্গ্নয় রূপ তবে করিয়া ধারণ ।
 ব্রহ্মধামে যুনিবর করিল গমন ॥
 যুনির এ দশা দেখা করিয়া দর্শন ।
 কামধেনু মনোহুঃখে করিল ক্রন্দন ॥
 আমারে ছাড়িয়া পিতা কোথায চলিলে ।
 ভাসাইয়া আমাদের অশ্রুর সলিলে ॥
 আমি গান্ধী ভাগ্যহীন না আছে সংশয় ।
 আমা হেতু আজ তব ঘটে পরাজয় ॥
 নিজে কেন প্রভু তুমি সংগ্রাম করিলে ।
 অকারণে কেন আজ প্রাণ বিসর্জিলে ॥
 এইরূপে বিলাপিয়া কপিলা তখন ।
 দিব্যরূপ ধরি গেল গোলোক-ভবন ॥
 সিংহাসনে ছিলা বসি বিষ্ণু সনাতন ।
 বেরিয়া তাহারে যত গোপ গোপীগণ ॥
 হরিরে হেরিয়া খেদু কাদি বারে বারে ।
 যুনির যুতুর কথা কহিল তাঁহারে ॥
 পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু সনাতন ।
 ব্রহ্মা দেবে ঐ খেদু করিলা অপর্ণ ॥
 ব্রহ্মা দেব দান করে শুণু যুনিবরে ।
 জমদগ্নি ঋষি পরে খেদু লাভ করে ॥

যুনির শৌকেতে খেদু কাদে অনিবার ।
 রত্ন আদি সৃষ্টি হয অশ্রু হ'তে তার ॥
 খেদুরে করেন বিষ্ণু সান্ধনা প্রদান ।
 আনন্দে গোলোকে খেদু করে অবস্থান ॥
 যুনিরে নিহত করি রাজা তার পরে ।
 ব্রহ্মহত্যা জাত পাপে প্রাশস্তিত করে ॥
 প্রাশস্তিত কবি রাজা অতি হৃষ্ট মন ।
 আপন ভবনে শেষে করিল গমন ॥
 ওদিকে ঋষির পত্নী রেণুকা স্তনদরী ।
 পতির শৌকেতে কাদে হাহাকার করি ॥
 পতিযুতদেহ বক্ষে করিয়া ধারণ ।
 কাদিতে কাদিতে দেবী হয অচেতন ॥
 ক্ষণেকে কিরিছে জ্ঞান, অজ্ঞান ক্ষণেতে ।
 জ্ঞান লাভি অচেতন হয যে চকিতে ॥
 পাগলিনী প্রায় সতী করে হায হায ।
 প্রাণনাথে ডাকি পুনঃ লুটায় ধরায ॥
 স্বামিহীনী অবলার কিবা আছে গতি ।
 বুধাই জীবন ধরে যার নাই পতি ॥
 তুমি যদি পুনঃ নাথ না ধর জীবন ।
 বাঁচিয়া থাকিব আমি কিসের কারণ ॥
 তব দাসী কাছে বসি করিছে রোদন ।
 একবার কহ কথা মেলিয়া নথন ॥
 কিবা দোষ অভাগিনী করে তব ঠাই ।
 কি কারণে আমা ছাড়ি চলিলে গৌসাই ॥
 আপন কপাল দোষে হারাইনু পতি ।
 জানি না হইবে মোর কতক দুর্গতি ॥
 এইভাবে সতীনারী বিলাপ করিয়া ।
 নিষ্ঠুর বচন বলে যমে সম্ভাবিয়া ॥
 রে নিষ্ঠুর কাল যম কোন্ অপরাধে ।
 হরিলি স্বামীরে মোর বড় মনোসাথে ॥
 নিশ্চয় পাষণে তোম গঠিত হৃদয় ।
 অশ্রুর আঘাতে তাই দুঃখ নাহি হয় ॥
 অকালে সংহার করি স্বামী হেন ধন ।
 কি কল লভিলি তুই বল রে মরণ ॥

আমার বৈধব্য দেখি কিবা পাবি হুথ ।
 আমার পরাণ নিয়ে ঘোচা সব দুখ ॥
 এত বলি শোক করে জমদগ্নি-নারী ।
 কাদিতে কাদিতে ভূমে যায গড়াগড়ি ॥
 হেনকালে ঋষিপুত্র মহাবীর্যবান্ ।
 ভার্গব পরশুরাম আসে সেই স্থান ॥
 ভৃগুরাম নামে খ্যাত ঋষির কুমার ।
 ধর্মনিষ্ঠ যোগীশ্রেষ্ঠ গুণের আধার ॥
 ত্রিহরির সাধনায পুঙ্করেতে ছিল ।
 শুনিয়া পিতার বার্তা সেখায় আসিল ॥
 শুনিয়া মাতার মুখে পিতার মরণ ।
 পিতৃশোকে অভিভূত হয় তার মন ॥
 জননীরে সম্বোধিয়া ভৃগুরাম কয় ।
 বল গো পিতাব যুত্ব কি কাবণে হয় ॥
 শুনিয়া পুত্রের বাক্য রেণুকা তখন ।
 সবিস্তারে कहিলেন সব বিবরণ ॥
 শুনিয়া ক্রোধেতে রাম কাঁপে থর থর ।
 কিছুতে না শান্ত হয় তাহার অন্তর ॥
 অবশেষে ধৈর্য্য করি পুত্র ভৃগুরাম ।
 কাষ্ঠ আনিবার তবে কাননেতে যান ॥
 চন্দনাদি বহু কাষ্ঠ করি আহরণ ।
 পিতার সৎকার তরে করে আযোজন ॥
 পুত্রেরে বক্ষেতে ধরি দেবী বার বার ।
 পতিশোকে উন্মেষের করিল চাৎকার ॥
 কেমনে ধরিবে প্রাণ পতিব বিহনে ।
 প্রাণ ত্যাগ করিবে সে ভাবে মনে মনে ॥
 বেণুকা পবনুবায়ে করি সম্বোধন ।
 कहিলেন, শুন বৎস আমার বচন ॥
 বাঁচিবাে ইচ্ছা আর নাহিক আমার ।
 পতির বিহনে প্রাণ ত্যজিব এযাব ॥
 গৃহে তুমি হুখে কর জীবন বাপন ।
 করিও না কভু বৎস যুদ্ধেতে গমন ॥
 দুর্বৃত্ত ক্ষত্রিয়গণ অতি দুরাচার ।
 তাহাদের সহ রণ কারও না আর ॥

শুনিয়া মাতার মুখে এ হেন বচন ।
 कहিলা পরশুরাম সরোষে তখন ॥
 শুন শুন মাতা তুমি প্রীতিজ্ঞা আমার ।
 করিব ক্ষত্রিয়-ধ্বংস একবিশং বার ॥
 কার্ত্তবীর্য্য নরপতি অতি দুরাশয় ।
 তাহারে বিনাশ আমি করিব নিশ্চয় ॥
 ক্ষত্রিয়ের তপ্ত রক্তে প্রীতিজ্ঞা আমার ।
 তর্পণ করিব আমি পিতৃ সবাচার ॥
 পিতৃশত্রু যেই জন না করে বিনাশ ।
 রৌরব নরক মাঝে হয় তার বাস ॥
 বাসগৃহে অগ্নি দান করে যেই জন ।
 যে জন অম্নেতে বিষ করয়ে অর্পণ ॥
 অস্ত্র ধরে যেই জন হত্যার কারণে ।
 সম্পত্তি ও ভূমি আদি হরে যেই জনে ॥
 সাধবীর সতীত্ব নাশ করে যেই জন ।
 পিতা কিংবা মাতারে যে করয়ে নিধন ॥
 পরের অনিষ্ট করে কটু বাক্য কয় ।
 সে সকল ব্যক্তি হয় পাণী অভিশয় ॥
 ইহাদের নিধনেতে কোন দোষ নাই ।
 শাস্ত্রের বিধান ইহা জানি সর্বদাই ॥
 পুত্রে হেরি ক্রোধান্বিত, রেণুকাহ্মন্দরী ।
 পুনরায় বলে তারে নিজ বক্ষে ধরি ॥
 বলে বৎস ধৈর্য্য ধর শুনহ বচন ।
 চঞ্চল হইলে এত কিসের কারণ ॥
 ব্রাহ্মণ সন্তান তুমি ক্রোধ নাহি কর ।
 ক্রোধে হয় পাপ-তাপ ক্রোধ শাস্তিহর ॥
 আমার বচন বৎস রাখিও স্মরণে ।
 শাস্ত্র মনে অবস্থিতি কর তপোবনে ॥
 রাজার সহিত যুদ্ধ না কর কখন ।
 কৃষ্ণ নারায়ণে সদা করহ ভজন ॥
 এতক রেণুকা যদি कहিল পুত্রেরে ।
 মাঘের চরণ ধরি রাম বলে ধীরে ॥
 কঠোর আদেশ মাগো কর প্রত্যাহার ।
 পালন করিতে দাঁও প্রীতিজ্ঞা আমার ॥

নহে তো আমার যোগ্য পিতৃহস্তা জন ।
 শত্রুর করিবে শেষ শাস্ত্রের বচন ॥
 কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা পাণী ঘোরতর ।
 ব্রাহ্মণের আতিথ্যের করে অনাদর ॥
 যে ব্রাহ্মণ তার এত কবে উপকার ।
 হরণ করিতে চাহে গাভীটি তাহার ॥
 অন্তরের হীন আশা করিতে পূরণ ।
 ব্রাহ্মণেবে নির্বিচারে বধিল রাজন ॥
 মহাপাণী সেই নৃপে না বধিলে মাতা ।
 আমারে না ক্ষমিবেন বিশ্বের বিধাতা ॥
 এক্ষেপে পরশুরাম মাতারে বুঝায় ।
 হেনকালে ভৃগু মুনি আসিল তথায় ॥
 হেরিয়া ভৃগুরে দেখা মাতা ও নন্দন ।
 ভক্তিতরে করে তাঁর চরণ বন্দন ॥
 পরশুরামেরে মুনি করি সম্বোধন ।
 কহিলেন হিতকর মধুর বচন ॥
 শুন বৎস, মোর বংশে জন্ম তব হয় ।
 এক্ষণ আচার তব শোভনীয় নহ ॥
 চিরস্থায়ী নহে কিছু এ ভব-সংসারে ।
 সকলি বিনষ্ট হবে কহিনু তোমারে ॥
 নিত্য সত্য একমাত্র বিষ্ণু সনাতন ।
 অহরহঃ কর সেই বিষ্ণুর চিস্তন ॥
 একবার যাঁহা যায় ফিরে নাক আর ।
 তার তরে শোক সদা কর পরিহার ॥
 বর্ত্তমান সময়েতে যা হয় ঘটন ।
 ভারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন ॥
 যে ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটিবে আবার ।
 তারে নিবারিতে কছু সাধ্য নাহি কাব ॥
 পঞ্চভূতে বিনিস্ত্রিত জীবকলেবর ।
 মায়া হ'তে সমুৎপন্ন অনিত্য নশ্বর ॥
 ক্ষুধা নিদ্রা দয়া মন জ্ঞান সমুদয় ।
 পরমাত্মা সহ তারা অপহৃত হয় ॥
 নিত্য সত্য একমাত্র হরি সনাতন ।
 পরমাত্মরূপী তিনি কর আরাধন ॥

কে বা পিতা কে বা পুত্র জগৎযাবাবে ।
 সকলি অলীক মাত্র কহিনু তোমারে ॥
 কেহ নহে পিতা, আর কেহ পুত্র নহ ।
 এক্ষণ বিলাপ তব উচিত না হয় ॥
 সংসার-সাগরে পড়ি যত জীবগণ ।
 দ্বীয় কার্য্য-অনুসারে করিছে ভ্রমণ ॥
 এ সংসারে যত আছে বুদ্ধিমান জন ।
 আত্মীয়-বিরহে তারা না করে রোদন ॥
 শুন শুন বৎস, তুমি বচন আমার ।
 পিতার বিরহে শোক করিও না আর ॥
 আত্মীয়ের শোকে যদি ফেলে অশ্রুজল ।
 স্বর্গীয় আত্মার তাতে হয় অমঙ্গল ॥
 একশত বর্ষ ধরি করিলে রোদন ।
 পুনরায় ফিরে নাহি আসে কোন জন ॥
 পরমাত্মা দেহ যবে করে পরিহার ।
 পৃথিবীর অংশ মিশে পৃথিবী-মাঝার ॥
 আকাশের ভাগ মিশে আকাশে তখন ।
 বায়ু-ভাগ বায়ু সাথে মিশে সেই ক্ষণ ॥
 তেজোরশিমাঝে মিশে তেজোভাগ তাব ।
 আত্মীয় বিলাপে নাহি আসে পুনর্ব্বাব ॥
 যশ কীর্ত্তি মৃত্যু পরে বিদ্যমান বয় ।
 আর সব চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ॥
 শুন রাম গুণধাম শোক পরিহারি ।
 পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর শীঘ্র করি ॥
 আত্মার যে জন করে হিতের সাধন ।
 সে-ই পুত্র সে-ই বন্ধু সে-ই পরিজন ॥
 শুনিয়া পরশুরাম ভৃগুর বচন ।
 সাধুনা পাইবা করে শোক-সংবরণ ॥
 অতঃপর ধীরে ধীরে রেণুকা যুবতী ।
 কর বোড়ে কহিলেন ভৃগু মুনি প্রীতি ॥
 ভৃগু ও রেণুকা কথা শুনে যেই জন ।
 পাপ মুক্ত হ'য়ে যায় গোলোক ভবন ॥

গণেশপুটে এববিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বাবিংশ অধ্যায়

ভৃগু-বেণুকা-সংবাদ, পবনুসামেব ব্রহ্মলোকে গমন
এবং ব্রহ্মাব সহিত পবনুসামেব
কথোপকথন ।

রেণুকা কহিল তারে, শুনহে ব্রাহ্মণ ।
পতির বিহনে আমি ত্যজিব জীবন ॥
শুন শুন গুরুদেব, কি কহিব আর ।
ঋতুকাল উপস্থিত হযেছে আমার ॥
চতুর্থ দিবসে আজি শুন তপোধন ।
পতি মোর পরলোকে করিল গমন ॥
অশুচি রয়েছি আমি কি কহিব আর ।
বাঁচিবারে ইচ্ছা আর নাহিক আমার ॥
পণ্ডিতেব অগ্রগণ্য তুমি মুনিবর ।
বল বল কোন্ কার্য্য কবি অতঃপর ॥
বহু পুণ্যবলে তুমি আসিলে হেথাষ ।
কোন্ কার্য্য করি এবে কহ তা আমাষ ॥
রেণুকান্ন বাক্য শুনি কহে ভৃগু-তাম্র ।
সহযুতা হও দেবী পতির চিতাষ ॥
ঋতুব চতুর্থ দিনে নারী-সমুদয় ।
স্বামীর সকল কার্য্যে অধিকারী হয় ॥
যদি কভু নীচাশয় হয় কারো পতি ।
স্বর্গধামে লয় তাবে পতিব্রতা সতী ॥
চতুর্দশ দেবেন্দ্রেব পতন অবধি ।
স্বামী সহ বহে সতী স্বর্গে নিরবধি ॥
রেণুকাবে এই কথা কহি মুনিবর ।
পবনুসামেরে ডাকি কহে অতঃপব ॥
পিতা মাতা প্রাতি যার ভক্তি সদা রয় ।
এ জগতে সেই জন যথার্থ তনয় ॥
যেই নারী পতিব্রতা পতিপরায়ণ ।
নারীপদবাচ্য সেই হয় অনুক্ষণ ॥
বিপদে যেজন করে জীবন-রক্ষণ ।
এ সংসারে যথার্থ ই বন্ধু সেই জন ॥

গুরুর শুশ্রূষা কার্য্যে অনুরক্ত যেই ।
এই বিশ্বে যথাযোগ্য শিষ্য হয় সেই ॥
বিপদ কালেতে রক্ষা করে যেই জন ।
সেজন অভীষ্টদেব হয় অনুক্ষণ ॥
প্রজারে যে জন করে শাসন পালন ।
যথাযোগ্য নরপতি হয় সেই জন ॥
যে জন পত্নীরে করে ধর্ম্মবৃদ্ধি দান ।
সেই জন হয় নিত্য স্বামীর প্রধান ॥
যেই জন হরিভক্তি শিষ্যে দান করে ।
সে জন যথার্থ গুরু পৃথিবী-ভিতরে ॥
শুনিবা ভৃগুর কথা মুনিপত্নী কয় ।
দয়া করি মোরে আজি কহ মহাশয় ॥
কোন্ নারী সহযুতা না হইতে পারে ।
কোন্ কোন্ নারী পারে বলুন আমারে ॥
কহিলেন ভৃগুমুনি শুন শুন সতি ।
বিস্তারিয়া সবিশেষ কহি তব প্রাতি ॥
যে নারীর পুত্র শিশু, নারী গর্ভবতী ।
যে নারী কুলটা অতি, নারী ঋতুমতী ॥
ঋতুকাল উপস্থিত হয় নাই যার ।
গলিতকূর্ঠের রোগে ভোগে অনিবার ॥
স্বামীর শুশ্রূষা আদি না করে যে জন ।
স্বামী প্রাতি কটুবাক্য কহে অনুক্ষণ ॥
এই সব নারী যত, কহি অনিবার ।
সহগামী হইবার নাহি অধিকার ॥
ইহা ভিন্ন যত নারী আছে এ সংসারে ।
স্বামী সহ সহযুতা হইবারে পারে ॥
যেই নারী সহযুতা হইবে স্নেহাষ ।
সেই নারী প্রীতিজন্মে নিজস্বামী পায় ॥
বিষ্মতকৃত কাস্ত সহ হ'লে সহগামী ।
বৈকুণ্ঠে যাইবে তারা কহিলাম আমি ॥
যে পুরুষ উপাসনা করে নারায়ণে ।
যেই নারী লক্ষ্মী পূজে ভক্তিযুক্ত মনে ॥
বৈকুণ্ঠে রহিবে তারা সকল সময় ।
প্রলয়-কালেতে কভু পতন না হয় ॥

সজ্ঞানে যে জন মরে তীর্থক্ষেত্র-মাঝে ।
 পত্নীসহ সেই জন বৈকুণ্ঠে বিরাজে ॥
 অতএব ওগো সতী মোর কথা শুনে ।
 সহযুতা হও তুমি পশিয়া আগুনে ॥
 চতুর্থ দিবসে পাপ না হ'বে কখন ।
 অখ্যাতি না হ'বে, ইহা শাস্ত্রের বচন ॥
 এত বলি আখ্যাসিয়া বেণুকা সতীরে ।
 পরশুরামের প্রতি কহে ধীরে ধীরে ॥
 শুনহে পরশুভাম বচন আমার ।
 বেদের বিহিত কার্য্য কহিব এবার ॥
 ত্যাগ কর শোক তুমি শুন মতিমান ।
 শোক করা নহে কভু শাস্ত্রের বিধান ॥
 মূনির কুমার তুমি ধৈর্য্য না হারাবে ।
 মনের চাক্ষুণ্য সদা সংযত রাখিবে ॥
 দৈবের লিখন বল কে পারে খণ্ডাতে ।
 কালাধীন পিতা তব গেলেন স্বর্গেতে ॥
 অমঙ্গলকর শোক পরিত্যাগ করি ।
 শ্মশান ভূমিতে যাও না করিও দেৱী ॥
 মন্তক দক্ষিণে রাখি তোমার পিতার ।
 চিতার উপর তুমি রাখ দেহ তার ॥
 নব বস্ত্র আনি তব পিতারে পরাও ।
 নব উপবীত আনি গলে তার দাও ॥
 তারপর অশ্রুমাশি করি সংবরণ ।
 অগ্নি হাতে ল'য়ে কর তীর্থেরে স্মরণ ॥
 রৈবত বরাহ শৈল স্রমেরু প্রয়াগ ।
 বদরী কৈলাস আদি স্মর মহাভাগ ॥
 বারাণসী হরিদ্বার আর বৃন্দাবন ।
 হিমালয় আদি সব করিবে স্মরণ ॥
 কৌশিকী যমুনা গঙ্গা পুষ্পভদ্রা নদী ।
 নন্দীনা কাবেরী ভদ্রা স্মর নিরবধি ॥
 চন্দ্রভাগা অবকাশা আর সরস্বতী ।
 স্মরণ করিবে তুমি ভক্তিব্রতের অতি ॥
 অগুরু-চন্দন-কাষ্ঠ ল'য়ে অভ্যঙ্গণ ।
 পুষ্পসহ রাখ তাহা চিতার উপর ॥

এইরূপে শাস্ত্রমত করি অনুষ্ঠান ।
 পিতার দেহেতে কর অনল প্রদান ॥
 এই কথা বলি ভৃগু করিলে গমন ।
 পরশুরামেরে দেবী কহিলা তখন ॥
 শুন শুন বৎস, তুমি বচন আমার ।
 কলহ বিবাদ কভু না করিবে আর ॥
 বিবাদ যে নাহি করে, শুভ তার হয় ।
 বিরোধ বিবাদ করা কভু ভাল নয় ॥
 নিজ সর্বনাশ হয় বিবাদ করিলে ।
 উপদ্রব ভোগে নর এ বিশ্ব-নিখিলে ॥
 ক্ষত্রিয় নির্দয় অতি নিষ্ঠুরহৃদয় ।
 বিবাদে না হবে কভু শুভ ফলাদয় ॥
 ক্ষত্রিয় নাশিবে বলি প্রতিজ্ঞা তোমার ।
 হে বৎস এক্ষণে বল উপায় কি তার ॥
 যাও তুমি পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে ।
 তাহাকে সকল কথা বল অকপটে ॥
 ব্রহ্মা যেই উপদেশ করিবে প্রদান ।
 পালন করিবে তাহা না করিবে আন ॥
 এই কথা বলি সতী অতীব সত্বরে ।
 ফুল্লমনে উঠিলেন চিতার উপরে ॥
 যুত স্বাধীদেহ বক্ষে করিয়া ধারণ ।
 হরিনাম স্মরি করে চিতাতে শযন ॥
 তখন পরশুরাম ভ্রাতৃগণে ল'য়ে ।
 চিতায় আগুন দিল কাতর হৃদয়ে ॥
 দাউ দাউ জ্বলে চিতা ভয়ঙ্কর অতি ।
 ভস্মীভূতা হ'য়ে যায় পতিসহ সতী ॥
 হেনকালে পুষ্পরুষ্টি হইতে লাগিল ।
 স্বর্গেতে ছন্দুভিনাদ সবাই শুনিল ॥
 স্বর্গে থাকি দেবগণ করে দরশন ।
 চারিদিকে ছন্দুধ্বনি হইল তখন ॥
 অনন্তর ভৃগুরাম শোকাবিষ্ট মন ।
 শ্রদ্ধাদি করেন লৈয়া ভ্রাতৃবন্ধুগণ ॥
 বহু বিপ্র মূনি আদি ভোজন করিল ।
 যথাবিধি শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা হইল ॥

তাবপব মাতৃ আঞ্জা কবিষা স্মরণ ।
 ব্রহ্মলোকে ভৃগুরাম করিল গমন ॥
 মনোহব ব্রহ্মলোক অতি হুসজ্জিত ।
 প্রাসাদ প্রাচীর সব স্বর্ণে গঠিত ॥
 জ্যোতির্গর্ভ ব্রহ্মাদেব প্রফুল্ল বদনে ।
 বসিষাছিলেন সেখা রত্ন-সিংহাসনে ॥
 বিদ্যাধবী নৃত্য করে গাহিছে কিম্বর ।
 যুহ যুহ ব্রহ্মাদেব হাসে মনোহর ॥
 হেরিষা তাঁহারে সেখা ভার্গব তখন ।
 সর্ব্ব-অগ্রে করে তাঁর চরণ-বন্দন ॥
 তারপর উচ্চৈঃস্বরে কঁাদি অতিশয় ।
 পিতার নিধন-বার্তা ব্রহ্মাদেবে কয় ॥
 কহিল পরশুরাধ, শুন প্রজাপতি ।
 তব বংশধব হ'য়ে আজি এ দুর্গতি ॥
 তুমি পিতামহ মোর কৃপা-অবতার ।
 তুমি ভিন্ন কারে কহি এ দুঃখ আমার ॥
 নরপতি কার্ত্তবীৰ্য্য গিয়াছিল বনে ।
 খাণ্ডেব অভাবে সেখা বহে অনশনে ॥
 কাটাঁইষা সারারাত্রি অরণ্যে রাজন ।
 কত যে পাইল কষ্ট না বাধ কখন ॥
 নিশাশেষে সৈন্য সহ অর্জুন নৃপতি ।
 পিতার আশ্রমমাঝে আসে শীঘ্রগতি ॥
 ক্ষুণ্ণাঘ ভৃগুণাঘ তাবা ক্লান্ত অতিশয় ।
 চলিতে না পাবে পথ, শুন মহাশয় ॥
 যোর পিতা জমদগ্নি অতি দয়াবান্ ।
 কপিলা-প্রান্ত খাণ্ডে ভোজন করান ॥
 পিতৃদত্ত দ্রব্য যত করিষা ভোজন ।
 পরম সন্তুষ্ট হয় অর্জুন রাজন ॥
 অবশেষে পিতারে সে করি সম্বোধন ।
 কহিল অর্পণ কর কপিলা রতন ॥
 ভিক্ষার্থী তোমার কাছে ওহে ঋষিবর ।
 ভিক্ষারূপে দেহ মোরে গাভী মনোহর ॥
 যদি নাহি কামধেনু করিবে অর্পণ ।
 সবলে নিশ্চয় তাবে করিব হরণ ॥

শুনিয়া রাজার বাণী পিতা মহোদয় ।
 নিতান্ত রোষেতে হন ব্যথিত হৃদয় ॥
 প্রথমে প্রবোধ কত করেন প্রদান ।
 না শুনিল তাঁর বাক্য ক্ষত্রিয়-সন্তান ॥
 অবশেষে দুইজনে সমর বাঁধিল ।
 কপিলার দেহ হতে সৈন্য বাহিরিল ॥
 বার বার পরাজিত হ'য়ে নরপতি ।
 তবু নাহি আশা ছাড়ে ক্ষত্রিয় দুর্ম্মতি ॥
 অবশেষে শক্তিশেল প্রহারি ভীষণ ।
 আমার পিতারে দুষ্ঠ করিল নিধন ॥
 এই কথা বলি রাম কঁাদে অতিশয় ।
 তারপর পুনরাধ ব্রহ্মাদেবে কয় ॥
 শুন শুন পিতামহ কি কহিব আর ।
 সহযুতা হইলেন জননী আমার ॥
 একান্ত বান্ধবশূন্য হইবাছি আমি ।
 তুমি দেব পিতা কর্তা প্রভু গুরু স্বামী ॥
 তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ।
 কৃপা করি মোবে তুমি করহ রক্ষণ ॥
 মম শত্রুগণে তুমি করিয়া সংহার ।
 অনাথেরে রক্ষা কর কৃপা-অবতার ॥
 দীনহীন আমি অতি নাহিক শক্তি ।
 কৃপা করি দৃষ্টিপাত কব মোর প্রতি ॥
 শুন শুন পিতামহ প্রতিজ্ঞা আমার ।
 ক্ষত্রিয় করিব ধ্বংস একবিংশবার ॥
 অন্তিম জননী মোর দিলেন আদেশ ।
 তব কাছে পবামর্শ নিতে সবিশেষ ॥
 তাই আমি তব কাছে এনু মহাশয় ।
 কহ মোবে কি করিব গুণে সদাশয় ॥
 শুনিয়া তাহার মুখে কথা গুরুতর ।
 আশীর্ব্বাদ করি ব্রহ্মা কহে অন্তঃপর ॥
 শুন শুন বৎস তুমি আমার বচন ।
 বহু র্নেষে এই বিশ্ব কবিনু সৃজন ॥
 সৃষ্টিনাশে তব ইচ্ছা অতি চমৎকার ।
 হেন বাক্য মোর কাছে না কহিও আর ॥

একজন তব কাছে করিযাছে দোষ ।
 সেই হেতু সবা প্রতি কেন মিছে রোষ ॥
 কার্ত্তবীৰ্য্য-অপরাধে, প্রতিজ্ঞা তোমার ।
 ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস একবিংশবার ॥
 অনুচিত কার্য্য ইহা বলিলু তোমায় ।
 ঋষিপুত্র মুখে ইহা শোভা নাহি পায় ॥
 ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্র শুন হে নন্দন ।
 এ তিন জাতিরে হরি করিলা সৃজন ॥
 পুনর্বার ভগবান্ করিবে সংহার ।
 সৃজন সংহার এই দুই কার্য্য তার ॥
 বিশ্রুকুল-অবতংস ঋষির নন্দন ।
 কৈলাস পুরীতে ভূমি করহ গমন ॥
 সেথায় আছেন শিব ভোলা পঞ্চানন ।
 তাঁহার নিকটে ভূমি লও হে শরণ ॥
 ধরায় নৃপতিগণ শিবের কিঙ্কর ।
 শঙ্করের কাছে ভূমি যাও হে সত্বর ॥
 তাঁর অনুমতি ভিন্ন কড় কোন জন ।
 কাহারেও নাহি পারে করিতে নিধন ॥
 শক্তি বিনা ক্ষত্রুকুল নারিবে নাশিতে ।
 তাহার নিকটে যাও কামনা পূরাতে ॥
 দাতৃশ্রেষ্ঠ ভূতনাথ শিব ভগবান্ ।
 পাশুপত অস্ত্র তোমা করিবে প্রদান ॥
 অন্তঃপর ভগবান্ শিবের কৃপায় ।
 করিবে ক্ষত্রিয় ধ্বংস কহিলু তোমায় ॥
 প্রতিজ্ঞা সফল তবে হইবে তোমার ।
 ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস একবিংশবার ॥
 এত বলি ব্রহ্মাদেব মৌন হ'য়ে রন ।
 অন্তঃপর কি ঘটিল শুন দিবা মন ॥

গণেশধ্বংসে ঋষিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

৩ ব্রহ্মাশিংশ অধ্যায়

পবনাদেব শিবলোকে গমন এবং তৎকর্তৃক
 শিবস্তোত্র-কথন ।

ভৃগুরাম ব্রহ্মাবাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 কৈলাস নগর পানে চলিল তখন ॥
 ব্রহ্মলোক হ'তে উর্দ্ধে শিবলোক রাজে ।
 শিবলোক বিরাজিত শৃঙ্গে বায়ু-মাঝে ॥
 উত্তরে বৈকুণ্ঠপুরী ঙ্গলোক নীচে ।
 বামভাগে গৌরীলোক সদা বিরাজিছে ॥
 ইহাদের উর্দ্ধভাগে গোলোক নগর ।
 অতীব বিদ্যুত তাহা অতি মনোহর ॥
 মানস গতিতে গিবা ঋষির নন্দন ।
 মনোহর শিবলোক করিল দর্শন ॥
 কত সিদ্ধ কত যোগী জটাজুটধারী ।
 ধ্যানেন্তে রয়েছে মগ্ন, মহাদেবে স্মরি ॥
 হেরিলা পরশুরাম শিবলোক-মাঝে ।
 যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কত সেথায় বিরাজে ॥
 ব্যোমব্যোম গালবাঘ কবে করতালি ।
 শিবধ্বনি যুহু'হুঃ পড়ে হাততালি ॥
 শত শত কল্পবৃক্ষ আছে শিবলোকে ।
 সংখ্যাহীন কামধেনু বিরাজে পুলকে ॥
 ভ্রমর-গুঞ্জনে হয মুগ্ধ মন প্রাণ ।
 পল্লবে পল্লবে জাগে কোকিলেব গান ॥
 পক্ষিকুলতানে হয চিত্ত চমৎকার ।
 শ্রবণে পশিল যেন মধুর বংকার ॥
 কমলনিকর শোভে সরোবর মাঝে ।
 আর কত শত ফুল সেথায় বিরাজে ॥
 মলয়হিল্লোলে পুষ্প ধীরে ধীরে দোলে ।
 কৈলাস-সৌন্দর্য্য হেরি নাচে ভালে তালে ॥
 কত শত বৃক্ষ সেথা শোভে পুষ্পসাজে ।
 পারিজাত বৃক্ষ বহু সেথায় বিরাজে ॥
 শেফালিকা জাতি বৃথী মল্লিকা মালতী ।
 কাঞ্চন টগব আদি পুষ্প বহু জাতি ॥

হ্রস্ব্য দোপাটী আর শূলপদ্ম কত ।
 মাধবী ধাতকী আদি পুষ্প শত শত ॥
 রমণীষ রাজপথ কিবা শোভা তার ।
 কত শত বৃক্ষ শোভে তার দুই ধার ॥
 পারুল বকুল আর কদম্ব খঞ্জুব ।
 চন্দন তমাল আর পিখাল কন্তুর ॥
 আম জাম শাল তাল পনস শ্রীফল ।
 কদম্ব শাল্মলী বট আছে সে সকল ॥
 দিকে দিকে শোভা পাষ প্রাসাদ তাহাব ।
 রত্নেব প্রাসাদ শোভে অতি চমৎকার ॥
 এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঋষিব নন্দন ।
 শিবের মন্দির সেথা করিল দর্শন ॥
 ক্ষীরতুল্য শুক্লবর্ণ শিবেব ভবন ।
 রত্নেব সোপানরাজি অতি সুদর্শন ॥
 রত্নময় স্তম্ভ আব রত্নের কবাট ।
 চতুর্দিকে রত্নগৃহ শোভিছে বিবাট ॥
 হেরিলা পরশুবাম সিংহদ্বাবে গিয়া ।
 ঘূরিতেছে দুই দ্বারী শূল হাতে নিষা ॥
 ভীষণ প্রকৃতি আর বিকৃত আকাব ।
 দুই চক্ষু বস্ত্রবর্ণ জ্বলে অনিবার ॥
 ব্যাঞ্জচর্ম পরিধানে ভীষণ দর্শন ।
 মস্তকেতে জটাতার শোভে অনুক্ষণ ॥
 তাদের হেরিবা মনে জাগে মহাভয় ।
 সন্ধ্যোষি পবনুবাম ধীবে ধীবে কষ ॥
 শুন শুন দ্বারিগণ, আমার বচন ।
 শিবের সঙ্গীপে আমি কবিব গমন ॥
 জন্মদায়ি পুত্রে আমি আদিনি হেথায় ।
 শীঘ্র করি লহ মোরে শঙ্কর যেষাষ ॥
 দ্বারী কহে শুন শুন ওহে যোগীবর ।
 কেন এত ব্যাকুলিত তোমার অন্তর ॥
 কণেক বিলম্ব কর ওহে তপোধন ।
 প্রভুর পাশেতে গিয়া কবি নিবেদন ॥
 অনুমতি দেন যদি প্রভু মহেশ্বর ।
 তবেই যাইতে পার তাহাব গোচর ॥

ক্ষোভিত অন্তর মূনি অপেক্ষা না করি ।
 অস্ত্র দ্বারে বাঘ রাম সেই দ্বার ছাড়ি ॥
 সেই দ্বারে অস্ত্র দ্বারী দ্বার রক্ষা করে ।
 রাম বলে ছাড় দ্বার যাইব সত্বরে ॥
 মবিনয়ে বলে দ্বারী অনুমতি চাই ।
 নতুবা পশিতে পৃথী না পার গোঁসাই ॥
 রক্ষ হ'বে ভৃগুবাম দ্বাবে দ্বারে ঘোরে ।
 হর-অনুমতি ভিন্ন পশিতে না পারে ॥
 শ্রাস্ত ক্লান্ত হ'বে রাম ভাবে মনে মনে ।
 কেমনে পশিবে তবে শিবের ভবনে ॥
 ভাবিতে ভাবিতে ঋষি ব্যাকুলিত হন ।
 অবশেষে অস্ত্র দ্বারে করিলা গমন ॥
 সেথায় যে ছিল দ্বারী মহা বলবান্ ।
 তার প্রতি কহিলেন, শুন মতিমান্ ॥
 তুমি অতি শিবভক্ত জানি অনুক্ষণ ।
 সেই হেতু তোমা প্রতি করি নিবেদন ॥
 তুমি যদি দয়া কর ওহে মতিমান্ ।
 তবে আমি যেতে পারি শিব-সম্মিধান ॥
 শুনিয়া বিনয় বাক্য দ্বারী শীঘ্রগতি ।
 শিবের নিকট হ'তে আনে অনুমতি ॥
 তখন পরশুরাম হরিনাম স্মরি ।
 শঙ্করের নিকটেতে আসে দ্বরা করি ॥
 সিংহাসনে উপবিষ্ট ভোলা মহেশ্বর ।
 রত্নের ভূষণে তাঁর শোভে কলেবর ॥
 ত্রিশূল পট্টিশাবী শিব ভগবান্ ।
 স্নমোহন ব্যাঞ্জচর্ম কবে পরিধান ॥
 বিভূতি-লেপিত অঙ্গে বহু সর্প রাজে ।
 বিবাজিত ভগবান্ ভক্তবৃন্দ-মাঝে ॥
 মঙ্গল-নিদান তিনি মঙ্গল-আধার ।
 আত্মাবামরূপী তিনি জীব সবাকার ॥
 কোটিসূর্য্যতুল্য তেজ প্রসন্ন সদাই ।
 ভক্ত-অনুগ্রহকারী কোন ভুল নাই ॥
 সনাতন জ্যোতির্ময় ভোলা মহেশ্বর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর ॥

জটাজুট-বিমণ্ডিত শিব ভগবান্ ।
 তপস্তার যথাযোগ্য ফল করে দান ॥
 স্নানির্মল শ্বেতবর্ণ স্ফটিক-সমান ।
 পাঁচটি বদন তার চির শোভমান ॥
 কপিলাদি মুনিগণ ঘেরিয়া তাঁহারে ।
 স্তবস্ততি করে তারে ভক্তি-সহকারে ॥
 চামর ব্যজন করে পার্শ্বদের দল ।
 ভক্তগণ স্তব তাঁর করে অবিরল ॥
 পরিপূর্ণতম যিনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 ত্রিগুণ-অতীত যিনি জীবের জীবন ॥
 মৃত্যুভয়নাশকারী যিনি পরাংপর ।
 সেই ভগবানে শিব ভজে নিরন্তর ॥
 সর্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত কৃষ্ণনামে তাঁর ।
 ত্রিকুণ্ডলের গুণগান করে অনিবার ॥
 একাদশ রুদ্র আর ক্ষেত্রপালগণ ।
 তাঁহাবে ঘেরিয়া সেবা আছে অনুক্ষণ ॥
 শিবের করিছে স্তব প্রফুল্ল অন্তরে ।
 করযোড়ে সবে মিলি পূজে হরিহরে ॥
 ভবানীপতির হেরি ভৃগু হৃষ্ট মন ।
 নতজানু হৈয়া করে চরণ-বন্দন ॥
 বামপার্শ্বে কাভিকৈষ অতি মনোহর ।
 দক্ষিণেতে গণপতি শোভে নিরন্তর ॥
 নন্দিক-ঈশ্বর শোভে সম্মুখে তাঁহার ।
 একপার্শ্বে ভগবতী শোভে অনিবার ॥
 হেরিয়া পরশুরাম প্রফুল্ল অন্তরে ।
 ভক্তিতরে সকলেরে নমস্কাব করে ॥
 শিবের মোহন রূপ করি দরশন ।
 পবনশুরামেব হয পুলকিত মন ॥
 মুখে নাহি সরে বাক্য কাঁপে দেহ তার ।
 অশ্রুতে নয়ন পূর্ণ হয বার বার ॥
 তারপর দীনভাবে শিবে ডাকি কহ ।
 তব গুণ বর্ণিবারে শক্তি নাহি হয ॥
 দেব দেব মহাদেব পরম ঈশ্বর ।
 বুদ্ধির অতীত তুমি জানি নিরন্তর ॥

সত্ত্ব রজ তম গুণ করিয়া ধারণ ।
 সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তুমি করিছ সাধন ॥
 সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে পাল সর্বজনে ।
 ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি কর তুমি রজোগুণে ॥
 তমোরূপী রুদ্ররূপে করহ সংহার ।
 তোমার ভুলনা নাহি ত্রিজগতে আর ॥
 তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি বিশ্বময় ।
 সবার আরাধ্য ধন তুমি গুণময় ॥
 পাপাচারী আমি মূঢ় না জানি পূজন ।
 ক্ষমা কর নিজগুণে ওহে পঞ্চানন ॥
 কাম আদি বিপূ দেহে আছে ছুনিবার ।
 কিরূপে করিব বল ভজন তোমার ॥
 বিদ্র নাশি আশুতোষ কর কৃপাদান ।
 অজ্ঞান-তিমির নাশ গুণের নিদান ॥
 কি স্তব করিব তব আমি বুদ্ধিহীন ।
 সংসার-জলধি হেরি হইতেছি ক্ষীণ ॥
 এ ভব সংসারে জানি তুমি কর্ণধার ।
 জীবন বাঁচাও মোরে করি ভবপার ॥
 তুমি সনাতনরূপী নিত্য-নিরঞ্জন ।
 গুণের অতীত তুমি গুণের কারণ ॥
 দেবের দেবতা তুমি ভুবন ঈশ্বর ।
 ত্রিতাপ-নাশক তুমি ওহে মহেশ্বর ॥
 তুমি রক্ষা কর দেব এ তিন ভুবন ।
 অজ্ঞানের জ্ঞান তুমি নির্ধনের ধন ॥
 তুমি জীব তুমি শিব তুমি সর্বময় ।
 তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতেই লয় ॥
 পুরুষ প্রকৃতি জানি তব রূপান্তর ।
 কে জানে মহিমা তব ওহে মহেশ্বর ॥
 কখন সাঁকাব তুমি কভু নিরাকার ।
 বুদ্ধিতে নিগূঢ় তত্ত্ব কে পারে তোমার ॥
 অপার মহিমা তব বিদিত ভুবনে ।
 মূঢ় হ'য়ে তব্ব আমি জানিব কেমনে ॥
 কিবা বেদ কিবা তন্ত্র সকলি অসার ।
 জগত-মাঝারে দেব তুমি মাত্র সার ॥

বিশ্বের বিধাতা তুমি ধরায় প্রচাব ।
 পাপাচারী জন লীলা না বুঝে তোমার ॥
 যারে তুমি কর দয়া ওহে দয়াময় ।
 এ সংসারে নাহি থাকে তার মৃত্যুভয় ॥
 পরম পুরুষ তুমি সবার কারণ ।
 আশুতোষ নিরঞ্জন সত্য-সনাতন ॥
 তোমার তুলনা দেব নাহিক সংসারে ।
 কৃপা কর কৃপানিধি এই দুরাচারে ॥
 তোমার তপস্তা করে কত যোগিগণ ।
 কত কষ্টে অনাহারে কাটায জীবন ॥
 তথাপি দর্শন তব তারা নাহি পায় ।
 ভাগ্যবশে দেখা আজ পাইছু তোমায ॥
 ধ্যানের ঈশ্বর তুমি নাহিক সংশয় ।
 হেরিযা তোমাতে আজি কৃতার্থ হৃদয় ॥
 তোমা হৈতে জন্মে দেব যত সুরগণ ।
 তোমার আজ্ঞায় তাঁরা করেন সৃজন ॥
 তুমি এহ তুমি তারা তুমি দিবাকর ।
 তুমি নদ তুমি নদী তুমি শশধর ॥
 বিশ্বের বাস্কব তুমি তুমি জগন্ময় ।
 যত কিছু কার্য্য হেরি তব সমুদয় ॥
 তুমি প্রভু জ্ঞান দান করহ বাহায ।
 অজ্ঞানতা ঘোচে তার তোমার কৃপায ॥
 সর্ব্বভূতহিতে রত দয়ার আধার ।
 তোমার চরণে দেব করি নমস্কার ॥
 কিবা মনোহর কান্তি ধবল বরণ ।
 পরিধানে বাঘছাল ওহে ত্রিলোচন ॥
 পরম ঈশ্বর তুমি জগতের সার ।
 তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥
 পবাংপব গুণাতীত নিষ্ঠুর্ণ গুণ ।
 কিরূপে তোমায তত্ত্ব জানিবে নিষ্ঠুর্ণ ॥
 ভক্তিভাবে তব পূজা করে যেই জন ।
 নিত্য তব নাম যোবা করিবে স্মরণ ॥
 তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি হইবে তোমার ।
 তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥

তব পদ দিবানিশি ভাবে যেই জন ।
 মনে মনে তব চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥
 তার কাছে তুচ্ছ বোধ এ তিন সংসার ।
 তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥
 যেই জন তব স্তব করে নিরন্তর ।
 পাপমুক্ত হৈয়া হয় শুদ্ধ কলেবর ॥
 চিরস্থখী হয় সে যে অবনী-মাঝার ।
 তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥
 শূলপাণি খড়্গপাণি তুমি ত্রিলোচন ।
 আমার পাতকরাশি কর বিমোচন ॥
 যে জন তোমাতে ভজে পবিত্র অন্তরে ।
 অন্তিমে নিশ্চয় বায তোমার গোচরে ॥
 তুমি গতি তুমি মতি তুমি দেবপতি ।
 কাধমনোবাক্যে করি তোমাতে প্রণতি ॥
 ত্রিংশ ঈশ্বর তুমি দয়ার আধার ।
 তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥
 দিবানিশি তব পদ ভাবে যেই জন ।
 রোগভয় তার দেহে না থাকে কখন ॥
 পুত্রলাভ ধনলাভ হইবে তাহার ।
 তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥
 তব ভক্তজন সবে অবনী-মাঝারে ।
 পুত্রে পৌত্রে সহকায়ে স্থখে বাস করে ॥
 বিদ্বার্থী হইয়া তোমা ভজে যেই জন ।
 সে জন নিশ্চয় পায় বিদ্বারদ্র ধন ॥
 তব ভক্ত কভু যদি ভ্রম্মহত্যা করে ।
 তোমার নামেতে তার সর্ব্বপাপ হরে ॥
 তব নাম দিবানিশি করিলে কীর্তন ।
 কোটীকল্প কাল থাকে কৈলাস-ভবন ॥
 যে জন শঙ্কর নাম জপে অনিবার ।
 পাপমুক্ত হৈয়া কবে স্থখেতে বিহার ॥
 ত্রিসন্ধ্যা ভকতি ভরে করিলে কীর্তন ।
 অন্তিমে কৈলাসধামে করিবে গমন ॥
 জগতের জীব যত সকল অসার ।
 ভ্রমেও না ভাবে তব পদ একবার ॥

ধন জন লৈয়া সবে করে অহঙ্কার ।
 ইন্দ্রিয়হুত্রেতে থাকে মত্ত অনিবার ॥
 ভ্রমেও না ভবে কভু অনিত্য জীবন ।
 কোথায় রহিবে সব মুদিলে নখন ॥
 দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম করিয়া ধারণ ।
 মায়াবশে মুগ্ধ হৈয়া থাকে অর্কারণ ॥
 বুঝা তার নরজন্ম সংসারেতে হয় ।
 পশু সহ ভেদ তার কিছু নাহি রয় ॥
 দীনবন্ধো আশুতোষ হে করুণাময় ।
 মোর প্রতি কর কৃপা হইয়া সদয় ॥
 বিপদে পড়িয়া আজি ডাকি বার বার ।
 কৃপা কর আশুতোষ দবা অবতার ॥
 সার্থক জনম মোর সফল জীবন ।
 তোমার চরণ আজি করিনু দর্শন ॥
 স্বপ্নেও ঘাঁহারে নাহি দেখে ভক্তগণ ।
 চর্ম্মচক্ষে আজি তাঁরে করিনু দর্শন ॥
 চন্দ্ররূপে তুমি হুধা করিছ বর্ষণ ।
 বহিরূপে পাকক্রিয়া কর সমাপন ॥
 জলরূপে শস্ত্র তুমি কর উৎপাদন ।
 হে শিব তোমার করি চরণ-বন্দন ॥
 পরম ঈশ্বর তুমি সবার আধার ।
 চরণে তোমার আমি করি নমস্কার ॥
 গিরিকন্ঠা হৈমবতী বহু তপশ্রায় ।
 যেই মহেশ্বরে তাঁর পতিরূপে পায় ॥
 কল্পবৃক্ষসম যিনি স্নেহপবাণ ।
 ভক্তজনে যিনি ফল করেন অর্পণ ॥
 চির ভোলানাথ যিনি অল্লহে ভুট হন ।
 সেই মহেশ্বরে করি চরণ-বন্দন ॥
 কাল-অগ্নিরূপে যিনি করেন সংহার ।
 ভয়ঙ্কর সেই শিবে করি নমস্কার ॥
 কালের স্বরূপ যিনি, ঘাঁর জন্ম নাই ।
 পরমাত্মারূপী যিনি জানি সর্ব্বদাই ॥
 দৈত্যের নিধনে যিনি ধরেন আকার ।
 সেই মহেশ্বরে আমি করি নমস্কার ॥

এইরূপে স্তব করে ভৃগু তপোধন ।
 ভূতনাথ আশীর্ব্বাদ করিলা তখন ॥
 পরশুরামের কৃত এই পুণ্য স্তব ।
 ভক্তি-সহকায়ে করে যে সব মানব ॥
 সর্ব্ব পাপ দূরে যায় সেই ভাগ্যবান্ ।
 অন্তিমে কৈলাসে সেই করিবে প্রস্থান ॥

গণেশখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্বিংশ অধ্যায়

শঙ্কর-পবনবাস-সংবাদ ।

পরশুরামের প্রতি প্রশম-বদনে ।
 কহিলেন মহেশ্বর মধুর বচনে ॥
 শুন শুন জ্ঞানবান্ বিপ্রের নন্দন ।
 কেবা তুমি কোথা হ'তে তব আগমন ॥
 কোন্ জন পিতা তব কি নাম তাহার ।
 কি কারণে মম স্তব কর অনিবার ॥
 কিবা অভিলাষ তব কহ সবিতারে ।
 কিরূপে সাহায্য বল করিব তোমারে ॥
 পার্বতী কহিলা তারে, ব্রাহ্মণ-কুমার ।
 শোকাকুল হেরিতেছি অন্তর তোমার ॥
 নিতান্ত বালক তুমি প্রশান্ত-স্বভাব ।
 নিবেদন কর কিবা তোমার অভাব ॥
 অতি জ্ঞানবান্ তুমি হেরি হয় বোধ ।
 কিবা দুঃখে কহ বৎস মম অনুরোধ ॥
 হর পার্বতীর বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 ভৃগুবাস নিজ বার্তা কহিল তখন ॥
 জমদগ্নি-পুত্র আমি শুন মহাশয় ।
 বিখ্যাত ভৃগুর বংশে মোর জন্ম হয় ॥
 রেণুকা জননী মোর অতি সান্থী সতী ।
 আমি শ্রীপরশুরাম দীনহীন অতি ॥
 হে প্রভু, তোমার কাছে লইনু শরণ ।
 কৃপা করি মোর দুঃখ করহ শ্রবণ ॥

সৈন্যসহ কার্তবীৰ্য্য ক্ষুধিত হৃদয়ে ।
 একদিন বাঘ মোর পিতার আলয়ে ॥
 রাজ্যারে কাতর দেখি জনক আমার ।
 করিলেন সযতনে অতিথি সৎকার ॥
 কপিলা প্রদত্ত দ্রব্য করিয়া ভোজন ।
 পরিতৃপ্ত হয় রাজা আর সৈন্যগণ ॥
 কামধেনু যোগাইল দ্রব্য বহুতর ।
 তাহা দেখি লুপ্ত হয় রাজার অন্তর ॥
 পিতার সকাশে চাহে গাভী মনোহর ।
 দিতে তাহা নাহি চাহে পিতার অন্তর ॥
 তখন অৰ্জ্জুন রাজা সবলে চাহিল ।
 কামধেনু হরি নিতে, সৈন্যে আইল ॥
 কপিলার দেহ হ'তে সৈন্য বাহিবিধা ।
 নৃপতির সৈন্য যত দিল খেদাইয়া ॥
 বার বাব পরাজিত হয়ে নরপতি ।
 পুনঃ পুনঃ আসে মোর পিতার সংহতি ॥
 অবশেষে শক্তিশেল করিবা ক্ষেপণ ।
 আমার পিতারে দুৰ্ঘট করিল নিধন ॥
 কপিলাও গেল চলি গোলোক-মাঝার ।
 সহস্রতা হইলেন জননী আমার ॥
 এক্ষণে জনক তুমি হে শিব বিধাতা ।
 মহেত্বরী ভগবতী আজি মোর মাতা ॥
 ব্যাকুলিত হইবাছি পিতৃ-মাড় শোকে ।
 তোমাদের কাছে তাই আমি শিবলোকে ॥
 করিবাছি পণ আমি পৃথিবী-মাঝার ।
 ক্ষত্রিয় করিব ধ্বংস একবংশবার ॥
 পিতৃশত্রু কার্তবীৰ্য্য অতি দুরাশয় ।
 সমবে নিধন তারে করিব নিশ্চয় ॥
 যেকপে প্রীতিজ্ঞা পারি করিতে পূরণ ।
 তাহার উপায় বল ওহে পঞ্চানন ॥
 শুনিয়া বালক-মুখে এ হেন বচন ।
 কণ্ঠ তালু শুষ্ক হয় শিবের তখন ॥
 পার্বতী কহিলা শুন ব্রাহ্মণ-নন্দন ।
 ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস কবিবাছ পণ ॥

বিপ্রকুলজাত তুমি তপস্বি-কুমার ।
 অসীম সাহস আজি হেরি যে তোমার ॥
 অস্ত্র নাই শস্ত্র নাই একি কথা কহ ।
 কেমনে যুঝিবে তুমি কার্তবীৰ্য্য সহ ॥
 কার্তবীৰ্য্য নরপতি অতি বল ধরে ।
 রাবণ রাজ্যারে নিজে পরাজিত করে ॥
 দত্তাশ্রয় যুনি তারে শক্তি করে দান ।
 সেই শক্তি ল'য়ে রাজা অতি শক্তিমান ॥
 কার্তবীৰ্য্য নরপতি করি যোর রণ ।
 তোমার পিতারে যুদ্ধে করিল নিধন ॥
 হরিমন্ত্র জপ করে রাজা নিরন্তর ।
 শ্রীহরির ধ্যানে মগ্ন তাহার অন্তর ॥
 তাহারে বিনাশ করে হেন সাধ্য কার ।
 নিরস্ত্র বালক তুমি কি শক্তি তোমার ॥
 শুন শুন কহি তোমা বিপ্রের নন্দন ।
 আপনার গৃহে তুমি করহ গমন ॥
 ক্ষত্রিয় ভূপতি যত আমার কিস্কর ।
 কি আব করিবে বল ভোলা মহেশ্বর ॥
 তুমি মূৰ্খ অৰ্ব্বাচীন ব্রাহ্মণ-নন্দন ।
 কেমনে করিবে বল ক্ষত্রিয় নিধন ॥
 আমি বর্তমানে নাহি তাহাদের ভয় ।
 নৃপতিগণের নাহি হবে পরাজয় ॥
 মনে মনে হাসি আমি হেরি তব সাথ ।
 বামন ধরিতে চাহে আকাশের চাঁদ ॥
 আমার কিস্কর ক্ষত্র নরপতিগণ ।
 শিবের সাহায্যে চাহ করিতে নিধন ॥
 শুনিয়া দেবীর কথা শোকাবুল মনে ।
 সমুদ্রত হয় রাম প্রাণ-বিসম্বন্ধনে ॥
 তখন স্নেহার্জ্জচিত্তে দেব পঞ্চানন ।
 সম্বোধি পরশুরামে কহিলা বচন ॥
 শুন বৎস, শোক তুমি কর পরিহার ।
 আজ হ'তে পুত্র-ভুল্য হইলে আমার ॥
 হুহুলন্ত মন্ত্র আদি যাহা ত্রিভুবনে ।
 ঋষির কুমার তোমা দিব তা গোপনে ॥

আশ্চর্য্য কবচ তোমা করিব অর্পণ ।
 কার্ত্তবীর্য্যে অনায়াসে করিবে নিধন ॥
 হেরিয়া তোমার কার্য্য কহি অনিবার ।
 ত্রিভুবনে হবে তব যশের বিস্তার ॥
 এই কথা বলি তারে শিব ভগবান্ ।
 মন্ত্র ও কবচ আদি করিলা প্রদান ॥
 নাগপাশ শিব-অস্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্র আর ।
 গরুড়াস্ত্র ভৃগুস্বাস্ত্র ভীষণ-আকার ॥
 অগ্নি-অস্ত্র বায়ব্যাস্ত্র গদা হুবিপুল ।
 শক্তি-অস্ত্র পাশ-অস্ত্র অমোঘ-ত্রিশূল ॥
 নারায়ণ-অস্ত্র আদি অস্ত্র বত ছিল ।
 ক্ষত্রকুল-ধ্বংস ভরে শিব তারে দিল ॥
 নানাবিধ শিক্ষা তারে দিল অতঃপর ।
 এই অস্ত্রে কিরূপে সে করিবে সমর ॥
 শিক্ষা দিলা নায়-যুদ্ধ শিব ভগবান্ ।
 কিরূপে হইবে জয়ী করে শিক্ষাদান ॥
 নারায়ণী বিদ্যা শিব তারে দান করে ।
 কোশল শিখায় কত অতি-স্নেহ-ভরে ॥
 এইরূপে শিক্ষাশেষে ভৃগু তপোধন ।
 প্রকল্প অন্তরে করে স্বস্থানে গমন ॥
 ভৃগুরাম শঙ্করের এই সম্ভাবণ ।
 যেই জন শোনে হয় বাহ্যার পূরণ ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত নম্বর ।
 যেই শোনে যেই পড়ে পাপ হয় দূর ॥

গণেশপদ্যঃ চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পরশুরামের বৃদ্ধবাহ্য ও স্বপ্নদর্শন ।

মহাদেব-পাশে অস্ত্র লভি ভৃগুরাম ।
 অবশেষে কিভাবেতে পূরে মনস্কাম ॥
 নারায়ণে প্রসন্ন করে নারদ ভ্রমতি ।
 বলে তবে নারায়ণ নারদ-সংহতি ॥

ঘটে কি ইহার পরে শুন তপোধন ।
 পূরুর ভীর্ণেতে বাঘ ভার্গব তখন ॥
 শিবদত্ত কৃষ্ণমন্ত্র জপে অবিরাম ।
 কৃষ্ণচিন্তা করে সদা শ্রীপরশুরাম ॥
 একমাস ধরি লয় অনাহার-ব্রত ।
 হরির চরণ ধ্যান করে অবিরত ॥
 একদিন হেরিলেন শাবির নন্দন ।
 গগন মাঝারে নৃত্তি অতি সুন্দরন ॥
 যুদ্ধ হাশ্ব মুখে তার, অতি জ্যোতির্ময় ।
 রত্নময় রথ মাঝে উপবিষ্ট রয় ॥
 হেরিয়া পরশুরাম বুঝিলা তখন ।
 কৃপা করি কৃপাময় দিলেন দর্শন ॥
 প্রণাম করিয়া কহে ব্রাহ্মণ-কুমার ।
 শুন শুন দীননাথ কৃপা-অবতার ॥
 কৃপা করি অভিনাথ পুরাও আমার ।
 ক্ষত্রিয় করিব ধ্বংস একবংশবার ॥
 তব পদে ভক্তি দাও হরি দয়াময় ।
 তোমার কিঙ্কর কর সকল সময় ॥
 পরশুরামের কথা শুনি অতঃপর ।
 ভগবান্ সনাতন দিলা তারে বর ॥
 দক্ষিণাঙ্গ কাঁপে তার অতি কুল্ল মন ।
 আপন ভবনে আসে ভৃগু তপোধন ॥
 গৃহে আসি নিদ্রাগত হইলা বখন ।
 করিলা পরশুরাম স্নানার্থ দর্শন ॥
 আনন্দের সীমা নাই কিবা কব আর ।
 সমস্ত বৃত্তাস্ত্র সবে কহে বারংবার ॥
 নিজ শিষ্য পিতৃশিষ্য বান্ধব স্বজন ।
 সকলের ডাকি আনে আপন ভবনে ॥
 বিস্তারিয়া কহিলেন সমস্ত ঘটনা ।
 সকলের সাথে করে বিবিধ মন্ত্রণা ॥
 তারপর একদিন হেরি সুভদ্রণ ।
 বুদ্ধের মানসে চলে ভার্গব তখন ॥
 শয্যা বাজে বৃষ্ঠা বাজে হরিশ্বনি হয় ।
 নম্র ছন্দুভিধ্বনি শুনে সে সময় ॥

মহমা আকাশ-মাঝে নৈববাণী হয় ।
 ওহে ভৃগুরাম তব হোক চিরজয় ॥
 হেরিলা পরশুরাম হৃদয়লব্ধকর ।
 কৃষ্ণসার যুগ হস্তী পথের উপর ॥
 দ্বীপী রাজহংস শুক গগুর ঘোটক ।
 চক্রবাক শত্ৰুচিল চকোর চটক ॥
 হেরিলা পরশুরাম সূর্য্যের মণ্ডল ।
 হেরে শত্রু স্ববর্ণাদি মাণিক্য উজ্জ্বল ॥
 দধি লাজ শ্বেতধাতু নবীন পল্লব ।
 দুগ্ধ গব্য ঘৃত আদি হেরিলেন সব ॥
 একপে পরশুরাম চলে ধীরে ধীরে ।
 সন্ধ্যাকালে আসিলেন নরনারী তীরে ॥
 বটবৃক্ষ ছিল এক অতি গনোরম ।
 তার নীচে হেরে রাম হৃদয় আশ্রম ॥
 পূর্বে ত্রীপুলস্ত্য ঋষি বহুকাল ধরে ।
 তপস্বী করিলা সেই আশ্রম-ভিতরে ॥
 বন্ধুগণ সহ সেথা ত্রীপবশুরাম ।
 পুষ্পময় শয্যা'পবে করিলা বিশ্রাম ॥
 নিশীথে পরশুরাম গভীর নিদ্রায় ।
 হৃদয় নানা স্বপ্ন হেরিলা সেখান ॥
 প্রাতঃকালে উঠিলেন ত্রীপবশুরাম ।
 ভক্তিসহকারে কবে ত্রীহরির নাম ॥
 নিশীথের স্বপ্নকথা কবিতা স্মরণ ।
 প্রমুগ্ন হইল অতি ভৃগু তপোধন ॥
 মনে মনে ভাবে রান আর নাহি ভয় ।
 কার্ত্তবীর্য্যে বধ আমি করিব নিশ্চয় ॥

১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০

● সড়্‌বিশ্ব অধ্যায়

বাহুবলীকাল নিষ্ঠা তপস্বীকাল দূত-প্রণয় ১০০০

মহোদধি প্রতি শত্রুদ্রোহীকাল স্বপ্ন-১০০০

বৃদ্ধাশ্রম ১০০০

এত শুনি বলে তবে ত্রক্ষার নন্দন ।
 অতঃপর কী ঘটিল বল নাবাঘন ॥
 তোনার রূপায় প্রভু লভি কত স্নান ।
 সে কারণে অনুবোধ করি ভগবান্ ॥
 নারদের কাতরতা দেখি জনার্দন ।
 নারদের প্রতি কহে হৃদয় ভাষণ ॥
 উঠিয়া প্রভাবকালে ভৃগু তপোধন ।
 সন্ধ্যা আর বন্দনাদি করে সমাপন ॥
 বন্ধু সহ মন্ত্রণাদি করিয়া হরায় ।
 কার্ত্তবীর্য্য-সঙ্গীপেতে দূতের পাঠায় ॥
 পরশুরামের দূত অতি শীঘ্র গিয়া ।
 হেরিল নৃপতি আছে সভায় বসিয়া ॥
 সিংহাসনে উপবিষ্ট ক্ষত্রিয় নৃপতি ।
 সহোদর কবি দূত বহে তার প্রতি ॥
 শুন শুন মহারাজ, মোর নিবেদন ।
 মোরে ত্রীপবশুরাম করিলা প্রেরণ ॥

এই কথা বলি দূত করিল প্রস্থান ।
 দূতের বচনে রাজার ব্যাকুল পরাণ ॥
 রাজার অন্তর কাঁপে ভবে থর থর ।
 যেদিকে তাকাষ দেখে বিপদ বিস্তর ॥
 শক্তিতে বাঁধিয়া বুক রাজা তারপরে ।
 আদেশিল সৈন্যদলে বাইতে সমবে ॥
 চতুরঙ্গ সাজে তার, যোদ্ধা সাজে কত ।
 তালে তালে বাণভাণ্ড বাজে অবিরত ॥
 সৈন্যদল সাজিয়াছে ঢাল-তরোয়ালে ।
 কার্ত্তবীৰ্য্য নরপতি সমরেতে চলে ॥
 কার্ত্তবীৰ্য্য-প্রিয়তমা মনোরমা সতী ।
 নিবারণ করে তারে, মনোহুঃখে অতি ॥
 কার্ত্তবীৰ্য্য কহে তারে শুন বরাননে ।
 জমদগ্নি-পুত্রে সহ যাব আজ রণে ॥
 নর্শ্মানদীর তীরে ঋষির নন্দন ।
 স্পর্দ্ধাসহ যুদ্ধে মোরে করে আবাহন ॥
 তাহারে ভবানীপতি শিব ভগবান্দু ।
 কৃষ্ণমন্ত্র কবচাদি করিয়াছে দান ॥
 শুন শুন প্রিয়তমে প্রতিজ্ঞা তাহার ।
 ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস একবিংশ বার ॥
 শুনিয়া প্রতিজ্ঞা তার আন্দোলিত মন ।
 বাম অঙ্গ নৃত্য মোর করে অনুক্ষণ ॥
 হেরিবাছি স্বপ্ন আমি অমঙ্গলকর ।
 সেই কথা ভাবি মোর কাঁপিছে অন্তর ॥
 হেরিলাম সর্ব্ব-অঙ্গে লোহিত চন্দন ।
 জ্বাপুষ্প মালা গলে করেছি ধারণ ॥
 রক্তবস্ত্র পবিধানে কিবা শোভা তার ।
 লৌহ-অলঙ্কার দেহে শোভে অনিবার ॥
 অঙ্গার লইয়া আমি খেলি অনুক্ষণ ।
 করিয়াছি গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ ॥
 গগনমণ্ডলে নাহি সূর্য্য নিশাকর ।
 অন্ধকারে ঘেরিয়াছে বিশ্ব চরাচর ॥
 রক্তবস্ত্র-পরিহিতা অতি ভয়ঙ্কর ।
 বিধবা রমণী এক হাসে নিরন্তর ॥

আলুথালু কেশপাশ ছিন্ন নাসা তার ।
 অট্ট অট্ট হাস্য করি করিছে চীৎকাব ॥
 হেরিলাম শ্মশানেতে চিত্তার উপর ।
 ভস্ম-রাশি-পরিপূর্ণ যত কলেবর ॥
 ভস্মরাশি রক্তরাশি হয অনিবার ।
 চতুর্দিকে রাশি রাশি করিছে অঙ্গার ॥
 হেরিলাম পুনর্ব্বার লবণ-পাহাড় ।
 কপর্দক রহিয়াছে অতি স্ত পাকার ॥
 স্থানে স্থানে চূর্ণরাশি তৈলের সাগর ।
 এইরূপ স্বপ্ন দেখি অমঙ্গলকর ॥
 হেরিলাম পুনর্ব্বার সূর্য্য নিশাকর ।
 খসিয়া পড়িছে যেন পৃথিবী উপর ॥
 হইতেছে উষ্ণাপাত হেরি অনুক্ষণ ।
 হইয়াছে সূর্য্য আর চন্দ্রের গ্রহণ ॥
 ভীষণ পুরুষ এক বিকট-আকার ।
 উলঙ্গ হইয়া আসে সম্মুখে আমার ॥
 হেরিলাম বালা এক অতি হৃদর্শন ।
 মম গৃহ হ'তে যেন করে পলায়ন ॥
 তারপর হেরিলাম হে প্রিয়ে তোমায ।
 মম গৃহ হ'তে যেন লইছ বিদায় ॥
 হেরিলাম বিপ্র আব সন্ন্যাসী সকল ।
 মোরে অভিশাপ দান কবে অবিরল ॥
 স্বপ্নযোগে হেরিলাম আমি পুনর্ব্বার ।
 গৃধ্রগণ কাকগণ করিছে চীৎকার ॥
 বিবাদ করিছে হেরি কাক ও কুকুর ।
 স্থানে স্থানে পিগুরাশি পতিত প্রচুর ॥
 হেরিলাম নিশাকালে কৃষ্ণবর্ণা নারী ।
 মোরে আলিঙ্গন তরে আসে তাড়াতাড়ি ॥
 নাপিত আসিয়া করে মস্তক মুণ্ডন ।
 নিশাকালে স্বপ্নযোগে করিলু দর্শন ॥
 হেরিলাম চতুর্দিকে উঠিয়াছে ঝড় ।
 কবন্ধেরা মহোন্মত্তে ভ্রমে নিরন্তর ॥
 ভূতগণ করিতেছে অনল-উদগার ।
 অট্ট অট্ট হাসিতেছে সম্মুখে আশার ॥

বারংবার হইতেছে বজ্রের পতন ।
 গৃহমাঝে করিতেছে শৃগাল রোদন ॥
 হেরিলাম স্বপ্নযোগে নয় এক নয় ।
 মন্তক রাখিবা নিম্নে ভ্রমে নিরন্তর ॥
 আলুথানু কেশ তার বিকট আকার ।
 বিবজ্র হইবা আসে সম্মুখে আমার ॥
 রাক্ষসেযে হেরিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর ।
 রাজ্য-অধিষ্ঠাতৃ-দেব কাঁদে নিরন্তর ॥
 অতি উচ্চৈঃস্বরে দেব করে হাহাকার ।
 শুনিতে শুনিতে নিজা টুটল আমার ॥
 হেরিলাম স্বপ্ন অতি অমঙ্গলকর ।
 ভার্গব আপনি আসে করিতে সমর ॥
 কি উপায় করি এবে কহ বরাননে ।
 উপদেশ দান কিছু কর হুলাচনে ॥
 শুনিয়া নৃপের কথা মনোরমা সতী ।
 হাহাকার করিলেন মনোহুখে অতি ॥
 তারপর ধীরে ধীরে নৃপভিরে কয় ।
 আমার বচন তুমি শুন মহাশয় ॥
 কুমার পরশুরাম অংশ ক্রীহরির ।
 জমদগ্নি-পুত্র তিনি অতিশয় বীর ॥
 জগৎ-সংহারকর্তা দেব পঞ্চানন ।
 তাঁর শিষ্য হয় এই ঋষির নন্দন ॥
 ক্ষত্রিয় নিধন তরে প্রীতিজ্ঞা তাহার ।
 তাঁর সনে যুদ্ধ করি কে পারিবে আর ॥
 শুন শুন মহারাজ, বচন আমার ।
 যুদ্ধের বাসনা তুমি কর পরিহার ॥
 পাপাচার বাবণেরে করি পরাজয় ।
 আপনাবে বলবান্ ভাব অতিশয় ॥
 ধর্মরক্ষা কভু নাহি করে যেই জন ।
 কেহ তারে বক্ষা নাহি করে কদাচন ॥
 সে জন বিনষ্ট হয় পাপে আপনাব ।
 কেহ না করিতে পারে তাহাব উদ্ধাব ॥
 অন্তর্য্যামী ভগবান্ হরি সনাতন ।
 শুভাশুভ কর্ম সব করেন দর্শন ॥

জলবিষয় সম সব অনিত্য সংসারে ।
 স্বপ্নসম মিথ্যা সব কহিনু তোমারে ॥
 পুত্র ভাৰ্য্যা পরিজন ঐশ্বর্য্য বিভব ।
 জলবুদ্ধদের প্রায় ক্ষণস্থায়ী সব ॥
 এ সংসার স্বপ্নসম করিবা দর্শন ।
 ধর্ম-চিন্তা করে সদা যত সাধুজন ॥
 দত্তাত্রেয়-মুনি-দত্ত জ্ঞান উপদেশ ।
 সকলি বিশ্বৃত তুমি হইলে নৃপেশ ॥
 যুগয়ার তরে যবে গিয়াছিলে বনে ।
 আশ্রয় লইলে তুমি মুনির ভবনে ॥
 মুনি তব সযতনে করায ভোজন ।
 সেই মুনিবরে তুমি করিলে নিধন ॥
 যে জন আশ্রয় তব করিল প্রদান ।
 হত্যা কর তুমি সেই ব্রাহ্মণের প্রাণ ॥
 গুরু বিপ্র দেবগণে হত্যা যেই করে ।
 অতীর্ষ দেবতা তার নাহি রহে ঘরে ॥
 শুন শুন নৃপবর, যুঢ় তুমি অতি ।
 নিজ পাপে হবে তব অশেষ দুর্গতি ॥
 দত্তাত্রেয় মুনিবরে করহ স্মরণ ।
 ধ্যান কর ভক্তিতরে তাঁর শ্রীচরণ ॥
 পরশুরামের কাছে যাও শীঘ্র করি ।
 ক্ষমা ভিক্ষা কর তাঁর চরণেতে ধরি ॥
 বিপ্রগণ দেবগণ যদি তুচ্ছ হয় ।
 ক্ষত্রিয় কুলের তবে নাহি কোন ভয় ॥
 ক্ষত্রিয় চাহিলে ক্ষমা বিপ্রের নিকটে ।
 ইহাতে কদাপি নাহি অপঘণ রটে ॥
 পরশুরামের কাছে যাও মহারাজ ।
 পাষে ধরি ক্ষমা ভিক্ষা কর তুমি আজ ॥
 আমার বচন রাখ ওগো প্রাণপতি ।
 আহার জীবনে তুমি একমাত্র গতি ॥
 রামের সকাশে তুমি অবিলম্বে যাও ।
 আমা মুখপানে প্রভু একবার চাও ॥
 অধর্ম না হবে তব ব্রাহ্মণে আশ্রয় ।
 ক্ষত্রিয়ের পূজনীয় বিপ্র সদাশয় ॥

ইহাতে তোমার কোন কুশল না হবে ।
 সার্থক থাকিবে তব নাম এই ভবে ॥
 অবলার বাক্য শ্রদ্ধা না কব লজ্জন ।
 রাম সহ যুদ্ধ-ইচ্ছা করহ দমন ॥
 তোমার বিহনে মম কি হইবে গতি ।
 এতেক চিন্তিয়া কার্য সাধ মোর প্রতি ॥
 সমর বাসনা ত্যজি তজ্জ ভৃগুরাম ।
 জানিবে ইহাতে তব সিদ্ধ হবে কাম ॥
 এত বলি মনোরমা কাঁদিতে লাগিল ।
 আপনার মনে কত বিলাপ করিল ॥
 পুনরায় কহে সতী শুন প্রাণেশ্বর ।
 স্নান সমাপন তুমি করহ সঘর ॥
 ইচ্ছামত দ্রব্য তোমা করাব ভোজন ।
 করিব শরীরে তব চন্দন-লেপন ॥
 অঙ্কুর কুঙ্কুম দিয়া সাজাব তোমায় ।
 সজ্জিত করিব তোমা পুষ্পের মালায় ॥
 রত্নসিংহাসনে তুমি বস মহারাজ ।
 তোমার বদনপদ্ম হেরি আমি আজ ॥
 পতিভ্রতা রমণীর পতিমাত্র সার ।
 পতি বিনা তাহাদের গতি নাহি আর ॥
 শুনিয়া রাজ্ঞীর কথা কহে নরপতি ।
 আমার বচন তুমি শুন শুন সতি ॥
 জুথ দুখে শোক ক্ষোভ আনন্দ ও ভয় ।
 কৰ্ম্ম-ভোগ-কালে সব উপস্থিত হয় ॥
 কালের অধীন হয় জীব নিরন্তর ।
 কালবশে চলে এই বিশ্ব-চরাচর ॥
 কালে লোকে রাজা হয়, কালে হয় দীন ।
 সমস্ত বিশ্বের জীব কালের অধীন ॥
 কালেতে সৃজন হয়, কালেতে সংহার ।
 কালই পালন করে এ বিশ্ব-সংসার ॥
 সনাতন কৃষ্ণ যিনি সর্বশক্তিম্যান্ ।
 কালের বিধানকর্তা সেই ভগবান্ ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আজ্ঞাধীন তাঁর ।
 জীবের অদৃষ্টান্তা তিনি অনিবার ॥

তাঁর ইচ্ছাবলে হয় জনম মরণ ।
 তাঁহার ইচ্ছায় চলে এ তিন ভুবন ॥
 তাঁহার আজ্ঞায় চলে বায়ু নিরন্তর ।
 তাঁহার আজ্ঞাধ ভাপ দিতেছে ভাস্কর ॥
 তাঁর আজ্ঞা-বলে অগ্নি করিছে দাহন ।
 তাঁহার ইচ্ছায় কাল করিছে ভ্রমণ ॥
 তাঁহার ইচ্ছায় হয় পৃথিবী সৃজন ।
 তাঁহার ইচ্ছায় হয় জীবের নিধন ॥
 যাহার অদৃষ্টে তিনি লিখেছেন বাহা ।
 অবশ্য কলিবে রোধ কে করিবে তাহা ॥
 মানুষের ইচ্ছামত কিছু নাহি হয় ।
 সকলি কৃষ্ণের ইচ্ছা জানিও নিশ্চয় ॥
 নারায়ণ-অংশ-জাত ভৃগু তপোধন ।
 ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস করিবাছে পণ ॥
 অবশ্য সফল হবে প্রীতিজ্ঞা তাহার ।
 আঁটিবে তাহার কাছে হেন সাধ্য কার ॥
 তার কাছে বাই যদি ক্ষমা চাহিবারে ।
 কদাপি মার্জনা নাহি করিবে আমারে ॥
 রাখিবে প্রীতিজ্ঞা তার করিবে সে রণ ।
 বিশ্বের ক্ষত্রিয় যত করিবে নিধন ॥
 সতি তুমি ক্ষান্ত হও ভাবিও না আর ।
 কেন বা করিব বৃথা হীনতা স্বীকার ॥
 এই ধরাধামে যদি অপঘণ হয় ।
 হৃত্যু শ্রেণ্যক্ষর তবে জানিও নিশ্চয় ॥
 রাক্ষস নৃপতি বধি বীর ধ্যাতি পাই ।
 ত্রিভুবনে আমা তুল্য অস্ত্র বীর নাই ॥
 আমি যদি নাহি যাই আজি এ সমরে ।
 তবে মোর অপঘণ রটিবে সংসারে ॥
 কাপুরুষ বলি লোকে করিবে প্রচার ।
 অগোরব তাহে সতি হইবে আমার ॥
 বৃথা চিন্তা নাহি সতি করহ অন্তরে ।
 কৰ্ম্মফল কেহ নাহি পাবে খণ্ডিবারে ॥
 তুমি তো অবোধ নহ, কেন বৃথা ভয় ।
 কপালে লিখিত বাহা ঘটবে নিশ্চয় ॥

কার্তবীৰ্য্য এই কথা বলি অতঃপর ।
 উত্তোগী হইয়া চল করিতে সমর ॥
 শত শত নরপতি সাথে সাথে যায় ।
 লক্ষ লক্ষ মৈত্র্য আদি চলিল হারায় ॥
 অশ্ব হস্তী পদাতিক চলিল বিস্তর ।
 রণবাঘ চতুর্দিকে বাজে নিরন্তর ॥
 যোদ্ধার বেশেতে হেরি পতিরে তখন ।
 মনোরমা সাধবী সতী করিল রোদন ॥
 কোথায চলিলে নাথ ত্যজিয়ে আমার ।
 তোমার বিহনে দাসী রহিবে কোথায ॥
 এত বলি নৃপতিরে করি আকর্ষণ ।
 কেলিগৃহপানে রাণী করিল গমন ॥
 সেথায পতিরে বক্ষে রাখিয়া তাহার ।
 চুম্বন করিল রাণী তারে বার বার ॥

গণেশখণ্ডে বড়-বিশং অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সমস্তবিশং অধ্যায়

মনোবদ্য পবলোকপ্রাপ্তি, ভার্গব-কার্তবীৰ্য্য-
 সংবাদ, মন্তব্য ও পবন্তবানব
 যুদ্ধ-বর্ণন ।

নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন ।
 তারপর কি ঘটিল শুন বিবরণ ॥
 কার্তবীৰ্য্য-প্রিয়তমা মনোরমা সতী ।
 পতিরে বক্ষেতে রাখে মনোহুগ্ধে অতি ॥
 পুত্র আর জ্ঞাতিবর্গে করি আনমন ।
 শ্রীহরির পাদপদ্ম করিল স্মরণ ॥
 তারপর পতিশোকে করিয়া রোদন ।
 ষট্চক্র ভেদ করে যোগেতে তখন ॥
 প্রাণবায়ু মস্তকেতে আনি অতঃপর ।
 শ্রীহরিরে স্মরি দেবী ত্যজে কলেবর ॥
 যত্নাকালে নাহি পারে পতি ছাড়িবারে ।
 মুহূৰ্হুঃ আলিঙ্গন করে সতী তারে ॥

সেই ভাবে থাকি সতী ত্যজে দেহ তার ।
 তাহা দেখি নরপতি করে হাহাকার ॥
 পত্নীরে নিজের বক্ষে করিয়া ধারণ ।
 কার্তবীৰ্য্য সকাতরে কহিলা তখন ॥
 উঠ উঠ প্রাণেশ্বরী করি অঙ্গীকার ।
 রণস্থলে কভু আমি নাহি যাব আর ॥
 শুন শুন মনোরমে আমার বচন ।
 পরশুরামের সহ না করিব রণ ॥
 চল চল স্থলোচনে করিব বিহার ।
 তব সনে জলজ্রীড়া করিব আবার ॥
 শুন শুন মনোরমে শুন বরাননে ।
 বিহার করিব চল চন্দনের বনে ॥
 মলয় পর্বতে চল করিব রমণ ।
 নদর অধরে তব করিব চুম্বন ॥
 অশুর-চন্দনে শোভে মোর কলেবর ।
 নয়ন মেলিয়া হের রূপ মনোহর ॥
 মধুর বচন শ্রিয়ে কহ পুনর্ব্বার ।
 তোমার বিহনে হেরি সকলি আঁধার ॥
 বিলাপ করিল কত অর্জুন রাজন ।
 কিছুতে না হয় তার শোকাঙ্ক মোচন ॥
 অবিরল বহে চক্ষে অশ্রুবান্ধার ।
 বলে কাল, কি করিলি ওরে দুরাচার ॥
 ওরে যম, তোর কিরে নাহি দয়া মনে ।
 নিশ্চয় পরাণ তোর গঠিত পাষণে ॥
 নাশিলি সতীরে তুই বল কি কারণ ।
 পাইলি কোথায বল দোষ আচরণ ॥
 এরূপ বিলাপ মনে করিল রাজন ।
 সহসা আকাশবাণী হইল তখন ॥
 স্থির হও মহারাজ কেন কর শোক ।
 অনর্থক ক্লিষ্ট হব যত মূঢ় লোক ॥
 দত্তাশ্রয়-শিষ্য তুমি জ্ঞানীর প্রধান ।
 এ সংসার হের জলবিশ্বের সমান ॥
 তব পত্নী মনোরমা সাধবী অতিশয় ।
 কমলার অংশজাতা নাহিক সংশয় ॥

গিষাছেন মনোরমা লক্ষ্মীর লবনে ।
 তার লাগি বুধা দুঃখ করিও না মনে ॥
 শীঘ্র করি যাও ভূমি করিতে সমর ।
 বৈকুণ্ঠধামেতে যাবে মরণের পর ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী নৃপতি তখন ।
 চন্দন-কাঠেতে করে চিতা বিরচন ॥
 পুত্রগণ হতাশনে করিলে সংস্কার ।
 কার্ত্তবীৰ্য্য করিলেন পত্নীর সংস্কার ॥
 তারপর নরপতি অতি হক্ট মনে ।
 ধন বস্ত্র দান করে যত বিপ্রগণে ॥
 সমারোহে জ্ঞান আদি করে সমাপন ।
 শত শত বিপ্র আসি করিল ভোজন ॥
 ধনাগারে নৃপতির ধন যত ছিল ।
 ব্রাহ্মগণেরে রাজা সব বিতরিল ॥
 তারপর কার্ত্তবীৰ্য্য সাজি রণ-সাজে ।
 সৈন্যসহ চলিলেন রণক্ষেত্রে-মাঝে ॥
 পথে নৃপ দেখে দৃশ্য অমঙ্গলকর ।
 হেরিয়া সে সব দৃশ্য কাঁপিল অন্তর ॥
 উলঙ্গিনী নারী এক করিল দর্শন ।
 যুক্তকেশী ছিন্ননাসা করিছে ক্রন্দন ॥
 হেরিল নৃপতিবর পথের মাঝার ।
 সর্পজীবী কুস্তকার আর তৈলকার ॥
 চিতা-ভস্ম সর্প গোধা পিণ্ড ও মোটক ।
 শূদ্রের পাচক আর শূদ্রের যাজক ॥
 শূন্ত-কুস্ত ভগ্ন-কুস্ত তৈল ও লবণ ।
 এই সব পথে রাজা করিল দর্শন ॥
 দক্ষিণে শৃগাল ডাকে অমঙ্গলকর ।
 গৃধ্র শ্চেন বাঘসাদি হেরিল বিস্তর ॥
 নৃপতির বাম অঙ্গ কাঁপে অনিবার ।
 ভয়ে ব্যাকুলিত প্রাণ হইল তাহার ॥
 তথাপি সাহসে ভর করিয়া নৃপতি ।
 সৈন্য সহ রণক্ষেত্রে চলে শীঘ্রগতি ॥
 হেরিয়া পরশুরামে সম্মুখে তাহার ।
 ভক্তভরে তাঁরে রাজা করে নমস্কার ॥

আশীর্ব্বাদ করে তারে ভার্গব হুজর ।
 বৈকুণ্ঠে তোমার গতি হইবে রাজন ॥
 সহসা ছন্দুভিধ্বনি হইল তখন ।
 কার্ত্তবীৰ্য্য করিলেন রথে আরোহণ ॥
 নৃপতিরে ডাকি কহে ঋষির কুমাৰ ।
 শুন শুন মহারাজ বচন আমার ॥
 চন্দ্রবংশজাত তুমি ক্ষত্র নরপতি ।
 তোমার হইল কেন এ হেন দুর্গতি ॥
 বিষ্ময়-জংশভূত তুমি জ্ঞানীর প্রধান ।
 দত্তাত্রেয়-শিষ্য তুমি অতীব বিদ্বান ॥
 কামধেনু-লোভে বিপ্রে করিলে নিধন ।
 এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল বাজন ॥
 ব্রাহ্মণের সাধবী পত্নী অতি স্কন্ধ মনে ।
 স্বামি-শোকে সহয়তা হয পতি সনে ॥
 কহ রাজা কেন তব হইল দুর্গতি ।
 বিনাশ করিলে তুমি ব্রাহ্মণ-দম্পতি ॥
 পদ্মপত্রস্থিত জল তুল্য এ সংসার ।
 অবশিষ্ট থাকে শুধু কীর্ত্তি সবার্কার ॥
 যে ধেনুর লাগি কর বিপ্রেণে নিধন ।
 সেই ধেনু কোথা আজ করিল গমন ॥
 বিদ্বান্ নৃপতি হ'য়ে করিলে যে কাজ ।
 সমুচিত ফল তার পাবে মহারাজ ॥
 বনের মাঝারে তুমি ছিলে অনশনে ।
 তোমাতে খাওয়ায় বিপ্র আপন ভবনে ॥
 তার উপযুক্ত ফল তুমি তারে দিলে ।
 কামধেনু-লোভে তাঁরে নিধন করিলে ॥
 বার্কক্যেতে উপনীত তোমার বয়স ।
 অর্জন করিলে কেন এই অপযশ ॥
 তোমার সমান দাতা নাহি ভূমণ্ডলে ।
 ধার্মিক যশস্বী বলি খ্যাত ধরাতলে ॥
 পণ্ডিতপ্রবর তুমি জ্ঞানী অতিশয ।
 এরূপ অযশ তব উচিত না হয ॥
 কটুবাক্য নাহি কয় সাধু ব্যক্তিগণ ।
 তব প্রতি কটুবাক্য না বলি রাজন ॥

বহু নরপতি আজ হেথা বিচক্ষান ।
 সবার সম্মুখে কর উত্তর প্রদান ॥
 কেন বা করিলে তুমি ঘৃণিত এ কাজ ।
 সকলেব সম্মুখেতে কহ মহারাজ ॥
 শুনিবা রামের মুখে এ হেন বচন ।
 ধীরে ধীরে কার্তবীৰ্য্য কহিল তখন ॥
 শুন রাম গুণধাম কিবা কব আর ।
 হরি-অংশজাত তুমি সন্দেহ কি তার ॥
 হরিভক্ত জিতেন্দ্রিয় তুমি ধর্ম্মপ্রাণ ।
 এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান ॥
 দ্বিজকূলে জন্ম বার বিপ্রের নন্দন ।
 তাহার কর্তব্য সদা স্বধর্ম্ম-পালন ॥
 ব্রহ্ম-চিন্তা করে যেই ভক্তি-সহকারে ।
 ব্রাহ্মণ বলিবা সেই উক্ত এ সংসারে ॥
 সংযত বচন যার মৌনভাবে রয় ।
 মুনি বলি সেই জন স্তুবিত হয় ॥
 অর্ঘ্য ও লোভে যার রয় সমজ্ঞান ।
 অদ্বৈত ও গৃহ যিনি দেখেন সমান ॥
 সমজ্ঞান রহে যাব পক্ষে ও চন্দনে ।
 যোগী বলি সেইজন বিদিত ভুবনে ॥
 সর্ব্বজীবে বিষ্ণু যিনি করেন দর্শন ।
 প্রকৃত সেজন হয় হবিপবায়ণ ॥
 তপস্বাই কামধেনু ব্রাহ্মণ সবার ।
 তপস্বাই একমাত্র জীবনের সার ॥
 ঐশ্বর্য্যেতে মত্ত হয় ক্ষত্রিয় সকল ।
 ব্যবসা বাণিজ্য করে বৈশ্যদের দল ॥
 ব্রাহ্মণ-সেবায় রত শূদ্রগণ যত ।
 শাস্ত্রেব বচন ইহা বেদের সম্মত ॥
 তপস্বায় ইচ্ছা যদি ক্ষত্রিয়েরা করে ।
 নিন্দিত হইবে তারা পৃথিবী-ভিতরে ॥
 বিবাদের ইচ্ছা যদি ব্রাহ্মণেব হয় ।
 অতি নিন্দা হবে তার নাস্তিক সংশয় ॥
 রাজসিক ভাবে যেই নিজ কর্ম্ম করে ।
 রাজা বলি খ্যাত সেই সংসার-ভিতরে ॥

অমুরাগী ক্ষত্রে আমি কামধেনু চাই ।
 ক্ষত্রিয় রাজার এতে কোন দোষ নাই ॥
 ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ইহা অধর্ম্ম কে কব ।
 রাজার উচিত কর্ম্ম করি মহাশয় ॥
 কিন্তু আমি হেরিলাম কাণ্ড বিপরীত ।
 যুদ্ধ ভোগে বাঞ্ছা নহে যুনির উচিত ॥
 তব পিতা জন্মদায়ি যুনি মহাশয় ।
 কামধেনু ভোগে তার বাঞ্ছা কেন রয় ॥
 আরও বিচিত্র হেরি তব আচরণ ।
 হেথায আসিলে তুমি করিবারে রণ ॥
 শুনিবাছি ভবন্ধর প্রতিজ্ঞা তোমার ।
 ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস একবিংশবার ॥
 সমরে আসিলে যদি বিপ্রের নন্দন ।
 তব বধে পাপ নাহি হবে কদাচন ॥
 তব পিতা জন্মদায়ি ঘোরতর রণে ।
 নিধন করেছে যত নরপতিগণে ॥
 তাহাদের পুত্র সব যত্ন করি পণ ।
 আসিবাছে তব সনে করিবারে রণ ॥
 তোমার প্রতিজ্ঞা আজ করহ পালন ।
 যদি পার ক্ষত্রকুল করহ নিধন ॥
 যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জানিও নিশ্চয় ।
 যুদ্ধে যত্ন কোনকালে নিন্দনীয় নয় ॥
 ব্রাহ্মণের যুদ্ধ করা বিভ্রম সার ।
 বেদের সম্মত নহে জানি অনিবার ॥
 ব্রাহ্মণের কার্য্য সদা শাস্তি স্বস্ত্যয়ন ।
 যুদ্ধ নাহি কবে কভু ব্রাহ্মণ-নন্দন ॥
 ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ বল বাণিজ্য বৈশ্যের ।
 ভিক্ষা বাত্রে বল হয় ভিক্ষুকগণের ॥
 শূদ্রদের বল সদা ব্রাহ্মণ সেবনে ।
 বৈশ্যদের বল সদা হরির পূজনে ॥
 খলদের হিংসা বল নারীর যৌবন ।
 শিশুর রোদন বল জানি অনুক্ষণ ॥
 বেষ্ঠাদেব বল হয় বেশের বিচ্ছাদে ।
 জন্তুদের বল সদা হিংসা অভিলষে ॥

পতি-সেবা বল হয় সাধ্বী রমণীর ।
 গুণীদের গুণ বল জানি তাহা স্থির ॥
 ব্রাহ্মণের বল হয় শাস্তি নিরন্তর ।
 যুদ্ধ তরে হেরি তব অশাস্ত অন্তর ॥
 হেরি নাই কড়ু ইহা, শুনি নাই আর ।
 যুদ্ধ তরে সমুত্তত ব্রাহ্মণ-কুমার ॥
 শুনিয়া নৃপের বাণী রাম ঋষির ।
 মহারোষে পরিপূর্ণ হইল অন্তর ॥
 হৃদয়েতে পিতৃশোক জাগিয়া উঠিল ।
 রোষভরে ধর ধর কাঁপিতে লাগিল ॥
 ভৃগুরাম ডাক ছাড়ে অতি ঘনে ঘন ।
 ধনুকেতে গুণ তবে করেন যোজন ॥
 আকর্ণ টানিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার ।
 স্নগস্তীর শব্দ কানে লাগে চমৎকার ॥
 প্রথমে সমরে আসে মৎস্য-অধিপতি ।
 হুনি সৈন্য বাণ মারে নৃপতির প্রতি ॥
 মহাবল নরপতি সংগ্রামে অটল ।
 পশ্চাতে তাহার চলে চতুরঙ্গ দল ॥
 হুযোগ বুঝিয়া সবে তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে ।
 মৎস্য নৃপতির দেহ জর্জরিত বাণে ॥
 কাটিল সারথি আর ধনু কাটে তার ।
 দিব্য অস্ত্রে ধনু রথ করে ছারখার ॥
 নৃপতিরে অস্ত্রহীন হেরিয়া তখন ।
 মহেশের শূল হাতে ধায় মুনিগণ ॥
 সহসা আকাশবাণী হইল তখন ।
 অমোঘ শিবের শূল না কর ক্ষেপণ ॥
 শিবের কবচ আছে মৎস্যরাজ-গলে ।
 কবচ প্রার্থনা কর তোমরা সকলে ॥
 তারপর শিবশূল করিখা ক্ষেপণ ।
 মৎস্য নৃপতিরে সবে করহ নিধন ॥
 জমদগ্নি-পুত্র ছিল শৃঙ্গী নাম তার ।
 ধারণ করিল সেই সম্যাসী-আকার ॥
 তারপর মৎস্যরাজ-সমীপেতে গিয়া ।
 শিবের কবচ সেই আনিল চাহিয়া ॥

অতঃপর শিবশূল করি নিক্ষেপণ ।
 মৎস্য নৃপতিরে সবে করিল নিধন ॥

গণেশখণ্ডে সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

সুচ্রে বাজার সহিত পবনবাসের যুদ্ধ, যুদ্ধস্থলে
 ভক্তকালীর গমন, পরভবাম কর্তৃক ভক্ত-
 কালীর ভব এবং সুচ্রে বধ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 সমরেতে মৎস্যরাজ হইল নিধন ॥
 কার্ত্তবীৰ্য্য রাজা ডাকি অস্ত্র নৃপগণে ।
 শত শত সৈন্য সহ পাঠালেন রণে ॥
 বৃহদ্রথ সৌমদন্ত মিথিলা-ঈশ্বর ।
 সকলে মিলিয়া চলে করিতে সমর ॥
 ভীষণ ধনুক হাতে করিল টঙ্কার ।
 ঘন ঘন লাফ বাঁপ করে হুঙ্কার ॥
 ঘন ঘন রাম প্রতি তীর বরিষণ ।
 শত শত তীর রাম করেন ছেদন ॥
 তারপর আরস্তিল বোরতর রণ ।
 তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে ঋষির নন্দন ॥
 অগ্নিশিখা-ভূল্য তেজী শ্রীপরশুরাম ।
 পিনাক ধারণ করি ঘূষে অবিরাম ॥
 কত শত সৈন্য বাণে পড়িতে লাগিল ।
 কত শত রথ-রথী নিহত হইল ॥
 কত হস্তী কত সানী কত শত হয় ।
 সংগ্রামে পড়িল তার কে করে নির্ঘব ॥
 কত যে কবন্ধ পড়ে সংগ্রামের মাঝে ।
 যুদ্ধ সহ রণবাণ্ড তালে তালে বাজে ॥
 লক্ষ লক্ষ সৈন্য মরে ভয়ঙ্কর রণে ।
 সংহার করিল রাম ক্ষত্র নৃপগণে ॥
 কাশ্যকুজ নরপতি নৌরাষ্ট্র নৃপতি ।
 মহারাত্রি অধিপতি বঙ্গীয় ভূপতি ॥

কলিঙ্গের অধীশ্বর গুজ্জর রাজন ।
 সংহাব করিল সব ঋষির নন্দন ॥
 ভীমবেগে ধায় যত মুনি-সেনাদল ।
 মুহূৰ্হঃ সিংহনাদ কবে অবিরল ॥
 নৃপতির সেনাদল না হেরি উপায় ।
 অবশিষ্ট যারা ছিল ভয়েতে পলায় ॥
 তখন আসিল যুদ্ধে হুচন্দ্র নৃপতি ।
 অতিশয় বলবান্ রণে দক্ষ অতি ॥
 তার সহ যুদ্ধ করে ভার্গব তখন ।
 দুই পক্ষে আরস্তিল যোৱতর রণ ॥
 নাগ-অস্ত্র যারে রাম হুচন্দ্রের প্রেতি ।
 গরুড়াস্ত্র দিয়া তাহা কাটিল নৃপতি ॥
 শতসূর্যাসম দীপ্ত অস্ত্র নারায়ণ ।
 নৃপেয়ে হানিল তাহা ঋষির নন্দন ॥
 নারায়ণ-অস্ত্র হেরি হুচন্দ্র নৃপতি ।
 রথ হ'তে নামিলেন অতি শীঘ্রগতি ॥
 তারপর নিজ অস্ত্র করি পরিহাব ।
 নারায়ণে স্তবস্তুতি করে অনিবার ॥
 নারায়ণ-অস্ত্র তবে হুচন্দ্রের ছাড়ি ।
 নারায়ণ সমীপেতে যায় তাড়াতাড়ি ॥
 তখন পরশুরাম অতি ক্রোধভরে ।
 নিক্ষেপ করিল গদা কুপিত অন্তরে ॥
 হানিল পট্টিশ শক্তি পবনু মূল ।
 তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র আদি হানে অবিরল ॥
 শিবদত্ত ভবস্কর শূল ল'বে করে ।
 নিক্ষেপ করিল রাম অতি ক্রোধভরে ॥
 হুচন্দ্র নৃপতি সব কাটিল হেলায় ।
 ভাবিয়া না পাষ রাম কি কবে উপায় ॥
 হেনকালে সম্মুখেতে ঋষির নন্দন ।
 ভদ্রকালী জননীবে কবিল দর্শন ॥
 বিকটকপিণী দেবী করাল বদন ।
 মুক্তকেশী ত্রিলোচনী ভীষণ দর্শন ॥
 অকণ-লোচনা দেবী হৃদীর্ঘ রমনা ।
 শবোপরি নৃত্য কবি ক্রকুটি বদন ॥

ভুজঙ্গ ভূষিত অঙ্গ ভীম দরশন ।
 করেতে শাণিত অসি লোহিত বরণ ॥
 হুচন্দ্রের রথে থাকি জগৎজননী ।
 নৃপতিরে রক্ষা তিনি করেন আপনি ॥
 হেরিয়া মাতারে দেখা ব্রাহ্মণ-কুমার ।
 অস্ত্র পরিহার করি করে নমস্কার ॥
 কহিলা পরশুরাম ভক্তি-সহকারে ।
 তুমি মাতা জগদ্ধাত্রী প্রণমি তোমারে ॥
 দুর্গতিনাশিনী তুমি ভুবন-ঈশ্বরী ।
 শঙ্করের প্রিয়া তুমি নমস্কার করি ॥
 জগৎজননী তুমি করি নমস্কার ।
 কৃপা করি মনস্কাম পূরাও আমার ॥
 তুমি দেবী জগদ্ধাত্রী জগৎপালিনী ।
 অস্ত্র-নাশিনী মাতঃ জগৎজননী ॥
 কৃপাময়ী জগন্ময়ী তুমি মহামায়া ।
 তুমি গঙ্গা তুমি জয়া তুমিই বিজয়া ॥
 পরমা প্রকৃতি দেবী তুমি সারাংসারা ।
 বিশ্বের আরাধ্যা মাতা ওগো পরাংপরা ॥
 বিমুক্ত হইলে তুমি কে করে রক্ষণ ।
 তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ॥
 তোমাব সেবক আমি ওগো মা শঙ্করী ।
 প্রসীদ প্রসীদ দেবী মাতা বিশ্বেশ্বরী ॥
 তোমার চরণে মাতা লইনু শরণ ।
 তব নামে হয় মাগো বিশ্বের নাশন ॥
 অজিতা অপরাজিতা তুমি কাত্যায়নী ।
 তুমি উমা তুমি ধূমা ভবানী ঈশানী ॥
 কৃপা কর কৃপাময়ী হইবা সদয় ।
 রক্ষা কর মাগো তব অধম তনয় ॥
 আমি তব ভক্ত মাগো কি কহিব আর ।
 পবিত্র কর তুমি প্রীতিজ্ঞা আমার ॥
 শিবলোকে তুমি আর দেব মহেশ্বর ।
 দুইজনে স্নেহ-ভাবে দিয়াছিলে বর ॥
 সে বর সফল কব মাগো দয়াময়ী ।
 মনস্কাম পূর্ণ কর, কর বণজয়ী ॥

পরশুরামের কথা করিয়া শ্রবণ ।
 ভয় নাই বলি দেবী অন্তর্হিতা হন ॥
 সহসা শ্রীকৃষ্ণাদেব করি আগমন ।
 রামেরে কহিলা কথা অতি সুগোপন ॥
 শুন শুন কহি তোমা ঋষির নন্দন ।
 হুচন্দ্রে কেমনে ভূমি করিবে নিধন ॥
 একদা দুর্বাসা মুনি অতি স্নেহ-ভরে ।
 দশাঙ্গুরী মহাবিড়া নৃপে দান করে ॥
 ভদ্রকালী কবচাদি করে তারে দান ।
 হুচন্দ্রের গলে তাহা আছে বর্তমান ॥
 যতদিন সে কবচ গলে তার রবে ।
 ততদিন নৃপতি না পরাজিত হবে ॥
 ভিক্ষুকের বেশে যাও ভৃগু তপোধন ।
 কবচ তাহার কাছে করহ প্রার্থন ॥
 ধার্মিক হুচন্দ্রে রাজা দাতা অতিশয় ।
 কবচ প্রদান তোমা করিবে নিশ্চয় ॥
 তখন পরশুরাম সন্ন্যাসীর বেশে ।
 কবচ প্রার্থনা করে নৃপ-কাছে এসে ॥
 কবচ প্রদান করে হুচন্দ্রে রাজন্ ।
 অমোঘাস্ত্র পাইলেন ভার্গব তখন ॥
 মণিহারী ফণী যেন হুচন্দ্রে নৃপতি ।
 ঘন ঘন বাণ মারে রাম তার প্রতি ॥
 দুইজনে শরযুদ্ধ বাধে ঘোরতর ।
 সবশেষে শূল অস্ত্র ছাড়ে ঋষিবর ॥
 হুচন্দ্রের বক্ষে সেই শূল আসি পড়ে ।
 অবিরত রক্তধারা বহে তীর ধারে ॥
 পড়িল ভূমির 'পরে হুচন্দ্রে রাজন্ ।
 ঋষি হস্তে নরপতি হইল নিধন ॥
 বৈবর্ত-পুরাণে আছে বর্ণনা ইহার ।
 যে শুনিবে পাপ হৈতে পাইবে উদ্ধার ॥

গণেশখণ্ডে অষ্টাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ।

● উন্নতব্রিংশ অধ্যায়

পুঙ্করাক্ষের মহিমা পবনবাহন যুদ্ধ-বর্ণন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ ।
 এইরূপে হুচন্দ্রের হইল পতন ॥
 হুচন্দ্রের পুত্র ছিল পুঙ্করাক্ষ নাম ।
 মহালক্ষ্মী-উপাসক অতি গুণধাম ॥
 সূর্য্যের সমান তেজী হুচন্দ্রে-নন্দন ।
 সৈন্তগণ সহ আসে করিবারে রণ ॥
 লক্ষ্মীর কবচ তার গলে বিস্তমান ।
 ত্রিলোক-বিজয়ী রাজা বীরের প্রধান ॥
 পুনরায় আরম্ভিল ভবষ্কর রণ ।
 অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপিল মুনি-সেনাগণ ॥
 অনায়াসে কাটি তাহা পুঙ্করাক্ষ বীর ।
 বাণে বাণে সকলে করে করিল অস্থির ॥
 দুই পক্ষে চলে রণ অতি ভবষ্কর ।
 অস্ত্রে অস্ত্রে বনৎকার উঠে নিরন্তর ॥
 কাটিল রাজার রথ মুনি-সৈন্তগণ ।
 তিন লক্ষ সেনা তার করিল নিধন ॥
 তারপর শিবদত্ত শূল ল'য়ে করে ।
 হুঙ্কার ছাড়িয়া তাহা হানে নৃপবরে ॥
 নৃপতির গলদেশে সেই শূল যায় ।
 পরিণত হ'ল তাহা পড়েন মালায় ॥
 ক্রোধে জ্ঞানহারী হ'য়ে ব্রাহ্মণ সকল ।
 গদা শক্তি যুদ্ধগরাতি হানে অবিরল ॥
 সেই সব অস্ত্র যত বিচূর্ণিত হয় ।
 হেরিবা মুনির দলে জাগিল বিস্ময় ॥
 ঘোরতর রণ করে নৃপতি তখন ।
 নিবারিতে নাহি পারে মুনি-সেনাগণ ॥
 তখন পরশুরাম অতি-ক্রোধ-ভরে ।
 সিংহনাদ কবি ঘন আসিল সমরে ॥
 বিশাল কুঠার তুলি ভার্গব-স্বজন ।
 মহাবলে নৃপতিরে করিল ক্ষেপণ ॥

রাজার কিরীট ছেদ করিয়া কুঠার ।
 পতিত হইল পরে ভূমির মাঝার ॥
 শিবদত্ত শূল লয়ে ঋষির কুমার ।
 নৃপতির প্রতি ক্রোধে হানিল আবার ॥
 কুণ্ডল ছেদন করি সে শূল তখন ।
 মহেশের সমীপেতে করিল গমন ॥
 হেরিয়া পরশুরামে হুচন্দ্র-কুমার ।
 বাণে বাণে চতুর্দিক্ করে অন্ধকার ॥
 ভৃগুরাম সেই বাণ কাটিল হেলায় ।
 নৃপতির প্রতি অস্ত্র ছাড়ে পুনরায় ॥
 শক্তিমান্ ভৃগুরাম যত অস্ত্র ছাড়ে ।
 বিপরীত অস্ত্রে তাহা নৃপতি নিবারে ॥
 ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন ভার্গব তখন ।
 সেই অস্ত্র নরপতি কবে নিবারণ ॥
 সব অস্ত্র ব্যর্থ হেরি ঋষির কুমার ।
 পাশুপত অস্ত্র হাতে লইল আবার ॥
 তখন শ্রীভগবান্ হরি নারাষণ ।
 ব্রাহ্মণের বেশে সেথা করে আগমন ॥
 আসিয়া ভার্গবে কহে, শুন তপোধন ।
 পাশুপত অস্ত্র হান কিসের কারণ ॥
 সামান্য মানবরাজে নিধনের তরে ।
 পাশুপত অস্ত্র তুমি লইয়াছ করে ॥
 পাশুপত অস্ত্র যদি করহ ক্ষেপণ ।
 অবিলম্বে ভস্মীভূত হইবে ভুবন ॥
 পাশুপত অস্ত্র আর চক্র হৃদর্শন ।
 সকল অস্ত্রের সার শুন তপোধন ॥
 ইহাদেরে নিবারিতে কেহ নাহি পারে ।
 গোপনীয় কথা শুন কহিব তোমারে ॥
 পুষ্করাক্ষ মহাবীর এ ভুবন-মাঝে ।
 লক্ষ্মীর কবচ সদা তার কণ্ঠে রাজে ॥
 যতক্ষণ সে কবচ করিবে ধারণ ।
 তারে পরাজিতে নাহি পারে কোন জন ॥
 বিপ্রযুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 ভৃগুরাম কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ ॥

ছদ্মবেশধারী তুমি হও কোনজন ।
 আপনার পরিচয় দেহ মহাত্মন ॥
 পরশুরামের বাক্যে হইয়া সদয ।
 আমি বিষ্ণু বলি বিপ্র দেন পরিচয় ॥
 পরিচয় পেয়ে তবে রাম যুনিবর ।
 স্তবস্তুতি করিলেন যুড়ি দুই কর ॥
 দয়া করি বল প্রভু হয়েছি অধীর ।
 কেমনে বধিব আমি পুষ্করাক্ষ বীর ॥
 প্রবল ক্ষত্রিয়-পুত্র আঁটিতে না পারি ।
 যদি না উপায় কর পাশুপত মারি ॥
 বিষ্ণু তাঁরে আশ্বাসিয়া করি আশীর্বাদ ।
 বলিলেন পুরাইব তব মনোসাধ ॥
 শুন শুন ভৃগুরাম তার কাছে গিয়া ।
 লক্ষ্মীর কবচ আমি আনিব চাহিয়া ॥
 ইহা বলি ছদ্মবেশ করিয়া ধারণ ।
 পুষ্কর নৃপতি কাছে করিল গমন ॥
 হুচন্দ্রের পুত্র রাজা দানে মহাবীর ।
 জ্ঞানে গরিমায় তিনি অতীব হৃদীর ॥
 বিপ্রবেশে বিষ্ণু সেথা যাইয়া ভ্ররায় ।
 লক্ষ্মীর কবচখানি তার কাছে চাষ ॥
 পুষ্করাক্ষ নরপতি হরিষ অন্তরে ।
 কবচ করিল দান বিপ্রে অকাতরে ॥
 কবচ গ্রহণ করি বিষ্ণু সনাতন ।
 অতি শীঘ্র বৈকুণ্ঠেতে করিলা গমন ॥
 অতঃপর ভৃগুরাম পুষ্করের সনে ।
 অবিলম্বে পুনর্বার মাতে মহারণে ॥
 ঘন ঘন অস্ত্রবাণে করিয়া জর্জর ।
 ভৃগুরাম পুষ্করাক্ষে বধিল সত্ত্বর ॥

গণেশখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● জিৎশ অশ্রয়

কার্ত্তবীৰ্য্যসহ গবন্তবাসেব যুদ্ধে মহাদেব কর্তৃক
 কার্ত্তবীৰ্য্যেব নিকটে ছলপূৰ্ণক কবচগ্রহণ,
 বাজা ও গবন্তবাসেব কথোপকথন,
 কার্ত্তবীৰ্য্যেব গবলোকগমন এবং
 ব্রহ্ম-ভার্গব সংবাদ ।

যুদ্ধে ববে পুষ্করাক্ষ হইল নিধন ।
 কার্ত্তবীৰ্য্য রাজা আসে করিবারে রণ ॥
 লক্ষ লক্ষ সৈন্য আদি সাথে আসে তার ।
 রথেতে বসিলা রাজা অতি চমৎকার ॥
 হেরিলা পরশুরাম রণক্ষেত্র-মাঝে ।
 নৃপতি-বেষ্টিত হয়ে কার্ত্তবীৰ্য্য রাজে ॥
 মন্তকেতে রত্নছত্রে কিবা শোভা তার ।
 সৰ্ব্ব-অঙ্গে বিভূষিত রত্ন-অলঙ্কার ॥
 চন্দন-চর্চিত দেহ সহাস্ত বদন ।
 মনোহর কান্তি তার অতি শ্রোভন ॥
 হেরিয়া মূনিরে রাজা করে নমস্কার ।
 মূনি আশীৰ্ব্বাদ তায়ে করে বার বার ॥
 আরম্ভ হইল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ।
 ছুই পক্ষ অবিরাম বাণেতে জর্জর ॥
 মহাবীর কার্ত্তবীৰ্য্য অতি দক্ষ রণে ।
 মুহুমূহুঃ বাণ মারে মূনি-সেনাগণে ॥
 কার্ত্তবীৰ্য্য আরম্ভিল ঘোরতর রণ ।
 পলায়ন করে সব মূনি-সেনাগণ ॥
 বাণে বাণে চতুর্দিক্ অন্ধকার হয় ।
 বিপদে পড়িল ঋষিপুত্র অতিশয় ॥
 দেখিতে না পায় কিছু উপায় কি করে ।
 অগ্নিবাণ ল'য়ে মূনি মারিল সত্তরে ॥
 চতুর্দিক্ অগ্নিময় হইল তখন ।
 নরপতি বরুণাত্ম করিল ক্ষেপণ ॥
 অঝোর ধারায় বৃষ্টি বরিষণ হ'ল ।
 শীতল ধারায় সেই অনল নিভিল ॥
 হানিল গন্ধৰ্ব্ব-বাণ ঋষির নন্দন ।
 বায়ব্যাশ্রয় বাণ রাজা নিক্ষেপে তখন ॥

বায়ুর চাপেতে সেই বাণ বেগে ধায় ।
 আকাশের কোলে গিয়া ভ্রুটিতে শিষায় ॥
 নাগ-অশ্রু মারে রাম অতি ভয়ঙ্কর ।
 গরুড়াত্মে নরপতি কাটিল সত্তর ॥
 নাগদল পক্ষীরাজে যেখনি দেখিল ।
 ভয়েতে অমনি সব কোথা লুকাইল ॥
 ক্রোধেতে পরশুরাম পাশুপত ধরি ।
 শরাসনে ঘুড়িলেন মস্তপূত করি ॥
 ভীষণ গর্জনে উঠে আকাশ ভেদিয়া ।
 মনে হয় সপ্ত স্বর্গ পড়িল ভাঙ্গিয়া ॥
 স্বর্গ হৈতে দেবগণ ব্যাকুল নয়নে ।
 দেখে কিবা কাণ্ড হয় ঘোরতর রণে ॥
 মস্ত্র পড়ি ষথাবিধি ভুগুন নন্দন ।
 রাজার উপর অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥
 বৈষ্ণবাত্ম শরাসনে ঘুড়িল রাজন ।
 অর্ধপথে করিলেন তাহা নিবারণ ॥
 অতি দ্রুত হয তবে ঋষির নন্দন ।
 ঘন ঘন কাঁপে ভূর্ত্ত লোহিত লোচন ॥
 দিব্যাশ্রয় ভীষণ এক ধনুকে ঘুড়িয়া ।
 নৃপপ্রতি নিক্ষেপিল মস্ত্র উজারিয়া ॥
 অবহেলে নৃপ তাহা করেন ছেদন ।
 দিব্য অস্ত্র শরাসনে করেন যোজন ॥
 মূনি ব্রহ্ম-অশ্রু মারে নৃপেতে বধিতে ।
 সেই অশ্রু কার্ত্তবীৰ্য্য কাটিল ভ্রুটিতে ॥
 দন্তাত্রেয়-দন্ত শূল ল'য়ে নরপতি ।
 মস্ত্রপাঠ করি ছাড়ে ভাগবের প্রতি ॥
 শত-সূর্য্য সম দীপ্ত শূল ভয়ঙ্কর ।
 পতিত হইল গিয়া মূনির উপর ॥
 ছূর্নিবার্য্য সেই শূল কে রোধিবে তাহে ।
 দেবগণ কভু তাহা নিবারিতে নারে ॥
 শূলের আঘাতে মূনি চেতনা হারায় ।
 হৃচ্ছিত হইবা ভরা পড়িল ধরায় ॥
 হেরিয়া মূনির দশা যত দেবগণ ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সাথে করে আগমন ॥

জ্ঞানিবর মহেশ্বর বিষ্ণুর আদেশে ।
 ভার্গবের প্রাণ দান করে অবশেষে ॥
 চেতনা পাইয়া মুনি মেলিয়া নঘন ।
 হেবিলেন ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ ॥
 লজ্জিত বদনে রাম ভক্তি-সহকারে ।
 স্তবস্ততি করিলেন দেবতা সবারে ॥
 ভগবান্ দত্তাত্রেয় ভক্তের ঈশ্বর ।
 কার্ত্তবীৰ্য্য-রক্ষা-তরে আসিলা সত্বর ॥
 কুপিত হইয়া রাম পাশুপত লয় ।
 হেরিল অপূৰ্ব্ব দৃশ্য মুনি সে সময় ॥
 আপনি শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন ।
 কার্ত্তবীৰ্য্য নৃপতিরে করেন রক্ষণ ॥
 নবজলধর-শ্যাম কাস্তি মনোহর ।
 গোপবেশধারী হরি শ্যাম নটবর ॥
 স্মদর্শন চক্ৰ হাতে সহস্র বদন ।
 গোপ-গোপী-পরিবৃত মদনমোহন ॥
 যুহু যুহু বংশী বাজে অতি মনোহর ।
 সহসা আকাশবাণী শুনে মুনিবর ॥
 যে কবচ দত্তাত্রেয় মুনি করে দান ।
 রাজার হাতেতে তাহা আছে বিদ্যমান ॥
 যোগিগুরু মহাদেব নৃপ কাছে গিয়া ।
 কৃষ্ণের কবচ সেই আনুক চাহিয়া ॥
 তারপর কার্ত্তবীৰ্য্য করিবে নিধন ।
 তাব পূৰ্ব্বে যুহু নাহি হবে কদাচন ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী দেব মহেশ্বর ।
 কার্ত্তবীৰ্য্য সমীপেতে চলিল সত্বর ॥
 ব্রাহ্মণের রূপ ধরি নৃপপাশে গিয়া ।
 কৃষ্ণের কবচ হুয়া আনিল চাহিয়া ॥
 তারপর ভৃগুরামে করিয়া প্রদান ।
 আপন স্থানেতে শিব করিল প্রস্থান ॥
 শিবের অভয় লাভ কবি ভৃগুরাম ।
 অহঙ্কারে মত্ত হয় তাহাব পবাণ ॥
 আনন্দ বাড়িল হৃদে অতি গুরুতর ।
 পশিল সমরে বীর ভৃগুবংশধর ॥

অন্তঃপর ভৃগুরাম নৃপতিরে কথ ।
 উঠ উঠ নরপতি কেন কর ভয় ॥
 সাহসে করিয়া ভর কর তুমি বণ ।
 নিরাশ হইলে তুমি কিসের কারণ ॥
 তুমি দাতা তুমি ধীর জ্ঞানী তুমি অতি ।
 নৃপতি-মাঝারে তুমি শ্রেষ্ঠ নরপতি ॥
 তোমা সহ যুদ্ধে আমি হই অচেতন ।
 সে যশ হইবে তব শুন হে রাজন্ ॥
 সমস্ত নৃপতিগণে কর পরাজিত ।
 রাবণে হারালে তুমি ভুবনে বিদিত ॥
 তোমার শূলেতে মম হয় পরাজয় ।
 আমারে বাঁচান পুনঃ শিব মহাশয় ॥
 আজিকার সমরেতে পাবে মনস্তাপ ।
 ঘুচাইব আজি তব যত ছিল পাপ ॥
 শঙ্কর-প্রদত্ত বাণে বধিব তোমায় ।
 আজিকার রণে মোর শঙ্কর সহায় ॥
 হৃদযেতে পিতৃশোক জ্বলিছে দ্বিগুণ ।
 তোমারে নিধন করি নিভাব আশ্রয় ॥
 শুনিয়া রামের বাক্য কহে নরপতি ।
 কি কব তোমারে আমি তুমি জ্ঞানী অতি ॥
 আমার সমান কত নৃপ শত শত ।
 এই মহীতলে লয় পায় অবিরত ॥
 কিবা মোর জ্ঞান আর কিবা মোর দান ।
 লক্ষ লক্ষ নৃপ আছে আমার সমান ॥
 মোর বুদ্ধি তেজ শোভা প্রতিষ্ঠা বিনয় ।
 মনোরমা সাথে সাথে অপগত হয় ॥
 সাধ্বী প্রিয়া মনোরমা তাহার বিহনে ।
 দেহে মোর বল নাই, শাস্তি নাই মনে ॥
 মনোরমা ছিল মোর প্রাণের ঈশ্বরী ।
 শয়নে ভোক্তনে রণে ছিল সহচরী ॥
 বিষহীন সর্প সম তেজ নাহি আর ।
 ভাৰ্য্যার বিহনে হেরি সকলি আঁধার ॥
 সে যদি থাকিত, শুন ঝষির নন্দন ।
 সর্পের নিকট হ'তে ভেকের মতন ॥

আমার পূর্বের যদি হেরিতে সমর ।
 স্তম্ভিত হইতে তবে তুমি মূনিবর ॥
 হায় হায় আজ মোর ভাগ্য-বিড়ম্বনে ।
 পরাজিত হ'তে হবে ব্রাহ্মণের সনে ॥
 কালের কুটিল গতি শুন তপোধন ।
 কালে হয় শিবা-হাতে সিংহের মরণ ॥
 মহিষেরে হত্যা করে মক্ষিকার দল ।
 গজেন্দ্রে নিহত করে হরিণসকল ॥
 গরুড় নিহত হয় সর্পের কবলে ।
 ভূত্যের ভঞ্জন করে নৃপতির দলে ॥
 কালের বিচিত্র গতি শুন মূনিবর ।
 কালেতে মানব হয় দেব পুরন্দর ॥
 কালের অধীন সবে শুন মহাশয় ।
 কালেতে বিলীন হয় জীব-সমুদয় ॥
 কালেতে প্রকৃতিদেবী তিরোভূতা হয় ।
 শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাত্র কালাধীন নয় ॥
 কালেতে সৃজন করে কৃষ্ণ-সনাতন ।
 তাঁহার ইচ্ছায় চলে সর্ব জীবগণ ॥
 স্থল হ'তে স্থলতম কৃষ্ণ সনাতন ।
 সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতম তিনি অনুক্ষণ ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অংশ মাত্র তাঁর ।
 তাঁহার আজ্ঞায় সবে চলে অনিবার ॥
 উৎপন্ন প্রকৃতি হ'তে যত দেবগণ ।
 প্রকৃতি সবার মাতা শুন তপোধন ॥
 রাধিকা শাবিত্রী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী ।
 প্রকৃতির পঞ্চরূপ মনোহর অতি ॥
 বিরাজিতা শ্রীপ্রকৃতি পঞ্চরূপ ধরি ।
 নিত্য সত্য মাষারূপা ভুবন-ঈশ্বরী ॥
 মায়া বিনা নাহি হয় সংসার-সৃজন ।
 মাষায় মোহিত হয় সর্বজীবগণ ॥
 অসার সংসার এই সকলি নশ্বর ।
 জন্মিলে মরিতে হবে নাহি তাতে ডব ॥
 বুধা আশ্বালন কর ব্রাহ্মণ-কুমার ।
 মরিতে কদাপি ভয় নাহিক আমার ॥

বাহার হাতেতে যার মরণ-লিখন ।
 নিবারিতে তাহা বল পারে কোন জন ॥
 গর্বভরে রণমত্ত হয়েছ এখন ।
 একদা তুমিও যাবে কালের ভবন ॥
 কেন তবে বুধা গর্ব কর ঋষিবর ।
 সার কথা বলিলাম তোমার গোচর ॥
 লহ অস্ত্র ভৃগুরাম বুধা কাল যায ।
 মরিব অথবা রণে মরিব তোমায় ॥
 এতেক বলিষা নৃপ মহাস্ত্র বদনে ।
 রামে প্রাণিপাত করে আনন্দিত মনে ॥
 ধনু শর ল'য়ে রাজা চড়ি রথে তার ।
 হুহুকারে ছুটে যায রণের মাঝার ॥
 ভৃগুরাম সহ যুদ্ধ হয় ধোরতব ।
 ধরাদেবী ঘন ঘন কাঁপে ভয়ঙ্কর ॥
 সৈন্যদল হুহুকার গর্জ্জন করিছে ।
 অশ্বখুরে ধূলি উঠি গগন ঢাকিছে ॥
 চলিল ভীষণ যুদ্ধ কিবা কব আব ।
 বাণে বাণে চতুর্দিক্ হইল আঁধার ॥
 সিংহনাদ কর'য়ে ধায় ভৃগু তপোধন ।
 দুই দলে বহু সৈন্য হইল নিধন ॥
 কার্ত্তবীৰ্য্য বাণ মারে কাটে মূনিবর ।
 মূনির বাণেতে রাজা হইল জর্জর ॥
 লক্ষ লক্ষ সৈনিকেরা করিছে চীৎকার ।
 ভয়ঙ্কর রণবাণ বাজে অনিবার ॥
 কেহ করে আর্তনাদ কেহ বা ক্রন্দন ।
 রণে ভঙ্গ দিবা কেহ করে পলায়ন ॥
 ক্ষত্রসৈন্যে মূনিসৈন্যে না জানে বিশ্রাম ।
 রণক্ষেত্রে রক্তস্রোত বহে অবিরাম ॥
 অস্ত্রের বঙ্করে আব ধনুর টঙ্কাবে ।
 প্রাকম্পিত চতুর্দিক্ হয় বাবে বারে ॥
 বহু সেনা বিনাশিল রাম ঋষিবর-
 হেরিষা ব্যাকুল হ'ল বাজার অন্তর ॥
 হেনকালে ভৃগুরাম ল'য়ে নিজ করে ।
 পাশুপত অস্ত্র হানে নৃপতি উপরে ॥

অমোঘ সে অজ্ঞাঘাত সহিতে না পারে ।
 কার্ত্তবীৰ্য্য রাজা পড়ে ভূমির উপরে ॥
 প্রবল প্রতাপ রাজা গড়াগড়ি যায় ।
 ভূমিতল যায় ভাসি রক্তের ধারায় ॥
 যত্নকালে নারায়ণে করিয়া স্মরণ ।
 কার্ত্তবীৰ্য্যজ্জ্বল রাজা ছাড়িল জীবন ॥
 ইহা দেখি সৈন্তগণ করে হাহাকার ।
 রোদনধ্বনিতে পূর্ণ হয় চারিদার ॥
 এদিকে অৰ্জ্জুন রাজা ত্যজি কলেবর ।
 গোলোকধামেতে যায় প্লক অন্তর ॥
 নারায়ণ জনার্দন জগতের পতি ।
 স্বীয় পাশে দেন ঠাই করিতে বসতি ॥
 সহচর রূপে থাকে অৰ্জ্জুন রাজন ।
 আপনি আশ্রয় তাঁরে দিল নারায়ণ ॥
 এদিকে পরশুরাম সমবে মাতিল ।
 ক্ষত্রিয় সন্তান সব বধিতে লাগিল ॥
 যেথায ক্ষত্রিয় যত করে দরশন ।
 পরশু আঘাতে করে সবারে নিধন ॥
 শিশু বৃদ্ধ যুবা যত ছিল এ ধরায় ।
 সকলে বিনাশ রায় করিল ছরায় ॥
 ক্ষত্রিয়-কুমার যত গৰ্ভমাঝে ছিল ।
 প্রতিজ্ঞা পালন তরে সবে বিনাশিল ॥
 পরশুর সাহায্যেতে ঋষি ব কুমাৰ ।
 ক্ষত্রিয় করিল ধ্বংস একবিশবার ॥
 প্রতিজ্ঞা সফল হৈল আনন্দিত মন ।
 আহ্লাদে পরশুরাম করে বিচরণ ॥
 কতিপয় ক্ষত্রনারী হ'বে ভীত মন ।
 গোপনে বিপ্রের গৃহে লইল শরণ ॥
 ধরামাঝে ইহারাই পাইল নিস্তার ।
 তাহাতেই পায় ক্ষত্রবংশের বিস্তার ॥
 ব্রাহ্মণ ঔরসে আর তাদের জঠরে ।
 ক্ষত্রিয় সন্তান কত পুনঃ জন্ম ধরে ॥
 ভাগবের যুদ্ধ-ক্রীড়া হেরি চমৎকার ।
 শঙ্কর পরশুরাম নাম দিলা তার ॥

দেব দেবী গণ সবে হরিষ অন্তরে ।
 করিল পুষ্পের বৃষ্টি ভৃগুরাম শিরে ॥
 স্বর্গের চন্দ্রভি বাত্ৰ লাগিল বাজিতে ।
 জগৎ প্রাবৃত হ'ল তার যশোগীতে ॥
 ব্রহ্মা ভৃগু শুক্র আদি যত মুনিগণ ।
 আশীর্ব্বাদ তরে সেথা করে আগমন ॥
 আশীর্ব্বাদ করি তারে ব্রহ্মা মহাশয় ।
 ধীরে ধীরে হিতকর বেদবাক্য কয় ॥
 শুন শুন বৎস তুমি বচন আমার ।
 মন্ত্রদাতা গুরু হয় শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
 গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর ।
 গুরুই পরম ব্রহ্মা জেনো নিরন্তর ॥
 হরিভক্তিদাতা যিনি মন্ত্রদাতা যিনি ।
 এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুজন তিনি ॥
 অজ্ঞান-তিমির যিনি করেন বিনাশ ।
 যাঁহার কৃপায় পাই হরির আভাস ॥
 সেই জন শ্রেষ্ঠ বন্ধু শুন তপোধন ।
 পরম আত্মীয় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন ॥
 অহঙ্কারে মত্ত হয় যেই মূঢ় জন ।
 আপন গুরুকে কতু না করে ভজন ॥
 সেই জন মহাপাপী হয় অনিবার ।
 কোন কর্ম্মে তার নাহি রহে অধিকার ॥
 অতীক্ট দেবতা তব কৃষ্ণ সনাতন ।
 গুরুদেব হন তব শিব পঞ্চানন ॥
 এক্ষণে শরণ লহ গুরুর নিকটে ।
 বেদের বিহিত কথা কহি অকপটে ॥
 মঙ্গলকারণ সদা শিব মহেশ্বর ।
 তাঁহার নিকটে তুমি যাও হে সঙ্কর ॥
 গোলোকের অধিপতি কৃষ্ণ সনাতন ।
 তাঁর অংশে জন্ম লয় দেব পঞ্চানন ॥
 ত্রিকৃষ্ণ জীবের আত্মা, মহাদেব জ্ঞান ।
 আমি তার চিত্তরূপে সদা বিদ্যমান ॥
 প্রাণস্বরূপিণী হয় প্রকৃতি ঈশ্বরী ।
 শিবের শরণ তুমি লহ ভরা করি ॥

জ্ঞানদাতা জ্ঞানরূপী জ্ঞানের নিদান ।
 সনাতন গুরু তব শিব ভগবান ॥
 বহুবর্ষ জপ তপ করিয়া ধরায় ।
 প্রকৃতি ঈশ্বরী তাঁরে পতিরূপে পায় ॥
 শুন শুন ভৃগুরাম আমার বচন ।
 শিবের নিকটে গিয়া লও হে শরণ ॥
 এই কথা বলি ব্রহ্মা করিল গমন ।
 কৈলাসের পানে চলে ভার্গব তখন ॥
 এতেক কহিয়া তবে দেব নারায়ণ ।
 নারদে সম্বোধি বলে মধুর বচন ॥
 তোমার মনের বাঞ্ছা পূরে মূনিবর ।
 জমদগ্নি-পুত্রে কথা বলিলু বিস্তর ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত সমান ।
 যেজন শুনিবে সেই হয় পুণ্যবান ॥
 গণেশখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একত্রিংশ অধ্যায়
 পবনবাসেব কৈলাসে গমন ।

নারায়ণ কহে, শুন নারদ স্রজন ।
 ক্ষত্রিয় করিষা ধংস ভৃগু তপোবন ॥
 কৈলাসধামেতে যায অতি হৃষ্ট মনে ।
 প্রণাম করিতে সেথা শ্রীগুরু-চরণে ॥
 গুরুপত্নী দুর্গামাতা বিরাজে সেথায় ।
 চলিল পরশুরাম প্রণমিতে পায ॥
 কার্তিক গণেশ দুই পুত্র হুমোহন ।
 চলিল শ্রীভৃগুরাম করিতে দর্শন ॥
 হেরিল পরশুরাম কৈলাস নগর ।
 যেমনি বিশাল তাহা তেমনি সুন্দর ॥
 মণির সোপান শোভে অতি চমৎকার ।
 রত্নের কপাট গৃহ কিবা শোভা তার ॥
 বিরাজিত শত কোটি যক্ষের ভবন ।
 রত্নময় রাজমার্গ অতি সুশোভন ॥

সিন্দূর মণির বেদী রমণীয় অতি ।
 ক্ষটিকের স্তম্ভ শোভে কিবা তার জ্যোতি ॥
 রত্নে বিভূষিতা যত সুন্দরী ললনা ।
 নৃত্য গীত করে সদা মহাসুখবদনা ॥
 নিরন্তর সুকুমার শিশু-সমুদয় ।
 হস্তমুখে ত্রীড়া করে প্রফুল্ল-হৃদয় ॥
 মন্দাকিনীতীরে শোভে কৈলাস নগর ।
 পারিজাত রক্ষ কত শোভে নিরন্তর ॥
 প্রক্ষুট কুসুম গন্ধে আকুলিত মন ।
 গুন্ গুন্ রবে হৃষ ভ্রমর-গুঞ্জন ॥
 শত শত কামধেনু বিরাজে সেথায় ।
 আশ্রমাদি আছে কত বলা নাহি যায় ॥
 শত শত সরোবর পুষ্পের উজ্জান ।
 সাথে সাথে অবিরত পক্ষী করে গান ॥
 হেরিয়া কৈলাসধাম পুলকিত মন ।
 শঙ্কর-আশ্রম হেরে ভার্গব-স্রজন ॥
 বিশ্বকর্মা বিনির্মিত অতি চমৎকার ।
 মণি রত্নে বিরচিত কিবা শোভা তার ॥
 রত্নের কপাটে শোভে চিত্র মনোহর ।
 মণিময় স্তম্ভ শোভে অতীব সুন্দর ॥
 হেরিলা পরশুরাম স্বারের নিকট ।
 শিবের কিঙ্কর সব ভ্রমিছে বিকট ॥
 নন্দী ভৃঙ্গী আর সেথা আছে বৃষবর ।
 বিশালাক্ষ বিরূপাক্ষ বাণ ভয়ঙ্কর ॥
 মহাবল বিকটাক্ষ বিকট উদর ।
 উৎকট ঈশান আদি শিবের কিঙ্কর ॥
 সিদ্ধেশ্বর বোগীশ্বর আর জটায়ুগণ ।
 সদাই শিবের দ্বার করিছে রক্ষণ ॥
 হেরিয়া তাদের সেথা ঋষির কুমার ।
 সম্ভাষণ করি ধীরে করে নমস্কার ॥
 অতঃপর নন্দী কাছে অনুমতি ল'য়ে ।
 প্রবেশ করিল রাম শিবের আলয়ে ॥
 হেরিলা পরশুরাম দৃষ্ট হুমোহন ।
 মণিময় স্তম্ভ আদি অতি সুদর্শন ॥

মণির সোপান শোভে অতি জ্যোতির্ময় ।
 রত্নের কপাটরাজি দীপ্ত অতিশয় ॥
 শত শত মন্দিরাদি চিত্রিত সুন্দর ।
 মণির মালিকা কত শোভে নিরন্তর ॥
 বিস্মিত হইয়া রাম হেরে চতুর্দিক্ ।
 দেখিতে পাইল সেথা গণেশ কার্তিক ॥
 তাদের হেরিয়া সেথা ভার্গব-স্বজন ।
 বীর নত্ন বচনেতে করে সম্ভাষণ ॥
 সম্বোধিয়া কহিলেন কোথায় শঙ্কর ।
 তাঁহার নিকটে আমি যাইব সহর ॥
 আমি ত্রীপরশুরাম ঋষির কুমাৰ ।
 ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংস একবিংশবার ॥
 গুরু মোর মহেশ্বর দেব পঞ্চানন ।
 আসিয়াছি হেথা তাঁর পূজিতে চরণ ॥
 শুনিয়া তাঁহার বাক্য গণপতি কয় ।
 শঙ্কর নিদ্রিত এবে শুন মহাশয় ॥
 মাতাপিতা দুইজন নিদ্রায় মগন ।
 উচিত নহেক এবে হেথায গমন ॥
 কণকাল হেথা ভুমি কর অবস্থান ।
 কণপরে জাগিবেন শিব ভগবান্ ॥
 ঋষির কুমাৰ ভুমি জানহ নিশ্চয় ।
 কোন্ কৰ্ম্ম বৈধ আৰ কোন্ বৈধ নয় ॥
 নিদ্রা-ভঙ্গ হ'লে পরে শুন হে ব্রাহ্মণ ।
 তাঁহার নিকটে মোরা করিব গমন ॥
 এই কথা ভুগুরামে কহে গণপতি ।
 শুনিয়া পরশুরাম কহে তাব প্রতি ॥

গণেশখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চত্বিংশ অধ্যায়

গণেশ-ভার্গব সংবাদ ।

কহিলা পরশুরাম, শুন গণপতি ।
 আসিয়াছি মহেশ্বরে করিতে প্রণতি ॥

মাতাষ হেরিয়া সেথা করিব বন্দন ।
 তারপর নিজ গৃহে করিব গমন ॥
 ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংস বাঁহার কুপায় ।
 সেই মহাদেবে আমি প্রণমিব পায় ॥
 তিনি মোর গুরুদেব তিনি ভগবান্ ।
 তাঁহার নিকট আমি লভিয়াছি জ্ঞান ॥
 গুণের অতীত তিনি দয়া সাগর ।
 পুরুহৃত পুরুহৃত তিনি পরাৎপর ॥
 দীনবন্ধু দীননাথ অব্যক্ত ঈশান ।
 মঙ্গলকারণ তিনি মঙ্গল-নিদান ॥
 পরমাত্মা আশুতোষ তিনি আত্মারাম ।
 সর্বৈশ্বর্যদাতা তিনি সত্য পূর্ণকাম ॥
 প্রসন্নবদন সদা ভুবন-ঈশ্বর ।
 ভক্ত-অশ্রুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর ॥
 তাঁহার নিকটে আমি করিব গমন ।
 বন্দনা করিব তাঁর যুগল চরণ ॥
 শুনিয়া রামের কথা গণপতি কয় ।
 কণকাল অবস্থান কর মহাশয় ॥
 ভাৰ্য্যাসহ মহাদেব নিদ্রিত এখন ।
 কেমনে তাঁহারে বল করিবে দর্শন ॥
 ভাৰ্য্যাসহ যেই জন নির্জনেতে রহে ।
 তাহারে দর্শন করা শোভনীয় নহে ॥
 যেই জন এই দৃশ্য করবে দর্শন ।
 কালসূত্রে নরকে সে করিবে গমন ॥
 পিতা গুরু রাজা যবে করবে রক্ষণ ।
 সেই দৃশ্য কভু নাহি করিবে দর্শন ॥
 এই দৃশ্য হেরে যেই সকাশ অন্তরে ।
 পরীহীন হয় সেই সপুঞ্জ্য ধৰ্ম্মে ॥
 পরজীৱ বক্ষ যুথ নিভয় সুন্দর ।
 সকাশে দর্শন করে যেই নৃপ নর ॥
 অন্ধ হ'বে জন্ম লব যেই নৃপ জন ।
 নরক-আশারে সেই করিবে গমন ॥
 গণেশের বাক্য শুনি ভার্গব নন্দন ।
 নির্ভর বচনে তাঁরে কহিলা তখন ॥

শুনিলাম তব কথা দেব গণপতি ।
 এই বাক্য যুক্ত নয় সম্ভানের প্রতি ॥
 যাহারা কামুক আর অবিবেকী হয় ।
 তাহারা কেবলমাত্র এই কথা কয় ॥
 অবোধ বালক তুমি কহ কি বচন ।
 শিবের নিকটে আমি করিব গমন ॥
 জগতের পিতা মাতা শঙ্কর পার্বতী ।
 তাঁদের নিকটে আমি যাব শীত্ৰগতি ॥
 শঙ্কর পুরুষ আর প্রকৃতি শঙ্করী ।
 তাঁদের দর্শন লাগি যাব ত্বর করি ॥
 গুণাতীত পঞ্চানন রূপ-অবতার ।
 ক্রীড়া লজ্জা ভয় আদি কিছু নাহি তাঁর ॥
 বিশ্বের ঈশ্বর যিনি নিত্য স্বেচ্ছাময় ।
 তাঁহার রহিবে কেন লজ্জা ক্রোধ ভয় ॥
 অবোধ সম্ভান আমি, চিত্ত নির্বিকার ।
 মোরে হেরি লজ্জা কিবা পিতা ও মাতার ॥
 নিজে যিনি লজ্জানাত্ম তাঁর কিবা লাজ ।
 তাঁহারে দর্শন তরে যাব আমি আজ ॥
 কি কথা কহিলে তুমি মোরে গণপতি ।
 হেরিতে চলিলু আমি শঙ্কর পার্বতী ॥
 শুনিয়া গণেশদেব এহেন বচন ।
 ভৃগুরামে সম্বোধিয়া কহিলা তখন ॥
 জ্ঞানীদের কাছে তুমি লভিবাছ জ্ঞান ।
 জ্ঞানে আমি নহি কভু তোমার সমান ॥
 তথাপি আমাব কথা শুন মহাশয় ।
 জ্ঞানহীন শিশু আমি মূর্থ অতিশয় ॥
 ত্রিগুণ-মতীত যিনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 সংসার-সৃজনে যবে নাহি যায় মন ॥
 শক্তি-বিরহিত হ'য়ে রহেন তখন ।
 সৃজন-কালেতে করে শক্তিরে গ্রহ ॥
 যত কিছু ভোগদেহ আছে সমুদয় ।
 প্রকৃতি হইতে সবে সমুৎপন্ন হয় ॥
 প্রকৃতি হইতে ভিন্ন কৃষ্ণ-কলেবর ।
 গুণের অতীত তিনি বিশ্বের ঈশ্বর ॥

নিরাকাররূপ ধ্যান করে যোগিগণ ।
 দেহের অতীত তিনি কৃষ্ণ সনাতন ॥
 দ্বিভুজ রূপেতে করে বৈষ্ণবেরা ধ্যান ।
 গোলোকবিহারী হরি কৃষ্ণ ভগবান ॥
 মনোহর শান্ত রূপ, কান্তি মনোহর ।
 পীতাম্বরধারী নিত্য শ্যাম-কলেবর ॥
 সৃজনে ইচ্ছুক যবে হন ভগবান ।
 প্রকৃতি-যোনিতে হরি বীৰ্য্য করে দান ॥
 বীৰ্য্য হ'তে ভিন্ন এক হয় উৎপাদন ।
 মহান বিরাট ভিষে জন্মিল তখন ॥
 বিরাটের গাত্রে যত লোমকূপ রয় ।
 প্রতি লোমকূপে সেথা বিশ্ব এক হয় ॥
 প্রতি বিশ্বে বিরাজিত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ।
 দেব মূনি আদি আরো আছে যত জীব ॥
 মহান বিরাট হয় আশ্রয় সবার ।
 মহাবিষ্ণু ভগবান অংশ মাত্র তার ॥
 নানারূপ সৃষ্টি যবে ধরে সনাতন ।
 সগুণ রহেন তবে দেব পঞ্চানন ॥
 নিরন্তর ভোগাসক্ত মহেশ যখন ।
 কিরূপে নির্লজ্জ পিতা হইবে তখন ॥
 পর্বত-দ্রুহিতা হন জননী পার্বতী ।
 রূপসী কামিনী তিনি অতি লজ্জাবতী ॥
 মহাদেবপ্রিয়া তিনি সতীর প্রধান ।
 লজ্জা আদি গুণ তাঁর নিত্য বিচ্যমান ॥
 কণেক বিলম্ব কর ঋষির নন্দন ।
 সুরত-ক্রীড়ায় রত দেব পঞ্চানন ॥
 এত বলি গণপতি মৌন হ'য়ে রন ।
 অতঃপর কি ঘটিল শুন দিয়া মন ॥

গণেশখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।



পৰব্রহ্ম সাহায্যেতে স্বৰ্গ কৰ্ম ।
অগ্নি কৰ্ম্ম ব্ৰহ্ম এদ বিংশবাব ॥

● ত্রয়স্ত্রিংশে অধ্যায়

গণেশবাসেব সহিত যুদ্ধে গণেশেব দম্বভঙ্গ ।

নারায়ণ কহিলেন, নারদ স্বজন ।
তারপব কি ঘটিল কহিব এখন ॥
গণেশের বাক্য শুনি ঋষির কুমার ।
চলিল শিবের কাছে লইয়া কুঠার ॥
নিষেধ করিল তারে দেব গণপতি ।
শুন হে পরশুরাম কহি তব প্রতি ॥
কিছুকাল এইস্থানে কর অবস্থান ।
এত বলি গণপতি করে বাধা দান ॥
নাহি মানে ভৃগুরাম তাহার বচন ।
সমুদ্রত হয় পুনঃ করিতে গমন ॥
হৃষ্কার ছাড়িয়া কহে না মানি বারণ ।
শিবের নিকটে আমি করিব গমন ॥
আমাবে কবিবে মানা সাধ্য হেন কার ।
ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংস একবিংশ বার ॥
অবশ্যই যাব আমি ত্রিগুরুর কাছে ।
রুধিবে আমার পথ সাধ্য কার আছে ॥
গণেশ কহিল আমি দিব বাধা দান ।
এইস্থানে ক্ষণকাল কর অবস্থান ॥
এত বলি গণপতি পথ করে রোধ ।
পরশুরামেব তাহে উপজিল ক্রোধ ॥
বাগ্যুদ্ধ বাহ্যুদ্ধ চলে তারপর ।
ঠেগাঠেলি উভয়ের চলিল বিস্তর ॥
গণেশ না ছাড়ে পথ করে তিরস্কার ।
কুঠার হানিতে যাব ঋষিব কুমার ॥
হেরিয়া বিপদ কহে কাক্তিকেশ্য তাবে ।
গুরুর পুত্রেরে তুমি মার কি বিচারে ॥
গুরুর সমান হয় তাহার নন্দন ।
বিদিত সকলি তুমি, অতি বিচক্ষণ ॥
গুরু প্রতি কৃত ভক্তি আছে যে তোমার ।
বুঝিলাম হেবি আত্ম তব ব্যবহার ॥

যেইজন অস্ত্র তোলে গুরুর নন্দনে ।
দুরাচার সেই জন শাস্ত্রের বচনে ॥
পুনঃ পুনঃ বলি শুন ঋষির নন্দন ।
আমার আদেশ তুমি না কর লঙ্ঘন ॥
আদেশ অমাত্য যদি কর আরবার ।
সত্য বলি, তুমি নাহি পাইবে নিস্তার ॥
অব্যর্থ কুঠার তুমি কর সংবরণ ।
এই কার্য্য তব যোগ্য নহে কদাচন ॥
অতি ত্রুঙ্ক ভৃগুরাম কিছু নাহি মানে ।
কুঠার নিক্ষেপ করে গণেশের পানে ॥
প্রচণ্ড সে কুঠারের পাইয়া আঘাত ।
গণেশ পতিত হয় ভূমে অকস্মাৎ ॥
ক্রোধহীন গজানন উঠিয়া তখন ।
ভৃগুরামে সম্বোধিয়া কহিল বচন ॥
কান্ত হও ভৃগুরাম বৃথা কর ক্রোধ ।
ক্ষণেক বিলম্ব কর মোর অনুরোধ ॥
মহেশের শিষ্য তুমি ঋষির নন্দন ।
তুমি মোর গুরুরাজ্য জানি অনুক্ষণ ॥
সে কারণ ক্ষমিলাম তব অপরাধ ।
আমার সহিত তুমি না কর বিবাদ ॥
নহি আমি কার্ত্তবীর্য্য ক্ষত্রিয় নৃপতি ।
মহেশেব পুত্র আমি দেব গণপতি ॥
আমারে না জান তুমি তাই কর ক্রোধ ।
সমরে নিবৃত্ত হও মোর অনুরোধ ॥
ক্ষণকাল হেথা তুমি কর অবস্থান ।
তারপর শিব কাছে করিও প্রশ্নান ॥
আমিও যাইব সাথে শুন মহাশয় ।
শিবের নিকট তব দিব পরিচয় ॥
এতেক শুনিয়া হাসে ঋষির কুমার ।
সমুদ্রত হয় পুনঃ হানিতে কুঠার ॥
পরশুরামের হেবি এই ব্যবহার ।
গণপতি করে তার শুণ্ডের বিস্তার ॥
ক্রোধেতে যোজন খোটি শুণ্ড তার হয় ।
রামেরে বেঁটন করে ক্রোধে অতিশয় ॥

গরুড় যেমন ধরে সামান্য নাগেরে ।
 সেরূপ শুণ্ডেতে ধরে পরশুরামেরে ॥
 উত্তোলন করি তারে শিবের নন্দন ।
 সপ্তদ্বীপ আদি তারে করায় দর্শন ॥
 কাঁপিতে লাগিল ভয়ে ঋষির কুমার ।
 অবশ হইয়া পড়ে শক্তি নাহি আর ॥
 শুণ্ডে করি ভৃগুরামে দেব গণপতি ।
 ঘুরাইয়া নানাস্থানে করিল দুর্গতি ॥
 নানালোকে ল'য়ে তারে করায় ভ্রমণ ।
 গভীর সাগর-জলে করিল ক্ষেপণ ॥
 তারপর পুনঃ ল'য়ে শুণ্ডেতে তাঁহার ।
 ঘূর্ণিত করিয়া ফেলে বৈকুণ্ঠ মাঝার ॥
 তারপর ল'য়ে যায় গোলোকের মাঝে ।
 সনাতন কৃষ্ণ হরি যেখায় বিরাজে ॥
 দ্বিভুজ মুরতি তাঁর সহাস্ত বদন ।
 মুরলী ধারণ করে মদনমোহন ॥
 শুণ্ডে ধরি গণপতি ব্রাহ্মণকুমারে ।
 দর্শন করায় সেই মূর্তি বারে বারে ॥
 কৃষ্ণের দর্শন করি ঋষির কুমার ।
 ভ্রমণত্যা পাপ যত দূর হয় তার ॥
 তারপর গণপতি অতি ত্রুষ্ক মনে ।
 ভ্রমিতলে ফেলিলেন ঋষির নন্দনে ॥
 উঠিয়া পরশুরাম ক্রোধভরে অতি ।
 পাশুপত অস্ত্র হানে গণেশের প্রতি ॥
 পিতার অমোঘ অস্ত্র করিয়া দর্শন ।
 বামদন্তে গণপতি করিল গ্রহণ ॥
 পাশুপত অস্ত্র সেখা মহাবলে গিয়া ।
 গণেশের বামদন্ত ফেলে উৎপাটিয়া ॥
 অচেতন গণদেব পড়িল ধরায় ।
 তাহা দেখি সকলেই করে হায় হায় ॥
 কার্তিকের হাহাকার করে অমিবার ।
 ক্ষেত্রপাল দেবগণ করিল চীৎকার ॥
 মহাশব্দে গণেশের দন্ত ভূমে পড়ে ।
 ক্ষাটিক পর্বতসম অতি শোভা ধরে ॥

ত্রিলোক কাঁপিল সেই ঘোর রব শুনি ।
 হাহাকার করি কান্দে যত সব প্রাণী ॥
 বিরাট গর্জনে জীব করে অনুমান ।
 ঐলয়ের কাল বুঝি হয় আগুমান ॥
 ভয়ে ভীত জীবগণ কাঁপে ধর ধর ।
 শব্দ শুনে স্তব্ধ যত জীবের অন্তর ॥
 ভয়ঙ্কর সেই শব্দে কাঁপে ত্রিভুবন ।
 কৈলাসের অধিবাসী হয় অচেতন ॥
 মহেশ্বর পার্বতীর নিদ্রা ভাঙ্গি যায় ।
 ছুটিয়া বাহিরে তাঁরা আসিলা ত্বরায় ॥
 ভয়দন্ত গণেশেরে করিয়া দর্শন ।
 দুর্গাদেবী কার্তিকেবে জিজ্ঞাসে তখন ॥
 কহ কহ বৎস তুমি, কি আজ ঘটিল ।
 কোন্ জন গণেশের এ দশা কবিল ॥
 কার্তিক সমস্ত কথা করে নিবেদন ।
 শুনিয়া পার্বতী দেবী করিলা রোদন ॥
 গণেশেরে বক্ষে ল'য়ে কাঁদে বারবার ।
 সম্মুখে বৃন্দা হস্ত মস্তকে তাঁহার ॥
 কুপিত অন্তরে কহে, কে সে দুরাচাৰ ।
 করিল এমন দশা পুত্রের আমার ॥
 তারপর মহেশ্বরে করি সম্বোধন ।
 ক্রোধভরে মহেশ্বরী কহিলা তখন ॥
 এতেক শুনিয়া ভাবে দেবর্ষি নারদ ।
 নারায়ণ প্রতি বলে ভক্তি গদগদ ॥
 বল প্রভু কৃপাময় অতীব সহরে ।
 যে ভাবে শঙ্করী ভণে দেব মহেশ্বরে ॥

গণেশখণ্ডে অবস্থিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুষ্টিংশ অধ্যায়

পার্বতী কর্ণক ভংসিত গবদ্বায়েষ প্রতি
ত্রিবিম্ব উপদেশ এবং গণেশ
স্তোত্র কথন ।

নারায়ণ বলে শুন বিধির নন্দন ।
গণেশে মূর্ছিত দেখি দুর্গা রুটা হন ॥
গণপতি ল'য়ে কোলে ভবের গৃহিণী ।
মহাদেব প্রতি বলে স্ককঠোর বাণী ॥
ওহে দেব পঞ্চানন, তুমি মোর স্বামী ।
ভুবন ঈশ্বর তুমি, দাসী মাত্র আমি ॥
বিশ্বের জনক তুমি, গুণের আধার ।
সর্বজীব সমভাবে নিকটে তোমার ॥
তব পদে সবিনয়ে করি নিবেদন ।
কেন বা পুত্রের দশা হইল এমন ॥
ধার্মিকের অগ্রগণ্য তুমি মহেশ্বর ।
কৃপা করি স্থবিচার করহ সত্ত্বর ॥
সাক্ষী আছে কার্তিকেয় পারিষদগণ ।
সকল ব্যাপার তারা করেছে দর্শন ॥
মিথ্যা তারা না কহিবে তোমার নিকটে ।
কহিবে সকল কথা তারা অকপটে ॥
সকলেই ভ্রাতৃতুল্য ওহে পঞ্চানন ।
মিথ্যা কথা তাবা নাহি কবে কদাচন ॥
মিথ্যা সাক্ষ্য যেই জন করয়ে প্রদান ।
কুস্তীপাক নবকেতে করিবে প্রস্থান ॥
যতদিন গগনেতে চন্দ্র সূর্য্য বধ ।
ততদিন নবকেতে বহু ক্লেশ হয় ॥
বিশ্বের জনক যিনি শিব ভগবান্ ।
উচ্চনীচ তাঁর কাছে সকলি সমান ॥
পর্বত হইতে তুচ্ছ ক্ষুদ্র তৃণদল ।
সমান ভাহার কাছে হয় অবিরল ॥
শত্রুমিত্র ভেদাভেদ কিছুমাত্র নাই ।
তোমার নিকটে প্রভু স্থবিচার চাই ॥

জানি জানি প্রভু আমি অপরাধ কার ।
তোমায়ে না কব তুমি করহ বিচার ॥
হৃদয়ের বাজা তুমি আমি দাসী তব ।
তোমার নিকটে প্রভু অ'মি কিবা কব ॥
গগনে যখন হয় সূর্য্যের উদয় ।
শোভাহীন হয় যত খণ্ডোতনিচয় ॥
হেথায থাকিতে তুমি মোরা শোভাহীন ।
মহান্ ঈশ্বর তুমি জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥
কতকাল তপ জপ করি দিব্যধামী ।
তোমার চরণ তবে লভিবাছি আমি ॥
নিরন্তর ভয় হয় মনেতে আমার ।
আমায়ে বুঝি বা তুমি কর পরিহার ॥
ক্ষমা কব ক্ষমা কর কৃপা-অবতার ।
পরিত্যাগ মোরে কছু কবিও না আর ॥
পুত্রের দুর্দশা হেরি ক্ষুব্ধ মোর মন ।
তোমায়ে কহিনু তাই এমন বচন ॥
ক্ষমা কর কৃপাময় দয়ার সাগর ।
তুমি মোর প্রাণাধিক প্রাণেব ঈশ্বর ॥
যদি পরিহার মোরে কর পঞ্চানন ।
পুত্র দিবা তবে মোর কিবা প্রয়োজন ॥
শত পুত্র হ'তে প্রিয় রমণীর পতি ।
পতিব্রতা রমণীব পতি মাত্র গতি ॥
পতি প্রতি অবহেলা যেই নারী করে ।
ছুঁতা নারী হয় সেই পৃথিবী মাঝারে ॥
নীচ কুলে জন্ম যার হীনা অতিশয় ।
সেই নারী স্বামী প্রতি কর্তব্যাক্ষ কয় ॥
উচ্চংশে জন্ম লয় যেই নারীগণ ।
স্বামীয়ে বিশ্বস্ত মত করয়ে পূজন ॥
কুরূপ পতিত দুর্ধ পতি যদি হয় ।
তথাপি তাহাবে নাহি করুকথা কয় ॥
পুত্র পিতা বন্ধু কিংবা সহোদরগণ ।
পতির সমান তারা নহে কদাচন ॥
এই কথা মহেশ্বরে কহি হৈমবতী ।
কহিলেন স্তম্ভঃপর ভৃগুরাও প্রতি ॥

শুন শুন ভৃগুরাম ব্রাহ্মণ-কুমার ।
 তোমার সমান জ্ঞানী কেহ নাহি আর ॥
 জমদগ্নি-পুত্র তুমি ভৃগু-বংশধর ।
 মন্ত্রদাতা গুরু তব হন মহেশ্বর ॥
 বেণুকা জননী তব পতিব্রতা সতী ।
 তাহার তুলনা নাই গুণবতী অতি ॥
 পতির সহিত তিনি সহযুতা হ'য়ে ।
 আনন্দে গমন করে অমর-আলয়ে ॥
 বিষ্ণুধশা নরপতি মাতুল তোমার ।
 ব্রাহ্মণ-সন্তান তুমি কি কহিব আর ॥
 তোমার স্বভাব কেন উদ্ধত এমন ।
 ত্রৈলোক্য হইয়া কেন হেন আচরণ ॥
 শিব কাছে পাশুপত অস্ত্র করি লাভ ।
 উদ্দাম অশান্ত হেরি তোমার স্বভাব ॥
 অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে ক্ষত্র কর নাশ ।
 আমার পুত্রের পুনঃ কর সর্বনাশ ॥
 নিঃক্ষত্র করিলে পৃথ্বী একবিংশ বার ।
 মহাদেব-বরে তুমি এত বলাধার ॥
 অহঙ্কারে আত্মবোধ হইবাছে লব ।
 তাই ত অন্তরে এত ক্রোধের উদয় ॥
 শিষ্যের কর্তব্য তুমি কবিলে কুমার ।
 আর কি করিতে ইচ্ছা কহ এইবার ॥
 শুন শুন কহি আমি ঋষির নন্দন ।
 গণেশের কাছে তুমি ভেকের মতন ॥
 লক্ষ লক্ষ ভৃগুরাম হেথা যদি আসে ।
 গণেশ নিহত সবে করে অনায়াসে ॥
 কিন্তু সে ত' কৃপাময় জিতেন্দ্রিয় অতি ।
 সমাশ্রয় মক্ষিকা নাহি মারে গণপতি ॥
 কৃষ্ণ-অংশভূত সেই কৃষ্ণের মতন ।
 সর্ব অগ্রে পূজা পাষ দেব গজানন ॥
 ত্রৈলোক্য প্রভাবে আমি অতিশয় ক্লেশে ।
 পুত্ররূপে গণেশেরে পাই অবশেষে ॥
 প্রাণাধিক প্রিয় মোর দেব গণপতি ।
 তাহার একরূপ কেন করিলে দুর্গতি ॥

তুমি অতি হীনমতি অতি দুর্দার ।
 শিবশিষ্য বলি তব এত অহঙ্কার ॥
 তব দর্প চূর্ণ আমি অবশ্য করিব ।
 যেরূপ করিলে কার্য্য শাস্তি তার দিব ॥
 এত বলি মহেশ্বরী অতি ক্রোধ ভরে ।
 ত্রিশূল ভীষণ এক লইলেন করে ॥
 সংহাররূপিণী দেবী করি দরশন ।
 ধর ধর কবি কাঁপে ভাগব তখন ॥
 ভয়ে ভীত হ'য়ে রাম হৃদয়-মারারে ।
 স্মরে নারায়ণ-মূর্তি সভক্তি-অন্তরে ॥
 কোথা দেব নারায়ণ বিপদ-ভঞ্জন ।
 রক্ষা মোরে কর প্রভু দেব জনাধীন ॥
 তুমি না রক্ষিলে এই অধম কিঙ্করে ।
 অবশ্য যাইব আমি যমের আগারে ॥
 অগতির গতি তুমি প্রভু নারায়ণ ।
 রম্যপতি বিশ্বপতি করহ তারণ ॥
 বুড়ি ছুই কর, কহে ঋষিগণ,
 জগতের পতি তুমি ।
 আমি অভাজন, অতি অবিধ্বন,
 তোমার চরণ চুমি ॥
 নিত্য সনাতন, প্রভু নারায়ণ,
 ভূতার হরণকারী ।
 বিভিন্ন রূপেতে, এ মহী জগতে,
 কত রূপে অবতারী ॥
 নাশিলে অধমে, রক্ষিলে উভয়ে,
 রক্ষা হ'ল ত্রিভুবন ।
 তোমার কারণ, দুষ্কের দমন,
 তুমি প্রভু নিরঞ্জন ॥
 শক্তি নাহি মম, ক্ষুদ্র কীট মম,
 পদানত সদা থাকি ।
 কি সাধ্য আমার, ধ্যান করিবার,
 অন্তরে তোমারে ডাকি ॥
 পঞ্চানন নিজে, ভব নামে মজে,
 না পাষ তোমার সীমা ।

কি কহিব আমি, জগতের স্বামী,
 আমাদের করিও ক্ষমা ॥
 পড়িয়া বিপাকে, ভক্ত তোমা ডাকে,
 নিশ্চিত উদ্ধার পায় ।
 ওগো মহাশয়, তুমি সদাশয়,
 প্রণমি তোমার পায় ॥
 আপনি শঙ্করী, শূল হাতে ধরি,
 ক্রোধে হয় আগুয়ান ।
 পথ নাহি পাই, জগৎ গৌসাই,
 যায বুঝি আজ প্রাণ ॥
 কৃপা কর প্রভু, আর নাহি কভু
 পাপে মোর মতি হবে ।
 বন্ধা কর মোবে, এ বিপদ ঘোরে,
 নহিলে মরিতে হবে ॥
 এইরূপে সকাতরে ঋষি ভৃগুরাম ।
 কোথা জনার্দন হরি ডাকে অবিরাম ॥
 অন্তর্যামী ভগবান্ বিপদভঞ্জন ।
 ভক্তেরে করিতে রক্ষা বিচলিত মন ॥
 দুর্গাদেবী ভৃগুরামে বধিবারে যায ।
 মহলা অপূর্ব দৃশ্য দেখিবারে পায় ॥
 হেরিলা পার্বতী দেবী সম্মুখে তাঁহার ।
 ব্রাহ্মণ বালক এক অতি সুকুমার ॥
 খর্বাকৃতি দেহ তাব অতি অপরূপ ।
 কোটি-সূর্য্য-সম তাব জ্যোতির্ম্ময় রূপ ॥
 গুরুবর্ণ দন্তবাজি বস্ত্র গুরু তার ।
 গুরু উপবীত গলে শোভে অনিবার ॥
 দণ্ডছত্রধারী সেই ব্রাহ্মণ-নন্দন ।
 রত্নময় কেবুরাদি কবেছে ধারণ ॥
 গলেতে তুলসীমালা চরণে নুপুং ।
 মুহু মুহু হাস্য কবে অতি স্নমধুর ॥
 বস্ত্রের মুকুট শোভে মস্তকে তাহার ।
 রত্নের গুণ্ডল গণ্ডে শোভে চমৎকার ॥
 অপূর্ব সে রূপ দেখি বিস্মিত সকলে ।
 হেরিতে তাঁহাবে সবে আসে দলে দলে ॥

পলকিত হ'বে সবে করিল দর্শন ।
 কৈলাসেব অধিবাসী আনন্দে মগন ॥
 হেরিয়া তাঁহারে নিজে দেব মহেশ্বর ।
 সমস্তমে ভক্তিভাবে প্রণমে সত্ত্বর ॥
 ভক্তিভরে পার্বতীও করে প্রণিপাত ।
 ব্রাহ্মণ-কুমার সবে কবে আশীর্ব্বাদ ॥
 মহাদেব পূজে তাঁরে ষোড়শোপচাবে ।
 স্তবস্তুতি করিলেন ভক্তি-সহকারে ॥
 আশ্চর্য্যম তুমি প্রভু মঙ্গল-আধার ।
 কহ কহ কি শুধাব কুশল তোমার ॥
 সার্থক জনম মম, সফল জীবন ।
 অতিথিরূপেতে এলে তুমি নারায়ণ ॥
 পরিপূর্ণতম তুমি কৃষ্ণ সনাতন ।
 ধরাতে জন্মিবে তুমি নিস্তার কারণ ॥
 অতিথিরে পূজা যদি করে কোন জন ।
 পূজিত হইবে সাথে সর্ব্ব দেবগণ ॥
 অতিথি সম্বন্ধে হয বাহার সেবায় ।
 তার প্রতি ভুক্ত হরি সন্দেহ কি তায ॥
 সকল ভীর্ষের স্নানে যেই ফল হয় ।
 দান ব্রত উপবাসে যে পুণ্য সঞ্চয় ॥
 তাহার ষোড়শ গুণ পুণ্য লাভ হয় ।
 ভক্তিসহকারে যদি অতিথি সেবয ॥
 অতিথি নিরাশ হ'বে যদি ফিরে যায ।
 সঞ্চিত সকল পুণ্য লোপ পাবে তায ॥
 তার প্রতি ত্রুঙ্ক হন দেব নারায়ণ ।
 তাহার পাপের কথা না যায কখন ॥
 বিগ্রহত্যা পত্নীহত্যা করে যেই জন ।
 গুরুব পত্নীর প্রতি লুক যায় মন ॥
 পিতা মাতা গুরুজনে নিন্দা যেই করে ।
 নরহত্যা করে যেই কুপিত অন্তরে ॥
 হরির নিন্দক হয যেই অভাজন ।
 ব্রাহ্মণের বিত্ত যেই করয়ে হরণ ॥
 মিথ্যা সাক্ষ্য দেয যেই করে অপকার ।
 সে জন কৃতঘ্ন হয ভুবন-মাক্ষার ॥

শূদ্রাণী গমন করে যে সব ব্রাহ্মণ ।
 শূদ্রের আদ্বান্ন যেই করবে ভোজন ॥
 কঙ্কারে বিক্রয় করে যেই দুরাচার ।
 মাংস লোহ ল'য়ে যেই করে কারবার ॥
 একাদশী দিনে নাহি কৃষ্ণনাম লয় ।
 ত্রিলোক-নিদ্ভিত তারা পাণী অতিশয় ॥
 যেই জন নাহি করে অতিথি-সেবন ।
 সবার অধিক পাণী হয় সেই জন ॥
 শুনিয়া শিবের বাক্য বিপ্রের নন্দন ।
 শঙ্করে সম্বোধি কহে গম্ভীর বচন ॥
 তোমাদের কোলাহল করিয়া জ্বৰণ ।
 কুতূহলী হ'য়ে আমি করি আগমন ॥
 কৃষ্ণভক্ত ভৃগুবান রক্ষিতে তাহায় ।
 খেত দ্বীপ হ'তে আমি আসিহু হেথায় ॥
 শ্রীহরির ভক্তদের অশুভ না হয় ।
 তাদের মঙ্গল হয় সকল সময় ॥
 বিপদে না পড়ে কভু কৃষ্ণভক্ত জন ।
 হৃদর্শন চক্রে আমি রক্ষি অনুক্ষণ ॥
 কিন্তু যদি গুরু-কোপে পড়ে সেই জন ।
 তাহারে না পারি আমি করিতে রক্ষণ ॥
 যেই জন গুরু প্রতি অবহেলা করে ।
 অতিশয় পাণী সেই পৃথিবী ভিতরে ॥
 গুরু-অপমান যেই কবে অনিবার ।
 তাহার সমান পাণী কেহ নাহি আর ॥
 সবার অধিক পূজ্য পিতা জন্মদাতা ।
 তার শত গুণ পূজ্য স্নেহময়ী মাতা ॥
 মাতার অধিক পূজ্য অন্নদাতা যিনি ।
 তার শত গুণ পূজ্য ইন্দ্ৰদেব তিনি ॥
 ইন্দ্ৰদেব হ'তে শ্রেষ্ঠ গুরু মন্ত্রদাতা ।
 জ্ঞানচক্ষুদ্বী তিনি শিষ্যের বিধাতা ॥
 যেই গুরু নাশ করে অজ্ঞান আঁধার ।
 তার সম বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে আর ॥
 গুরুদত্ত মন্ত্রে সবে মুক্তি লাভ করে ।
 গুরুসম কেবা আছে সংসার ভিতরে ॥

গুরুদত্ত বিদ্যাবলে সবে জয়ী হয় ।
 গুরুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন জন নয় ॥
 অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে যেই যুৎ জন ।
 গুরুর না করে কভু ভজন পূজন ॥
 ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত সেই জন হয় ।
 নরক-মাঝারে সেই বাইবে নিশ্চয় ॥
 ক্ষুদ্রে বা দরিদ্রে যদি হয় গুরু কভু ।
 হীনচক্ষে কোন দিন না হেরিবে তবু ॥
 পিতা মাতা ভার্যা আর গুরুরে যে জন ।
 সক্ষম হইবা কভু না করে পালন ॥
 মহাপাণী সেই জন কহি বার বার ।
 নিশ্চয় গমন করে নরক-মাঝার ॥
 গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর ।
 গুরুই পরম ব্রহ্ম কহি নিরন্তর ॥
 সূর্য্যের স্বরূপ গুরু বায়ু হুতাশন ।
 গুরু ইন্দ্রে গুরু চন্দ্রে গুরু সনাতন ॥
 শাস্ত্র মাঝে বেদ শ্রেষ্ঠ গুরু পঞ্চানন ।
 সকল দেবের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সনাতন ॥
 গঙ্গা ভূল্য তীর্থ নাই কহি আমি তাই ।
 তুলনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন পুষ্প নাই ॥
 পৃথিবীর সম কেহ ক্ষমাশীল নয় ।
 পুত্রের অধিক প্রিয় কেহ নাহি হয় ॥
 সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত ।
 দৈববল শ্রেষ্ঠ বল জানি অবিরত ॥
 সকল শিগার শ্রেষ্ঠ শিলা শালগ্রাম ।
 সকল ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ এ ভারত ধাম ॥
 পবিত্র স্থানের শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন বন ।
 সকল ভীষ্মের শ্রেষ্ঠ কাশী হুমোহন ॥
 বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ দেব মহেশ্বর ।
 পার্শ্ববর্তী সতীষ শ্রেষ্ঠ জানি নিরন্তর ॥
 গণেশ অপেক্ষা কেহ নহে বলবান্ ।
 বন্ধু কভু নহে কেহ বিদ্যার সমান ॥
 গুরুপুত্র গুরুভার্যা গুরু-ম হয় ।
 শুন ভোলানাথ এতে নাহিক সংশয় ॥

সেই গুরুপত্নী আর গুরুপুত্র প্রতি ।
 ভৃগুরাম অবহেলা করিবাছে অতি ॥
 সে দোষ কালন তরে মোর আগমন ।
 পবনশ্রুতিমেয়ে আমি করিব রক্ষণ ॥
 কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ ঋষির কুমার ।
 তাই তার প্রতি এত মমতা আমার ॥
 এইরূপে মহাদেবে করি সন্তাষণ ।
 পার্বতীকে কহিলেন বিষ্ণু সনাতন ॥
 শুন শুন দুর্গাদেবী শুন হৈমবতী ।
 নীতিগর্ভ বাক্য আমি কহি তব প্রতি ॥
 কাস্তিক গণেশ তব তনয় যেমন ।
 তেমনি তনয় তব ঋষির নন্দন ॥
 দৈবদোষে পুত্রে পুত্রে বিবাহাদি হয় ।
 দৈব হ'তে কেহ কভু বলবান্ নয় ॥
 শুন শুন ববাননে, কহি তব প্রতি ।
 একদন্ত নামে খ্যাত দেব গণপতি ॥
 গণপতি একদন্ত লম্বোদর আর ।
 শূৰ্পকর্ণ গজানন নাম হয় তাব ॥
 ত্রিহেরম্ব গুহাগ্রজ ত্রিবিঘ্ননাশক ।
 তব পুত্রে গণেশের এ নাম অটক ॥
 সকল স্তবের সার এই অটক নাম ।
 সমস্ত বিপদ নাশ কবে অবিরাম ॥
 বৃথা কোপ কব দেবী বৃথা কর খেদ ।
 গণেশে পরশুর্বাসে নাহি কোন ভেদ ॥
 গণপতি সেইরূপ তোমার তনয় ।
 ভৃগুরাম সেইরূপ তব পুত্র হয় ॥
 তুমি জগন্ময়ী মাতা স্নেহের আধার ।
 ভৃগুবাম প্রতি বৃথা ক্রোধ কেন আর ॥
 একদন্ত হইয়াছে দেব গণপতি ।
 তাহাতে তাহাব কাস্তি বুদ্ধি পায় অতি ॥
 কল্যাণরূপিণী তুমি জানি অনুক্ষণ ।
 ভার্গবের প্রতি ক্রোধ কব সংসরণ ॥
 বিপ্রের মধুর বাণী করিয়া শ্রবণ ।
 শঙ্করীর ক্রোধ কিছু হয় নিবারণ ॥

বৈবর্তপুরাণ কথা স্মধুর অতি ।
 যেই শোনে হয় তার অনুরাগ গতি ॥

গণেশখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

পবনবাসেব কৃত ভগবতী স্তোত্র ।

এইরূপে পার্বতীকে করি সন্তাষণ ।
 পরশুর্বাসে বিপ্র কহিলা তখন ॥
 শুন শুন ভৃগুরাম, কহি তব প্রতি ।
 শাস্ত্রমতে হ'লে তুমি অপরাধী অতি ॥
 গণেশের দম্ভভঙ্গ কর রোষতরে ।
 অস্ত্রায় এ কার্য অতি কহিনু তোমাতে ॥
 কেন তব ক্রোধ হেন বল মহামতি ।
 কেনই বা হ'লে রুষ্ট গণেশের প্রতি ॥
 ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয় ।
 বুদ্ধিমান্ জনে ক্রোধ না করে নিশ্চয় ॥
 ক্রোধের সমান পাপ নাহি এ সংসারে ।
 জ্ঞানীজন অবশ্যই ত্যজে যে ইহারে ॥
 রোষভরে নষ্ট হয় জীবন রতন ।
 অতএব ক্রোধ নাহি করিবে কখন ॥
 গণেশের স্তব কর ভক্তিসহকারে ।
 তাবপর স্তব কর পার্বতী মাতারে ॥
 কৃষ্ণবুদ্ধিস্বরূপিণী বিশ্বপ্রসবিনী ।
 প্রকৃতি ঈশ্বরী তিনি ভুবন-মোহিনী ॥
 কুপিতা হইলে তিনি বুদ্ধি লোপ পায় ।
 ভক্তিসহকায়ে স্তব করহ মাতায় ॥
 সর্বশক্তিস্বরূপিণী ইনি অনুক্ষণ ।
 ইহার শক্তিতে কৃষ্ণ শক্তিমান্ হন ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জগৎসংসার ।
 পার্বতী হইতে জাত সংশয় কি তার ॥
 পূর্বের যবে দেবাত্মে হয় ঘোর রণ ।
 দেবতার ভেজে দেবী আবির্ভূতা হন ॥

কৃষ্ণের আদেশ-ক্রমে জননী তখন ।
 সমস্ত অস্ত্ররগণে করিলা নিধন ॥
 তারপর জন্ম লয় দক্ষরাজঘরে ।
 পতিরূপে লাভ দেবী করে মহেশ্বরে ॥
 শুনিয়া পতির নিন্দা ত্যজে কলেবর ।
 হিমালয় পত্নী গর্ভে জন্মে অতঃপর ॥
 তপস্তা করিয়া পাণ্ড মহেশ্বর পতি ।
 পুত্ররূপে পাণ্ড সতী দেব গণপতি ॥
 কৃষ্ণ-অংশ-জাত এই গণেশ কুমার ।
 সনাতন কৃষ্ণ ধরে পুত্রের আকার ॥
 যাহার নিয়ত ধ্যান কর একমনে ।
 সেই ভগবান্ আজি শিবের ভবনে ॥
 ভাবিও না তুচ্ছ তুমি গণেশ কুমারে ।
 স্তবস্ততি কর তাঁর ভক্তিসহকারে ॥
 কৃতাজ্জলপুটে কর দেবীর স্তবন ।
 মঙ্গল-ঈশ্বরী তিনি মঙ্গল-কারণ ॥
 এইরূপ উপদেশ করিয়া প্রদান ।
 বিপ্ররূপী বিষ্ণু ত্বরা করিলা প্রস্থান ॥
 শুনিয়া পরশুরাম বিপ্রের বচন ।
 স্থির শাস্ত হই তার ব্যাকুলিত মন ॥
 শঙ্করীর প্রতি তার ভক্তি জাগে অতি ।
 শঙ্করী পূজিতে ইচ্ছা করে মহামতি ॥
 অতঃপর ভৃগুরাম করিলেন স্নান ।
 স্নপবিজ্র ধৌত বস্ত্র করে পরিধান ॥
 গুরুরে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে ।
 সবিনয়ে পার্বতীরে নমস্কার করে ॥
 তারপর ধীরে ধীরে ঋষির নন্দন ।
 একমনে পার্বতীরে করেন বন্দন ॥
 দুর্গতিনাশিনি দুর্গে তুমি বিশ্বস্ততা ।
 শ্রীকৃষ্ণের দেহে তুমি হও আবির্ভূতা ॥
 কোটিসূর্য্যসম তব দীপ্ত কলেবর ।
 সিন্দূরবিন্দুতে তুমি শোভিছ স্তম্বর ॥
 নবীনা যুবতী তুমি ভুবন-মোহিনী ।
 মোক্ষদাত্রী তুমি মাতঃ বিশ্বের পালিনী ॥

ভুবন-ঈশ্বরী তুমি রাধা ভব নাম ।
 প্রকৃতি-ঈশ্বরী তুমি জানি অবিরাম ॥
 তোমার আহ্বান করি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সৃষ্টির ইচ্ছায় শেষে করে বীৰ্য্যাধান ॥
 সেই বীৰ্য্যে ডিম্ব এক সমুৎপন্ন হয় ।
 মহান্ বিরাট সেই ডিম্বে জন্ম লয় ॥
 কৃষ্ণের সহিত যবে করিলে শৃঙ্গার ।
 মহাবায়ু জন্ম লয় নিশ্বাসে তোমার ॥
 তুমি রাধা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী ।
 বেদ-অধিষ্ঠাত্রী তুমি শ্রীসাবিত্রী সতী ॥
 শিবরূপে আছ তুমি শিবের ভবনে ।
 রাধারূপে রহিয়াছ কৃষ্ণের সদনে ॥
 তব অংশভূতা হয় সকল কামিনী ।
 বীজশ্বরূপিণী তুমি ভুবন-মোহিনী ॥
 তুমি ছায়া, তুমি মায়া, তুমি দেবী রতি ।
 শতরূপা দেবহুতি তুমি অরক্ষিতী ॥
 তুলসী ও গঙ্গা তুমি কি কহিব আর ।
 নদীরূপে বহিতেছ পৃথিবী-মাঝার ॥
 জ্যোতিরূপা সত্ত্বরূপা শক্তিশ্বরূপিণী ।
 তুমি মাতঃ রাজলক্ষ্মী মঙ্গলদায়িনী ॥
 প্রভারূপে আছ তুমি সূর্য্যের মাঝার ।
 শোভারূপে চন্দ্র মাঝে রহ অনিবার ॥
 শব্দরূপে আছ তুমি গগনমণ্ডলে ।
 শক্তিরূপে বিরাজিতা এই ধরাতলে ॥
 ক্ষুধা তুমি, তৃষ্ণা তুমি জীব সকলের ।
 স্মৃতি মেধা বুদ্ধি তুমি পণ্ডিতগণের ॥
 যুত্যাঙ্গধী বিত্তা তুমি সকলের সার ।
 ভক্তিভাবে তব পদে করি নমস্কার ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের শক্তিরূপা হও ।
 সকল জীবের মাঝে শক্তিরূপে রও ॥
 মধু-কৈটভেব ভাবে বিষ্ণু সনাতন ।
 যে দেবীরে ভক্তিভাবে কবে আরাধন ॥
 তুমি সেই শক্তিময়ী জানি অনিবার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥

ত্রিপুর-সংগ্রাম-কালে সর্বদেবগণ ।
 যে দেবীরে ভবে ভবে করিল স্তবন ॥
 তুমি সেই দুর্গাদেবী মঙ্গল-আধার ।
 ভক্তিসহকারে আমি করি নমস্কার ॥
 বাঁহার আজ্ঞায চলে বায়ু নিরন্তর ।
 বাঁহার আদেশ মানে সূর্য্য নিশাকর ॥
 বাঁহার আজ্ঞায হব সৃজন সংহার ।
 সেই জননীর পদে করি নমস্কার ॥
 আমি অতি দীন হীন কব আশীর্ব্বাদ ।
 ক্ষমা কর ওগো মাতঃ মোর অপরাধ ॥
 শিশুরা কখনো যদি অপরাধ কবে ।
 মাতা নাহি রুষ্টা হয় তাদের উপবে ॥
 স্নেহময়ী মাতা তুমি দয়ার আধার ।
 মোর অপরাধ তুমি ধরিও না আব ॥
 ক্ষমা করু আমি তব অধম তনয় ।
 এত বলি ভৃগুরাম কঁাদে অতিশয় ॥
 শুনিবা তাঁহাব স্তব শঙ্করী তখন ।
 যুহু ভাবে ভৃগুরামে করে সম্ভাষণ ॥
 শুন শুন ভৃগুরাম আমার বচন ।
 চিরজয়ী হবে তুমি না কর ক্রন্দন ॥
 অমর হইবে তুমি করি আশীর্ব্বাদ ।
 ক্ষমিনু তোমার আমি সব অপবাধ ॥
 তোমা প্রতি ভুট্ট হবে কৃষ্ণ সনাতন ।
 নিরন্তর হবে তুমি কৃষ্ণপরাষণ ॥
 হরি আর গুণ প্রতি ভক্তি যার থাকে ।
 কেহ কভু নাহি পারে নাশিতে তাহাকে ॥
 যতগি কুপিত হয় দেব-সমুদয় ।
 ভক্তদেব কভু নাহি হবে পরাজয় ॥
 ত্রীকৃষ্ণের প্রতি তুমি ভক্তিপরাষণ ।
 মন্ত্রদাতা গুণ তব দেব পঞ্চানন ॥
 গুরুব পত্নীবে তুমি কবিছ স্তবন ।
 এ জগতে তোমা সম আছে কোন্ জন ॥
 কৃষ্ণভক্তদের কভু অশুভ না হয় ।
 বদাপি তাদের নাহি হবে পবাজয় ॥

শুন শুন ভৃগুরাম না কর ক্রন্দন ।
 মঙ্গল হইবে তব কহিনু বচন ॥
 আশীর্ব্বাদ করি দুর্গা ঋষির নন্দনে ।
 সম্ভুক্ত হইবা যান আপন ভবনে ॥

গণেশখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চট্টত্রিংশ অধ্যায়

তুলসী ব্যতিবেকে ভৃগুবামেব গণেশপূজন ও
 তুলসী এবং গণেশের পবন্যব
 অভিসম্পাত-কথন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 পার্ব্বতীরে স্তব করে ভার্গব-মুজ্ঞন ॥
 গণেশেব পূজা করে ভক্তি-সহকারে ।
 ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নানা উপচারে ॥
 কেবল তুলসী পুষ্প না করে গ্রহণ ।
 অশ্রু অশ্রু কুলে তার করিল পূজন ॥
 তারপর দুর্গা-শিবে করি নমস্কার ।
 ষড়াননে নতি করে ঋষির কুমার ॥
 সর্ব্বশেষে পুনর্বাঘ অতি ফুল মন ।
 হর-পার্ব্বতীর করে চরণবন্দন ॥
 দৌহার নিকট হৈতে লইয়া বিদায় ।
 ভৃগুবাম আপনার গৃহে ফিরে যায় ॥
 নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ ।
 অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥
 কিন্তু মনে হইতেছে সংশয় উদয় ।
 তুলসী কুহ্মে কেন পূজা নাহি হয় ॥
 তুলসী সবার শ্রেষ্ঠ কুহ্মের মাে ।
 গণেশ-পূজায কেন নাহি লাগে কাজে ॥
 তুলসীয়ে গণপতি কেন নাহি লয় ।
 রূপা করি মোরে তুমি কহ মহাশয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 কহিব তোমাে আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥

একদা তুলসীদেবী জাহ্নবীর তীরে ।
 হেরিলা যৌবনযুক্ত শ্রীগণপতিরে ॥
 চন্দন-চর্চিত অঙ্গে রত্ন-অলঙ্কার ।
 কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করে অনিবার ॥
 সুন্দরী রূপগী অতি তুলসী যুবতী ।
 হেরিযা গণেশে হয় কামাতুরা অতি ॥
 সম্বোধন করি তারে শ্রীতুলসী কথ ।
 কার ধ্যান করিতেছে তুমি মহাশয় ॥
 গজমুণ্ড হয় তব কিসের কারণ ।
 লম্বোদর কেন তুমি কহ বিবরণ ॥
 একমাত্র দম্ভ কেন বদনে তোমার ।
 শুনিতে ব্যাকুল অতি অন্তর আমার ॥
 সঙ্ঘ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে আজ ।
 ধ্যান পরিত্যাগ তুমি কর যোগিরাজ ॥
 অসংখ্য নক্ষত্ররাজি উঠিছে গগনে ।
 একাকী নির্জনে তুমি রহিবে কেমনে ॥
 শুন শুন মহাভাগ বচন আমার ।
 ধ্যান পরিত্যাগ তুমি কর এইবার ॥
 এত বলি যুগ্ম হাঙ্গে তুলসী যুবতী ।
 তর্জনী আঘাত করে গণেশের প্রতি ॥
 গঙ্গাবারি ল'য়ে কবে মস্তকে ক্ষেপণ ।
 গণেশের ধ্যানভঙ্গ হইল তখন ॥
 হেরিয়া সম্মুখে এক রূপসী যুবতী ।
 ধীরে ধীরে কহিলেন দেব গণপতি ॥
 কেবা তুমি কার কণ্ঠা কোথায় ভবন ।
 মোর ধ্যান ভঙ্গ কর কিসের কাবণ ॥
 তপস্বী ধ্যানভঙ্গ কবে যেই জন ।
 অবশ্য নরকে সেই করিবে গমন ॥
 কিন্তু শুন বদান্ধনে বচন আমার ।
 কোন অপরাধ আমি না লব তোমার ॥
 বিদ্রু দূর করিবেন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 মম আশীর্বাদে তব হইবে কল্যাণ ॥
 গণেশের বাক্য শুনি তুলসী তখন ।
 যুগ্ম যুগ্ম হাশু করে অতি হুমোহন ॥

কামবাণে জর্জরিত হয় দেহ তার ।
 গণেশে কটাক্ষ দেবী হানে বারবার ॥
 সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে তার সহিতে না পাবে ।
 মধুর বচনে পরে কহিল তাঁহারে ॥
 ধর্ম্মধ্বজকণ্ঠা আমি শ্রীতুলসী নাম ।
 তপস্বিনী-বেশে আমি ঘুরি অবিরাম ॥
 হের মহাশয় আমি নবীনা যুবতী ।
 তপস্যা আমার শুধু লভিবারে পতি ॥
 তুমি দেব সুকুমার অতি রূপবান্ ।
 হেথাবা আসিয়া পাই তোমার সন্ধান ॥
 আমি অতি ভাগ্যবতী সার্থক জীবন ।
 জাহ্নবীর তীরে পাই তোমার দর্শন ॥
 শুন শুন প্রভু তুমি যোর নিবেদন ।
 মোর পতি হ'য়ে তুমি বাঁচও জীবন ॥
 তুলসীর বাক্য শুনি দেব গণপতি ।
 মধুর বচনে কহে তুলসীর প্রতি ॥
 শুন শুন মাতঃ তুমি বচন আমাব ।
 দারপরিগ্রহে মোর ইচ্ছা নাহি আর ॥
 দারপরিগ্রহ শুধু ছুঃখের কারণ ।
 সুখেব কারণ নাহি হয় কদাচন ॥
 হরিভক্তি-অন্তরায দারপরিগ্রহ ।
 তপস্যানাশক তাহা জানি অহরহঃ ॥
 সংসার-বন্ধনে তাহা বজ্ররূপ হয় ।
 মোকের কপাটরূপ সকল সময় ॥
 সাধুগণ নারীসঙ্গ করে পরিহার ।
 দুঃখেব কারণ নারী হয় অনিবার ॥
 গণেশ আমার নাম শিবের নন্দন ।
 দিব্যরাজি করি আমি শ্রীহরি বন্দন ॥
 কামাতুরা তুমি অতি বৃষ্ণিরাছি আমি ।
 অন্বেষণ কর কোন কামাতুর স্বামী ॥
 জিতেন্দ্রিয় আমি হই শিবের নন্দন ।
 আমা হ'তে মনোবাহু না হবে পূরণ ॥
 শাস্ত হও বদান্ধনে স্থির কর মন ।
 তোমার সুযোগ্য পতি কর অন্বেষণ ॥

গণেশের মুখে শুনি এ হেন বচন ।
 ক্রোধেতে তুলসী দেবী কহিল তখন ॥
 অভিলাষ দিলু আমি শুন মহাশয় ।
 দারপরিগ্রহ তুমি করিবে নিশ্চয় ॥
 তোমারে দর্শন করি ভাবিলাম আমি ।
 তুমি মোর একমাত্র উপযুক্ত স্বামী ॥
 পূরণ না কর তুমি মোর অভিলাষ ।
 আসিলাম তব কাছে করিলে নিরাশ ॥
 অবহেলা তুমি মোরে করিলে যেমন ।
 সংসারী হইবে তুমি শুন গজানন ॥
 তুলসীর কথা শুনি দেব গণপতি ।
 ক্রোধভরে কহিলেন তুলসীর প্রতি ॥
 তুলসী যুবতী শুন কহি যে তোমায় ।
 অহরহুগিণী তুমি হইবে ধরায় ॥
 তারপর বৃক্ষরূপে জন্ম তুমি লবে ।
 মোর অভিলাষ কভু ব্যর্থ নাহি হবে ॥
 গণেশের কথা শুনি তুলসী তখন ।
 মহাভ্রুক্ষে পুনঃ পুনঃ করিল রোদন ॥
 ক্ষমা কর ক্ষমা কর মোর অপরাধ ।
 কৃপা করি তুমি মোরে কর আশীর্বাদ ॥
 তব মনোহর রূপ করিয়া দর্শন ।
 কামেতে ব্যাকুল অতি হ'ল মোর মন ॥
 শিবের নন্দন তুমি দবা অবতার ।
 সব অপরাধ তুমি ক্ষমহ আমার ॥
 পতিতপাবন তুমি মঙ্গল-কারণ ।
 মোর অপরাধ ক্ষম দেব গজানন ॥
 আমি ভুচ্ছ নারী মাত্র কি কহিব আর ।
 নারায়ণ অংশ তুমি মহিমাভার ॥
 ক্ষমা কর যোবে তুমি নিজ মহিমা ।
 ভক্তিবশে প্রণিপাত করি তব পায় ॥
 তুলসীর স্তব শুনি দেব গণপতি ।
 প্রসন্ন বদনে কহে তুলসীর প্রতি ॥
 শুন শুন ববাননে বচন আমার ।
 প্রধানা হইবে তুমি পুণ্যের মাঝার ॥

নারায়ণ-প্রিয়া তুমি হবে মোর বরে ।
 পূজনীয়া হবে অতি পৃথিবী ভিতরে ॥
 কিন্তু শুন মনোরমে কহিলু তোমায় ।
 পরিত্যজ্য হবে তুমি আমার পূজায় ॥
 তুলসীবে এই কথা বলি গজানন ।
 বদরিকা প্রাণেতে করিলা গমন ॥
 পুষ্করতীরের পানে ত্রিতুলসী যায় ।
 এক লক্ষ বর্ষ তপ করিল সেথায় ॥
 গণেশের শাপে শেষে তুলসী যুবতী ।
 শঙ্খচূড়ে পতিরূপে লাভ করে সতী ॥
 দানবের প্রিয়া-রূপে বহুকাল ধরে ।
 তুলসী যুবতী নানা স্তম্ভ ভোগ করে ॥
 শঙ্খচূড় শিবশূলে হইল নিধন ।
 বৃক্ষরূপ ধরে শেষে তুলসী তখন ॥
 নারায়ণ-প্রিয়ারূপে বৈকুণ্ঠেতে যায় ।
 মহাস্থখে বাস করে তুলসী সেথায় ॥
 শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদ এই শুভ বিবরণ ।
 ধর্ম্মমুখ হ'তে আমি করিলু শ্রবণ ॥
 শুন শুন হে নারদ, তোমার নিকটে ।
 বাহা জানি তাহা আমি কহি অকপটে ॥
 তারপর দুর্গা শিবে করিয়া প্রণাম ।
 গণেশেবে পূজা করে ত্রীপরশুরাম ॥
 পূজা-শেষে ভৃগুরাম অতি ফুল মন ।
 তপস্তার তরে বনে করিল গমন ॥
 গণেশেরে পূজা করে দেব মুনি যত ।
 স্তবস্ততি সবে তাঁরে করে অবিরত ॥
 গণেশেরে ক্রোড়ে করি পার্বতী তখন ।
 স্নেহভবে করে তার বদন চুম্বন ॥
 মন্তকে বুলায় হাত দেব মহেশ্বর ।
 শিব-দুর্গা মিলি করে আদর বিস্তর ॥
 আশীর্বাদ কবে তাঁরে শঙ্কর পার্বতী ।
 এইরূপে হুখে রয় দেব গণপতি ॥
 গণপতিখণ্ড ঘেই করিবে শ্রবণ ।
 রাজসূয়-যজ্ঞ-ফল লভিবে সেজন ॥

অপুত্রক পুত্রে পায়, ধনহীন ধন ।
 বক্ষ্যানাবী লাভ করে স্বপুত্র-রতন ॥
 যুতবৎসা কিংবা যদি কাকবক্ষ্যা হয় ।
 তথাপি স্বপুত্রে লাভ করিবে নিশ্চয় ॥
 গণপতিখণ্ডে যেই শুনে ভক্তিভরে ।
 গণপতি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার করে ॥
 অমঙ্গল দূর হয় করিলে শ্রবণ ।
 মোক্ষপ্রদ এই খণ্ড বিঘ্ন-বিনাশন ॥
 শ্রবণ করিয়া এই গণেশ-আখ্যান ।
 স্বর্ণ যজ্ঞসূত্র আদি বিপ্রে কর দান ॥
 স্নেহে ছত্রে অশ্বমাল্য পরিপক ফল ।
 ত্রাঙ্কণে করিলে দান হইবে মঙ্গল ॥
 সৌতি-পাশে সনকাদি যত মুনিচয় ।
 শুনিতে চাহিল কথা হরিভক্তিময় ॥
 মুনিগণ বাক্য শুনি সৌতি ঋষিবর ।
 কহিল পুরাণ কথা অতি মনোহর ॥

নারদ-প্রসঙ্গে যবে এলো মুনিবর ।
 কহিতে লাগিল কথা অতি মনোহর ॥
 গৃহধর্ম্মে নারদের নাহি ছিল মতি ।
 অনেক বুঝান তারে পিতা প্রজাপতি ॥
 পিতার আদেশে তবে নারদ ধীমান্ ।
 পরামর্শ ভরে যায় হরি সন্নিধান ॥
 তথায শ্রীহরি তাঁকে বলে বিবরণ ।
 প্রকৃতিরহস্য আর গণেশ-কথন ॥
 প্রকৃতিরহস্যে তিনি বিশদ ভাবেতে ।
 প্রকৃতির কথা যত বর্ণে বিধিমেতে ॥
 গণপতিখণ্ডে কহে গণেশ-কাহিনী ।
 দেবমধ্যে অগ্রগণ্য একদন্ত যিনি ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা সকলের সার ।
 হয় অজ্ঞানতা নাশ, মায়ার সংহার ॥
 সর্ববিধ পাপতাপ দূর হ'য়ে যায় ।
 যেজন পূবাণ কথা শুনিবারে পায় ॥

গণপতিখণ্ডে হেথা হয় সমাপন ।

পুণ্যবান্ ভণে, শোনে ভাগ্যবান্ জন ॥

গণেশখণ্ড সমাপ্ত



● শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ●

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরুটীকং নরোত্তমম্ ।
 দেবীং সন্ন্যস্তীটীকং ততো জন্মদীপকম্ ॥
 নিগুণো সগুণো যস্মৈ গুণাতীতো গুণাধিকঃ ।
 সাক্ষাৎ নিরাকারো তং নমামি জগৎপতিম্ ॥
 গোকূলে গোপকল্পেণ যঃ সাক্ষাৎ জগতঃ পতিঃ ।
 নমামি পরমো ভক্ত্য তং বিভূং দেবকীমুতম্ ॥
 নিফলং পদ্মং শান্তং সার্বভৌমং পরাংপরম্ ।
 শিবদং শুভদং দেবং নমামি জগতঃ পতিম্ ॥

● প্রথম অধ্যায়

নারায়ণে প্রতি নারদেব হবিব্রবক প্রম্ এবং
 তৎপ্রতি নারায়ণেব হবিকথাকথন-প্রসঙ্গে
 বিষ্ণু ও বৈকুণ্ঠেব গুণ-কথন ।

নারায়ণে নমস্কারি নমি নরোত্তমে ।
 বন্দন করিহু নরে—উত্তমে-অধমে ॥
 বাক্বাদিনী সরস্বতী করি নমস্কার ।
 সন্ততি হৃদয়ে গাহি জয়গান তার ॥
 নির্মল পবন শান্ত সার হৈতে সার ।
 শিবদ শুভদ দেব, সর্বগুণাধার ॥
 জগৎপতিকে হৃদে করিহু বন্দন ।
 নিগুণ আবার যিনি সগুণ কথন ॥
 গুণের অতীত যিনি, গুণাধিক যিনি ।
 কভুবা সাকার কভু নিরাকার তিনি ॥
 তিনি যে জগৎপতি প্রণমি চরণে ।
 গোপকল্পে অবস্থিতি গোকুল ভবনে ॥
 দেবকীনন্দন বিভূ জগতের পতি ।
 প্রণমি হৃদয়ে লৈয়া পরমা ভক্তি ॥
 তারপর ব্যাসদেবে করি নমস্কার ।
 বৈবর্তপুরাণ কথা লিখিত ষাঁহার ॥

সর্বদেবে প্রণমিয়া গুরু ও ব্রাহ্মণে ।
 শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড বর্ণিব এক্ষণে ॥
 নৈমিষ পরণ্যাবানী সনকাদি মুনি ।
 সৌতিরে সম্বোধি বলে, কহ-ঋষি শুনি ॥
 শ্রীহরি-গুণাদি কথা অতি মনোহর ।
 হবিনাম সংকীৰ্ত্তন সর্বপাপহর ॥
 কৃপা করি অ'বো বল সে সব কাহিনী ।
 শ্রীহরি-নারদ কথা ভক্তিচিত্তে শুনি ॥
 গুণপতিখণ্ড পবে আর কিবা হয় ।
 শ্রীকৃষ্ণেব কীর্তিগাথা কহ সমুদয় ॥
 যে কথা শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন ।
 ভবনদী পাব হয় বাহার কারণ ॥
 বিরিক্সিনন্দনে বাহা বলে নারায়ণ ।
 প্রকাশ কবহ তাহা সবাব সদন ॥
 এত শুনি পৌতিমুনি সহস্রা বদনে ।
 মূনিবর্গে সম্বোধিয়া মধুর বচনে ॥
 কহিলেন, মুনিগণ কর অবধান ।
 নারদ সকাশে বাহা বলে ভগবান্ ॥
 নাবদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 অপরূপ ব্রহ্মখণ্ড করিহু শ্রবণ ॥

উৎকৃষ্ট প্রকৃতিখণ্ড শুনিলাম পরে ।
 গণপতিখণ্ড শুনি অতি ভক্তিভরে ॥
 জনম সফল মম, সার্থক জীবন ।
 তব্ পরিতৃপ্ত নাহি হয় মোর মন ॥
 কৃষ্ণজন্মখণ্ড এবে শুনিতে বাসনা ।
 কৃপা করি পূর্ণ কর আমার প্রার্থনা ॥
 কৃষ্ণজন্মখণ্ড-কথা করিলে শ্রবণ ।
 মানবের জন্ম যুক্ত্য না হয় কখন ॥
 জ্ঞানের প্রদীপ রূপ হরির আখ্যান ।
 সর্বজীবগণে করে হরিভক্তি দান ॥
 কৰ্ম্মচ্ছেদকারী তাহা মুক্তির কারণ ।
 বৈরাগ্যজনক তাহা জানি অনুক্ষণ ॥
 যেই জন হরিকথা করিবে শ্রবণ ।
 ভবসাগরের পারে যাবে সেই জন ॥
 কৰ্ম্মভোগ দূর হবে, রোগ হবে দূর ।
 শ্রীহরির প্রতি ভক্তি হইবে প্রচুর ॥
 কহ কহ নারায়ণ কৃষ্ণের আখ্যান ।
 শুনিয়া জুড়াবে হিয়া, তৃপ্ত হবে প্রাণ ॥
 পরিপূর্ণতম হরি কৃষ্ণসনাতন ।
 মহীতলে কি কারণে করে আগমন ॥
 কোন্ যুগে কোন্ কালে আসিলেন হরি ।
 বিস্তারিয়া সব কথা কহ কৃপা করি ॥
 জনক শ্রীব্রহ্মদেব কোন্ জন হয় ।
 জননী দেবকী কেবা কহ মহাশয় ॥
 কোন্ কুলে জন্ম তাঁর হইল ধরায় ।
 কংসভয়ে কেন হরি গোকুলেতে বায় ॥
 গোকুলে কি করে হরি ধরি গোপবেশ ।
 গোপীদের সাথে কিবা করে পরমেশ ॥
 কোন্ জন গোপাঙ্গনা, গোপাল কাহার ।
 যশোদা ও নন্দ আদি কে হয় তাহার ॥
 যশোমতী কেন হয় জননী তাহার ।
 কেনই বা পিতা নন্দ গোপের কুমার ॥
 গোলোক-ঈশ্বরী দেবী রাধা পুণ্ডরীক ।
 গোপকন্তারূপে কেন ব্রজে আসে সতী ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা হইল কেমনে ।
 কেমনে কৃষ্ণেরে লাভ করে গোপীগণে ॥
 তাহাদের পরিত্যাগ করি সনাতন ।
 মথুরাপুর্ব্বীতে কেন করিলা গমন ॥
 কৃষ্ণ-প্রাণিনি সব হইল কেমনে ।
 রাধিকা সহিত ছেদ হ'ল কি কারণে ॥
 রাধা সতী কিবা পাণে ছেন দশা পায় ।
 কহ দেব দয়া করি সে সব আশায় ॥
 ব্রজধাম পরিত্যজি কেন বা শ্রীহরি ।
 গেলেন মথুরাপুরে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ॥
 কিরূপে শ্রীহরি করি কংস বিনাশন ।
 গোলোকেতে পুনরাব করেন গমন ॥
 হৃন্দরী রাধিকা সতী কৃষ্ণ-অদর্শনে ।
 কিভাবে কাটায দিন গোকুল-বিজনে ॥
 শুন শুন নারায়ণ করি নিবেদন ।
 সবিস্তারে সব কথা করহ বর্ণন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি হুমধুর ।
 কোটি-জন্ম-কৃত যত পাপ করে দূর ॥
 সর্বক্লেণ দূরে বায় শান্তি আনে প্রাণে ।
 সুধাতুল্য বোধ হয় মানবের কাণে ॥
 সুহৃদভ হরিকথা অপরূপ অতি ।
 কৃপা করি নারায়ণ কহ মোর প্রতি ॥
 অমৃত-সাগর-পানে বাসনা আমার ।
 দুর্লভ হরির কথা কহ সবিস্তার ॥
 নারায়ণ কহিলেন নাবদের প্রতি ।
 হে কুলপাবন ভূমি পুণ্যবান্ অতি ॥
 সুপবিত্র চিত্ত তব ভক্তিপরাশয় ।
 জীবের মঙ্গল ভরে করিছ ভ্রমণ ॥
 সুহৃদভ হরিকথা করিতে শ্রবণ ।
 আমার নিকট ভূমি কর আগমন ॥
 সুপবিত্র কৃষ্ণকথা যেইখানে হয় ।
 তীর্থভূমি হয় তাহা নাহিক সংশয় ॥
 মূনি ঋষি দেবগণ সেধা বিপ্রমান ।
 যে জন শ্রবণ করে সেই পুণ্যবান্ ॥

হরিকথা বলে যেই অতি ভক্তিভরে ।
 শত শত পুরুষেরে উদ্ধাব সে করে ॥
 শ্রীহরির কথা যেই করিবে শ্রবণ ।
 পবিত্র হইবে কুল শুদ্ধ হবে মন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের কথা যেই শুনিবারে চায় ।
 তাহার সমান কেহ নাহি এ ধবায় ॥
 জনম সফল হয় কথায়ুত-পানে ।
 তাপদগ্ন নরনারী শাস্তি পায় প্রাণে ॥
 অর্চনা বন্দনা সেবা স্মরণ কীর্তন ।
 মন্ত্র জপ আর তাহে আত্মনমর্পণ ॥
 হরিদাস আর তাঁর গুণাদি-শ্রবণ ।
 এই নয় প্রকারেব ভক্তির লক্ষণ ॥
 যার মাঝে আছে সেই হবিপরাষণ ।
 তাহার বিপদ নাহি হয় কদাচন ॥
 আযুঃক্ষয় নাহি হয় নাহি তার ভয় ।
 শ্রীহরি রহেন কাছে সকল সময় ॥
 অনিষ্ট তাহার কেহ করিতে না পারে ।
 যমের কিঙ্করগণ নাহি লয় তারে ॥
 রোগ শোক কষ্ট নাহি কাছে আসে তার ।
 স্নদর্শন চক্রে তারে রক্ষে অনিবার ॥
 শঙ্কাহীন রহে সদা হরিভক্ত জন ।
 তাব প্রতি তুষ্ট রহে দেবযুনিগণ ॥
 ভূমি অতি পুণ্যবান্ নারদ স্রজন ।
 হরিকথা তব কাছে করিব বর্ণন ॥
 শ্রীহরি-কথার প্রতি ভক্তি আছে যাব ।
 হরিনামে হয় যার পুলক-সঞ্চারণ ॥
 কৃষ্ণনামে অশ্রু যার যবে অনুক্ষণ ।
 এ সংসারে প্রকৃতই সেই ভক্ত জন ॥
 নাবাষণ মুখে শুনি কৃষ্ণ গুণগান ।
 হইলেন আনন্দিত নারদ ধীমান্ ॥
 যুক্ত করে ভক্তি ভরে কবিষা প্রণতি ।
 করিতে লাগিল মুখে কৃষ্ণ স্তবস্ততি ॥
 জয় জয় নারাষণ ব্রহ্ম সনাতন ।
 জয় জগন্নাথ প্রভু জগৎ কারণ ॥

নমি কুর্ম অবতার মন্দার-ধারক ।
 নমি আমি ভৃগুরামে ক্ষত্রকুলান্তক ।
 নমো রাম-অবতার রাবণ-নাশন ।
 প্রণমি বামনে বলি দমন কারণ ॥
 প্রণমি ধনুস্তরিকে অযুতধারক ।
 কৃষ্ণে নমি হিরণ্যাক্ষ বক্ষ-বিদারক ॥
 নমস্তে মোহিনীকপ অহর মোহন ।
 নৃসিংহকে নমি মহাদৈত্যবিনাশন ॥
 রামকৃষ্ণ রূপে নমি গোকুল বিহার ।
 প্রণমি তোমার গদে বৃদ্ধ-অবতার ॥
 ভাবী অবতার তুমি নমঃ কঙ্কি-রূপ ।
 নমো হবি নারাষণ নমো বিশ্বভূপ ॥
 সচ্চিদানন্দকে নমি বিশ্ব-পরায়ণ ।
 নমো নমো বিশ্বপতি ব্রহ্মসনাতন ॥
 ইন্দ্র তুমি যম তুমি তুমি পশুপতি ।
 তুমি ত্রিলোকের নাথ ত্রিভুবনপতি ॥
 বরুণ-অরুণ তুমি সূর্য কলেবর ।
 কুবের শমন তুমি পৃথিবী-ঈশ্বর ॥
 তোমার মায়াব বদ্ধ বিশ্বচরাচর ।
 ত্রিগুণ অতীত তুমি প্রকৃতির পর ॥
 রক্ষ তুমি যক্ষ তুমি গন্ধর্ব কিম্বর ।
 জল তুমি স্থল তুমি তুমি কলেবর ॥
 তোমার অনন্তরূপ জাতিগুণ হীন ।
 বর্জিত গুণেতে তুমি গুণেতে প্রবীণ ॥
 জ্ঞানের স্বরূপ তুমি মায়াব ঈশ্বর ।
 নির্মাণ্য নির্মোহ তুমি, তুমি মায়াধর ॥
 সর্বভূতে আত্মারূপে করহ বিহার ।
 অসার সংসারে তুমি একমাত্র সার ॥
 অন্তরীক্ষ তব নাভি পাতাল চরণ ।
 মস্তক আকাশ তব অরুণ লোচন ॥
 দশদিক কর্ণ তব শশী বামেক্ষণ ।
 তোমার শরীর মাঝে চরারচরণ ॥
 শঙ্খ চক্রে গদা পদ্ম চতুরঙ্গ ধারী ।
 নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত শ্রীহরি ॥

পরিধানে পীতবাস রাজীব-লোচন ।
বনমালা গলে শোভে গরুড়বাহন ॥
দলিত ত্রিভঙ্গ রূপ বেশ মনোহর ।
বিকসিত নবদল শ্রাম কলেবর ॥
অচিন্ত্য তোমার রূপ কল্পনা অতীত ।
সাধ্য কার গুণে তাহা ওগো গুণাতীত ॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি ।
কলনীতে যদি ভরি সমুদ্রের বারি ॥
আকাশে নক্ষত্র যদি পারি বা গণিতে ।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তবু না পারি কহিতে ॥
কৃপা কর দয়াময় মূই অতি ছার ।
না পারি সংসারে কোন কার্য করিবার ॥
শক্তি দাও ভক্তি দাও ধর্ম্য দাও চিতে ।
ঐতি দাও ক্ষমা দাও বুদ্ধি লোকহিতে ॥
তোমার চরণে প্রভু মাগিনু শরণ ।
আমারে করহ রক্ষা প্রভু নারায়ণ ॥

● বৈষ্ণব গুণ বর্ণন ।

এইরূপে স্তবস্ততি করিয়া নারদ ।
মনে মনে চিন্তে মূনি নারায়ণ পদ ॥
অতঃপর জিজ্ঞাসিল বল নারায়ণ ।
কিবা গুণ বৈষ্ণবের, করহ কীর্তন ॥
শুনিয়া নারদ বাক্য অতি ফুলমনে ।
নারায়ণ কহিলেন মধুর বচনে ॥
মহাজ্ঞানী ভক্ত যেই বৈষ্ণব-প্রধান ।
ধন্য ধন্য সেই জন অতি পুণ্যবান ॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যেবা ধ্যান করে ।
প্রকৃত বৈষ্ণব বলি খ্যাত এ সংসারে ॥
নিরন্তর হরিনামে মগ্ন যেই রয় ।
বৈষ্ণব বলিবা তারে জানিবে নিশ্চয় ॥
খান্ধদ্রব্য লাভ করি যেই ভক্ত জন ।
মহানন্দে শ্রীহরিরে করে নিবেদন ॥
সেই জন হয় নিত্য বৈষ্ণব-প্রধান ।
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সেই জন অতি পুণ্যবান ॥

অস্তরে বাহিরে যেই লব কৃষ্ণনাম ।
দিবারাত্র হরিচিন্তা করে অবিরাম ॥
গুরুমুখে কৃষ্ণনাম যে করে শ্রবণ ।
বৈষ্ণব নামেতে উক্ত হৃদ সেই জন ॥
তীর্থ চাহে বৈষ্ণবের দর্শন স্পর্শন ।
বৈষ্ণবে হেরিলে পাপ করে পলায়ন ॥
যেই স্থানে বৈষ্ণবেরা করে অবস্থান ।
সেই স্থান হয় নিত্য তীর্থের সমান ॥
বৈষ্ণব-দর্শনে মন লুপবিত্ত রয় ।
পূর্বভগ্নমার্জিত পাপ দূরীভূত হয় ॥
হরিভক্তিপরাধনে নিন্দা যেই করে ।
কুস্তীপাক নরকে সে যাইবে সম্বরে ॥
চন্দ্র সূর্য যত দিন বিগ্ৰহমান রয় ।
তত দিন তার কভু মুক্তি নাহি হয় ॥
কিন্তু যদি বৈষ্ণবেরে করে সে স্পর্শন ।
তার পাপ নাশ করে শ্রীমধুসূদন ॥
প্রকৃত বৈষ্ণব মূনি যেই জন হয় ।
সর্ব পাপ হৈতে দূরে সেই জন রয় ॥
যে কুলেতে হয় কোন বৈষ্ণবজনম ।
তার কুলে পাপ নাহি হয় সংঘটন ॥
প্রকৃত বৈষ্ণব যদি হয় দরশন ।
হয় তার সর্ববিধ পাপের মোচন ॥
বৈষ্ণবের গুণ যত ব্যাখ্যা কেবা করে ।
মৃত্যুকালে যায সেই কৃষ্ণের গোচরে ॥
কৃষ্ণসঙ্গ পাষ সেই গোলোক-ভবনে ।
সর্বপাপ মুক্ত হয় বৈষ্ণব দর্শনে ॥
বৈষ্ণবের গুণ তাই গাহিবে সদাই ।
বৈষ্ণব-নিন্দাতে ক্রুদ্ধ দেবতা সবাই ॥
বহুতব পুণ্য যদি কবে উপার্জন ।
বৈষ্ণব-নিন্দাতে হয় সব বিসর্জন ॥
যতদিন ধরাতলে চন্দ্র সূর্য্য রয় ।
তাবৎ নরকে থাকে সেই দুরাশয় ॥
কৃষ্ণনাম হৃদযেতে জপে যেই জন ।
সেই জন হয় হরিভক্তিপরাধন ॥

প্রকৃত বৈষ্ণব মাঝে তার শ্রেষ্ঠ স্থান ।
ভবার্গবে অবহেলে পায় পরিত্রাণ ॥
যেই সাধুজন পূজা বৈষ্ণবে করিবে ।
তা'ব সব মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে ॥
বিষ্ণু ও বৈষ্ণব গুণ কবিনু কীর্তন ।
কৃষ্ণজন্মলীলা-কথা শুন তপোধন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বিবাহাব সহিত বিবাহ, বাধিকার
ভনে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দান এবং বিবাহ
নদীকণ্ঠপ্রাপ্তি ।

এতেক শুনিয়া তবে মহর্ষি নাবদ ।
ভক্তিভরে বন্দে দেব নাবায়ণ-পদ ॥
সবিনয় বাক্যে কহে নাবায়ণ প্রীতি ।
কৃপা কবি কহ মোরে জগতের পতি ॥
গোলোক ছাড়িয়া কেন বিনোদ-বিহারী ।
গোপকুলে জন্ম নিল, বলহ বিস্তারি ॥
জন্মস্থান ছাড়ি কেন বৃন্দার ভবনে ।
জনার্দন বহিলেন গোপীগণ সনে ॥
কি হেতু বা আশ্চর্য্য রাধিকা বৃন্দরী ।
ছাড়িয়া আসেন দিব্য গোলোক-নগরী ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা অতি সবিস্তাবে ।
কৃপা কবি দয়াময় বলহ আমারে ॥
নাবায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
কহিতেছি শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিবরণ ॥
কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ আসে ব্রজের মাঝে ।
বাধিকা কিরূপে হয় প্রিয়তমা তা'ব ॥
কেন গোপালের বেশ ধরে সনাতন ।
সবিস্তাবে কহি সব শুন নিয়া মন ।
পূর্বকালে গোলোকেতে বাধিকার সহ ।
কৃষ্ণগোপী-দামের হইল বলহ ॥

বাঙ্গা—২২

রাধিকার অভিলাষে শ্রীদাম তখন ।
শঙ্খচূড় দৈত্যরূপ করিল ধারণ ॥
ক্লেদভরে শাপ দিলা শ্রীদাম রাধাবে ।
মানবীরূপেতে যাও পৃথিবী-মাঝারে ॥
ব্রজাঙ্গনা হও ভূমি গিবা ব্রজধামে ।
বিখ্যাত হইবে সেথা রাধাবাগী নামে ॥
শ্রীদামের অভিলাষ শুনি ভয়ঙ্কর ।
রাধিকার অঙ্গ ভষে কাঁপে থর থর ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকি কহে শ্রীরাধা তখন ।
কি করি উপায় আমি কহ সনাতন ॥
অগতির গতি তুমি প্রভু ভগবান্ ।
কৃপা করি কর মোরে সান্তনা প্রদান ॥
বিপদভঞ্জন তুমি করুণা-সাগর ।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরম ঈশ্বর ॥
তুমি মোর প্রাণাধিক হৃদয়ের স্বামী ।
কিরূপে তোমা'বে ছাড়ি বাই বল আমি ॥
শ্রীদামের অভিলাষে গোপী আমি হব ।
তোমা'বে ছাড়িয়া আমি কিরূপে রহিব ॥
তোমা'ব বিরহ আমি সহিব কেমনে ।
কেমনে বহিব নাথ তোমা'ব বিহনে ॥
ক্ষণকাল যদি তোমা না করি দর্শন ।
পাগলিনী-প্রাণ আমি হই যে তখন ॥
পলকে প্রলয় গণি নাহি হেরি যদি ।
তব রূপ ধ্যান আমি কবি নিববধি ॥

তোমা'রে ছাড়িয়া প্রভু, রহিতে পারি না কভু,
তুমি নাথ জীবনের সার ।
তুমি হৃদয়ের স্বামী, তোমা'র বিহনে আমি,
চারিদিক্ হেরি অন্ধকার ॥
না হেরিলে তব মুখ, দু'বে যাব সদ স্তম্ভ,
প্রাণ মো'ব ব্যাকুলিত হয় ।
তোমা'বে যদি না হেবি, বিনুহাত হৃদ দেবী,
প্রাণত্যাগ করিব নিশ্চয় ॥
তুমি নাথ প্রিয়তম, তুমি প্রাণরতন মন,
তব মন কেহ নাহি আদ ।

শুন প্রভু ভগবান, আমি দেহ তুমি প্রাণ,
 দৃষ্টিশক্তি তুমি যে আমার ॥
 স্বপনে ও জাগরণে, স্মরি আমি এক মনে,
 তব ছুটি ও রাঙা চরণ ।
 কি আর তোমারে কব, আমি চিরদাসী তব,
 তুমি মোর জীবন মরণ ॥
 তোমার চরণে নাথ, করি আমি প্রণিপাত,
 কৃপা করি চাহ দানী প্রতি ।
 তুমি প্রভু সনাতন, তুমি মম প্রাণধন,
 তুমি প্রভু অগতির গতি ॥
 পূর্ণিমা শশীর সম, মুখ তব মনোরম,
 মনোহর যুরতি তোমার ।
 নয়নচকোরে আমি, পান করি দিব্যাম্রী,
 ধ্যান করি আমি অনিবার ॥
 কেমনে গোপিনী হব, তোমারে ছাড়িয়া রব,
 হায় হায় কি আর কহিব ।
 তোমারে ছাড়িয়া আমি, কেমনে রহিব স্বামী,
 অবশ্যই পরাণ ত্যজিব ॥
 তুমি ধ্যানে তুমি জ্ঞানে, তুমি মোর মনে প্রাণে,
 তুমি মোর নয়নের তার ।
 তোমা ছাড়া চারিধার, হেরি আমি অন্ধকার,
 কেমনে রহিব তোমা ছাড়া ॥

এইরূপে রাধারাগী কঁাদে অবিরল ।
 বর বর বরে তার নয়নের জল ॥
 বন্ধেতে ধরিয়া তারে কৃষ্ণ সনাতন ।
 স্নেহভরে বার বার করিলা চুম্বন ॥
 তারপর কহিলেন মধুব বচনে ।
 বৃথা ভব কর তুমি শুন বরাননে ॥
 বরাহকল্পেতে আমি ভূতলেতে যাব ।
 ব্রহ্মধামে গিয়া আমি তব দেখা পাব ॥
 ব্রহ্মাঙ্গনারূপে তুমি ব্রহ্মধামে রবে ।
 তোমার সহিত সেখা মোর দেখা হবে ॥
 তুমি মোর প্রাণাধিক কি কহিব আর ।
 তব সনে ব্রহ্মধামে করিব বিহার ॥

বৃথা ভব করিও না রাধা বিনোদিনী ।
 তুমি মোর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী ॥
 রহিতে না পারি আমি তোমাকে ছাড়িয়া ।
 তুমি মোর প্রেমময়ী তুমি মোর প্রিয়া ॥
 যেখানে রহিবে তুমি আমিও সেথায় ।
 এইরূপে ভগবান রাধারে বুঝায় ॥
 এ কারণে জগন্নাথ হরি সনাতন ।
 ছল করি গোবুলেতে করে আগমন ॥
 তারপর গোপবেশ করিয়া ধারণ ।
 রাধার সহিত মিলে শ্রীমধুসূদন ॥
 ব্রহ্মধামে জন্ম লয় রাধা বিনোদিনী ।
 গোপের ঘরেতে হয় গোপের কামিনী ॥
 সেথায় গোপের বেশে আসি সনাতন ।
 রাধিকার সহ স্নেহে করিলা রমণ ॥
 শ্রীব্রহ্মার প্রার্থনায় শ্রীহরি হ্রবায় ।
 ভূভার-হরণ তরে আসিলা ধরায় ॥
 তারপর নিজকর্তব্য করি সমাপন ।
 গোলোক-সাক্ষারে হবি করিলা গমন ॥
 নারদ কহিলা প্রভু কৃপা করি কহ ।
 রাধিকা শ্রীধামে হয় কিসের কলহ ॥
 সবিস্তারে কহ প্রভু দেব নারায়ণ ।
 বিবাদ করিল তারা কিসেব কারণ ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন উপোদন ।
 বিস্তারিয়া সব কথা করিব বর্ণন ॥
 একদা গোলোকমাঝে হেরিবা নির্জন ।
 রাধা সহ কেলি করে হরি সনাতন ॥
 বাসের মণ্ডল মাঝে শ্রীরাধিকা সতী ।
 হরি সহ রমণেতে পুলকিত অতি ॥
 স্নেহের আবেশে বাহু জ্ঞান নাহি তাঁর ।
 রতিক্রীড়া করে দৌঁছে বিবিধ প্রকার ॥
 কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয় রাধিকাব ।
 সহসা শ্রীকৃষ্ণ তারে করে পরিহার ॥
 তারপর ভগবান শৃঙ্গাব কারণ ।
 অশ্রু গোপিকার কাছে করিলা গমন ॥

নিরঞ্জন ছিল বসি বিরজা যুবতী ।
 কৃষ্ণ-আদরিণী নাবী অতি রূপবতী ॥
 সহসা হরিরে সেথা করিয়া দর্শন ।
 যুহু যুহু হাসে দেবী অতি স্নেহোহন ॥
 নবীনা যুবতী দেবী অতি মনোহর ।
 পকবিন্দুসম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥
 হানিছে কটাক্ষবাণ কুটিল নয়নে ।
 অপরূপ শোভা তার রত্নের ভূষণে ॥
 বিপুল নিত্যভার পীন পয়োদর ।
 শরতের চন্দ্রসম বদন সুন্দর ॥
 হরিরে হেরিয়া দেবী রহিতে না পারে ।
 কামে ব্যাকুলিত দেহ হয় বায়ে বায়ে ॥
 সর্ব অঙ্গ কাঁপে তাব কামাতুরা অতি ।
 ঘন ঘন দৃষ্টি হানে শ্রীহরির প্রতি ॥
 কামাতুরা বিরজারে হেরি সনাতন ।
 নির্জনেতে পুষ্পশয্যা করিলা রচন ॥
 তারপর বক্ষে তারে করিয়া ধারণ ।
 মহাস্বখে কেলি করে শ্রীমধুসূদন ॥
 কোটি-কামদেব-ভুল্য শ্রীহরির সাথে ।
 বিরজা বিবিধ ভঙ্গে রত্নিরঙ্গে মাতে ॥
 নানারূপে কেলি করে ভৃগু নাহি আর ।
 নানা রঙ্গে নানা ভঙ্গে করিল বিহার ॥
 এইকালে বহু ক্ষণ ভোগ কবি রতি ।
 মুচ্ছিতা হইয়া পড়ে বিরজা যুবতী ॥
 রাধিকার সঙ্গীগণ কবিধা দর্শন ।
 রাধার নিকটে গিয়া কহিল তখন ॥
 শুন লো রাধিকা দেবী কি কহিব আর ।
 বৃন্দাবনে হেরিলাম অদ্ভুত ব্যাপার ॥
 তব প্রাণকান্ত হরি কৃষ্ণ প্রাণধন ।
 বিরজা সহিত স্বখে কবিছে রমণ ॥
 নানা রঙ্গে ভঙ্গে সেথা করিছে বিহার ।
 দুই জনে মনস্বখে করিছে শৃঙ্গার ॥
 কপট তোমাব শ্যাম জানিলাম আজ ।
 বিরজার বক্ষে হরি কবিছে বিরাজ ॥

শুন রাধা বিনোদিনি একি ব্যবহার ।
 অশ্রু সঙ্গী সনে হরি করে ব্যভিচার ॥
 শুনিয়া তাদের বাক্য রাধিকা তখন ।
 মনোদুঃখে বারংবার করিল ক্রন্দন ॥
 ঘন ঘন দেহ কাঁপে চরণ অচল ।
 রোষে জ্বলে চক্ষু যেন প্রচণ্ড অনল ॥
 রক্তবর্ণ হ'ল যবে লোচন তাঁহার ।
 সঙ্গীগণে ডাকি তবে বলে বারংবার ॥
 একি কথা শুনিলাম তোমাদের মুখে ।
 বিরজা সহিত কৃষ্ণ বিহারিছে স্বখে ॥
 বিশ্বাস না হয় মোর, কহ সত্য করি ।
 বিষম যাতনাবিষে আমি যে গো মরি ॥
 মোর প্রাণধন কৃষ্ণ আমারে ছাড়িয়া ।
 শৃঙ্গার করিছে স্বখে বিরজারে নিয়া ॥
 হায় হায় কি করিব শুন সঙ্গীগণ ।
 চল চল সেই স্থানে করিব গমন ॥
 বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা মিলন ।
 আপনার চক্ষে আমি করিব দর্শন ॥
 যদি সত্য হয় তাহা, রক্ষা নাহি আর ।
 সমুচিত শাস্তি দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
 বিরজারে আমি যদি শাস্তি করি দান ।
 কেমনে রক্ষিবে দেখি কৃষ্ণ ভগবান ॥
 চরিত্রের দোষ নাহি কোন কালে যায় ।
 চর্য্যচক্ষে তাহা আজ দেখিব তথায় ॥
 মুখে স্বেথা শ্রীহরির অন্তরে গরল ।
 আজ আমি দিব তার সমুচিত ফল ॥
 কুটিল কৃষ্ণের আমি করিব বিচার ।
 হেরিব আজিকে কত স্পর্ধা বিরজার ॥
 হেরিয়া রাধার ক্রোধ সব সঙ্গীগণে ।
 কৃতাজলিপুটে কহে অধুর বচনে ॥
 শুন রাধা বিনোদিনি, শুন রাধা সতি ।
 বৃন্দারণ্য-মাঝে মোরা যাব শীঘ্রগতি ॥
 কেলিরসে অন্ত কৃষ্ণ-বিরজা সেথায় ।
 যুগল-মিলন সেই দেখাব তোমায় ॥

সত্য কথা কহি কিনা বুঝিবে তখন ।
 এই বলি সখীগণ করিল গমন ॥
 তখন রাধিকাদেবী আরোহিলা রথে ।
 গোপীগণ সহ চলে বৃন্দাবন পথে ॥
 কোটি-সূর্য-সম দীপ্ত রথ মনোহর ।
 বিনিশ্চিত মণিরত্নে অতীব সুন্দর ॥
 মণিময় কলসাদি শোভে রথ-মাঝে ।
 বহুবিধ চিত্ররাজি উহাতে বিরাজে ॥
 বিচিত্র পতাকা উড়ে রথের উপরে ।
 এক লক্ষ চক্র তার কিবা শোভা ধরে ॥
 মনের সমান গতি অতি বেগবান্ ।
 মণিময় কোটি স্তম্ভ সমা শোভমান ॥
 রত্নগয়া হ্রশোভিত বথৈব মাঝারে ।
 স্বর্ণ-বেদিকা আদি রাজে চারিধারে ॥
 শতেক যোজন উচ্চ কিবা শোভা তার ।
 প্রস্থেতে যোজন দশ রথের বিস্তার ॥
 কি বিচিত্র পুষ্পোদ্ভান রথেতে বিরাজে ।
 মনোহর সরোবর তাহাদের মাঝে ॥
 পারিজাত কুন্দ যুষ্টি চম্পক করবী ।
 মল্লিকা মালতী আব কদম্ব মাধবী ॥
 নানাবিধ কুল্মমেব মালা শোভা পায় ।
 রাধিকারে ল'য়ে রথ বায়ুবেগে যায় ॥
 মণ্ডপের দ্বারে আসি রাধিকা তখন ।
 বেত্রহস্তে শ্রীদামেরে কবিল দর্শন ॥
 লক্ষ লক্ষ গোপগণ রক্ষা করে দ্বাব ।
 শ্রীদাম রাধারে হেবি হাসে অনিবার ॥
 শ্রীদামে ধেরিবা রাধা রথ হ'তে নামে ।
 আরক্তলোচনে ক্রোধে কহিল শ্রীদামে ॥
 লম্পট কিঙ্কর তুমি অতি দুরাচাব ।
 আমারে রোধিতে দ্বার সাধ্য আছে কার ॥
 যাইব কৃষ্ণের কাছে হেরিব লম্পটে ।
 কপটতা না চলিবে আমার নিকটে ॥
 হেরিব বিরজাদেবী কত রূপবতী ।
 কবিব তাহার আমি অশেষ দুর্গতি ॥

সমুচিত ফল পাবে কৃষ্ণ সনাতন ।
 দেখি কার সাধ্য আছে কবিত্তে রক্ষণ ॥
 তুমি অতি দুরাশয় অতি দুরাচার ।
 ভালো যদি চাও তবে শীঘ্র ছাড় দ্বার ॥
 এত বলি শ্রীরাধিকা অগ্রসর হয় ।
 শ্রীদাম আসিয়া বাধা দেষ সে সময় ॥
 শ্রীদাম কহিল তাবে শুন শুন সতী ।
 ফিরে যাও শ্রীহরির নাহি অনুমতি ॥
 শ্রীহরির দাস মোরা শুন রাধাবাণি ।
 তাঁর আজ্ঞা পালি মোবা অজ্ঞ নাহি জানি ॥
 শ্রীদামের বাক্য শুনি ক্রোধে অভিযত ।
 রক্তিম লোচনে রাধা সখীগণে কথ ॥
 শুন শুন সখীগণ আমার বচন ।
 বল করি মণ্ডপেতে করিব গমন ॥
 শুনিবা রাধার বাক্য শ্রীদাম হুমতি ।
 হাসিয়া বলিল নাই তোমার শক্তি ॥
 শ্রীকৃষ্ণের দাস আমি আজ্ঞা মানি তার ।
 তোমা ভবে কোন মতে না ছাড়িব দ্বার ॥
 তার চেয়ে কৃষ্ণকাল অপেক্ষা করহ ।
 কিরিবা আসিব আমি কৃষ্ণবার্তাসহ ॥
 শ্রীদাম বাক্যেতে রাধা প্রবোধ না মানে ।
 আরক্তনয়নে চাহে শ্রীদামের পানে ॥
 তখন সখীরা মিলি বল-সহকারে ।
 শ্রীরাধিকা সহ চলে মণ্ডপ-মাঝারে ॥
 গোলোকবিহারী হরি কৃষ্ণ সনাতন ।
 দ্বারদেশে কোলাহল শুনিলা তখন ॥
 কুপিত রাধিকা আসে সন্ধানে তাঁহার ।
 হেরিলে বিরজা মাথে রক্ষা নাহি আর ॥
 ভবে ভবে ভগবান্ অন্তর্হিত হন ।
 মহাভয়ে বিরজাও ভ্যজিলা জীবন ॥
 বিরজাব দেহ ধবে নদীর আকাব ।
 বর্জুল আকাবে বহে গোলোক-মাঝার ॥
 বহিছে তটিনী আশা কিবা শোভা তার ।
 তীরে তাব পুষ্পবন অতি চমৎকার ॥

মরাল-মরালী আদি জলজ্বীড়া করে ।
জলচর পক্ষী সব কলরব করে ॥
বিরজা নদীর তটে সিদ্ধ যোগিগণ ।
বসিষা তপত্যা করে শুদ্ধ শান্ত মন ॥
বিরজার জল পানে ক্ষুধা নাহি রয় ।
তৃষ্ণার বিনাশ তার হইবে নিশ্চয় ॥
প্রস্থেতে যোজন দশ বিস্তার তাহার ।
দশগুণ দৈর্ঘ্য তার অতি চমৎকার ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুমধুর ।
শ্রবণ করিলে হয় সর্বপাপ দূর ॥
হরি প্রতি ভক্তি বাড়ি শুদ্ধ হয় প্রাণ ।
ধন্য ধন্য সেইজন মহাভাগ্যবান ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

● তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণেব অভিশাপে বিবজাব সাত পুত্রের সাগব-
কপ ধাবণ, শ্রীকৃষ্ণেব প্রতি বাধিকাধ শাপ
এবং বাধিকা ও শ্রীদামেব পবন্যব
অভিসম্পাত-কথন ।

বিধিব নন্দন তবে বলে নারায়ণে ।
ঘূচও সন্দেহ মোর যাহা আছে মনে ॥
বিরজা নদীর কপ কবিলে ধাবণ ।
কি কবিল কৃষ্ণ প্রভু কহ জনার্দন ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
রতিগৃহে রাধাদেবী করিল গমন ॥
কিন্তু সেথা শ্রীহরিরে দেখিতে না পায় ।
নদীকূপা বিরজাবে হেরিল সেথায় ॥
কি আব করিবে রাধা না হেরি উপায় ।
অন্তবে চাপিষা ক্রোধ গৃহে ফিরি যায় ॥
নদীকূপা বিবজাবে কবিষা দর্শন ।
উচ্চৈঃস্ববে ভগবান্ করিলা বোদন ॥

কোথা তুমি প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে মনোরমে,
কোথা তুমি বিবজা হৃন্দরী ।

তোমা বিনা চারিধার, হেরি বোর অন্ধকার,
কেমনে এ প্রাণ মোর ধরি ॥
সাক্ষী তুমি মূর্তিমতী, তুমি দেবী তুমি সতী,
মোর প্রতি কৃপা কর আজ ।
প্রাণপ্রিয়ে শুন শুন, আসি দেখা দাঁও পুনঃ,
লব তোমা মোর বক্ষ মাঝ ॥
আশীর্ব্বাদ করি তোমা, শুন সতী মনোরমা,
নদী অধিষ্ঠাত্রী দেবী হও ।
কহিলাম তব প্রতি, পূর্ব্বাপেক্ষা রূপবতী,
গুণবতী হ'য়ে তুমি রও ॥
কি আরতোমাতে কব, সৌভাগ্য উদ্দিবে তব,
শুন দেবি কি ভয় তোমার ।
পুনরায় দেহ ধরি, শুন সতি হারা করি,
এস পুনঃ নিকটে আমার ॥
পূবাতন দেহ ধরি, নদীকূপ পরিহরি,
ধর তুমি নব কলেবব ।
সেই নব কলেবরে, এস সখি হারা ক'রে,
তব তরে ব্যাকুল অন্তর ॥
তোমার বিরহভাব, সহিতে না পারি আর,
দহে মন তোমার লাগিয়া ।
এস এস প্রিয়তমে, প্রাণাধিকা মনোরমে,
মিষ্ট কর ভাপিত এ হিয়া ॥

এরূপে বিলাপ হবি করেন যখন ।
নদীকূপা বিরজাব ব্যাকুলিত মন ॥
সহিতে না পারে চুঃখ বিরজা হৃন্দরী ।
ধরিয়া নূতন বেশ আসে ছবা কবি ॥
পীতবস্ত্র পরিধানে অতি মনোহর ।
যুহু যুহু হাস্ত দেবী করে নিরন্তর ॥
বিপুল নিতম্বভার পীন পযোধর ।
পকবিশ্বলসম ওষ্ঠ ও অধর ॥
গজেন্দ্র-সমান গতি কিবা শোভা তার ।
চম্পকবরণ কাস্তি অতি চমৎকার ॥
পূর্ণিমা শশীব প্রাণ বদন হৃন্দর ।
ললাটে সিন্দূরবিন্দু শোভে মনোহর ॥

হৃন্দর কবরীভার দোলে পৃষ্ঠে তার ।
 রত্নের কুণ্ডল শোভে গণ্ডের মাঝার ॥
 গলে শোভে মুক্তাহার মুক্তা নাসিকায় ।
 শোভিতেছে অপরাগ রত্নের মালায় ॥
 রত্নের কঙ্কণ করে রত্নের বলয় ।
 রত্নের কেয়ূর শোভে অতি জ্যোতির্ময় ॥
 চলিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি স্তম্ভর ।
 য়ুহু য়ুহু বাজে পায়ে রত্নের নুপুর ॥
 কামাতুরা বিরজারে হেরি সনাতন ।
 আলিঙ্গন করি তারে করিল চুম্বন ॥
 নির্জনে পাইয়া হরি রূপিনী প্রিয়ারে ।
 শৃঙ্গার করিল হৃথে বিবিধ প্রকারে ॥
 কভু জলে কভু স্থলে করয়ে বিহার ।
 কামেতে জর্জর দৌহে তৃপ্তি নাহি আর ॥
 এইরূপে কেলি করে মনহৃথে অতি ।
 হইল বিরজাদেবী সখ্যঃ গর্ভবতী ॥
 হরির অমোঘ বীর্ঘ্য ধরিয়া উদরে ।
 দৈব শত-বর্ষ-ব্যাপী দেবী গর্ভ ধরে ॥
 অনন্তর সপ্ত পুত্র জন্ম লব তার ।
 শ্রীমান্ বীমান্ পুত্র অতি চমৎকার ॥
 এইরূপে লাভ করি সাতটি সন্তান ।
 বিরজা মনের হৃথে করে অবস্থান ॥
 একদা বিরজা দেবী কামাতুরা হ'য়ে ।
 বিহার করিতেছিল শ্রীহরিরে ল'য়ে ॥
 নানাভাবে নানারূপে করিছে বিহার ।
 শৃঙ্গারে উন্মত্ত দৌহে তৃপ্তি নাহি আর ॥
 এ সময়ে বিরজার কনিষ্ঠ নন্দন ।
 জাতাদের ভয়ে সেথা করে আগমন ॥
 সপ্তজাতা মিলি তারা বিরোধ করিল ।
 মীমাংসার হেতু মাতৃসকাশে আসিল ॥
 পুত্রকে দেখিয়া কৃষ্ণ কোপ-পরায়ণ ।
 শৃঙ্গার ছাড়িয়া উঠে অতৃপ্ত মদন ॥
 বিরজা তনয়ে তুলি লইলেন কোলে ।
 কুপিত হইয়া তবে নারায়ণ বলে ॥

অবৈধ করিলি কাজ ভাই সাত জন ।
 এই হেতু অভিশাপ দিতেছি এখন ॥
 সাতটি সাগর হবি তোরা সপ্ত জন ।
 কনিষ্ঠ হইবি তুই সাগর লবণ ॥
 তোরা জল কোন জীব না করিবে গান ।
 জম্বুদ্বীপ মাঝে হবে তোরা অবস্থান ॥
 ক্রৌঞ্চ শাক জম্বু কুশ পুষ্কর শালী ॥
 আর শ্বেত যোগে হয় সপ্ত দ্বীপাবলী ॥
 সাতটি দ্বীপেতে তোরা ভাই সাত জন ।
 সপ্ত সাগরের রূপে থাকু সর্বক্ষণ ॥
 এত বলি কৃষ্ণ চলি যান শীতগতি ।
 ফিরিয়া না চাহিলেন বিরজার প্রতি ॥
 বিরজারে ত্যাগ করি কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাধিকার ভবনেতে করিলা গমন ॥
 ভয়ার্ত কনিষ্ঠ পুত্রে বিরজা হৃন্দরী ।
 চাপিয়া ধরেন বক্ষে স্তনদান করি ॥
 কৃষ্ণ অভিশাপ শুনি বিরজা নন্দন ।
 মাতৃ অঙ্কে স্থান লভে আতঙ্কিত মন ॥
 সাঙ্ঘনা প্রদানি পুত্রে বিরজা যুবতী ।
 প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণেরে না হেরিল সতী ॥
 হরিসহ শৃঙ্গারেতে তৃপ্ত নহে মন ।
 কোথা প্রিয়তম বলি করে সে রোদন ॥
 আমারে ছাড়িয়া তুমি কোথা গেলে হরি ।
 বিহার করিব পুনঃ এস স্বরা করি ॥
 কামেতে জর্জর দেহ তৃপ্তি নাহি আর ।
 এস নাথ লহ যোরে বক্ষের মাঝাব ॥
 তোমার বিরহ প্রভু সহিতে না পারি ।
 কৃপা কর আমি অতি অভাগিনী নারী ॥
 এস প্রভু প্রেমময় প্রাণাধিক মোর ।
 অভাগিনী প্রতি কেন হইলে কঠোর ॥
 আমারে এমন ভাবে করি পরিহার ।
 গমন করিলে কোথা দেবতা আমার ॥
 এরূপে বিরজাদেবী করে হাহাকার ।
 শ্রীহরির দেখা তবু না মিলিল আর ॥

তখন বিরজাসতী ব্যথিত হৃদয় ।
 অতি ক্রোধভরে নিজ পুত্র প্রতি কয় ॥
 যে ভাবেতে নারায়ণ দিল অভিশাপ ।
 সে ভাবে পাইবি তোরা অতি মনস্তাপ ॥
 শুন শুন পুত্র তুমি বচন আমার ।
 সাগর-রূপেতে যাও পৃথিবী-মাঝার ॥
 জম্বুদ্বীপ আছে সেথা অতি মনোহর ।
 সেইস্থানে হও তুমি লবণ-সাগর ॥
 নিরন্তর জম্বুদ্বীপে কর অবস্থান ।
 তব জল প্রাণিগণ কবিবে না পান ॥
 শ্রীহরির অভিশাপে অশ্রু পুত্রগণ ।
 অবশ্য সাগর রূপ করিবে ধারণ ॥
 ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে তারা যাইবে সবাই ।
 ফলিবে কৃষ্ণের বাক্য কোন ভুল নাই ॥
 কনিষ্ঠ নন্দন আসি অশ্রু জাতৃগণে ।
 কহিল মাতার কথা অতি সুক্লমনে ॥
 দুঃখিত হইয়া সবে করি আগমন ।
 মাতার চরণ সবে করিল বন্দন ॥
 তারপব মাতৃবাক্য শুনিয়া সকলে ।
 সপ্ত সাগরের রূপে আসে ধরাভলে ॥
 লবণ ও ইক্ষু হুয়া সর্পি দধি আর ।
 দুধ জল হয় এই সপ্ত পারাবার ॥
 এইরূপে রহে তারা পৃথিবীর মাঝে ।
 সপ্ত সাগরের জলে সপ্তদ্বীপে রাজ্যে ॥
 পুত্রের বিচ্ছেদ-শোকে বিরজা তখন ।
 শিরে কবাঘাত করি করিল রোদন ॥
 হেরিয়া সতীর দুঃখ কৃষ্ণ সনাতন ।
 সহাস্ত বদনে পুনঃ দিলা দর্শন ॥
 হরিরে হেরিয়া সতী ক্রন্দন থামায় ।
 প্রফুল্ল অন্তরে তাঁর প্রাণমিলা পাষ ॥
 তারপর কামবাণে জর্জরিতা হুয়ে ।
 কবিল বিহার সতী শ্রীহরিরে লয়ে ॥
 কান্তরে লইয়া দেবী বাহুভারে বাঁধে ।
 মহোল্লাসে বতিক্রীড়া করে নানা ছাঁদে ॥

বিরজার প্রতি হরি তুষ্ট অতিশয় ।
 স্নেহভাবে সমাদরে ধীরে ধীরে কষ ॥
 শুন শুন মনোরমে কহি অকপটে ।
 সর্বদা আসিব আমি তোমার নিকটে ॥
 রাখিক। যেমন মোর তুমিও তেমন ।
 যোর প্রিয়তমা তুমি হবে অমুক্ষণ ॥
 ভাবনা ঘুচিবে তব বরেতে আমার ।
 রক্ষণ করিব সদা সন্তানে তোমার ॥
 তুমি যোর প্রাণপ্রিয়া নিত্য নিত্য হবে ।
 শুন সতি তব প্রতি মোর চিত্ত রবে ॥
 এইরূপ কহে যবে কৃষ্ণ সনাতন ।
 গোপনে শুনিল বত রাধা-সখীগণ ॥
 সকলে মিলিয়া যায় রাধার নিকটে ।
 সমস্ত ব্রতান্ত তারে কহে অকপটে ॥
 শুন রাধা বিনোদিনী কি কহিব আর ।
 বিরজা সহিত কৃষ্ণ করিছে বিহার ॥
 স্নেহভরে বিরজারে কত কথা কষ ।
 তব নটবর শ্যাম শষ্ট অতিশয় ॥
 কপট নিষ্ঠুর অতি শুন শুন সতি ।
 তার মন হরিবাছে বিবজা যুবতী ॥
 সখীগণ এই কথা কহিল যখন ।
 অভিমানে শ্রীরাধিকা করিল রোদন ॥
 অশ্রু সখী সনে কৃষ্ণ করিছে বিহার ।
 কিরূপে এ বার্তা রাধা সহ্য করে আব ॥
 কৃষ্ণ তার প্রাণধন প্রাণের দেবতা ।
 কেমনে সহিবে এই নিষ্ঠুর বারতা ॥
 ক্রোধাগারে গিয়া রাধা করিল শযন ।
 না হেরিবে আর শষ্ট কৃষ্ণের বদন ॥
 এমন সময় কৃষ্ণ শ্রীদামারে ল'য়ে ।
 অতি শীঘ্র আসিলেন বাধার আলয়ে ॥
 হরিরে হেরিয়া দেবী রক্তিম নখনে ।
 সম্বোধন করি তাবে কহে সরোদনে ॥
 এখানে আসিলে কেন হে কৃষ্ণ নিষ্ঠুর ।
 গোলোকেতে কান্তা তব রয়েছে প্রচুর ॥

লম্পট নিষ্ঠুর তুমি শ্যাম নটবর ।
 মুখে মিট কিন্তু তব গরল অন্তর ॥
 যথা ইচ্ছা যাও কর যাহা মন চাষ ।
 আমার সম্মুখে কেন আস পুনরাষ ॥
 আমাপেক্ষা বহুতর প্রিধা তব আছে ।
 হে কপট, যাও তুমি তাহাদের কাছে ॥
 আমারে লইয়া তব কিবা প্রয়োজন ।
 না হেরিব আর আমি তোমার বদন ॥
 কত ছল জ্ঞান তুমি হে কৃষ্ণ লম্পট ।
 তুমি অতি প্রবঞ্চক, তুমি অতি শঠ ॥
 বিরজা আমার ভবে নদীরূপ ধরে ।
 তবু তার নিকটেতে যাও প্রেমভরে ॥
 বিরজা তোমার প্রিধা শুন ভগবান্ ।
 বিরজার তীরে তুমি কর অবস্থান ॥
 মন্দির রচিয়া সেথা হুখে কর বাস ।
 অবশ্য মিটিবে তবে তব অভিলাষ ॥
 বিরজা রূপসী এবে নদীরূপে বয ।
 নদরূপ ধর তুমি শুন মহাশয় ॥
 নদ নদী রূপে দৌহে করিবে বিহার ।
 নিরন্তর মনসাধ পূরিবে তোমার ॥
 চাহি না তোমাতে আমি শুন সনাতন ।
 এতদিনে বুঝিলাম তোমার ছলন ॥
 রাধানাথ নহ তুমি বিরজার স্বামী ।
 যাও যাও তব মুখ না হেরিব আমি ॥
 শুন হে বিরজাকান্ত শুন রতিচোর ।
 দয়াময় নহ, অতীত নিষ্ঠুর কঠোর ॥
 আমার নিকট হ'তে করহ প্রস্থান ।
 বুঝা কেন মোর কাছে কর অবস্থান ॥
 রত্নমালা মনোরমা দেবী পদ্মাবতী ।
 বনমালা আদি সব রূপসী যুবতী ॥
 তাদের সমীপে তুমি করহ গমন ।
 বিলম্ব করিছ হেথা কিসেব কারণ ॥
 দেবের ঈশ্বর তুমি পরম ঈশ্বর ।
 মানবী লইয়া তুমি রহ নিরন্তর ॥

যেমন করিছ কর্ম তার ফল পাবে ।
 মানবরূপেতে তুমি ভারতেতে যাবে ॥
 কোথা আছ শশিকলা কোথা পদ্মাবতি ।
 কোথায হুশীলা তুমি রূপসী যুবতী ॥
 ছুরা করি এস সবে আমারে বাঁচাও ।
 তোমাদের প্রাণকান্তে শীঘ্র ল'য়ে যাও ॥
 ধূর্ত শ্যাম নটবর শঠ ব্যভিচারী ।
 তাহার বদন আর হেরিতে না পারি ॥
 হেরিয়া রাখার ক্রোধ যত সধীগণ ।
 ক্রোধেরে ডাকিয়া সবে কহিল তখন ॥
 শ্রীরাধা কুপিতা অতি শুন ভগবান্ ।
 ক্ষণকাল অশ্রু স্থানে কব অবস্থান ॥
 বিদূরিত হবে যবে শ্রীরাধার ক্রোধ ।
 আবার আসিও প্রভু করি অনুরোধ ॥
 কোন কোন গোপী কহে, শুন সনাতন ।
 ক্ষণকাল গৃহান্তরে করহ গমন ॥
 তোমা ভিন্ন নাহি জানে রাধিকা শ্রীমতী ।
 তোমা ছাড়া শ্রীরাধার নাহি অশ্রু গতি ॥
 যতক্ষণ রাধিকার নাহি ঘাষ ক্রোধ ।
 অশ্রু স্থানে যাও তুমি করি অনুরোধ ॥
 কোন কোন গোপী কহে, পবিহাস কবি ।
 অশ্রু কামিনীর কাছে যাও তুমি হরি ॥
 কামুক লম্পট তুমি অতি ব্যভিচারী ।
 শীঘ্র শীঘ্র যাও তুমি এই স্থান ছাড়ি ॥
 কেহ কহে, শুন শুন শ্রীকৃষ্ণ লম্পট ।
 ক্ষমা ভিক্ষা কর তুমি রাখার নিকট ॥
 কোন কোন গোপী কহে শুন সনাতন ।
 রাখিকার মান তুমি করহ ভঞ্জন ॥
 কেহ কহে, হরি যদি না শুন বারণ ।
 বল করি অশ্রু স্থানে করিব প্রেবণ ॥
 যথা ইচ্ছা যাও তুমি কহি বারণ ।
 শ্রীরাধা তোমার মুখ হেরিবে না আর ॥
 এইরূপে গোপীগণ করিলে বারণ ।
 স্থানান্তরে ভগবান্ করিলা গমন ॥

হেরিষা হরির দশা শ্রীদাম তখন ।
 ক্রোধভরে রাধিকারে করে সম্বোধন ॥
 মোর প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন ।
 তাহারে গঞ্জনা দাও কিসের কাবণ ॥
 বুঝা কর্তৃবাক্য কহ, নাহিক বিচার ।
 শ্রীকৃষ্ণে লাঞ্ছনা দাও স্পর্ধা কি তোমার ॥
 গুণাতীত আশ্চর্য্যাম কৃষ্ণ সনাতন ।
 তাঁর প্রতি কর্তৃবাক্য কহ কি কারণ ॥
 সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অনন্ত ইত্যাদি ধাঁরে ভজে নিরন্তর ॥
 মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা ।
 লক্ষ্মী সবস্বতী ধাঁরে করেন বন্দনা ॥
 পরম ঈশ্বর যিনি কৃপা অবতার ।
 তাঁর প্রতি কেন কর হেন ব্যবহার ॥
 দেবতা মানব মনু সাধু যোগিগণ ।
 নিরন্তর যোগে যার ধ্যানপরাষণ ॥
 তপস্রাশ কত জন্ম বুঝা কেটে যায় ।
 স্বপ্নযোগে তবু যার দর্শন না পায় ॥
 ভক্ত-বাঞ্ছা ইচ্ছাময় জীবের জীবন ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি ধাঁহার কারণ ॥
 সেই ভগবান্ হরি কৃষ্ণ সনাতন ।
 তাঁহারে ভৎসনা কর কিসের কারণ ॥
 ঈশ্বরী হ'য়েছ তুমি ধাঁহার কৃপায় ।
 সেই ভগবানে তুমি চিনিলে না হাস ॥
 ইচ্ছা যদি কবে কভু কৃষ্ণ সনাতন ।
 কোটি কোটি রাধা পারে করিতে সজ্ঞন ॥
 বেদ-চতুষ্কথা ধাঁবে বর্ণিতে না পারে ।
 কিরূপে সামান্য তুমি বুঝিবে তাঁহাবে ॥
 চতুর্ন্থে ব্রহ্মা দেব স্তব কবে যাঁর ।
 পঞ্চমুখে শিব যাঁরে ভজে অনিবার ॥
 অনন্ত ধাঁহাব কভু অন্ত নাহি পায় ।
 সুরাসুর রত সদা ধাঁহার সেবায় ॥
 পূর্ণতম ভগবান্ সেই সনাতন ।
 শীঘ্র তুমি কর তাঁর চরণ বন্দন ॥

নারীকুল জন্ম লয় তাঁহার ইচ্ছায় ।
 যাও রাধে অবিলম্বে ধর তাঁর পাষ ॥
 শ্রীদামের বাক্য শুনি ক্রোধে কাঁপে সতী ।
 আরক্তলোচনে কহে শ্রীদামের প্রতি ॥
 শোন শোন মহামুঢ় লম্পট কিঙ্কর ।
 শ্রীকৃষ্ণ কাহার প্রভু জানি নিরন্তর ॥
 করহ আমার নিন্দা কিসের কারণ ।
 তুমি অতি নীচাশয় জানি অক্ষুক্ষণ ॥
 লম্পটের দাস তুমি অতি পাপাচার ।
 হরির প্রশংসা তাই মুখেতে তোমার ॥
 অভিশাপ দিনু তোমা ওহে মূঢ়জন ।
 অহরযোনিতে তুমি করিবে গমন ॥
 দেখি তোমা রক্ষা আজি করে কোন্ জন ।
 কেমনে রক্ষিবে দেখি কৃষ্ণ সনাতন ॥
 জানিবে নিশ্চিত তুমি আমার বচন ।
 ঋণ্ডাবার সাধ্য নাহি ধরে নারায়ণ ॥
 বাধিকাব বাক্য শুনি কুপিত অন্তরে ।
 শ্রীদাম কহিল তারে অতি ক্রোধভরে ॥
 কি দোষ করিনু দেবি, জানি না কারণ ।
 বিনাদোষে অভিশাপ করিলে অপর্ণ ॥
 আমি শাপ দিনু তোমা করহ শ্রবণ ।
 মানবযোনিতে তুমি করিবে গমন ॥
 ভুললে হইবে তুমি আযান-কামিনী ।
 ছায়া ও অংশেতে তুমি হবে কলঙ্কিনী ॥
 শ্রীহরির অংশজাত বৈষ্ণব একজন ।
 আযান রূপেতে জন্ম করিবে গ্রহণ ॥
 সেই আযানের পত্নী হবে তুমি সতী ।
 এই অভিশাপ আমি দিনু তব প্রতি ॥
 কৃষ্ণ সহ বৃন্দাবনে কবিবে বিহাব ।
 রহিবে হরির সহ সেধা অনিবার ॥
 তাবপর শত বর্ষ বিরহ সহিবে ।
 শ্রীকৃষ্ণের লাগি তব পরাণ দহিবে ॥
 পুনবায় হরি সহ হইবে মিলন ।
 দৌহে মিলি গোলোকেতে করিবে গমন ॥

রাধিকারে এই কথা বলিয়া শ্রীদাম ।
 শ্রীহরির কাছে গিয়া করিল প্রণাম ॥
 কঁাদিতে কঁাদিতে সব করে নিবেদন ।
 শাপের বৃত্তান্ত তাঁরে করিল বর্ণন ॥
 শ্রীদামের কথা শুনি ভগবান্ কয় ।
 অহরের শ্রেষ্ঠ হবে নাহিক সংশয় ॥
 তব পরাজয় নাহি হবে ত্রিভুবনে ।
 রাজহ করিবে তুমি অতি ফুল মনে ॥
 তারপর শিবশূলে ত্যজি কলেবর ।
 আমার নিকটে তুমি আসিবে সত্বর ॥
 শ্রীহরির বাক্য শুনি কহিল শ্রীদাম ।
 তব পদে ভক্তি যেন রহে অবিরাম ॥
 তারপর শ্রীহরিরে করি নমস্কার ।
 অম্বর রূপেতে যায় পৃথিবী মাঝার ॥
 শঙ্খচূড়-দৈত্য-রূপে জন্ম তার হয় ।
 তুলনী তাহার ভার্য্যা হয় সে সময় ॥
 এদিকে রাধিকা আসে শ্রীকৃষ্ণ সকাশে ।
 সমস্ত বৃত্তান্ত কহি আখিজলে ভাসে ॥
 রাধারে সান্ধনা দিয়া কহে ভগবান্ ।
 পৃথিবী মাঝারে তুমি করহ প্রস্থান ॥
 গোকূলে জন্ম লহ গোপের ভবনে ।
 আমিও যাইব সেথা ভয় কেন মনে ॥
 শুনিয়া হরির কথা শ্রীরাধা তখন ।
 শ্রীদামের শাপে করে ধরায় গমন ॥
 বৃষভানুকম্ভারূপে জন্ম লয় সতী ।
 হইল গোপিনী সেথা অতি রূপবতী ॥
 বরাহকল্পেতে সেথা যায় কৃষ্ণধন ।
 রাধিকার সহ তার হইল মিলন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুশ্রবণ ।
 যে জন শ্রবণ করে নাহি তার ভয় ॥
 পাপ তাপ দূরে যায় শুদ্ধ হয় মন ।
 তৃপ্ত হয় প্রাণ তার জুড়ায় জীবন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরিতকথা কহিলু তোমায ।
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ পুনরায ॥
 শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্থ অধ্যায়

ঋষি ভাব-বর্ণন-কথনের নিমিত্ত বহুব্রহ্ম
 ব্রহ্মলোকে গমন, ব্রহ্মাব নিকট
 দ্রুতকাহিনী নিবেদন ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ ।
 বেদবিদ্ মাঝে প্রভু ভূমি শ্রেষ্ঠ জন ॥
 কৃপা করি কহ নাথ, করি নিবেদন ।
 ধরাধামে আসে হরি কিসের কারণ ॥
 কার প্রার্থনায় হরি আসিলা ধরায় ।
 সবিস্তারে সব কথা বলহ আমায় ॥
 শুনিয়া হরির নাম কথা ও কীর্তন ।
 অন্তর করিব তৃপ্ত জুড়ায় জীবন ॥
 নারদের বাক্য শুনি পুলকিত হরি ।
 নারদে সম্ভাবি কহে সকল বিস্তারি ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয় ।
 বরাহকল্পেতে ধরা ভারাক্রান্ত হয় ॥
 সাতিশয শোকাভুরা হ'য়ে বহুদ্বারা ।
 ব্রহ্মার শরণ গিয়া লইল সে স্বারা ॥
 অহরের নিপীড়নে জর্জরিতা হ'য়ে ।
 দেবগণ সহ যায় ব্রহ্মার আলয়ে ॥
 ঋষীন্দ্রে মুনীন্দ্রে আর সিদ্ধেন্দ্রে সকল ।
 ব্রহ্মারে ঘেরিয়া সেবা করে অবিরল ॥
 তাঁদের মাঝারে বসি ব্রহ্মা সনাতন ।
 অপ্সরাগণের নৃত্য করিছে দর্শন ॥
 যুহু যুহু হাস্ত মুখে অতি মনোহর ।
 আনন্দে গাহিছে গান গন্ধর্ব্ব কিম্বর ॥
 নিরন্তর জপে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম ।
 রোমাঞ্চিত দেহ তার হয় অবিরাম ॥
 জ্যোতির্ময় মূর্তি তার অতি হৃদদর্শন ।
 কৃষ্ণনামে আনন্দাশ্রু বরে অনুক্ষণ ॥
 অপরূপ ব্রহ্মলোক অতীব সুন্দর ।
 রত্নময় পথ ঘাট শোভে নিরন্তর ॥

ব্রহ্মারে হেরিয়া সেথা পৃথিবী তখন ।
 দেবগণ সহ তাঁরে করিল বন্দন ॥
 সৃষ্টিমূলে আছ তুমি দেব প্রজাপতি ।
 ব্রহ্মাণ্ড-উদরে তব, অগতির গতি ॥
 জগৎ-বিধাতা তুমি, সবার জীবন ।
 তুমিই করেছ দান ওগো পদ্মাসন ॥
 বহুধার রক্ষাহেতু তোমা হেন ঠাই ।
 জিভুবন মাঝে আর না হেরি গৌসাই ॥
 আশ্রিত জনের তুমি অনন্তশরণ ।
 রক্ষা কর, হে বিধাতা করি নিবেদন ॥
 চরণে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে ।
 দৈত্যের গীড়ন কথা নিবেদন করে ॥
 বলিতে বলিতে কাঁপে কলেবর তার ।
 ব্রহ্মার সমীপে দেবী করে হাহাকার ॥
 পৃথিবীর সব কথা করিয়া শ্রবণ ।
 ব্রহ্মাদেব অতঃপর করে সম্বোধন ॥
 শুন ভদ্রে, কহ কহ কি তব প্রার্থনা ।
 মঙ্গল হইবে তব পূরিবে বাসনা ॥
 না কর রোদন, শুন বচন আমার ।
 আমি বর্তমানে তব কিবা ভয় আর ॥
 স্থির কর মন তব ভাবিও না সতী ।
 আশীর্বাদ কবি তব যুচিবে দুর্গতি ॥
 বহুধারে এই কথা কহি প্রজাপতি ।
 সম্বোধন করি কহে দেবগণ প্রীতি ॥
 কহ কহ দেবগণ কিসের কারণ ।
 আমার নিকটে সবে কর আগমন ॥
 কিবা অভিযোগ তব কহ দেবগণ ।
 শুনিয়া দেবতা সবে কহিলা তখন ॥
 ধরাদেবী মনে মোরা আমি ভব পাশে ।
 নিবেদন আছে প্রভু তোমার সকাশে ॥
 ভাঙ্গাজন্ম পৃথ্বী দেবী দৈত্যের গীড়নে ।
 সে কারণে আমাদের স্থখ নাহি মনে ॥
 আমরাও জর্জরিত দৈত্য-অত্যাচারে ।
 অস্তর বাজয় করে পৃথিবী-মাঝারে ॥

দিবারাত্র চিন্তা করি মনোদুঃখে অতি ।
 কিরূপে যুচিবে কহ মোদের দুর্গতি ॥
 তুমি প্রভু বিশ্বস্রষ্টা, তুমি ভগবান্ ।
 একমাত্র গতি তুমি কর পরিত্রাণ ॥
 তাশিতা পৃথিবী সতী অতি শোকাভূর ।
 কৃপা করি তুমি নাথ দুঃখ কর দূর ॥
 শুন শুন পিতামহ কিবা কব আর ।
 হরণ করহ তুমি পৃথিবীর ভার ॥
 তোমা বিনা যাইবার নাহি অশ্রু ঠাই ।
 স্থবিচার কর দেব জগৎ-গৌসাই ॥
 শুনিয়া সকল কথা ব্রহ্মাদেব কয় ।
 শুন শুন পৃথ্বী তব নাহি কোন ভয় ॥
 আমার নিকটে তুমি কর অবস্থান ।
 অবশ্য তোমারে যুক্তি করিব প্রদান ॥
 বহিতে না পার তুমি অস্তরের ভার ।
 সে ভার করিব দূর চিন্তা নাহি আর ॥
 মঙ্গল হইবে তব করি আশীর্বাদ ।
 ভারমুক্ত হবে তুমি পূর্ণ হবে সাধ ॥
 এত বলি প্রজাপতি পুনরাব কহে ।
 কি ভার বহিছ তুমি বল নিঃসন্দেহে ॥
 বিস্তৃত শুনিয়া আমি বিধান দানিব ।
 অস্তরে বিনাশ করি ধরা উদ্ধারিব ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি পৃথ্বীসতী কয় ।
 আমার মনের ব্যথা শুন মহাশয় ॥
 জগতের পিতা তুমি জানি অনুক্ষণ ।
 কৃপা করি মোরে তুমি করিলে স্রজন ॥
 তুমি মোর সৃষ্টিকর্তা জানি সর্বদাই ।
 তোমারে কহিতে কথা কোন লজ্জা নাই ॥
 সহিতে না পারি আমি তাহাদের ভার ।
 তাহাদের কথা আমি কহি সবিস্তার ॥
 কৃষ্ণপ্রতি ভক্তি যার নাহি কদাচন ।
 ভক্তের নিশ্চুক যেই হয় অনুক্ষণ ॥
 আচারবিহীন যেই হয় অনিবার ।
 না সহিতে পারি আমি তাহাদের ভার ॥

সন্ধ্যা আদি নিত্য কার্য যেই নাহি করে ।
 বেদ প্রীতি ভ্রষ্টা যার নাহিক অন্তরে ॥
 পিতা মাতা গুরু আদি না করে পোষণ ।
 মিথ্যাবাদী নিরন্তর হয় যেই জন ॥
 দয়া গায়া কিছু নাহি অন্তরে যাহার ।
 সহিতে না পারি আমি তাহাদের ভার ॥
 গুরু ও দেবতাগণে নিন্দা যেই করে ।
 মিত্রদ্রোহী হয় যেই অবনী-ভিতরে ॥
 কুতল্প যে জন হয় অতি দুরাচার ।
 পারি না সহিতে কভু তাহাদের ভার ॥
 মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী বিশ্বাসঘাতক ।
 জীবহিংসাকারী যেই শঠ প্রবঞ্চক ॥
 গুরুদ্রোহী হয় যেই সংসার-মাঝার ।
 কেমনে সহিব বল তাহাদের ভার ॥
 শূদ্র-অন্ন-ভোজী যেই শূদ্রের বাজক ।
 শব্দাহী যেই জন যে হয় লুক্ক ॥
 হরিনাম যেই জন নাহি লয় চিতে ।
 তাহাদের ভার আমি না পারি সহিতে ॥
 পৃজা বজ্র উপবাস নিষম-পালন ।
 নিরমিত নাহি করে যেই মূঢ় জন ॥
 গাভী বিপ্র দেবতারে হিংসা করে মনে ।
 তাহাদের ভার আমি সহিব কেমনে ॥
 বৈষ্ণবের উপহাস করে যেই জন ।
 শ্রীহরিব নাম যেই না করে শ্রবণ ॥
 হরিভক্ত প্রীতি নিত্য ঘেব আছে যার ।
 সহিতে না পারি আমি তাহাদের ভার ॥
 পাপীদের ভারে আমি অতীব পীড়িতা ।
 এক্ষণে কি করি আমি কহ মোরে পিতা ॥
 সবিস্তারে সব কথা কহিতু তোমাঘ ।
 কহ কহ প্রভো আমি কি করি উপায় ॥
 তুমি প্রভু তুমি নাথ কিবা কব আর ।
 কৃপা করি কৃপাময় কর প্রতিকার ॥
 ভ্রষ্টারে নকল কথা কহিয়া তখন ।
 মনোজুগুপ্তে পৃথ্বীদেবী করিল রোদন ॥

পৃথিবীর কথা শুনি ব্রহ্মা মহাশয় ।
 সম্বোধন করি তারে বীরে বীরে কয় ॥
 হির হও বহুধরা, করিও না ভয় ।
 শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভার হবিবে নিশ্চয় ॥
 বস্ত্র কুন্ত শিবলিঙ্গ কুহু চন্দন ।
 তোমার উপরে যেই করিবে স্থাপন ॥
 কস্তুরী ক্ষটিক মধু কাষ্ঠ খড়্গ জল ।
 রত্নোক্ষ তুলসীমালা মাগিক্য উজ্জ্বল ॥
 পদ্মরাগ কুশমূল শঙ্খ ও দর্পণ ।
 বজ্রনৃত্র গোরোচনা রজত কাঞ্চন ॥
 শুক্ল মুক্তি তীর্থজল অগ্নি ও কর্পূর ।
 প্রবাল গোমূত্র গব্য গোময় প্রচুর ॥
 তোমার উপরে যেই করিবে স্থাপন ।
 কালনৃত্র নরকে সে করিবে গমন ॥
 আবৃত বরষ ধরি নরকে সে যবে ।
 ভুল্লিবে অশেষ রোগ মুক্তি নাহি হবে ॥
 ক্রন্দন না কর সতী হির কর মন ।
 চল সবে গিলে বাই কৈলাস ভবন ॥
 সেখায় আছেন শিব দেব মহেশ্বর ।
 সব কিছু নিবেদিব তাঁহার গোচর ॥
 নিশ্চয় দিবেন তিনি ইহার বিধান ।
 চল অবিলম্বে বাই শিব সমিধান ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যে ও চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রষ্টার কৈলাস যাত্রা দেবগণের প্রতিশ্রুতি
 গমন ও গোলাক বর্নন ।

এই কথা কহি ব্রহ্মা সকলেবে ল'য়ে ।
 কৈলাসের পানে চলে শিবের আলয়ে ॥
 এইরূপে কৈলাসেতে করি আগমন ।
 মন্দাকিনী-তটে শিবে কবিলা দর্শন ॥
 অক্ষয়বটের নূলে আসীন শঙ্কর ।
 ব্যাজ্ঞচর্মে আচ্ছাদিত তাঁর কলেবর ॥

শিবানীৰ অস্থিৰাজি ভূষণ তাঁহার ।
 ত্রিশূল পট্টিশ কবে শোভে অনিবার ॥
 পঞ্চমুখ ত্রিনয়না অতি ফুল্ল মন ।
 অঙ্গরাগণের নৃত্য করিছে দর্শন ॥
 সিদ্ধ ও যোগীন্দ্রগণ সেবা করে তাঁর ।
 গন্ধর্ব্ব সঙ্গীত করে অতি চমৎকার ॥
 শিবের পার্শ্বেতে বসি দেবী হৈমবতী ।
 শুনিতেছে সেই গান ফুল্ল মনে অতি ॥
 মন্দাকিনীতীরে শোভে কৈলাসনগর ।
 পারিজাত বৃক্ষ কত শোভে নিরন্তর ॥
 প্রমুখ কুম্ভমগন্ধে আকুলিত মন ।
 গুণ গুণ ববে হয় ভ্রমর গুঞ্জন ॥
 বিবাজিত শত কোটি যক্ষের ভবন ।
 রত্নময় রাজমার্গ অতি সুশোভন ॥
 সিন্দূরমণির বেদী রমণীয়া অতি ।
 স্ফটিকের স্তম্ভ শোভে কিবা তার জ্যোতি ॥
 নিবস্তুর হুকুমাৰ শিশু-সমুদয় ।
 হস্তমুখে ক্রীড়া কবে প্রসন্ন হৃদয় ॥
 শত শত কামধেনু বিরাজে সেখায় ।
 আশ্রমাদি আছে কত বলা নাহি যায় ॥
 শত শত সরোবর পুষ্পের উদ্ভান ।
 গাছে গাছে পক্ষী কবে স্তম্ভুর গান ॥
 ব্রহ্মা সেখা হেরিলেন দেব পঞ্চাননে ।
 ত্রীহরির নাম জপ কবে এক মনে ॥
 শিববে হেরিয়া সবে কবে নমস্কাৰ ।
 ভক্তিভরে স্তবস্ততি করে বারবার ॥
 ব্রহ্মাবে হেবিষা শিব শশব্যস্ত হ'য়ে ।
 শীঘ্র উঠি প্রণিপাত করে সবিনয়ে ॥
 অতঃপর প্রজাপতি ব্রহ্মা সনাতন ।
 পার্বতীবে সব কথা করিল বর্ণন ॥
 শুনিয়া সকল কথা পার্বতী শঙ্কর ।
 দেবগণে সম্বোধিয়া কহে অতঃপর ॥
 শুন শুন দেবগণ, শুন বহুস্ববে ।
 শুনিলু সকল কথা ব্যথিত অন্তরে ॥

তোমাদের ক্রোশে হই ক্ষুব্ধ অতিশয় ।
 উপায় করিব মোরা নাহি কোন ভয় ॥
 চিন্তা নাহি কিছু, মোরা আছি যতক্ষণ ।
 আপন গৃহেতে এবে করহ গমন ॥
 একপে কবিলে সবে সান্ত্বনা-প্রদান ।
 নিজ নিজ গৃহে সবে কবিল প্রস্থান ॥
 অনন্তর ব্রহ্মা ধর্ম্ম আর পঞ্চানন ।
 হরির নিকটে যান বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
 বৈকুণ্ঠ পরমধাম উর্দ্ধে বায়ু-মাঝে ।
 ব্রহ্মালোক হ'তে বহু উচ্চেতে বিরাজে ॥
 বিচিত্র বৈকুণ্ঠধাম অতি সুমোহন ।
 বর্ণিতে না পারে তারে কভু কবিগণ ॥
 পদ্মবাগবিনির্ম্মিত রাজমার্গ রাজে ।
 ইন্দ্রনীলমণি কত আছে তার মাঝে ॥
 মনোরম বৈকুণ্ঠেতে আসি তিনজন ।
 ত্রীহরির অন্তঃপুরে করিলা গমন ॥
 পরিধানে গীতবজ্র সহস্র বদনে ।
 আলীন ত্রীভগবান্ রত্ন-সিংহাসনে ॥
 সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তাঁর বজ্র-অলঙ্কার ।
 রত্নের নুপুর পায়ে অতি চমৎকার ॥
 গলদেশে বনমালা শোভিছে সুন্দর ।
 কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে অতি মনোহর ॥
 চতুর্ভূজ ভগবান্ সরস্বতীপতি ।
 অপক্লপ কাস্তি তাঁর জ্যোতির্ম্ময় অতি ॥
 কমলা চরণসেবা করে অনিবার ।
 চন্দন-চর্চিত্ত দেহ কিবা শোভা তার ॥
 সুন্দর কুমুদ নন্দ পারিষদগণ ।
 ভক্তিভরে সেবা তাঁর করে অনুক্ষণ ॥
 হরিবে হেবিষা ধর্ম্ম ব্রহ্মা ও শঙ্কর ।
 ভক্তিভবে প্রণিপাত করিলা সত্বর ॥
 বোমাঙ্কিত কলেববে ত্রীব্রহ্মা তখন ।
 ভক্তিভবে ত্রীহবিবে করিলা স্তবন ॥
 কমলার কাস্তি প্রভো তুমি নারায়ণ ।
 সবার ঈশ্বর তুমি নিত্য নিবঞ্জন ॥

অচ্যুত শ্রীভগবান্ কি কহিব আর ।
 তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥
 তব অংশ-জাত মোরা, জানি অনুক্ষণ ।
 কলাংশেতে স্ফুট তব যত দেবগণ ॥
 তোমা হ'তে স্ফুট যত জঙ্গম স্বাবর ।
 তোমার ইচ্ছায় স্ফুট বিশ্ব চরাচর ॥
 মনু মূনি মনুষ্যাদি সৃজন তোমার ।
 তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥
 মহাদেব কহে, প্রভু দেব নারায়ণ ।
 অব্যক্ত অক্ষয় ভূমি সিদ্ধির কারণ ॥
 ভূমি নিত্য ভূমি সত্য বিশ্বের ঈশ্বর ।
 সর্বরূপে বিরাজিত ভূমি নিরন্তর ॥
 অনাদি অনন্ত ভূমি সবার কারণ ।
 সিদ্ধিদাতা সিদ্ধিরূপী ভূমি সনাতন ॥
 তোমারে করিবে তুচ্ছ সাধ্য আছে কার ।
 ভক্তিভরে পদান্বজে কবি নমস্কার ॥
 ধর্মদেব কহে, শুন প্রভু নারায়ণ ।
 তোম'রে বর্ণিতে নাহি পারে কোন জন ॥
 ভূমি নিত্য নিরঞ্জন নিগুণ ঈশ্বর ।
 চিন্তার অতীত ভূমি করুণা-সাগর ॥
 বেদ ধারে কোন কালে বর্ণিতে না পারে ।
 কেমনে অস্ত্রান মোরা বর্ণিব তোমারে ॥
 গুণাতীত ভূমি প্রভু হরি সনাতন ।
 কিরূপে তোমার মোরা কবির স্তবন ॥
 দেবতাগণের স্তব করিয়া শ্রবণ ।
 যুগ্মভাষে কহিলেন হরি সনাতন ॥
 শুন শুন সুরগণ বচন আমার ।
 অবিলম্বে যাও সবে গোলোক-মাঝার ॥
 তোমাদের অভিযোগ শুনিব সেথায় ।
 লক্ষ্মীসহ আমি সেথা যাইব দ্বারায় ॥
 যাইবে অনন্তদেব নরনারায়ণ ।
 বেদমাতা সাবিত্রীও করিবে গমন ॥
 কার্তিকেয় যাবে সেথা বাবে গণপতি ।
 গমন করিবে সেথা দেবী সরস্বতী ॥

গোলোকে দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত আমি ।
 গোপীগণ সহ সেথা রহি দিব্যাম্বী ॥
 রাখানোথ হ'য়ে সেথা রহি অনুক্ষণ ।
 গোলোকে দ্বিভুজ আমি কৃষ্ণ সনাতন ॥
 বিষ্ণুরূপে এই স্থলে রহি অহরহঃ ।
 নিরন্তর বাস করি কমলার সহ ॥
 শ্বেতদ্বীপবাসী যিনি হরিনারায়ণ ।
 আমারই স্বরূপ তিনি হন অনুক্ষণ ॥
 যেই আমি সেই কৃষ্ণ নাহিক সংশয় ।
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ মম অংশে হয় ॥
 সুরাসুর মনুষ্যাদি যত জীবগণ ।
 আমার অংশের অংশ হয় সর্বক্ষণ ॥
 গমন করহ সবে গোলোক-মাঝারে ।
 উদ্দেশ্য হইবে সিদ্ধ কহিনু সবারে ॥
 শ্রীহরির কথা শুনি আনন্দিত মন ।
 গোলোক উদ্দেশ্যে সবে করিল গমন ॥
 জরায়ুত্যাগবিবর্জিত অতি মনোহর ।
 শোভিছে গোলোকধাম বায়ুর উপর ॥
 বৈকুণ্ঠের অতি উর্দ্ধে গোলোক বিরাজে ।
 হরির ইচ্ছায় রহে শৃঙ্গে বায়ু-মাঝে ॥
 ধর্ম ব্রহ্মা শিব আদি সেই পথে যায় ।
 বিরজা নদীর তীর দেখিবারে পাষ ॥
 অতি অপরূপ নদী বহে নিরন্তর ।
 স্ফটিকের তুল্য তীর কিবা মনোহর ॥
 মণিযুক্ত রাশি রাশি শোভিছে সেথায় ।
 কিবা শোভা মনোলোভা কথা নাহি যায় ॥
 স্থানে স্থানে-বিরাজিত রত্নেব আকর ।
 নানাবিধ রত্নরাজি শোভে মনোহর ॥
 ইন্দ্রনীলমণি আর মণি মরকত ।
 আকর বিরাজে সব বিস্তৃত বৃহৎ ॥
 রত্নচক মণির খনি কিবা শোভা তার ।
 স্রমস্বত মণি কত সংখ্যা নাহি আর ॥
 কৌস্তুভ মণির খনি কে গণিতে পারে ।
 কত মণি আছে কেহ নাহে বর্ণিবারে ॥

হেরিষা দেবভাগণ বিশ্বয়ে মগন ।
 নদীর অপর তীরে করিলা গমন ॥
 শতশৃঙ্গ নামে এক উচ্চ মহীধর ।
 সেখানে আসিবা তারা হেরিলা সত্ত্বর ॥
 কত পারিজাত বৃক্ষ সেখাষ বিরাজে ।
 কল্পবৃক্ষ শোভে কত তাহাদের মাঝে ॥
 কামধেনুগণ সেখা করে বিচরণ ।
 নিরন্তর মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥
 বিশাল পর্বত সেই অতি শোভাময় ।
 উচ্চ যত দৈর্ঘ্যে তার দশগুণ হয় ॥
 যোজন পঞ্চাশ কোটি তাহাব বিস্তার ।
 রাসের মণ্ডল শোভে শিখরে তাহার ॥
 হ্রবিস্তীর্ণ হ্রবর্তুল বাসের মণ্ডল ।
 পুষ্পের উত্থান সেখা শোভে অবিরল ॥
 মধুকর গান করে কুহুম-উত্থানে ।
 প্রাণ মন মুগ্ধ হয় বিহগের গানে ॥
 বিরাজিছে কোটি কোটি রতির ভবন ।
 রত্নের মণ্ডপ কত কে করে বর্ণন ॥
 রত্নেব সোপানরাজি স্তম্ভ মণিময় ।
 বিরাজিত গোলোকেতে সকল সময় ॥
 বেষ্টিত সকল দিকে রত্নেব প্রাকার ।
 মণির কপাটযুক্ত শোভে চতুর্দ্বার ॥
 দিকে দিকে শোভিতেছে রত্ন স্তম্ভলভ ।
 কদলীর স্তম্ভ আর রসালপল্লব ॥
 শোভিতেছে চতুর্দিকে কিবা শোভা তার ।
 অগুরু চন্দন গন্ধ আসে বারবার ॥
 এক কোটি গোপকন্ডা বিরাজে সেখাষ ।
 কিবা শোভা অপরূপ রত্নের মালাষ ॥
 রত্ন-অলঙ্কার দেহে অতি মনোহর ।
 রত্নের মুকুটে সবে শোভিছে হৃন্দর ॥
 ধারণ করেছে সবে রত্নেব কেবুর ।
 চরণে বাজিছে যুগ্ম রত্নের নুপুংস ॥
 রত্নময় কুণ্ডলাদি শোভে গণ্ডস্থলে ।
 বিরাজিত গোপীগণ রাসের মণ্ডলে ॥

রূপের তুলনা নাহি অতি রূপবতী ।
 শ্রীরাধার সহচরী রূপসী যুবতী ॥
 পরিধানে গীতবস্ত্র কিবা শোভা তার ।
 নাসার মাঝারে শোভে মুক্তা-অলঙ্কার ॥
 ললাটে সিন্দূর-বিন্দু অতীব উজ্জ্বল ।
 শরতের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল ॥
 ওষ্ঠ ও অধর শোভে বিশ্বকলসম ।
 পদ্মসম নেত্ররাজি অতি মনোবম ॥
 নখনে কজ্জলবেখা অতি চমৎকার ।
 পৃষ্ঠেতে ছলিছে সদা কবরীর ভার ॥
 গজেন্দ্রনিমিত্ত গতি অতি মনোহর ।
 যুগ্ম যুগ্ম সখীগণ হাসিছে হৃন্দর ॥
 দন্তাবলি পরিপক দাড়িম্বের মত ।
 গরুড়সদৃশ নাসা শোভিছে সতত ॥
 বিশাল নিতম্ব শোভে হ্রবর্তুল স্তন ।
 শ্রোণিভারে অবনত যত সখীগণ ॥
 কামবাণে জর্জরিত তাদের অন্তর ।
 দর্পণে আপন মুখ হেরে নিরন্তর ॥
 শ্রীবাধাব পদ-সেবা করে অনুক্ষণ ।
 দেবগণ তাহাদেব করিল দর্শন ॥
 রাসের মণ্ডলে রাজে লক্ষ সরোবর ।
 নানাবিধ পদ্ম তাহে শোভে নিরন্তর ॥
 হৃমধুর রব করে ভ্রমরের দল ।
 কুহুমের গন্ধে হয় পরাণ চঞ্চল ॥
 মনোহর কুহুমের উত্থানের মাঝে ।
 পুষ্পশয্যা-সমবিত্ত ভবন বিরাজে ॥
 কোটি কোটি কুঞ্জগৃহ নাহি তার তুল ।
 হ্রশোভিত তার মাঝে কর্পূর ভাস্কর ॥
 নানা বস্ত্র অলঙ্কার সেখাষ সজ্জিত ।
 চতুর্দিকে দর্পণাদি সদা বিরাজিত ॥
 প্রজ্জলিত রত্নদীপে কিবা শোভা হয় ।
 হ্রচিত্রিত পুষ্পমালা থরে থরে রয় ॥
 রাসের মণ্ডল সেখা হেবি দেবগণ ।
 আনন্দ-জলধি-নীরে হলেন মগন ॥

● দেবগণের বৃন্দাবন দর্শন ।

মনোহর দৃশ্য সব করিষা দর্শন ।
 হেরিলেন দেবগণ বৃন্দাবন বন ॥
 রাধামাধবের প্রিয় বৃন্দাবন ধাম ।
 স্তম্ভ স্তম্ভের বন নয়নাভিবাস ॥
 বিরজানদীর তীরে বৃন্দাবন বন ।
 বহিতেছে নিরন্তর যুগ্ম সমীরণ ॥
 বমণীয় ক্রীড়াস্থান আছে কত শত ।
 ভ্রমর গুঞ্জন কবে কুঞ্জে অবিরত ॥
 কল্লতরু কত শত করিছে বিরাজ ।
 বেষ্টিত কুহুমবৃক্ষে অরণ্যের মাঝ ॥
 কেলিকদম্বের শাখে নব পত্রে শোভে ।
 বিহগ কুঞ্জন কবে স্তম্ভের রবে ॥
 প্রফুল্ল কমলদল শোভে বিরজায় ।
 হেলে ছলে হাসে যেন মলয়ের বাঘ ॥
 চন্দন মন্দার-গন্ধে আকুলিত মন ।
 চম্পকের গন্ধ বহি ফিরিছে পবন ॥
 কস্তুরী কঙ্কার আর কুমুদ কাঞ্চন ।
 নানাজাতি পুষ্প বৃক্ষে শোভিত কানন ॥
 নবীন পল্লবে কত শোভা ধরে তার ।
 বর্ণিতে পারিবে বল, সাধ্য আছে কার ॥
 আত্র নাগরঙ্গ আর নারিকেল তাল ।
 মনোহর যক্ষ যত শোভিছে বিশাল ॥
 বদরী গুবাক জম্বু জম্বীর খর্জুর ।
 আত্মাতক বৃক্ষ আদি শোভিছে প্রচুর ॥
 কদলী বৃক্ষ শোভে কিবা মনোহর ।
 দাড়িম্ব শ্রীফল বৃক্ষ শোভিছে স্তম্ভের ॥
 অশ্বখ শালালী নিম্ব তিস্তিভী পিথাল ।
 নবীন পল্লবে সবে শোভিছে বিশাল ॥
 সফল পনস বৃক্ষে কত ফল ধবে ।
 অবনত রহে বৃক্ষ পনসেব ভারে ॥
 ফলেতে আবৃত যত বৃক্ষ সমৃদ্ধ ।
 কাণ্ড পত্র আদি কিছু দৃষ্ট নাহি হয ॥

কল্লবৃক্ষ আছে কত কথা নাহি যায় ।
 আরো কত বৃক্ষ আছে কে বর্ণিবে তাষ ॥
 মল্লিকা কেতকী কুন্দ যুথিকা মালতী ।
 ধরে ধরে ফুটিয়াছে মনোহর অতি ॥
 মন্দার পলাশ আদি গন্ধ নাহি তাষ ।
 রক্তিম আভাতে বন-শোভা বৃদ্ধি পায় ॥
 বর্ণে গন্ধে অপরূপ কি কহিব আর ।
 অনুক্ষণ আমোদিত হয় চারিধার ॥
 পুষ্প ঘেরি মক্ষিকারা ঘুরিষা বেড়ায় ।
 মধুলোভে মত্ত মক্ষি, শুধু মধু খায় ॥
 কোকিল পাখিষা আদি যত পাখীদল ।
 নাচে গায় মহানন্দে করে কোলাহল ॥
 বনে উপবনে পূর্ণ বৃন্দাবনধাম ।
 মর্ত্যেতে গোলোক যেন পূর্ণ মনস্কাম ॥
 নিকুঞ্জকুটার সব বেষ্টিত প্রাচীরে ।
 কত শত কোটি সংখ্যা কে গুণিতে পারে ॥
 কোটি কোটি চারুকুঞ্জ সেখায় বিরাজে ।
 স্তম্ভের কুটার শোভে তাহাদের মাঝে ॥
 রত্নেব প্রদীপ জ্বলে কুটারে কুটাবে ।
 ধূপগন্ধ মাখি গাষ বায়ু বহে ধীরে ॥
 স্তবাসিত দ্রব্য কত বিরাজে সেখায় ।
 পুষ্পশয্যা আছে কত বর্ণন না যায় ॥
 মনের উল্লাসে তথা থাকে গোপগণ ।
 কোটি কোটি সংখ্যা তার নাহি নিরূপণ ॥
 কৃষ্ণভূল্য গোপী সব জরায়ুহৃত্য নাই ।
 বিধির কল্যাণে তারা থাকে সেই ঠাই ॥
 যোজন বিস্তার কোটি এই বৃন্দাবন ।
 মুগ্ধ হ'য়ে দেবতার কবে নিবীক্ষণ ॥
 বর্তুল আকার বন চারিটি দ্বার ।
 রতন নির্মিত তাহা কিবা চমৎকার ॥
 মহেন্দ্র গোপাল সেখা রক্ষা করে ঘর ।
 অনুরক্ত গোপভৃত্য নাহি জ্ঞান আর ॥
 সেখা বাস করে যত গোপকন্ঠাগণ ।
 রাধার কানন সবে করিছে রক্ষণ ॥



বথা ইচ্ছা যাও, কব সাহা মন চাও।
আমার সম্মুখে কেন আস পুনবাস ॥

বৃন্দাবন-অভ্যাস্তবে আছে শ্রেষ্ঠ বন ।
রমণীয় স্থান তাহা অতীব নির্জলন ॥
গোষ্ঠেধেনু যত সেধা কবে বিচরণ ।
কৃষ্ণেব সগান সেধা রহে গোপগণ ॥
কত শত পুষ্পোদ্ভান আছে মনোহর ।
মধুলুন্ধ মধুকর ভ্রমে নিবস্তুর ॥
রমণীয় বৃন্দাবন হেরি দেবগণ ।
পরম গোলোকধামে করিলা গমন ॥

● দেবগণের গোলোকধাম দর্শন ।

হৃন্দর গোলোকধাম বর্তুল আকার ।
চতুর্দিকে বিবাজিত রত্নের প্রাকার ॥
সেই প্রাচীরেব মাঝে আছে চতুর্দার ।
দ্বাবপালগণ তাহা রক্ষি অনিবার ॥
কোটি কোটি-আশ্রমাদি আছে মনোহর ।
বাস করে সেই স্থানে কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
শতকোটি আশ্রমাদি আছে ভক্ত তরে ।
কৃষ্ণভক্ত গোপগণ সেধা বাস কবে ॥
কৃষ্ণপারিষদগণ বিরাজে সেধাষ ।
তাদের আশ্রম কত কে গণিবে তাষ ॥
বাধিকাব সহচরী যত সঙ্গীগণ ।
বস্ত্রেব নিশ্চিত গৃহে রহে অনুক্ষণ ॥
কৃষ্ণভক্ত হয যারা হরিপরাযণ ।
স্বপ্নে জানে ধ্যান কবে কৃষ্ণের চরণ ॥
শত জন্ম তপস্যায় শুদ্ধ হয মন ।
কর্মের বন্ধন যারা করেছে ছেদন ॥
ভক্তচূড়ামণি যারা হয অবিবাহ ।
নিবস্তুর লয় মুখে রাধাকৃষ্ণনাম ॥
সেই সব হরিভক্ত গোলোকেতে রয ।
কৃষ্ণের দর্শন পায় সকল সমধ ॥
হৃন্দর গোলোকধাম করি নিরীক্ষণ ।
হেবিলা অক্ষয়ট যত দেবগণ ॥
যোজন দশেক উচ্চ বিশাল বিপুল ।
অবিস্তীর্ণ অতিশয় নাহি তার তুল ॥

বাজ—১৩

অগণন স্বল্প তার, শাখা সংখ্যাহীন ।
রত্নময় পকফল শোভে নিশিদিন ॥
রত্নময় বেদী শোভে চতুর্দিকে তার ।
মনোহর শোভা তার অতি চমৎকার ॥
হেরিলা দেবতাগণ কৃষ্ণের তলায় ।
গোপশিশুগণ সেধা খেলে নিরালায় ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ যত গোপশিশুগণ ।
পরিধানে পীত বস্ত্র অতি হৃদদর্শন ॥
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ কিবা শোভা তার ।
রত্নের ভূষণ শোভে অতি চমৎকার ॥
অনন্তর তাহাদের করিয়া দর্শন ।
মণিময় রাজমার্গ হেরে দেবগণ ॥
পদ্মরাগ ইন্দ্রনীল মণি কত শত ।
হীরক মাণিক্য আদি শোভে অবিরত ॥
অশুর-চন্দন-গন্ধে চিত্ত ভরপুর ।
রত্নের মণ্ডল আদি বিরাজে প্রচুর ॥
স্থানে স্থানে রক্তাস্তম্ভ অতি মনোহর ।
পল্লবের মালা তাহে শোভে নিরন্তর ॥
দধি পর্ণ লাজ ফল পুষ্প দুর্ব্বাহুর ।
মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি যত বিরাজে প্রচুর ॥
রত্নের কলস শোভে অতি দীপ্তিময় ।
পুষ্পমালা শাখা আদি তার পরে রয ॥
কুঙ্কম-সংযোগে হয গন্ধ হৃদধুর ।
মঙ্গল কলস শোভে তথাষ প্রচুর ॥
অলক্ত সিন্দূর গন্ধ চন্দনে চর্চিত ।
পুষ্পমালা শোভে কত সংখ্যা অগণিত ॥
বাজপথে ক্রীড়া করে গোপকন্তাগণ ।
যুহু যুহু হাস্য করে ভুবনমোহন ॥
হেরিলা দেবতাগণ রত্নেব সোপান ।
বস্ত্রেব প্রাকার হেরে অতি জ্যোতিমান্ ॥
ষোলদ্বার রক্ষা কবে দ্বারপালগণ ।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ অতি হৃদদর্শন ॥
শতেক পরিখায়ুক্ত পুরীর বাহিরে ।
দেবগণ অতিক্রম আসে ধীরে ধীরে ॥

হেরিলেন দেবগণ রাধার আশ্রম ।
 রমণীয় দ্রব্যযুক্ত অতি মনোরম ॥
 দেবতাবাহিত ধাম কৃষ্ণপ্রিয় স্থান ।
 রাধার বসতি হেথা আসে ভগবান্ ॥
 অবিশাল স্ববর্তুল আশ্রম সুন্দর ।
 রত্নের প্রভায় দীপ্ত রহে নিরন্তর ॥
 শত শত মন্দিরাদি শোভে তার মাঝে ।
 অগণন কল্পবৃক্ষ সেথায় বিরাজে ॥
 শত শত পুষ্পোদ্ভান কিবা শোভা তার ।
 চতুর্দিকে মনোহর রত্নের প্রাকার ॥
 প্রাকারের মাঝে মাঝে আছে সপ্তদ্বার ।
 রত্নের বেদিকা শোভে কিবা চমৎকার ॥
 নানাবিধ রত্ন-চিত্র শোভিতেছে দ্বারে ।
 ষোড়শ দুয়ার তার আছে চারিদারে ॥
 কিবা শোভা আশ্রমের কে বর্ণিতে পারে ।
 পণ্ডিত সকলে তাহা বর্ণিবারে নারে ॥
 অপক্লপ দে আশ্রম করিবা দর্শন ।
 দেবতা সকলে হয় বিস্ময়ে যগন ॥
 চলিতে চলিতে তারা হেরে অবিরাম ।
 নানাবিধ আশ্রমাদি নয়নাভিরাম ॥
 নির্মিত গোলোকধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
 মঙ্গল-আলয় তাহা সন্দেহ কি তায ॥
 মনোহর নৃত্যগীত অবিরত হয় ।
 শুনিয়া মোহিত যত দেবতা-হৃদয় ॥
 রাধা-কৃষ্ণ গুণ-গান হয় অমুদ্রণ ।
 শুনিয়া মোহিত হয় যত দেবগণ ॥
 চেতনা লভিয়া পরে তাহারা শুখন ।
 রূপবতী গোপীগণে করিলা দর্শন ॥
 মৃদঙ্গ বাজায় কেহ, নৃত্য কেহ করে ।
 চামর চুলায় কেহ প্রকুল অন্তরে ॥
 কেহ করে বীণাস্বনি অতি সুমধুর ।
 চরণে কাহারো বাজে রত্নের নুপুর ॥
 কেহ দেয় করতালি কেহ গায় গান ।
 শুনি সুমধুর গীত মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥

পুরুষের বেশ কেহ করেছে ধারণ ।
 কাহারো নায়িক। বেশ অতি সুদর্শন ॥
 কৃষ্ণবেশ ধরে কেহ, কেহ রাধা হয় ।
 পরস্পর আলিঙ্গন করে মধুময় ॥
 কেহ কেহ ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ।
 সংযোগনিরতা কেহ গোলোক ভবনে ॥
 তারপর দেবগণ করিলা দর্শন ।
 রাধা-সখীদের বহু আশ্রম ভবন ॥
 রাধিকার সখীগণ অতি রূপবতী ।
 দেখিতে সমান সবে অনন্ত যুবতী ॥
 হুশীলা যমুনা কুন্তি শশিকলা রতি ।
 চন্দ্রযুখী পদ্মযুখী গঙ্গা সরস্বতী ॥
 শুভা পদ্মা পারিজাত কালিকা মাধবী ।
 কমলা ভারতী দুর্গা শাবিত্রী জাহ্নবী ॥
 সুধামুখী কৃষ্ণপ্রিয়া চম্পা মধুমতী ।
 অংগা নন্দনা গৌরী সুন্দরী যুবতী ॥
 সতীন নন্দিনী আর যুবতী অম্বিকা ।
 এই সব রাধিকার প্রধানা গোপিকা ॥
 রত্নময় ইহাদের আশ্রম সুন্দর ।
 বহু চিত্রে সুশোভিত অতি মনোহর ॥
 শিখরে রত্নের কুন্ত সদা বিরাজিত ।
 মণিযুক্ত শুভবর্ণ রত্নের রচিত ॥
 ভ্রম্মাণ্ডের বহির্ভাগে বিরাজে গোলোক ।
 তাহার উর্দ্ধে আর নাহি কোন লোক ॥
 উর্দ্ধে সব শূন্যময় কিছু নাহি আর ।
 সৃষ্টি-শেষে বিরাজিত সপ্ত পারাবার ॥
 সপ্তসাগরের নীচে সৃষ্টি কিছু নাই ।
 অধোভাগে অন্ধকার বিরাজে সদাই ॥
 ভ্রম্মবৈবর্তের কথা সুমধুর অতি ।
 শ্রবণ করিলে পবে ঘুচিবে দুর্গতি ॥
 শান্তি লাভ করে নর দুঃখ দুঃরে বায ।
 যে জন শ্রবণ করে মুক্তি সেই পায় ॥
 ক্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি পুণ্যময় ।
 শ্রবণ করিলে পরে হয় পাপ-ক্ষয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণদ্বৈত-পঞ্চ অধ্যায় সমাপ্ত ।

৫ ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মাদিষ গোলোক গমন এবং ব্রহ্মকৃত
শ্রীহবিব স্তোত্র ।

এত শুনি মূনিবর, পুলকিত অতঃপর,
সবিনয়ে বলে নারায়ণে ।
প্রভু তুমি দয়াময়, কহ মোরে সমুদয়,
দেবগণ দেখিল নয়নে ॥
জগৎপতি নারায়ণ, সেথা কবে নিবসন,
অতীব মধুর সেই কথা ।
কহ দেব কৃপা করি, শুনিতে বাসনা করি,
দেবগণ দেখিলেন যথা ॥
কহিলেন নারায়ণ, তারপর দেবগণ,
হেরিয়া গোলোক মনোহর ।
অতি পুলকের ভরে, সহর গমন করে,
রাধিকার দ্বারে অতঃপর ॥
মণি-বিনির্গিত দ্বাব, অতিশয় চমৎকার,
রত্ন কত কপাটের মাঝে ।
সুন্দর বেদিকাঙ্ক, শোভা পায় অতিশয়,
হীরকাদি তাহাতে বিরাজে ॥
সেথা গোপ একজন, নিষোজিত অমুকণ,
বীরভানু নাম তার হয় ।
পীতবস্ত্র অঙ্গে তাব, শোভা তার কি বাহার,
রত্নের মুকুট মাথেরে রয় ॥
বীরভানু হৃষ্ট মনে, বসি রত্ন সিংহাসনে,
সর্ব অঙ্গে শোভে অলঙ্কার ।
অদ্ভুত গোপ সহ, সেই স্থানে অহরহঃ,
রক্ষা করে শ্রীরাধার দ্বার ॥
তাদের নিকট গিবা, যুহু যুহু সম্ভাষিবা,
কহিলেন দেবতা সবাই ।
শুন দ্বারপালগণ, আছে বড় প্রযোজন,
শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে চাই ॥
শুনি বীরভানু কয়, শুন শুন মহাশয়,
কহি আমি তোমাদের প্রতি ।

কেমনে ভিতরে যাবে, কৃষ্ণের দর্শন পাবে,
শ্রীহরির নাহি অনুমতি ॥
যদি অনুমতি পাই, তোমাদের ল'বে যাই,
কিছুকাল কর অবস্থান ।
এত বলি সেই ক্ষণে, পাঠাইল ভৃত্যগণে,
যেথা আছে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
শুনিয়া শ্রীসনাতন, ধর্ম ব্রহ্মা পঞ্চানন,
উপস্থিত তাঁহার দুয়ারে ।
কহে দ্বারপাল প্রতি, যাও যাও শীঘ্র অতি,
অবিলম্বে আন সবাকার ॥
কৃষ্ণের আদেশ পেয়ে, ভৃত্যগণ আসে ধেয়ে,
কহিল সকল বিবরণ ।
বীরভানু দ্বার ছাড়ি, তাঁহাদের তাড়াতাড়ি,
অন্তঃপুরে করিল প্রেরণ ॥
তারপর দেবগণ, অতি পুলকিত মন,
আসিলেন দ্বিতীয় দুয়ারে ।
করিলেন নিরীক্ষণ, গোপ বসি একজন,
পক্ষ লক্ষ গোপের মাঝারে ॥
শ্রীমবর্ণ রূপ তার, শোভিতেছে অনিবার,
মণিময় সিংহাসন-মাঝে ।
নাম তার চন্দ্রভাগ, অতিশয় রূপবান্,
স্বর্ণ-বেত্র হস্তে তার রাজে ॥
করি তারে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ,
আসিলেন তৃতীয় দুয়ারে ।
বিচিত্র রত্নেব দ্বার, জ্যোতির্ময় শোভা তার,
মণিতেজে জ্বলে বারে বারে ॥
বিভূজ মুরলীধর, শ্রীমবর্ণ কলেবর,
মনোহর গোপ একজন ।
প্রশান্ত কিশোর রূপ, কিবা বেশ অপরূপ,
করিতেছে দুযাব রক্ষণ ॥
তাহার কপোলতলে, মণিব কুণ্ডল দোলে,
হুশোভিত রত্ন অলঙ্কারে ।
সূর্যভান নাম তাব, শোভা পায় অনিবার,
নব লক্ষ গোপের মাঝারে ॥

তখন দেবভাগণ, করি তারে সম্ভাষণ,
 আসিলেন চতুর্ধ দ্বারে ।
 অতি রমণীয় স্থান, দীপ্তিময় অবিরাম,
 সেই দ্বার কিবা শোভা ধরে ॥
 সেখা গোপ একজন, অতিশয় হৃদর্শন,
 দণ্ড হাতে রক্ষা করে দ্বার ।
 অতি আনন্দিত মনে, বসে আছে সিংহাসনে,
 বহুভাণ নাম হয় তার ॥
 মহা-পুলকের ভরে, যুহু যুহু হাস্য করে,
 বিষমম ওষ্ঠ ও অধর ।
 রত্নসিংহাসন মাঝে, অপরূপ রত্ন সাজে,
 উপবিষ্ট সেই ব্রজেশ্বর ॥
 করি তারে সম্ভাষণ, তারপর দেবগণ,
 আসিলেন পঞ্চম দ্বারে ।
 অতিশয় সমুজ্জ্বল, মণিরত্নে বলমল,
 কিবা শোভা কে বর্ণিতে পারে ॥
 সেখা রত্নসিংহাসনে, অতি আনন্দিত মনে,
 গোপ এক রবেছে বসিবা ।
 দেবভাণ নাম তার, কিবা রূপ চমৎকার,
 রক্ষে দ্বার বেত্র হস্তে নিষা ॥
 রত্নমালা শোভে গলে, মণির কুণ্ডল দোলে,
 চর্চিত সে অশুর চন্দনে ।
 চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ, কদম্ব-কুম্ভ-গুচ্ছ,
 সুশোভিত রত্নের ভূষণে ॥
 করি তারে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ,
 উপনীত ষষ্ঠ দ্বারদেশে ।
 মণিময় মনোহর, সেই দ্বার নিরন্তর,
 হেরিলেন সেই স্থানে এসে ॥
 পুষ্পমালা-বিভূষিত, নানাচিত্রে বিরাজিত,
 অপূর্ব সে অপরূপ দ্বার ।
 বসি রত্নসিংহাসনে, শত্রুভাণ একমনে,
 দ্বার রক্ষা করে অনিবার ॥
 কর্ণেতে কুণ্ডলদোলে, মণিমালা শোভেগলে,
 বিভূষিত রত্ন অলঙ্কারে ।

রূপ তার মনোহর, বিরাজিছে গোপেশ্বর,
 দশ লক্ষ গোপের মাঝারে ॥
 দেবগণ বারে বারে, সম্ভাষণ করি তারে,
 আসিলেন সপ্তম দ্বারে ।
 হেরিলেন দেবগণ, গোপ বসি একজন,
 বার লক্ষ গোপের মাঝারে ॥
 নাম তার রত্নভাণ, রূপবান গুণবান,
 বিরাজিছে রত্নসিংহাসনে ।
 অনন্ত কিশোররূপ, কিবা শোভা অপরূপ,
 হৃসজ্জিত রত্নের ভূষণে ॥
 রত্নমালা শোভে গলে, রত্নের কুণ্ডল দোলে,
 বেশভূষা অতি চমৎকার ।
 চন্দনাক্ত দেহ তার, শোভা পায় অনিবার,
 বেত্র হস্তে রক্ষা করে দ্বার ॥
 করি তারে সম্ভাষণ, তারপর দেবগণ,
 উপনীত অষ্টম দ্বারে ।
 অতি রম্য মনোহর, জ্যোতির্ময় নিরন্তর,
 সেই দ্বার শোভে চারিধারে ॥
 হেরিলেন দেবগণ, দৌবারিক একজন,
 নিরন্তর রক্ষে সেই দ্বার ।
 সুপার্ব তাহার নাম, শোভিতেছে অবিরাম,
 বার লক্ষ গোপের মাঝার ॥
 তাহার কপোলতলে, রত্নের কুণ্ডল দোলে,
 চর্চিত অশুর চন্দনে ।
 অতি পুলকের ভরে, যুহু যুহু হাস্য করে,
 সুশোভিত রত্নের ভূষণে ॥
 সম্ভাষণ করি তারে, দেবগণ এই বারে,
 আসিলেন নবম দ্বারে ।
 বহুমালা সুশোভিত, নানাচিত্রে হৃসজ্জিত,
 কিবা শোভা কে বর্ণিতে পারে ॥
 সেখা স্বলব নাম, অতি নয়নাভিরাম,
 বিরাজিছে গোপ একজন ।
 বাব লক্ষ গোপমাঝে, স্বলব সেখা বাজে,
 বেত্র তার হস্তে অন্তঃস্বর্ণ ॥

করি তারে সম্ভাষণ, তারপর দেবগণ,
 আসিলেন দশম দ্বারেতে ।
 বিশ লক্ষ গোপগণ, করিলেন দরশন,
 বিরাজিত মোহন বেশেতে ॥
 কৃষ্ণের সমান রূপ, মনোহর অপরূপ,
 কিবা শোভা বর্ণন না যায় ।
 সেখায় হৃদায় নাম, গোপ এক শক্তিমান,
 দণ্ড হস্তে রাজে সর্বদাষ ॥
 করি তারে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ,
 আসিলেন একাদশ দ্বারে ।
 সেখায় শ্রীদাম নাম, গোপ এক গুণধাম,
 অবিরত দ্বার রক্ষা করে ॥
 চন্দনাক্ত কলেবর, শোভে কিবা মনোহর,
 হৃসজ্জিত রত্নের ভূষণে ।
 পরিধানে পীতবাস, মুখে যুগ্ম যুগ্ম হাস,
 বসিয়াছে বহু-সিংহাসনে ॥
 মনোরম গণ্ডস্থলে, রত্নের কুণ্ডল দোলে,
 রত্নের মুকুট শোভে মাথায় ।
 জ্যোতির্ময় কান্তিতার, শোভিতেছে অনিবার,
 বনমালা শোভিতেছে গলাতে ॥
 সেই গোপ মনোহর, বিরাজিতে নিবস্তর,
 বহু লক্ষ গোপের মাঝাবে ।
 তাবপর দেবগণ, করি তারে সম্ভাষণ,
 উপনীত দ্বাদশ দ্বারে ॥
 পরম হৃন্দর দ্বার, নানা চারু চিত্র তার,
 চতুর্দিকে বেদিকা বিবাজে ।
 হীরকের ভিত্তি তার, শক্তি নাহি বর্ণিবার,
 স্বচ্ছলভ ত্রিভুবন-মাঝে ॥
 নানা বর্ণে হৃশোভিত, রত্নমালা হৃসজ্জিত,
 মনোহর দ্বাদশ দ্বারে ।
 সেখায় দেবতাগণ, করিলেন দরশন,
 গোপী শোভে হাজার হাজাৰ ॥
 রূপসী যুবতী যত, বিবাজিতে অবিরত,
 সর্ব অঙ্গে রতন ভূষণ ।

তাদের চরণ-মাঝে, রত্নের নুপুর বাজে,
 বাজিতেছে রত্নের কঙ্কণ ॥
 কমলীয় গণ্ডস্থলে, রত্নের কুণ্ডল দোলে,
 অবনত হয় স্তনভারে ।
 পরিধানে পীত বাস, মুখে হৃমধ্বর হাস,
 হেরিলেন কোটি গোপিকারে ॥
 কবি সবে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ,
 দ্বারত্রয় করে অতিক্রম ।
 হেরিলেন প্রতি দ্বারে, গোপীগণ সারে সাবে,
 শোভিতেছে অতি মনোরম ॥
 বাধিকার প্রিযতঙ্গা, মনোহরা মনোবমা,
 সকলেই নবীনা যুবতী ।
 কত রত্ন অলঙ্কার, দেহে শোভে সবাকাব,
 গোপীগণ অতি রূপবতী ॥
 তারপর দেবগণ, করিলেন আগমন,
 রাধিকার ঘোড়শ্রু দ্বারে ।
 জ্যোতির্ময় সেই দ্বার, কিবা শোভা চমৎকার,
 হৃদীগণ নিরূপিতে পারে ॥
 বয়স্যা গোপিকাগণ, রক্ষে দ্বার অনুক্ষণ,
 বিভূষিতা রত্ন অলঙ্কারে ।
 রমণীয় গণ্ডস্থলে, রত্নের কুণ্ডল দোলে,
 নুপুর বাজিতে পারে পারে ॥
 সকলে রূপসী অতি, অতিশয় গুণবতী,
 গলে শোভে মালতীব মালা ।
 পূর্ণ-শশধর-সম, ফুল যুথ মনোরম,
 বিরাজিতে গোপাঙ্গনা বাল্য ॥
 পৃষ্ঠে কবরীর ভাব, শোভিতেছে অনিবার,
 বিভূষিত বিবিধ কুঙ্কমে ।
 অতি আনন্দের ভরে, যুগ্ম যুগ্ম হাস্য করে,
 অঙ্গ শোভে অগুরু কুঙ্কমে ॥
 পকবিশ্বসমতুল, ওষ্ঠাধর নাহি ভুল,
 দস্তরাজি অতি মনোহব ।
 অপরূপ নাসিকায, খগবাজ লাজ পায,
 গজযুক্ত শোভে নিবস্তর ॥

বিপুল নিতম্বভার, ক্রীণ কটি সবাকার,
 বর্ণ-শোভা চম্পকের মত ।
 পীন শ্রোণি হৃদর্শন, শোভা পায় অনুক্ষণ,
 স্তনভারে সদা অবনত ॥
 শ্রীহরির প্রতি মন, করিয়াছে সমর্পণ,
 এক মনে ধ্যান করে তাঁর ।
 ষোড়শ দুয়ারে এসে, দেবগণ অবশেষে,
 এই দৃষ্ট দেখে অনিবার ॥
 গোপিকাগণেবে হেরি যত দেবগণ ।
 রাখার মন্দিরদ্বার করিল দর্শন ॥
 অত্যন্তর দ্বারে শোভে বেদিক-যুগল ।
 অবিরত মণিরত্নে করে বলমল ॥
 রত্নময় স্তম্ভ শোভে অতি জ্যোতির্ময় ।
 রক্তবর্ণ মণি তাহে বিরাজিত রয় ॥
 পারিজাত কুঙ্কমেতে চতুর্দিক্ সাজে ।
 গন্ধ ল'য়ে মন্দ বায়ু বহে মাঝে মাঝে ॥
 রোমাঞ্চিত কলেবর যত দেবগণ ।
 ভবনের অভ্যন্তরে করিল গমন ॥
 রাখার মন্দির সেথা অতি মনোহর ।
 নানা রত্নে বিনির্মিত অতীব সুন্দর ॥
 পারিজাত পুষ্পমালা শোভে চারিদিকে ॥
 কত মণিমুক্তা শোভে কে বর্ণিতে পারে ॥
 চামর দর্পণ কত বিবাজে সেথায় ।
 রত্নের কলস কত কথা নাহি বায় ॥
 পট্টনুজ্ঞে ঝুলিতেছে ক্রীড়ণ পল্লব ।
 বহুবিধ বস্ত্র শোভে অতি সুদুর্লভ ॥
 মণিময় স্তম্ভ রাজে প্রাঙ্গণের মাঝে ।
 রত্নময় কুম্ভ কত সেথায় বিরাজে ॥
 কস্তুরী কুঙ্কুম দ্রব্যে চর্চিত প্রাঙ্গণ ।
 শোভিতেছে অপরূপ অশ্রু চন্দন ॥
 স্তম্ভ বাস্ত্র স্তম্ভ পুষ্প পূর্ণপাত্র বল ।
 আতপ তণ্ডুল আর লাজ দূর্বাদল ॥
 বিরাজে সকল বস্ত্র প্রাঙ্গণের মাঝে ।
 পারিজাতমালা কত রত্নকুন্ডে রাজে ॥

মনোহর রত্নগণ্য কত শোভা পায় ।
 সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্ত্র কত শোভিতেছে সেথায় ॥
 নানা প্রকারের বায়ু বাজে অনুক্ষণ ।
 সুমধুর গান করে গোপাঙ্গনাগণ ॥
 রত্নপাত্রে শোভিতেছে রত্নের কুণ্ডল ।
 মৃদঙ্গের বায়ুধ্বনি হয় অবিরল ॥
 রাখাকৃষ্ণগণ গায় গোপগোঙ্গীগণ ।
 অবিরাম নৃত্য করি আনন্দে মগন ॥
 মনোহর বেশভূষা অতীব সুন্দর ।
 হরিনামে রেমাঞ্চিত হৃদ কলেবর ॥
 রাখাকৃষ্ণ-নয়-গানে দেবতা সবার ।
 নয়ন হইতে বরে অশ্রু অনিবার ॥
 ঘন ঘন দেহ কাঁপে পুলকের ভরে ।
 নামস্মৃতি পান করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 শত-ধনু-পরিমিত চতুর্দিকে তার ।
 সিংহাসন বিরাজিছে মণ্ডল-আকার ॥
 রত্নময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলস সকল ।
 সিংহাসন চারিপার্শ্বে শোভে অবিরল ॥
 চিত্রপুষ্্পে স্তম্ভোভিত সেই সিংহাসন ।
 চিত্রপুস্তলিকা রাজে নয়নলোভন ॥
 কোটিনূর্যাসম দোণ্ড তেজ জ্যোতির্ময় ।
 চতুর্দিক্ ব্যপ্ত করি সেই স্থানে রয় ॥
 জ্যোতির্ময় সেই তেজ করি দর্শন ।
 প্রণাম করিল তাঁরে যত দেবগণ ॥
 ঘন ঘন দেহ কাঁপে হয় রোমাঞ্জন ।
 দেবতা সকলে তবে করিল স্তবন ॥
 এতেক শুনিয়া তবে দেবর্ষি নারদ ।
 মনে মনে স্মরে প্রভু নারায়ণ পদ ॥
 ভক্তিপূর্ণ চিত্তে বলে নারায়ণ-প্রতি ।
 কিভাবে দেবতাগণ করিলেন স্তুতি ॥
 কৃপা করি কহ দেব এই অভ্যঞ্জন ।
 পাপ তাপ দূবে যাবে যেই স্তব শুনে ॥
 নারায়ণ কহিলেন, গৃহে তপোথন ।
 কহিতেছি সব কথা শুন দিয়া মন ॥

বামভাগে ধর্ম্যে রাখি দক্ষিণে শঙ্করে ।
 ব্রহ্মাদেব অনন্তর হরি স্তব কবে ॥
 বরেন্য় বরদ ভূমি প্রভু সনাতন ।
 তেজোরূপে ভূমি নাথ সবার কাবণ ॥
 মঙ্গল্য মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল-আধার ।
 তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার ॥
 পরাংপর অবিতর্ক্য ভূমি নির্বিবাক্য ।
 তোমার চরণে প্রভু নমি বাবংবার ॥
 সগুণ নিগুণ ভূমি ব্রহ্মজ্যোতি রূপ ।
 যেক্ষারূপ ভূমি প্রভু ভূমি অপরূপ ॥
 কখনো সাকার ভূমি কভু নিবাকার ।
 তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥
 বেদান্তীত ভূমি প্রভু অনির্বচনীয় ।
 অব্যক্ত ঈশ্বর হরি ভূমি অদ্বিতীয় ॥
 তেজোরূপে বিরাজিছ তেজের আধার ।
 তব পাদপায়ে মোরা কবি নমস্কার ॥
 সংখ্যাহীন তব গুণ কে বর্ণিতে পারে ।
 কেমন করিয়া প্রভু বর্ণিব তোমারে ॥
 বিবাক্য করিছ প্রভু সবার মাঝার ।
 তোমার চরণপায়ে করি নমস্কার ॥
 অদেহী কখনো ভূমি কভু ধর দেহ ।
 তোমাব মহিমা নারে বর্ণিবারে কেহ ॥
 কখনো ইন্দ্রিয়যুক্ত কভু অতীন্দ্রিয় ।
 সর্বশাক্ষিক্রপী ভূমি ভক্তজনপ্রিয় ॥
 চতুর্দিক্ দীপ্তিমান্ তেজোতে তোমার ।
 তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥
 চরণবিহীন তবু গমনে সক্ষম ।
 ভূমি নাথ প্রিয়তম অতি মনোরম ॥
 চক্ষু নাই তবু কর সকল দর্শন ।
 হস্ত মুখ নাহি তবু কবহ ভোজন ॥
 তেজোময় জ্যোতির্ময় কিবা কব আর ।
 তোমার চরণে মোরা নমি বাবংবার ॥
 সবার ঈশ্বর ভূমি মহিষ্যবতার ।
 তোমার ঈশ্বর প্রভু কেহ নাহি আর ॥

অনাদি মহান্ ভূমি আত্মা সবারকার ।
 তোমার চরণ ধ্যান করি অনিবার ॥
 বিশ্বের বিধাতা আমি বেদশ্রুতিকারী ।
 তোমার মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি ॥
 ধর্ম্মদেব তব স্তুতি করিতে না পারে ।
 পঞ্চানন পঞ্চমুখ বর্ণিবারে নারে ॥
 তোমার আদেশে চলে ধর্ম্ম পঞ্চানন ।
 তোমার নিষয় আমি মানি অনুক্ষণ ॥
 তব সেবকের সংখ্যা বলা নাহি যায় ।
 কোন্ শক্তি বলে প্রভু বর্ণিব তোমায় ॥
 মহান্ বিরাটক্রপী মহাবিশু হয ।
 ষোড়শ অংশের অংশ জন্ম সেই লব ॥
 যোগিগণ নিরন্তর করে তব ধ্যান ।
 সবার জনক ভূমি প্রভু ভগবান্ ॥
 তব দাস্য চাহে যারা তারা অবিরল ।
 ভক্তিতরে সেবে তব চরণ-মুগল ॥
 কিশোর বেশেতে প্রভু দাণ্ড দরশন ।
 সে রূপ নেহাবি হবে সার্থক জীবন ॥
 ধ্যান-মন্ত্র-অমুদারে যে রূপ তোমার ।
 সেই রূপে প্রভু দেখা দাও একবার ॥
 নবীন নীরদসম শ্যাম কলেবর ।
 দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি মনোহর ॥
 চন্দনচর্চিত দেহ মদনমোহন ।
 সেই বেশে ভগবান্ দাণ্ড দর্শন ॥
 মণ্ডিত মালতীজালে রুহ্মে বিভূষিত ।
 অগুরু কস্তুরী আর কুম্ভমে চর্চিত ॥
 ময়ূরপুচ্ছের চূড়া কিবা শোভা তার ।
 কৃপা কবি দেখা দাও কৃপা অবতার ॥
 শরতের পদ্মসম শ্রীমুখ মন্দর ।
 পল্লবিন্দু-বিনিমিত গুণ্ড ও অধর ॥
 দাড়িম্ববীজের সম দন্ত মনোরম ।
 অপরূপ রূপ প্রভু বর্ণিতে অক্ষম ॥
 যেমন করিয়া প্রভু কদম্বের তলে ।
 রেখেছিলে রাখিকারে তব বক্ষঃস্থলে ॥

সেই অনবচ্ছ রূপ দেখাও আবার ।
 তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কাব ॥
 এইরূপে হরিস্তব করি অবিরাম ।
 ব্রহ্মাদেব শ্রীহরিরে করিল প্রণাম ॥
 ধর্ম ও শঙ্কর পরে করিষা স্তবন ।
 প্রণাম করিল তাঁরে ভক্তিযুক্ত মন ॥
 যেই জন এই স্তব করিবে শ্রবণ ।
 হরিপূজা-কালে যেই করিবে পঠন ॥
 হরিতত্ত্ব লাভ সেই করিবে নিশ্চয় ।
 অবশ্য লভিবে সেই মুক্তি চতুষ্টয় ॥
 বাক্যসিদ্ধ হবে আর মন্ত্রসিদ্ধ হবে ।
 সকল জনের পূজ্য হইবে সে ভবে ॥
 সৌভাগ্য উদ্বিগ্নে তার রোগ হবে দূর ।
 এ সংসারে যশ লাভ করিবে প্রচুর ॥
 পুত্রবান্ হবে সেই হবে ধনবান্ ।
 অবশ্য সেজন হবে নরের প্রধান ॥
 পতিব্রতা হবে পত্নী বংশবৃদ্ধি হবে ।
 অন্তিমে সে নিরন্তর কৃষ্ণ কাছে রবে ॥

শ্রীকৃষ্ণভগবৎ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

৩ সপ্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণেব আবির্ভাব, ব্রহ্মাদিকৃত ভগবানেব
 ভোক্তা এবং ভগবানেব সহিত তাঁহাদেব
 কথোপকথন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর ।
 এইরূপ হরিস্তব করি অতঃপর ॥
 কৃষ্ণের তেজের কাছে আসি দেবগণ ।
 মোহন শরীর এক করিলা দর্শন ॥
 জলপূর্ণ মেঘসম কান্তি মনোহর ।
 ত্রিভুবনচিন্তহারী অপূর্ব সুন্দর ॥
 উজ্জ্বল কুণ্ডল তার শোভে গগনস্থলে ।
 রক্তের নুপুর শোভে চরণযুগলে ॥

বহিঃশুদ্ধ গীতবাস পরিধানে তাঁর ।
 সারা অঙ্গে বিভূষিত রত্ন-অলঙ্কার ॥
 বিনোদ যুগলীযুক্ত তাঁর বিদ্যাদর ।
 মেলিয়া প্রশম দৃষ্টি চাহে নিরন্তর ॥
 কপাটসমান বক্ষে মণি শোভা পায় ।
 কিবা রূপ অপরূপ বর্ণন না যায় ॥
 তেজোরশি অভ্যন্তরে হেরে দেবগণ ।
 অপরূপা শ্রীরাধিকা বিরাজিতা র'ন ॥
 শ্রীহরির পানে চাহে কটাক্ষ নখনে ।
 যুহু যুহু হাস্য দেবী করে কণে কণে ॥
 মুক্তাসম দন্তরাজি কিবা শোভা তার ।
 পদ্মসম নেত্রদ্বয় অতি চমৎকার ॥
 পূর্ণ শশধরসম বদন সুন্দর ।
 পঙ্ক বিশ্ফলসম গুণ ও অধর ॥
 মঞ্জুরী বিরাজ করে যুগল চরণে ।
 কিবা শোভা মনোলোভা বর্ণিব কেমনে ॥
 নখশ্রেণী মনোহর অতি জ্যোতির্ময় ।
 মণীন্দ্র ভাহার কাছে পরাজিত হয় ॥
 পদতলে রাগ শোভে অতি সুদর্শন ।
 রক্তের পাশকাবলি করেছে ধারণ ॥
 অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র শোভে শরীরে তাহার ।
 সর্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ন-অলঙ্কার ॥
 কিঙ্কিণী শোভিছে কিবা অতি মনোহর ।
 কুণ্ডলযুগল কর্ণে শোভে নিরন্তর ॥
 নালিকার অগ্রভাগ মুক্তা শোভা পায় ।
 শোভিছে কবরীভার মুক্তার মালায় ॥
 কোমলভের মণি শোভে বক্ষঃস্থল-মাঝে ।
 রত্নময় অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীতে রাজে ॥
 পারিজাত-পুষ্পমালা গলে শোভে তাব ।
 করেতে বিরাজে শাখা বিচিত্র-আকাব ॥
 প্রতাপ কাঞ্চনসম বর্ণ জ্যোতির্ময় ।
 রক্তসূত্রে রক্তগুটি শোভে অভিশয় ॥
 বিপুল নিতম্ব তাঁব অতি গুরুভাব ।
 সুবর্তুল স্তন শোভে বক্ষের মাঝাব ॥

মনোহর শ্রোণিধ্ব অতি হৃদদর্শন ।
 আপন প্রভায় দেবী দীপ্তা অনুক্ষণ ॥
 শ্রীবাধ-কৃষ্ণের রূপ হেবি অনন্তর ।
 দেবগণ স্তবস্ততি করিল বিস্তব ॥
 ব্রহ্মা কহে, দযাগম করণাবতার ।
 তোমার চরণে আমি নমি বারবার ॥
 তোমাব চরণপদ্মে যেন মোর মন ।
 ভ্রমরেনব মত সদা করয়ে ভ্রমণ ॥
 অহৈতুকী ভক্তি দাস্ত মোরে কর দান ।
 শাস্তি দান কর মোরে প্রভু ভগবান্ ॥
 শঙ্কর কহিলা, প্রভু কিবা কব আর ।
 তোমার চরণে আমি কবি নমস্কাব ॥
 চিত্তরূপ মীন সম ভবসিন্ধু জলে ।
 ভ্রমিতেছে নিরন্তর এ সংসার-তলে ॥
 যুক্তিদান কব প্রভু তুমি দযাময় ।
 তোমার চরণে যেন চিত্ত মোর বয় ॥
 ধর্ম্মদেব কহিলেন, মহিমাবতার ।
 তোমার চরণপদ্মে নমি বাবংবার ॥
 তব ভক্ত সঙ্গে যেন রহি অনুক্ষণ ।
 তোমার চরণে যেন বহে মোব মন ॥
 তব ভক্ত সহ বাস করে যেইজন ।
 অন্যাসে ছেদ করে বিষয়-বন্ধন ॥
 তুমি প্রভু দযাময়, তুমি ভগবান্ ।
 তোমার চরণে ভক্তি কব মোবে দান ॥
 এইরূপ স্তবস্ততি করিয়া তখন ।
 করযোড়ে অবস্থান করে দেবগণ ॥
 শুনিয়া তাদের স্তব হরি সনাতন ।
 যুহু যুহু হাস্য কবি কহিলা তখন ॥
 শুন শুন দেবগণ, তুচ্ছ আমি আজ ।
 বিজ্ঞান করহ মম ভবনেব মাঝ ॥
 আমার আশ্রয় সব লইলে যখন ।
 বৃথা চিন্তা ত্যাগ তবে কর দেবগণ ॥
 নিশ্চিন্ত ভাবেতে হেথা কর অবস্থান ।
 ভয় নাহি যতক্ষণ আমি বর্তমান ॥

সর্বজীবে লীন ভাবে বিত্তমান রই ।
 স্তবকালে মূর্ত্তি ধরি আবির্ভূত হই ॥
 তোমাদের অভিপ্রায় বল দেবগণ ।
 আসিয়াছ মম পাশ কিসের কারণ ॥
 এত শুনি কবযোড়ে বলে পদ্মাসন ।
 শুন শুন প্রভু আমি করি নিবেদন ॥
 তোমার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ ।
 অখিল জগৎ আমি করিনু স্হজন ॥
 কত ভার সহিতেছে ধবা অবিরত ।
 তুমি তো সকলি জ্ঞান কহিব সে কত ॥
 ছুন্টের দুঃসহ ভার না পারে সহিতে ।
 তুমি বিনে কেবা পারে তাহারে রক্ষিতে ॥
 বিধান ইহার হারা কর দযাময় ।
 নতুবা জগৎ বুঝি এবে ধ্বংস হয় ॥
 এতেক বচন শুনি দেব নিরঞ্জন ।
 বলিলেন, ভয় কেন কর অকারণ ॥
 শুভাশুভ সব কার্য্য কালক্রমে হয় ।
 কালের অধীন সব সকল সময় ॥
 গহস্তর ক্ষুদ্রতর যত কার্য্য আছে ।
 কালের বিধান সব কহি তব কাছে ॥
 নির্দিষ্ট কালেতে বৃক্ষে হয় পক ফল ।
 কালক্রমে গাছে গাছে ফুটে ফুলদল ॥
 ত্রুথ দুঃখ শোক চিন্তা এই ধরাতেলে ।
 কালক্রমে ঘটে সব স্বীয় কৰ্ম্মফলে ॥
 কালে জীব প্রিয় হয়, কালেতে অপ্ৰিয় ।
 কালক্রমে হয় সব শত্রু বা আত্মীয় ॥
 কালের বিধানে নর হয় নরপতি ।
 কালে লোকে মনু হয়, কহি তব প্রীতি ॥
 আমার কালের চক্র ঘূবে নিরন্তর ।
 কালের বশতাপন্ন বিশ্ব চরাচর ॥
 ইন্দ্র মনু রাজগণ কালের অধীন ।
 কালের অধীন জীব হয় নিশিদিন ॥
 কালক্রমে সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ।
 পৃথিবী ও কীর্ত্তি পুণ্য অবিনষ্ট রয় ॥

বর্তমানে পৃথিবীতে যত নৃপগণ ।
 হরির নিন্দক সবে হবে অনুক্ষণ ॥
 মহাপরাক্রমশালী নৃপতিনিচয় ।
 কালবশে নষ্ট হবে নাহিক সংশয় ॥
 সেই কাল উপস্থিত আমার আজ্ঞায় ।
 আমার আদেশে সদা বায়ু বহি যায় ॥
 যোর আজ্ঞাবলে বহি করিছে দহন ।
 আমার আদেশে রবি দিতেছে কিরণ ॥
 যোর আজ্ঞা ব্যাধিগণ কবিছে পালন ।
 আমার আদেশে যুত্ব করে বিচরণ ॥
 যোর আজ্ঞা অবিরত মানে জলধর ।
 যোর আজ্ঞাবলে বিপ্র ধর্ম্মেতে তৎপর ॥
 আমার আজ্ঞা তপ করে তপোধন ।
 যোর আজ্ঞাবলে যোগী যোগপরাধন ॥
 ব্রহ্মর্ষিরা ব্রহ্মনিষ্ঠ আদেশে আমার ।
 আমার আদেশ সবে মানে অনিবার ॥
 কশ্মীর ছেদন করে যোর ভক্তগণ ।
 তাহাদের কোন ভয় নাহি কদাচন ॥
 বিধির বিধাতা আমি কালের ঈশ্বর ।
 পালক সংহারকর্ত্তা হই নিরন্তর ॥
 যোর আজ্ঞাক্রমে হর করিছে সংহার ।
 সৃজন করিছে ব্রহ্মা আজ্ঞায় আমার ॥
 আমার আদেশে ধর্ম্ম করিছে রক্ষণ ।
 আমি ভগবান্ হরি আমি সনাতন ॥
 ব্রহ্মা হ'তে ত্বণ আদি যত কিছু রম ।
 সবার ঈশ্বর আমি নাহিক সংশয় ॥
 কশ্ম-অনুযায়ী ফল আমি করি দান ।
 কশ্মীরে নিষ্ফুল করি আমি ভগবান্ ॥
 য হারে বিনাশ আমি করি ইচ্ছাবলে ।
 কার সাধ্য আছে তারে বন্ধে ভ্রমণে ॥
 তাহাদের করি আমি রক্ষণ পালন ।
 তাদের বিনাশ বল করে কোন্ জন ॥
 সংহারের কর্ত্তা আমি, কর্ত্তা সৃজনের ।
 পালনের কর্ত্তা আমি জীব সকলের ॥

দেহধারী ভক্ত যত বিরাজে আমার ।
 নাহি পারি তাহাদের করিতে সংহার ॥
 যেই সব ভক্তগণ মোর অনুগত ।
 আমার চরণ-ধ্যান করে অবিরত ॥
 তাহাদের কভু নাহি হইবে বিনাশ ।
 তাদের সমীপে করি নিরন্তর বাস ॥
 পুনঃ পুনঃ যত জীব ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ।
 আমার উৎপন্ন হয় জীব সমুদয় ॥
 কিন্তু যোর ভক্তগণ সদা নিরাপদ ।
 তাদের বিনাশ নাহি, নাহিক বিপদ ॥
 একারণে পণ্ডিতেরা মোর দাস্ত চাষ ।
 যোর দাস্ত সকলের মুক্তির উপায় ॥
 যে জন প্রার্থনা করে দাস্ত আমার ।
 ধন্য ধন্য সেই জন, কি ভয় তাহার ॥
 সমুদয় জীবগণ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতবে ।
 জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয় ভোগ করে ॥
 কিন্তু বাবা মোর ভক্ত হই অনুক্ষণ ।
 তাহাদের কিছু নাহি করয়ে স্পর্শন ॥
 মোর ভক্তগণ কভু কশ্মীরে লিপ্ত নয় ।
 জিভুবনে তাহাদের নাহি কোন ভয় ॥
 ভক্তদের কশ্ম্মভোগ আমি করি নাশ ।
 তাদের অন্তরে করি নিরন্তর বাস ॥
 ভক্তদের প্রাণ আমি, তাবা মোর প্রাণ ।
 ভক্তবান্ধাকল্পতরু আমি ভগবান্ ॥
 যেই ভক্ত মোর ধ্যান নিত্য করে চিতে ।
 সেই প্রকাশিত থাকে আমার স্মৃতিতে ॥
 যোর স্বদর্শন-চক্ষু রক্ষে ভক্তগণে ।
 তাদের অনিষ্ট বল করে কোন্ জনে ॥
 গোলোকধামেতে যেথা রাখিকা বিবাজে ।
 অথবা স্থখিরভাবে বৈকুণ্ঠের মাঝে ॥
 রহিতে না পাবি আমি, শুন দেবগণ ।
 ভক্তদের কাছে আমি রহি অনুক্ষণ ॥
 রাখিকা আমার বন্ধে করে অবস্থান ।
 তিনি মোর প্রিয়তমা, তিনি মোর প্রাণ ॥

লক্ষ্মীদেবী সদা মোর প্রিয়তমা হন ।
 ভক্তদের ভুল্য তবু নহে কদাচন ॥
 তোমরা আমার প্রিয়, শুন দেবগণ ।
 তাহার অধিক প্রিয় মোর ভক্তজন ॥
 ভক্তের প্রদত্ত খাণ্ড করি যে ভোজন ।
 অভক্তের দত্ত দ্রব্য না করি গ্রহণ ॥
 মোর অভক্তের দত্ত খাণ্ডবস্ত্র যত ।
 পাতালেতে বলিরাজ লয় অবিরত ॥
 পুত্র পরিবার সব করি পরিহার ।
 ভক্তগণ মোর ধ্যান করে অনিবার ॥
 তোমাদের সব কথা ভুলি সেকারণ ।
 ভক্তদের স্মৃতিপথে রাখি অনুদ্বন্দ্ব ॥
 মোর ভক্তদের প্রতি দ্বेष যেই করে ।
 বিনষ্ট হইবে সেই অতীব সহরে ॥
 যক্ষ ও দেবতাগণে হিংসা করে যেই ।
 বহিতে ভূণের আঘ ধ্বংস হবে সেই ॥
 তাহাদের করি আমি বিনাশ-সাধন ।
 তাদের রক্ষিতে নাহি পারে কোন জন ॥
 শুন শুন দেবগণ, আমার বচন ।
 আপন ভবনে সবে করহ গমন ॥
 অবতীর্ণ হব আমি পৃথিবীর তলে ।
 অংশকপে যাবে সেথা তোমরা সকলে ॥
 তারপর সম্বোধিয়া গোপগোপীগণে ।
 কহিলেন ভগবান্ মধুর বচনে ॥
 আমার বচন সবে করহ শ্রবণ ।
 ব্রজধামে যাও সব গোপগোপীগণ ॥
 নন্দের ভ্রজের ধামে করিয়া গমন ।
 মানবকপোতে জন্ম লহ সর্বজন ॥
 তারপর রাধিকারে সম্বোধন করি ।
 হুহু হুহু সম্বোধিয়া কহিলেন হরি ॥
 শ্রীরাধিকে প্রাণাধিকে শুনহ বচন ।
 বৃন্দভানু গুঢ়ে ভূমি করহ গমন ॥
 সর্বম তনয় গোপী নন্দ কল্যাণতী ।
 লক্ষ্মী-অংশ-সুকপিন্ধ অতি সুন্দর নতী ॥

সেই সাধ্বী কলাবতী বৃন্দভানু-প্রিয়া ।
 মানস-দুহিতা তিনি শ্ৰদ্ধা মাননীয়া ॥
 পূর্বকালে একদিন শাপে দুর্দাসাদ ।
 মনুষ্যধোনিতে ভ্রজে জন্ম হয় তার ॥
 ব্রজধামে যাও ভূমি অতি তরা ক'রে ।
 জনম গ্রহণ কর তাহার উদরে ॥
 আমিও সেথায় যাব শুন বরাননে ।
 গ্রহণ করিব তোমা কমল কাননে ॥
 ভূমি মোর প্রাণাধিকা শুন শুন সতি ।
 ভূমি মোর প্রিয়তমা প্রেমময়ী অতি ॥
 আমি তব প্রাণাধিক হই সর্বদাই ।
 তোমাতে আমাতে দেবি কোন ভেদ নাই ॥
 এক অঙ্গ মোবা দোহে পৃথক্ না হই ।
 তোমাবে ছাড়িয়া বল কি প্রকারে রই ॥
 গোপগণে ডাকি কহে কৃষ্ণ সনাতন ।
 পৃথিবীতে গোপগৃহে করহ গমন ॥
 শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রাধিকা স্তব্ধী ।
 সজ্জল নয়নে থাকে মাথা হেঁট করি ॥
 কৃষ্ণের বচন তাব অন্তরে লাগিল ।
 বাধাসতী সে কারণে কাঁদিতে লাগিল ॥
 বিষন্ন বদন হৈল, মেঘে ঢাকা শশি ।
 কোথায় লুকাল যেন তার সুপরশি ॥
 কৃষ্ণে সম্ভাষণ করি বলে রাধা সতী ।
 কি কারণে হ'ল প্রভু এতদূর ভ্রমতি ॥
 গে লোক ছাড়িয়া মর্ত্য কেননে যাইব ।
 তোমার বিহনে শেখ কেননে থাকিব ॥
 কেন প্রভু অত্যাচারে করিছ তলন ।
 স্বামী বিনা কিপ্রকারে ই চিত্তে ধরন ॥
 শ্রীশ্রীমদেব অতিশয় বাৎসল্য চিত্ত ॥
 আমার অন্তরীক্ষ মন সহর মন ॥
 হেনকালে না পাই যদি প্রভু ভবনে ।
 ক'ল নাই তবে প্রভু এতদূর ভ্রমনে ॥
 হরা করি কর প্রভু মনোহর ভবনে ॥
 কেননে হইবে প্রভু এতদূর ভ্রমনে ॥

রাধিকার হেন বাক্য শুনি জনাৰ্দ্দন ।
 সম্মেহে বক্ষেতে ধরি করে আলিঙ্গন ॥
 আশ্বাস বাক্যেতে তাঁরে বলেন শ্রীহবি ।
 কেন প্রিযে, রুখা কাঁদ অঙ্গল স্মরি ॥
 আশার বচনে তুমি করহ প্রত্যয় ।
 তোমা সহকারে মৰ্ত্ত্যে বাইব নিশ্চয় ॥
 গোলোক ছাড়িখা গোরা যাব ব্রজধাম ।
 এক সঙ্গে সেথা সব র'ব অবিরাম ॥
 এই ভাবে নারায়ণ মধুব বচনে ।
 সান্ধনা দিলেন কত রাধিকার মনে ॥
 এইরূপ ভগবান্ কহিলা যখন ।
 গণিময় রথ এক করিলা দর্শন ॥
 হীরকখচিত রথ অপূৰ্ব উত্তম ।
 যুনিগণ বর্ণিবারে না হয় সক্ষম ॥
 চামর দৰ্পণ কত শোভে তার মাঝে ।
 কুহুমের মালা কত তাহাতে বিরাজে ॥
 বজ্রব নিৰ্ম্মিত দীপ কুম্ভ শত শত ।
 রথ-মাঝে চতুর্দিকে শোভে অবিরত ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ ।
 রমণীয় সেই রথে উপবিষ্ট র'ন ॥
 পরিধানে গীতবাস কিরীট মাথায ।
 কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে কিবা গৌড়া তায় ॥
 গলে শোভে বনমালা অতি-মনোহর ।
 চন্দনে চর্চিত তার শ্রায় কলেবর ॥
 চতুর্ভূজ নারায়ণ বিষ্ণু ভগবান্ ।
 মনোহর সেই রথে করে অবস্থান ॥
 বামভাগে বিরাজিতা দেবী সরস্বতী ।
 হস্তে তার বেণু বীণা মনোহর অতি ॥
 পরিধানে শুভবস্ত্র অতি শোভা তার ।
 বিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোভে চমৎকার ॥
 দক্ষিণে কমলাদেবী করিছে বিরাজ ।
 বদন-সৌন্দর্য্যে তাঁর চন্দ্র পাখ লাজ ॥
 তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য দীপ্ত কলেবর ।
 উজ্জ্বল কুণ্ডল কর্ণে শোভে মনোহর ॥

পরিধানে রত্নবস্ত্র মূল্যবান্ অতি ।
 রত্নের কেয়ূরে শোভে কমলা যুবতী ॥
 পারিজাতপুষ্পমালা শোভে বক্ষ-মাঝে ।
 চরণে মঞ্জীর ভার যুহু যুহু বাজে ॥
 মালতীমালায় শোভে কবরীর ভার ।
 ললাটে সিন্দূরবিন্দু শোভে চমৎকার ॥
 পদ্যঙ্গম নেত্রদ্বয়ে শোভিছে কঙ্কল ।
 নারায়ণ-পানে দেবী চাহে অবিবল ॥
 হাতে তাঁর লীলাপদ্ম কিবা শোভা তার ।
 শোভিছেন লক্ষ্মীদেবী রথের মাঝার ॥
 পারিষদবর্গ আর ভাৰ্য্যাগণ সাথে ।
 আসিলেন নারায়ণ হরির সভাতে ॥
 হেরিলেন নারায়ণ সে সভার মাঝে ।
 যুক্তকরে গোপ গোপী সেথায় বিরাজে ॥
 কৃতাজ্ঞলিপুটে রহে বত দেবগণ ।
 দেবযিরা শ্রীহরির করিছে স্তবন ॥
 কোটি সূর্য্যসম দীপ্ত হেরি নাবাচনে ।
 প্রণাম করিল সব ভক্তিযুত মনে ॥
 ভগবান্ নারায়ণ সেথায় আসিয়া ।
 শ্রীকৃষ্ণের শরীরেতে গেলেন মিলিয়া ॥
 হরি দেহে লীন হয় দেব নারায়ণ ।
 হেরিখা সকলে হয় বিন্ময়ে মগন ॥
 অনন্তর দেবগণ করিলা দর্শন ।
 স্বর্ণময় রথ এক অতি সুশোভন ॥
 বহিঃশুদ্ধ বস্ত্রে রথ শোভে চমৎকার ।
 নানারত্ন বিভূষিত রথের মাঝার ॥
 চামর দৰ্পণ আদি শোভে তার মাঝে ।
 রত্নময় কলসাদি তাহাতে বিরাজে ॥
 পারিজাত-কুহুমের মালা শোভা পাখ ।
 চিত্রে পুত্তলিকা কত শোভিছে সেথায় ॥
 গন-সম ক্ষিপ্ৰগামী সে বথ সুন্দর ।
 সহস্র চক্রেতে তাহা চলে নিবস্তর ॥
 যুক্ত আর মাণিক্যাদি শোভে অবিবল ।
 দিনমণি সম রথ অতীব উজ্জ্বল ॥

মনোহর সর্বোবর রাজে সেইখানে ।
 ভ্রুশোভিত রথখানি পুষ্পের উত্থানে ॥
 বিশ্বকর্মা শঙ্করের ঐতিরি নিদান ।
 অতি যত্নে এই বথ করিলা নির্মাণ ॥
 পঞ্চাশ যোজন উচ্চ অতীব বিস্তৃত ।
 বতিশয্যাযুক্ত বহু মন্দির-শোভিত ॥
 সভাস্থ সকলে হেরে রথের ভিতব ।
 জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি অতি মনোহর ॥
 সহস্র হস্তেতে শোভে নানা প্রহরণ ।
 যুগ্ম যুগ্ম হস্ত দেবী কবে অনুক্ষণ ॥
 ঈশ্বরী প্রকৃতি তিনি তেজঃস্বরূপিণী ।
 অপকণ্ঠ রূপ তাঁর ভুবনমোহিনী ॥
 রত্নের কুণ্ডল শোভে কপোল-যুগলে ।
 মন্দারব পুষ্পমালা শোভে তাঁব গলে ॥
 চরণ-কমলে বাজে মঞ্জীর যুগল ।
 কটিতে মেখলা শোভে অতীব উজ্জ্বল ॥
 হস্তেতে শোভিছে তাঁব কেয়ুর কঙ্কণ ।
 দেহে রত্ন-অলঙ্কার শোভে অনুক্ষণ ॥
 বিপুল নিতম্ভার দৃঢ় জ্যোতি তাঁর ।
 স্তম্ভল স্তন তাঁব কিবা চমৎকার ॥
 স্খ্যাকর-বিনিদিত বদনমণ্ডল ।
 কজ্জল-শোভিত চাক নয়ন-যুগল ॥
 পকবিশ্বকলসম গুণ্ড ও অধব ।
 অগুণ্ড চন্দনে কিবা শোভে কলেবব ॥
 মুক্তাসম দন্তরাভি অতি স্নদর্শন ।
 স্তম্ভব কবরী কেশে করেছে ধারণ ॥
 গবড়-সদৃশ নাসা নাহি তাব ভুল ।
 তাহাতে শোভিছে দীপ্ত গজমুতাকুল ॥
 বহিঃশুদ্ধ বস্ত্র দেবী পরিধান কবি ।
 পুত্রদ্বয় সহ বহে সিংহপৃষ্ঠে চড়ি ॥
 বথ হ'তে উদ্যাদেবী নামি স্তম্ভপর ।
 হৃৎকোষে প্রণাম সেধা করিল সতর ॥
 গণেশ কান্তিক ধোহে নদিস্রা হরিরে ।
 শিব ধর্ম ভ্রম্মা দেবে প্রণমিল ধীরে ॥

তাঁদের হেরিষা সেধা যত দেবগণ ।
 মহানন্দে আশীর্বাদ করিলা তখন ॥
 অনন্তর কমলারে করি সম্বোধন ।
 মধুব বচনে তাবে কহে সনাতন ॥
 ভীষ্মক-ভবনে তুমি যাও হুয়া ক'রে ।
 জন্ম লহ গিষা সেধা বৈদ্য-উদরে ॥
 কুণ্ডিন নগবে আমি বাব স্তম্ভচয় ।
 তব সাথে মোর সেধা হবে পবিত্র ॥
 পার্বতীয়ে সম্বোধিষা কহে সনাতন ।
 ভ্রজধামে তুমি দেবী করহ গমন ॥
 অংশ-কপে জন্ম লহ যশোদা-উদরে ।
 পূজিতা হইবে তুমি পৃথিবী-ভিতরে ॥
 নন্দ-গৃহে বশোমতী মাতার উদরে ।
 লইবে জনম তুমি জানিবে অচিরে ॥
 জনম মুহূর্ত্তে তব হবে চারিধাবে ।
 ঋত্বজ্ঞ বারিপাত মুখল আকাবে ॥
 অন্ধকার দিগ্দিগ্ধ গ্রাসিবে মেদিনী ।
 আমার মায়ায মুগ্ধ হইবে অবনী ॥
 মম পিতা বহুদেব লইয়া আনাবে ।
 যাইবে নন্দের গৃহে রাতের ঈধারে ॥
 আমারে তথায রাখি তোমায়ে আনিবে ।
 কংস কারাগারে তুমি স্থান যে লভিবে ॥
 দুর্জয়তি কংস পেয়ে তোমার সন্ধান ।
 আসিবে লইতে তথা তোমার পরাণ ॥
 মম বরে বধিতে না পারিবে তোনায়ে ।
 নিধন করিব আমি বংস দুয়াচায়ে ॥
 যেই তুমি কংসরাজে করিবে স্নর্শন ।
 পুনর্দার শিব কাছে করিবে গমন ॥
 ভূতার হরণ করি আমি তা'রপব ।
 আপন ভবনে পুনঃ বাঁইব সতর ॥
 তারপর বড়াননে সম্বোধন করি ।
 হৃদ হৃদ বচনেতে কহিলেন হরি ।
 অংশ-কপে বহীতলে ম'ও বড়ানন ।
 ভ্রজবতী-গর্ভে নর চন্দ্র-প্রভ ॥

অনন্তর দেবগণে করি সম্বোধন ।
মধুর বচনে কহে হরি সনাতন ॥
অবতীর্ণ হও সবে পৃথিবী-মাঝার ।
হরণ করিব আমি বহুধার ভার ॥
এত বলি জনার্দন মৌন হ'য়ে রন ।
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা শুন দিবা মন ॥

● দেবগণের মর্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ ।

কৃষ্ণের আদেশ ব্রহ্মা করিয়া শ্রবণ ।
সবিনয়ে হরিপদে করে নিবেদন ॥
শুন প্রভো দয়াময় দেব জনার্দন ।
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন ॥
কিভাবে কে জন্ম লবে পৃথিবী-মাঝারে ।
বুঝিতে না পারি তাহা, কহ সবিস্তারে ॥
কোন্ রূপে দেবদেবী মহীতলে যাবে ।
কহ প্রভু, তারা সবে কোন্ নাম পাবে ॥
তুমি প্রভু ভগবান্ কৃপা-অবতার ।
আমরা সকলে হই কিঙ্কর তোমার ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে সনাতন ।
সবিস্তারে কহি সব শুন হে ব্রাহ্মণ ॥
রুক্মিণীতনয়-রূপে কাম জন্ম লবে ।
শম্বরভবনে রতি ছায়ারূপে রবে ॥
রুক্মিণীর পৌত্র তুমি হবে ধরাতলে ।
অনিরুদ্ধ নামে তোমা জানিবে সকলে ॥
শোণিতপুত্রেতে গিয়া দেবী শ্রীভারতী ।
বাণের নন্দিনী হবে অতি রূপবতী ॥
ঊষা নাম সন্ন্যস্তী করিবে গ্রহণ ।
অনিরুদ্ধ পত্নীরূপে বিদিত ভুবন ॥
অনন্ত জন্মিবে অগ্রে দেবকী-উদরে ।
জন্মিবে রোহিণী-গর্ভে কিছুকাল পরে ॥
মম মায়াবশে জেনো ওগো দেবগণ ।
দৈবকী উদর হৈতে হবে আকর্ষণ ॥
সঙ্কর্ষণ নাম তাই হইবে তাহার ।
জগতে বিখ্যাত হবে সন্দেহ কি আর ॥

কালিন্দী-রূপেতে গঙ্গা জন্মিবে ধবায় ।
তুলসী, লক্ষ্মণা নামে জন্মিবে ভরায ॥
সাবিত্রী জন্মিবে শীতল নামজিতী নামে ।
সরস্বতী শৈব্যা হবে এই ধরাধামে ॥
মিত্রাবিন্দা-রূপে সেখা জন্মিবে রোহিণী ।
রত্নমালা নাম লবে সূর্য্যের কামিনী ॥
দুর্গাদেবী অংশে হবে জাম্ববতী নাম ।
এইরূপে দেবীগণ যাবে ধরাধাম ॥
এত শুনি কৌতুহলে মহামুনিবর ।
জিজ্ঞাসা করিল তবে শ্রীহরি গোচর ॥
স্বয়ং প্রকৃতি দেবী দুর্গা ভগবতী ।
কি কারণে ধরাতলে করিলেন গতি ॥
নারায়ণ বলে, তবে কর অবধান ।
যে কারণে এইরূপ হয় মতিমান্ ॥
কৈলাস নগরে যবে দয়াময় হরি ।
অতিথি রূপেতে যান চতুভূজধারী ॥
দুর্গারে তখন বলে দেব পঞ্চানন ।
বিষ্ণুদেবে গিয়া তুমি কর আলিঙ্গন ॥
শূন্য শুন হ্রলোচনে আদেশ আমার্ ।
কিছুমাত্র দোষ তাহে না হবে তোমার ॥
শঙ্করী বলিল প্রভু তোমার আজ্ঞায ।
পরজন্মে রতিদানে তুষিবে তাঁহার ॥
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে দেবী ভগবতী ।
পরজন্মে জন্মিবেন হ'য়ে জাম্ববতী ॥
শুনিয়া হরির কথা ব্রহ্মাদেব কয় ।
তোমার বচন শুনি জাগিছে সংশয় ॥
কহ প্রভু জগদীশ, কহ সনাতন ।
কৈলাসে শ্রীহরি যান কিসের কারণ ॥
হেন বিপরীত কথা শিবানীর প্রতি ।
কেন বা বলেন সেই দেব পশুপতি ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার প্রশ্ন কহে সনাতন ।
বিস্তারিয়া কহিতেছি শুন হে ব্রহ্মন ॥
গণেশ-দর্শন-তরে যত দেবগণ ।
একদা কৈলাসধামে করিল গমন ॥

শঙ্করের স্তবে তুষ্ট হইয়া তখন ।
 শ্বেতদ্বীপ হ'তে বিষ্ণু করে আগমন ॥
 গণেশে দর্শন করি আনন্দিত মনে ।
 সভামাঝে বিষ্ণুদেব বসিলা আসনে ॥
 ত্রৈলোক্যমোহন কাস্তি অতি জ্যোতির্শ্রয় ।
 হেরিয়া বিস্মিত হই দেব-সমুদয় ॥
 পরিধানে পীতবস্ত্র কিবা শোভা তার ।
 সারা অঙ্গে শোভা পায় রত্ন-অলঙ্কার ॥
 অপরূপ শ্যাম-রূপ জলধর সম ।
 অনন্ত যৌবনযুক্ত অতি মনোরম ॥
 কীরীটকুণ্ডল শোভে অতি চমৎকার ।
 মুছ মুছ হাস্য মুখে শোভে অনিবার ॥
 পূর্ণ-শশধর-সম-বদনমণ্ডল ।
 বন্দনা করিছে সবে চরণ-যুগল ॥
 বিষ্ণুরে হেরিয়া সেখা দেব পঞ্চানন ।
 ভক্তিভরে যুক্তকরে করিলা স্তবন ॥
 বিষ্ণুর বদন সেখা হেরিয়া পার্শ্ববর্তী ।
 আচ্ছাদন করে মুখ সরসমেতে অতি ॥
 পুনঃ পুনঃ বিষ্ণুমুখ করয়ে দর্শন ।
 লজ্জাভরে পুনঃ মুখ করে অচ্ছাদন ॥
 রোমাঞ্চিত হই দেহ, থাকিতে না পারে ।
 বিষ্ণুর বদন পানে হেরে বারে বারে ॥
 কখনো শিবের পানে চাহে হৈমবতী ।
 কখনো কিরায় আঁখি শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ॥
 চতুর্ভুজ নারায়ণে হেরি বার বাব ।
 কাষে রোমাঞ্চিত দেহ হইল তাহার ॥
 মনে মনে বিষ্ণুদেবে স্মরে হৈমবতী ।
 বুঝিবা মনের ভাব কহে পশুপতি ॥
 শুন শুন দেবি তুমি আমার বচন ।
 পরমাত্মা শ্রীহরিরে কর আলিঙ্গন ॥
 আমি আর ব্রহ্মা বিষ্ণু অভিন্ন সবাই ।
 মূর্তিতে বিভিন্ন শুধু জানিও সदाই ॥
 প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি সবার জননী ।
 দুর্গারূপে হও তুমি আমার রমণী ॥

বাণীরূপা হও তুমি ব্রহ্মাদেব প্রতি ।
 বিষ্ণু কাছে লক্ষ্যরূপে রহ তুমি সতী ॥
 শুনিয়া শিবের বাক্য হৈমবতী কয় ।
 অবহেলা হোরে কেন কর মহাশয় ॥
 দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধ করুণাসাগর ।
 এত অনাদর কেন আমার উপর ॥
 বহুবর্ষ তপ করি লভিছু তোমায় ।
 আজি কেন পরিহার করিছ আমার ॥
 অযোগ্য এরূপ বাক্য কহিও না আর ।
 আমারে কদাপি নাহি কর পরিহার ॥
 তব বাক্য অবশ্যই করিব পালন ।
 অশ্রু জন্মে শ্রীবিষ্ণুর করিব ভজন ॥
 শুনিয়া সতীর বাক্য শিব ভগবান্ ।
 উচ্চহাস্তে তারে করে অভয় প্রদান ॥
 প্রতিজ্ঞাপালন তরে তাই সে পার্শ্ববর্তী ।
 জাম্ববান্-গৃহে গিয়া হবে জাম্ববর্তী ॥
 হরির সকল কথা করিয়া শ্রবণ ।
 ব্রহ্মাদেব যুক্তকরে কহিলা তখন ॥
 বুঝিতে না পারি আমি শ্রীমধুসূদন ।
 কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন ॥
 বহুবিধ রাজকুল পৃথিবীতে আছে ।
 হৈমবতী যাবে কেন ভল্লকের কাছে ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি কহে ভগবান্ ।
 তোমার প্রশ্নের আমি করি সমাধান ॥
 ত্রোতায়ুগে দেব-অংশে বানর জন্মায় ।
 রাম-অবতারে তারা মহীতলে যায় ॥
 ভল্লকের অধিপতি বীর জাম্ববান্ ।
 রামের কিঙ্কর ছিল সবার প্রধান ॥
 হিমালয়-অংশে জাত সেই বীরবর ।
 রাম-বরে হইয়াছে অজর অমর ॥
 অপরূপ রূপ তার, অতি সুদর্শন ।
 কোটি সিংহ সম বল করয়ে ধারণ ॥
 সেই জাম্ববান্ গৃহে যাইবে পার্শ্ববর্তী ।
 সবিস্তারে কহিলাম আমি তব প্রতি ॥

রাজপুত্ররূপে জন্ম লবে দেবগণ ।
 আমার সহায় তারা হবে অনুক্ষণ ॥
 লক্ষ্মী-অংশে জন্ম লবে দেবীদের দল ।
 আমার মহিষী তারা হইবে সকল ॥
 ধর্ম-অংশে জন্ম লবে নাম যুধিষ্ঠির ।
 বান্ধু-অংশে জন্মিবেক ভীম মহাবীর ॥
 অর্জুন-রূপেতে জন্ম লবে পুবন্দর ।
 কর্ণ-রূপে অংশে জন্ম লইবে ভাস্কর ॥
 অশ্বিনী-কুমারদ্বয় নিজ অংশে তবে ।
 নকুল ও সহদেব নামে জন্ম লবে ॥
 কলি তার অংশ-রূপে হবে দুর্ধ্যোধন ।
 বিদ্রুহ হইবে সেখা অংশেতে শমন ॥
 শান্তনু-রূপেতে জন্ম লইবে সাগর ।
 অশ্বখামা-রূপে জন্ম লবে মহেশ্বর ॥
 দ্রোণ-রূপে জন্ম লবে দেব ছতাশন ।
 অভিমন্যু-রূপে চন্দ্র জন্মিবে তখন ॥
 ভীষ্ম-রূপে জন্ম লবে বহু-অংশে তার ।
 নন্দগোপ-রূপে বহু জন্মিবে আবার ॥
 কশ্যপ-অংশেতে তার বসুদেব হবে ।
 অদিতি দৈবকী-রূপে সেখা জন্ম লবে ॥
 জন্মিবে যশোদা-রূপে বসুর কামিনী ।
 লক্ষ্মী-অংশে জন্ম লবে দ্রৌপদী মোহিনী ॥
 অনলের অংশ হ'তে ধৃষ্টদ্যুম্ন হবে ।
 হস্তদ্রোণ সে শতরূপা-অংশে জন্ম লবে ॥
 ভূভার-হরণ-তরে শুন দেবগণ ।
 দ্বরা করি ভূমিতলে করহ গমন ॥
 শুন শুন দেবীগণ বচন আশ্রয় ।
 স্বীয় অংশে যাও সবে পৃথিবী-মাঝার ॥
 এই কথা বলি মৌনে রহে ভগবান্ ।
 ব্রহ্মাদেব শুনি সেধা করে অবস্থান ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে শোভে সরস্বতী ।
 দক্ষিণে কমলাদেবী অতি রূপবতী ॥
 শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে রাখা দেবী রয় ।
 সম্মুখে বিরাজ করে দেব-সমুদয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে গোপ-গোপী রাজে ।
 হরিব সম্মুখভাগে পার্বতী বিরাজে ॥
 ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তে রক্ষিবাবে ।
 কৃপাদৃষ্টি দেন সদা ভক্তের উপরে ॥

● শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীবাধিকার গ্রন্থ ও শ্রীকৃষ্ণ
 কর্তৃক বাধিকাকে সাধনা দান ।

শ্রীহরির বাক্য শুনি রাধিকা তখন ।
 সন্মুখভাগে ভগবানে কবে নিবেদন ॥
 শুন শুন ভগবান্ বচন আমার ।
 হৃদয় বিদগ্ধ মোর হয় অনিবার ॥
 আন্দোলিত মন মোর হয় অনুক্ষণ ।
 কেমনে বিরহ তব সহি সনাতন ॥
 বিন্দুমাত্র অদর্শনে চিত্তে জাগে দুখ ।
 অনিমেষ নেত্রে তাই হেরি তব মুখ ॥
 তোমারে ত্যজিয়া প্রভু না পারি রহিতে ।
 কেমন করিয়া আমি যাব পৃথিবীতে ॥
 ভূমি মোর প্রাণবন্ধু, ভূমি প্রাণধন ।
 গোকুলে আবার কবে হইবে মিলন ॥
 কহ কহ প্রাণনাথ, সত্যরূপে কহ ।
 কেমনে সহিব আমি তোমার বিরহ ॥
 পলকে প্রলয় গণি তব অদর্শনে ।
 বল বল সে বিরহ সহিব কেমনে ॥
 কোথায় যাইব আমি কহ সনাতন ।
 কোন্ জন মোরে প্রভু করিবে পালন ॥
 প্রাণের ঈশ্বর ভূমি কৃপা অবতার ।
 ভূমি বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর ॥
 মায়াময় ভূমি প্রভু জানি অনিবার ।
 মায়াজালে মোবে ভূমি বাঁধিও না আর ॥
 মম মনোভুঙ্গ যেন তোমার চরণে ।
 সতত ভ্রমণ করে আনন্দিত মনে ॥
 এ মোর প্রার্থনা প্রভু করহ পূরণ ।
 অহরহ করি যেন তোমারে স্মরণ ॥

পৃথিবীতে যেই স্থানে জন্ম আমি লই ।
 তব স্মৃতি কভু যেন বিস্মৃত না হই ॥
 আমি বাধা ভূমি কৃষ্ণ ভুলিও না কভু ।
 আমি তব চিরদাসী ভূমি মোর প্রভু ॥
 তনু সাথে ছায়া যথা করয়ে গমন ।
 তোমা পাশে আমি যেন রহি সে মতন ॥
 এই বব মোবে প্রভু করহ প্রদান ।
 ভূমি মোর প্রাণেশ্বর, ভূমি ভগবান ॥
 কদাপি তোমাতে যেন নাহি ছেড়ে থাকি ।
 সতত তোমাতে যেন রহে মোর আশি ॥
 তব দেহ অর্কভাগে আমার সৃজন ।
 তোমাতে আমাতে ভেদ নাহি কদাচন ॥
 তোমাব চরণে মোর নিয়োজিত মন ।
 ধ্যান করি অহরহঃ তোমার চরণ ॥
 মোর মন প্রাণ ল'য়ে যেন কোন জন ।
 তোমার দেহের মাঝে কবেছে আপন ॥
 নিমেষের বিরহেতে বহু কষ্ট হয় ।
 বিরহের নামে হয় যাতনা উদয় ॥
 একপ বিলাপ করি রাধিকা তখন ।
 কৃষ্ণের চরণ ধরি করিল বোদন ॥
 রাধিকারে জোড়ে ল'য়ে কৃষ্ণ অতঃপর ।
 বলিলেন নানাবিধ বাক্য হিতকর ॥
 বৃথা শোক কর দেবি কিসের কারণ ।
 আধ্যাত্মিক যোগ-কথা করহ শ্রবণ ॥
 আমার আবেশ-রূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে ।
 আমার ব্যতীত কোথা আবেশ না রাজে ॥
 ফলের আধার পুষ্প হের অনিবার ।
 পল্লব আবার হের পুষ্পের আধার ॥
 শাখা সে আধার হয় যত পল্লবের ।
 বৃক্ষেবা আধার হয় শাখা-সমূহের ॥
 অঙ্কুর সদাই হয় বৃক্ষের আধার ।
 অঙ্কুর আধাব অষ্টি ভুল নাহি তার ॥
 অষ্টির আধাব পৃথ্বী জেনো অনিবার ।
 পৃথ্বীর আধাব হয় অনন্ত আবার ॥

অনন্ত আধাব রূপে কচ্ছপ বিরাজে ।
 কচ্ছপ আধাব ব'য়ু ভূমণ্ডল-মাঝে ॥
 বায়ুর আধার আমি হই সর্বক্ষণ ।
 আমার আধার ভূমি জানে সর্বজন ॥
 তোমাতে নিযত আমি করি অবস্থান ।
 ত্রিভুবনে কেহ নহে তোমার সমান ॥
 প্রকৃতি ঈশ্বরী ভূমি ভুবনমোহিনী ।
 ভূমি নিত্য ত্রিগুণের আধার-রূপিণী ॥
 নির্বিকার আত্মা আমি নিরীহ সদাই ।
 তোমারে ছাড়িয়া মোর কোন শাস্তি নাই ॥
 দেহ ভিন্ন আত্মা কভু রহিতে না পারে ।
 আত্মা ভিন্ন দেহ কভু রহিবারে নারে ॥
 শূন রাখে, বৃথা শোক কর পরিহার ।
 তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ কভু আর ॥
 বোজের স্বরূপ মোরা সংসার ভিতরে ।
 আমার আধার ভূমি চিবকাল ধরে ॥
 যেই স্থানে দেহ আছে, আত্মা সেই স্থানে ।
 দেহ আত্মা মাঝে ভেদ নাহি কোনখানে ॥
 ধবলতা যেইরূপ ক্ষীর-মাঝে রয় ।
 অগ্নির দাহিকা শক্তি সেইরূপ হয় ॥
 জলেতে বৈষ্ণব শৈত্য করে অবস্থান ।
 স্নেহপ তোমাতে আমি রহি বিচক্ষমান ॥
 শূন শূন বিনোদিনী কহি আমি তাই ।
 আমাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥
 আমি ভিন্ন ভূমি রহ নির্জীবের মত ।
 তোমা ভিন্ন আমি রহি অদৃশ্য সতত ॥
 তোমা ছাড়া সৃজনেতে সক্ষম না হই ।
 শূন সতি, নিবস্তুর তোমা কাছে রই ॥
 ভূমি নিত্য, ভূমি সত্য, ভূমি সনাতনী ।
 সবার আধার-রূপা প্রকৃতি রমণী ॥
 লক্ষ্মী বাণী সবে মোর প্রাণতুল্যা হয় ।
 ভূমি মোর প্রাণাধিকা সকল সময় ॥
 যত দেবদেবীগণ সম্মুখে বিরাজে ।
 ভূমি দেবি বিরাজিছ মোর বক্ষ-মাঝে ॥

শুন রাধে, বুঝা শোক কর পরিহার ।
 বুঝভানু-গৃহে যাও পৃথিবী-মাঝার ॥
 কলাবতী-জ্ঞানরেতে যাও তুমি প্রিয়া ।
 বায়ু দ্বারা গর্ভ তার রোধ কর গিয়া ॥
 দশ মাস কাল গত হ'লে তারপরে ।
 আবির্ভূতা হও তুমি শিশু রূপ ধরে ॥
 অযোনিসম্ভবা-রূপে জন্ম তুমি লবে ।
 অযোনিসম্ভব-রূপে মোর জন্ম হবে ॥
 তোমা সহ নিজে আমি যাইব ভূতলে ।
 আমারে পাইবে তুমি গোপনারী কোলে ॥
 দুর্জয় কংসের ধ্বংস অবশ্য করিব ।
 নরকুলে এই হেতু জন্ম লইব ॥
 ভূমিষ্ঠ হইলে আমি জনক আমার ।
 রাখিয়া আসিবে মোরে গোকুল-মাঝার ॥
 নন্দপুত্র বলি আমি হব পরিচিত ।
 বশোদার স্নেহে হব লালিত-পালিত ॥
 তারপর বৃন্দাবনে গিয়া অনিবার ।
 তোমার সহিত আমি করিব বিহাব ॥
 তিনসপ্ত শতকোটি গোপীদের ল'য়ে ।
 গোকুলেতে অবতীর্ণ হও তুমি প্রিয়ে ॥
 প্রিয়তর গোপগণ অতি দ্বরা ক'রে ।
 আমার সহিত যাবে ত্রেজে ক্রীড়া-তরে ॥
 আমার বচন প্রিয়ে করহ শ্রবণ ।
 শোক না করিবে কভু তুমি অকারণ ॥
 দ্রুতগতি যাও তুমি অবনী মাঝার ।
 আমার বচন কভু নহে খণ্ডিবাব ॥
 নির্ভব হৃদয়ে যাও মানব-ভবনে ।
 আমিও যাইব সেথা তোমার কারণে ॥
 আবার ভূতলে মোরা একত্র হইব ।
 তোমার সহিত লীলা আনন্দে করিব ॥
 এই কথা সভামাঝে বলিষা তখন ।
 মৌনী হ'য়ে রহিলেন শ্রীমধুসূদন ॥
 অনন্ত ও ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী সরস্বতী ।
 শ্রীহরির স্তব করে ভক্তিতবে অতি ॥

সভার মাঝারে যত গোপগোপীগণ ।
 হরিরে প্রণাম করি করিল স্তবন ॥
 কঁদিতে কঁদিতে রাধা বিরহ-ব্যথাষ ।
 শ্রীহরির স্তবস্ততি করিল সেথাষ ॥
 পুনরাষ হরি তারে দিলেন প্রবোধ ।
 কঁদিও না রাধা সতি, মোর অনুবোধ ॥
 স্থির হও প্রাণাধিকে কি ভব তোমার ।
 বুঝা চিন্তা তুমি দেবি কর পরিহার ॥
 আমি বর্তমানে কভু নাহি তব ভব ।
 তুমি আমি একরূপ সকল সময় ॥
 তথাপি তোমার কিছু অমঙ্গল আছে ।
 শুন শুন দেবি তাহা কহি তব কাছে ॥
 শ্রীদামের অভিশাপে অতি দুর্বিষহ ।
 একশত বর্ষ ধরি ঘটিবে বিবহ ॥
 সে সময় মথুবাস্তে করিব গমন ।
 করিব পিতার সেথা বন্ধন-মোচন ॥
 মালাকার তন্তুব'ঘ কুজিকা সব র ।
 কারাগার হ'তে আমি করিব উদ্ধার ॥
 যবনরাজের আমি করিব নিধন ।
 তারপর বুঢ়কুলে করিব রক্ষণ ॥
 সেথাষ করিষা আমি দ্বারকা-নির্মাণ ।
 যুধিষ্ঠির কাছে শেষে করিব প্রস্থান ॥
 তারপর যুধিষ্ঠিব-সভা-মঝে গিয়া ।
 রাজসূয়যজ্ঞ তার আসিব দেখিয়া ॥
 ষোড়শ সহস্র কণ্ঠা করি পরিণয় ।
 শত্রুর দমন আমি করিব নিশ্চয় ॥
 মিত্রের করিব আমি বহু উপকায ।
 বাণপুত্রী দগ্ধ হবে হস্তেতে আমার ॥
 বাণ-হস্ত-ছেদ আমি করি তারপর ।
 পারিজাত হবণেতে যাইব সস্তব ॥
 অনন্তর মুনিদের করিতে দর্শন ।
 নানা তীর্থ মাঝে আমি করিব গমন ॥
 তারপর পিতৃযজ্ঞ কবি সম্পাদন ।
 তোমাব সহিত পুনঃ করিব মিলন ॥

অতঃপর আমাদের বিচ্ছেদ না হবে ।
 চিরকাল রাধে তুমি মোর বক্ষে রবে ॥
 ব্রজধামে দুইজনে যাব পুনর্ব্বার ।
 মনস্থখে নানা ভাবে করিব বিহার ॥
 বিচ্ছেদের কালে সখি না হবে বিরহ ।
 স্বপ্নযোগে তব সনে মিলিব প্রত্যহ ॥
 এরূপে হরণ করি বহুধার ভার ।
 দৌড়ে মিলে গোলোকেতে আসিব আবার ॥
 আসিবে গোলোকে পুনঃ গোপগোপীগণ ।
 নারায়ণ বৈকুণ্ঠেতে করিবে গমন ॥
 লক্ষ্মী আর সরস্বতী তাঁর সাথে রবে ।
 নিজ নিজ স্থানে যাবে দেব দেবী সবে ॥
 শুন শুন বরাননে, বুধা কেন ভয় ।
 কহিলাম শুভাশুভ সকল বিষয় ॥
 ত্রিভুবনে আমি যাহা করি নিরূপণ ।
 কার সাধ্য আছে তাহা করিতে খণ্ডন ॥
 এই কথা বলি সেখা কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 বাধিকারে বক্ষে ল'য়ে করে অবস্থান ॥
 কণকাল পবে হরি কহে দেবগণে ।
 নিজ কার্য্য তবে যাও আপন ভবনে ॥
 তারপর কহিলেন পার্ব্বতীর প্রতি ।
 স্বামী পুত্র সহ যাও কৈলাসেতে সতি ॥
 মোর বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কদাচন ।
 কালক্রমে সব কার্য্য হবে সম্পাদন ॥
 গণেশ ব্যতীত আর দেবতা সকলে ।
 অংশ-রূপে অবতীর্ণ হবে ধরাতলে ॥
 হরিরে প্রণাম করি যত দেবগণ ।
 নিজ নিজ অংশে করে ধ্বাতে গমন ॥
 তাবপর ভগবান্ রাখিকারে কয় ।
 বুধভানু-গৃহে তুমি যাও এ সময় ॥
 বহুদেবালয়ে আমি যাব মথুরায় ।
 গোকুলে তোমার কাছে যাব পুনরাব ॥
 শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য বাধিকা তখন ।
 আসন্ন বিচ্ছেদ-ভয়ে কবিল রোদন ॥

চলিতে চরণ বাধে বাক্য নাহি মুখে ।
 হরিরে প্রণাম দেবী করে মনোহুখে ॥
 শ্রীহরির পানে রাধা চাহে বারবার ।
 বারবার অশ্রু ঝরে নয়নে তাহার ॥
 ক্ষণে বাষ ক্ষণে দেবী করে অবস্থান ।
 হরির বদন-স্থধা করে সতী পান ॥
 শরতের চন্দ্রদল হরির বদন ।
 কেমনে সে মুখ হ'তে ফিরাষ নয়ন ॥
 নিনিমেষ নয়নেতে চাহে তাঁর পানে ।
 কে বুঝিবে শ্রীরাধার কত ব্যথা প্রাণে ॥
 সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিষা হরিরে ।
 সপ্তবার প্রণিপাত করে দেবী ধীরে ॥
 কোটি কোটি গোপগোপী করে আগমন ।
 হরিরে প্রণাম করে ভক্তিযুক্ত মন ॥
 কিছুকাল পরে রাধা গোপগোপী সাথে ।
 হরিরে প্রণাম করি আসিল ধরাত্তে ॥
 বুধভানু-গৃহে আসি রাধা জন্ম লয় ।
 অশ্রু গোপ-গৃহে জন্মে গোপী সমুদয় ॥
 এদিকে বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণ নারায়ণ ।
 ক্ষীরোদসাগরশায়ী হরি সনাতন ॥
 জগতের নাথ যিনি গোলোকবিহারী ।
 তিন দেহ মিলে তারা একত্রিত করি ॥
 নরলোকে জন্ম লয় মথুরা নগরে ।
 বহুদেব পুত্ররূপে দৈবকী-উদরে ॥
 পূর্ব্ব পুণ্যবলে মাতা দৈবকী স্তনদরী ।
 স্তনরূপে পায় বিষ্ণু নারায়ণ হরি ॥
 দৈবকী ধর্ম্মিষ্ঠা সতী অতি পুণ্যবতী ।
 দুই ভ্রাতা কংসহস্তে বন্দিনী সম্প্রতি ॥
 বহুদেব সহ থাকে কংস কারাগারে ।
 ছয়টি নন্দনে ধরে আপন জঠরে ॥
 জন্মমাত্র কংস মবে বিনষ্ট করিল ।
 সপ্তম গর্ভেতে মাতা কৃষ্ণে জন্ম দিল ॥
 কিভাবে বাঁচাবে স্ততে ভাবিয়া না পায় ।
 মনোভাব বুঝি কৃষ্ণ করিল উপায় ॥

দৈবকীর গর্ভ গেল রোহিণী-উদরে ।
বহুদেব পত্নী সেও ধরিল জঠরে ॥
তাহার গর্ভেতে জন্মে বলদেব নাম ।
মূল কৃষ্ণ অংশভূত পরিচয় রাম ॥
বলদেব জন্মমাত্র গোকুল নগরে ।
উলুধ্বনি জয়কার পড়ে ঘরে ঘরে ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতীব মধুর ।
যেই জন শুনে তার পাপ হয় দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টম অধ্যায়

বহুদেব ও দৈবকীর পূর্বজন্ম পবিত্র পূর্বক উভয়ে
বিবাহ বর্ণন, কংস দ্বারা তাঁহাদের পুত্রধট্টকে
নিধন, ব্রহ্মাসি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, সংক্ষেপে
ভগবানের জন্মবৃত্তান্ত, বহুদেব-কৃত
শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র এবং প্রকৃতি-
বৃত্তান্ত বর্ণন ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ ।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা করুন বর্ণন ॥
শ্রীহরির জন্মকথা অতি সুমধুর ।
শ্রবণ করিলে হয় জরা মৃত্যু দূর ॥
পুণ্যপ্রদ সে বৃত্তান্ত কহ মহাশয় ।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি মধুময় ॥
কহ প্রভু, বহুদেব কাহার নন্দন ।
দৈবকী কাহার কন্যা, কহ নারায়ণ ॥
তাহাদের বিবাহের দেহ বিবরণ ।
ছয় পুত্র কেন কংস করিল নিধন ॥
কোন দিনে ভগবান্ জন্ম লাভ করে ।
জানিতে ব্যাকুল অতি হইলু অন্তরে ॥
কৃপা করি নারায়ণ আমার নিকটে ।
সবিস্তারে সব কথা কহ অকপটে ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন হে সজ্জন ।
তোমার নিকটে কিছু না করি গোপন ॥

সবিস্তারে সব কথা কহিব তোমায ।
শুনিলে সকল পাপ দূর হ'বে যায ॥
মহাত্মা কণ্ঠ্য মূনি, শুন তপোদান ।
বহুদেব-রূপে করে জনম-গ্রহণ ॥
অদিতি দৈবকী-রূপে জন্ম লয় এসে ।
শ্রীহরির পুত্র-রূপে পায় অবশেষে ॥
দেবমীচ-ওরসেতে মারিষা-উদরে ।
বহুদেব পৃথিবীতে জন্ম লাভ কবে ॥
দেবক নৃপতি ছিল আত্মক-নন্দন ।
দৈবকী আসিয়া শেষে তাঁর কন্যা হন ॥
যদুকুলাচার্য ছিল গর্গ-মুনিবর ।
বহুদেব সহ মেঘ বিবাহ সত্তর ॥
তারপর সমারোহে বহুদেব প্রীতি ।
যৌতুক প্রদান করে দেবক নৃপতি ॥
অশ্ব আর স্বর্ণপাত্র করিলা প্রদান ।
রত্নময় দ্রব্য কত করে সম্প্রদান ॥
শত শত দাসদাসী সাথে দিল তার ।
আরো কত দিল তারে দ্রব্যের সম্ভার ॥
দৈবকী মোহিনী নারী অতি রূপবতী ।
বিভূষিতা অলঙ্কারে রূপসী যুবতী ॥
শরতের চন্দ্রসম শ্রীমুখ স্তম্বর ।
পকবিশ্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥
পদ্মসম নেত্রদ্বয় অতি মনোহর ।
মুছ মুছ হাস্য দেবী করে নিরন্তর ॥
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপ বর্ণিবে কেমনে ।
বহুদেব তারে ল'য়ে চলিল ভবনে ॥
দৈবকীর ভ্রাতা কংস সাথে সাথে যায় ।
সহসা আকাশবাণী শুনিলে পায় ॥
শুন হে রাজেন্দ্র কংস, আমার বচন ।
দৈবকীর পুত্র তোমা করিবে নিধন ॥
অক্টম গর্ভেতে তার হবে যে সন্তান ।
সেই পুত্র হবে তব মৃত্যুর নিদান ॥
শুনিয়া আকাশবাণী হয় মহাভয় ।
দৈবকী বধিতে কংস সমুদ্রত হয় ॥

ইহা দেখি বহুদেব অতি ভীত মনে ।
 কহেন কংসের প্রতি বিনীত বচনে ॥
 দৈবকীর কিবা দোষ শুন নরপতি ।
 ইহারে বধিলে হবে নরকেতে গতি ॥
 ইহার অষ্টম গর্ভে হবে যে সন্তান ।
 সে সন্তান হবে তব যুত্মর নিদান ॥
 শুন শুন নৃপবর ষটে যদি তাই ।
 দৈবকী বধিয়া বৃথা কোন লাভ নাই ॥
 হিংস্র জন্তু বধে হয় পাপ অতিশয় ।
 অহিংস্রক জন্তু বধে আরো পাপ হয় ॥
 জীবহত্যা করে কভু স্বেচ্ছায় যে জন ।
 ধোরতর অপরাধী হইবে সে জন ॥
 তার শত গুণ পাপ স্নেহবধে হয় ।
 হত্যাকারী নিরন্তর নরকেতে রয় ॥
 শূদ্র হত্যা কোনজন কভু যদি কবে ।
 নরকেতে রয় সেই বহুকাল ধরে ॥
 গোবধ করিলে হয় পাপ অতিশয় ।
 হত্যাকারী বহুকাল নরকেতে বয় ॥
 তার দশগুণ পাপ ব্রহ্মবধে হয় ।
 গন্ধীবধে সেই রূপ হয় পাপোদয় ॥
 দৈবকী ভগিনী তব শুন মহারাজ ।
 তাহারে বধিলে হবে অতি পাপ কাজ ॥
 স্বীয় ভগিনীকে যদি হত্যা কর তবে ।
 শতপত্নী হত্যা পাপে অপরাধী হবে ॥
 এ ভব-ভবনে হের যত নরগণ ।
 দান পূজা আদি করে স্বর্গের কারণ ॥
 মাধু-মুনি-ঋষি যত, তারা অনিবার ।
 জলবিষ্ময় দেখে এ ভব-সংসার ॥
 ধার্মিকপ্রবর তুমি জ্ঞানীর প্রধান ।
 আপন বংশের তুমি ভাস্কর-সমান ॥
 অনর্থক ক্রোধ ভব কর পরিহার ।
 ভগিনীকে বধ তুমি কবিও না আব ॥
 উপনীত আছে হেথা বহু স্ত্রীজন ।
 তাঁদের জিজ্ঞাসা তুমি কব হে বাজন্ ॥

তুমি মোর বন্ধুজন, কি কহিব আর ।
 তোমার নিকটে শুন মোর অঙ্গীকার ॥
 অষ্টম গর্ভেতে তার হবে যে সন্তান ।
 তাহারে তোমার করে কবির প্রদান ॥
 তোমার মঙ্গল তরে শুন হে রাজন্ ।
 সকল সন্তান তোমা করিব অর্পণ ॥
 বৃথা ভব দূর কর, না করিও ক্রোধ ।
 ভগিনীকে ক্ষমা কর মোর অনুরোধ ॥
 কণ্ঠা-তুল্য প্রিয়তমা ভগিনী তোমার ।
 তাহারে এবার তুমি কর পরিহার ॥
 বহুদেব এইরূপ কহিলা যখন ।
 কংস রাজা ভগিনীকে ত্যজিলা তখন ॥
 অনন্তর বহুদেব দৈবকীকে ল'য়ে ।
 অবিলম্বে আসিলেন আপন আলয়ে ॥
 দৈবকীর গর্ভে হয় ছয়টি সন্তান ।
 বহুদেব কংসবাজে করিল প্রদান ॥
 ঘুচাইতে আপনার সকল বিপদ ।
 একে একে তাহাদের কংস করে বধ ॥
 নপ্তম গর্ভের কালে কংস নরপতি ।
 রক্ষক নিযুক্ত করে ভয়ে ভয়ে অতি ॥
 সেই গর্ভ মায়াদেবী কবি আকর্ষণ ।
 রোহিণীর গর্ভ-মাঝে করিলা স্থাপন ॥
 রক্ষিণ সে সংবাদ জানিতে না পারে ।
 গর্ভ নষ্ট হইয়াছে কহিল রাজারে ॥
 অষ্টম গর্ভের কাল আসিল যখন ।
 গর্ভ প্রতি দৃষ্টি রাখে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 আসিলে দশম মাস দৈবকী যুবতী ।
 পূর্বাপেক্ষা চতুর্গুণ হয় রূপবতী ॥
 দেখে কংস নরপতি তাহাব ভগিনী ।
 রূপেতে হয়েছে যেন ভুবনমোহিনী ॥
 তেজোময়ী যুঁটি তার অতি মনোহর ।
 প্রফুল্ল অন্তরে দেবী হাসে নিরন্তর ॥
 হেরিয়া তাহার এই রূপ অতুলন ।
 মহাভবে অশ্রুপূর্ণ ভাবিল তখন ॥

এইবার দৈবকীর হবে যে সন্তান ।
 সে জন আমার হবে যুত্মার নিদান ॥
 এই কথা ভাবি রাজা ডাকে রক্ষিগণে ।
 সাবধানে রাখিলেন তাদের ভবনে ॥
 ক্রমে ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হ'ল যবে ।
 দৈবকীর গর্ভকাল পূর্ণ হ'ল তবে ॥
 সন্তান-প্রসব-কাল আসিল তখন ।
 দৈবকী জড়ের প্রায় রহে অচেতন ॥
 গর্ভ বায়ু পূর্ণ করি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 দৈবকীর হৃদযেতে করে অধিষ্ঠান ॥
 গর্ভের যাতনা দেবী সহিতে না পারে ।
 অতি কষ্টে রহে সতী গৃহের মাঝারে ॥
 কষ্ট উঠে, কষ্ট বসে, কষ্ট নিদ্রা যায় ।
 বিশ্বস্তরগর্ভা দেবী অতি ক্লেশ পায় ॥
 দৈবকীর এই ভাব করিয়া দর্শন ।
 বহুদেব শ্রীহরিরে করিল স্মরণ ॥
 ক্রমে রাত্রি ত্রিপ্রহর হইল অতীত ।
 আত্মীয় বান্ধব সবে হয় উপনীত ॥
 মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নালোকে হাসিল আকাশ ।
 অষ্ট প্রকারের যুদ্ধ বহিল বাতাস ॥
 নিদ্রাঘোর রক্ষিগণ হ'ল অচেতন ।
 সমবেত হইলেন যত দেবগণ ॥
 ব্রহ্মা শিব ধর্ম্মদেব আসিয়া তখন ।
 গর্ভস্থিত ঈশ্বরের করিলা স্তবন ॥
 অযোনি হে জগদধোনি অনন্ত অব্যয় ।
 জ্যোতির স্বরূপ তুমি সকল সময় ॥
 অনঘ সপ্তম তুমি নিগুণ মহান্ ।
 নিরঙ্কুশ নির্বিকার তুমি ভগবান্ ॥
 নিরাকার স্বেচ্ছাময় তুমি পরাংপর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥
 সর্বেশ স্বধন তুমি সর্ববস্তুগোত্রয় ।
 নির্লিপ্ত নিরীহ তুমি প্রভু দ্বাষায় ॥
 দুঃখপ্রদ তুমি প্রভু দুর্জয়-নাশক ।
 মঙ্গল-আধার তুমি মঙ্গলদায়ক ॥

নিবুঁহ নির্দোষ তুমি নিত্যনিরঞ্জন ।
 অগতির গতি তুমি বিপদ-ভঞ্জন ॥
 পরমাত্মরূপী তুমি বাখী পূর্ণকাম ।
 স্তবগ দুর্ভগ বিভূ তুমি প্রাণায়াম ॥
 বেদের স্বরূপ তুমি বেদের কারণ ।
 বেদাঙ্গ ও বেদবেত্তা তুমি সনাতন ॥
 এইরূপে স্তবস্ততি করি অবিরাম ।
 ভক্তিভরে দেবগণ করিলা প্রণাম ॥
 প্রাতঃকালে এই স্তব যে করে পঠন ।
 হরিপদে ভক্তিলাভ করে সেইজন ॥
 এইরূপ স্তব করি যত দেবগণ ।
 নিজ নিজ ভবনেতে করিলা গমন ॥
 আকাশ আচ্ছন্ন মেঘে ঘন অন্ধকার ।
 ঝর ঝর বৃষ্টিধারা ঝরে অনিবার ॥
 নিস্তরু মথুরাপুরী রাত্রি ত্রিপ্রহর ।
 যুঁহুঁহু বজ্রনাদ হয় ভয়ঙ্কর ॥
 হইবেন আবির্ভূত কৃষ্ণ সনাতন ।
 স্তপ্রসন্ন হয় তবে যত ঐহগণ ॥
 অশুভ গ্রহের দল লুকাযিত রয় ।
 স্নিগ্ধভাব ধরে যত দিক্-সমুদয় ॥
 মন্দ মন্দ বহি যায় বায়ু স্নানীল ।
 আকাশ হইতে ধারা ঝবে অবিরল ॥
 ঋষি মনু যক্ষ আর দেবদেবীগণ ।
 সকলেই হইলেন আনন্দে মগন ॥
 অঙ্গুরীরা নৃত্য করে প্রফুল্ল অন্তরে ।
 মনোহর গান করে যত বিতাহরে ॥
 নদী যত মহাস্বখে প্রবাহিত হয় ।
 ছতাতন প্রাঙ্কলিত হয় সে সময় ॥
 স্বর্গ হ'তে পুষ্করবৃষ্টি হইল প্রচুর ।
 যুদ্ধ ছন্দুতি বাজে অতি স্তম্ভুর ॥
 চতুর্দিকে জয়ধ্বনি উঠে অনিবার ।
 শব্দের মধুর শব্দে যুদ্ধ চারিধার ॥
 হরিধ্বনি বারবার উঠে যবে ঘরে ।
 মথুরাবাসীর মনে আনন্দ না ধরে ॥

অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন ।
 দৈবকী-জঠর হৃতে আবিভূত হন ॥
 কিবা অপরূপ রূপ অতি জ্যোতির্ময় ।
 কমলীষ সেই মূর্ত্তি বর্ণিবার নয় ॥
 বিভূজ্য যুবলীধারী, কিবা শোভা তার ।
 কর্ণেতে কুণ্ডল তাঁর শোভে চমৎকার ॥
 পরিধানে পীতবস্ত্র অতি মনোহর ।
 নব-জলধব-সম শ্রাম কলেবর ॥
 সুমজ্জিত ভগবান্ রত্ন-অলঙ্কারে ।
 যুহু যুহু হস্ত হরি করে বারে বারে ॥
 চন্দনে চর্চিত অঙ্গ অপরূপ অতি ।
 ক্ষণে ক্ষণে দেহ ছাপি উঠিতেছে জ্যোতি ॥
 শবতের চন্দ্রসম শ্রীমুখ অমর ।
 বিষকলসম তাঁর ওষ্ঠ ও অধর ॥
 ময়ূরের পুচ্ছরাজি শিরে শোভা পায় ।
 রত্নের নির্মিত চূড়া শোভিছে মাথায় ॥
 মধ্যদেশে সুবন্ধিম, ত্রিভঙ্গ শরীর ।
 বনমালা বিরাজিত গলেতে হরির ॥
 অনন্ত কিশোর রূপ কিবা শোভাময় ।
 দৈবকী-উদর হৃতে হরি জন্ম লয় ॥
 শ্রীহরিরে সম্মুখেতে করিয়া দর্শন ।
 দৈবকী ও বহুদেব বিস্ময়ে মগন ॥
 অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে ভক্তিসহকারে ।
 বহুদেব হবি স্তব করে বারে বারে ॥
 তুমি প্রভো অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত অক্ষয় ।
 নিম্ভুংগ নিলিপ্ত তুমি প্রভু দয়াময় ॥
 পরমাত্মরূপী তুমি কৃষ্ণ সনাতন ।
 স্বেচ্ছাময় সর্বরূপ বিপদভঞ্জন ॥
 সকলের ধ্যানাব্যাহ্য পরম ঈশ্বর ।
 স্বেচ্ছারূপধারী তুমি ওহে পবাংপর ॥
 স্থূলতম কভু তুমি, সূক্ষ্মতম কভু ।
 প্রকৃতি-ঈশ্বর তুমি জগতের প্রভু ॥
 প্রাকৃত পরমব্রহ্ম সবার ঈশ্বর ।
 সবার আধাব তুমি হও নিরন্তর ॥

সর্বরূপ তুমি প্রভু, তুমি নিরাকার ।
 তোমাতে করিব স্তব কি সাধ্য আমার ॥
 অনন্ত প্রভুতি ধীর স্তবনে অক্ষম ।
 কিরূপে তাঁহার স্তবে হইব সক্ষম ॥
 সরস্বতী তব স্তব করিতে না পারে ।
 কেমন করিয়া স্তব করিব তোমাতে ॥
 পঞ্চমুখে পঞ্চানন সক্ষম না হয় ।
 চতুর্মুখে অসমর্থ ব্রহ্মা মহাশয় ॥
 গণেশ যাঁহার স্তব করিতে না পারে ।
 কেমন করিয়া স্তব করিব তাঁহারে ॥
 মূনি মনু ধর্ম্মি আর যত দেবগণ ।
 স্বর্গযোগে যাঁব কভু না পায় দর্শন ॥
 শ্রুতি ধীর স্তবস্ততি কবিতো না পারে ।
 তাঁহার চরণে আমি নহি বারে বারে ॥
 তুমি প্রভু ভগবান্, তুমি সনাতন ।
 মনোহর শিশুরূপ করিলে ধারণ ॥
 বহুদেব-কৃত এই স্তব যেই জন ।
 তিন সন্ধ্যা ভক্তিতরে করিবে পঠন ॥
 কৃষ্ণেব চরণে তার ভক্তি-লাভ হবে ।
 তার মন নিরন্তর হরিপদে রবে ॥
 গুণশালী পুঞ্জলাভ হবে সুনিশ্চয় ।
 বিদূরিত হবে তার বিষ-সমুদয় ॥
 বহুদেব-কৃত স্তব করিয়া শ্রবণ ।
 প্রসন্ন বদনে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 পূর্বজন্মকৃত তব তপস্তার ফলে ।
 তব পুঞ্জ-রূপে আমি আমি ধবাতলে ॥
 আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ।
 তোমার মঙ্গল হবে কিছু নাহি ডব ॥
 পূর্বজন্মে খ্যাত তুমি ছিলে পুন্নি নামে ।
 প্রজাপতিরূপে পরে এলে ধরাধানে ॥
 এই তপস্বিনী ছিল তোমার কামিনী ।
 মহাসতী ছিল দেবী ভুবনমোহিনী ॥
 বহুবর্ষ তুমি যোরে করি আরাধনা ।
 মোর সম পুত্র তুমি করিলে প্রার্থনা ॥

মোর সম কেবা আছে এ তিন ভুবনে ।
 পুঞ্জ-রূপে নিজে আসি তোমার ভবনে ॥
 কণ্ঠপ-রূপেতে ভূমি আসিলে ধরায ।
 অদিতি-রূপেতে তব কামিনী জন্মায ॥
 বহুদেবরূপে ভূমি জন্মিলে একগণে ।
 অদিতি দৈবকীরূপে আসিল ভুবনে ॥
 পূর্বের আমি একবার অদিতি-উদরে ।
 বামনের রূপ ধরি আসি ধবা'পরে ॥
 পুনরায তোমাদের তপস্তার ফলে ।
 পুত্ররূপে আসিলাম এই ধরাতলে ॥
 আমারে পুত্রের রূপে পাইলে যখন ।
 জীবন্তু হবে ভূমি শুন তপোধন ॥
 শুন তাত, কহি আমি অতি সঙ্গোপনে ।
 আমারে রাখিয়া এস যশোদা ভবনে ॥
 মাধাদেবী কণ্ঠা-রূপে বিরাজে সেখায ।
 আমারে রাখিয়া তারে আনহ হেথায ॥
 এই কথা বলি হরি শিশুরূপ ধরে ।
 নগ্ন-রূপে পড়ে রম ভূমি উপরে ॥
 শিশুর রূপেতে আলো হয কারাগার ।
 পুত্র কোলে লয় মাতা আনন্দ অপার ॥
 শিশুরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হন ।
 অপূর্ব তাঁহার লীলা না যায কখন ॥
 এই কৃষ্ণনামে হয় বিপদ্ উদ্ধার ।
 দিবানিশি এই নাম জপ অনিবার ॥

● শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বহুদেবের নন্দাজরে গমন ।

বিষ্ণুর মায়ায মুগ্ধ বহুদেব হয় ।
 স্বপ্নসম মনে হয় সমস্ত বিষয় ॥
 কৃষ্ণের মায়ায মুগ্ধ হয় চরাচর ।
 দ্বারেতে প্রহরীবৃন্দ যুগ্মেতে কাতর ॥
 সাড়া সংজ্ঞা নাই দেহে অচেতনপ্রাণ ।
 কারাগার দ্বারে সবে ভূমিতে লুটায় ॥
 বহুদেব শিশুপুত্রে লইলেন ভুলে ।
 দৈবকীর ক্রোড় হ'তে আপনার কোলে ॥

দুঃখেতে পরাণ কঁাদে মাতা দৈবকীর ।
 পিতার দুঃচোখে বহে বেদনার নীর ॥
 বহু কষ্টে ধৈর্য্য মনে করিবা ধারণ ।
 বহুদেব ধীরে ধীরে করেন গমন ॥
 দ্বারদেশে রক্ষিগণ অচেতন প্রাণ ।
 তাই কোন কিছু তারা জানিতে না পায ॥
 তমসা-আচ্ছন্ন রাতি গাঢ় অন্ধকার ।
 কোন দিকে কিছু দেখা নাহি যায আর ॥
 বিদ্যুৎ চমকি তবে আলোকিত কবে ।
 সে আলোকে বহুদেব চলিবারে পারে ॥
 এদিকে মূলধারে বৃষ্টিপাত হয় ।
 পুত্রে রক্ষা হেতু হয় চিন্তার উদয় ॥
 অনন্তবাহকি তবে ছত্রের আকারে ।
 শিশুর মস্তকে থাকি তারে রক্ষা করে ॥
 যমুনার তীরে আসি পথ নাহি পায ।
 শিবরূপে যোগমায়া আসেন তথায ॥
 আগে শিবা চলে পিছে বহুদেব তাব ।
 অনাধাসে যমুনা সে হইলেন পার ॥
 শিশুরে লইয়া ক্রোড়ে অতি সঙ্গোপনে ।
 বহুদেব যায় চলি নন্দের ভবনে ॥
 ধীরে ধীরে গিয়া সেখা দেখিবারে পায ।
 যশোদা সৃতিকাগৃহে গাঢ় নিদ্রা যায ॥
 যুগ্মে অচেতন যত ব্রজবাসিগণ ।
 নন্দ আদি সকলেই নিদ্রায় মগন ॥
 বহুদেব হেরিলেন সৃতিকা-ভবনে ।
 কণ্ঠা এক জ্বীড়া করে আনন্দিত মনে ॥
 তপ্ত কাঞ্চনের সম বরণ তাহার ।
 জ্যোতির্গরী মূর্তি তার অতি চমৎকার ॥
 উদ্ধভাগে সেই কণ্ঠা করে নিরীক্ষণ ।
 হেরিয়া শ্রীবহুদেব বিষ্ময়ে মগন ॥
 বালকে রাখিয়া সেখা সেই কণ্ঠা ল'য়ে ।
 শীঘ্র আসে বহুদেব আপন আলয়ে ॥
 দৈবকী বৃহৎ গিয়া বহুদেব পরে ।
 পুত্রস্থানে সেই কণ্ঠা রাখে সমাদরে ॥

মহামায়া রূপিণী সে কণ্ঠা মনোহর ।
 দৈবকী তাহারে কত করিল আদর ॥
 উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে কণ্ঠা, না শোনে বাবণ ।
 ক্রন্দন শুনিয়া জাগে যত রক্ষিগণ ॥
 গাত্রোত্থান করি সবে বালিকারে ল'য়ে ।
 অবিলম্বে যায ছুটি কংসের আলায়ে ॥
 দৈবকী ও বহুদেব ব্যাকুল অন্তবে ।
 তাহাদের পিছে পিছে যায দ্বরা ক'বে ॥
 কণ্ঠাবে হেরিয়া কংস অতি ক্রোধভবে ।
 নিক্ষেপ করিতে যায কঠিন প্রস্তরে ॥
 দৈবকী দেখিয়া তাহা অতি দুঃখ মনে ।
 বলিলেন কংসরাজে কাতর বচনে ॥
 তুমি অতি জ্ঞানী-গুণী অতি সদাশয় ।
 ইহার হননে বল কিবা ফল হয় ॥
 আমাদের ছয় পুত্র করিলে নিধন ।
 বালিকারে বধ তুমি কর কি কারণ ॥
 জগতে ঘোষিবে তব কাপুরুষ নাম ।
 কণ্ঠা হৈতে হয় ভীত যেই গুণধাম ॥
 দয়া মায়া কিছু তব অন্তরে কি নাই ।
 ইহাতে কি ফল তব কহ তুমি তাই ॥
 অতএব মোর বাক্য কর অবধান ।
 নিতান্ত অবলা কণ্ঠা দেহ পরিত্রাণ ॥
 এত বলি সকাতরে দৈবকী তখন ।
 মনোহুগ্ধে বারংবার করিল রোদন ॥
 দৈবকীকে কহে তবে কংস নবপতি ।
 আমার বচন তুমি শুন শুন সতি ॥
 এ জগতে কিছু নাহি হয় অসম্ভব ।
 দৈবযোগে এ সংসাবে হ'তে পারে সব ॥
 পর্বত বিনষ্ট হয় ক্ষুদ্র তৃণ দিবা ।
 তুচ্ছ কটী শার্দূলেরে ফেলিছে হানিবা ॥
 শিশুহস্তে মহাবীর ধ্বংস হ'তে পারে ।
 সামান্য মুখিক পারে হানিতে মাজ্জাবে ॥
 তুচ্ছ ভেক সর্পে পাবে করিতে নিধন ।
 সাগর শুষিতে পারে দীপ্ত হতাশন ॥

পূর্বকালে একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান ।
 সমস্ত সাগবজল কবেছিল পান ॥
 বিধাতার গতি কেহ বুঝিতে না পারে ।
 দুর্জয় শ্রীভগবান এ তিন সংসারে ॥
 এই কণ্ঠা পারে মোরে করিতে নিধন ।
 অবশ্য ইহারে হত্যা করিব এখন ॥
 এই কথা বলি কংস ল'য়ে বালিকারে ।
 উত্তত হইল তারে বধ করিবারে ॥
 তাহা দেখি বহুদেব কহিল তখন ।
 বৃথা কেন বালিকায়ে করিছ নিধন ॥
 কণ্ঠা হৈতে তব হানি না হবে কখন ।
 দয়া কবি কণ্ঠা মোরে করহ অর্পণ ॥
 বহুদেব কংসে কহে একরূপ যখন ।
 অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥
 সাবধান সাবধান কংস নরপতি ।
 বুঝিতে না পার তুমি বিধাতার গতি ॥
 অতিশয় মূঢ় তুমি হবে সর্বনাশ ।
 বৃথা এই বালিকারে ক'রো না বিনাশ ॥
 তোমাতে বধিবে যেই শুন-মহারাজ ।
 অশ্রু স্থানে সেই জন করিছে বিরাজ ॥
 এইরূপ দৈববাণী করিবা শ্রবণ ।
 বালিকারে কংস ত্যাগ করিল তখন ॥
 দৈবকী ও বহুদেব পাইয়া কণ্ঠারে ।
 হৃদয়ে ধারণ দৌড়ে করিল তাহাবে ॥
 তারপর আনি তারে আপন ভবনে ।
 ফুল্ল মনে ধন দান করে বিপ্রগণে ॥
 পবন প্রকৃতি সেই কণ্ঠা অদ্বিতীয়া ।
 কালক্রমে হইলেন দুর্বাসাব প্রিয়া ॥
 শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি গম্ভীর ।
 শ্রবণ কবিলে হয় বহু পুণ্যোদয় ॥
 স্মৃদ্ব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ ।
 জবা মূত্ৰ নাহি হয় করিলে শ্রবণ ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা সকলের সার ।
 যে জন শ্রবণ করে মুক্তি হয় তার ॥

● নবম অধ্যায়

জগদ্বন্দ্বী ব্রতাদি-নিকৰ্পন ।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 কহিলাম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ ॥
 এ জগতে সমুদয় ব্রত আছে যত ।
 তাহার মাঝারে শ্রেষ্ঠ জন্মাক্ষমী ব্রত ॥
 কৃপা করি মোরে আজ কহ মহাশয় ।
 ব্রতকালে ভোজনেতে কোন্ দোষ হয় ॥
 জযন্তী-যোগের ফল হয় বা কেমন ।
 উপবাসে কিবা ফল বল নারায়ণ ॥
 সংযম পারণ আর ব্রতের বিধান ।
 কৃপা করি মোরে আজি কহ ভগবান্ ॥
 নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ ।
 বিস্তারিয়া কহি সব শুন তপোধন ॥
 প্রথমতঃ সপ্তমীতে হ'য়ে স্নানযত ।
 হবিষ্য করিয়া কর এই মহাব্রত ॥
 পারণ-দিবসে পুনঃ হবিষ্য করিবে ।
 অষ্টমীতে সূর্যোদয়ে শযন ত্যজিবে ॥
 প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি তারপরে ।
 সঙ্কল্প করিবে পরে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 কৃষ্ণের ঐতিহ্য তরে উপবাস-ব্রত ।
 এই কথা মনে মনে জানিবে সতত ॥
 ভাদ্রপদী অষ্টমীতে ব্রত যেই করে ।
 বহু পুণ্য হয় তার অবনী-ভিতরে ॥
 মন্বাদি দিনেতে স্নান পূজনে যেমন ।
 ভাদ্রোষ্টমী-স্নানে পুণ্য হইবে তেমন ॥
 এই দিনে পিতৃগণে দেয় যেই জল ।
 শতবর্ষ গয়াশ্রদ্ধ তুল্য হয় ফল ॥
 ব্রতদিনে স্নান আদি করি সমাপন ।
 নিশ্চয় করিবে এক সূতিকা-ভবন ॥
 লৌহ খড়্গ অগ্নি আদি করি আনয়ন ।
 সূতিকা-গৃহেতে সব করিবে স্থাপন ॥

নাড়ী-ছেদনের যন্ত্র আনি তারপরে ।
 যতনে রাখিবে সেই সূতিকার ঘরে ॥
 ধাত্রীরাপা নারী এক চাই সে সময় ।
 স্থপশ্চিত একজন সেথা যেন রয় ॥
 অষ্ট প্রকারের ফল করিবে যোগাড় ।
 দ্রিষ্ট খাণ্ড দ্রব্য চাই বিবিধ প্রকার ॥
 জাতিফল নারিকেল দাড়িম্ব শ্রীফল ।
 জম্বীর কুম্ভাণ্ড আদি চাই এ সকল ॥
 মধুপৰ্ক অর্ঘ্য বস্ত্র পাণ্ড ও আসন ।
 জল শয্যা গন্ধ পুষ্প তাম্বুল ভূষণ ॥
 ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি ব্রতকালে চাই ।
 শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিও সদাই ॥
 প্রথমে করিয়া ধীরে পাদ-প্রক্ষালন ।
 পরিবে তাহার পর বিশুদ্ধ বসন ॥
 আসনে বসিয়া শেষে করি আচমন ।
 উচ্চারণ কর ধীরে স্বস্তির বচন ॥
 স্থাপন করিয়া ঘট ভক্তি-সহকারে ।
 তাহাতে পূজন কর পক্ষ দেবতারে ॥
 অনন্তর সেই ঘটে ভক্তিযুক্ত মন ।
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরে কর আবাহন ॥
 দৈবকী যশোদা নন্দ যজ্ঞী বহুদেব ।
 বহুদেবী ব্রহ্মা বলী ব্যাস বলদেব ॥
 অশ্বখামা হনুমান্ আর বিভীষণ ।
 কৃপাচার্য্য আদি সবে কর আবাহন ॥
 তারপর একমনে ভক্তি-সহকারে ।
 শ্রীহরির স্তবস্ততি কব বারে বাবে ॥
 সামবেদ-উক্ত ধ্যান অতি মধুময় ।
 সনৎকুমারে কহে ব্রহ্মা মহাশয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বালকরূপী অতি মনোহর ।
 নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর ॥
 বিকশিত পদ্মগম স্তম্ভের বদন ।
 পঙ্কজের তুল্য তাঁর যুগল নয়ন ॥
 অনন্ত ও ব্রহ্মা শিব চিরকাল ধরে ।
 একমনে শ্রীহরির নাম ধ্যান করে ॥

খনীন্দ্র য়নীন্দ্র আদি করে তাঁর ধ্যান ।
 ধ্যানযোগে যোগী তাঁর অন্ত নাহি পান ॥
 অচিন্ত্য অভুল তিনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 ভক্তিতরে আমি করি তাঁহার ভজন ॥
 এইরূপ ভগবানে ধ্যান করি ব্রতী ।
 আরম্ভ করিবে ব্রত ভক্তিতরে অতি ॥
 দানমন্ত্র কহি তোমা শুন দিয়া মন ।
 ব্রতকালে এই সব করিবে অর্পণ ॥
 শুন শুন ভগবান্ হরি সনাতন ।
 তোমায়ে প্রদান করি বিচিত্রে আসন ॥
 বহিঃশুদ্ধ বস্ত্র তোমা করিহু প্রদান ।
 চিত্রযুক্ত সেই বস্ত্র লহ ভগবান্ ॥
 স্বর্ণপাত্রে অবস্থিত অতি সুনির্মল ।
 পাদপ্রক্ষালন-তরে দান করি জল ॥
 মধু স্নাত দধি দুগ্ধ শর্করাদি যত ।
 প্রদান করিয়া তোমা করি এই ব্রত ॥
 দুর্বাদল গুল্লপুষ্প অঙ্কুর চন্দন ।
 কস্তুরী প্রভৃতি তোমা কবিনু অর্পণ ॥
 সুবাসিত বিষ্ণুতৈল করিহু প্রদান ।
 কৃপা করি তাহা তুমি লহ ভগবান্ ॥
 রত্নময় শয্যা তোমা করিহু অর্পণ ।
 সেই মনোহর শয্যা কবহু গ্রহণ ॥
 কস্তুরীর রসযুক্ত সুবাসিত জল ।
 ভক্তিসহকারে তোমা অর্পিহু সকল ॥
 স্বর্গন্ধি কুসুম তোমা কবিনু প্রদান ।
 তুচ্ছ হ'বে তুমি তাহা লহ ভগবান্ ॥
 মিষ্ট দ্রব্য আর যত পক্ষি মিষ্ট ফল ।
 তোমার চরণে আমি অর্পিহু সকল ॥
 লড্ডুক মোদক স্নাত ক্ষীর মধু গুড় ।
 ভক্তিতরে আজি আমি অর্পিহু প্রচুর ॥
 কর্পূরাদি সুবাসিত তাহুল মোহন ।
 ভক্তি-সহকারে আমি কবি নিবেদন ॥
 সুবাসিত আবীরাদি করিহু প্রদান ।
 এই সব দ্রব্য তুমি লহ ভগবান্ ॥

শ্রীতীকর গন্ধ ধূপ করিহু অর্পণ ।
 সন্তুষ্ট হইয়া তুমি করহ গ্রহণ ॥
 দীপ্তিকর দীপ তোমা করিহু প্রদান ।
 কৃপা করি আজি তুমি লহ ভগবান্ ॥
 তোমায়ে অর্পণ করি জল সুনির্মল ।
 প্রদান করিহু তোমা নানাবিধ ফল ॥
 নানা পুষ্প গন্ধযুক্ত গ্রথিত সুন্দর ।
 রচনা করিহু এই মালা মনোহর ॥
 সুবাসিত পুষ্পমালা করিহু অর্পণ ।
 কৃপা করি দয়াময় করহ গ্রহণ ॥
 এই মত নানা দ্রব্য করি নিবেদন ।
 ভক্তিভাবে করিবেক শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ ॥
 অষ্টফল নিবেদন করিবেক পরে ।
 বংশবৃদ্ধি হেতু ব্রতী পূজিবে ঈশ্বরে ॥
 পুষ্পাঞ্জলিভ্রম পরে করিয়া ভকতি ।
 অর্পণ করিয়া পরে করিবে প্রণতি ॥
 এইরূপে সব বস্তু কবিয়া অর্পণ ।
 আবাহিত দেবগণে করিবে পূজন ॥
 সুন্দর কুসুম নন্দ আদি গোপগণ ।
 রাধিকা ভারতী লক্ষ্মী ব্রহ্মা পঞ্চানন ॥
 গণেশ কার্তিক আর যত গ্রহগণে ।
 পূজন করিবে পরে ভক্তিযুক্ত মনে ॥
 সকলে পূজা করি প্রণাম করিবে ।
 ব্রাহ্মগণে ডাকি দক্ষিণাদি দিবে ॥
 বিত্ত সাধ্য নাহি করি উপাস করে ।
 সর্ববিধ ফল তবে পাষ সেই নরে ॥
 সর্ববস্তু এইভাবে করি নিবেদন ।
 শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্মরি করিবে অর্পণ ॥
 এইরূপে পূজা আদি করি সমাপন ।
 শ্রীহরির জন্মকথা করিবে শ্রবণ ॥
 কুশাসনে অবস্থান করি ব্রতী জন ।
 সমস্ত রজনীকাল কর জাগরণ ॥
 প্রভাতে আহ্নিকপূজা করি সমাপন ।
 ভক্তিতরে শ্রীহরির করিবে পূজন ॥

তারপর ব্রাহ্মণেই ভোজন করাও ।
 সর্বশেষে শ্রীহরির নাম গান গাও ॥
 নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 ব্রতের বিধান আমি করিছু শ্রবণ ॥
 জানিতে আমার বড় অভিলাষ হয় ।
 উপবাসে জাগরণে কোন্ ফলোদয় ॥
 ব্রতকালে ভোজনেতে কোন্ পাপ হয় ।
 রূপা করি মোরে আজ কহ মহাশয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মহামতি ।
 সবিস্তারে সব কথা কহি তব প্রতি ॥
 জয়ন্তীযোগেতে যেই করে জাগরণ ।
 সেই দিনে উপবাস করে যেই জন ॥
 কোটিজন্মার্জিত পাপ দূর হয় তার ।
 সেই জন জীবমুক্ত হয় অনিবার ॥
 বোহিণীনক্ষত্রেযোগে শুন তপোধন ।
 জনম গ্রহণ করে দৈবকী-নন্দন ॥
 শ্রীহরির জন্ম-কথা অমৃত সমান ।
 সাবাত্সর পরাৎপর শোনে ভক্তিমান ॥
 অর্দ্ধরাত্রে অর্ধমীতে নক্ষত্র রোহিণী ।
 একত্রে হইলে যুক্ত জন্মকাল মানি ॥
 সেই মুখ্যকালে ঘটে কৃষ্ণের জনম ।
 জীবমুক্ত হয় জীব করিলে শ্রবণ ॥
 ইহাকে জয়ন্তী বলি সর্বলোক জানে ।
 উপবাস জাগরণ করে ভক্তিমানে ॥
 সমস্ত পণ্ডিত মিলি অতি কুতূহলে ।
 কাল মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইহাকেই বলে ॥
 বেদবাণী বলে ইহা বেদবিৎ জন ।
 উপবাস ব্রত আর রাত্রি জাগরণ ॥
 কোটি জন্মার্জিত পাপ ইহাতে বিনাশে ।
 সর্বদুঃখ দূর হয় সন্দেহ না আসে ॥
 সপ্তমী সহিত ঘটে অর্ধমী মিলন ।
 সেই তিথি অবশ্যই কবিবে বর্জনে ॥
 কৃষ্ণের জনমক্ষণে ভক্তিযুক্ত মনে ।
 পালিবে জয়ন্তী বেদ-বেদাঙ্গ বিধানে ॥

রোহিণী নক্ষত্র যবে হইবে অতীত ।
 ব্রতের পারণ করা বেদের বিহিত ॥
 তিথি যবে অন্ত হবে দেখি সেইক্ষণ ।
 হরিরে স্মরণ করি করিবে পারণ ॥
 উপবাস পারণেতে বহু পুণ্য হয় ।
 শুদ্ধির কারণ তাহা শুন মহাশয় ॥
 ব্রত উপবাস যদি অঙ্গহীন হয় ।
 কোন কালে হয় নাহি তাহে ফলোদয় ॥
 শাস্ত্রমতে শ্রেষ্ঠ হয় দিবসে পারণ ।
 অশুখায় ফল নাহি হয় কদাচন ॥
 অতএব ব্রতী জ্ঞানী জানিবে সদাই ।
 সাবধান মতে ব্রত পালিবে সবাই ॥
 যামিনীতে কোনজন না কর পারণ ।
 রোহিণী ব্রতের শুধু না আছে বারণ ॥
 পূর্বাহ্নে পারণ শ্রেয়ঃ দেবতা অর্চন ।
 রোহিণী ব্রতের আছে অশু আচরণ ॥
 বৃধ কিংবা সোমবারে জয়ন্তী তিথিতে ।
 ব্রত উপবাস কবে ভক্তিযুক্ত চিতে ॥
 পুনর্জন্ম লাভ আর না হ'বে তাহাব ।
 নিশ্চিত জানিবে ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥
 ব্রত যদি নাহি করে ধনহীন জনে ।
 উপবাস করে শুধু ভক্তিযুক্ত মনে ॥
 তাহার উপরে ভুখ হন সনাতন ।
 বহু পুণ্য হয় তার শুন তপোধন ॥
 জন্মার্ফমীরাত্রে যেই করে জাগরণ ।
 ভক্তিসহকারে ব্রত করে যেইজন ॥
 শতজন্মার্জিত পাপ দূর হয় তার ।
 সেইজন মুক্তিলাভ করে অনিবার ॥
 শুধু যদি উপবাস করে কোন জন ।
 অশ্বমেধ ফললাভ হইবে তখন ॥
 কৃষ্ণজন্মদিবসেতে যে করে ভোজন ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয় সেইজন ॥
 কোটিজন্মার্জিত পুণ্য নষ্ট তার হয় ।
 অবিশুদ্ধ রহে সেই সকল সময় ॥

যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বর্তমান রয় ।
নরকে রহিবে সেই নাহিক সংশয় ॥
সেই নরাধম পাণী আসি তারপরে ।
ভারতেতে বিষ্ঠামাথে কৃমিরূপ ধরে ॥
ক্রমে ক্রমে গৃধরূপে জন্মিবে সেজন ।
শূকরের জন্ম শেষে করিবে গ্রহণ ॥
খাপদ হইবে আর হইবে শৃগাল ।
সর্প-কাক-রূপে সেই রবে বহুকাল ॥
তারপর মানুষের রূপে জন্ম লবে ।
দরিদ্রের ঘরে সেই কুষ্ঠরোগী হবে ॥
ব্যাধ-রূপে জন্ম পরে লইবে সে জন ।
অতঃপর দহ্যদেহ কবিবে ধারণ ॥
বজ্রক ও তেলীকপে জন্মিবে আবার ।
দেবল ভ্রাক্ষণ-রূপে জন্ম হবে তার ॥
উপবাসে অদমর্থ হ'লে কোন জন ।
অবশ্য করায় যেন ভ্রাক্ষণ-ভোজন ॥
অথবা সাবিত্রীমন্ত্র যেন জপ করে ।
প্রাণায়াম করে যেন বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
ধর্ম্মমুখে ব্রতকথা শুনিলাম যাহা ।
তোমার নিকটে আমি কহিলাম তাহা ॥
ব্রহ্মবৈবর্তেব কথা অতি স্তম্ভ্য ।
শ্রবণ করিলে হয় সর্ব্ব পাপ দূর ॥
সর্ব্ব ছুঃখ দূরে যায়, পুণ্য লাভ হয় ।
অস্তিত্বমেতে মুক্তিলাভ করিবে নিশ্চয় ॥
সংসারের তাপে দন্ধ নরনারী যত ।
পুরাণের হৃদা-পান কর অবিবত ॥
প্রাণে শান্তি লাভ সবে করিবে প্রচুর ।
বিপদ ঘুচিবে সব বিঘ্ন হবে দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দশম অধ্যায়

নন্দ, যশোধরা, বোহিণী এবং বলদামেব
জন্মবৃত্তান্ত ।

নারদ কহিলা, প্রভু কি কহিব আর ।
শুনিলাম তব মুখে কথা চমৎকার ॥
আরো কিছু শুনিবারে বাসনা আমার ।
কৃপা করি সেই কথা কহ এইবার ॥
কৃষ্ণের আপন গৃহে পাইল যখন ।
কিরূপ উৎসব নন্দ করিল তখন ॥
নন্দের ভবনে কৃষ্ণ কত কাল রয় ।
সেই কথা মোরে আজ কহ মহাশয় ॥
শ্রীহরির বাল্যলীলা করহ বর্ণন ।
কোন্ প্রকারের কহ বৃন্দাবন বন ॥
রাধার নিকটে হরি করিলা যে পণ ।
কিরাপে রাখিল তাহা কহ নারায়ণ ॥
কিরূপ দেখিতে হয় রাসেব মণ্ডল ।
সবিস্তারে সব কথা কহ অবিকল ॥
রাসক্রীড়া জলক্রীড়া যত কিছু আছে ।
অনুগ্রহ করি প্রভু কহ যোর কাছে ॥
যশোদা বোহিণী নন্দ কত কাল ধরে ।
তপস্যা করিবাছিল, কহ প্রভু মোরে ॥
হরিপূর্ব্ব বলদেব কোথায় জন্মায় ।
প্রকাশ করিবা তাহা বলহ আমার ॥
কৃষ্ণ-অংশজাত ভূমি হরি নারায়ণ ।
আরাধনা করে তোমা যোগী ঋষিগণ ॥
তোমার মুখের কথা অমৃত সমান ।
কহ প্রভু ব্রহ্মায কৃষ্ণের আখ্যান ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
তোমাতে সকল কথা করি নিবেদন ॥
অনন্ত ও ব্রহ্মাদেব কান্তিক গণেশ ।
ধর্ম্ম কুর্ন্ম আমি নব আর শ্রীমহেশ ॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত এই নয় জন ।
শ্রীহরির ধ্যান মোরা করি অনুক্ষণ ॥

কৃষ্ণের অপূর্ব লীলা বর্ণিতে কে পারে ।
 তাঁহার মহিমা কেহ বর্ণিবারে নারে ॥
 আমরা না পারি তাঁরে করিতে বর্ণন ।
 কিরূপে বর্ণিবে তাঁরে যত স্থবীগণ ॥
 বরাহ বামন কঙ্কী বৃদ্ধ মীন আর ।
 কপিল প্রভৃতি হয় তাঁর অবতার ॥
 পূর্ণ অবতার হন নৃসিংহ ও রাম ।
 খেতবীপে বিরাজিত দৌহে অবিরাম ॥
 বৈকুণ্ঠধামেতে আর গোকুলের মাঝ ।
 পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ করেন বিরাজ ॥
 রাধাকান্ত রূপে হরি কৃষ্ণ সনাতন ।
 গোকুলে ও গোলোকেতে বিরাজিত রন ॥
 কমলার কান্ত রূপে বৈকুণ্ঠের মাঝ ।
 চতুর্ভুজরূপে হরি করেন বিরাজ ॥
 তাঁহার মহিমা চিন্তা করে যোগিগণ ।
 ভক্তগণ ধ্যান কবে তাঁর শ্রীচরণ ॥
 রোহিণী যশোদা নন্দ উগ্র তপস্থায় ।
 কিরূপে হরিরে পাষ কহিব তোমায ॥
 পূর্বের নন্দ্রোণ নামে ছিল তপোধন ।
 তাঁর পত্নী ছিল ধরা শুন দিবা মন ॥
 যশোদার রূপে ধরা জন্ম লাভ করে ।
 রোহিণী রূপেতে বজ্র আসে ধরা'পরে ॥
 ইহাদের জন্মকথা করিব বর্ণন ।
 বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন হে স্রজন ॥
 একদা ধরা ও দ্রোণ ভাবত-মাঝারে ।
 আদিল শ্রীগোতমের আশ্রমের ধারে ॥
 স্তম্ভভা নদীর তীরে কৃষ্ণের কারণ ।
 অযুত বৎসর তপ করে দুইজন ॥
 তবুও কৃষ্ণের দেখা তাঁরা নাহি পায় ।
 ভাবিয়া আকুল অতি ক্ষীণ হয় কাষ ॥
 ভাবে মনে যদি নাহি পাই কৃষ্ণধন ।
 রাখিয়া কি ফল তবে এ ছার জীবন ॥
 কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাই বলে সকাতরে ।
 কোথা কৃষ্ণ দেখা দাও বারেকের তরে ॥

এত যে কঠোর তপ করিলু সাধন ।
 তথাপি তোমার নাহি পাই দর্শন ॥
 জীবনেতে কিবা কাজ বলহে গৌসাই ।
 তোমা বিনা মোরা আর কিছু নাহি চাই ॥
 কাতর বচনে তাঁরা কৃষ্ণে স্তব করে ।
 সজল নয়ন আর ভক্তিমুক্ত করে ॥
 হরির দর্শন তবু নাহি তাঁরা পায় ।
 অগ্নি-মাঝে প্রাণত্যাগ করিবারে যায় ॥
 সহসা আকাশবাণী শুনিল তখন ।
 শুন শুন দ্রোণ, তুমি আমার বচন ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে ঝাঁর ধ্যান ।
 যোগী মুনি স্বপ্নে ঝাঁর দর্শন না পান ॥
 তোমাদের পুত্ররূপে সেই সনাতন ।
 জন্মান্তরে গোকুলেতে করিবে গমন ॥
 অতএব মোর বাক্য করহ শ্রবণ ।
 না কর জীবন ত্যাগ বুধা অকারণ ॥
 তোমাদের মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে ।
 দৈর্ঘ্য ধরি কিছু কাল প্রতীক্ষা করিবে ॥
 শুনিবা আকাশবাণী আনন্দিত মনে ।
 দ্রোণ আর ধরা যায় আপন ভবনে ॥
 শুনহ নারদ ঋষি কৃষ্ণ বিবরণ ।
 বাহার শ্রবণে হয় পাণের মোচন ॥
 কৃষ্ণ-পিতা দ্রোণ এই পরজন্মে হয় ।
 ধরা সতী কৃষ্ণ-মাতা হইল নিশ্চয় ॥
 কালক্রমে দৌহে জন্ম লব পুনর্ব্বার ।
 হেরিলা হরির মুখ গোকুল-মাঝার ॥
 যশোদা নন্দের কথা করিলু বর্ণন ।
 রোহিণীর কথা এবে শুন তপোধন ॥
 দেব ও নরের পিতা কষ্টাপ স্রমতি ।
 প্রধান দুইটি পত্নী বজ্র ও অদिति ॥
 ত্রয়োদশ পত্নী মধ্যে ইহার দু'জন ।
 গুণে-জ্ঞানে সর্ব্বভাবে অদ্বার ভাজন ॥
 অদिति গর্ভেতে জন্মে যতেক দেবতা ।
 এইহেতু তিনি হন সর্ব্বদেব-মাতা ॥

অপর্যায়ী যিনি কজ্জ নাম ধরে ।
 পরমা স্তম্ভরী নারী খ্যাত চরাচরে ॥
 একদা অদিতি তাঁরে শাপ দান করে ।
 পাঠালেন নরলোকে মানব মাঝারে ॥
 এতক শুনিয়া তবে বিধির নন্দন ।
 হরিকে জিজ্ঞাসে সেই শাপের কারণ ॥
 নারদের বাক্য শুনি দেব নারায়ণ ।
 কহিলেন, শুন তবে সেই বিবরণ ॥
 একদা অদিতিদেবী হ'য়ে ঋতুমতী ।
 সংবাদ পাঠায় স্বামী কশ্যপের প্রতি ॥
 তারপর ঋতু-স্নান করি ফুল্লমনে ।
 সজ্জিতা হইলা সতী বস্ত্রের ভূষণে ॥
 বেশভূষা করি দেবী বিবিধ প্রকার ।
 দর্পণে নিজের মুখ হেরে বারংবার ॥
 ললাটে সিন্দূরবিন্দু শোভে চমৎকার ।
 কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে কিবা শোভা তার ॥
 নাসিকায গজমূর্ত্তা শোভিছে উজ্জ্বল ।
 শরভের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল ॥
 পদ্মসম নেত্রদ্বয় অতি স্তম্ভন ।
 তাহাতে করেছে দেবী কজ্জল রচন ॥
 দাড়িম্ব বীজের সম দন্তরাজি তার ।
 মনোহর হাস্য দেবী করে অনিবার ॥
 সর্বদেহে অলঙ্কার শোভিছে স্তম্ভর ।
 পকবিন্দুসম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥
 কামবাণে প্রণীড়িত তাহার অন্তর ।
 পতি-আগমন-পথ চাহে নিরন্তর ॥
 কিন্তু হায়, সব আশা ব্যর্থ তার হয় ।
 দারুণ সংবাদ সতী পায় সে সময় ॥
 অদিতি বারতা পায় সহচরীমুখে ।
 কশ্যপের সহ কজ্জ জ্ঞীড়া কবে মুখে ॥
 কশ্যপের জোড়ে কজ্জ করিছে বিবাজ ।
 শুনিয়া তাহার যেন শিরে পড়ে বাজ ॥
 কামবাণে ব্যাকুলিতা অদিতি তখন ।
 কজ্জর উদ্দেশে বলে কঠোর বচন ॥

পাগীধনী কজ্জ অতি মত্ত ব্যভিচারে ।
 অভিশাপ আমি আজ দিলাম তাহারে ॥
 দেবালয়ে রহিবার উপযুক্ত নয় ।
 মানবযোনিতে গিয়া জন্ম যেন লয় ॥
 নিরন্তর থাকিবেক নরের ভিতর ।
 পতির অভাবে সদা হইবে কাতর ॥
 চব্বয়ে এই কথা কবিতা শ্রবণ ।
 অদিতিরে কজ্জ শাপ দানিল তখন ॥
 অদিতি ধ্বাতে গিয়া জন্মায়ুক্ত হ'য়ে ।
 জন্ম লাভ করে যেন মানব-আলয়ে ॥
 অতঃপর নিজ ভাগ্য করিয়া স্মরণ ।
 কান্দিয়া বলিল কজ্জ কশ্যপে তখন ॥
 সতীনের অভিশাপে বক্ষ জ্বলে যায় ।
 তুমি না রাখিলে প্রভু কি হবে উপায় ॥
 সাহুনা প্রদান করি কশ্যপপ্রবর ।
 সহোদরি কজ্জের ধীরে কহে অতঃপর ॥
 শুন শুন স্নহাসিনি করিও না ভয় ।
 তব সহ মর্ত্যে আমি যাইব নিশ্চয় ॥
 সেখায় হেরিবে তুমি শ্রীহরির মুখ ।
 স্তম্ভন হও দেবী কবিও না দুখ ॥
 এই কথা বলি তাবে কশ্যপ তখন ।
 অদিতির ভবনেতে করিলা গমন ॥
 অদিতির গনোবাস্তা পুরিল এবার ।
 দেবরাজ জন্মিলেন গর্ভমাত্রে তার ॥
 অদিতি দৈবকী-রূপে জন্মে তারপর ।
 বোহিণী-রূপেতে জন্মে কজ্জ অনন্তর ॥
 বহুদেব-রূপে জন্মে কশ্যপপ্রবর ।
 তাঁর পুত্ররূপে হরি জন্মে অতঃপর ॥
 গোপনীয় সব কথা করিহু বর্ণন ।
 বলরাম-জন্মকথা শুন তপোধান ॥
 বলরাম-কাপে জন্মে অনন্ত মহান্ ।
 সহস্রটি কণা যার শুন মতিমান্ ॥
 বোহিণী-রূপেতে পরে ধরাতে আসিয়া ।
 হইলেন কজ্জদেবী বহুদেবপ্রিয়া ॥

দূরন্ত কংসের ভয়ে শুন তপোধন ।
 রোহিণী গোকুল মাঝে করে পলায়ন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে মায়া তারপরে ।
 দৈবকীর গর্ভ রাখে রোহিণী-জঠরে ॥
 সপ্তম সে গর্ভ রাখি রোহিণী-উদরে ।
 মাযাদেবী কৈলাসেতে যায় তাবপরে ॥
 এইরূপে কিছুদিন কাটিল যখন ।
 রোহিণী প্রসব কবে সুপুত্র রতন ॥
 তপ্ত রজতের সম বরণ সুন্দর ।
 কৃষ্ণ-অংশুরূপী পুত্র অতি মনোহর ॥
 ব্রহ্মতেজে জ্যোতির্ময় অতীব উজ্জ্বল ।
 শরতের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল ॥
 জন্মমাত্রে আনন্দিত হয় দেবগণ ।
 স্বর্গেতে ছন্দুভিধ্বনি হয় অনুক্ষণ ॥
 চতুর্দিকে শব্দ বাজে, হয় হরিনাম ।
 স্বর্গমাঝে জঘধ্বনি হয় অবিরাম ॥
 উৎসব করিয়া নন্দ আনন্দিত মনে ।
 ধন দান করিলেন যত বিপ্রগণে ॥
 ধাত্রী আসি বালকের নাড়ী ছেদ কবে ।
 স্নিগ্ধজলে স্নান তারে করাইল পরে ॥
 জলধ্বনি করে সেথা যত গোপীগণ ।
 গোকুলের লোক যত আনন্দে মগন ॥
 ব্রাহ্মণীগণেরে ডাকি যশোদা তখন ।
 মহানন্দে করিলেন ধন বিতরণ ॥
 এইরূপে বলরাম গোকুলে জন্মাষ ।
 কৃষ্ণের সমান পুত্র কহিনু তোমায় ॥
 কৃষ্ণ আর বলরামে ভেদ নাহি হয় ।
 এক আত্মা দুই দেহে জানিবে নিশ্চয় ॥
 কৃষ্ণ-বলরামে যেই বিভেদ ভাবিবে ।
 অনন্তনরক ভোগ অবশ্য করিবে ॥
 এত শুনি জিজ্ঞাসিল নারদ স্তম্ভন ।
 নন্দপুত্রোৎসব কথা বলহ এখন ॥
 নারায়ণ বলে তবে প্রফুল্ল অন্তরে ।
 কহি আমি সেই কথা শুন সবিস্তারে ॥

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মকথা অতি মধুময় ।
 শুনিলে সকল পাপ দূরীভূত হয় ॥
 সুখমোক্ষপ্রদ তাহা মঙ্গলজনক ।
 জন্ম মৃত্যু জরা আর বিষ বিনাশক ॥
 যেজন শ্রবণ করে ভক্তিবৃন্ত মনে ।
 শ্রীহরির দাস্য ভক্তি পায় সেই জনে ॥

● নন্দোৎসব বর্ণন ।

নারদেের সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ ।
 অপূর্ব কাহিনী এবে করহ শ্রবণ ॥
 বহুদেব নিজপুত্র রাখি নন্দঘরে ।
 নন্দের কন্ডারে ল'য়ে আসে ত্বর ক'বে ॥
 কন্ডার সকল কথা পূর্বের তপোধন ।
 আমার মুখেতে তুমি কবেছ শ্রবণ ॥
 এক্ষণে কৃষ্ণের কথা শুন মহাশয় ।
 মঙ্গলজনক তাহা অতি সুধাময় ॥
 বহুদেব স্বভবনে করিলে গমন ।
 যশোদা ও নন্দ দৌড়ে করিলা দর্শন ॥
 মদনমোহন পুত্র অতি মনোহর ।
 নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর ॥
 শারদীষ-চন্দ্র-সম বদন তাহার ।
 উজ্জ্বলগে সেই পুত্র চাহে অনিবার ॥
 নীল-ইন্দীবর-সম সুন্দর লোচন ।
 ক্ষণে হাস্য করে, ক্ষণে কবিছে জন্দন ॥
 ধূলি-ধূসরিত দেহে সেই পুত্রধন ।
 বারে বারে হস্তপদ করে সঞ্চালন ॥
 পুত্রের মোহন কাস্তি করিয়া দর্শন ।
 যশোদা ও নন্দ হই আনন্দে মগন ॥
 শীতল জলেতে স্নান করায় তাহারে ।
 নাড়ী ছেদ করে ধাত্রী যত্ন সহকারে ॥
 জঘ জঘ ধ্বনি কবি যত গোপীগণ ।
 নন্দের ভবনপানে করে আগমন ॥
 বালকে দর্শন করি পূর্ণ হয় সাধ ।
 ক্রোড়েতে করিয়া সবে কবে আশীর্ব্বাদ ॥



বদন বিকৃত কবি ববিধা টাংকাব ।

পুতনা বাকসী পড়ে হুঁমি মাঝাব ॥

রূপের প্রশংসা তার করে কোন জন ।
 কেহ তার বদনেতে করিল চুম্বন ॥
 যেই জন তার পানে চাহে একবার ।
 ফিরাতে না পারে আর নয়ন তাহার ॥
 এমন যোহন রূপ কে দেখেছে কবে ।
 শিশু ল'য়ে কাড়াকাড়ি করে গোপী সবে ॥
 কেহ তারে বক্ষে ধরে সোহাগের ভরে ।
 মস্তকে বুলায় হাত প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 স্নানাহার ত্যাগ করি গোপিনী সকলে ।
 হেরিতে শিশুর মুখ আসে দলে দলে ॥
 স্নান সমাপন করি নন্দ তারপরে ।
 বিশুদ্ধ যুগল বস্ত্র পরিধান করে ॥
 বিধিমত সব কার্য্য করি সমাপন ।
 করাইল হৃষ্টমনে ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
 বাজিল মঙ্গল বাণ অতি সুমধুর ।
 ধন দান নন্দ সবে করিল প্রচুর ॥
 ধন রত্ন প্রবালাদি হীরা আদি যত ।
 বিপ্রগণে নন্দ দান করে অবিরত ॥
 স্বর্ণ কাঞ্চন রৌপ্য দুহ্ম নবনীত ।
 ধাতু চিনি দধি মধু মিকান ও স্নত ॥
 লড্ডুক মোদক আদি করে বিতরণ ।
 ভূমি গাভী ঘোটকাদি করিল অর্পণ ॥
 পুত্রের মঙ্গল তরে স্তিকা-ভবনে ।
 নিযুক্ত করিল নন্দ মন্ত্ৰস্ত্র ব্রাহ্মণে ॥
 বেদপাঠ করে সবে নন্দের ভবনে ।
 সুমধুর হরিনাম উঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥
 দেবতাব পূজা করে ব্রাহ্মণ সকল ।
 শ্রীহরির কীর্ত্তনাদি হয় অবিরল ॥
 ব্রহ্মা ও বরহ্মা যত বিপ্রপত্নীগণ ।
 নন্দের ভবনে সবে করে আগমন ॥
 সকলেরে দেয় নন্দ নানা উপহার ।
 ধন রত্ন আদি দেয় বিবিধপ্রকার ॥
 নন্দের ভবনে আসে গো-পালিকাগণ ।
 রৌপ্য বস্ত্র গাভী নন্দ করে বিতরণ ॥

শাস্ত্রবিশারদ আসে গণকের দল ।
 শিশুরে আশিস্ সবে করে অবিরল ॥
 এইরূপে গোকুলেতে হুখে দিন যায় ।
 চন্দ্রকলা-সম শিশু ক্রমে বৃদ্ধি পায় ॥
 যশোদা রোহিণী দৌহে আনন্দিত মনে ।
 মিন্দুর তাড়ুল ধন দেষ জনে জনে ॥
 যশোদা রোহিণী দুই হরষিত অতি ।
 পেয়ে কৃষ্ণ বলরাম অগতির গতি ॥
 গোপ-গোপী সবে লভে আনন্দ অপার ।
 কৃষ্ণ বলরাম নাম হইল প্রচার ॥
 রাম-কৃষ্ণ জন্মকথা যে শুনিবে কাণে ।
 অবনত ভক্তিরস উছলিবে প্রাণে ॥
 বিদ্র দূরে যাবে তার, নাহি কোন ভয় ।
 শাস্তি লাভ করিবে সে সকল সময় ॥
 শ্রীহরির জন্মকথা স্থধার সমান ।
 যে জন শ্রবণ করে জুড়ায় পরাণ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একাদশ অধ্যায় পুতনা বধ ।

একদিন সভামধ্যে সভাসদ সনে ।
 বসিবাছিলেন কংস স্বর্ণ-সিংহাসনে ॥
 মহলা আকাশবাণী শোনে নরপতি ।
 শুন শুন কংসরাজ, কহি তব প্রতি ॥
 তুমি অতি যুটজন কি কহিব আর ।
 স্বীয় মঙ্গলের চিন্তা কর অনিবার ॥
 তোমার করিবে যেই বিনাশ-সাধন ।
 ধরণীতে জন্ম লাভ করেছে সে জন ॥
 বহুদেব তার পুত্র রাখি নন্দ-ঘরে ।
 তার কন্যা নিজ ঘরে আনয়ন করে ॥
 সেই কন্যা মহামায়া কহিনু তোমাঘ ।
 বহুদেব পুত্র-রূপে শ্রীহরি জন্মায় ॥

তোমার বিনাশকারী সেই সনাতন ।
 নন্দের ভবনে বৃদ্ধি হতেছে এখন ॥
 দৈবকী-সপ্তমগর্ভে যেই পুত্র রঘ ।
 তাহারে আকৃষ্ট করে মায়া সে সমঘ ॥
 রোহিণীর গর্ভে পরে করিল স্থাপন ।
 সেই গর্ভে বলরাম জন্মিল তখন ॥
 তোমার হনন তরে কৃষ্ণ-বলরাম ।
 নন্দের ভবনে বৃদ্ধি পায় অবিরাম ॥
 হুখে ভুমি আছ রাজা, চিন্তা কিছু নাই ।
 পরিণাম চিন্তা কর কহিলাম তাই ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী কংস নরপতি ।
 পরিণাম ভাবি হয় চিন্তাময় অতি ॥
 আহারাদি নরপতি করি পরিহার ।
 নিজের মঙ্গল চিন্তা করে অনিবার ॥
 মুখে তার হাসি নাহি চিন্তাময় মুখ ।
 নিরন্তর করে ভয়ে ছুরু ছুরু বুক ॥
 কপালে লিখন কি যে ভাবিয়া না পায় ।
 দিনরাত একমনে ভাবিছে উপায় ॥
 বকের ভগিনী ছিল পুতনা নামেতে ।
 তাহারে ডাকিয়া কহে সভার মাঝেতে ॥
 প্রিয়তমা ভয়ী ভুমি শুন লো পুতনে ।
 মোর কথা শুন, যাও নন্দের ভবনে ॥
 আপনার স্তনে ভুমি গরল মিশাও ।
 নন্দের নন্দন-মুখে সেই স্তন দাও ॥
 মায়ামাত্র জান ভুমি, সেই মায়াবলে ।
 মানবীর রূপ ভুমি ধর হৃকোশলে ॥
 রাক্ষসীর রূপ ভুমি কর পরিহার ।
 নন্দের আশ্রয়ে যাও আদেশে আমার ॥
 দুর্ব্বাসার মন্ত্রবলে ভুমি অনুক্ষণ ।
 সর্বত্র করিতে পার গমনাগমন ॥
 ইচ্ছামত ধর রূপ বিবিধপ্রকার ।
 মানবীর রূপে যাও গোকুল-মাঝার ॥
 নিজের ভ্রাতার ইচ্ছ যদি ভুমি চাও ।
 নন্দ-পুত্রহত্যা-তরে গোকুলেতে যাও ॥

এইরূপ কথা কহি পুতনার প্রতি ।
 বিরত হইল তবে কংস নরপতি ॥
 কংসেরে প্রণাম করি পুতনা তখন ।
 গোকুলের উদ্দেশেতে করিলা গমন ॥
 পুতনা রাক্ষসী ধরে মানবী-আকার ।
 মায়া অঙ্গে শোভে তার রক্ত-মলঙ্কার ॥
 তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ দেহ হয় তার ।
 মস্তকে ধারণ করে কবরীর ভার ॥
 সিন্দূরের বিন্দু শোভে ললাটের মাঝে ।
 হৃন্দর মালতীমালা গলায় বিরাজে ॥
 রূপসীর বেশে চলি পুতনা তখন ।
 গোকুলে দেখিতে পায় নন্দের ভবন ॥
 গভীর পরিখা শোভে চারিদিকে তার ।
 নন্দের আশ্রয় রাজ্যে তাহার মাঝার ॥
 বিখ্যাত-বিনির্মিত নন্দের ভবন ।
 বহুবিধ মণিরাজে দীপ্ত অনুক্ষণ ॥
 ইন্দ্রনীল মরকত মণি শোভা পায় ।
 পদ্মরাগ মণি কত শোভিছে তাহার ॥
 স্বর্ণের কলস শোভে ভবন-শিখরে ।
 বিপুল প্রাকার রাজি আশ্রম ভিতরে ॥
 প্রাকারের চতুর্দিকে আছে চতুর্ধার ।
 লৌহের কপাট রাজ্যে তাদের মাঝার ॥
 চারিদ্বারে রহিয়াছে দ্বারপালগণ ।
 রক্ষণ করিছে সদা নন্দের ভবন ॥
 পুতনা গোকুলে আদি করিল দর্শন ।
 হৃন্দরী রূপসী কত করে বিচরণ ॥
 নানাবিধ মণিমুক্তা রত্ন স্বর্ধন ।
 নন্দের আশ্রম মাঝে শোভে অনুক্ষণ ॥
 কোটি কোটি দুগ্ধবতী গাভী-সমূহ ॥
 বিচরিছে গোর্ভ মাঝে সকল সমঘ ॥
 নিরন্তর কশ্মে ব্যস্ত দাসদাসীগণ ।
 গোকুলে প্রবেশ করে পুতনা তখন ॥
 পুতনা ধরিয়াছিল মানবীর দেহ ।
 দুর্ভাগ্য বলি কেহ তারে না করে সন্দেহ ॥

অপরূপ রূপ তার করিয়া দর্শন ।
মনে মনে চিন্তা করে যত গোপীগণ ॥
লক্ষ্মী কিংবা দুর্গাদেবী কৃষ্ণ দেখিবারে ।
কৃপা করি আসে বৃষ্টি গোকুল-মাঝারে ॥
চরণে প্রণাম করি গোপিনীর দল ।
বসাইবা সিংহাসনে শুধায় কুশল ॥
সকলের মাঝখানে সিংহাসনে বসি ।
মনে-মনে হাস্য করে পুতনা রাক্ষসী ॥
যুক্ত করে গোপীগণ শুধায় তখন ।
কহ দেবি, কোথা হতে তব আগমন ॥
কি নাম তোমার দেবি কহ কৃপা করি ।
কি কারণে এই স্থানে আসিলে ঈশ্বরী ॥
কোথায় নিবাস তব কহ ভগবতি ।
সকল জানিতে মন ব্যাকুলিত অতি ॥
তাদের সকল প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ ।
পুতনা মধুর স্বরে কহিল তখন ॥
মথুরাবাসিনী আমি, শুন গোপীগণ ।
হেরিতে আসিহু আমি নন্দের নন্দন ॥
বারতা পাইহু আমি মুখেতে চরের ।
মনোহর পুত্র এক হইল নন্দের ॥
ব্রাহ্মণের ভার্য্যা আমি হইবাছে সাধ ।
করিব তাহারে আমি শুভ আশীর্বাদ ॥
যে কারণে গোকুলেতে য়োর আগমন ।
নন্দের নন্দন শীঘ্র কর আনয়ন ॥
হেরিবা তাহাব মুখ, আশীর্বাদ ক'রে ।
কিরিয়া যাইব পুনঃ মথুরা-নগরে ॥
যশোদা তাহার কথা করিয়া শ্রবণ ।
পুত্রেতে তাহার কাছে করে আনয়ন ॥
বালকেরে জোড়ে করি পুতনা তখন ।
বারবার-মুখ তার করিল চুষন ॥
কপট-সোহাগ ভবে বৃকে চাপি ধরে ।
তারপর বালকেরে শুভ দান করে ॥
যশোদারে ডাকি কহে পুতনা হৃন্দরী ।
নারায়ণ-ভুল্য পুত্র আছা বরি মরি ॥

যত দেখি তত হয় ইচ্ছা দেখিবারে ।
মনে হয় মুখচন্দ্রে হেরি বারে বারে ॥
কিবা অপরূপ কাস্তি মদনমোহন ।
আসিয়া জন্মিল যেন হরি নারায়ণ ॥
বিষাক্ত স্তনের দুগ্ধ প্রফুল্ল অন্তরে ।
সুধার সমান যেন শিশু পান করে ॥
এইরূপে শিশু যত পান করে স্তন ।
ব্যথার কাতর হয় পুতনা তখন ॥
শিশু স্তন নাহি ছাড়ে চুম্বিয়া চুম্বিয়া ।
পুতনার প্রাণ যেন লইল শুবিয়া ॥
বদন বিকৃত করি করিয়া চীৎকার ।
পুতনা রাক্ষসী পড়ে ভূমির মাঝার ॥
এইরূপে স্থল দেহ পরিহার করি ।
পুতনা গোলোকে যায় রক্তরথে চড়ি ॥
রক্তের নির্ম্মিত রথ অতি মনোহর ।
দর্পণ, চামর শোভে তাহার ভিতর ॥
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে ।
রক্তের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥
একশত চক্রযুক্ত সে রথ হৃন্দর ।
পারিষদগণ রহে তাহার ভিতর ॥
সেই রথে আরোহণ করি তারপর ।
পুতনা গোলোকধামে চলিল সত্ত্বর ॥
দেখিয়া গোকুলবাসী মুগ্ধ হয় অতি ।
শুনিয়া বিস্মিত হয় কংস নরপতি ॥
শিশুরে কোলেতে করি যশোদা তখন ।
স্নেহভরে বক্ষে চাপি দান করে স্তন ॥
শিশুর মঙ্গলকার্য্য করিল ব্রাহ্মণ ।
শাস্ত্রবিদ্য আদি করে শাস্তি স্বস্ত্যয়ন ॥
পুতনার শব্দদেহ করিয়া সংকার ।
নন্দরাজ শাস্ত্রমতে ক্রিয়া করে তার ॥
নারদ কহিলা প্রভু, হরি নারায়ণ ।
অপূর্ব কাহিনী আমি করিহু শ্রবণ ॥
কৃপা করি ভগবান্ কহ য়োর প্রতি ।
রাক্ষসী-আকারে ছিল কোন্ পুণ্যবতী ॥

কোন্ ভাগ্যপুণ্ড্রে তার কৃষ্ণে দেয় স্তন ।
 কিবা পুণ্যফলে তার গোলোকে গমন ॥
 সন্দেহ ভঞ্জন কর ওগো দবাময় ।
 আমার মনেতে জাগে বিষম সংশয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 পূতনার পরিচয় দিতেছি এখন ॥
 বলিকণ্ঠা রত্নমালা, যজ্ঞের সময় ।
 বামনের রূপ দেখি অতি মুগ্ধা হয় ॥
 পুত্রস্নেহবশে কণ্ঠা ভাবে অনিবার ।
 পুত্রভুল্য হয় যদি বামন আমার ॥
 মেহভরে বক্ষে তারে করিয়া ধারণ ।
 মনের আনন্দে আমি দিব তারে স্তন ॥
 জানিয়া মনের ভাব হরি ভগবান্ ।
 জন্মান্তরে স্তন তার করিলেন পান ॥
 রত্নমালা জন্মান্তরে স্তন তপোধন ।
 পূতনা-রাক্ষসী-রূপ করিল ধারণ ॥
 তার অভিলাষ পূর্ণ করি সনাতন ।
 শিশু-রূপে পান করে বিষমাখা স্তন ॥
 এইরূপে মাতৃগতি লাভ করি শেষে ।
 গোলোকে পূতনা যায মনোহর বেশে ॥
 নিরস্তর ভজ্জ সবে শ্রীকৃষ্ণের নাম ।
 স্তব্ধমাখা কৃষ্ণনাম কর অবিরাম ॥
 অসার-সংসার-মাঝে কৃষ্ণনাম সার ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বদনেতে বল অনিবার ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি স্মধুর ।
 জ্ঞাপন করিলে সব পাণ হয় দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মপঞ্চম একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বাদশ অধ্যায়

তৃণাবর্তীহর বধ ও তাহার শাপ-মোচন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন হে স্মৃতি ।
 বিচিত্র কাহিনী আমি কহিব সম্প্রতি ॥

একদিন গোকুলেতে যশোদা যখন ।
 বালকেরে বক্ষ-মাঝে করিয়া ধারণ ॥
 গৃহকর্মে আপনার ব্যস্ত অতিশয় ।
 বায়ু-রূপে তৃণাবর্ত আসে সে সময় ॥
 মনে মনে জানি তাহা হরি সনাতন ।
 হইলেন ভারযুক্ত যশোদা নন্দন ॥
 সহিতে না পারি সতী বালকের ভার ।
 স্থাপন করিলা তারে শয্যার মাঝার ॥
 এইরূপে বালকেরে রাখিয়া শয্যায় ।
 যশোদা যমুনাতীরে স্নান তরে যায় ॥
 বাত্মরূপধারী সেখা তৃণাবর্তীহর ।
 বায়ু-রূপে শ্রীহরিরে ল'বে বাধ দূর ॥
 ক্রোধেতে গর্জন করি সেই দুরাচার ।
 শ্রীকৃষ্ণেরে তুলিলেক আকাশ মাঝার ॥
 কৃষ্ণ নিধনের ইচ্ছা ছিল তার মনে ।
 উঠাইল তাই তাঁরে শূণ্ড গগনে ॥
 মনে মনে হাসি তবে দেব নিরঞ্জন ।
 অস্থরের গলা চাপি করিল নিধন ॥
 শ্রীহরির স্পর্শ লাভ করে তৃণাহর-।
 দুর্বাসার অভিশাপ হয় তার দূর ॥
 যুক্তিলাভ করি শেষে রথ-আরোহণে ।
 হরির মন্দিরে বাধ আনন্দিত মনে ॥
 পূর্বকালে তৃণাবর্ত ছিল নরপতি ।
 পাণ্ড্যদেশে ছিল তার ঐতিপত্তি অতি ॥
 দুর্বাসার অভিশাপে সেই নৃপবর ।
 অস্থরযোনিতে আসি জন্মে অতঃপর ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-চরণস্পর্শে শাপ হয় দূর ।
 গোলোকে গমন কবে তৃণাবর্তীহর ॥
 যমুনা হইতে ফিরি যশোদা তখন ।
 শয্যা-মাঝে বালকেরে না করে দর্শন ॥
 চারিধারে অন্বেষণ করে বারবার ।
 বক্ষে করাবাত করি করে হাহাকার ॥
 ভিতরে বাহিরে খোঁজে শিশুরে না পায় ।
 ব্রজবাসিগণ সবে করে হাহা হাহ ॥

উচ্চৈঃস্বরে কেহ কেহ করিল রোদন ।
 মুচ্ছিত হইয়া সেথা পড়ে কোনজন ॥
 খুঁজিতে খুঁজিতে সবে পুষ্পের উত্থানে ।
 নন্দের বালকে তারা হেরিল সেখানে ॥
 সরোবরতীরে পদ্মে করিয়া শয়ন ।
 ভীত হ'য়ে কাঁদিতেছে নন্দের নন্দন ॥
 ধূলিধূসরিত তার শ্রাম কলেনবর ।
 উল্কে আকাশের পানে চাহে নিরন্তর ॥
 বালকে হেরিয়া নন্দ অতি দ্রুত গিয়া ।
 পুত্রেণে লইল ক্রোড়ে বক্ষেতে চাপিয়া ॥
 বারে বারে মুখ তার করি নিরীক্ষণ ।
 মনের আনন্দে নন্দ করিল ক্রন্দন ॥
 রোহিণী যশোদা দৌহে অশ্রুপূর্ণ চোখে ।
 চাপিয়া বক্ষের মাঝে ধরিল বালকে ॥
 পাগলিনী প্রায় করে বদন চুম্বন ।
 উদ্দেশ করিয়া পুত্রে করে সম্বোধন ॥
 ওরে প্রাণধন, ওরে নয়নের মণি ।
 তোরে ছাড়া পলকেতে প্রলয় যে গণি ॥
 তোর চন্দ্রমুখ যদি না করি দর্শন ।
 অন্ধকার মনে হয় এ ভব ভবন ॥
 অঞ্চলের নিধি তুই, কি কহিব আর ।
 এত বলি মুখ তার চুমে বারংবার ॥
 তারপর করি তার স্নান সমাপন ।
 কবায় মঙ্গলকর শান্তি যন্ত্যযন ॥
 এত শুনি শ্রীনারদ নারায়ণে কয় ।
 জানিতে বাসনা মোর একটি বিষয় ॥
 পাণ্ড্যদেশী নৃপতিরে দুর্ভাসা প্রবর ।
 কেন অভিশাপ দিলা কহ অতঃপর ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 সেই কথা তব কাছে করিব বর্ণন ॥
 পাণ্ড্যদেশী নরপতি সহস্রাক্ষ বীর ।
 একদিন হয় অতি কামেতে অধীর ॥
 পুষ্পের উত্থানে স্নেহে করিতে বিহার ।
 সহস্র রমণী ল'য়ে যায় নদীধার ॥

নানাভাবে সহস্রাক্ষ করিল রমণ ।
 শ্রিবাঁদের বুকে স্নেহে করিল চুম্বন ॥
 নখদন্ত-কৃত করে কুচের মাঝার ।
 কতু জলে কতু স্থলে করিল শৃঙ্গার ॥
 উলঙ্গিনী নারীগণ নথ নৃপ সাথে ।
 পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বতিরঙ্গে যাতে ॥
 না জানে বিরাম কেহ, তৃপ্তি নাহি আর ।
 আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে বারবার ॥
 সহস্রাক্ষ ধরি সেথা সহস্র মুরতি ।
 নারীদের সহ স্নেহে ভোগ করে রতি ॥
 লক্ষ শিষ্য পরিবৃত্ত দুর্ভাসা তখন ।
 কৈলাসধামের পানে করেন গমন ॥
 কামেতে উন্মত্ত সেথা রহে নরপতি ।
 দুর্ভাসারে হেরি তাঁরে না করে প্রণতি ॥
 জল হ'তে না উঠিল নৃপতি তখন ।
 মুনিবরে রাজা নাহি করে সম্ভাষণ ॥
 নৃপতির ব্যবহার হেরি মুনিবর ।
 ক্রোধভরে অঙ্গ তাঁর কাঁপে থর থর ॥
 ধুকুতা দেখিয়া মুনি করি সম্বোধন ।
 নৃপতিরে অভিশাপ দিলেন তখন ॥
 শোনু ওরে ছুরাত্মন বচন আমার ।
 এ পাপ হইতে তোর নাহিক নিস্তার ॥
 প্রজার মঙ্গল ইচ্ছা নাহি কদাচন ।
 রমণী ভোগেতে মত্ত আছ অনুরূপ ॥
 মোর প্রতি করেছিস্ বোর অপমান ।
 তাই তোরে করিলাম অভিশাপ দান ॥
 দানব কুলেতে তোর হইবে জনম ।
 আমার এ অভিশাপ না হবে খণ্ডন ॥
 এক লক্ষ বর্ষ ধরি অম্বর-আকারে ।
 বর্তমান র'বি তুই পৃথিবী-মাঝারে ॥
 শ্রীহরির পাদম্পর্শে হবে পাপ নাশ ।
 অভিশাপ অস্তে হবে গোত্রোকেতে বাস ॥
 এইরূপে সহস্রাক্ষে অভিশাপ দিয়া ।
 নারীগণে মুনিবর কহিল ডাকিয়া ॥

ভারতের রাজগৃহে জন্ম সবে লও ।
 ভুবনমোহিনী সবে রাজকন্ধ্যা হও ॥
 এই কথা কহি শেষে দুর্বাসা-প্রবর ।
 কৈলাসধামের পানে চলিলা সত্তর ॥
 দুর্বাসার অভিশাপ করিয়া প্রবণ ।
 হাহাকার করে তাঁর যত শিষ্যগণ ॥
 পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বসি নরপতি ।
 বিলাপ করিল কত মনোভুগ্ধে অতি ॥
 বিরহকাতর যত রমণীর দল ।
 অভিশাপ শুনি সবে কাঁদে অবিরল ॥
 নৃপতিরে সম্বোধিয়া কহে নারীগণ ।
 ওহে নাথ, কোথা তুমি করিবে গমন ॥
 তোমাতে ছাড়িয়া মোরা কোন্‌খানে যাব ।
 কহ নাথ, কোথা আর রতিভুখ পাব ॥
 রমণে হৃদক্ষ তুমি, বীর কামরূপে ।
 তোমাতে ছাড়িয়া মোরা রহিব কেমনে ॥
 তোমার সহিত কবে করিব বিহার ।
 সেই কথা সবে যোরা ভাবি অনিবার ॥
 এমন হৃথের রাজ্য করি পরিহার ।
 কেমনে ধরিবে নাথ অস্তর-আকার ॥
 কেমনে ফিরিয়া পুনঃ যাইব ভবনে ।
 তোমার বিরহে কাল কাটাব কেমনে ॥
 শরতের চন্দ্র সম তোমার বদন ।
 আর কবে বল নাথ করিব দর্শন ॥
 প্রাণের বল্লভ তুমি ওহে প্রাণধন ।
 আর কবে বক্ষে তোমা করিব ধারণ ॥
 সহস্রাঙ্ক নৃপতির ধরিয়া চরণ ।
 এইরূপে হাহাকার করে নারীগণ ॥
 অগ্নিকুণ্ড বিরচিয়া নৃপ অতঃপর ।
 নারীগণ সহ তাতে প্রবেশে সত্তর ॥
 দেবগণ হাহাকার করে সে সময় ।
 দৈববল শ্রেষ্ঠ বল, যুনিগণ কয় ॥
 সেই রাজা সহস্রাঙ্ক শুন তপোধন ।
 ভূগাবর্তাস্তর রূপে করে আগমন ॥

নৃপতির মহিষীরা আসি ধরাহলে ।
 রাজেন্দ্রগণের গৃহে জন্মিল সকলে ॥
 ভূগাবর্ত বায়ুরূপ করিয়া ধারণ ।
 গোকুলে কৃষ্ণের যায় করিতে নিধন ॥
 কৃষ্ণের চরণস্পর্শে পাপ দূরে যায় ।
 নৃপতি গোলোকধামে চলিল হ্রস্ব ॥
 ভ্রম্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময় ।
 প্রবণ করিলে হয় পবিত্র হৃদয় ॥
 পাপ তাপ দূরে যায় বিদূর হয় নাশ ।
 অনায়াসে পূর্ণ হয় সর্ব-অভিলাষ ॥
 ভক্তবাহু কল্পতরু হরি সনাতন ।
 ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥
 যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার ।
 এ ভিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥

ত্রিশীভ্রমবৈবর্তে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ভ্রম্মোদশ অধ্যায়

শকটভ্রম ও কবচভ্রম ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন যতিমান ।
 কহিব তোমাতে আসি অপূর্ব আখ্যান ॥
 একদিন নন্দপত্নী আপন ভবনে ।
 বক্ষে ল'য়ে স্তন দান করিছে নন্দনে ॥
 এমন সময় সেথা করে আগমন ।
 কতিপয় যুবতী ও বৃদ্ধা গোপীগণ ॥
 স্তম্ভপানে পরিতৃপ্ত না হইতে হরি ।
 উঠিল যশোদাদেবী অতি হুস্বা করি ॥
 পুত্রেতে শয্যা রাখি যশোদা তখন ।
 সকলেরে মিষ্টভাষে করে সন্তোষণ ॥
 বসিতে আসন দিয়া নমস্কার করে ।
 সিন্দূরাদি দান করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 মায়াময় শিশুরূপী কৃষ্ণ সনাতন ।
 কাঁদিতে কাঁদিতে করে চরণ-ক্ষেপণ ॥

যশোদা ছিলেন মত্ত কথা আলাপনে ।
 পুত্রের রোদনধ্বনি না পশে শ্রবণে ॥
 প্রাচীন শকট ছিল পায়ের নিকট ।
 হরি-পদাঘাতে সেই ভাঙ্গিল শকট ॥
 দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি শকটেতে ছিল ।
 সহসা সকল দ্রব্য ভূমিতে পড়িল ॥
 হেরিল গোপিনীগণ কাষ্ঠরাশি মাঝে ।
 যশোদার শিশুপুত্র কাঁদিয়া বিরাজে ॥
 অদ্বুত সে দৃশ্য হেরি যত গোপীগণ ।
 ভয়ে সবে সেথা হ'তে করে পলায়ন ॥
 যশোদা হেরিয়া সেই অদ্বুত ব্যাপার ।
 ছুটিয়া আসিল সেথা করি হাহাকার ॥
 পুত্রের বক্ষেতে দেবী করিয়া ধারণ ।
 তাড়াতাড়ি মুখে শুন করিল অর্পণ ॥
 সেথা উপনীত ছিল বালকের দল ।
 তাদের জিজ্ঞাসা করে গোপেরা সকল ॥
 শকট ভাঙ্গিল কেবা কহ কহ আজ ।
 তোমাদের মাঝে কেবা করিল এ কাজ ॥
 কহিল বালকদল তাদের নিকট ।
 যশোদার শিশুপুত্র ভাঙ্গিল শকট ॥
 তাহাদের মুখে শুনি এরূপ বচন ।
 উচ্চ হাস্য করে যত ব্রজবাসিগণ ॥
 যশোদার শিশুপুত্র কি শক্তি তাহার ।
 অবিখ্যাসে সকলেই হাসে বারংবার ॥
 শাস্ত্রবিদ আসে যত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ।
 করিল মঙ্গলকর শাস্তি স্তুতিধন ॥
 শিশুর মন্তকে হস্ত করিয়া অর্পণ ।
 করিল কবচ দান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥
 বিদ্বৎশিষ্যগণ সেই কবচ বিষয় ।
 শুন শুন তব কাছে কহি মহাশয় ॥
 যে কবচ ব্রহ্মাদেবে মায়া করে দান ।
 সেই কবচের কথা কর অবধান ॥
 মধু কৈটভের ভয়ে ভীত ব্রহ্মা যবে ।
 যোগনিদ্রা ব্রহ্মাদেবে কহিলেন তবে ॥

শুন শুন কহি তোমা ব্রহ্মা মহাশয় ।
 হুখে অবস্থান কর দূর কর ভয় ॥
 আমি আর হরি তোমা করিব রক্ষণ ।
 মিথ্যা চিন্তা পরিহার কর হে ব্রাহ্মণ ॥
 তোমার বদন হরি করুন রক্ষণ ।
 রক্ষণ করুন শির শ্রীমধুসূদন ॥
 রক্ষা যেন করে কৃষ্ণ তোমার নয়ন ।
 নাসা যেন রক্ষা করে রাধিকারমণ ॥
 কর্ণ কর্ণ শ্রীমাধব রক্ষা যেন করে ।
 কপোল করুন রক্ষা গোবিন্দ ঈশ্বরে ॥
 কেশব স্তব যেন রক্ষা করে কেশ ।
 অধরোষ্ঠ রক্ষা যেন করে হৃষীকেশ ॥
 দন্তপাংক্তি গদাগ্রজ করুন রক্ষণ ।
 তালুকা করুন রক্ষা সদাই বামন ॥
 রসনা রক্ষণ যেন করে রাসেশ্বর ।
 দৈত্যারি করুন রক্ষা তোমার জঠর ॥
 বক্ষঃস্থল শ্রীমুকুন্দ করুন রক্ষণ ।
 নাভি রক্ষা করে যেন হরি জনার্দন ॥
 বিষুদেব গণ্ড যেন রক্ষে অনিবার ।
 করুন রক্ষণ গুহ্য নিত্য তোমার ॥
 জানকীর পতি যেন রক্ষে জানুদ্বয় ।
 নৃসিংহ রক্ষিবে হস্ত সঙ্কট-সময় ॥
 বরাহ করিবে রক্ষা যুগল চরণ ।
 উর্দ্ধদেশ রক্ষা যেন করে নারায়ণ ॥
 লক্ষ্মীপতি অধোদেশ করিবে রক্ষণ ।
 রক্ষণ করিবে পূর্বে শ্রীগোপাল-ধন ॥
 অরিকোণে রাবণারি রক্ষিবে তোমারে ।
 হে ব্রহ্মান, চিন্তা কেন কর বারে বারে ॥
 বৈকুণ্ঠ ও বনমালী বাহুদেবগণ ।
 শত্রেজিৎ রাঘবাди করিবে রক্ষণ ॥
 হে ব্রহ্মান, শুন শুন বচন আমার ।
 অদ্বুত কবচ-কথা কহি সবিস্তার ॥
 পূর্বকালে শঙ্কুসহ করি যবে রণ ।
 এ কবচ কৃষ্ণ মোরে করেন অর্পণ ॥

কবচের প্রভাবেতে শুন হে ব্রহ্মন্ ।
 শুভ্র অন্তরের আমি করিহু নিধন ॥
 শুভ্রাহর যত্নগুণে পড়িল যখন ।
 কবচ দিলেন যোরে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 সকল বৃত্তান্ত তোমা কহি মহাশয় ।
 এ কবচ বিত্তমানে নাহি কোন ভয় ॥
 যাহা কিছু হেরিতেছ নখর সকল ।
 নিত্য হই আমি আর শ্রীহরি কেবল ॥
 কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু লভিবে পতন ।
 নিত্য সত্য শুধু আমি আর সনাতন ॥
 এত বলি করি তাঁরে কবচ প্রদান ।
 সহসা শ্রীযোগমায়া করে অন্তর্দান ॥
 কবচ পাইয়া ব্রহ্মা শঙ্কাহীন হয় ।
 নান্দী-কমলের মাঝে মন-স্থখে রয় ॥
 জ্বর্ণ গুটির মাঝে বদি কোন জন ।
 এ কবচ রাখি করে কঠেতে বন্ধন ॥
 অথবা বাহিতে তার এ কবচ রাখে ।
 সর্প শক্রে হ'তে তার ভয় নাহি থাকে ॥
 বিঘে ও অনলে তার নাহি কোন ভয় ।
 তাহারে রক্ষণ হরি সকল সময় ॥
 এ কবচ যেই জন করিবে ধারণ ।
 বজ্রাবাতে ভয় তার নাহি কদাচন ॥
 সংগ্রামে সে জন জয়ী নিরন্তর হয় ।
 বিপদকালেতে তার নাহি কোন ভয় ॥
 এ কবচ কণ্ঠমাঝে করিয়া ধারণ ।
 ত্রিপুরেতে নাশ করে ভোলা পঞ্চানন ॥
 এ কবচ হৃদে তাঁর করিয়া ধারণ ।
 রক্তবীজে কালীদেবী করিলা ভক্ষণ ॥
 কবচ ধারণ করি অনন্ত সদাই ।
 পৃথিবী মস্তকে রাখে কোন ভুল নাই ॥
 কবচের প্রভাবেতে শুন তপোধন ।
 সর্বত্র বিজয়ী যোরা হই অনুক্ষণ ॥
 সে কবচ নন্দপুজে দান করে দ্বিজে ।
 নিজের কবচ হরি পরিলেন নিজে ॥

শ্রীকৃষ্ণের নীলা কথা স্বধার সমান ।
 শ্রবণ করিলে তৃপ্ত হয় মন প্রাণ ॥
 বিদূরিত হয় বিষ, দূর হয় ভয় ।
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুধাময় ॥
 তাপদগ্ন নরনারী মঙ্গলের তরে ।
 পুরাণ শ্রবণ কর প্রকুল অন্তরে ॥
 অসার সংসারে দিন বুঝা কেটে যায় ।
 ভুলিয়া রয়েছে সবে বিষ্ণুর মায়ায় ॥
 মোহনিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ ।
 একমনে ভজ্য সেই হরির চরণ ॥
 হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদর ।
 কৃষ্ণনাম কর জীব সকল সমধ ॥
 জুড়াবে তাপিত প্রাণ ভয় কেন আর ।
 হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্দশ অধ্যায়

গর্গরুনিব নন্দালায়ে আগমন ও শ্রীকৃষ্ণ বলবানেন
 নামকরণ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন যুনিরাজ ।
 শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য কিছু নিবেদিব আজ ॥
 একদা যশোদাদেবী বসি সিংহাসনে ।
 স্তন দান করিছেন কৃষ্ণ সনাতনে ॥
 ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বিপ্র একজন ।
 সহসা তাঁহার কাছে করে আগমন ॥
 শিশ্যদল-পরিবৃত্ত দণ্ডহস্তধর ।
 পরব্রহ্ম-নাম-জপ করে নিরন্তর ॥
 পরিধানে শুভ্রবস্ত্র অতি চমৎকার ।
 যুক্তাসন শুভ্রবর্ণ দস্তরাজি তার ॥
 জ্যোতিষের শাস্ত্রে বিপ্র দক্ষ অভিশয় ।
 বেদশাস্ত্রে তার ভূল্য কেহ নাহি হয় ॥
 শিরে শোভে জটীরাশি অপূর্ব বাহার ।
 শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার ॥



অপ্তলেব নিবি তুই কি কহিব আব।
এত বলি গুধ তাব চুমে বাববাব॥

বিকসিত পদ্মদম যুগল নয়ন ।
 গৌরবর্ণ অঙ্গ তার অতি স্নদর্শন ॥
 গদাধর ভক্ত সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ।
 তার মন্ত্ৰগুরু হন দেব পঞ্চানন ॥
 কণ্ঠেতে বিরাজে তার দেবী সরস্বতী ।
 শ্রীহরির ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি ॥
 জীবন্যুক্ত সে ব্রাহ্মণ সিদ্ধির ঈশ্বর ।
 সিদ্ধান্তে স্নদক্ষ বিপ্র হয় নিরন্তর ॥
 যশোদা তাহারে হেরি গাত্ৰোত্থান করে ।
 প্রণাম করিল পায়ে অতি ভক্তিভরে ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য মধুপর্ক করিয়া প্রদান ।
 বালকের দ্বাৰা বিপ্র বন্দনা করান ॥
 মনে মনে শ্রীহরিরে করিয়া স্মরণ ।
 শ্রীত হ'য়ে বেদমন্ত্ৰ করে উচ্চারণ ॥
 যশোদা সকল শিষ্যে করে নমস্কার ।
 শিষ্যগণ আশীর্বাদ করে বার বার ॥
 শিষ্যগণ সহ করি পাদ-প্রক্ষালন ।
 আসনেতে উপবিষ্ট হইল ব্রাহ্মণ ॥
 তখন যশোদা সতী জুড়ি দুই কর ।
 ভক্তিভাবে কহিলেন সাধুর গোচর ॥
 ঋষির প্রধান প্রভু তুমি আত্মারাম ।
 কৃপা করি কহ প্রভু কিবা তব নাম ॥
 অঙ্গির মরীচি অত্রি পুলস্ত্য পুলহ ।
 কোন্ জন হও প্রভু কৃপা কবি কহ ॥
 দ্রবীসা প্রচেতা ক্রতু অথবা গৌতম ।
 বশিষ্ঠ কপিল কিংবা দেবল কর্দ্দম ॥
 সনক সনন্দ বোচু কচ সনাতন ।
 ইহাদেব মাঝে তুমি হও কোন্ জন ॥
 পঞ্চশিখ বিশ্বামিত্র গুরু বৃহস্পতি ।
 কোন্ জন হও প্রভু কহ মোর প্রতি ॥
 মধুর্ভ উত্থ্য ভৃগু সৌরভি চ্যবন ।
 অথবা কি বামদেব নরনারায়ণ ॥
 শক্তি ব্যাস পরাশর কণ্ঠ কাত্যায়ন ।
 এঁদের মাঝারে তুমি হও কোন্ জন ॥

জৈমিনি আন্তীক শৃঙ্গী পৈল শরদ্বান ।
 ইহাদের কেবা তুমি কহ ভগবান ॥
 মার্কণ্ডেয় ঋষিশৃঙ্গ যাজ্ঞবল্ক্য যতি ।
 কোন্ জন হও প্রভু কহ মোর প্রতি ॥
 অটাবজ্ঞ পিঙ্গলাদ ওর্ক ভরদ্বাজ ।
 কোন্ জন হও প্রভু কহ মোরে আজ ॥
 ভাণ্ডরি স্মন্ত বৎস শৌনক আকুণি ।
 কে আসিলে তুমি আজ কহ কহ শুনি ॥
 মোর প্রশ্ন শুনি প্রভু করিও না ক্রোধ ।
 পরিচয় দেহ প্রভু করি অনুরোধ ॥
 আমার ভবনে তব পড়িল চরণ ।
 জনম সফল মোর সার্থক জীবন ॥
 তোমার চরণধূলি লইবা মাথায় ।
 কোটিজন্মার্জিত পাপ দূর হ'য়ে যায় ॥
 যত সব পুণ্যলোক মহাত্মাদি রাজে ।
 কোন্ জন হও প্রভু তাহাদের মাঝে ॥
 মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম শিষ্য-সমুদয় ।
 মূর্তিমান্ দেব যেন তুমি মহাশয় ॥
 পাদরেণু স্পর্শে আজি ধষ্ট মোর কুল ।
 হুপবিষ্ট হয় আজি সমস্ত গোকুল ॥
 সকলে মিলিয়া মোর পূর্ণ কর সাধ ।
 বালকে প্রসন্ন মনে কর আশীর্বাদ ॥
 ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ মঙ্গল-জনক ।
 স্বস্ত্যয়নরূপী তাহা বিঘ্ন-বিনাশক ॥
 নন্দপত্নী এইরূপ করি সম্ভাষণ ।
 নন্দেরে আনিতে চর করিলা প্রেরণ ॥
 যশোদার বাক্য শুনি হাসিল ব্রাহ্মণ ।
 যুহু যুহু হান্ত করে যত শিষ্যগণ ॥
 তারপর যশোদারে কবি সম্বোধন ।
 শ্রীতিকর বাক্যে যুনি কহিলা তখন ॥
 যে কথা বলিলে তুমি অতি স্নদাময় ।
 তোমার উপর মোরা ভুঁক্ অতিশয় ॥
 পদ্মাবতী কহা তুমি যশোদা যুবতী ।
 গোপশ্রেষ্ঠ নন্দরাজ হয় তব পতি ॥

কেবা ভূমি কেবা নন্দ কেবা এ নন্দন ।
 নির্জনে নন্দের কাছে করিব বর্ণন ॥
 যত্নকুল-পুরোহিত আগি স্প্রাচীন ।
 গর্গনামে অতিহিত হই নিশিদিন ॥
 বহুদেব পাঠালেন বিশেষ কারণে ।
 তাই আমি আসিলাম তোমার ভবনে ॥
 এইরূপ মুনিবর কহিছে যখন ।
 সংবাদ পাইয়া নন্দ করে আগমন ॥
 ভক্তিতরে মুনিবরে করি নমস্কার ।
 শিষ্যগণে প্রণিপাত করিল আবার ॥
 নন্দ আর যশোদারে লইয়া তখন ।
 গর্গমুনি গৃহ-মাঝে করিলা গমন ॥
 নির্জনে ডাকিয়া নন্দে কহে মুনিবর ।
 শুন শুন বাক্য মোর অতি হিতকর ॥
 যে কারণে বহুদেব পাঠান আমারে ।
 সেই গোপনীয় কথা কহিব তোমারে ॥
 বহুদেব এই পুত্রে সূতিকাবনে ।
 গোপনে রাখিয়াছিল অতি সততনে ॥
 কংসভবে এই পুত্র রাখি তব ঘরে ।
 তোমার কন্ডারে লয় মধুরানগরে ॥
 অন্নপ্রাশনের তরে আমারে গোপনে ।
 বহুদেব পাঠালেন তোমার ভবনে ॥
 পূর্ণব্রহ্মরূপী এই শিশু হুমোহন ।
 ভূতার হরণ তরে আবির্ভূত হন ॥
 গোলোকের নাথ ইনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 বৈকুণ্ঠের পতি ইনি হরি নারায়ণ ॥
 জন্মিলেন ভগবান্ বহুদেব-ঘরে ।
 তোমার ভবনে হরি আসিলেন পরে ॥
 মায়া-বলে মাতৃগর্ভ বায়ুপূর্ণ করি ।
 বহুদেব-ঘরে হন আবির্ভূত হরি ॥
 অযোনিসম্ভব ইনি শুন মহাশয় ।
 যুগে যুগে নামভেদ বর্ণভেদ হয় ॥
 প্রথমেতে ধরে হরি শুভ্র কলেবর ।
 রক্তবর্ণ দেহ হরি ধরে তারপর ॥

তারপর পীতবর্ণ হইলেন হরি ।
 বর্তমানে আসিলেন কৃষ্ণরূপ ধরি ॥
 সত্যযুগে শুভবর্ণ মুক্তি ছিল তাঁর ।
 ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হন চমৎকার ॥
 দ্বাপরেতে পীতবর্ণ ধরে কলেবর ।
 কলিকালে কৃষ্ণরূপ ধরেন ঈশ্বর ॥
 এ কারণে শ্রীহরির কৃষ্ণ নাম হয় ।
 পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম নাহিক সংশয় ॥
 শ্রীহরির কোটি নামে যেই পুণ্য হয় ।
 একবার কৃষ্ণনামে সেই কলোদয় ॥
 কৃষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে শ্রবণ ।
 কোটিজন্মার্জিত পাপ হয় বিনাশন ॥
 কৃষ্ণনাম স্মরণে স্মরণসলয় ।
 এই নামে মুক্তি লভে জীব সমুদয় ॥
 সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম ।
 ভক্তি আর দানপ্রদ হয় অবিরাম ॥
 যেই স্থানে হয় কড়ু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ।
 কৃষ্ণের কিঙ্কর সেথা করে আগমন ॥
 সুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অনন্ত ইত্যাদি যারে ভজে নিরন্তর ॥
 মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী যারে করেন বন্দনা ॥
 স্থূল হ'তে স্থূলতর শরীর যাহার ।
 লোমকূপে স্থিত যার এ বিশ্ব-সংসার ॥
 সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করে যেই জন ।
 অবশ্য ঘৃচিবে তার ভবের বন্ধন ॥
 অপার নামের গুণ নাহি তার সীমা ।
 শিবযুখে শুনিয়াছি নামের মহিমা ॥
 গুরুর মুখেতে আমি শুনিয়াছি নাম ।
 তোমার নিকটে কহি শুন গুণধাম ॥
 কংসধ্বংসী পীতাস্বর দৈবকী-নন্দন ।
 অচ্যুত সর্বেশ্বর হরি বিশ্ব সনাতন ॥
 সর্বসাধার সর্বগতি রাধিকারমণ ।
 রাধাকান্ত রাধাধন রাধিকা জীবন ॥

রাধিকার সহচর রাধিকার প্রাণ ।
 রাধিকেশ রাধাবদ্ধ প্রভু ভগবান্ ॥
 পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম রাধা-প্রাণেশ্বর ।
 গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ সর্বরূপধর ॥
 শুন শুন ব্রজপতি আমার বচন ।
 শিশুর এ-সব নাম করহ রক্ষণ ॥
 কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কহিলাম আমি ।
 জ্যেষ্ঠপুত্র-নাম কথা শুন ব্রজস্বামী ॥
 গর্ভে যবে এই পুত্র বিস্ত্রমান রব ।
 সঙ্কট হইল গর্ভ শুন মহাশয় ॥
 একাদশ নাম তার হবে সঙ্করণ ।
 ঈশ্বর ও বলদেব রেবতীরমণ ॥
 মিত্রিবাস নীলবাস হলী বলরাম ।
 মুঘলী ও রৌহিণ্যে হবে তার নাম ॥
 যাহা যাহা শুনিয়াছি করিহু বর্ণন ।
 এক্ষণে গৃহেতে আমি করিব গমন ॥
 অবস্থান কর ভূমি স্থখে নন্দরাজ ।
 আলীর্বাদ ক'রে যাই তোমাদের আজ ॥
 ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সেখায় ।
 যশোদা ও নন্দ রাজা হয় স্তব্ধপ্রায় ॥
 মহানন্দে অনন্তর নন্দের নন্দন ।
 খেলাছিলে যুছু যুছু হাসে অনুক্ষণ ॥
 করঘোড় করি নন্দ মুনিবরে কথ ।
 আরো কিছু দিন ভূমি রহ মহাশয় ॥
 তব সম যোগ্য আর কোন্ জন আছে ।
 অন্নপ্রাশনের তরে যাব কার কাছে ॥
 শুভদিন স্থির ভূমি করহ সত্তর ।
 অল্প এক কথা কহি শুন মুনিবর ॥
 শ্রীকৃষ্ণ হইবে নাকি রাধিকারমণ ।
 এখন বলহ প্রভু রাধা কোন্ জন ॥
 গর্গমুনি কহিলেন, শুন নন্দরাজ ।
 শিবস্থখে যাহা শুনি কহি তাহা আজ ॥
 গোলোকেতে একদিন দেবদেব হরি ।
 বিহার করিছে সহ বিরজাভ্রন্দরী ॥

রাধা কাছে এ কাহিনী পৌঁছিল যখন ।
 ক্রোধেতে রাধার হয় অরুণলোচন ॥
 সধীদলবলসহ অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে ।
 রাধাসতী চলিলেন ক্রীড়ার আলায়ে ॥
 দ্বারেতে প্রহরী সেখা ছিলেন শ্রীদাম ।
 রাধার না হয় তাই পূর্ণ মনস্কামে ॥
 দ্বার রোধ করি সেই শ্রীদাম তখন ।
 রাধার সকাশে বলে বিনয় বচন ॥
 ধৈর্য্য ধর রাধা সতী ক্ষণকাল তরে ।
 কৃষ্ণ আজ্ঞা আনি দেই, প্রবেশিও পরে ॥
 রাধিকা উদ্বিগ্না অতি নাহি সহে মেরী ।
 সে কারণে প্রবেশিতে চাহে দ্বার করি ॥
 দুজনে বিবাদ বাধে অতি বোরতর ।
 অভিশাপ দেম রাধা শ্রীদামে তৎপর ॥
 ইহাতে শ্রীদাম অতি কুণ্ঠিত অন্তরে ।
 রাধিকারে লক্ষ্য করি শাপ দান করে ॥
 শ্রীরাধার অভিশাপে শ্রীদাম তখন ।
 দৈত্যের যোনিতে করে জনম গ্রহণ ॥
 শ্রীদামের অভিশাপে শ্রীরাধিকা সতী ।
 গোকুলে আসিয়া হয় গোপিকা যুবতী ॥
 যুবভামুহুতা রাধা অতি রূপবতী ।
 তাহার মাতার নাম কলাবতী সতী ॥
 অমোহনিসম্ভবা রাধা প্রকৃতি-ঈশ্বরী ।
 জননীর গর্ভ রাখে বায়ুপূর্ণ করি ॥
 তারপর শিশুরূপ করিয়া ধারণ ।
 পৃথিবী-মাঝারে তিনি আবির্ভূতা হন ॥
 সেই কল্পা শ্রীরাধিকা ব্রজের মাঝারে ।
 চন্দ্রের কলার স্থায় দিনে দিনে বাড়ি ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজাতা শ্রীরাধিকা সতী ।
 কৃষ্ণের অর্দ্ধেক ভেজে তিনি মূর্তিমতী ॥
 এক মূর্তি কৃষ্ণ আর রাধা রূপে রাজে ।
 কোন্ জন ভেদ করে তাঁহাদের মাঝে ॥
 কৃষ্ণ আর রাধা মাঝে ভেদ কিছু নাই ।
 রূপে গুণে দুইজনে সমান সদাই ॥

বুদ্ধি জ্ঞানে পরাক্রমে উভয়ে সমান ।
 এক যুক্তি কৃষ্ণরাধা-রূপে বর্তমান ॥
 শ্রীকৃষ্ণের পূর্বের রাধা আসে এ ভবেতে ।
 কৃষ্ণের অপেক্ষা তাই জ্যেষ্ঠা বয়সেতে ॥
 শ্রীরাধার ধ্যান কৃষ্ণ নিরন্তর করে ।
 কৃষ্ণধ্যান করে রাধা প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 রাধার প্রাণেতে কৃষ্ণ রহে জাগরিত ।
 কৃষ্ণের প্রাণেতে রাধা সদা বিরাজিত ॥
 রাধার নিকটে হরি করিলেন পণ ।
 রাধাপ্রতি বলিলেন অমিয় বচন ॥
 ভুমি যবে আবিস্ৰুতা হবে ধরণীতে ।
 আমিও যাইব তথা মানব রূপেতে ॥
 কংসভয়ে ত্যাগ করি মথুরা নগরী ।
 আনন্দে যাইব আমি মধুভ্রজপুত্রী ॥
 দুজনে মনের হৃৎথে থাকিব তথায ।
 উৎফুল্ল হইবে প্রাণ শিহরিত কায ॥
 এক আত্মা দুই দেহ অভিন্ন সদাই ।
 বাহিরে পৃথক্ বটে, মনে ভিন্ন নাই ॥
 অতএব দুঃখ নাহি কর গো রাধিকা ।
 ভুমিই হইবে মোর উদ্দেশ্য-সাধিকা ॥
 রাধিকারে আশ্বাসিয়া বলেন বচন ।
 সে কারণে গোকুলেতে আবিস্ৰুত হন ॥
 স্তমধুর রাধা-নাম যে করে শ্রবণ ।
 ছেদন হইবে তার ভবের বন্ধন ॥
 কৰ্ম্মভোগ দূর হবে, পূর্ণ হবে আশ ।
 আর কভু নাহি তার হবে গর্ভবাস ॥
 রাধার নামেতে ভক্তি হয় কৃষ্ণ প্রতি ।
 হরির দাসত্ব লভি যুচিবে দুর্গতি ॥
 রাধানাম যেই জন করে উচ্চারণ ।
 মোহজাল সেই জন করিবে ছেদন ॥
 রোগ শোক জরা মৃত্যু দূরীভূত হয় ।
 পাপ তাপ দূরে যায় নাহি আর ভয় ॥
 যম না আসিতে পারে তাহার নিকটে ।
 উদ্ধার হইবে সেই সকল সঙ্কটে ॥

আমি যাহা জানিয়াছি শ্রীরাধার কথা ।
 তোমার নিকটে সেই দিলাম বারতা ॥
 অতীতে হইল যাহা গৌলোক ভবনে ।
 সংক্ষেপে कहিনু তাহা তোমার সমনে ॥

● শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ লীলা বর্ণন ।

শুন রাণী যশোমতী নন্দ গোপরাজ ।
 অতঃপর যা ঘটবে কহি তবে আজ ॥
 অপূর্ব কাহিনী সেই অতি মনোহর ।
 গোপনীয় কথা বলি তোমার গোচর ॥
 সাধ্য-অনুসারে আমি দিনু পরিচয় ।
 বৃন্দাবনে ইহাদের হবে পরিণয় ॥
 পুরোহিত হবে সেথা ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 মিলিবেন কৃষ্ণ আর রাধিকা যুবতী ॥
 কুবের-পুত্রেরে কৃষ্ণ করিবে উদ্ধার ।
 মেনকা অন্তরে বধ করিবে আবার ॥
 ক্ষীর নবনীত আদি করিবে ভক্ষণ ।
 বক কেশী প্রভৃতির করিবে নিধন ॥
 বিশ্রপত্নী কাছে করি মিষ্টান্ন ভোজন ।
 যুক্তিদান করিবেন কৃষ্ণ সনাতন ॥
 শক্রদের যজ্ঞ আদি করি হারথার ।
 করিবেন অতঃপর গোকুল উদ্ধার ॥
 গোপীদের বস্ত্র আদি করিয়া হরণ ।
 পুনর্ববার তাহাদের কবিবে অর্পণ ॥
 মধুব মুরলী তার করিয়া শ্রবণ ।
 বিমুগ্ধ হইবে যত ব্রজগোপীগণ ।
 মোহন বসন্তকালে পূর্ণিমা নিশীথে ।
 করিবেন রাসোৎসব হুপ্রসন্ন চিতে ॥
 মুরলী বাজাবে হরি রাসের সভাতে ।
 করিবেন জলক্রীড়া গোপীদের সাথে ॥
 শ্রীদামের অভিষাগে রাধিকার সহ ।
 একশত বর্ষ ধরি ঘটবে বিরহ ॥
 বিচ্ছেদের কালে কৃষ্ণ মথুরায় যাবে ।
 তাঁহার বিচ্ছেদে সবে অতি দুঃখ পাবে ॥

অক্রুরে রক্ষণ করি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 শাস্ত্রনাশ্রয়ান করি দিবে তত্ত্বজ্ঞান ॥
 তারপর গুণরায় করি আগমন ।
 সন্ধ্যাবেলা করিবেন নগর-দর্শন ॥
 কুঞ্জা আর তন্তুবায়ে করিবে উদ্ধার ।
 তাহার কৃপায় মুক্তি পাবে মালাকার ॥
 শঙ্করের ধনু সেখা ভাঙ্গিয়া হেলায় ।
 যাইবেন সনাতন যজ্ঞের সভায় ॥
 গজমল্লদের হরি করিখা নিধন ।
 রাজসভা তারপর করিবে দর্শন ॥
 অতঃপর কংসবধ করি সনাতন ।
 পিতার করিবে হরি উদ্ধার-সাধন ॥
 উগ্রসেনে সিংহাসনে অভিষিক্ত করি ।
 পুত্রবধূদের শোক ঘুচাবেন হরি ॥
 কৃষ্ণ আর বলবাম গুরুব ভবনে ।
 বিদ্যাশিক্ষা করিবেন আনন্দিত মনে ॥
 যমালয় হ'তে আনি গুণকর নন্দনে ।
 দক্ষিণা-স্বরূপ দিবে গুরুর চরণে ॥
 জরাসন্ধ বধে হরি হইবে সহায় ।
 মুচুকুন্দে রক্ষা কবি যাবে দ্বারকায় ॥
 পাণ্ডবগণের সহ মিলি সনাতন ।
 করিবেন অতঃপর ভূভার-হরণ ॥
 রাজসূয় যজ্ঞ হরি করি সমাপন ।
 পারিজাত হরিবেন কৃষ্ণ সনাতন ॥
 বাণের যুগল হস্ত করিয়া কর্তন ।
 শঙ্করেব সৈন্য হবি করিবে দমন ॥
 এইরূপ নানা কার্য্য করি সমাপন ।
 আবার কবিবে হরি ব্রজতে গমন ॥
 পুনর্বাষ রাধাসহ হইবে মিলন ।
 অতঃপর করিবেন গোলোকে গমন ॥
 গোলোকে যাইবে যবে গোলোকে পতি ।
 লক্ষ্মী-নারায়ণ যাবে বৈকুণ্ঠে প্রতি ॥
 ধর্ম্মের ভবনে যাবে নর-নায়ায়ণ ।
 ক্ষীরোদ-মাগরে বিষ্ণু করিবে গমন ॥

তোমার নিকটে আমি শুন নন্দরাজ ।
 সবিস্তারে সব কথা কহিলাম আজ ॥
 কেন আমি তব কাছে করি আগমন ।
 কহিলাম তোমা পাশে তাহার কারণ ॥
 মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দশী দিনে ।
 রেবতী নক্ষত্রে চন্দ্র বিরাজিবে যীনে ॥
 সে দিবসে শুভযোগে আছে শুভকণ ।
 সেই দিনে শুভকার্য্য কর সম্পাদন ॥
 পণ্ডিতগণের সহ আলোচনা ক'রে ।
 অন্নপ্রাশনের কার্য্য করহ সহরে ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

৩ পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রাশন ও গর্গমুনি কর্তৃক
 শ্রীকৃষ্ণের তব ।

মুনির বচনে ভুই নন্দ নরপতি ।
 যশোদাও হইলেন আনন্দিতা অতি ॥
 গর্গমুনিবরে সেখা করিতে দর্শন ।
 বালক বালিকা যত করে আগমন ॥
 মধ্যাহ্ন-ভাঙ্কর-সম শোভে মুনিবর ।
 ব্রহ্মতেজ-প্রভাবেতে দীপ্ত নিরস্তব ॥
 শিষ্যগণ-পরিবৃত্ত মুনি-মহাশয় ।
 কহিছেন শিষ্যদের নিগূঢ় বিষয় ॥
 করে তাঁর যোগমুদ্রা করেন ধারণ ।
 জ্ঞান-চক্ষে তিনকাল করেন দর্শন ॥
 অন্তরে হরির রূপ হেরে অনুব্ধ ।
 সম্মুখে হেরিছে মুনি যশোদা-নন্দন ॥
 কৃষ্ণ-ভক্ত গর্গমুনি আনন্দিত অতি ।
 যোড়করে ভক্তিভরে করয়ে প্রণতি ॥
 আনন্দে পূর্ণিত তাঁর দেহ আর মন ।
 গর্গমুনি বলিলেন অপূর্ব বচন ॥
 নমো হরি নারায়ণ ভগৎ দারণ ।
 শিক্তের পালক আর অশিক্ত দমন ॥

নিরাঁকার নিরঞ্জন নিত্য সনাতন ।
 পরভ্রম্য পরমাত্মা ভ্রম্য নারায়ণ ॥
 সাকার কখন তুমি জীব উদ্ধারিতে ।
 শঙ্খচক্র গদাপদ্য শোভে চারি হাতে ॥
 গীতবাস গুঞ্জমালা পরিধান করি ।
 কভু বা মুরলী হস্তে শিখিপুঙ্খধারী ॥
 নবদুর্বাদলশ্যাম মুকুন্দ যুরারি ।
 শক্রর দমনে প্রভু ভিন্নরূপধারী ॥
 কখন ধর গো দেব বামনের রূপ ।
 কখন নৃসিংহ মূর্তি অতি অপরূপ ॥
 রামরূপে কর ধ্বংস রাক্ষস বাহিনী ।
 বরাহরূপেতে প্রভু উদ্ধার মেদিনী ॥
 কত যে তোমার রূপ কে বর্ণিতে পারে ।
 পঞ্চমুখে পঞ্চানন বর্ণিবারে নারে ॥
 বেদেতে বেদান্তে আর সব পুরাণেতে ।
 তোমার কীর্তির কথা লেখে বিধিমতে ॥
 অসংখ্য তোমার লীলা, কণা মাত্র তার ।
 দেব-নর ভাগ্যে ঘটে কভু জানিবার ॥
 আমি তো অধম অতি কিছু নাহি জানি ।
 তোমাকে সম্মুখে দেখি বহু ভাগ্য মানি ॥
 স্বরূপেতে মম কাছে দিয়াছ দর্শন ।
 তোমা পদে প্রভু আমি লইনু শরণ ॥
 অগতির গতি দেব তুমি নারায়ণ ।
 তোমা কৃপা ভিন্ন যুক্তি নাহি কদাচন ॥
 কৃপা কর মোরে প্রভু আমি অভাজন ।
 তব পদে এই মোর শেষ নিবেদন ॥
 এই ভাবে গর্গমুনি সভক্তি মনেতে ।
 করিলেন কৃষ্ণস্তব যথা-বিধি মতে ॥
 স্তব শেষ করি মুনি প্রণাম করিল ।
 অতঃপর কৃষ্ণপাশে উঠিয়া বসিল ॥
 শ্রীহরির নামে দেহ রোমাঞ্চিত হয় ।
 ঘেরিয়া তাঁহারে আছে শিষ্য-সমুদয় ॥
 গোপগোপীগণ তাঁরে নমস্কার করে ।
 আশীর্বাদ করে মুনি প্রফুল্ল অন্তরে ॥

অনন্তর নন্দ রাজা আনন্দিত মনে ।
 প্রেরণ করিল পত্র আত্মীয় ভবনে ॥
 হৃদ্য দধি তৈলাদির নদী বয়ে যায় ।
 গুড় মধু ঘৃত নদী বহিল সেথায় ॥
 শালিতগুলের হব্য শতেক পাহাড় ।
 স্বর্ণের পর্বত শত শোভে চমৎকার ॥
 লবণ-পর্বত আর পর্বত ফলের ।
 পর্বত শোভিল কত গোধূমচূর্ণের ॥
 পর্বত আকারে শোভে স্মৃষ্টি মোদক ।
 শোভিতেছে রাশি রাশি লড্ডুক পিষ্টক ॥
 চন্দন অগুরু আর সুবাসিত জল ।
 নানাবিধ রত্ন আর রম্য যুক্তফল ॥
 প্রবাল হীরক আর বসন ভূষণ ।
 উৎসব গৃহের শোভা করিল বর্ধন ॥
 কদলীস্তম্ভেতে হ'ল প্রাঙ্গণ বেষ্টিত ।
 সূক্ষ্ম বস্ত্র তার মাঝে হইল এথিত ॥
 আত্মের পল্লবে কিবা শোভে চারিধার ।
 মঙ্গল-কলস শোভে হাজার হাজার ॥
 গাভী মধুপর্ক পদ্ম আসনাদি ফল ।
 উৎসব-ভবন-মাঝে শোভে অবিরল ॥
 ঢকা বাজে মনোহর, বাজিছে পটহ ।
 মধুর যুদঙ্গ বাজে মুরলীর সহ ॥
 মুরজ আনক কাংস্ত বাজে হুমোহন ।
 নৃত্য-গীত করে যত বিদ্যাসরগণ ॥
 মনোহর স্বসজ্জিত প্রাঙ্গণের মাঝে ।
 নানাস্থানে রথ আর সিংহাসন রাজে ॥
 এমন সময় সেথা আসি এক চর ।
 নন্দ নৃপতির কাছে কহিল সঙ্ঘর ॥
 শুন শুন মহারাজ কহিনু তোমার ।
 পত্নী সহ গিরিভানু আসিলা হেথায় ॥
 শত শত দাসদাসী অনুচরগণ ।
 দৌহার সহিত হেথা করে আগমন ॥
 লক্ষ লক্ষ রথ গজ শিবিকা ও হয ।
 তাঁহার সহিত আসে শুন মহাশয় ॥

ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র বিপ্র সুপণ্ডিতগণ ।
 তাঁর সাথে সাথে হেথা করে আগমন ॥
 কোটি কোটি গোপগোপী সাথে আসে তাঁর ।
 বর্ণনা করিব আমি কি সাধ্য আমার ॥
 বাহিরে আসিয়া তুমি হের মহারাজ ।
 গিরিভানু আসিলেন তব গৃহে আজ ॥
 প্র-সংবাদ যবে আসি কহিলেক চর ।
 আনন্দে বাহিরে আসে নৃপতিপ্রবর ॥
 সকলেরে হেরি রাজা প্রফুল্ল অন্তরে ।
 পাণ্ডু অর্ঘ্য দান কবে অতি সমাদরে ॥
 ঋষীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি যারা যারা ছিল ।
 ভক্তিমত্তে নন্দ রাজা পাষে প্রণমিল ॥
 নন্দের যতেক ছিল আত্মীয় স্বজন ।
 ক্রমে ক্রমে সকলেই করে আগমন ॥
 অনন্তর কোলাহল ক্রমে বৃদ্ধি পায় ।
 কেহ না আসিতে বাকী উৎসব-সভায় ॥
 কুবের আসিয়া নিজে কৃষ্ণ-প্রীতি তরে ।
 ক্ষণে ক্ষণে গোকুলেতে স্বর্ণরূপ্তি করে ॥
 নন্দের আত্মীয়বর্গ বান্ধব স্বজন ।
 নন্দের নন্দনে করে যৌতুক অর্পণ ॥
 তারপর নন্দ রাজা আত্মিকাদি করে ।
 সুপবিত্র কলেবরে ধৌত বস্ত্র পরে ॥
 চন্দন অম্বুর আদি অঙ্গে মাখি তার ।
 পাদপ্রক্ষালন নন্দ করে বার বার ॥
 মনোহর স্বর্ণলীটে বসিয়া তখন ।
 মুনীদের আজ্ঞা ল'বে করে আচমন ॥
 তারপর বিষুদেবে করিয়া স্মরণ ।
 শুদ্ধমনে করে নন্দ স্থতি উচ্চারণ ॥
 বেদ উক্ত সর্বকর্ম্য করি সম্পাদন ।
 তারপর বালকেরে করান ভোজন ॥
 গর্গবাক্য অনুসারে নন্দ নরপতি ।
 কৃষ্ণনাম রাখে তাঁর হৃদচিন্তে অতি ॥
 নানাবিধ বাণ্ড বাজে অতি স্নমধুর ।
 চারিদিকে শব্দরব হইল প্রচুর ॥

অনন্তর নন্দ রাজা আনন্দিত মনে ।
 ধনরত্ন আদি দান করে জনে জনে ॥
 কতশত ভক্ষ্যদ্রব্য বসন ভূষণ ।
 বন্দী আর ভিক্ষুকেরে করিল অর্পণ ॥
 তারপর সমারোহে আত্মীয় স্বজনে ।
 ভোজন করায় নন্দ পরিতৃপ্ত মনে ॥
 রাশি রাশি সুবর্ণাদি দেয় অকাতরে ।
 যে বাহা প্রার্থনা করে দেয় সমাদরে ॥
 চারিদিকে উঠে শুধু দাঁও দাঁও রব ।
 মহামূল্য বস্ত্র লভি পরিতুষ্ট সব ॥
 অতঃপর নন্দ রাজা বাহা কিছু ছিল ।
 গর্গের চরণতলে সব সমর্পিল ॥
 বহুতর রত্ন আর বসন ভূষণ ।
 ভক্তিমত্তে গর্গদেবে করিল অর্পণ ॥
 গর্গশিষ্যগণে ডাকি নন্দ নরপতি ।
 সুবর্ণাদি দান করে সমাদরে অতি ॥
 গর্গদেব শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া গ্রহণ ।
 নিভৃত গোপন স্থানে করিলা গমন ॥
 তারপর পাষে তাঁর করি নমস্কার ।
 ভক্তি-সহকারে করে স্তবস্ততি তাঁর ॥
 জগতের নাথ তুমি হরি সনাতন ।
 ভক্তের সকল ভয় করহ ভঞ্জন ॥
 অগতির গতি তুমি কি কহিব আর ।
 দাসত্ব প্রদান কর চরণে তোমার ॥
 তব পিতা যেই ধন করিল অর্পণ ।
 সেই ধন দিয়া মোর কিবা প্রয়োজন ॥
 তোমার চরণে প্রভু ভক্তি কর দান ।
 অতঃ প্রদান কর তুমি ভগবান ॥
 অগ্নিমাদি ঐশ্বর্যেতে স্পৃহা কিছু নাই ।
 সিদ্ধিযোগ যুক্তি জ্ঞান কিছু নাহি চাই ॥
 অমরত্ব অভিলাষ নাহি কদাচন ।
 সেবা যেন করি সদা তোমার চরণ ॥
 ইন্দ্রপদ নাহি চাই, মনুজ না চাই ।
 চিরকাল স্বর্গভোগে অভিলাষ নাই ॥

মালোক্য সামীপ্য সার্থি সাক্ষ্য মুকতি ।
 নাহি চাই, শুধু চাহি তব পদে মতি ॥
 শঙ্করের সমীপেতে লভি বেদ-জ্ঞান ।
 শুন প্রভু, হইয়াছি কিছু শক্তিমান ॥
 সর্ববজ্র হয়েছি আমি শিবের কৃপায় ।
 ইচ্ছামত যেতে পারি যথায তথায় ॥
 সর্ববদর্শী হইয়াছি শঙ্করের বরে ।
 চরণেতে ভক্তি প্রভু দেহ কৃপা করে ॥
 কৃপাসিদ্ধো দীনবদ্ধো কৃপা অবতার ।
 শুদ্ধা ভক্তি দাও প্রভু চরণে তোমার ॥
 অভয় প্রদান কর প্রভু সনাতন ।
 তোমার চরণে যেন রহে মোর মন ॥
 অভয় প্রদান যদি করহ আমারে ।
 তুচ্ছ যত্ন তবে মোর কি করিতে পারে ॥
 তোমার চরণ সেবা করি অনুক্ষণ ।
 যত্নপুষ্ট হয়েছেন দেব পঞ্চানন ॥
 তোমার কৃপায় শিব যোগিগুরু আজ ।
 বিনাশের কর্তা রূপে করিছে বিরাজ ॥
 তব পাদপদ্ম সদা করিয়া সেবন ।
 জগতের সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ হন ॥
 তোমার চরণ সেবা করি নিরন্তর ।
 ধর্মদেব হয়েছেন অজর অমর ॥
 সর্বকর্মসাক্ষী ধর্ম তব কৃপাবলে ।
 রক্ষাকর্তা হন তিনি এই ধরাতলে ॥
 তোমার চরণ সেবা করি অনুক্ষণ ।
 অনন্ত মন্তকে পৃথ্বী করেন ধারণ ॥
 লক্ষ্মীদেবী আপনার কেশে অবিরল ।
 মার্জনা করেন তব চরণ যুগল ॥
 সকলের শক্তিরূপা প্রকৃতি ঈশ্বরী ।
 তব পাদপদ্ম স্নরে যুগ যুগ ধরি ॥
 সকল দেবীর দেবী ঈশ্বরী পার্বতী ।
 তব পাদপদ্ম স্নরি শিবে পাষ পতি ॥
 বিদ্যা-মহিষ্ঠাত্রী দেবী ঈশ্বরী ভারতী ।
 তব পাদপদ্ম স্নরি পূজ্যা হন অতি ॥

সাবিত্রী সেবন করি তোমার চরণ ।
 ব্রাহ্মণের গতিরূপা হন অনুক্ষণ ॥
 বহুধরা ধ্যান করি তোমার চরণ ।
 জগতেরে অনারাসে করেন ধারণ ॥
 আপনি ত্রীরাধাদেবী প্রেয়সী তোমার ।
 তোমার চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥
 শিব আদি প্রভু তব কৃপার ভাজন ।
 সেইরূপ কৃপা মোরে কর সনাতন ॥
 তুমি প্রভু কৃপাময় কৃপা-অবতার ।
 আপন গৃহেতে আমি নাহি বাব আর ॥
 তোমার পিতার ধন নাহি আমি লব ।
 তব পদ সেবা লাগি চিরদাস হব ॥
 তুমি প্রভু সনাতন তুমি সারাৎসার ।
 তোমাতে ছাড়িয়া আমি কোথা বাব আর ॥
 তুমি প্রভু সত্য আর অনিত্য সকল ।
 সেবন করিব তব চরণ-যুগল ॥
 এই কথা বলি গর্গ করিল রোদন ।
 যত্ন হস্ত করি কৃষ্ণ কহিলা তখন ॥
 শুন শুন গর্গমুনি হইবে মঙ্গল ।
 মম পদে ভক্তি তব হইবে নিশ্চল ॥
 গর্গকৃত এই স্তব যে করে শ্রবণ ।
 কৃষ্ণপদে ভক্তি সেই লভে আজীবন ॥
 হরির দাসত্ব পায়, স্মৃতি-লাভ হয় ।
 জরা যত্ন হতে তার নাহি কোন ভয় ॥
 তিন সন্ধ্যা এই স্তব যে করে পঠন ।
 শোক মোহ হতে মুক্তি পায় সেইজন ॥
 বিদূরিত হয় বিষ, শান্তি পাষ মনে ।
 অস্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥
 চিরকাল বাস করে শ্রীকৃষ্ণের সহ ।
 কৃষ্ণের সহিত তার না হবে বিরহ ॥
 এইরূপে শ্রীহরিরে করিয়া স্তবন ।
 গর্গমুনি নন্দপুত্রে করে সমর্পণ ॥
 তারপর কহিলেন, শুন মহারাজ ।
 আপন ভবনে আমি বাব চ'লে আজ ॥

মোহমেঘে আচ্ছাদিত বিচিত্র সংসার ।
 বিচ্ছেদ মিলন হেথা ঘটে অনিবার ॥
 মুনির বচন শুনি কাঁদে নরপতি ।
 সাধুর বিচ্ছেদে মনে দুঃখ হয় অতি ॥
 যত গোপগোপীগণ আসিয়া স্বরায ।
 ভক্তিসহকারে তাঁর প্রণমিল পায় ॥
 নন্দ রাজা বারে বারে করে নমস্কার ।
 বরবর বারে অশ্রু নয়নে তাহার ॥
 সকলেই আশীর্বাদ করিয়া তখন ।
 গর্গমুনি করিলেন মথুরা গমন ॥
 তারপর নৃপতির আত্মীয় স্বজন ।
 ধনরত্ন ল'য়ে করে স্বগৃহে গমন ॥
 মুনি ঋষি যত সব লইল বিদায় ।
 বন্দীগণ ধনরত্ন সাথে ল'য়ে যায় ॥
 কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দিত মনে ।
 ভিক্ষুরা পরিভ্রষ্ট মিটার ভোজনে ॥
 স্বর্গভার ল'য়ে কেহ চলিতে না পারে ।
 পথ-মাঝে আশ্রয় হ'য়ে পড়ে বারে বারে ॥
 পুরাতন গাথা কেহ করিল কীর্তন ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ যুখে কেহ করে উচ্চারণ ॥
 মরুত সগর খেত নছবের কথা ।
 শ্রীবাসের অশ্বমেধ, নলের বারতা ॥
 এই সব পুৰাতন ইতিহাস ল'য়ে ।
 কেহ কেহ গান গায় প্রাকৃত হৃদয়ে ॥
 এইরূপে সকলেই আনন্দিত মনে ।
 ক্রমে ক্রমে বায় চলি আপন ভবনে ॥
 বালকেরে বৃদ্ধমাঝে করিয়া ধারণ ।
 যশোদা ও নন্দ হয় যুখেতে মগন ॥
 কৃষ্ণ আর বলরাম শশধর-সম ।
 দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় অতি মনোরম ॥
 আধ আধ কথা বলে অতি হুমধুর ।
 স্নেহরসে যশোদার চিত্ত ভবপুর ॥
 গাভীদেব পুঙ্খ ধরি দাঁড়াইতে বায় ।
 আছাড় খাইয়া ভূমে পড়ে পুনরায ॥

হামাগুড়ি দিয়া চলে প্রাঙ্গণের মাঝে ।
 মা মা বুলি হৃদাসম অন্তরেতে রাজে ॥
 হাঁটিতে শিখিল ক্রমে কৃষ্ণ সনাতন ।
 দেখি পুলকিত হয় ব্রজবাসিগণ ॥
 স্বপ্নের নাহিক সীমা নন্দ যশোদার ।
 বক্ষে ডুলি চুমা তারে খায় বারবার ॥
 প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া শিশু হেথা হোথা চলে ।
 যে তাহারে দেখে সেই তুলে লব কোলে ॥
 নিত্য নব বাক্য শিশু করে উচ্চারণ ।
 অমৃত-সমান বুলি অতি অভুলন ॥
 তারপর গর্গমুনি মথুরায় যায় ।
 হেরি তাঁরে বহুদেব প্রণমিল পায় ॥
 গর্গমুনি হৃষ্টমনে তাহার নিকটে ।
 কৃষ্ণের উৎসব-কথা কহে অকপটে ॥
 তাঁহার যুখেতে সব করিয়া শ্রবণ ।
 বহুদেব আনন্দাশ্রু করে বিসর্জন ॥
 দৈবকীও কৃষ্ণকথা শুনিয়া তখন ।
 আনন্দেতে মুহুর্ভুঃ করিল রোদন ॥
 আশীর্বাদ করি সবে আনন্দিত মনে ।
 গর্গমুনি যান চলি আপন ভবনে ॥
 দৈবকী ও বহুদেব কংস কারাগারে ।
 কাটাইল কিছুকাল ব্যর্থ হাহাকারে ॥
 নারদেই অতঃপর কহে নারায়ণ ।
 তোমার কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ॥
 যে কল্পের কথা আমি করিব বর্ণন ।
 গন্ধর্ব্ব নৃপতি তুমি আছিলে তখন ॥
 শ্রীউপবর্ধন তথা ছিল তব নাম ।
 মনোহর যুবা ছিলে নখনাভিরায ॥
 পঞ্চাশ কামিনী সাথে তুমি অনিবার ।
 মনহুখে নানামতে করিতে শৃঙ্গার ॥
 তারপর দ্বিজশাপে শুন মহাশয় ।
 দাগীর গর্ভের মাঝে তব জন্ম হয় ॥
 বৈষ্ণব-উচ্ছিক্ত পরে ক'রিয়া ভোজন ।
 ব্রহ্মা-পুত্রবৎ তুমি জন্মিলে এখন ॥

সর্বদর্শী হইবাছ হরিসেবা-ফলে ।
 সর্বজ্ঞ হয়েছ তুমি এই ধরাতলে ॥
 কি কহিব জাতিস্বর তুমি মহাশয় ।
 স্মৃতিতে জাগ্রত তব সমস্ত বিষয় ॥
 ভাস্করবৈবর্তের কথা স্মৃতি হ'তে স্মৃতি ॥
 শ্রবণ করিলে দূর হয় তৃষ্ণা ক্ষুধা ॥
 তাপদগ্ধ নরনারী পরিভূত হয় ।
 ঘূচে যাবে অনায়াসে এ ভবের ভয় ॥
 কৃষ্ণের চরণে মতি রয়েছে যাহার ।
 ত্রিভুবন-মাঝে আছে কি ভয় তাহার ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বুধা কাটে কাল ।
 কৃষ্ণ নামে ছিন্ন হয় মিছে মায়াজাল ॥
 দ্রুতর ভবের সিদ্ধি পায় হ'তে হ'লে ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করহ সকলে ॥
 মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার ।
 একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষোড়শ অধ্যায়

যমদার্জুন-ভজ্ঞন এবং কৃষ্ণবতনবেব
 শাপমোচন-কথন ।

নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান ।
 কহিব-তোমারে আমি বিচিত্র আখ্যান ॥
 একদিন নন্দপত্নী যশোদা যুবতী ।
 স্নান তরে যমুনায় যায় শীঘ্র অতি ॥
 একাকী শ্রীকৃষ্ণ তবে গৃহেতে রহিল ।
 দুর্ঘটবুদ্ধি অকস্মাৎ মনেতে জাগিল ॥
 হেরিলেন শিশুকৃষ্ণ ভবনের মাঝে ।
 ভাণ্ডপূর্ণ থরে থরে দধি দুগ্ধ রাজে ॥
 স্রমোগ বুঝিয়া সেখা যশোদানন্দন ।
 সমস্ত দধি ও দুগ্ধ করিল ভোজন ॥
 মনসাধে খায় হরি খেয়াল না করে ।
 কতক লাগিল গায় কত যায় পড়ে ॥

ভাস্মিয়া কতক ভাণ্ড গড়াগড়ি যায় ।
 শিক্কা হৈতে কত ভাণ্ড পড়িল ধরায ॥
 কিছুক্ষণ এইভাবে করিয়া ভোজন ।
 দ্রুত কৃষ্ণের তবে ভূণ্ড হয় মন ॥
 পীতবস্ত্রে মুখ যবে মুছিলেন হরি ।
 যশোদাও আসিলেন অতি দ্বর করি ॥
 গৃহেতে প্রবেশ করি যশোদা তখন ।
 লগ্নভণ্ড দেখি সব বিষয়ে মগন ॥
 বুঝিতে না পারে দেবী কি হ'ল ব্যাপার ।
 বালকগণেরে ডাকি কহে বারবার ॥
 বল বল শিশুগণ, কে করে এ কাজ ।
 দধি দুগ্ধ যাহা ছিল, খাইল কে আজ ॥
 যশোদার কথা শুনি কহে শিশুগণ ।
 একা একা কৃষ্ণ সব করিল ভোজন ॥
 আমরা সম্মুখে তার করি অবস্থান ।
 আমাদের কিছুমাত্র না করে প্রদান ॥
 তোমার প্রাণের কৃষ্ণ অতি স্বার্থপর ।
 একাকী খাইয়া সব ভরিল উদর ॥
 শিশুদের বাক্য শুনি আরক্তলোচনে ।
 বেত্র হস্তে ধায় সতী অতি ক্রুদ্ধমনে ॥
 যশোদারে হেরি কৃষ্ণ করে পলায়ন ।
 পাছে পাছে যশোমতী ধাইল তখন ॥
 পরিজ্ঞাস্ত হ'য়ে পড়ে মাতা যশোমতী ।
 কৃষ্ণেরে ধরিতে তার নাহিক শক্তি ॥
 ঘর্ষবিন্দু বারে তার কলেবর হ'তে ।
 কৃষ্ণেরে ধরিতে নাহি পারে কোনমতে ॥
 জননীরে পরিজ্ঞাস্ত হেরি সনাতন ।
 মাতার সম্মুখে আসি দাঁড়ায় তখন ॥
 কৃপা করি কৃপাময় নিজে ধরা দিল ।
 অমনি যশোদারাগী তাহাকে ধরিল ॥
 বস্ত্র দিয়া ছুটি হাত করিবা বন্ধন ।
 লইয়া চলিল ধীরে পুত্র কৃষ্ণধন ॥
 যমল-অর্জুন বক্ষ নিকটেই ছিল ।
 কৃষ্ণকে তাহার সাথে বাঁধিয়া রাখিল ॥

এইরূপে নন্দ রাজা করে তিরস্কার ।
 যশোদা লজ্জিত হ'য়ে কাঁদে বারংবার ॥
 এতেক কহিয়া তবে দেব নারায়ণ ।
 কিছুকাল নতমুখে মৌন হ'য়ে রন ॥
 ইহা দেখি শ্রীনারদ ধীরে ধীরে কয় ।
 বৃক্ষ হ'তে কোন্‌ মূর্তি আবির্ভূত হয় ॥
 কেন বা বৃক্ষস্থ রূপ পাইল সে-জন ।
 রূপা করি সেই কথা কহ নারায়ণ ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 কহিতেছি তব কাছে অপূর্ব আখ্যান ॥
 শ্রীনলকুবের নামে কুবের-তনয় ।
 একদিন কামবাণে ব্যাকুলিত হয় ॥
 রক্তসহ যায় নল নন্দন কানমে ।
 রতিক্রীড়া করে সেথা আনন্দিত মনে ॥
 পুষ্পশয্যা মনোহর করিয়া রচন ।
 নানাভাবে দুইজন করিল রমণ ॥
 সরোবর-তীরে কভু পুষ্পের কাননে ।
 সন্ভোগ করিল রতি রক্তাদেবী মনে ॥
 কভু জলে কভু স্থলে করিল বিহার ।
 বিপরীতভাবে কত করিল শৃঙ্গার ॥
 ছয় প্রকারের স্থখে করিল চুম্বন ।
 তিন প্রকারের দৌহে করে আলিঙ্গন ॥
 কামশাস্ত্র-বিশারদ কুবের-তনয় ।
 নানাভাবে ক্রীড়া করে, তৃপ্তি নাহি হয় ॥
 এইরূপে রতিভোগ করিছে যখন ।
 মহর্ষি দেবলে সেথা করিল দর্শন ॥
 হেরিলেন ঋষিবর তাঁহার সম্মুখে ।
 উলঙ্গিনী রক্তাদেবী বিরাজিছে স্থখে ॥
 গীন-শ্রোণি-পমোথরা নখদন্ত-কৃতা ।
 কুবের-তনয় সহ রতিস্থখে রতা ॥
 বক্রভঙ্গীযুক্তা রক্তা এলায়িত কেশ ।
 নানারস অলঙ্কারে শোভিতেছে বেশ ॥
 কপালে সিন্দূরবিন্দু, কিবা শোভা তার ।
 কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে অতি চমৎকার ॥

চরণে নুপুর বাজে অতি স্তম্ভধ্বন ।
 শোভিছে কিঞ্চিৎ আর রত্নেব কেয়ূর ॥
 দেবল যুনিরে সেথা করিয়া দর্শন ।
 গাত্রোত্থান না করিল কুবের-নন্দন ॥
 সেই অপমানে যুনি ক্রোধে অভিযত ।
 অভিশাপ দিয়া তারে সম্বোধিয়া কব ॥
 তুই অতি হীনগতি, অতি ছুরাচার ।
 ধারণ করিবি তুই বৃক্ষের আকার ॥
 রক্তারে ডাকিয়া যুনি কহে ক্রোধভরে ।
 ধরায় লইবি জন্ম মানবের ঘরে ॥
 জন্মেজয়পত্নীরূপে করিবি বিরাজ ।
 ইন্দ্রের সন্ভোগে পুনঃ বারি স্বর্গমাক ॥
 তারপর কহিলেন কুবের-নন্দনে ।
 গোকুলে হইবি বৃক্ষ নন্দনের ভবনে ॥
 স্পর্শন করিবে যেই কৃষ্ণ সনাতন ।
 নিজের ভবনে পুনঃ করিবি গমন ॥
 এত বলি কাঁপে যুনি ক্রোধে অভিযত ।
 কুবের-তনয় তবে বৃক্ষরূপী হয় ॥
 হরি অঙ্গ স্পর্শে এবে মুক্ত হ'ল তাই ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণ ভিন্ন অঙ্গ গতি নাই ॥

● রক্তার উপাখ্যান ।

কুবের-নন্দন-কথা করিহু বর্ণন ।
 রক্তার কাহিনী এবে শুন তপোধন ॥
 হুত্রে নামেতে এক ছিল নরপতি ।
 পৃথিবীতে ছিল তার প্রতিপত্তি অতি ॥
 তার কষ্টা-রূপে রক্তা আসিল ধরায় ।
 অতি অপরূপ রূপ বর্ণন না যায় ॥
 বিবাহের কাল যবে আসিল কষ্টার ।
 বোগ্য পতি অন্তরেছিল নৃপ চারিধার ॥
 তারপর শুভদিনে দেখি শুভক্ষণ ।
 জন্মেজয়-হাতে কষ্টা করে সমর্পণ ॥
 নানাবিধ যৌতুকাদি দিয়া নরপতি ।
 কষ্টার বিবাহ দিলা হৃদচিতে অতি ॥

জন্মেজয় রাজা ছিল অতি গুণবান্ ।
 রূপেতে ছিল না কেহ তাহার সমান ॥
 হুচন্দ্র রাজার কন্যা যুবতী হুন্দরী ।
 সকল মহিষী মাঝে হইল দৈন্দরী ॥
 জন্মেজয় রাজা তারে লইয়া নির্জনে ।
 বহুবিধ রতিক্রীড়া করে তার সনে ॥
 রূপবতী বস্তাবতী অতীব হুন্দরী ।
 আনন্দ পাইল কত রতিক্রীড়া করি ॥
 এইরূপে বহুকাল করিয়া যাপন ।
 ধর্ম্মেকর্মে মতিগতি দিলেন রাজন ॥
 নৃপশ্রেষ্ঠ জন্মেজয় হরিষ অন্তরে ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করে মহা আড়ম্বরে ॥
 যজ্ঞের যে অশ্ব ছিল নৃপেব ভবনে ।
 সম্ভ্রিত সে মনোহর নানা আভরণে ॥
 কোতূহলে একদিন রাজার কামিনী ।
 দর্শন করিতে অশ্ব আসে একাকিনী ॥
 ইন্দ্রদেব সেই স্থানে ছিলেন গোপনে ।
 সহসা রাণীরে তার পড়িল নশনে ॥
 ধীরে ধীরে আসে রাণী মরাল-গামিনী ।
 রূপেতে উজ্জল করে যেন সৌদামিনী ॥
 হুযোগ বুঝিয়া ইন্দ্র তাজি গুপ্তস্থান ।
 মহিষীর সম্মুখেতে হয় আগুধান ॥
 কামেতে উন্মত্ত হ'য়ে দেব পুরন্দর ।
 ধরিতে সতীর হাত ধাইল সহর ॥
 বিপদে পড়িয়া রাণী না হেরে উপায় ।
 সতীর বুঝিবা আর নাহি রাখা যায় ॥
 করযোড়ে সম্মোহিয়া কহে পুরন্দরে ।
 চরণে মিনতি করি, ক্ষমা কর মোরে ॥
 অবলা কামিনী আমি কি কহিব আর ।
 কৃপা করি আজি মোবে কর পরিহার ॥
 কোন কথা ইন্দ্রদেব নাহি লয় কাণে ।
 চিত্ত তার জর্জরিত হয় কামবাণে ॥
 রাণীরে প্রবলভাবে করিয়া ধারণ ।
 নানাভাবে তার সহ করিল রমণ ॥

হরত-ক্রীড়ার হুখে ইন্দ্র মুহমান ।
 রত্নহুখে নাহি তার দিবারাজি-জ্ঞান ॥
 পুরন্দর সহ রাণী করিয়া বিহার ।
 যোগবলে দেহ তার করে পরিহার ॥
 নৃপতির ভয়ে ভয়ে দেব পুরন্দর ।
 চুপি চুপি স্বর্গধামে পলায় সহর ॥
 মহিষীর মৃত্যুবর্তী করিয়া শ্রবণ ।
 শোকভরে নৃপ অতি করিল রোদন ॥
 বলে হে নিদ্রয় বিধি কিবা অপরাধে ।
 ঘটাইলে বাদ কেন মম মনসাধে ॥
 পত্নী বিনা কিভাবেতে কাটাই জীবন ।
 ত্যজিব আমার প্রাণ পত্নীর কারণ ॥
 অতঃপর যজ্ঞ আদি করি সমাপন ।
 বিপ্রেরে দক্ষিণা দান করিল তখন ॥
 মানবীর দেহ রক্তা করি পরিহার ।
 শাপযুক্তা হ'য়ে যায় স্বর্গের মাঝার ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময় ।
 শ্রবণ করিলে হব সর্বপাপ-ক্ষয় ॥
 যমভয় নাহি থাকে কদাপি তাহার ।
 এ জগতে কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥
 পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন ।
 শূন্যেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন ॥
 কেবা ভূমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময় ।
 অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয় ॥
 এ ভবসংসারে যদি হুক্তি পেতে চাও ।
 নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাঁও ॥
 শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি হিতকর ।
 অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বোড়ল অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তদশ অধ্যায়

বাধাক্ষয়-সংবাদ, ব্রহ্ম-কৃত শ্রীবাধা তোত্র-কণন
এবং বাধাক্ষয়-বিবাহ-বর্ণন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন যুনিরাজ ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে কিছু বর্ণিতেছি আজ ॥
একদিন নন্দ রাজা শ্রীকৃষ্ণের সনে ।
গোচারণ তরে যায বৃন্দাবন বনে ॥
বৃন্দাবন কাছে ছিল ভাগীরথের বন ।
দেই স্থানে গিয়া তার করে গোচারণ ॥
কাননের মাঝখানে ছিল সরোবর ।
স্বধাছু তাহার জল অতি মনোহর ॥
সেই জলে গাভীদেব তৃষ্ণা করি দূর ।
নন্দ রাজা নিজে পান করিল প্রচুর ॥
তারপর শ্রীকৃষ্ণেরে ল'য়ে তার কোলে ।
পরিতৃপ্ত হ'য়ে নন্দ বসে বৃক্ষতলে ॥
এমন সময় দেখা কৃষ্ণের মায়ায ।
আকাশ আচ্ছন্ন হয় মেঘেব ঘটায় ॥
চাহিয়া দেখিল নন্দ আকাশের মাঝে ।
রাশি রাশি জলপূর্ণ জলদ বিরাজে ॥
মহাশব্দে বনমাঝে বহিতেছে ঝড় ।
বজ্রের গভীর শব্দে কাঁপে চরাচর ॥
বায়ুবেগে বৃক্ষ যেন উপড়িয়া পড়ে ।
মুঘলধারেতে বৃষ্টি ঝরঝর করে ॥
তাহা হেরি নন্দ রাজা ভাবে মনে মনে ।
কেমনে যাইব আমি আপন ভবনে ॥
এইলব গাভীগণে কবি পরিহার ।
কিন্নরপে যাইব আমি গৃহের মাঝার ॥
কেমনে পুঞ্জেরে ল'য়ে যাইব ভবনে ।
কি করিব ভেবে কিছু নাহি পাই মনে ॥
কপট ক্রন্দন করি শ্রীহরি তখন ।
ভয়েতে পিতার কণ্ঠ করিল ধারণ ॥
এমন সময়ে রাধা রাজহংসী প্রাণ ।
মুদ্র মুদ্র গমনেতে আসিল তথায ॥

শরতের চন্দ্রসম বদন ভাহার ।
বিকচ-কমল-সম নেত্র চমৎকার ॥
নয়নে রচিত তার কজ্জল মন্দর ।
গরুড়ের সম নাসা অতি মনোহর ॥
নাসিকায শোভিতেছে মুক্তাফল তার ।
মস্তকেতে শোভা পায কবরীর ভার ॥
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় শোভে গণ্ডস্থলে ।
হৃন্দর মালতীমালা ছলিতেছে গলে ॥
পকবিশ্বস তার ওষ্ঠ ও অধর ।
মুক্তাসম দন্তরাজি শোভে মনোহর ॥
ললাটে কস্তুরীবিন্দু কিবা শোভা তার ।
হৃন্দর কুণ্ডল শোভে তাহার মাঝার ॥
বন্ধোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় হার ।
সর্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার ॥
শ্রীফলসদৃশ স্তন কঠিন বর্তুল ।
ত্রিবিধি সংযুক্ত নাতি নাহি তার তুল ॥
রাধিকার উকদেশ অতি মন্দরন ।
কটিতে মেখলা তার শোভে অরুণ ॥
বিপুল নিতম্ব তার দেখিতে হৃন্দর ।
রঞ্জিত চরণদ্বয় অতি মনোহর ॥
চলিতে চবণে তার বাজিছে নুপুর ।
মুদ্র মুদ্র হস্ত রাধা করে স্মরণ ॥
বহিঃশুদ্ধ বস্ত্র দেবী করে পরিধান ।
অঙ্গপ্রভা মনোহর চম্পক সমান ॥
দশদিক্ দীপ্তিময় তাহার প্রভাষ ।
বিস্মিত হইল নন্দ হেবিধা তাহার ॥
সম্বোধন করি নন্দ কহিল তখন ।
গর্গমুখে সব কথা করিনু শ্রবণ ॥
শুন শুন বিনোদিনী কহি তব প্রতি ।
শ্রীহরির প্রিয়তমা তুমি বাধা সতী ॥
মোর ক্রোড়ে যেই শিশু করিছে বিরাজ ।
পূর্ণতম ব্রহ্ম তিনি জানি তাহা আজ ॥
মহাবিশ্ব হ'তে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সনাতন ।
অনুগ্রহ করি তারে করহ গ্রহণ ॥

তব প্রাণনাথে তুমি করিষা গ্রহণ ।
 পুনরায় মোরে তুমি কর সমর্পণ ॥
 এই কথা বলি তারে নন্দ নরপতি ।
 শ্রীকৃষ্ণেরে দান করে শ্রীরাধার প্রতি ॥
 শ্রীকৃষ্ণে পাইষা রাধা আনন্দিত হয় ।
 যুগ্ম যুগ্ম হস্ত করি নন্দরাজে কয় ॥
 শুন শুন গোপরাজ আমার বচন ।
 বহুপুণ্যফলে মোরে করিলে দর্শন ॥
 গর্গমুখে সব কথা করিলে শ্রবণ ।
 এক্ষণে গোকুলে তুমি করহ গমন ॥
 সুপ্রসন্না আমি আজি, শুন ব্রজেশ্বর ।
 আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ॥
 আমার দর্শন তুমি পাইলে যখন ।
 দেবতা-দুর্লভ বর করিব অর্পণ ॥
 রাধার বচন শুনি নন্দরাজ কয় ।
 তোমাদের পদে যেন ভক্তি মোর রয় ॥
 আর কোন অভিলাষ নাহিক আমার ।
 দাস্ত ভক্তি দাও দেবি কি কহিব আর ॥
 তোমাদের সুদুর্লভ যুগল চরণ ।
 ভক্তিসত্তরে যেন ধ্যান করি অনুরাগ ॥
 তোমার নিকটে দেবি এই বর চাই ।
 অল্প কোন বিষয়েতে স্পৃহা মোর নাই ॥
 নন্দের বচন শুনি রাধা দেবী কয় ।
 যেরূপ প্রার্থনা কর, হবে মহাশয় ॥
 আমাদের চরণেতে ভক্তি তব হবে ।
 তুমি ও যশোদা দেবী চির সুখী হবে ॥
 অনায়াসে মাধাজাল করিবে ছেদন ।
 অস্তিসে গোলোকধামে করিবে গমন ॥
 ইহা শুনি নন্দরাজ পুলকিত মনে ।
 কৃষ্ণে রাখি চলে গেল আপন ভবনে ॥
 তারপর রাধাদেবী কামাতুরা হয় ।
 সযতনে শ্রীকৃষ্ণেরে বক্ষে চাপি লয় ॥
 রোমাঞ্চিত অঙ্গে তারে করে আলিঙ্গন ।
 বারবার বদনেতে করিল চুম্বন ॥

মাধাবলে অনন্তর কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাসের মণ্ডল সেধা করিল সৃজন ॥
 রত্নের নির্মিত সেই রাসের মণ্ডল ।
 মণিমুক্তা শোভে কত অতীব উজ্জ্বল ॥
 শত শত রত্নকুণ্ড শোভে তার মাঝে ।
 রত্নময় মণিস্তম্ভ তাহাতে বিরাজে ॥
 মণ্ডলের মধ্যভাগে চিত্তরাজি রয় ।
 বিবিধ দর্পণে তার কত শোভা হয় ॥
 মনোহর পুষ্পশয্যা বিবাজে সেধায় ।
 পুষ্পের উত্তান কত কথা নাহি বায় ॥
 কত শাখে কত পাতী কুহরে কাকলি ।
 পুষ্প ঘেরি ঘোরে কত মধুলোভী অলি ॥
 কোকিল পঞ্চম তান মধুরে গাইল ।
 অকালে বৃষ্টিবা সেধা বসন্ত আইল ॥
 মণ্ডলের উজ্জ্বলভাগে উড়িছে কেতন ।
 বিরাজিছে শত শত বসন ভূষণ ॥
 রত্নকুণ্ড মাঝে রহে সুধাতুল্য জল ।
 যেমনি সুস্বাদু তাহা তেমনি শীতল ॥
 অকস্মাৎ শিশু সেই রূপ পরিহরি ।
 ধরিল অপূর্ব এক রূপ মনোহারী ॥
 মণ্ডলে বিরাজে এক পুরুষ হৃন্দর ।
 কমলীয় শ্যামমূর্তি অতি মনোহর ॥
 কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তার ।
 সারা দেহে শোভে কত রত্ন-অলঙ্কার ॥
 গীত বস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার ।
 কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার ॥
 শরভের চন্দ্রসম হৃন্দর বদন ।
 বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন ॥
 কজ্জল বিলিপ্ত তাহা অতি শোভাকর ।
 বন্ধিম চাহনি তাতে কিবা মনোহর ॥
 শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাহার ।
 কৌন্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥
 পারিজাত মালা দোলে তাহার গলায় ।
 আহা কিবা মনোহর শোভা ধরে তায় ॥

রাসের মণ্ডল দেখা করিয়া দর্শন ।
 হইল রাধিকা দেবী বিগ্নয়ে মগন ॥
 নন্দপুত্রে শ্রীরাধিকা না হেরিয়া আর ।
 স্তাম্যমূর্তি পানে এবে চাহে অনিবার ॥
 অপূর্ব দর্শন রূপ কে ভুলিতে পারে ।
 অপলক নেত্রে রাধা সে রূপ নেহারে ॥
 তবুও মনের সাধ নাহি মিটে তায় ।
 শ্রীকৃষ্ণের রূপে হয় বিমোহিত কায় ॥
 কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর ।
 যুবার যুথের পানে চাহে নিরন্তর ॥
 ভুবনমোহন সেই যুবকের সনে ।
 সঙ্গমের ইচ্ছা হয় রাধিকার মনে ॥
 থর থর কাঁপে অঙ্গ মদনের বাণে ।
 বারে বারে চাহে রাধা যুবকের পানে ॥
 যুহু যুহু হাস্য করি কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাধিকারে সম্বোধিয়া কহিল তখন ॥
 শুন শুন রাধা সতি আমার বচন ।
 গোলোক-বৃত্তান্তে তুমি করহ স্মরণ ॥
 তোমার নিকটে পূর্বের করিনু যে পণ ।
 সে প্রীতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিব এখন ॥
 তুমি মোর প্রিয়তমা তুমি প্রাণাধিকা ।
 প্রাণের প্রেমসী তুমি শুন গো রাধিকা ॥
 কিছুমাত্র ভেদ নাই তোমায় আমার ।
 যেই রাধা সেই কৃষ্ণ ভুল নাহি তায় ॥
 যথা ধবলতা রহে দুধ-ক্ষীর মাঝে ।
 যেমন দাহিকা শক্তি অগ্নিতে বিরাজে ॥
 যে রূপ ধরাতে গন্ধ রহে অবিরত ।
 তোমাতে সেরূপ আমি বিরাজি নিয়ত ॥
 তোমা ছাড়া সৃষ্টি আমি করিতে না পারি ।
 তুমি আমি এক হই দেখহ বিচারি ॥
 আমি বীজ-রূপী তুমি সৃষ্টির আধার ।
 এস এস তুমি মোর বক্ষের মাঝার ॥
 যে রূপ অঙ্গের শোভা বাড়ে অলঙ্কারে ।
 সেরূপ শোভিত তুমি করহ আমারে ॥

অবস্থান করি আমি তুমি ছাড়া যবে ।
 শুধু মাত্র কৃষ্ণ নামে ডাকে মোরে সবে ॥
 তব সনে অবস্থান করি আমি যবে ।
 তখন শ্রীকৃষ্ণ বলি ডাকে মোরে সবে ॥
 বিশ্বের আধার তুমি নিদান সবার ।
 সকলের শোভা তুমি হও অনিবার ॥
 পুরুষ প্রকৃতি মোরা হই অনুক্ষণ ।
 তুমি শ্রীরাধিকা আমি কৃষ্ণ সনাতন ॥
 সর্বশক্তিরূপা তুমি স্ত্রীরূপধারিণী ।
 প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি তেজঃস্বরূপিণী ॥
 শক্তি বুদ্ধি জ্ঞানে তুমি সমান আমার ।
 তেজেতে আমার তুল্য হও অনিবার ॥
 তোমার আমার মাঝে ভেদ যেই করে ।
 নরকে সেজন রয় বহুকাল ধরে ॥
 সেইজন নরাদম অতি দুরাশয় ।
 কোটিজন্মান্বিত পুণ্য নষ্ট তার হয় ॥
 আমাদের নিন্দা যদি করে কোন জন ।
 নরক মাঝারে সেই করিবে গমন ॥
 রাধা-শব্দ যেই জন করে উচ্চারণ ।
 তারে ভক্তি দান করি যাবৎ জীবন ॥
 যেই জন পূজে মোরে মোড়শোপচারে ।
 সেই জন প্রিয় মোর কহিনু তোমারে ॥
 যেই জন রাধা-নাম করে উচ্চারণ ।
 সে জন অধিক প্রিয় হয় অনুক্ষণ ॥
 অনন্ত ও ব্রহ্মা ধর্ম কপিল মহেশ ।
 নর-নারায়ণ আর কাভিক গণেশ ॥
 সাবিত্রী প্রকৃতি দুর্গা লক্ষী সরস্বতী ।
 সকলেই প্রিয়জন হয় মোর অতি ॥
 তোমার সমান তবু প্রিয় নহে তারা ।
 রহিতে না পারি আমি কভু তুমি ছাড়া ॥
 ভিন্ন স্থানে বাস তারা করে অবিরত ।
 তুমি বাস কর মোর বক্ষেতে নিয়ত ॥
 এই কথা বলি তারে কৃষ্ণ ভগবান ।
 মনোহর শয্যা মাঝে করে অবস্থান ॥



গাভৰুৱাৰ লকাত্তৰ হঠাৎ অস্তিত্ব।
বনৰ পৰিষ্কাৰ কৰে বনৰ পৰিষ্কাৰ

তখন রাধিকা দেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি ।
 কহিল মধুব বাক্য ভক্তিতরে অতি ॥
 ভুলি নাই প্রভু আমি পূর্বের বিষয় ।
 সমস্ত কৃতান্ত মনে হতেছে উদয় ॥
 শুন শুন হৃদযেশ, শুন প্রাণ-স্বামী ।
 মাধাজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি আমি ॥
 অভিশাপ দিল মোরে ভক্ত একজন ।
 সেই শাপে গোপী-রূপে করি আগমন ॥
 একশত বর্ষ ধরি প্রভু তব সহ ।
 বিচ্ছিন্ন ভাবেতে ভোগ করিব বিরহ ॥
 শায়িত রয়েছ তুমি প্রভু সনাতন ।
 মম বক্ষঃস্থলে রাখ তোমার চরণ ॥
 কোটি শশধর সম বদন তোমার ।
 সেই মুখ পানে আমি চাহি অনিবার ॥
 শ্রীরাধাব বাক্য শুনি কহে সনাতন ।
 শুন শুন শ্রীরাধিকে আমার বচন ॥
 কিছুকাল অবস্থান কর এইবার ।
 মনোরথ পরিপূর্ণ করিব তোমার ॥
 যাহার অদৃষ্টে আমি লিখিব যেমন ।
 কেহ নাহি পারে তাহা করিতে খণ্ডন ॥
 বিধির বিধাতা আমি কহিছু তোমারে ।
 আমার লিখন ব্রহ্মা খণ্ডিতে না পারে ॥
 এইরূপ হুমধুব অনেক বচন ।
 শ্রীরাধারে বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥
 রাধাকৃষ্ণ গুপ্ত কথা যে শুনে শ্রবণে ।
 কোন পাপ নাহি স্পর্শে তাহারে জীবনে ॥
 এত যদি বলিলেন দেব নারায়ণ ।
 কোতুহলে জিজ্ঞাসেন বিরিঞ্চি নন্দন ॥
 অন্তঃপর কি ঘটিল কহ মহাশয় ।
 তাহা শুনি নারায়ণ মুছ হাসি কয় ॥
 রাধাকৃষ্ণ একাসনে বসিবা নির্জনে ।
 পূর্বজন্মকথা তার বলে সঙ্গোপনে ॥
 অকস্মাৎ প্রজাপতি জগৎ-বিধাতা ।
 কমণ্ডলু করে ধরি আসিলেন সেথা ॥

অক্ষমালা অঙ্ক করে ধরি পদ্মাসন ।
 মুহূৰ্হুঃ কৃষ্ণনাম করে উচ্চারণ ॥
 ম'লা কমণ্ডলু তার হাতে শোভা পায় ।
 হরির চরণে গিয়া প্রণমে ছুরায় ॥
 যুক্ত করে ব্রহ্মা দেব ভক্তি-সহকারে ।
 শ্রীহরির স্তবস্ততি করে বারে বারে ॥
 অনন্তর রাধা কাঁছে করিয়া গমন ।
 কমণ্ডলু-জলে ধৌত করিল চরণ ॥
 চবণে প্রণাম করি ব্রহ্মা মহাশয় ।
 কৃতান্তলিপুটে স্তব করে সে সময় ॥
 তুমি যাতঃ দয়ামবী প্রকৃতি ঈশ্বরী ।
 ভক্তিতরে চরণেতে প্রণিপাত করি ॥
 সার্থক জন্ম মম, সফল জীবন ।
 তোমার চরণ-পদ্ম করিছু দর্শন ॥
 পূর্বের আমি একবার পুঙ্কর তীরেতে ।
 কৃষ্ণ আরাধনা করি ভক্তিসুহৃৎ চিতে ॥
 সমুচ্চ হইয়া পরে কৃষ্ণ সনাতন ।
 বর দান করিবারে করে আগমন ॥
 সনাতনে কহিলাম ভক্তিতরে অতি ।
 এই বর দান তুমি কর মোর প্রীতি ॥
 স্বপ্নযোগে কেহ যার না পায় দর্শন ।
 আমারে দেখাও সেই রাধার চরণ ॥
 আমার বচন শুনি সনাতন কয় ।
 কিছুকাল অবস্থান কর মহাশয় ॥
 তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে শুন হে ব্রহ্মন ।
 হেরিবে তুলন্ত তুমি রাধার চরণ ॥
 ঈশ্বরের বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হয় ।
 তোমার চবণ আমি দেখি এ সময় ॥
 কৃষ্ণ-অঙ্গ হ'তে তুমি আবিস্কৃত সতি ।
 প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি রূপাময়ী অতি ॥
 কেবা কৃষ্ণ কেবা রাধা কহা নাহি যায় ।
 কেমন করিয়া কহ বর্ণিব তোমায ॥
 ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধভাগে গোলোক বিরাজে ।
 নিরন্তর অবস্থান কর তার মাঝে ॥

তুমি নিত্য তুমি সত্য অজর অমর ।
 তোমার চরণ ধ্যান করি নিরন্তর ॥
 সর্বশক্তিস্বরূপিণী তুমি ভগবতী ।
 কি কব তোমার কথা ক্ষুদ্র আমি অতি ॥
 শ্রীহরির অংশ হ'তে পুরুষেরা হয় ।
 তব অংশজাতা হয় নারীসমুদয় ॥
 আত্মার সমান হয় কৃষ্ণ-সনাতন ।
 দেহের স্বরূপা তুমি হও অনুক্ষণ ॥
 জগতের মাতৃরূপা তুমি অনিবার ।
 তোমার চরণে আমি নমি বারংবার ॥
 নিত্য সত্য যেইরূপ কৃষ্ণ সনাতন ।
 সেইরূপ নিত্য সত্য তুমি অনুক্ষণ ॥
 বিশ্বের বিধাতা আমি বেদ সৃষ্টি-কারী ।
 তোমার মহিমা তবু বর্ণিতে না পারি ॥
 চারিযুগে নাহি পারি বর্ণিতে তোমায় ।
 ভক্তিভাবে প্রণিপাত করি তব পায ॥
 অম্বিকা বলিষা তুমি খ্যাত চরাচরে ।
 চরণে প্রণাম তব করি ভক্তিভরে ॥
 বিশ্বের জননী তুমি জামি অনিবার ।
 তোমাতে বর্ণিতে হেন সাধ্য আছে কার ॥
 আমি ও অনন্তদেব ভোলা পঞ্চানন ।
 করিতে না পারি কভু তোমার স্তবন ॥
 দুর্বল অক্ষম আমি ক্ষুদ্র আমি অতি ।
 সাধ্যমত স্তুতি-বাক্য কহি তব প্রতি ॥
 অধ্যম সন্তান আমি, শক্তি কিছু নাই ।
 অপরাধ হয় যদি ক্ষমা কর তাই ॥
 সন্তানের অপরাধ যদি কভু হয় ।
 মাৰ্জ্জনা কবেন তারে জননী নিশ্চয় ॥
 এইরূপ স্তবস্তুতি করি অবিরাম ।
 ব্রহ্মাদেব রাধিকারে করিল প্রণাম ॥
 ব্রহ্মাকৃত এই স্তব যে করে প্রবণ ।
 হরির দাসত্ব লাভ করে সেইজন ॥
 অনায়াসে সেইজন করে যত্ন জয় ।
 এ ভব-সংসারে তার নাহি কোন ভয় ॥

শুনিয়া ব্রহ্মার স্তব ভূক্তা হ'য়ে সতী ।
 যুগ্ন যুগ্ন হস্ত করি কহে ব্রহ্মা প্রতি ॥
 সম্ভব হইয়াছে আমি তোমার উপর ।
 এক্ষণে প্রার্থনা কর ইচ্ছামত বর ॥
 রাধিকার কথা শুনি ব্রহ্মা মহাশয় ।
 অতি-ভক্তি সহকারে রাধিকারে কয় ॥
 কৃপা করি মোরে মাতঃ দেহ এই বর ।
 চরণেতে ভক্তি যেন রহে নিরন্তর ॥
 অহরহঃ স্মরি যেন রাধাকৃষ্ণ-নাম ।
 পাদপদ্ম ধ্যান যেন করি অবিরাম ॥
 পুনর্বীর নমস্কার করি ভক্তিভরে ।
 হরিরে স্মরিয়া ব্রহ্মা হোম আদি করে ॥
 শয্যা ছাড়ি উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন ।
 বিধিমত হোম আদি করে সমাপন ॥
 অনন্তর ব্রহ্মাদেব শ্রীকৃষ্ণ রাধারে ।
 প্রদক্ষিণ করিলেন ভক্তি-সহকারে ॥
 এইরূপে প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার ।
 শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরে করে নমস্কার ॥
 রাধিকার হস্ত কৃষ্ণ করিলা ধারণ ।
 চতুর্মুখ করিলেন বেদ-উচ্চারণ ॥
 বেদ-উক্ত সপ্তমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ।
 রাধিকার পৃষ্ঠদেশ সনাতন ধরে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল ধরি রাধা সতী ।
 কৃষ্ণেরে পরায় মালা মনোহর অতি ॥
 ভক্তিভরে শ্রীরাধারে কৃষ্ণ সনাতন ।
 মনোরম মালা গলে করিল অর্পণ ॥
 অতঃপর চতুর্মুখ ভক্তি-সহকারে ।
 শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্বে বসায় রাধারে ॥
 তারপর রাধাকৃষ্ণ মিলি দুইজন ।
 বেদ-উক্ত পঞ্চমন্ত্র করে উচ্চারণ ॥
 এইরূপে মন্ত্রপাঠ করি সমাপন ।
 রাধিকা কৃষ্ণের পায়ে প্রণমে তখন ॥
 অতঃপর ব্রহ্মাদেব আনন্দিত মনে ।
 রাধিকারে সমর্পণ করে সনাতনে ॥

স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে অতি সুমধুর ।
 পুষ্পরুষ্টি চারিধারে হইল প্রচুর ॥
 সুমধুর গান করে গন্ধর্ব্ব সকল ।
 অঙ্গরারা নৃত্য গীত করে অরিরল ॥
 তারপর ব্রহ্মাদেব কহে জোড় করে ।
 দক্ষিণা-স্বরূপ দেহ ভক্তি দাতা মোরে ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি কহে সনাতন ।
 তব অভিলাষ আমি করিব পূরণ ॥
 ভক্তি-লাভ হবে তব কহি স্থনিশ্চয় ।
 করিবে চরণ ধ্যান সকল সময় ॥
 যাবচ্চন্দ্র দিবাকর রহিবে গগনে ।
 আমাদের প্রতি ভক্তি রবে তব মনে ॥
 আমার বচন কতু মিথ্যা নাহি হয় ।
 এই কথা পদ্মাসন জানিবে নিশ্চয় ॥
 মঙ্গল হইবে তব শুন হে ব্রহ্মন্ ।
 স্বস্থানে এক্ষণে তুমি করহ গমন ॥
 কৃষ্ণের বিবাহ-কথা অমৃত সমান ।
 যেই শুনে সেই করে গোলোকে পটান ॥
 ধনে-জনে বাড়ে সিদ্ধ হয় মনস্কাম ।
 যেই জন লয় মুখে রাধাকৃষ্ণ নাম ॥
 শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনি আনন্দিত মনে ।
 ব্রহ্মাদেব যায় চলি আপন ভরনে ॥
 এতেক শুনিয়া তবে দেবর্ষি নারদ ।
 মনে মনে বন্দিলেন রাধাকৃষ্ণপদ ॥
 নারায়ণ প্রতি পরে সবিনয়ে কয় ।
 অতঃপর কি হইল বল দয়াময় ॥
 রাধাকৃষ্ণ পুণ্য কথা অতি মনোহর ।
 শুনিলে পবিত্র হয় সবার অন্তর ॥

● শ্রীকৃষ্ণ সহিত শ্রীরাধিকার বিবাহ ।

নারদের বাক্য শুনি হরষিত অতি ।
 নারায়ণ বলিলেন নারদের প্রতি ॥
 তারপর ঘটে যাহা শুন দিয়া মন ।
 হইবে বাসনা পূর্ণ শুনিবে যখন ॥

প্রস্থান করিলে ব্রহ্মা শ্রীরাধিকা সতী ।
 কটাক্ষ নয়নে চাহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
 কৃষ্ণের বদন সতী করিয়া দর্শন ।
 লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥
 মুছ মুছ হাস্য করে প্লকের ভরে ।
 সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত কণে কণে করে ॥
 কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল পীড়িত ।
 সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত ॥
 থর থর কাঁপে অঙ্গ মদনের বাণে ।
 ঘন ঘন চাহে দেবী শ্রীকৃষ্ণের পানে ॥
 প্রণাম করিয়া রাধা কৃষ্ণের চরণে ।
 শ্রীহরির সহ যাব শয়ন-ভবনে ॥
 সেখান রাধিকাদেবী করিয়া গমন ।
 কৃষ্ণ-অঙ্গে করিলেন চন্দন-লেপন ॥
 সুধা আর মধুপাত্র ল'য়ে তারপর ।
 শ্রীহরিরে দান রাধা করিল সত্তর ॥
 সুবাসিত তাম্বুলাদি কৃষ্ণে করে দান ।
 রাধারে তাম্বুল দান করে ভগবান্ ॥
 রাধিকার সর্ব্ব অঙ্গে কৃষ্ণ সনাতন ।
 যত্নসহকারে করে চন্দন-লেপন ॥
 ধ্যান করে কায় নিত্য যাঁহার চরণ ।
 সেই কৃষ্ণ কামবশ রাধার কারণ ॥
 কামবাণে অর্জ্জুরিত হরির অন্তর ।
 রাধিকার পানে হরি চাহে নিরন্তর ॥
 রাধিকারে বক্ষে চাপি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 আলিঙ্গন করি করে চুষন প্রদান ॥
 হরিষে হরিলা হরি রাধার বসন ।
 কৃষ্ণপীতবাস রাধা করে আকর্ষণ ॥
 তারপর কামাভুর হরি সনাতন ।
 রাধাসহ নানা ভাবে করিলা রমণ ॥
 সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত হয় শ্রীবাধার ।
 নবসঙ্গমের বশে তৃপ্তি নাহি আর ॥
 আলিঙ্গন চুষনের নাহিক বিরতি ।
 আবেশে মুচ্ছিত-প্রায় রাধিকা যুবতী ॥

দিবারাত্রি জ্ঞান কিছু না রহিল আর ।
 হরিসহ নানা ভাবে করিল শৃঙ্গার ॥
 কামশাস্ত্রবিশারদ কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 রাখারে বিবিধ ভাবে করে তৃপ্তি দান ॥
 রাধিকার প্রতি অঙ্গ করি আলিঙ্গন ।
 অষ্ট প্রকারের রতি করিলা তখন ॥
 রাধিকারে বারে বারে করি আকর্ষণ ।
 সর্ব অঙ্গে নখক্ষত করে সনাতন ॥
 রাধিকার পায়ে বাজে মঞ্জীর হৃন্দর ।
 কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥
 আলুথালু কেশ তার গাত্র বস্ত্রহীন ।
 মহাহুখে রতি-ভোগ করে নিশিদিন ॥
 এইরূপে সঙ্গ যবে হয় কামরূপ ।
 রাখার করিলা হরি কবরী-বন্ধন ॥
 ললাটে সিন্দূরবিন্দু ঝাঁকে সনাতন ।
 অঙ্গে তার পত্রাবলি করিলা রচন ॥
 সহসা কৈশোর-রূপ করি পরিহার ।
 পুনরায় ধরে হরি শিশুর আকার ॥
 নন্দের নন্দন-বেশী শিশু সনাতন ।
 ক্ষুধার পীড়িত হ'য়ে করিল ক্রন্দন ॥
 তাহা হেরি রাধাদেবী ব্যথিত হৃদয়ে ।
 কৃষ্ণেরে উদ্দেশ করি কহে সবিনয়ে ॥
 মায়া'র ঈশ্বর প্রভু কি কহিব আর ।
 মোর প্রতি মায়া কেন করিছ বিস্তার ॥
 মোরে পরিত্যাগ কেন কর সনাতন ।
 কেন শিশু-রূপ ভূমি করিলে ধারণ ॥
 এইরূপে রাখা সতী কঁাদিছে যখন ।
 সহসা আকাশবাণী শুনিল তখন ॥
 শুন রাখা বিনোদিনী আমার বচন ।
 ত্রিকৃষ্ণের পাদপদ্ম করহ স্মরণ ॥
 শুন সতি, মুছে তব নয়নের জল ।
 যত দিন বিরাজিবে রাসের মণ্ডল ॥
 ছায়ামাত্র গৃহে রাখি আসিবে হেথায ।
 মিলিবে হরির সহ কহিনু তোমায ॥

প্রতি রাত্রিকালে আমি আসিব হেথায ।
 শিশু-রূপ পরিত্যজি নটবর কায় ॥
 বেদনা চিন্তের তব নাশিব নিশ্চয় ।
 আমার বচন জেনো মিথ্যা নাহি হয় ॥
 সম্বরণ কর দেবি তোমার রোদন ।
 মহানন্দে পরিপূর্ণ কর তব মন ॥
 বালকের রূপী এই কৃষ্ণ সনাতনে ।
 ক্রোড়ে করি ল'য়ে যাও নন্দের ভবনে ॥
 শুনি এই দৈববাণী রাধিকা তখন ।
 কৃষ্ণেরে লইয়া চলে নন্দের ভবন ॥
 যশোদার ক্রোড়ে তারে করিয়া অর্পণ ।
 সম্বোধন করি রাখা কহিলা তখন ॥
 অতিশয় স্থূল শিশু, জননি তোমার ।
 বহিতে না পারি আমি তার দেহ-ভার ॥
 গোষ্ঠীমাঝে নন্দরাজ আমারে হেরিয়া ।
 শিশুরে প্রেরণ করে মোর হাতে দিয়া ॥
 ইহারে বহিতে মোর বড় কষ্ট হয় ।
 তোমার এ শিশুপুত্র ভারী অতিশয় ॥
 কুণ্ডল হ'য়ে শিশু করিছে ক্রন্দন ।
 তাই তো শিশুরে ত্রা করি আনয়ন ॥
 আকাশ যে মেঘাচ্ছন্ন তাহাতে আবার ।
 বর বর বৃষ্টিধারা বরে অনিবার ॥
 পিচ্ছিল দুর্গম পথ কর্দমাক্ত অতি ।
 শিশুরে বহিতে হয় অশেষ দুর্গতি ॥
 সর্ব অঙ্গ সিন্ত মোর বৃষ্টির ধারায় ।
 তোমার নন্দনে আমি দিলাম তোমায ॥
 বহুক্ষণ গৃহ আমি আসিয়াছি ছাড়ি ।
 এক্ষণে গৃহের পানে যাই তাড়াতাড়ি ॥
 এই কথা বলি রাখা করিল গমন ।
 যশোদা শিশুরে ল'য়ে দান করে স্তন ॥
 প্রতিদিন রাখাদেবী ছায়া রাখি ধরে ।
 বৃন্দাবনে হরিসহ রতিক্রীড়া করে ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তেব কথা অমৃত-মধুর ।
 শ্রবণ করিলে সব দুঃখ হয় দূর ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব বুখা কাটে কাল ।
চারিধারে বিস্তারিয়া আছে মায়াজাল ॥
নিরন্তর ভজ সবে কৃষ্ণের চরণ ।
এই মায়াজাল তবে হইবে ছেদন ॥
এ ভব-সংসার মাঝে সকল অসার ।
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥
কৃষ্ণভক্ত হয় যেই তার কিবা ভব ।
সর্বজ্ঞবী হয় সেই সকল সময় ॥
মায়ায় বিশ্বস্ত হ'য়ে আছে জীবগণ ।
সংসার-কূপের মাঝে আছে নিমগন ॥
ভক্তগাষ্ট্রাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন ।
উঁহাব চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥
সর্ব হুংতু দূরে বাবে প্রাণে শান্তি পাবে ।
অস্তিতেতে শ্রীহরির ভবনেতে যাবে ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টাদশ অধ্যায়

বক, কেশী ও প্রলভারব বব, বহুদেবাদি গন্ধর্বেব
শাপ-মোচন এবং শ্রীকৃষ্ণেব বৃন্দাবন
গমন প্রভাব ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
কৃষ্ণের চরিত্র আমি করিব বর্ণন ॥
একদিন শিশু কৃষ্ণ অশ্রু শিশু সনে ।
শ্রীধনে গমন কবে ল'য়ে গাভীগণে ॥
শ্রীধনের মাঝে গিয়া কৃষ্ণ সনাতন ।
অশ্রু অশ্রু শিশুসহ কবে গোচারণ ॥
গধুবন ছিল সেথা অতি মনোহর ।
গাভী ল'য়ে সবে সেথা চলিল সহর ॥
গোপের বালক সহ কৃষ্ণ-বলরাম ।
নানাক্রপ ক্রীড়া তথা করে অবিরাম ॥
সকলে প্রহুস্ত চিত্ত অহলাদ অন্তরে ।
গোবৎস সকল নিয়ে কত রঙ্গ করে ॥

কভু নাচে কভু গায় হাসে খলখল ।
কখন বা তোলপাড় করে নদীজল ॥
কোন সঙ্গী গাছে উঠে কলকুল পাড়ে ।
কেহ বা থাকিয়া নীচে হাত পাতি ধরে ॥
কেহ করে পর্বতের গাত্রে আরোহণ ।
গাভীর পশ্চাতে ধায় হাতেতে পাচন ॥
কেহ বা গাভীর পিছে ছুটে ছুটে যায় ।
কেহ বা সঙ্গীকে দেখি বনেতে লুকায় ॥
হাস্য রব শুনি কেহ আনন্দে আকুল ।
কেহ যায় কাননেতে তুলিবারে ফুল ॥
কোন সঙ্গী শুয়ে পড়ে নবদুর্বাদলে ।
কেহ বা বৃক্ষের ফল খায় কুতূহলে ॥
এই ভাবে শিশুদল মাঠের মাঝারে ।
এদিকে সেদিকে সব ছড়াইয়া পড়ে ॥
সহসা সেথায় এক দৈত্য বলবান ।
শিশুদের সম্মুখেতে হয় আগমন ॥
বিকট আকার তার ভীষণ দর্শন ।
বকাহর নাম তার, বিকৃত বদন ॥
বিস্তার কবিতা মুখ আসিল ছুটিয়া ।
কৃষ্ণসহ সকলেই ফেলিল গিলিয়া ॥
গাভী আর শিশুগণ যত কিছু ছিল ।
অনায়াসে বকাহর সবাই গিলিল ॥
হেরি হাহাকাব করে বত দেবগণ ।
অজ্ঞান ল'য়ে সবে করে আগমন ॥
উপায় না হেবি কিছু দেব পুরন্দর ।
নিফেপ করিল বহু বকের উপর ॥
বজ্রের আঘাতে তার কিছু নাহি হয় ।
নীহারিত্র নিফেপিয়া চন্দ্র সে সময় ॥
যমদণ্ড যমরাজ করে নিফেপণ ।
বায়ব্যাতি তার পরে হানিল পবন ॥
হতাশন অগ্নিবাণ করিল ফেপণ ।
অর্ধচন্দ্র বাণ নারে বুঝেব তখন ॥
এই সব অস্ত্রাঘাতে হইল ভংগিত ।
শিশুগণে বৃদ্ধাগত হই অতঃপর ॥

তখন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন ।
 ব্রহ্মতেজে অঙ্গ তার করিল দহন ॥
 যাতনায় বকাস্থর হইয়া অস্থির ।
 বমন করিয়া সবে করিল বাহির ॥
 বাহিরে আসিল পুনঃ শিশু গাভীগণ ।
 বকাস্থর প্রাণ ত্যাগ করিল তখন ॥
 স্বর্গেতে দেবতাগণ হাত ঝোড় করি ।
 স্তবস্তুতি কবে বখা দয়াময় হরি ॥
 মায়াময় ভূমি কর মাযার বিস্তার ।
 পৃথিবী রক্ষিছ করি দুষ্কের সংহার ॥
 অগতির গতি প্রভু কৃষ্ণ নারায়ণ ।
 প্রণাম গ্রহণ কর দেব জনার্দন ॥
 এইভাবে বকাস্থরে শিশু-কৃষ্ণ নাশে ।
 তা দেখিয়া শিশুগণ খলখল হাসে ॥
 এতক শুনিয়া তবে দেবর্ষি নারদ ।
 মনে মনে বন্দিলেন রাম-কৃষ্ণ পদ ॥
 নারায়ণ প্রতি তবে কহে মুনিবর ।
 বকাস্থর বধ শুনি তোমার গোচর ॥
 নানা ছলে দয়াময় হরি বারবার ।
 সংসারের যত পাপ করেন সংহার ॥
 এই ভাবে কত লীলা কবে কৃষ্ণধন ।
 দয়া করি কহ আরো দেব নারায়ণ ॥
 আর কোন্ অস্থরে কৃষ্ণ করে নাশ ।
 তব পাশে শুনিবার বড় অভিলাষ ॥
 এতক শুনিয়া তবে নারদে সম্ভাষি ।
 বলিলেন নারায়ণ যুহু যুহু হাসি ॥
 বকাস্থরে মারি পরে শিশুগণ ল'য়ে ।
 গোর্থা পরিত্যজি তারা যায গোপালয়ে ॥
 বলরাম সহ পরে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 কেলিকদম্বের বনে করিলা প্রস্থান ॥
 প্রলম্ব নাগেতে এক অস্থর ভীষণ ।
 বুধরূপ ধরি সেখা করে আগমন ॥
 শ্রীহরিরে শৃঙ্গ 'পরে করিয়া স্থাপন ।
 বিকট অস্থর তাঁরে করে উত্তোলন ॥

ভীত হ'য়ে বালকেরা করে হাহাকার ।
 কৃষ্ণের বুঝিবা আজ রক্ষা নাহি আর ॥
 উদ্ধ্বাসে চারিদিকে ছুটে গাভীগণ ।
 শিশুদল নানাদিকে করে পলায়ন ॥
 তখন শ্রীবলরাম ডাকি সবে কয় ।
 শুন শুন শিশুদল নাহি কোন ভয় ॥
 কৃষ্ণের কিছু না হবে নাহি কিছু ডর ।
 মরিবে কৃষ্ণের হাতে দৈত্য ভঙ্কর ॥
 বুঝের ধরিয়া শৃঙ্গ শ্রীমধুসূদন ।
 আকাশে তুলিয়া ভূমে করিলা ক্ষেপণ ॥
 ভঙ্কর শব্দ করি দৈত্য ভূমে পড়ে ।
 নিমেষে প্রলম্বাস্থর প্রাণ ত্যাগ করে ॥
 দর্শন করিয়া তাহা যত শিশুগণ ।
 হাততালি দিয়া সবে করিল নর্তন ॥
 প্রলম্ব নিধন করি বলরাম সনে ।
 শ্রীকৃষ্ণ গমন করে ভাণ্ডীরের বনে ॥
 সেখা ছিল দৈত্যপতি কেশী বলবান্ ।
 অতিকায় মূর্তি তাব পর্বত-সমান ॥
 কৃষ্ণেরে হেরিয়া কেশী করিয়া ধারণ ।
 শতেক যোজন উর্দ্ধে করে উত্তোলন ॥
 তারপর শ্রীহরিরে ফেলি ভূমি 'পরে ।
 চর্কণ করিতে যায় অতি ক্রোধভরে ॥
 সনাতনে যেই কেশী করিল চর্কণ ।
 দম্বরাজি ভয় তার হইল তখন ॥
 তাবপর কৃষ্ণতেজে কেশী দৈত্যবর ।
 দম্বাভূত হ'য়ে শেষে ত্যজে কলেবর ॥
 স্বর্গেতে ছন্দুভি বাজে, পুষ্পবৃষ্টি হয় ।
 মনোহর রথ এক আসে সে সময় ॥
 দিব্যরূপধারী হরিপারিষদগণ ।
 সেই রথ আরোহণে করে আগমন ॥
 পরিধানে পীতবস্ত্র কিরীট মাথায ।
 বিভূষিত সকলেই রত্নের মালায় ॥
 কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে অতি চমৎকাব ।
 মধুর মুরলী হাতে শোভে অনিবার ॥

চন্দন-চর্চিত অঙ্গ কুঙ্কম-লেপিত ।
 চরণের মাঝে রত্ন-মঞ্জীর-শোভিত ॥
 গোপবেশধারী সবে অতি স্নদর্শন ।
 যুহু যুহু হাস্য তারা করে অনুক্ষণ ॥
 সেই সব পারিষদ রথ-আরোহণে ।
 হরির সম্মুখে আসে ভাণ্ডীরের বনে ॥
 দেহভ্যাগ করি কেশী দিব্যরূপ ধরে ।
 কৃষ্ণেরে প্রণাম করি সেই রথে চড়ে ॥
 কৃষ্ণপারিষদরূপে কেশী পুনরায় ।
 রথে আরোহণ করি গোলোকেতে যায় ॥
 নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 কৃপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন ॥
 দৈত্যরূপী কেশী কেবা ছিল মহাশয় ।
 সবিস্তারে কহ মোরে সমস্ত বিষয় ॥
 পূর্বজন্মে এ অশ্বর ছিল কোন্ জন-
 কার অভিশাণে দশা হইল এমন ॥
 কি হেতু দানববংশে পুন জন্ম ধরে ।
 সবিস্তারে সেই কথা কহ দয়া ক'রে ॥
 নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান ।
 তোমারে কহিব আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
 শুনিলাম যাহা যাহা শঙ্কর নিকটে ।
 তোমার নিকটে তাহা কহি অকপটে ॥
 গন্ধবাহ নামে ছিল গন্ধর্বেশ্বর পতি ।
 তপস্বীর শ্রেষ্ঠ তিনি হরিভক্ত অতি ॥
 ক্রমে ক্রমে জন্মে তার চারিটি নন্দন ।
 সকলেই ছিল অতি কৃষ্ণপরাযণ ॥
 শয়নে ও জাগরণে ভক্তিসহকারে ।
 হরির চরণ ধ্যান করে বারে বারে ॥
 অনন্তর গন্ধর্বেশ্বর পুত্র-সমুদয় ।
 মুনিবর দুর্বাসার মন্ত্রশিষ্য হয় ॥
 কৃষ্ণপূজা না করিয়া না করে ভোজন ।
 কৃষ্ণপূজা বিনা জল না কবে গ্রহণ ॥
 নিরন্তর জপ করে শ্রীকৃষ্ণের নাম ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অবিরাম ॥

সুহোত্র সুপার্ব আব স্নদর্শন নাম ।
 বহুদেব—এই চারি পুত্র গুণধাম ॥
 পরমবৈষ্ণব তারা অতি সাধুজন ।
 পুষ্কর তীরেতে বহু করিল সাধন ॥
 সর্বজ্যেষ্ঠ বহুদেব যোগপ্রাপ্ত হয় ।
 ব্রহ্মতেজে দেহ তাব হৃষ জ্যোতির্ময় ॥
 অনন্তর দেহ তার করি পরিহার ।
 হরিপারিষদ হয় গোলোক-স্বাধার ॥
 একদা সুহোত্র আদি ভ্রাতা তিনজন ।
 চিত্র-সরোবর-পানে করিল গমন ॥
 শত শত পদ্ম ফোটে সেই সরোবরে ।
 সেই পদ্ম তোলে তারা কৃষ্ণপূজা তরে ॥
 সরোবর রক্ষা করে শিবের কিঙ্কর ।
 গন্ধর্বগণেরে তারা বাঁধিল সঙ্কর ॥
 শিবের নিকটে ল'য়ে কিঙ্করের দল ।
 পদ্ম-হরণের কথা কহিল সকল ॥
 কহিল শিবের কাছে অনুচরগণ ।
 হরণ করিতে পদ্ম আসে তিনজন ॥
 আমাদের অনুমতি নাহি তারা লয় ।
 যাহা ইচ্ছা শাস্তিদান কর মহাশয় ॥
 গন্ধর্বনন্দনগণ হেরি পঞ্চাননে ।
 প্রণাম করিল পায়ে ভক্তিযুক্ত মনে ॥
 যুহু যুহু হাস্য করি ভোলানাথ কয় ।
 কাহার নন্দন সবে দেহ পরিচয় ॥
 পার্বতী করেন ব্রত তাই সরোবরে ।
 লক্ষ লক্ষ যক্ষগণ পদ্ম রক্ষা কবে ॥
 ত্রৈমাসিক ব্রতে সতী মঙ্গলের তরে ।
 হরিরে সহস্র পদ্ম সমর্পণ করে ॥
 সেই পদ্ম কেন আজি কবিলে হরণ ।
 কোথা হ'তে কহ সবে কর আগমন ॥
 শঙ্করের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 ভীত হ'য়ে বৈষ্ণবেরা কহিল তৎন ॥
 শুন প্রভু দয়াময় কৃপা-অবতাব ।
 তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥

না করিবা কৃষ্ণপদে কমল অর্পণ ।
 মোরা কভু অন্নজল না করি গ্রহণ ॥
 পার্বতীর রক্ষিত যে এই সরোবর ।
 নহে প্রভু সেই কথা মোদের গোচর ॥
 অতীব লজ্জিত মোরা শুন পঞ্চানন ।
 কৃপা করি পদ্মগুলি করহ গ্রহণ ॥
 কৃষ্ণের চরণে আজি পদ্ম নাহি দিব ।
 সে কারণে অন্ন জল মুখে না তুলিব ॥
 আপনারে সব পদ্ম করিলাম দান ।
 কৃপা করি তাহা ভূমি লহ ভগবান ॥
 যঁর পাদপদ্ম মোরা নিত্য করি ধ্যান ।
 সম্মুখে বিরাজে আজ সেই ভগবান ॥
 অদ্বিতীয় এক ভ্রূমা, রূপ নাহি তাঁর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহে দেহ ধরে অনিবার ॥
 ভূমি দযাময় প্রভু ভূমি সনাতন ।
 কৃপা করি এই পদ্ম করহ গ্রহণ ॥
 শুন শুন মহেশ্বর শুন ভগবন ।
 কৃপা করি কৃষ্ণমূর্তি করাও দর্শন ॥
 দ্বিভুজ মুরলীধারী কিশোর সুন্দর ।
 জলধরনম যঁর শ্যাম কলেবর ॥
 পরিধানে পীত বস্ত্র শোভিছে ঘাঁহার ।
 সারা অঙ্গে শোভে যঁর রত্ন-অলঙ্কার ॥
 চন্দন-চর্চিত দেহ অতি মনোহর ।
 ময়ূরপুচ্ছের চূড়া শোভে নিরন্তর ॥
 বিভূষিত অঙ্গ যঁর মালতীমালায় ।
 কোমলতের গণি যঁর বক্ষে শোভা পায় ॥
 কোটি কন্দর্পের সম লাভ্য ঘাঁহার ।
 রাধাদেবী শোভে যঁর বক্ষের মাঝার ॥
 ভ্রূমা আদি দেবগণ করে যঁরে ধ্যান ।
 অনন্ত প্রভুতি যঁর অন্ত নাহি পান ॥
 সকলের বন্দনীয় যিনি পূর্ণকাম ।
 ভক্তবাহ্নিকল্পভর যিনি অবিরাম ॥
 সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভুবনমোহন ।
 কৃপা করি আমাদের করাও দর্শন ॥

এইরূপ কহি শিবে গন্ধর্ব-নন্দন ।
 মনে মনে কৃষ্ণনাম করিল স্মরণ ॥
 গন্ধর্বগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 সম্বোধন করি কহে ভোলা পঞ্চানন ॥
 তোমরা সামান্য নও বুঝিলাম আজ ।
 বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য পৃথিবীর মাঝ ॥
 তোমাদের মত সাধু দুর্লভ ভুবনে ।
 প্রাণ মন সঁপিয়াছ কৃষ্ণের চরণে ॥
 হইয়াছি ভুক্ত আমি তোমাদের প্রতি ।
 তোমাদের 'পরে ভুক্তা ঈশ্বরী পার্বতী ॥
 এ জগতে আছে বত বৈষ্ণবের দল ।
 আমার প্রাণের প্রিয় তাহার সকল ॥
 কিন্তু শুন হইয়াছে সঙ্কট ভীষণ ।
 ব্রতকালে মহেশ্বরী করিয়াছে পণ ॥
 অনুষ্ঠিত ব্রতকালে যদি কোন জন ।
 সরোবর হ'তে পদ্ম করে আহরণ ॥
 তাহার দুর্গতি হবে ভুল নাহি আর ।
 জন্মিবে অস্বররূপে ধরণীমাঝার ॥
 তোমরা কৃষ্ণের ভক্ত, করিও না ভয় ।
 ভক্তদের অমঙ্গল কভু নাহি হয় ॥
 যদিও ধরিবে সবে দানব-আকার ।
 গোলোকধামেতে পরে যাবে পুনর্ব্বার ॥
 শুন শুন বৎসগণ, আমার বচন ।
 বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপ করিবে দর্শন ॥
 যেই রূপ ধ্যান সবে কর নিরন্তর ।
 সেই মনোহর রূপ দেখিবে সত্তর ॥
 মদনমোহন রূপ করিয়া দর্শন ।
 দিবা দেহে গোলোকেতে করিবে গগন ॥
 যেই রূপ হেরিবারে উৎকণ্ঠিত মন ।
 দেখাইব সেই রূপ মদনমোহন ॥
 তাহাদের এই কথা বলি পঞ্চানন ।
 অপরূপ কৃষ্ণরূপ করান দর্শন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের রূপরাশি হেরি সে সময় ।
 গন্ধর্বের পুত্রগণ রোমাঞ্চিত হয় ॥

তারপর শঙ্করেরে করি নমস্কার ।
অঙ্গুর-রূপেতে যায পৃথিবী-মাঝার ॥
সবার প্রথমে মুক্ত বস্ত্রদেব হয় ।
তিন ভ্রাতা বৃন্দাবনে দৈত্যরূপে রয় ॥
বকাসুর রূপে রহে হুহোত্র তখন ।
প্রলম্ব-অঙ্গুর রূপে রহে হৃদর্শন ॥
সুপার্শ্ব ধরিল কেশী দৈত্যের আকার ।
এইরূপে যায় সবে পৃথিবী-মাঝার ॥
সকলেগে বধ কবে কৃষ্ণ সনাতন ।
তাই তারা শ্রীকৃষ্ণের পায দরশন ॥
এইরূপে সবে তারা দিব্যরূপ ধরি ।
গোলোকে গমন করে স্বর্ণরথে চড়ি ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময় ।
শ্রবণ করিলে সদা জুড়াইয় হৃদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অতি চমৎকার ।
ক্রমে ক্রমে তব কাছে কহিব এবার ॥

● গোবুল ভক্তিযা নন্দ, যশোধর, শ্রীকৃষ্ণ,
বলবাহু, শ্রীবাধা ও অজাত গোপ-
গোপীগণেব বৃন্দাবনে গমন ।

তারপর শুন শুন নারদ স্তম্ভন ।
এইরূপে দৈত্য-বধ করি সনাতন ॥
সহচরগণ আর গাভীগণ সনে ।
আনন্দিত মনে আসে আপন ভবনে ॥
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিগণ সকলের কাছে ।
নিবেদিল যাহা সব বনে ঘটিয়াছে ॥
শুনিয়া সকলে হয় বিস্ময়ে মগন ।
অতিশয় ভীত নন্দ হইল তখন ॥
বৃদ্ধ গোপগোপীগণে ভাকিয়া ভবনে ।
পরামর্শ করে নন্দ তাহাদের সনে ॥
এইরূপে যুক্তি করি নন্দ নরপতি ।
বৃন্দাবনে চলিলেন সমারোহে অতি ॥
গোপ গোপী আর যত বালকের দল ।
বৃন্দাবনে যায় সবে করি কোলাহল ॥

সঙ্গিগণ কৃষ্ণ আর বলরাম সনে ।
বৃন্দাবন পানে চলে আনন্দিত মনে ॥
কেহ বা বাজায় বেণু অতি সুমধুর ।
শৃঙ্গধ্বনি কেহ কেহ করিল প্রচুর ॥
কেহ বা বাজায় বীণা, কেহ করতালি ।
মনের আনন্দে কেহ নৃত্য করে খালি ॥
কারো কর্ণে শোভিতেছে নবীন পল্লব ।
বনমালা পরিয়াছে কেহ বা দুর্লভ ॥
কাহারো চূড়াষ শোভে পুষ্প মনোহর ।
কারো কর্ণে শোভা পায মুকুল স্তম্ভর ॥
কোটি কোটি শিশু আর গোপগোপীগণ ।
বৃন্দাবন পানে সবে চলিল তখন ॥
দিব্যবস্ত্র-পরিধানা যতেক যুবতী ।
নানাবিধ অলঙ্কারে শোভিতেছে অতি ॥
রাধিকার যত সব সহচরীগণ ।
রাধিকার সাথে সাথে চলিল তখন ॥
শিবিকারোহণ করি কেহ কেহ যায ।
রথ-আরোহণে কেহ চলিল হুরায় ॥
রত্নময় পরিচ্ছদ করিয়া ধারণ ।
রথে চড়ি রাধাদেবী করিল গমন ॥
সুন্দর স্রীদাম আদি কৃষ্ণ-সহচর ।
সানন্দে গমন করে গজের উপর ॥
গিরিভানু বীরভানু আর বিভাকর ।
গজের আরোহণ করি চলিল সত্তর ॥
অলঙ্কতা হ'য়ে চলে স্রীযশোদা সতী ।
সাথে সাথে চলে তার রোহিণী যুবতী ॥
স্বর্ণরথে চড়ি চলে কৃষ্ণ-বলরাম ।
সাথে সাথে কিশ্করেরা চলে অবিরাম ॥
বৃষেব পৃষ্ঠেতে কেহ করিছে গমন ।
গর্দভের পিঠে চড়ি যায কোন জন ॥
কোটি কোটি বাধিকার সহচরী যত ।
শ্রীরাধার সাথে সব চলে অবিরত ॥
সিন্দূর লইয়া কেহ করিছে গমন ।
কেহ কেহ করিতেছে কঙ্কল বহন ॥

কেহ বা দর্পণ ল'য়ে সাথে সাথে যায় ।
 কেহ কেহ রাখা-অঙ্গে চামর ঢুলায় ॥
 কারো হস্তে স্বর্ণপাত্র শোভে অনুক্ষণ ।
 কেহ বা বহন করে অগুরু চন্দন ॥
 গেণ্ডুক লইয়া হাতে কেহ কেহ যায় ।
 পুস্তলিকা হ'তে কেহ চলেছে হ্রায় ॥
 ক্রীড়াদ্রব্য কেহ কেহ করিছে বহন ।
 বেশদ্রব্য হাতে করি চলে কোন জন ॥
 চলিতে চলিতে পথে নৃত্য কেহ কবে ।
 কেহ কেহ গান গায় পুলক অন্তরে ॥
 কোটি কোটি অশ্ব রথ সাথে সাথে যায় ।
 কোটি কোটি শকটাদি চলিল সেথায় ॥
 উষ্ট্র হস্তী চলে কত সংখ্যা নাহি তার ।
 রথ ও গর্দভ চলে হাজার হাজার ॥
 গোকুল ছাড়িয়া সবে বৃন্দাবনে যায় ।
 গোকুল নগর হয় শ্মশানের প্রায় ॥
 এইরূপে বৃন্দাবনে আসিয়া সকলে ।
 শ্রান্ত হ'য়ে অবস্থান করে বৃক্ষতলে ॥
 অনন্তর গোপগণে করি সম্বোধন ।
 মধুর বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 শুন শুন কহি আমি তোমাদের কাছে ।
 এইখানে বহুতর রম্য গৃহ আছে ॥
 দেবতার বিনির্মিত সে সব ভবন ।
 অদৃশ্য ভাবেতে সব রহে অনুক্ষণ ॥
 দেবতার ঐতি যারা না করে সাধন ।
 এই সব গৃহ তারা না করে দর্শন ॥
 শুন শুন গোপগণ আমার বচন ।
 দেবতার পূজা আজি কর সমাপন ॥
 কাল প্রাতে সকলেই করিবে দর্শন ।
 রমণীয় কত শত বিরাজে ভবন ॥
 ধূপ দীপ আদি দিয়া ভক্তি-সহকারে ।
 পূজন করহ সবে দেবী চণ্ডিকারে ॥
 এই বটমূলে দেবী অবস্থান করে ।
 তাঁহার পূজন কর সতত অন্তরে ॥

কৃষ্ণের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ ।
 দেবীর পূজন করে যত গোপগণ ॥
 খাণ্ডদ্রব্য যতকিছু আছিল সেথায় ।
 ভোজন করিয়া সবে হুখে নিদ্রা যায় ॥
 কৃষ্ণের অপূর্ব মায়া কে বুঝিতে পারে ।
 যাহার মায়ায় সব মোহিত সংসারে ॥
 মায়ায় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশ্রুতি, হায় ।
 যত কিছু ঘটে এই বিশাল ধরায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা বল কে পারে কহিতে ।
 যত্নশ্রম পঞ্চমুখে না পারে বর্ণিতে ॥
 চতুর্মুখ ব্রহ্মাদেব বর্ণিতে না পারে ।
 যড়ানন ছয় মুখে নারে বর্ণিবারে ॥
 ষোড়শগুণের গুরু নিজে গণপতি ।
 শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে নাহিক শক্তি ॥
 সন্ন্যস্তী ঘাঁর কথা বলিতে না পারে ।
 সনাতন সনকাদি বর্ণিবারে নারে ॥
 বর্ণিতে না পারে ঘাঁরে ব্রহ্মাপুত্রগণ ।
 কেমনে তাঁহার কথা করিব কীর্তন ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ধ্যান করে ঘাঁর ।
 তাঁহার মহিমা আমি কি কহিব আর ॥
 আকাশ যেমন নাহি জানে নিজ সীমা ।
 শ্রীকৃষ্ণ নাহিক জানে নিজের মহিমা ॥
 সকলের অন্তরাজ্ঞা কৃষ্ণ সনাতন ।
 সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ ॥
 সকলের আদি তিনি সর্বরূপধারী ।
 তাঁহার মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি ॥
 নিত্যানন্দ নিত্যরূপী নিত্য নিরাকার ।
 নিত্যদেবী নির্বিকার কি কহিব আর ॥
 নিষ্ঠুর ও নিরাশ্রয় নিত্য নিরঞ্জন ।
 সকলের সাক্ষী সেই কৃষ্ণ সনাতন ॥
 নিলিপ্ত শ্রীভগবান্ সবার আধার ।
 স্বয়ং পুরুষ তিনি নিত্য সারাংশার ॥
 ভক্তপ্রতি অনুগ্রহে ধরে কলেবর ।
 কমলীয় রূপ তাঁর মোহন স্থন্দর ॥

কিশোর বদন সদা গোপবেশ তাঁর ।
 জলবরসম কান্তি অতি চমৎকার ॥
 কোটি কন্দর্পের রূপ ভুবনমোহন ।
 শরতের পদ্মসম যুগল নয়ন ॥
 কোটি চন্দ্র হার মানে বদন-শোভায় ।
 বিভূষিত ভগবান্ রতন-ভূষায় ॥
 ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বদন তাঁহার ।
 মুহু মুহু হাস্য করে অতি চমৎকার ॥
 তাঁহার আজ্ঞায় চলে এ বিশ্ব-সংসার ।
 ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু আদি আজ্ঞা মানে তাঁর ॥
 তাঁহার আদেশে চলে বায়ু নিরন্তর ।
 তাঁহার আজ্ঞাষ তাপ দিতেছে ভাস্কর ॥
 তাঁর আজ্ঞাবলে চলে দিকপালগণ ।
 গ্রহ আদি তাঁর আজ্ঞা মানে অনুক্ষণ ॥
 স্থলচর জলচর যত জীবগণ ।
 তাঁহার কৃপায় প্রাণ করিছে ধারণ ॥
 তাঁহা হৈতে আবিস্কৃত ভূত সমুদয় ।
 তাঁহাতে বিলীন হয় অস্তিম সময় ॥
 প্রাণর ঘটন হয় নিমেষে তাঁহার ।
 হরির মহিমা আমি কি কহিব আর ॥
 শ্রীহরির কথা যেই করিবে শ্রবণ ।
 পবিত্রে হইবে তার দেহ আর মন ॥
 সুপবিত্রে কৃষ্ণকথা যেই স্থানে হয় ।
 তীর্থভূম্য সেই স্থান নাহিক সংশয় ॥
 মুনিঋষি দেবগণ সেথা বিচরমান ।
 যেজন শ্রবণ করে সেই পুণ্যবান্ ॥
 হরিকথা বলে যেই অতি ভক্তিতরে ।
 শত শত পাপী তাপী উদ্ধার সে করে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের কথা যেই শুনিবারে চায় ।
 তাহার সমান কেহ নাহি এ ধরায় ॥
 জনম সফল হয় কথাযুত পানে ।
 তাপদগ্ন নরনারী শান্তি পায় প্রাণে ॥
 অর্চনা বন্দনা সেবা স্মরণ কীর্তন ।
 মন্ত্র জপ আর তাঁতে আত্মসমর্পণ ॥

হরিনাম আর তাঁর গুণাদিশ্রবণ ।
 এই নয় প্রকারের ভক্তির লক্ষণ ॥
 যেই জন হয় সদা-হরিপরাযণ ।
 তাহার বিপদ নাহি হয় কদাচন ॥
 আয়ুক্ষয় নাহি হয় নাহি তার ভয় ।
 শ্রীহরি রহেন কাছে সকল সময় ॥
 অনিষ্ট তাহার কেহ করিতে না পারে ।
 যমের কিঙ্করগণ নাহি লয় তারে ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত সমান ।
 যেই শোনে সেই হয় অতি পুণ্যবান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● উনবিংশ অধ্যায়

বৃন্দাবন-নির্বাণ, কলাবতীস সহিত বৃন্দাভ্রম
 পবিত্র-বৃন্দান্ত, বৃন্দাবন নামেব কাঁবণ কথন,
 বাধা আদি ঘোড়শ-নামেব ব্যুৎপত্তি এবং
 ভগবৎকৃত বাধাব ত্তোত্র কথন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 অপূর্ব কাহিনী আমি করিব বর্ণন ॥
 রাত্রিকালে বৃন্দাবনে গোপগোপীগণ ।
 বৃষ্ণের তলায় হয় নিদ্রাষ মগন ॥
 মনোহর শয্যা আদি করিয়া রচন ।
 মহাভ্রমে নিদ্রা বাঘ গোপগোপীগণ ॥
 নানাস্থানে নানা জন করে অবস্থান ।
 মাতার বক্ষেতে সুপ্ত কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 আকাশেতে হাসিতেছে পূর্ণ শশধর ।
 জ্যোৎস্নাজালে চারিদিক্ শোভে মনোহর ॥
 বৃন্দাবন শোভে যেন স্বর্গের সমান- ।
 কুসুমের গন্ধে হয় আকুল পরাণ ॥
 নিদ্রায় মগন সবে নিশ্চেষ্ট সবাই ।
 চারিদিকে কোনরূপ সাড়া শব্দ নাই ॥
 পঞ্চম মুহূর্ত্ত কাল হইলে অতীত ।
 শিল্পিগুরু বিশ্বকর্মা হয় উপস্থিত ॥

অঙ্গে তার সূক্ষ্মবস্ত্র অতি মনোহর ।
 মকর কুণ্ডল কর্ণে শোভিছে সুন্দর ॥
 সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার ।
 মনোহর মালা শোভে বক্ষের মাঝার ॥
 জ্ঞানে ও বশ্যে বৃদ্ধ কিশোরের রূপ ।
 কামদেব-তুল্য শোভা অতি অপরূপ ॥
 বিশ্বকর্মা তিন কোটি শিল্পীদের সনে ।
 গভীর রজনীযোগে আসে বৃন্দাবনে ॥
 সাথে সাথে আসে যত কুবের-কিঙ্কর ।
 বিভীষণ মূর্তি সব অতি ভয়ঙ্কর ॥
 ভীষণ আকার মূর্তি বিকৃত বদন ।
 হরজিত কেশপাশ পিঙ্গল নয়ন ॥
 পদ্মরাগ হস্তে কেহ আসিল সেখায় ।
 ইন্দ্রনীল ল'য়ে কেহ আসিল স্বরায় ॥
 স্তম্ভক মণি ল'য়ে আসে কোন জন ।
 কারো হস্তে চন্দ্রকান্ত অতি সুমোহন ॥
 সূর্য্যকান্ত ল'য়ে কেহ করে আগমন ।
 প্রভাকর মণি কেহ করিছে ধারণ ॥
 পরশু কাহারো হস্তে সুবিশাল অতি ।
 গঙ্কসার ল'য়ে কেহ আসিল সম্প্রতি ॥
 দর্পণ চামর হাতে আসে কোন জন ।
 এইরূপে শিল্পিগণ করে আগমন ॥
 বিশ্বকর্মা ত্রিহরিরে করিয়া স্মরণ ।
 মনোহর পুরী এক করিল রচন ॥
 সকল তীর্থের সার অতি মনোরম ।
 ভারতের শ্রেষ্ঠ তাহা অতীব উত্তম ॥
 সবার বাঞ্ছিত সেই পুণ্যময় স্থান ।
 মুমুক্স জনেরা সেখা লভয়ে নির্ব্বাণ ॥
 বিশ্বকর্মা-বিনির্ম্মিত বৃন্দাবন ধাম ।
 ত্রিহরির প্রিয়তম হয় অবিরাম ॥
 যোজন পাঁচেক হয়-বিস্তার তাহার ।
 ভারতের পুণ্য ক্ষেত্র অতি চমৎকার ॥
 চারি কোটি চতুষ্পাশ ভবন বিরাজে ।
 বহু চিত্র-পুত্তলিকা শোভে তার মাঝে ॥

বিশ্বকর্মা অতিশয় যত্ন-সহকারে ।
 প্রস্তর-সোপান রচে গৃহ-দ্বারে দ্বারে ॥
 প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী করিল রচন ।
 উজ্জ্বল কজ্জল গৃহে করিল লেপন ॥
 তারপর বিশ্বকর্মা রচে চারিধার ।
 প্রস্তরের স্তূপটিন স্তূপীষ প্রাকার ॥
 এক কোটি মণিময় রত্নের ভবন ।
 নগরেতে বিশ্বকর্মা করিল রচন ॥
 গঙ্কসার দিয়া করে সোপান নির্মাণ ।
 মণিময় স্তম্ভ রচে অতি দীপ্তিমান ॥
 লৌহসার দিয়া করে কবাট রচন ।
 সূদৃঢ় প্রাচীরে পুরী করিল বেষ্টিত ॥
 উজ্জ্বল কলসে পুরী করিল শোভিত ।
 গোপদেব আজ্ঞা দিইল নির্ম্মিত ॥
 তারপর বিশ্বকর্মা অতি সযতনে ।
 বৃষভানু-গৃহ রচে আনন্দিত মনে ॥
 সূদৃঢ় প্রাকার রচে চারিধারে তার ।
 তাহাতে নির্মাণ করে দৃঢ় চারি দ্বার ॥
 মহামণি-বিনির্ম্মিত বিংশতি ভবন ।
 বিশ্বকর্মা সযতনে করিল রচন ॥
 সূর্য্যকান্ত মণিময় স্তম্ভ আদি যত ।
 বৃষভানু-ভবনেতে শোভে অবিরত ॥
 স্বর্ণাকার মণিময় সোপান সকল ।
 সেই ভবনের মাঝে শোভে অবিরল ॥
 লৌহসার-বিনির্ম্মিত কবাট সুন্দর ।
 ভবনের প্রতি দ্বারে শোভে নিরন্তর ॥
 সুন্দর সুন্দর সব মন্দিরের মাঝে ।
 স্বর্ণময় শত শত কলস বিরাজে ॥
 নগরের প্রান্তভাগে নির্জ্জন প্রদেশে ।
 চম্পক উদ্যান এক রচে অবশেষে ॥
 সেই উদ্যানের মাঝে কলাবতী সতী ।
 স্বামী সহ স্থখে ভোগ করিবেন রতি ॥
 সে কারণে বিশ্বকর্মা লইয়া যতন ।
 বিরচিল অট্টালিকা অতি সুদর্শন ॥

ইন্দ্রনীল গণিয়ারা নয়টী সোপান ।
বিশ্বকর্মা সেই স্থানে করিল নির্মাণ ॥
রচিল কবাট আদি অতি মনোরম ।
শোভাময় ভবনাদি রচিল উত্তম ॥

● কলাবতী উপাখ্যান ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ ।
কৃপা করি কর মোর মন্দেহ ভঞ্জন ॥
বিশ্বকর্মা ধীর গৃহ করিল রচন ।
সেই কলাবতী সতী হয় কোন্ জন ॥
কার পত্নী হয় সেই কলাবতী সতী ।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মোর প্রতি ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন যুনিরাজ ।
সবিস্তারে সব কথা কহিতেছি আজ ॥
কলাবতী অংশরূপা হয় কমলার ।
সেই সতী জন্ম নিল মানসে ব্রহ্মার ॥
অতি তেজোময়ী নারী দেবী কলাবতী ।
তাঁহার নন্দিনী হন শ্রীরাধিকা সতী ॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ হ'তে দেবী আবির্ভূতা ।
তাঁর পদরেণু-স্পর্শে বহুধারা পূতা ॥
নারদ কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন ।
কহ প্রভু ব্রহ্মানু হয় কোন্ জন ॥
সামান্য মানব হ'বে কোন্ তপস্তায় ।
কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধারে কথারূপে পায় ॥
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ ।
পুরাতন ইতিহাস শুন দিবা মন ॥
পূর্বকালে পিতৃদেব মানস হইতে ।
মনোহরা তিন কন্যা জন্মে পৃথিবীতে ॥
যেনকা ও রত্নমালা আর কলাবতী ।
এই তিন কন্যা, তারা রূপবতী অতি ॥
রত্নমালা জনকেরে করিল বরণ ।
হিমালয়ে পতি লয় যেনকা তখন ॥
অযোনিপুত্রা সীতা শুন তাবপরে ।
কথারূপে আসিলেন রত্নমালা ঘরে ॥

যেনকার কন্যা হন ঈশ্বরী পার্শ্ববতী ।
পূর্বে তিনি আছিলেন দক্ষকন্যা সতী ॥
বিষ্ণুমায়া রূপী সেই পার্শ্ববতী তখন ।
তপোবলে শিবে করে পতিছে বরণ ॥
মনুবংশজাত ছিল হুচন্দ্র নৃপতি ।
তাঁহারে বরণ করে দেবী কলাবতী ॥
রূপবতী পত্নী লাভ করি নরপতি ।
মনে মনে হইলেন আনন্দিত অতি ॥
নবীন বয়স তার তনু হুকোমল ।
শরতের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল ॥
গজেন্দ্র-সমান গতি অতীব মন্দর ।
কটাক্ষে যুনীন্দ্রগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥
রক্তাতরু-বিনির্মিত শ্রোণি স্নদর্শন ।
হৃকর্ষিত হৃৎকণ্ঠে অপক্লপ স্তন ॥
রথ-চক্র-বিনির্মিত নিতম্ব-যুগল ।
মুগ্ধ মুগ্ধ হাশ্য দেবী করে অবিরল ॥
পঙ্ক-বিশ্ব-সম তার গুণ ও অধর ।
দাড়িম্ব-বীজের সম দন্ত মনোহর ॥
বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন ।
সারা দেহে হুশোভিত রত্নের ভূষণ ॥
তাঁহারে দর্শন করি হুচন্দ্র নৃপতি ।
কামবাণে জর্জরিত হইলেন অতি ॥
কামাতুর নরপতি কলাবতী মনে ।
নির্জ্ঞান প্রদেশে যায় রথ-আরোহণে ॥
হুর্ভিত রমণীয় মলয় পর্বতে ।
কলাবতীসহ ক্রীড়া করে নানা মতে ॥
চম্পকপুষ্পের শয্যা করিয়া রচন ।
নানাভাবে নরপতি করিল রমণ ॥
মল্লিকা উত্তানে কভু করিল বিহার ।
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে করিল শৃঙ্গার ॥
গন্ধমাদনের গুহা হেরিয়া নির্জ্ঞান ।
নানাভাবে রতি ভোগ করে দুইজন ॥
গঙ্গার পুলিনে কভু গোদাবরী-তটে ।
কখনো নন্দনবনে পর্বত নিকটে ॥

কাবেরী-নদীর তীরে জনহীন বনে ।
 বিহার করিল রাজা কলাবতী সনে ॥
 দিব্যরাজ নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর ।
 উন্নত হইয়া দৌহে করিল বিহার ॥
 অতীত হইল যবে সহস্র বৎসর ।
 ধর্মকর্মে মতি দিলা নৃপ অনন্তর ॥
 কলাবতী সাথে ল'য়ে হৃচ্ছন্দ তখন ।
 বিদ্যাক্ষৈলতীর্থ মাঝে করিল গমন ॥
 পুলহ আশ্রম সেথা ছিল মনোহর ।
 তপস্বী করিল নৃপ সহস্র বৎসর ॥
 এইরূপে ধ্যান করি কৃষ্ণের চরণ ।
 নৃচ্ছিত হইয়া পড়ে হৃচ্ছন্দ রাজন্ ॥
 বল্লীক যুক্তিকা জন্ম রাজার শরীরে ।
 সেই মাটি দূর করে কলাবতী ধীরে ॥
 অস্থিসার প্রিয়তমে বক্ষমাঝে ল'য়ে ।
 কলাবতী শোক করে ব্যাকুল হৃদয়ে ॥
 কোথা গেলে প্রাণনাথ আমারে ছাড়িয়া ।
 কেমনে এক্ষণে আমি রহিব বাঁচিয়া ॥
 প্রাণের বল্লভ ভূমি হৃদয়ের পতি ।
 তে মাঝে ছাড়িয়া মোর কিবা হবে গতি ॥
 কোথায় যাইব আমি কহ প্রাণধন ।
 কেমনে করিব আমি জীবন ধারণ ॥
 এইরূপে সতী যবে করিছে ক্রন্দন ।
 প্রজাপতি ব্রহ্মা সেথা করে আগমন ॥
 হেরিয়া সতীর দুঃখ গলিল হৃদয় ।
 রোদন করিতে থাকে ব্রহ্মা মহাশয় ॥
 কমণ্ডলু-জল ল'য়ে ব্রহ্মা অতঃপর ।
 লিকন করিল নৃপ দেহের উপর ॥
 অতঃপর ব্রহ্মজ্ঞানে হৃচ্ছন্দ রাজার ।
 করিলেন প্রজাপতি জীবন-সঞ্চার ॥
 চেতনা লভিবা পরে হৃচ্ছন্দ নৃপতি ।
 হেরিলেন জ্যোতির্গুণ ব্রহ্মার মুরতি ॥
 মহাভুক্ত হ'য়ে রাজা অতি ভক্তিতরে ।
 ব্রহ্মার চরণতলে প্রণিপাত করে ॥

সম্বৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা হৃচ্ছন্দে কয় ।
 মনোমত বর কিছু চাহ মহাশয় ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি হৃচ্ছন্দ নৃপতি ।
 যুক্তকরে কহিলেন ব্রহ্মাদেব প্রীতি ॥
 ভুক্ত হ'য়ে যদি ভূমি কর বর দান ।
 দাও প্রভু কৃপা করি মুক্তি নির্বাণ ॥
 হৃচ্ছন্দে বাক্য শুনি ব্রহ্মা মহাশয় ।
 সেইরূপ বর দানে সমুত্তম হয় ॥
 ব্রহ্মারে তখন কহে কলাবতী সতী ।
 কৃপা করি মোর কথা শুন প্রজাপতি ॥
 নৃপতিরে যদি প্রভু দাও এই বর ।
 আমার কি গতি তবে হবে অতঃপর ॥
 এ জগতে রমণীর পতি মাত্র সার ।
 পতি বিনা তাহাদের গতি নাহি আর ॥
 রমণীর পতিসেবা একমাত্র ব্রত ।
 নারীর পতির ধ্যান করে অবিরত ॥
 পতি গুরু তাহাদের তপোধর্মময় ।
 পতি ইচ্ছাদেব হয় সকল সময় ॥
 পতি ভিন্ন অন্য কারে নাহি ভাবে সতী ।
 পতি ছাড়া তাহাদের নাহি অন্য গতি ॥
 স্বামিসেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম রমণীর কাছে ।
 পতি সম শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কেবা আছে ॥
 স্বামিসেবাবিহীন যে রমণী সকল ।
 ধর্মকর্ম তাহাদের সমস্ত নিফল ॥
 জপ হোম তপস্বাদি সর্ব তীর্থদান ।
 বেদপাঠ দেবসেবা ব্রত মহাদান ॥
 পৃথিবীতে যত সব ধর্মকার্য আছে ।
 অতিশয় তুচ্ছ তারা স্বামিসেবা কাছে ॥
 পতি প্রতি যেই নারী করুণাক্য কয় ।
 কালসূত্র নরকে সে বহুকাল রয় ॥
 যতদিন চন্দ্র সূর্য অবস্থান করে ।
 ততদিন রহে সেই নরক ভিতরে ॥
 সর্পের প্রমাণ কুমি অতি ভয়ঙ্কর ।
 দংশন করয়ে তারে সেথা নিরন্তর ॥

বিষ্ঠা যুক্ত আদি করে সতত ভক্ষণ ।
 যমের কিঙ্করগণ করবে তাড়ন ॥
 নরক হইতে যবে পাইবে উদ্ধার ।
 কৃমির ঘোনিতে শেষে জন্ম হবে তার ॥
 শত জন্ম কৃমিরূপ করিবে ধারণ ।
 রক্ত মাংস বিষ্ঠা আদি করিবে ভক্ষণ ॥
 মোর সম অস্ত্র নারী আর কেবা আছে ।
 শুনিযাছি সব কথা পণ্ডিতের কাছে ॥
 বেদের জনক তুমি ব্রহ্মা ভগবান্ ।
 যোগীদের গুরু তুমি বিদ্বান্ মহান্ ॥
 সকলি তো জান প্রভু কি কহিব আর ।
 পতি ছাড়া গতি কিবা হইবে আমার ॥
 তব বরে কান্ত মোর যদি মুক্ত হন ।
 ঘোবনে আমারে কেবা করিবে রক্ষণ ॥
 কোমারে রঞ্জন পিতা বার্ক্যে তনয় ।
 ঘোবনকালেতে পতি রক্ষাকর্তা হয় ॥
 স্বাধীনা রমণী যারা, বাহারা অপতী ।
 কুলটা তাহারা হয় অতি দুঃখমতি ॥
 শত-জন্ম ভিজিত পুণ্য হয় বিলোপন ।
 ধর্ম্মপথে তাহাদের নাহি রহে মন ॥
 বার্ক্যে ঘোবনকালে সকল সময় ।
 সতী নারীদের ভক্তি পতি 'পরে রয় ॥
 পতিতে আনন্দ পায় পত্নী পতিভ্রতা ।
 মনে মনে চিন্তা করে পতিদের কথা ॥
 পতিভ্রতা নারীগণ স্বপ্নে জাগরণে ।
 পতিরে চিন্তন করে আনন্দিত মনে ॥
 সতী নারীদের কাছে পতির বিরহ ।
 চিরদিন হয় প্রভু অতি দুঃখাবহ ॥
 সতী নারী দগ্ধ হয় বিরহ-মনেলে ।
 স্পৃহা নাহি থাকে তার অঙ্গে আর জলে ॥
 কান্ত হ'তে শ্রেষ্ঠ বন্ধু রমণীর নাই ।
 রমণীর শ্রেষ্ঠ জন পতি সর্বদাই ॥
 দেবগণ হ'তে শ্রেষ্ঠ রমণীর পতি ।
 পতিভ্রতা রমণীর পতি মাত্র গতি ॥

বৈষ্ণবেরা ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ ।
 সন্তানের প্রতি ধায় জননীর মন ॥
 কৃপণের মন রহে উপার্জিত ধনে ।
 সেইরূপ পতি ভঞ্জে সতী নারীগণে ॥
 স্বামী বিনা সতীদের বুখাই জীবন ।
 পতিহীন নারী চাহে লভিতে মরণ ॥
 শুন শুন ব্রহ্মা মোরে করি পরিহার ।
 মুক্তিদান কর যদি স্বামীবে আমার ॥
 শুন হে ব্রহ্মান্ তবে মোর অভিলাষে ।
 অপরাধী হবে তুমি নারীহত্যাপাপে ॥
 কলাবতী-মুখে শুনি এহেন বচন ।
 ভীত হ'য়ে চতুর্মুখ কহিলা তখন ॥
 শুন কলাবতী তোমা করি পরিহার ।
 মুক্তি নাহি দিব শুধু পতিরে তোমার ॥
 তবু কহি কলাবতি এক্ষণে তোমার ।
 পতিসহ উদ্ধারিতে শক্তি নাহি হায ॥
 ভোগ ছাড়া মুক্তিলাভ অতীব দুর্লভ ।
 ভোগ-শেষে মুক্তিলাভ করে জীব সব ॥
 শুন সতি পূর্ণ হবে তব অভিলাষ ।
 পতিসহ কিছুকাল স্বর্গে কর বাস ॥
 মর্ত্যধামে দু'জন্য জন্ম শেষে হবে ।
 তোমাদের কণ্ঠ্যরূপে রাখা জন্ম লবে ॥
 শোন শোন নৃপমণি আমাব বচন ।
 সতী সহ স্থখভোগ করহ এখন ॥
 পূর্ণ না হইলে কাল কারো সাধ্য নাই ।
 মোক্ষদান করিবারে, কহি তব ঠাই ॥
 অতঃপর সত্যযুগ আসিবে সহর ।
 সাধু সহবাসে তুমি ববে নিরস্তর ॥
 জীবমুক্ত হ'বে সতী তোমরা তখন ।
 রাখাসহ গোলোকেরে করিবে গমন ॥
 হরির চরণে মন রবে সর্বদক্ষণ ।
 অবিরত নেহারিবে হরির চরণ ॥
 বাসনা হইবে পূর্ণ, সিদ্ধ মনস্বাম ।
 রাজারাগী ছুই যাবে বৈকুণ্ঠের ধাম ॥

এত যদি कहিলেন দেব পদ্মাসন ।
 রাজারাগী দুইজন আনন্দে মগন ॥
 এইরূপ বাক্য কহি ব্রহ্মা ভগবান্ ।
 আপন ভবন পানে করিলা প্রস্থান ॥
 কাল পূর্ণ হ'লে রাজা রাগী দুইজন ।
 দৌড়ে তবে বিসর্জিল আপন জীবন ॥
 কালক্রমে গোকুলেতে সূচন্দ্র রাজন্ ।
 বুধভানুরূপে করে জনম গ্রহণ ॥
 সুরভান পিতা তার, মাতা পদ্মাবতী ।
 বুধভানুরূপে জন্মে সূচন্দ্র নৃপতি ॥
 রূপে গুণে অদ্বিতীয় বুধভানু হব ।
 শ্রীহরির ধ্যান করে সকল সময় ॥
 পিতার হইলে মুখ্য বুধভানু তবে ।
 সিংহাসনমাঝে বসে অতি সর্গোরবে ॥
 মিত্রতা হইল তার নন্দরাজ মনে ।
 অতিশয় ভালবাসা হইল দু'জনে ॥
 দুইজনে একসাথে থাকে সর্বক্ষণ ।
 দৌড়ে যেন এক আত্মা এক প্রাণ-মন ॥
 যৌন থাকি কিছুক্ষণ কহে নারায়ণ ।
 কি ঘটিল অতঃপর করিব বর্ণন ॥
 কলাবতী উপাখ্যান কহি তব ঠাই ।
 এমন মধুর কথা শুনিতে না পাই ॥
 কাশ্যকুজে নৃপশ্রেষ্ঠ রাজ ভলন্দন ।
 কলাবতী তার গৃহে জন্মিল তখন ॥
 কলাবতী মহাসাধী অতি রূপবতী ।
 অযোনিমুখবারূপে জন্ম লয় সতী ॥
 ভলন্দন যজ্ঞ যবে করিল ভারতে ।
 কলাবতী জন্ম লয় যজ্ঞকুণ্ড হ'তে ॥
 প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বরণ তাহার ।
 হেরিয়া নৃপতি লয় বন্ধের মাঝার ॥
 পরমা রূপসী কন্যা নাহিক তুলনা ।
 ইহার সমান কোন দেখি না ললনা ॥
 কন্যাকে দেখিয়া রাজা আনন্দে মগন ।
 কোলে তুলি সেই কন্যা করিল গ্রহণ ॥

সন্তানবিহীনা রাগী সতী মালাবতী ।
 অন্তঃপুরে বাস করে মনোহুগ্ধে অতি ॥
 নাহি স্মৃতি নাহি শাস্তি মনেতে তাঁহার ।
 সন্তান বিহনে তাঁর মনে হাহাকার ॥
 নিশিদিন রাগী করে সন্তান কামনা ।
 কিন্তু নাহি হয় পূর্ণ মনের বাসনা ॥
 মনোহুগ্ধে সেই দিন বিরস বদনে ।
 একাকিনী রাগী বসি ছিলেন বিজনে ॥
 এমন সময়ে রাজা কন্যা কোলে ল'য়ে ।
 উপনীত হইলেন আপন আলায়ে ॥
 রাগী প্রীতি कहিলেন করি সম্বোধন ।
 বরাননে, শোন শোন আমার বচন ॥
 যজ্ঞ করি এই কন্যা লভিছু সম্প্রতি ।
 কৃপা করি দিয়াছেন যজ্ঞ-অধিপতি ॥
 ধর রাগী এই কন্যা করহ গ্রহণ ।
 কন্যার স্নেহেতে এরে করহ পালন ॥
 এত বলি মনহুগ্ধে রাজা ভলন্দন ।
 পত্নী-করে সেই কন্যা করিল অর্পণ ॥
 কন্যারাজ্য লাভ কবি রাগী মালাবতী ।
 স্তন-দান করিলেন হৃৎকচিত্তে অতি ॥
 অন্নপ্রাশনের দিনে দৈববাণী হয় ।
 শুন শুন কহি তোমা নৃপ মহাশয় ॥
 মহাভাগ্যবতী কন্যা হইল তোমার ।
 কলাবতী এই নাম রাখিও ইহার ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী আনন্দে নৃপতি ।
 কন্যার রাখিল নাম দেবী কলাবতী ॥
 কলাবতী বুদ্ধি পায় চন্দ্রকলা-সম ।
 কিবা অপরূপ রূপ অতি মনোরম ॥
 শরীরের আভা তার অতি মনোহর ।
 শশধর-সম তার বদন সুন্দর ॥
 যৌবন আসিল যবে রূপ বুদ্ধি পায় ।
 মুনিমণ্ডল হই রূপের ছটাঘ ॥
 মরি মরি কিবা তার দেহের গঠন ।
 চম্পক-সমান তার অঙ্গের বরণ ॥



কামাত্তব নবপতি বলানতী সনে।
নিম্জর্ন প্রদেশে যাম বথ আবোহমে॥

বিকশিত পদ্মদম নয়ন-যুগল ।
 যুহু যুহু হাশু মুখে শোভে অবিরল ॥
 বিপুল নিভষতার স্ববর্তুল স্তন ।
 জ্যোতিষ্ব অপরূপ অতি সুদর্শন ॥
 রূপের মধুর ছটা নয়ন ভুলায় ।
 সর্বজন যুদ্ধ হয় হেরিবা তাহায় ॥
 একদিন দিব্যবস্ত্র করি পরিধান ।
 মন্থর গমনে দেবী রাজপথে যান ॥
 গজেন্দ্র-সমান গতি অতি-চমৎকার ।
 সর্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার ॥
 তীর্থপানে নন্দ রাজা করিতে গমন ।
 কলাবতী রূপসীরে করিল দর্শন ॥
 নন্দ রাজা জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ অতি ।
 কস্তারে হেরিবা যুদ্ধ হয নরপতি ॥
 অপরূপ রূপ তার করিবা দর্শন ।
 জনে জনে নন্দ রাজা স্থায় তখন ॥
 কেবা এই রূপবতী কাহার নন্দিনী ।
 কোথায় গমন করে ভুবনমোহিনী ॥
 নৃপতির এই প্রশ্ন করিষা শ্রবণ ।
 সূজন পথিক এক কহিল তখন ॥
 ভলন্দন নামে আছে এক নরপতি ।
 তার রূপবতী কস্তা এই কলাবতী ॥
 লক্ষ্মী-অংশ হ'তে কস্তা আবির্ভূতা হন ।
 জীড়া তরে সখীগৃহে করিছে গমন ॥
 পথিকের বাক্য শুনি নন্দ নরপতি ।
 ভলন্দন-গৃহে যায ফুটচিত্তে অতি ॥
 নন্দে হেরিবা সেখা রাজা ভলন্দন ।
 নমস্কার করি তাবে করে সম্ভাষণ ॥
 বহুবিধ ইষ্টালাপ করি অতঃপর ।
 ভলন্দনে কহিলেন নন্দ নৃপবর ॥
 শুন শুন নরপতি বচন আমার ।
 সম্বন্ধ করিব আমি তোমার কস্তার ॥
 তব কস্তা কলাবতী অতি রূপবতী ।
 অবশ্যই চাই তার অমুরূপ পতি ॥

স্বরভান-পুত্র আছে বুযভানু নাম ।
 নারায়ণ-অংশজাত অতি গুণধাম ॥
 রূপে গুণে অদ্বিতীয় সুপণ্ডিত অতি ।
 জাতিস্মর পুত্র সেই কহি তব প্রীতি ॥
 অনন্ত যৌবন তার, শুন হে রাজন্ ।
 তার করে কস্তা তব কর সমর্পণ ॥
 তব কস্তা কলাবতী ভুবনমোহিনী ।
 লক্ষ্মী-অংশস্বরূপিণী তোমার নন্দিনী ॥
 বুযভানু যোগ্য পতি তোমার কস্তার ।
 আমার বচন নৃপ করহ বিচার ॥
 মঙ্গলজনক হবে দৌহের মিলন ।
 বুযভানু-করে কস্তা কর সমর্পণ ॥
 নন্দের বচন শুনি ভলন্দন কয় ।
 শুনিলাম তব মুখে সমস্ত বিষয় ॥
 কিন্তু শুন নন্দ রাজা কহি তব প্রীতি ।
 মিলনের কর্তা হন দেব প্রজাপতি ॥
 বিধাতার যথা ইচ্ছা ঘটান মিলন ।
 আমি জন্মদাতা মাত্র শুন হে রাজন্ ॥
 এ সংসারে কেবা পত্নী কস্তা কেবা হয় ।
 বিধাতা সবার মূল সকল সময় ॥
 নিজ কর্ম অনুসারে সব পায় ফল ।
 কৃতকর্ম-ফল কভু না হয় নিষ্ফল ॥
 এইরূপ ইচ্ছা যদি করে প্রজাপতি ।
 বুযভানু-পত্নী তবে হবে কলাবতী ॥
 কি করিতে পারি আমি শুন হে রাজন্ ।
 নিবারণ করে কেবা দৈবের লিখন ॥
 এই কথা ভলন্দন কহি ধীরে ধীরে ।
 মিত্যম প্রদান করে নন্দ নৃপতিরে ॥
 ব্রজপুরে নন্দ শেষে করি আগমন ।
 স্বরভান নৃপে সব করিল বর্ণন ॥
 গর্গ আর নন্দ সাথে করি আলোচনা ।
 স্বরভান করে এই সম্বন্ধ-যোজনন ॥
 বিধির নির্বন্ধ বল কে করে খণ্ডন ।
 বুযভানু কলাবতী মিলিল তখন ॥

অন্তঃপর সমারোহে রাজা ভলন্দন ।
 নানাবিধ যৌতুকাদি করে সমর্পণ ॥
 বহুমূল্য মণিযুক্ত প্রদান করিল ।
 শত শত হস্তী ঘোড়া উপহার দিল ॥
 বুধভানু রূপবতী পত্নী লাভ ক'রে ।
 নির্জ্জন প্রদেশে যায় প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 পুষ্পগণ্য মনোরম করিয়া রচন ।
 নানামতে পত্নীসহ করিল রগণ ॥
 সর্বোবর-ভীরে কভু পুষ্পের কাননে ।
 সম্ভোগ করিল বতি কলাবতী মনে ॥
 কভু জলে কভু স্থলে করিল বিহার ।
 দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর ॥
 কামশাস্ত্রবিশারদ বুধভানু অতি ।
 নানাভাবে পত্নী সহ ভোগ করে রতি ॥
 পতির বিরহ সতী সহিতে না পারে ।
 বুধভানু পত্নীসঙ্গ কভু নাহি ছাড়ে ॥
 নিমেষেব তরে যদি অদর্শন হয় ।
 কলাবতী ব্যাকুলিতা হয় অতিশয় ॥
 ক্ষণতরে যদি কোথা যায় কলাবতী ।
 বুধভানু রাজা হয় ব্যাকুলিত অতি ॥
 জাতিস্ববা কলাবতী জানে পূর্বাপর ।
 বুধভানু নরপতি হয় জাতিস্বর ॥
 এইরূপে বুধভানু কলাবতী সহ ।
 মনস্থখে রতিক্রোড়া করে অহরহঃ ॥
 কালক্রমে শ্রীরাধিকা শাপগ্রস্তা হ'য়ে ।
 কঙ্কারূপে আসিলেন তাদের আলয়ে ॥
 অযোনিমুগ্ধা রাধা কৃষ্ণপ্রিয়তমা ।
 ভুবনমোহিনী তিনি নিত্য নিরুপমা ॥
 তাঁহারে দর্শন করি কিছুকাল পরে ।
 বুধভানু কলাবতী মুক্তিলাভ করে ॥
 পুরাতন ইতিহাস করিলু বর্ণন ।
 প্রকৃত আখ্যান এবে করহ শ্রবণ ॥
 বুধভানু নৃপতির নির্জ্জন আশ্রম ।
 বিশ্বকর্মা রচিলেন অতি মনোরম ॥

অশ্রুস্থানে বিশ্বকর্মা করিয়া প্রস্থান ।
 নন্দের আশ্রম এক করিল নির্মাণ ॥
 সকল ভবন হ'তে শ্রেষ্ঠ সে আশ্রম ।
 পরিখা সকল ধারে অতীব উত্তম ॥
 দুর্লভ্য পরিখা সেই অতি দৃঢ়তর ।
 চারিধারে রাজে তার স্তম্ভ প্রস্তর ॥
 নানাধারে পুষ্পোচ্চন করিল রচন ।
 নানাবিধ পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥
 চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে ।
 গন্ধে আগোদিত দিক্ হয় ব'রে বারে ॥
 গুবাক পনস আত্র দাড়িম্ব খর্জুর ।
 নাগরঙ্গ বৃক্ষ আদি শোভিল প্রচুর ॥
 জম্বীর তুরঙ্গ ভূঙ্গ জম্বু ও শ্রীফল ।
 আত্রাতক বৃক্ষ আদি শোভে অবিরল ॥
 কেতকী কদলী বৃক্ষ সেথ য বিরাজে ।
 কদম্বের বৃক্ষ শোভে আশ্রমের মাঝে ॥
 পরিখার মাঝে এক পথ স্নগোপন ।
 স্নকোশলে বিশ্বকর্মা করিল রচন ॥
 সেই পথে অরিগণ প্রবেশিতে পারে ।
 আত্মীয় স্বজন কিন্তু প্রবেশিতে পারে ॥
 পরিখার উর্দ্ধভাগে শোভিল প্রাকার ।
 শত-ধনু-পরিমিত বিস্তার তাহার ॥
 মার্গদার-বিনির্মিত কবাট স্তম্বর ।
 প্রাকারের বহির্দেশে শোভে নিরন্তর ॥
 তারপর বিশ্বকর্মা আশ্রম ভবনে ।
 বিরচিল চতুঃশালা অতি সযতনে ॥
 মনোহর মণিময় উজ্জল সোপান ।
 ক্রমে ক্রমে বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ ॥
 ভবনের উর্দ্ধভাগে শোভে কুন্ত শত ।
 মণির প্রভাষ তার প্রদীপ্ত সতত ॥
 এইরূপে নন্দালয় করিয়া রচন ।
 বিশ্বকর্মা বিরচিল পথ স্তম্বদর্শন ॥
 বিরচিবা রাজমার্গ চারিধারে তার ।
 মণির নির্মিত বেদী রচে চমৎকার ॥

তারপর বিশ্বকর্মা গিয়া বৃন্দাবনে ।
 রাসের মণ্ডপ রচে অতি সম্বতনে ॥
 রাসের মণ্ডপ হয় বর্জুল-আকার ।
 চারিধারে শোভে তার মণির প্রাকার ॥
 শৃঙ্গাবস্থের যোগ্য অতি সুশোভন ।
 নবকোটি মণ্ডপাদি কবিল রচন ॥
 বিচিত্র চিত্রেতে সেই মণ্ডপ চিত্রিত ।
 মণিময় কলসাদি উপরে সম্ভ্রিত ॥
 নানাজাতি পুষ্প ফুটে চারিধারে তার ।
 পুষ্পগন্ধ মাখি বায়ু বহে অনিবার ॥
 মণ্ডপের চতুর্দিকে কানন বিরাজে ।
 কত শত সরোবর রহে তার মাঝে ॥
 বিশ্বকর্মা তারপর অতীব যতনে ।
 রাধাকৃষ্ণ জ্যোড়াভূমি রচে বৃন্দাবনে ॥
 বৃন্দাবনে বিশ্বকর্মা করিল রচন ।
 তেত্রিশ কাননভূমি কত সুমোহন ॥
 মনোহর মধুঘন তাহার নিকটে ।
 চম্পক-উদ্ভান পাশে সরোবর তটে ॥
 নির্জল বটেব মূলে কেতকীর বনে ।
 মণ্ডপ নির্মাণ কবে অতি সম্বতনে ॥
 মণিময় বেদী শোভে চতুর্দিকে তার ।
 রত্নময় স্তম্ভ রাজে তার চারিধার ॥
 নানা চিত্রে সে মণ্ডপ হইল চিত্রিত ।
 চিত্রিত কলস উদ্ধে হইল শোভিত ॥
 চারিধারে শোভা পায় মণির সোপান ।
 মণ্ডপের চূড়া 'পরে উড়িল নিশান ॥
 মণ্ডপের অভ্যন্তরে অতি মনোহর ।
 বহিঃশুদ্ধ বস্ত্র মালা শোভিল সুন্দর ॥
 সুমোহন শয্যা মাঝে শোভে উপাধান ।
 চন্দন কস্তুরী গন্ধে মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥
 নব শৃঙ্গারের যোগ্য সেই শয্যা মাঝে ।
 পারিজাত কুসুমের মালা আদি রাজে ॥
 রত্নময় পাত্রে রহে তাশূল কর্পূর ।
 সুবাসিত স্বচ্ছজল রহিল প্রচুর ॥

কোথাও রত্নের পাত্র শোভে অনুক্ষণ ।
 কোথাও বিরাজ করে রত্ন-সিংহাসন ॥
 এইরূপে বিরচিত্য নব বৃন্দাবন ।
 নিজগৃহে বিশ্বকর্মা করিল গমন ॥

● বৃন্দাবন নামেব কাবণ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন যুনিবাজ ।
 বিচিত্র কাহিনী তোমা কহিলাম আজ ॥
 কেমনে বর্ণিবে আমি হরির মহিমা ।
 হরির মাহাত্ম্য কিছু দিতে নারি সীমা ॥
 নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 অপূর্ব কাহিনী আমি করিষু জবণ ॥
 কুপা করি মোরে আজ কহ গুণধাম ।
 বৃন্দাবন হয় কেন কাননের নাম ॥
 নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ ।
 পুরাতন কথা তবে করহ জবণ ॥
 পূর্বকালে সত্যযুগে শক্তিশালী অতি ।
 কেদার নামেতে এক ছিল নরপতি ॥
 ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল রাজা সত্যপরায়ণ ।
 পুত্রস্নেহে প্রজাদের করিত পালন ॥
 শত অশ্বমেধ বজ্র করি সমাপন ।
 দুর্লভ ইন্দ্রের রাজ্য না কবে গ্রহণ ॥
 বহুবিধ পুণ্যকার্যে ছিল রাজা ব্রতী ।
 ফলাকাঙ্ক্ষী কভু নাহি ছিল নরপতি ॥
 দিবারাত্র করে রাজ্য শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ।
 রাজেন্দ্র ছিল না কেহ কেদার-সমান ॥
 জৈগীষব্য যুনি তারে দিলা উপদেশ ।
 বনেতে নৃপতি তাই বাঘ অবশেষ ॥
 রাজ্যভার পুত্র-হস্তে করি সমর্পণ ।
 তপস্বী র তরে রাজ্য করিল গমন ॥
 বনের মাঝারে আসি নৃপতি কেদার ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥
 শ্রীহরির স্মদর্শন চক্রে অনুক্ষণ ।
 বন মাঝে নৃপতিরে করয়ে রক্ষণ ॥

এইরূপ বহুকাল করিয়া সাধন ।
 গোলোকধামেতে নৃপ করিল গমন ॥
 তাঁর নাম অনুসারে শুন মহাশয় ।
 কেদার নামেতে তীর্থ সুবিখ্যাত হয় ॥
 সেই তীর্থে যদি কেহ হারায় জীবন ।
 অবিলম্বে মুক্তি লাভ করে সেইজন ॥
 বৃন্দা-নারী কথা ছিল কেদার রাজার ।
 কমলার অংশ হ'তে জন্ম হয় তার ॥
 বিবাহ না করে বৃন্দা শুন যতিমান্ ।
 দুর্ব্বাসা করিল তারে কৃষ্ণমন্ত্র দান ॥
 বিরাগিণী হ'য়ে বৃন্দা গৃহ ত্যাগ করে ।
 বনের মাঝারে যায় তপস্তার তরে ॥
 জনহীন প্রদেশেতে শুন মূনিবর ।
 তপস্তা করিল বৃন্দা সহস্র বৎসর ॥
 ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন ।
 অনন্তর তার কাছে করে আগমন ॥
 বৃন্দারে সম্বোধি কৃষ্ণ কহে অভঃপর ।
 তব প্রতি ভুট্ট আমি চাহ কিছু বর ॥
 কৃষ্ণের মোহন রূপ করিয়া দর্শন ।
 কানোন্ডে ব্যাকুল বৃন্দা হইল তখন ॥
 থর থর কাঁপে অঙ্গ মদনের বাণে ।
 যুক্তকরে কহে বৃন্দা কৃষ্ণ ভগবানে ॥
 তুমি প্রভু রূপায় দয়ার সাগর ।
 তুমি মোর পতি হবে চাই এই বর ॥
 বৃন্দার বচন শুনি হাসে ভগবান্ ।
 তথাস্ত বলিয়া বর করিলা প্রদান ॥
 তারপর জনহীন বনের মাঝার ।
 বৃন্দাসহ ভগবান্ করিলা বিহার ॥
 অনন্তর বৃন্দা দেবী শ্রীহরির সনে ।
 গোলোকভবনে যায় আনন্দিত মনে ॥
 গোপীগণ মাঝে শ্রেষ্ঠা হয় বৃন্দা সতী ।
 রাধিকার সমান দেবী হয় ভাগ্যবতী ॥
 যেই স্থানে বৃন্দাসহ মিলে সনাতন ।
 সেই কাননের নাম হয় বৃন্দাবন ॥

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 অপর কাহিনী এক করিব বর্ণন ॥
 কুশধ্বজ নামে এক ছিল নরপতি ।
 তার দুই কন্যা ছিল অতি গুণবতী ॥
 তুলসী ও বেদবতী তাহাদের নাম ।
 তপস্তা করিল তারা শুন গুণধাম ॥
 নারায়ণে পতিরূপে পায় বেদবতী ।
 সীতা নামে পরে তার খ্যাতি হয় অতি ॥
 তুলসী দুর্ব্বাসা-শাপে আশ্রিত ধরায় ।
 শত্রুচূড় অশ্বরের পতিরূপে পায় ॥
 শাপমুক্ত হ'য়ে পরে তুলসী যুবতী ।
 গোলোকেতে নারায়ণে লাভ করে পতি ॥
 তুলসী যুবতী শেষে আপনার পাণে ।
 বৃষ্ণের আকার ধরে শ্রীহরির শাপে ॥
 তুলসীর অভিশাপে শ্রীহরি তখন ।
 শালগ্রাম শিলারূপ করিলা ধারণ ॥
 তুলসী-চরিত আমি বহু সহকারে ।
 কহিয়াছি তব কাছে পূর্ব্ব সবিস্তারে ॥
 বৃন্দা এই নামে খ্যাতা তুলসী যুবতী ।
 যেই স্থানে তপস্তাদি করিলেন সতী ॥
 সেই কাননের নাম হয় বৃন্দাবন ।
 অপর কারণ এক শুন তপোধন ॥
 ষোড়শ নামেতে খ্যাতা রাধিকা ক্রীমতী ।
 তার মাঝে বৃন্দা নাম সুবিখ্যাত অতি ॥
 শ্রীবৃন্দার ক্রীড়াবন হয় এ কানন ।
 তাই এ বনের নাম হয় বৃন্দাবন ॥
 গোলোকধামেতে পূর্ব্ব কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাধিকার প্রীতি লাগি রচে বৃন্দাবন ॥
 তারপর পৃথিবীতে ক্রীড়ার কারণ ।
 বৃন্দাবন রচিলেন শ্রীমধুসূদন ॥
 নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 বিচিত্র কাহিনী আমি কহি নুতর ॥
 এক্ষণে জানিতে মোর কোতুলক হয় ।
 রাধার ষোড়শ নাম কহ মহাশয় ॥

সামবেদ-নিরূপিত সহস্রটি নাম ।
 শ্রবণ করিহু পূর্বে শুন গুণধাম ॥
 রাধার ষোড়শ নাম স্থপবিত্র অতি ।
 কৃপা করি দয়াময় কহ মোর প্রীতি ॥
 পবিত্র রাধার নাম অতি মধুময় ।
 যে জন শ্রবণ করে, নাহি তার ভয় ॥
 বহুজন্মার্জিত পাপ দূর হয় তার ।
 শ্রীহরির দাস্য লাভ করে অনিবার ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 রাধার ষোড়শ নাম কহিব এখন ॥
 চন্দ্রকান্তা রাসেশ্বরী শ্রীরাসবাসিনী ।
 কৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দাবনী কৃষ্ণস্বরূপিণী ॥
 বৃন্দাবনবিনোদিনী কৃষ্ণপ্রাণাধিকা ।
 শতচন্দ্রনিভাননী কৃষ্ণ ও রাধিকা ॥
 কৃষ্ণবাম-অংশজাতা আনন্দরূপিণী ।
 রসিক-ঈশ্বরী কৃষ্ণা চন্দ্রাবলী তিনি ॥
 রাধানাম মধুময় স্থপবিত্র অতি ।
 নামের ব্যাখ্যান আমি করিব সম্প্রতি ॥
 রা শব্দেতে দান হয় শুন মতিমান্ ।
 ধা শব্দের অর্থ হয় অনন্ত নির্বাণ ॥
 প্রদান করেন যিনি নির্বাণ মুক্তি ।
 রাধা নামে অভিহিতা হন সেই সতী ॥
 রাসেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হন তিনি ।
 রাসেশ্বরী বলি খ্যাতা তেঁই বিনোদিনী ॥
 বিরাজ করেন দেবী রাসের মণ্ডলে ।
 শ্রীরাসবাসিনী বলি খ্যাত ধরাতলে ॥
 রসিকাগণের তিনি ঈশ্বরী প্রধান ।
 রসিক-ঈশ্বরী তাই শুন মতিমান্ ॥
 পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া প্রাণাধিকা ।
 কৃষ্ণপ্রাণাধিকা নামে খ্যাতা শ্রীরাধিকা ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া তিনি হন অনুক্ষণ ।
 কৃষ্ণপ্রিয়া বলি তাই ডাকে সর্বজন ॥
 কৃষ্ণের সদৃশী সদা রাধা বিনোদিনী ।
 তাই তাঁর নাম হয় কৃষ্ণস্বরূপিণী ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাম অংশ হতে জন্ম তার ।
 কৃষ্ণবাম-অংশজাতা নাম শ্রীরাধার ॥
 পরম আনন্দময়ী রাধা বিনোদিনী ।
 তাই তাঁর নাম পরমানন্দরূপিণী ॥
 কৃষ্ণ শব্দে মোক্ষ আর উৎকৃষ্ট ণ-কারে ।
 আকার অক্ষরে দান বুঝি বারে বারে ॥
 মোক্ষদাত্রী হন যিনি শুন তপোধন ।
 কৃষ্ণা নামে সেই দেবী অভিহিতা হন ॥
 বৃন্দাবন-অধিষ্ঠাত্রী রাধা বিনোদিনী ।
 বৃন্দাবনী নামে তাই অভিহিতা তিনি ॥
 বৃন্দ অর্থে সখীগণ শুন গুণধাম ।
 সখী-পরিবৃত্তা বলি বৃন্দা তাঁর নাম ॥
 বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা আনন্দ বিলাস ।
 বৃন্দাবনবিনোদিনী ডাকে সবে তাঁয় ॥
 মুখে নখে চন্দ্র সদা বিরাজিত রয় ।
 শ্রীরাধার নাম তাই চন্দ্রাবলী হয় ॥
 শ্রীরাধার মুখকান্তি চন্দ্রের মতন ।
 চন্দ্রকান্তা নামে তাই অভিহিতা হন ॥
 শত-চন্দ্র-সম মুখ দীপ্ত অবিরাম ।
 শতচন্দ্রনিভাননী তাই তাঁর নাম ॥
 শুন শুন তপোধন, তোমার নিকটে ।
 ষোড়শ নামের ব্যাখ্যা করি অকপটে ॥
 ব্রহ্মার নিকটে ইহা কহে নারায়ণ ।
 ব্রহ্মা-মুখে ধর্ম্য পরে করিল শ্রবণ ॥
 অনন্তর পুঙ্করেতে ধর্ম্য মহাশয় ।
 দেবমতা মাঝে ইহা মোর কাছে কয় ॥
 এক্ষণে তোমার কাছে শুন মতিমান্ ।
 পবিত্র রাধার স্তোত্র করিলাম দান ॥
 তিন সন্ধ্যা এই স্তোত্র যে করে পঠন ।
 রাধামাধবের ভক্ত হয় সেই জন ॥
 অন্তিমোতে অশিমা দি সিদ্ধি তুচ্ছ ক'রে ।
 শ্রীহরির কাছে রহে চিরকাল ধরে ॥
 চারিবেদ পাঠ আর সর্বভীর্থ ফল ।
 সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে ধরাতল ॥

যজ্ঞ করি তার ফল লভে যদি কেহ ।
 রক্ষা যদি করে কেহ আশ্রিতের দেহ ॥
 যাহা ফল অজ্ঞানদের জ্ঞান বিতরণে ।
 যাহা ফল বৈষ্ণব ও দেব দরশনে ॥
 তথাপি সকল মিলি তুল্য নাহি হয় ।
 রাধাস্তোত্র তদপেক্ষা গুরু অতিশয় ॥
 ষোড়শাংশ এ স্তবের পাঠ যদি করে ।
 জীবমুক্ত হয় জীব শ্রীকৃষ্ণের বরে ॥
 রাধাস্তব ভক্তিভরে যে করে শ্রবণ ।
 নির্বাণ লভিবে সত্য কহিনু বচন ॥

● ত্রৈমাসিক ব্রত বর্ণন ।

এতেক শুনিয়া তবে দেবর্ষি নারদ ।
 মনে মনে বন্দিলেক রাধাকৃষ্ণপদ ॥
 পরেতে বিনয়ে ঋষি বলে নারায়ণে ।
 জীবন সার্থক প্রভু কাহিনী শ্রবণে ॥
 এত যদি দয়া করি বলেছ শ্রীহরি ।
 আরো কিছু জিজ্ঞাসিতে বাঞ্ছা মনে করি ॥
 নারদের সবিনয় ভাষণ শুনিয়া ।
 বলিলেন নারায়ণ প্রফুল্লিত-হিয়া ॥
 বুঝা এ সঙ্কোচ কেন নারদ ধীমান্ ।
 কি তব জিজ্ঞাসা কহ মম সমিধান ॥
 এতেক শুনিয়া বাণী হরষিত অতি ।
 নারদ জিজ্ঞাসা করে নারায়ণ প্রতি ॥
 কিবা হয় ব্রত ইহা, কি তাহার নাম ।
 কিভাবে পালিতে হয় কহ গুণধাম ॥
 রাধাপূজা কিভাবেতে কোন্ সতী করে ।
 কত কাল এই পূজা বিধানে আচারে ॥
 কত দিন অস্তে বল প্রতিষ্ঠা ইহার ।
 দয়া করি বল দেব বিস্তৃত ব্যাপার ॥
 নারদে সম্ভাষি তবে বলে নারায়ণ ।
 কহিতেছি সব কথা শুন তপোধন ॥
 ত্রৈমাসিক ব্রত ইহা বিদিত জগতে ।
 পতিভাগ্য বৃদ্ধি হতু হয় যে সাধিতে ॥

মহাপুণ্যবতী নারী হইবে যে জন ।
 যতেক বিধানে ব্রত করে আচরণ ॥
 রাধার সহিত করি কৃষ্ণ আরাধনা ।
 হইবে ভবেতে এই ব্রতের যাপনা ॥
 বিদুব সংক্রান্তি দিনে আরম্ভ ইহার ।
 জানিবেক সত্য ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥
 দক্ষিণে অগ্নি যবে করিবে ভাস্কর ।
 ততদিনে সান্ন হবে ব্রতের বাসর ॥
 পূর্ণ তিন মাস কাল শুদ্ধ শান্ত চিতে ।
 এই ত্রৈমাসিক ব্রত হয় আচরিতে ॥
 পূর্বদিন হবিষ্যন্ন গ্রহণ করিষা ।
 আরম্ভিবে এই ব্রত স্নসংযত হৈষা ॥
 বৈশাখ সংক্রান্তি দিনে গঙ্গান্নান করি ।
 সঙ্কর করিবে ব্রতী স্মরিয়া শ্রীহরি ॥
 ঘট বহি জল কিংবা শালগ্রামোপরি ।
 করিবে ব্রতের পূজা ব্রতী যত্ন করি ॥
 প্রথমেতে পঞ্চদেবে পূজিবে ভক্তিভে ।
 রাধাকান্তে পরে পূজ ভক্তিযুক্ত চিতে ॥
 সামবেদ-উক্ত ধ্যান কর অতঃপর ।
 স্তন সেই ধ্যানমন্ত্র অতি মনোহর ॥
 নব জলধর শ্যাম গীতাম্বরধর ।
 শরত পার্বণ শশী মূখ মনোহর ॥
 শরৎকালীন যেন কমল নয়ন ।
 তাহাতে উজ্জল করে কজ্জল রঞ্জন ॥
 গোপগোপীগণ মন সতত মোহিত ।
 রাধিকা উরসে স্থিত নিয়ত শোভিত ॥
 অনন্ত বিরিকি ধর্ম সদা করে স্তব ।
 ভজিব গোবিন্দপদ অতুল বিভব ॥
 এই ভাবে করি ধ্যান পরে আবাহন ।
 পরেতে রাধিকা ধ্যান করিবে চিস্তন ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্তব করে ধীর ।
 বন্দনা করিনু আমি চরণ তাঁহার ॥
 ধীর নামে স্নপবিত্র হয় ত্রিভুবন ।
 তাঁহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥

শতশৃঙ্গনিবাসিনী তুমি বাধা সতী ।
 তোমাৰে প্রণাম করি ভক্তিতরে অতি ॥
 রাসেতে বিরাজ কবে রাসেব ঈশ্বরী ।
 তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি ॥
 বৃন্দা তুমি বাস কর ভীবে বিরজার ।
 ভক্তিতরে তব পদে করি নমস্কার ॥
 কৃষ্ণা তুমি বাস সদা কর বৃন্দাবনে ।
 তোমাৰে প্রণাম করি ভক্তিযুক্ত মনে ॥
 কৃষ্ণপ্রিয় শাস্তা তুমি কি কহিব আর ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 তুমি দেবী লক্ষ্মী আর তুমি সরস্বতী ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 তুমি পদ্মা আত্মাশক্তি তুমি নারায়ণী ।
 মর্ত্যলক্ষ্মী তুমি দেবী বিশ্বের জননী ॥
 সাবিত্রীস্বরূপা তুমি জানি অনিবার ।
 তোমার চরণে আমি কবি নমস্কার ॥
 বিষ্ণুমায়ী তুমি দেবী সম্পৎ-রূপিণী ।
 তোমাৰে প্রণাম করি রাধা বিনোদিনী ॥
 বুদ্ধিস্বরূপিণী তুমি জ্ঞানপ্রদায়িনী ।
 আপনি প্রকৃতি তুমি ত্রিপুরহারিণী ॥
 শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপিণী সগুণা হৃন্দরী ।
 তব পাদপদ্মে আমি নমস্কার করি ॥
 তুমি তুষা তুমি হুধা কি কহিব আর ।
 তোমাৰ চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 স্বাহা তুমি স্বাহা তুমি কান্তিস্বরূপিণী ।
 দ্বা তুমি শ্রদ্ধা তুমি হুতিপ্রদায়িনী ॥
 তুমি পুষ্টি লজ্জা ধৃতি তুমি ভগবতী ।
 তোমার চরণপদে করি নমস্কার ॥
 এই ধ্যানে শ্রীরাধাবে শ্রীকৃষ্ণ সহিতে ।
 ঘোড়শোপচারে পূজা কর বিধিমাতে ॥
 শুন যুনি তারপব ত্রোত্তর বিধান ।
 যেভাবে করিতে হবে পদ্মফুল দান ॥
 সহস্র অধিক অষ্ট লইয়া কমলে ।
 পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দিবে পদতলে ॥

প্রতিদিন অষ্টোত্তর শত হোম দান ।
 তত সংখ্যা ফল সহ ত্রোত্তর বিধান ॥
 অতঃপর ত্রতী তবে কৃষ্ণরাধিকায় ।
 উৎসর্গ কহিবে পক্ষ রম্ভা তার পায় ॥
 বলিয়া কৃষ্ণায় স্বাহা ভক্তিযুক্তচিত্তে ।
 নিবেদন করিবেক যথাবিধি মতে ॥
 অনন্তর প্রতিদিন শতক ব্রাহ্মণ ।
 নিমন্ত্রণ করি আনি করাবে ভোজন ॥
 অষ্টোত্তর শতাহতি হোম করি ত্রতী ।
 প্রতিদিন নিবেদিবে কৃষ্ণের সহতি ॥
 অতঃপর শুন যুনি বিরিক্ষিনন্দন ।
 যে ভাবে করিবে নিত্য হরিসঙ্কীৰ্ত্তন ॥
 আজ্যসহ তিলহোম প্রত্যহ লইয়া ।
 করিবে হবির নাম গীত বাজ দিয়া ॥
 এই ভাবে তিন মাস ত্রোত্তর বিধান ।
 প্রতিষ্ঠা করিবে পরে শুন মতিমান ॥
 প্রতিষ্ঠা দিবসে লইয়া নববই হাজার ।
 অঙ্কত কমল পুষ্প পূজার আচার ॥
 তত সংখ্যা ব্রাহ্মণেরে করিয়া যতন ।
 পরমাম পিষ্টকাদি করাবে ভোজন ॥
 নবটি হাজার আর সাত শত দশ ।
 ফল আর নৈবেদ্যেতে কৃষ্ণে কর বশ ॥
 অতঃপর বিদ্বজ্জন অনল সংস্কারি ।
 সহস্র তিল সহ হোম শেষ করি ॥
 নবতি সহস্র করি আহুতি প্রদান ।
 বস্ত্র ভোজ্য যজ্ঞসূত্র পরে কর দান ॥
 নবতিসংখ্যক ডালা ফলযুক্ত করি ।
 গন্ধপুষ্প দ্বাবা পূজা করিবে শ্রীহরি ॥
 নবতি সংখ্যক কুস্ত শীতল সলিলে ।
 পূর্ণ করি ত্রতী তাহা ব্রাহ্মণেরে দিলে ॥
 হইবে সম্পূর্ণ এই ত্রৈমাসিক ব্রত ।
 দক্ষিণাস্তে বিশ্রবরে ভূষিবে সতত ॥
 স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত বুধ সহস্র সংখ্যায় ।
 করিবেক দান এই ত্রোত্তর আখ্যায় ॥

ত্রৈমাসিক ব্রতবার্তা কহিলু তোমায ।
 আচরিলে স্বামিসহ ব্রতী মোক্ষ পায় ॥
 হুসন্তান লাভ এই ব্রত কলে হয় ।
 পতিসৌভাগ্যিনী নারী হইবে নিশ্চয় ॥
 শতজন্য ব্রতী নারী ইহার কল্যাণে ।
 সৌভাগ্যশালিনী হবে এই ত্রিভুবনে ॥
 শতজন্য কাল হবে পুত্রের জননী ।
 কদাচ হয় না নারী দুর্ভাগ্য অভাগিনী ॥
 পতিপুত্র সহ কভু বিচ্ছেদ না হয় ।
 পুত্র তার অনুগত পতি স্বখময় ॥
 রাখাক্ষণ ভক্তি তার থাকে চিরদিন ।
 যথেষ্ট জাগরণে নয় হরিশ্রুতিহীন ॥
 লোকমাতা করিলেন এর আচরণ ।
 নামবেদ-উক্ত ব্রত শাস্ত্রের বচন ॥
 সকল ব্রতের চেয়ে ইহা পুণ্যতর ।
 করে বারা এই ব্রত শুন অতঃপর ॥
 প্রথমতঃ স্বাষস্তুব মনুর গৃহিণী ।
 সতী শতরূপা হন ব্রতের ধারিণী ॥
 অগস্ত্যকে পুরোহিত করিয়া তখন ।
 করিলেন পবিত্র এ ব্রত আচরণ ॥
 পরে দেবহুতি আর চারুহুতি সতী ।
 পুণ্ড্রস্ত্যর পৌরোহিত্যে হইলেন ব্রতী ॥
 ক্রতুকে পুরোধা করি রোহিণী কামিনী ।
 করিলেন ব্রত এই হুঙ্কলধাবিনী ॥
 গৌতমীর পৌরোহিত্যে রতি-কামপ্রিয়া ।
 ব্রত করে যথাযোগ্য বিধান মানিয়া ॥
 অতঃপর গুরুপত্নী তারা সাক্ষী সতী ।
 ব্রত উদ্ঘাপন তরে করিলেন মতি ॥
 বশিষ্ঠের পৌরোহিত্যে করিয়া বরণ ।
 মহাসমারোহে করে ব্রত সমাপন ॥
 শচীদেবী এই ব্রত করিলেন পরে ।
 বৃহস্পতি পৌরোহিত্য কার্য তাতে করে ॥
 তারপর স্বাহাদেবী অতি হৃষ্ট মন ।
 ব্রত করিবার তরে করে আয়োজন ॥

পুরোহিতরূপে তাহা মরীচি ভ্রমতি ।
 সমাপ্ত করেন ব্রত হৃষ্টচিত্তে অতি ॥
 ত্রৈমাসিক ব্রতকথা যে করে শ্রবণ ।
 অমঙ্গল ভয় তার না থাকে কখন ॥

● মহাদেব কর্তৃক দুর্গাব নিকট ব্রতের
 বিধান কথন ।

ব্রত আর ব্রতকল, দেখে অতি কুতূহল,
 হইলেন গিরিজায়া সতী ।
 মহেশে সম্ভাষি বলে, ত্রৈমাসিক ব্রতকলে,
 আমি বাঞ্ছা করি যে পার্বতী ॥
 সর্বব্রত হ'তে সার, এই যে ব্রত-আচার,
 অনুমতি দাও গো শঙ্কর ।
 হরি-আরাধনা প্রভু, অনিষ্ট নহেক কভু,
 আচরিব করি যুক্তকর ॥
 ইষ্ট বস্তু দান আর, তীর্থেতে গমন সার,
 ব্রতের আচার তুল্য নহে ।
 হরি-আরাধনা মানি, যোলগুণে হয় মানী,
 বেদে পুরাণেতে তাই কহে ॥
 বাহিরে কি অভ্যস্তরে, হরি স্মৃতি অনুসরে,
 জাগরুক থাকে সর্বক্ষণ ।
 সেই জীব জীবমুক্ত, বেদেতে হয়েছে উক্ত,
 তারে দেখে মুক্তি পায় জন ॥
 তার পদস্পর্শ লাগি, ধূলিকণা পুণ্যভাগী,
 পৃথিবী পবিত্র হয় তাতে ।
 জীবমুক্ত সেই জনে, দেখিতে বাসনা মনে,
 ত্রিভুবন পবিত্রিত য়াতে ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু ধর্মদেব, অনন্ত ও গর্গদেব,
 আর ভূমি নিয়ত ধ্যানতে ।
 পেয়েছ তাঁহার তেজে, সমস্ত সকলে রাজে,
 এইরূপ বিদিত জগতে ॥
 যে বাহারে করে ধ্যান, শুণ তেজ বুদ্ধি জ্ঞান,
 সকল সমান তার হয় ।

কৃষ্ণ সেবা তপধ্যানে, তোমা হেন গুণধনে,
মম ভাগ্যে পেবেছি নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ করি আরাধন, শুন ওগো পঞ্চানন,
তোমা হেন স্বামী লভিয়াছি ।
গণপতি ষড়ানন, মম পুত্র ছুই জন,
কৃষ্ণাশিসে তাদেরো পেয়েছি ॥
পতি পুত্র আর পিতা, এ তিনজন সর্বধা,
রমণীর গরব ভাজন ।
এরা যদি যোগ্য হয়, তবেই তো নিঃসংশয়,
রমণীর দুর্লভ জীবন ॥
শুনি বাক্য পার্বতীর, শঙ্কর আনন্দাধীর,
শ্ললিত বাক্যে তাকে বলে ।
তুমি মহালক্ষ্মীরূপা, সর্বসম্পৎস্বরূপা,
নাই তব অসাধ্য ভূতলে ॥
তুমি যথা বিরাজিতা, সে মহা ঐশ্বর্য্যাস্বিতা,
লক্ষ্মীহীন গৃহ গৃহ নহে ।
লক্ষ্মীছাড়া যেই জন, কি জীবন কি মরণ,
ছুই তার সমভূলা রয়ে ॥
শক্তিসহ যুক্ত হ'বে, মোরা থাকি কর্ম ল'য়ে,
আমি ব্রহ্ম আর নারায়ণ ।
কেবা হয় হিমালয়, গণেশ সে কেবা হয়,
কোথায় বা থাকে ষড়ানন ॥
যদি হই তোমা হীন, সর্বকর্মে উদাসীন,
ঈশ্বর তুমার প্রসাদে ।
যে ব্রতে উন্নত তুমি, অনুমতি দেই আমি,
আপত্তি নাহিক তব মাথে ॥
মনৎকুমার যুনি, পুরোহিত হন তিনি,
নিজে হব সংগ্রহকারক ।
কমল ব্রাহ্মণ আর, সমস্ত জীব্যের তার,
আমি তার হইব ধারক ॥
কুবেরেরে কোবাধ্যক্ষ, মোরে কর দানাদ্যক্ষ,
কমলা দিবেন নিজে ধন ।
বহি হবেন পাচক, বরুণ জলদায়ক,
আয়োজন কর বক্ষগণ ॥

স্থান সংস্কারজন কার্য, পবন করিবে ধার্য,
ইন্দ্র পরিবেশনকারক ।
যোগ্যপাত্রে বস্ত্র ভার, সূর্য্য কর কর্তা তার,
ষড়ানন সর্বাধিনায়ক ॥
বিধানেন্তে ব্রত করি, ফল পুষ্পে পূজ হরি,
ব্রত-অশ্বে ব্রাহ্মণ ভোজন ।
ব্রতের সমাপ্তি দিনে, ব্রাহ্মণেরে রত্নদানে,
কর যোগ্য দক্ষিণা অর্পণ ॥
শুনিয়া মহেশ-বাণী, সম্বর শিবগৃহিণী,
যথাবিধি করে ব্রতচার ।
করে যা দক্ষিণাদান, এত তার পরিমাণ,
বহনে ব্রাহ্মণের হয় ভার ॥
এত বলি নারায়ণ, ক্ষণকাল মৌনী রন,
মনে মনে ভাবে হরিপদ ।
সভক্তিবচনে তবে, প্রণমিয়া দেবদেবে,
তার প্রতি কহিলা নারদ ॥

● বিশ্বকর্মা কর্তৃক বৃষভানুপুরী ও
কুঞ্জ প্রভৃতি নির্মাণ ।

নারদ কহিলা প্রভু দেবনারায়ণ ।
রাধার মহিমা আমি করিনু শ্রবণ ॥
অপকুপ কৃষ্ণকথা অতি মধুময় ।
তারপর কি হইল কহ মহাশয় ॥
প্রাতঃকালে হেরি সেই নগর সুন্দর ।
কি কবিল গোপগণ কহ অন্তঃপর ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
তারপর কি হইল করিব বর্ণন ॥
বিশ্বকর্মা নিরমিল অপরূপ পুরী ।
যাহার তুলনা আমি দিতে নাহি পারি ॥
প্রথমে নির্মিয়া বন পরে নিরমিল ।
বৃষভানুপুরী দেব অতি সমুজ্জ্বল ॥
নন্দালয় হ'তে হয় এক ক্রোশ দূর ।
রম্য বৃষভানুপুরী পুষ্পে ভরপুর ॥

পাণ্ডরে প্রাচীর ভূষণে প্রতি মনোহর ।
 তেতিবৎ গৃহ কত অর্থাৎ সুন্দর ॥
 চতুর্দিকে কত তনু করিল রোপণ ।
 গুপ্তের কানন হয় আনন্দবর্ধন ॥
 ফটক উপর লিখে স্বর্ণাকরে নাম ।
 বুধভানু লিখে শিল্পী অতি গুণধাম ॥
 ক্রীড়াস্থলী মনোহর করিল গঠন ।
 চারিগত হস্ত উচ্চ প্রাচীর শোভন ॥
 গৃহচূড়ে স্বর্ণ কুন্ড স্থাপে স্তরে স্তর ।
 উজ্জ্বল আলোক সম জনমনোহর ॥
 নগরী গড়িয়া শিল্পী সানন্দ অন্তবে ।
 রছিল সুন্দর বেদী কত তার পরে ॥
 অতি রমণীয় বেদী মনোবিমোহন ।
 অপূর্ব দেখিতে হয় রতনগঠন ॥
 বিশ্বকর্মা গড়ে মঞ্চ মণিমুক্তাময় ।
 সুকোমল পুষ্পসজ্জা পরেতে রচয় ॥
 বিচিত্র পতাকারামি শোভে গৃহচূড়ে ।
 রতন নির্মিত সিঁড়ি প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 কাননে অসংখ্য বৃক্ষ করিল রোপণ ।
 আনন্দে হইল মত্ত মধুকরগণ ॥
 অনন্তর বিশ্বকর্মা সানন্দ অন্তরে ।
 বিনির্মিত রাসহান মনোমত্ত করে ॥
 অতঃপর কুঞ্জবন করিয়া নির্মাণ ।
 মনস্থখে চারিদিকে ভ্রমে মতিমান ॥
 সমগ্র নগরী দেখি পুলকিত অতি ।
 অতঃপর কি করিবে ভাবে মহামতি ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখা এমন সময় ।
 কেলিকুঞ্জ রচিবার কথা মনে হয় ॥
 কাননের মাঝে খুঁজি নিরজন স্থান ।
 মহানন্দে কেলিকুঞ্জ করিল নির্মাণ ॥
 লভায় বেষ্টিত কুঞ্জ অতি মনোহর ।
 নবন শোভন তাহা অতীব সুন্দর ॥
 রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়াস্থান নির্মাণ করিয়া ।
 সমাপ্ত করিল শিল্পী আনন্দিত হৈয়া ॥

প্রাক্তকালে ব্রজবাণী আগরিত হয় ।
 বিচিত্র নগর এক হেরে সে সময় ॥
 নিশ্চয়ে মগন হবে কেহে বারবার ।
 এমন নগর কতু হেরি নাই আর ॥
 কেহ বলে কি বিচিত্র নগর সুন্দর ।
 এমন নগর রচে কোন্ শিল্পিবর ॥
 স্বর্ণ হ'তে মনোহর নাহিক সংশয় ।
 কোন্ ব্যক্তি বিরচিত এই সমুদয় ॥
 মরি মরি এত শোভা কে হেরেছে কবে ।
 এইরূপে আলোচনা করে গোপ সবে ॥
 মনে মনে বুঝিলেন নন্দ নৃপবর ।
 হরির ইচ্ছায় সৃষ্ট হইল নগর ॥
 বাঁহার ক্রান্তি মাঝে বিশ্বস্থষ্টি হয় ।
 বাঁহার ইঙ্গিত মাঝে স্থষ্টি পায় লয় ॥
 ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে লোককূপে ধীর ।
 ত্রিভুবনে আছে কিবা অসাধ্য তাঁহার ॥
 হরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥
 মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥
 পরম ঈশ্বর যিনি, মহিমা অপার ।
 এ তিন ভুবনে আছে অসাধ্য কি তাঁর ॥
 এইরূপ চিন্তা করি নন্দ নরপতি ।
 নগর ভ্রমণ করে হৃষ্ট মনে অতি ॥
 মনোহর ভবনাদি করিয়া দর্শন ।
 পুলকে ভাসিল যত ব্রজবাসীগণ ॥
 অনন্তর সকলেই আনন্দিত মনে ।
 প্রবেশ করিল গিয়া আপন ভবনে ॥
 নন্দ আর বুধভানু পুলকিত হ'য়ে ।
 প্রবেশ করিল আসি আশ্রম-আলয়ে ॥
 আনন্দেতে কোলাহল করে শিশুগণ ।
 গোপগোপীগণ যত আনন্দে মগন ॥
 কৃষ্ণ আর বলরাম সহচর সনে ।
 ক্রীড়াতে হইল মত্ত নব বৃন্দাবনে ॥

ব্রহ্মাবৈবর্তের কথা অতি সুমধুর ।
 শ্রবণ করিলে শাস্তি লভিবে প্রচুর ॥
 ব্যাসদেব বেদ আদি বৎসরূপে ধরি ।
 কল্পনায ভারতীরে কামধেনু করি ॥
 ব্রহ্মাবৈবর্তের দৃষ্টি করিয়া দোহন ।
 জনে জনে সেই মুখা করিল বর্টন ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব অনিত্য সংসারে ।
 শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন সবে কর বারে বারে ॥
 এ ভব-সংসার-মাঝে কৃষ্ণনাম সার ।
 নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
 যেই জন ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ ।
 তাহারে করেন রক্ষা শ্রীমধুসূদন ॥
 মধুর কৃষ্ণের নাম যে করে শ্রবণ ।
 সর্ব পাপ দূরে যায়, তৃপ্ত হয় মন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● বিংশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অরভিক্ষা ।

শৌনক কহিলা, ওহে সূত মহাশয় ।
 শুনিলাম কৃষ্ণকথা অতি মধুময় ॥
 তারপর নারায়ণে নারদ প্রবর ।
 'কি কথা জিজ্ঞাসা করে কহ অতঃপর ॥
 সূত যুনি কহে, শুন শৌনক স্নজ্ঞন ।
 নারায়ণে শ্রীনারদ জিজ্ঞাসে তখন ॥
 নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 জ্ঞানের সাগর ভূমি জানি অনুক্ষণ ॥
 তোমার চরণে আমি লইবু শরণ ।
 কৃষ্ণের চরিত-কথা করহ কীর্তন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-চরিত-কথা গীষ্ম-সমান ।
 কৃপা করি ক' সেই হরির আখ্যান ॥
 নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ ।
 কৃষ্ণকথা কহি আমি শুন দিয়া মন ॥
 একদা যমুনাতীরে শিশুগণ সনে ।
 কৃষ্ণ আর বলদেব যান মধুবনে ॥

মধুবনে ক্রীড়া করে যত শিশুগণ ।
 গাতীগণ মনস্থখে করে বিচরণ ॥
 খেলিতে খেলিতে আনন্দ শিশুগণ হয় ।
 ক্ষুধায় কাতর সবে হয় অভিশয় ॥
 পিপাসায় ছাতি কাটে, কি করিবে হায় ।
 কৃষ্ণে সম্বোধন করি সকলে শুধায় ॥
 শুন কৃষ্ণ, আমাদের ক্লান্ত দেহ মন ।
 কহ কহ মোরা সবে কি করি এখন ॥
 শিশুদের বাক্য শুনি কহে সনাতন ।
 মোর উপদেশ সবে করহ গ্রহণ ॥
 যেই স্থানে যজ্ঞ আদি করে বিপ্রদল ।
 সেই স্থানে গিবা চাহ অন্ন আর জল ॥
 অঙ্গিরার বংশধর যত বিপ্রগণ ।
 বনের মাঝারে করে যজ্ঞ-সম্পাদন ॥
 সকলে নিস্পৃহ তারা পরম বৈষ্ণব ।
 যুক্তি-তরে মোর পূজা করিতেছে সব ॥
 যজ্ঞকারী বিপ্রগণ মোহিত মায়ায় ।
 মানবের রূপী তারা না জানে আশ্রয় ॥
 সেই সব বিপ্র কাছে অবিলম্বে যাও ।
 ক্ষুধা ও তৃষ্ণার লাগি অন্নজল চাও ॥
 অঙ্গিরা ঋষির গৃহে হও অগ্রসর ।
 আমিও যাইব শীঘ্র তাহার গোচর ॥
 ঋষিকুল হন অতি বৈষ্ণব স্নজ্ঞন ।
 শীঘ্রগতি যাও শুনি আমার বচন ॥
 বিপ্রগণ যদি অন্ন নাহি করে দান ।
 পত্নীদের কাছে তবে করিও প্রস্থান ॥
 বিপ্রদের পত্নীগণ অতি দয়াবতী ।
 অন্নজল চাহ গিবা তাহাদের প্রতি ॥
 তোমাদের আবেদন ব্যর্থ না হইবে ।
 বাঞ্ছিত সকল দ্রব্য অবশ্য মিলিবে ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি যত শিশুগণ ।
 বিপ্রগৃহে অবিলম্বে করিল গমন ॥
 রহিল কেহ বা বসি কৃষ্ণের সকাশে ।
 আর কেহ গেল চলি বিপ্রের আবাসে ॥

শিশুগণ সেই স্থানে করিয়া গমন ।
 বিপ্রদের কাছে সব করে নিবেদন ॥
 হে দ্বিজসন্তমগণ করুণা-সাগর ।
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মোরা অতীব কাতর ॥
 কণ্ঠ ওষ্ঠ শুষ্কপ্রায় বাক্য নাহি সরে ।
 তাই তো মেথায় আসি আকুল অন্তরে ॥
 বলরাম আর কৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর ।
 খাদ্য আর জল দান করহ সত্বর ॥
 হোমকার্য্যে রত ছিল যত দ্বিজগণ ।
 শিশুদের বাক্যে কাণ না দেয় তখন ॥
 তখন বালকগণ না হেরি উপায় ।
 বিপ্রপত্নীদের কাছে দ্বরা করি যায় ॥
 যেই স্থানে ব্রাহ্মণীরা করিছে রন্ধন ।
 সেই স্থানে বালকেরা করিল গমন ॥
 বিপ্রপত্নীদের পায়ে প্রণাম করিয়া ।
 অনন্তর শিশুগণ কহে সম্বোধিয়া ॥
 শুন শুন মাতৃগণ, করি নিবেদন ।
 অন্নজল দান করি বাঁচাও জীবন ॥
 ক্ষুধায় কাতর সব ওষ্ঠাগত প্রাণ ।
 খাদ্যবস্তু অবিলম্বে করহ প্রদান ॥
 শ্রুতুমার শিশুদলে করিয়া দর্শন ।
 মধুর বচনে কহে বিপ্রপত্নীগণ ॥
 কোথা হ'তে আগমন কর শিশুগণ ।
 কাহার সন্তান, সব কহ বিবরণ ॥
 কিবা নাম কোথা ধাম কোথাব ভবন ।
 কোন্ জন তোমাদের করিল প্রেরণ ॥
 আগে কর তোমাদের পরিচয়-দান ।
 উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন অন্ন করিব প্রদান ॥
 বিপ্রপত্নীদের কথা করিয়া শ্রবণ ।
 আনন্দিত হ'য়ে কয় যত শিশুগণ ॥
 শুন শুন মাতৃগণ, দিব পরিচয় ।
 খেলিতে খেলিতে মোরা ক্রান্ত অতিশয় ॥
 কাতর হইনু যবে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ।
 কৃষ্ণ আর বলরাম পাঠান হেথায় ॥

শীঘ্র শীঘ্র অন্নজল করহ প্রদান ।
 তাঁদের নিকটে পুনঃ করিব প্রশ্নান ॥
 বটবৃক্ষশূলদেশে দূরে মধুবনে ।
 অপেক্ষা করেন কৃষ্ণ বলরাম সনে ॥
 তাঁরাও কাতর অতি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ।
 অন্ন তরে তাঁহারাও প্রার্থনা জানায় ॥
 অন্নজল দিবে কিনা কহ মাতৃগণ ।
 নতুবা অপর স্থানে করিব গমন ॥
 রামকৃষ্ণ নাম শুনি বিপ্রপত্নীগণ ।
 দ্বরায় সকল দ্রব্য করে আয়োজন ॥
 রোমাঞ্চিত-কলেবর হয় বারে বারে ।
 মনেতে আনন্দ আর ধরিতে না পারে ॥
 বাঁহার চরণপদ্ম করে সব ধ্যান ।
 অন্নজল চাহিছেন সেই ভগবান্ ॥
 কি ভাগ্য তাদের আজ সার্থক জীবন ।
 পুলকেতে অশ্রুপূর্ণ হইল নয়ন ॥
 পায়স পিষ্টক দধি ক্ষীর নবনীত ।
 শালি-অন্ন মধু আর সুবাসিত স্নাত ॥
 রোপ্য আর কাংশপাত্রে রাখি সযতনে ।
 কৃষ্ণের নিকটে সব চলে মধুবনে ॥
 কৃষ্ণের দর্শন তরে ব্যাকুলিতা অতি ।
 অন্ন ল'য়ে চলে যত পতিব্রতা সতী ॥
 পুলকে পূরিত হিয়া কাঁপে কলেবর ।
 কৃষ্ণের চরণ তারা হেরিবে সত্বর ॥
 দত্ত দম্ব আজি তারা অতি ভাগ্যবতী ।
 দ্বরিতে গমন করে যতক সুবতী ॥
 এইরূপে মধুবনে করি আগমন ।
 বলরামসহ কৃষ্ণে করিল দর্শন ॥
 যেমন নক্ষত্রে মাঝে শোভে শশধর ।
 শিশুগণ মাঝে শোভে শ্যাম নটবর ॥
 মরি মরি কিবা শোভা ভুবনমোহন ।
 পরিধানে পীতবাস অতি সুশোভন ॥
 যুগ্মহাসিমাখা মুখ অতি মনোহর ।
 নবজলধর-সম শ্যাম কলেবর ॥

পূর্ণ-শশধর-সম বদন তাঁহার ।
 সর্ব অঙ্গে বিরাজিত রত্ন-অলঙ্কার ॥
 রত্নের নুপুর শোভে চরণে তাঁহার ।
 মালতীর মালা রাজ্য বক্ষেয় মাঝার ॥
 চন্দনে চর্চিত দেহ কুকুমে লেপিত ।
 সর্ব সঙ্গে অশুর ও কস্তুরী শোভিত ॥
 মনোহর নাসা তাঁর কপোল স্নানর ।
 আঁহা কিবা অপরূপ গুণ ও অধর ॥
 দাড়িম্ববীজের সম দন্তরাজি তাঁর ।
 চূড়াতে শিখীর পুচ্ছ শোভে চমৎকার ॥
 দুই কর্ণে শোভে তাঁর কদম্বের ফুল ।
 মদনমোহনরূপ কোথা তার তুল ॥
 দেবতা মানব আর সাধু যোগিগণ ।
 নিরন্তর যোগে ধীর ধ্যান-পরায়ণ ॥
 হরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অনন্ত ইত্যাদি ধীরে ভজে নিরন্তর ॥
 মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী ধীরে করেন বন্দনা ॥
 তপস্ত্যাব কত জন্ম বৃথা কেটে যায় ।
 স্বপ্নযোগে তবু ধীর সাক্ষাৎ না পায় ॥
 গোপবেশধারী সেই কৃষ্ণ সনাতনে ।
 হেরিলা ব্রাহ্মণীগণ আনন্দিত মনে ॥
 প্রণাম করিল যত বিপ্রপত্নীগণ ।
 ভাবে আজ ধৃষ্ট হ'ল মোদের জনম ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তেব কথা অতীব মধুর ।
 শ্রবণ করিলে হয় সব দুঃখ দূর ॥

● বিপ্রপত্নীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ।

পরিপূর্ণতম তুমি কৃষ্ণ সনাতন ।
 পরম আশ্রয় তুমি শ্রীমধুসূদন ॥
 কখনো সাকার হও, কতু নিরাকার ।
 নিগুণ নির্লিপু প্রভু তুমি সারাৎসার ॥
 সাক্ষীর স্বরূপ তুমি প্রভু ভগবান্ ।
 জিহুবনে আছে কেবা তোমার সমান ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তব অংশে হয় ।
 প্রকৃতি তোমার অঙ্গ হ'তে জন্ম লয় ॥
 ধীর লোমকূপে রাজ্যে বিশ্বসমুদয় ।
 মহান্ বিরাট সেই তব পুঞ্জ হয় ॥
 তেজোময় তুমি প্রভু, তুমি অদ্বিতীয় ।
 বেদেতে নির্দিষ্ট তুমি অনির্বচনীয় ॥
 মহাজ্ঞানবান্ তুমি জ্ঞানের আধার ।
 তোমারে বর্ণনা করে সাধ্য আছে কার ॥
 মহেশ্বাদি সৃষ্টিসূত্রে তুমি সনাতন ।
 সর্বশক্তিবিজ্ঞ তুমি সবার কারণ ॥
 শক্তির ঈশ্বর তুমি শক্তির আশ্রয় ।
 সর্বানন্দ সনাতন তুমি জ্যোতির্গুণ ॥
 অশরীরী তুমি প্রভু হও নিরন্তর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥
 ইন্দ্রিয়-অতীত তুমি প্রভু ভগবান্ ।
 ইন্দ্রিয়-বিষয়ে তব আছে তব জ্ঞান ॥
 অনন্ত মহেশ ধর্ম দেবী সরস্বতী ।
 কমলা সাবিত্রী আর রাধিকা পার্বতী ॥
 তোমার স্তবনে কতু সমর্থ না হয় ।
 স্তবনে অশক্ত সদা বেদ-চতুষ্টয় ॥
 অবলা দুর্বলা নারী আমরা সবাই ।
 করিব তোমার স্তব হেন সাধ্য নাই ॥
 আমরা অযোগ্যা অতি কি কহিব আর ।
 কৃপা করি ক্ষমা কর করুণাবতার ॥
 তুমি প্রভু দীনবন্ধু দীনেশ্বর ঈশ্বর ।
 স্প্রাণম হও প্রভু কৃপার সাগর ॥
 শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্ততি করিয়া তখন ।
 চরণে পতিত হয় বিপ্রপত্নীগণ ॥
 অনন্তর হস্তযুগ্মে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 তাহাদের করিলেন অভয় প্রদান ॥
 বিপ্রপত্নীকৃত স্তব যে করে পঠন ।
 শ্রীহরির আশীর্বাদ লভে সেই জন ॥
 ধন্য ধন্য সেই জন সার্থক-জীবন ।
 সেই ভক্তজনে কৃষ্ণ কবেন বক্ষণ ॥

যে জন কৃষ্ণের ধ্যান করে অনিবার ।
 ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥
 অন্তকালে মোক্ষপদ সেই জন পায় ।
 চড়িয়া বিমানে সেই দিব্যধামে যায় ॥
 এত বলি ভক্তিতরে বিপ্রপত্নী যত ।
 শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে হইল পতিত ॥

● বিপ্রপত্নী মোচন ।

বিপ্রপত্নীস্বয় শুনি দেবর্ষি নারদ ।
 মনে মনে বন্দিলেন শ্রীকৃষ্ণের পদ ॥
 প্রকাশ্যে সম্ভাষি বলে দেব নারাষণে ।
 শুনিবু অনেক কথা তোমার কারণে ॥
 বিপ্রপত্নীস্বয় সব করিলে শ্রবণ ।
 পাপতাপ শোকরাশি হয় বিনাশন ॥
 কৃপা করি বল দেব করিব শ্রবণ ।
 অতঃপর কি করিল, বিপ্রপত্নীগণ ॥
 অথবা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কি করিল পরে ।
 শুনিতে বাসনা মনে কহ সবিত্তারে ॥
 নারদে সম্ভাষি তবে বলে নারাষণ ।
 শুন হুনি অতঃপর অপূর্ব ঘটন ॥
 বিপ্রপত্নীগণে কহে কৃষ্ণ সনাতন ।
 ইচ্ছামত বর সবে করহ প্রার্থন ॥
 পূরণ করিব আমি তোমাদের সাধ ।
 তোমাদের শুভ হবে করি আশীর্বাদ ॥
 শ্রীহরির এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
 কৃতাজ্জলিপুটে কহে বিপ্রপত্নীগণ ॥
 শুন শুন ভগবান্ এই বর চাই ।
 তব পদে মন যেন রহে সর্বদাই ॥
 হৃদয়ভ ভক্তি প্রভু করহ প্রদান ।
 তোমার চরণ যেন করি সদা ধ্যান ॥
 আমাদের প্রতি প্রভু কর অনুগ্রহ ।
 শ্রীচরণ ধ্যান যেন করি অহরহঃ ॥
 গৃহেতে গমন মোরা করিব না আর ।
 হেরিব তোমার মুখ মোরা অনিবার ॥

তোমায়ে ছাড়িয়া কোথা নাহি যেতে পারি ।
 কৃপা কর কৃপা কর মুকুন্দ মুরারি ॥
 বিপ্রপত্নীদের কথা করিয়া শ্রবণ ।
 ত্রিলোক-ঈশ্বর কৃষ্ণ কহিলা তখন ॥
 শুন বিপ্রপত্নীগণ ভাবিও না আর ।
 পূরণ করিব আমি ইচ্ছা সবাচার ॥
 তারপর ভগবান্ হুপ্রসন্ন মনে ।
 ভোজন করিতে বসে শিশুগণ সনে ॥
 বিপ্রপত্নী-দত্ত সেই খাদ্য-সমুদয় ।
 অমৃতের তুল্য যেন অতি মধুময় ॥
 প্রথমে বালকগণে করিয়া প্রদান ।
 ভোজন করেন পরে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 রত্নের নির্মিত এক রথ মনোহর ।
 আকাশ হইতে সেথা আসিল সত্তর ॥
 রত্নময় স্তম্ভ কত তাহাতে বিরাজে ।
 রত্নের কলস কত শোভে তার মাঝে ॥
 রত্নের দর্পণ আর রত্নের ভূষণ ।
 রথের মাঝারে কত শোভে অনুক্ষণ ॥
 পারিজাত-মালা শোভে রথের মাঝারে ।
 বিচিত্র পতাকা আদি উড়ে চারিধারে ॥
 চতুর্দিকে শোভা পায় বস্ত্র ও চামর ।
 শতচন্দ্র-সমায়ুক্ত রথ মনোহর ॥
 গীতবস্ত্র-পরিহিত পারিষদগণ ।
 রথের মোহন শোভা করিছে বর্দ্ধন ॥
 নবীন-যৌবনযুক্ত পারিষদ দল ।
 মোহন মুরলী হাতে শোভে অবিরল ॥
 নবজলধর-সম শ্যাম কলেবর ।
 গোপবেশধারী সবে অতি মনোহর ॥
 শিখিপুচ্ছ শোভা পায় বক্ষিমা চূড়ায় ।
 মোহন গুঞ্জের মালা শোভিছে গলায় ॥
 রথ হ'তে নামি শীঘ্র পারিষদগণ ।
 কৃষ্ণের নিকটে গিয়া বন্দিল চরণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে বিপ্রপত্নীগণ ।
 হরিরে প্রণামি করে রথে আরোহণ ॥

মমুষ্যের দেহ সবে পরিহার করে ।
 গোলোকে গমন করি গোপীরূপ ধরে ॥
 শুন যুনিবর এবে অপূর্ব ঘটন ।
 যজ্ঞেতে নিযুক্ত ছিল যত তপোধন ॥
 যজ্ঞ-অন্তে নিজালায়ে ফিরে যবে যায ।
 পত্নীদের ঘরে কেহ দেখিতে না পায় ॥
 ভাবে নারীগণ কোথা হ'ল অদর্শন ।
 বনে বনে করে তারা পত্নী অন্বেষণ ॥
 ঝুঁজিয়া ঝুঁজিয়া যবে না পাইল কারে ।
 বনভূমি হ'ল পূর্ণ যুনির চীৎকারে ॥
 বিপ্রগণে হেরি ক্ষুব্ধ দেব জনার্দন ।
 করিল অপূর্ব এক উপায় চিন্তন ॥
 বিষ্ণুর মায়ায় পরে কৃষ্ণ ভগবান ।
 বিপ্রপত্নীদের ছায়া করিল নিশ্চয় ॥
 নিশ্চয় করিয়া ছায়া কৃষ্ণ সনাতন ।
 বিপ্রদের গৃহ পানে করিলা প্রেরণ ॥
 এদিকে ব্রাহ্মণগণ ভাৰ্য্যা নাহি পায় ।
 অন্বেষণ করি তারা চতুর্দিকে ধায় ॥
 ক্লান্ত হ'য়ে গৃহপানে ফিরিছে যখন ।
 ভাৰ্য্যাদের পথিমধ্যে করিল দর্শন ॥
 পত্নীদের হেরি সবে পুলকিত মন ।
 জিজ্ঞাসে কোথায় সব ছিলে এতক্ষণ ॥
 তোমা সব লাগি মোরা অশ্রি বনে বনে ।
 গৃহের বাহিরে গেলে কিসের কারণে ॥
 বিপ্রবাক্য-শুনি বলে রমণী সকল ।
 আজ হ'ল আমাদের জীবন সফল ॥
 বনের ভিতর সবে করিহু গমন ।
 তথায় হইল আজি কৃষ্ণ দরশন ॥
 কৃষ্ণ সহ গোপগণ বনের ভিতর ।
 ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় হয় অতীব কাতর ॥
 গৃহ হৈতে অন্নজল লইয়া ভরায় ।
 যাই মোরা কৃষ্ণ বলরামের তথায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করি সার্থক জীবন ।
 স্বগৃহে গমন তাই করি এতক্ষণ ॥

একথা শুনিয়া কহে যত বিপ্রগণ ।
 যত যত তোমাদের সার্থক জীবন ॥
 যাহার চরণ-ধ্যান করি অনুক্ষণ ।
 সেই কৃষ্ণ ভগবানে করিলে দর্শন ॥
 আমাদের বেদপাঠি ব্যর্থ সমুদয় ।
 জীবন সাধন ব্যর্থ নাহিক সংশয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণ সবার পিতা সর্বফলদাতা ।
 সবার ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণ বিধাতা ॥
 কৃষ্ণ-সেবা যেই জন করে অনিবার ।
 তপস্তার ফলে কিবা প্রয়োজন তার ॥
 বাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বিরাজিত রন ।
 অস্ত কৰ্ম্মে তার আর কিবা প্রয়োজন ॥
 সাগরের জল-পানে শক্তি আছে যার ।
 কূপজল-পানে কিবা পৌকষ তাহার ॥
 এই কথা ভাৰ্য্যাগণে কহি বিপ্রগণ ।
 নিজ নিজ গৃহপানে করিল গমন ॥
 সহচরগণ সহ কৃষ্ণ ভগবান ।
 অনন্তর গৃহপানে করিলা প্রস্থান ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের এই অপূর্ব কাহিনী ।
 অবগতে পুণ্য লাভ আর পাপ হানি ॥
 ধর্মের যুগ্মেতে যাহা করিহু অবণ ।
 হে নারদ, তব কাছে কবিনু বর্ণন ॥
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মহাশয় ।
 কহিব তোমার কাছে সমস্ত বিষয় ॥

● ব্রাহ্মণপত্নীগণের পূর্ববৃত্তান্ত ।

নারদ কহিলা, প্রভু কৃপা-অবতার ।
 শুনিহু তোমার কাছে কথা চমৎকার ॥
 কহ প্রভু, ব্রাহ্মণীরা কোন্ পুণ্যবলে ।
 পতিরূপে শ্রীহরিরে পাইল সকলে ॥
 পূর্বজন্মে কেবা ছিল বিপ্রপত্নীগণ ।
 কোন্ দোষে মহীতলে করে আগমন ॥
 কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন ।
 সমস্ত বৃত্তান্ত মোবে কহ নারায়ণ ॥

নারদের বাক্য শুনি নারায়ণ কয় ।
 সবিস্তারে কহিতেছি শুন মহাশয় ॥
 সপ্তবিংগণের পত্নী এই নারীগণ ।
 ধর্ম্মিষ্ঠা ও পতিব্রতা ছিল অনুশয় ॥
 সকলেই ছিল তারা রূপসী যুবতী ।
 নির্ম্মলস্বভাবা আর অতি গুণবতী ॥
 পরিধানে দিব্য বস্ত্র ছিল সবাংকার ।
 সমস্ত অঙ্গেতে ছিল রত্ন-অলঙ্কার ॥
 তপ্ত কাঞ্চনের সম বর্ণ সবাংকার ।
 সন্মিত বদন ছিল অতি চমৎকার ॥
 তাদের কটাক্ষবাণ করিলে দর্শন ।
 বিমুগ্ধ হইত যত মুনি ঋষিগণ ॥
 একদা অনলদেব হেরি নারীগণে ।
 কামবাণে ব্যাকুলিত হয় মনে মনে ॥
 হৃন্দর নিত্য আর প্লকঠিন স্তন ।
 হেরিয়া তাঁহার হয় বিচলিত মন ॥
 একদিন অগ্নিদেব স্ত্র্যযোগ বুঝিয়া ।
 তাদের করিল স্পর্শ নিজ শিখা দিয়া ॥
 নারীগণ পাক করে রন্ধন-আগারে ।
 অনলের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারে ॥
 তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করি সে সময় ।
 অনল দেবতা সেথা মোহপ্রাপ্ত হয় ॥
 মহর্ষি অগ্নিরা তাহা করি নিরীক্ষণ ।
 অগ্নিদেব প্রতি শাপ করিলা অর্পণ ॥
 বলিলেন ঋষিগণ, শুন রে দুর্জয়ন ।
 পরনারী প্রতি লোভ কিসের কারণ ॥
 শুন শুন হতাশন, করিয়াছ পাপ ।
 সর্ব্বভুক হও তুমি এই দিন্দু শাপ ॥
 যাহা খাবে তাহা ভস্ম হইবে নিশ্চয় ।
 ওয়ার বচন কড় মিথ্যা নাহি হয় ॥
 ঋষিগণে অভিশাপ করিয়া শ্রবণ ।
 নানাভাবে স্তবস্তুতি করে হতাশন ॥
 আমি অতি গ্তানহীন অথম পারি ।
 অপরাধ ক্ষমা কর ওহে মুনিগণ ॥

তপস্বীর শ্রেষ্ঠ তুমি বোগীর প্রধান ।
 আমারে মার্জনা কর ওহে মতিমান ॥
 এইরূপে স্তবস্তুতি করে হতাশন ।
 তবু নাহি শান্ত হয় অগ্নিয়ার মন ॥
 লজ্জায় অনলদেব অবনত হয় ।
 ত্র্যম্বকেজোভয়ে তার কাঁপিল হৃদয় ॥
 কামিনীগণেরে পরে করি সম্বোধন ।
 ক্রোধভরে কহিলেন অগ্নিরা তখন ॥
 পাপযুক্তা হইবাছ তোমরা সকলে ।
 মানবীর রূপে জন্ম লহ ধরাতলে ॥
 ভারতে বিপ্রের ঘরে জন্ম লহ সবে ।
 দ্বিজগণ তোমাদের পত্নীরূপে লবে ॥
 অগ্নিয়ার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁরে কহে নারীগণ ॥
 কেন অভিশাপ দিলে আমাদের প্রতি ।
 নিষ্পাপ আমরা সবে পতিব্রতা অতি ॥
 মোদের অজ্ঞাতে অগ্নি করিল স্পর্শন ।
 আমাদের কিবা দোষ কহ তপোধন ॥
 তুমি অতি গ্তানবান্ শুন শুন প্রভু ।
 আমাদের পরিত্যাগ করিও না কড় ॥
 কেন বা করিলে এই অভিশাপ দান ।
 সাধবী প্রতি কর কেন দণ্ডের বিধান ॥
 ঋগ্‌গাঘাত বজ্রাঘাত সহ্য হয় প্রভু ।
 কান্তের বিচ্ছেদ নাহি সহ্য যায় কড় ॥
 গুণবান্ পতিগণে করি পরিহার ।
 কেমনে যাইব মোরা ভারত-মারার ॥
 একান্তই আমাদের যেতে যদি হয় ।
 আবার আসিব কবে কহ মহাশয় ॥
 আমরা নির্দোষ সবে বিধি-অনুসারে ।
 আমাদের দোষ কেহ দিতে নাহি পারে ॥
 পরস্পরী হইবাছি অজ্ঞতার বশে ।
 অভিশাপ দান তুমি কর কোন্‌ দোষে ॥
 অহল্যারে ইন্দ্রদেব করিলা ধর্ম্মণ ।
 তথাপি অহল্যা পুনঃ স্বামী প্রাপ্ত হন ॥

সন্তোষের দোষ নাহি হয় অহল্যার ।
 কি দোষ হইল প্রভু আশ্রম সবাঁকার ॥
 আমাদের শুধু স্পর্শ করে হতাশন ।
 পরিত্যক্তা হইলাম তাহারি কারণ ॥
 বেদেতে পণ্ডিত তুমি ধর্মপরাষণ ।
 আমাদের ত্যাগ কর কিসের কারণ ॥
 তুমি অতি বিচক্ষণ ব্রহ্মার তনয় ।
 কি দোষে হইল দোষী কহ মহাশয় ॥
 অস্ত্র হ'তে ভীতা যদি হয় নারীগণ ।
 সকলে আসিয়া লব পতির শরণ ॥
 কিন্তু সেই পতি হ'লে ভয়ের কারণ ।
 পরিত্রাণ লাগি কোথা যাবে নারীগণ ॥
 কমা কর কমা কর হে মুনি-প্রধান ।
 আমাদের কর প্রভু অভয়-প্রদান ॥
 শিষ্য ও কলত্র সদা রূপা-পাত্রে হয় ।
 রূপা করি অপরাধ ক্ষম মহাশয় ॥
 নারীদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 ব্যাকুল হইয়া মুনি করিল রোদন ॥
 বেদবিদ মুনিবর অতি জ্ঞানবান্ ।
 বোগীদের শ্রেষ্ঠ তিনি মুনির প্রধান ॥
 তথাপি অঙ্গিরা পত্নী-বিচ্ছেদ-সময় ।
 শোকে অভিভূত হ'য়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত হয় ॥
 বিবাহে অধীর হয় যত মুনিগণ ।
 পত্নী-বিচ্ছেদের শোকে করিল রোদন ॥
 চেতনা লভিয়া পুনঃ অঙ্গিরা প্রবর ।
 নারীদের সম্বোধিয়া কহে অতঃপর ॥
 সত্য কথা কহি আমি শুন নারীগণ ।
 কর্মফল জীব ভোগ করে অনুক্ষণ ॥
 যতদিন কর্মফল ভোগ নাহি হয় ।
 হুখ দুঃখ ভোগ করে জীব-সমুদয় ॥
 তোমাদের ভোগ-শেষ হইল নিশ্চয় ।
 ভোগ নষ্ট হ'লে ভোগ আর নাহি হয় ॥
 নিজ নিজ কর্ম-মত যত জীবগণ ।
 শুভাশুভ ফল ভোগ কবে অনুক্ষণ ॥

ভোগ ছাড়া কর্ম কভু নাহি হয় ক্ষয় ।
 কর্মফল ভোগে জীব সকল সময় ॥
 পরভুক্তা কান্তা ভোগ করে যেই জন ।
 কালসূত্র নরকে সে করিবে গমন ॥
 যতদিন চন্দ্রে সূর্য অবস্থান করে ।
 ততদিন কষ্ট ভোগে নরক ভিতরে ॥
 পাপিষ্ঠা রমণী সেই হয় অতিশয় ।
 তাহারে করিলে স্পর্শ অতি দোষ হয় ॥
 পতি যদি তারে কভু করে আলিঙ্গন ।
 শোভা ভেজ নষ্ট তার হয় অনুক্ষণ ॥
 সে নারীকে যেই পতি করে আলিঙ্গন ।
 তাহার তর্পণ নাহি লব পিতৃগণ ॥
 এ কারণে স্ত্রীগণ যত্ন-সহকারে ।
 রক্ষণ করয়ে সদা আপন ভার্য্যারে ॥
 অতি সাবধানে যত পণ্ডিত সকল ।
 নিজ নিজ ভার্য্যা রক্ষা করে অবিরল ॥
 রমণী সদাই হয় দোষের আধার ।
 অবিশ্বাসযোগ্য তারা হয় অনিবার ॥
 পত্নী আর পাকপাত্রে সকল সময় ।
 অপরের স্পর্শ মাতে অপবিত্র হয় ॥
 পতিরে বঞ্চনা করে যে নারী অসতী ।
 এ তিন ভুবন মাঝে নাহি তার গতি ॥
 কুন্তীপাক নরকেতে সেই নারী যয় ।
 কীটের দংশনে সেথা অতি দুঃখ পায় ॥
 অতি ভয়ঙ্কর সব যমের কিঙ্কর ।
 দণ্ডের আঘাত তাবে কবে নিবস্তর ॥
 ভবে সে অসতী নারী না হেরি উপায় ।
 সদাই ক্রন্দন করে বিকৃত গলায় ॥
 যদি কভু কোন নারী পবস্পৃষ্টা হয় ।
 পরপুরুষের প্রীতি মন বার রয় ॥
 উভয়ে সমান ছুটী নাহিক সংশয় ।
 পতির নিকটে তাবা পবিত্রাত্মা হয় ॥
 নিজের ভার্য্যাবে অশ্রু না করে দর্শন ।
 একপ ব্যবস্থা করে যত কৃতগণ ॥

সে নারী অনূর্য্যাপ্পাশ। সেই শুদ্ধ অতি ।
 নিরন্তর পতিভ্রতা রহে সেই সতী ॥
 যেই নারী হয় সদা স্বচ্ছন্দগামিনী ।
 অন্তরেতে ছুটী সদা হয় সে কামিনী ॥
 কুলধর্ম্ম-ভগে সদা যেই নারীগণ ।
 নিজ নিজ স্বামিবশে রহে অনুরূপ ॥
 পতিভ্রতা হয় তারা সন্দেহ কি তার ।
 কান্ত সহ গান তারা বৈকুণ্ঠ-নাগার ॥
 শুন শুন নারীগণ আবার বচন ।
 বিপ্রেয়র ঘরেতে কর জনম-গ্রহণ ॥
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেখা সেথা পাবে ।
 শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-নাগ্রে গোলোকেতে যাবে ॥
 যোগমায়া-বলে সেথা কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 তোমা সবাকার ছায়া করিবে নির্মাণ ॥
 বিপ্রগৃহে কিছুকাল রহি ছায়াগণ ।
 আবার করিবে সবে হেথা আগমন ॥
 পুনর্বার অংশদ্বারা তোমরা সবাই ।
 আনাদের পত্নী হবে কোন ভুল নাই ॥
 শুন শুন নারীগণ না হও কাতর ।
 শাপে বর হ'ল আজি স্নমঙ্গলকর ॥
 এই কথা তাহাদের কহি অতঃপর ।
 মৌনমুখে রহিলেন অঙ্গিরাপ্রবর ॥
 মূনির শাপেতে শেষে মূনিভার্য্যাগণ ।
 ভারতে মানবীরূপে করে আগমন ॥
 বিপ্রদের ভার্য্যারূপে রহিল সেথায় ।
 হরিরে দর্শন করি গোলোকেতে যায় ॥
 মূনিদের শাপে কভু বিপদ না হব ।
 অভিশাপে হয় সদা শুভ কলোদয় ॥
 সাধুদের ক্রোধে সদা হয় উপকার ।
 শাপ দিলে বর হয় অদ্বুত ব্যাপার ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 বিচিত্রে কাহিনী আমি করিব বর্ণন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান অতি মনুসয় ।
 শ্রবণ করিলে কভু ভৃগুি নাহি হয় ॥

এজগতে কৃষ্ণ ছাড়া গতি নাহি আর ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥
 যেইজন হয় সদা কৃষ্ণপরাযণ ।
 জনন সফল তার সার্থক জীবন ॥
 অসার সংসার নাথৈ শাস্তি চাও যদি ।
 কৃষ্ণের চরণ-চিন্তা কর নিরবধি ॥
 ভ্রমবৈবর্তের কথা মধুর-মধুর ।
 শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দূর ॥
 নারদ কহিল, প্রভু রূপার সাগর ।
 কৃষ্ণকথা শুনিলাম অতি মনোহর ॥
 বত শুনি কিছুতেই ভৃগুি নাহি হয় ।
 কৃষ্ণের চরিত মোরে কহ সমুদয় ॥

শ্রীকৃষ্ণভক্তচরিতং দি ৭ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণদেব কালিদেবে প্রদেশ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মূনিরাজ ।
 বিচিত্রে কাহিনী কিছু কহিতেছি আজ ॥
 একদিন প্রাতঃকালে শব্যাত্যাগ করি ।
 অপূর্ব্ব নুরতি এক ধরেন শ্রীহরি ॥
 ধেনুগণ ল'য়ে সাথে করেন গমন ।
 সন্মুখেতে চলিল বত গোপশিশুগণ ॥
 একে একে চলে সব গোষ্ঠ অভিগৃহে ।
 হাতেতে পাঁচনবাড়ি বাঁশী আছে মুখে ॥
 কৃষ্ণ আর বলরাম সঙ্গিগণ সনে ।
 যমুনার তীরে গান আনন্দিত মনে ॥
 উপনীতি হ'ল যবে যমুনা সৈকতে ।
 কালিয়দহকে তারা পাইল দেখিতে ॥
 ভীষণ কালিয হ্রদ অতি ভয়ঙ্কর ।
 স্নগর্ভীর হ্রদে রহে সর্প নিরন্তর ॥
 সেথায় কালিযনাগ অতি ভয়ঙ্কর ।
 যমুনায় জলে বাস করে নিরন্তর ॥

কালিষের যত জল সর্পবিষময় ।
 সাধ্য নাহি কোন জীব তার মাঝে রথ ॥
 হ্রদেব উপরে যদি চলে পক্ষিগণ ।
 বিবেতে আচ্ছন্ন হ'বে পড়িবে তখন ॥
 এদিকেতে গোপশিশু সহ নারায়ণ ।
 কালিষ ভীরেতে আসি উপনীত হন ॥
 পরিপক বনফল করিষা ভোজন ।
 যমুনার জল পান করে কৃষ্ণধন ॥
 গাভীগণ ঘাঘ সবে চরিতে কাননে ।
 ক্রীড়ায মাতিল কৃষ্ণ সঙ্গিগণ সনে ॥
 মনের আনন্দে ক্রীড়া করে শিশুগণ ।
 খেলিতে খেলিতে সবে আনন্দে মগন ॥
 গাভীগণ নবতৃণ ভোজন করিয়া ।
 তৃণায় যমুনাজল পান করে গিষা ॥
 কালিষের বিষ ছিল জলের ভিতরে ।
 সেই জন খেয়ে গাভী প্রাণত্যাগ করে ॥
 যত গাভীগণে হেরি যত শিশুদল ।
 চিন্তাকুল হ'বে সবে করে কোলাহল ॥
 মহা সেধায আসি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 যত সেই গাভীগণে করে প্রাণ দান ॥
 এইকপে গাভীগণ লভিষা জীবন ।
 প্রমত্ত মনেতে হেরে কৃষ্ণের বদন ॥
 গাভীগণে উদ্ধারিষা ভাবে কৃষ্ণধন ।
 অবশ্য করিতে হবে কালিষ দমন ॥
 ছুরাঙ্গা কালিষ যদি হ্রদে করে বাস ।
 নৃসিং গোকুল হবে সমূলে বিনাশ ॥
 মনে মনে ভাবে কৃষ্ণ এই ছুরাচারে ।
 অবশ্য পাঠাব আজ শমন-আগারে ॥
 অনন্তর নররূপী কৃষ্ণ সনাতন ।
 কদম্ব বৃক্ষেব 'পরে করে আরোহণ ॥
 কালিষনাগের গৃহ যেই স্থানে ছিল ।
 সকৌতুকে ভগবান্ সেধা লক্ষ্য দিল ॥
 মহা যমুনাজলে কৃষ্ণের পতনে ।
 শত হস্ত উদ্ধে জল ওঠে সেইক্ষণে ॥

শঙ্কিত হইল যত বালকের দল ।
 কি হ'ল কি হ'ল বলি করে কোলাহল ॥
 নরাকৃতি শিশু এক করিষা দর্শন ।
 ক্রোধেতে বিহ্বল হয় কালিষ তখন ॥
 ফৌস ফৌস শব্দ নাগ করি ভয়ঙ্কর ।
 কৃষ্ণেরে গ্রাসিষা ফেলে মুখের ভিতর ॥
 কালিষ হ্রদের তটে গোপ শিশুগণ ।
 হাহাকার করি সবে করষে রোদন ॥
 অশ্রুজলে সকলের বক্ষ ভাসি গেল ।
 গাভীগণ হাষা রব করিতে লাগিল ॥
 ওদিকে যশোদা নারী গৃহেতে তখন ।
 নানা অমঙ্গল চিহ্ন করে নিরীক্ষণ ॥
 গোপাল বালক আজি গিয়াছে কাননে ।
 কি জানি বিপদ তার ঘটে সেইখানে ॥
 উচ্চৈঃস্বরে নন্দরাগী করেন ক্রন্দন ।
 উপনীত হয় যত গোপগোপীগণ ॥
 কতই সান্ত্বনা তারা করিল প্রদান ।
 তবু নাহি শান্ত হয় জননীর প্রাণ ॥
 অবশেষে নন্দরাজ ল'য়ে গোপগণে ।
 নন্দরাগী সহ আসে যমুনা পুতিনে ॥
 কালিষদহের ভীরে করি আগমন ।
 দেখে সেধা হাহাকার করে শিশুগণ ॥
 শিশুগণে নন্দরাজ জিত্তাসে তখন ।
 বল বল কোথা মন কৃষ্ণ প্রাণধন ॥
 শিশুরা কাঁদিয়া সবে কহিতে লাগিল ।
 কালিষদহেতে হয় কৃষ্ণ বাঁপ দিল ॥
 এই কথা শুনি কাঁদে সকলের প্রাণ ।
 নন্দরাগী ধরা 'পরে গড়াগড়ি বান ॥
 নন্দরাজ কাঁদে শিরে করি করাঘাত ।
 কি কৃষ্ণে আজি মোর হইল প্রভাত ॥
 বলরাম সহ কৃষ্ণ কেন না আসিল ।
 তাই তো গোপাল আজি প্রাণ হারাইল ॥
 শোকভরে নন্দরাগী কবেন ক্রন্দন ।
 কোথা গেলে কৃষ্ণ মোর প্রাণের রতন ॥

তোমা বিনা চতুর্দিক্ হেরি যে আঁধার ।
 মা বলিয়া মোরে বল কে ডাকিবে আর ॥
 ননী দে ননী দে বলি আর কে ডাকিবে ।
 মা মা বলি বক্ষে মোর কেবা বাঁপ দিবে ॥
 শৃঙ্খল গৃহে ফিরে মোর কিবা প্রয়োজন ।
 যমুনার জলে আজ জুড়াব জীবন ॥
 শোকে নন্দরাণী বাঁপ দিতে যায় জলে ।
 ধরে তারে নন্দরাজ আর গোপদলে ॥
 বলরাম আসে সেথা এমন সময় ।
 চাহিয়া সবার পানে উচ্চৈঃস্বরে কয় ॥
 হির হও হির হও শুনহ বচন ।
 কেন সবে অকারণে করিছ রোদন ॥
 শোন মাতঃ নন্দরাণী বচন আমার ।
 অন্তরের শোক যত কর পরিহার ॥
 অখিলের ধন কৃষ্ণ কে হরিতে পারে ।
 নিশ্চয় উঠিবে কৃষ্ণ বলিছু তোমারে ॥
 বিশ্বের বিধানকারী যেই সনাতন ।
 তাহার বিপদ নাহি হয় কদাচন ॥
 বিষ্ণুর নিযন্তা যিনি হরি সারাংশার ।
 ত্রিভুবন-মাঝে আছে কি ভয় তাঁহার ॥
 পরিপূর্ণতম যিনি কৃষ্ণ দয়াময় ।
 কোথায় তাঁহার কহ হবে পরাজয় ॥
 পরমাণু হ'তে যিনি সূক্ষ্ম নিরন্তর ।
 স্থূল হ'তে যিনি সদা হন স্থূলতর ॥
 যোগীদের হৃদযেতে যার অবস্থান ।
 কোথা পরাজিত হবে সেই ভগবান্ ॥
 কারো কভু বাধ্য নহে হরি রাধেশ্বর ।
 বেদ-চতুষ্কয় ইহা ধোষে নিরন্তর ॥
 অস্ত্র-লক্ষ্য নহে আত্মা, বধ্য কভু নয় ।
 অদৃশ্য হইয়া আত্মা অবিবত রয় ॥
 ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর ।
 জ্যোতির স্বরূপ সেই বিশ্বের ঈশ্বর ॥
 আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই যার ।
 ত্রিভুবন মাঝে আছে কি ভয় তাঁহার ॥

জলেতে প্লাবিত হয় ব্রহ্মাণ্ড যখন ।
 জলশায়ী রহে সদা যেই জনাৰ্দ্দন ॥
 যার নাভিপদ্ম হ'তে ব্রহ্মা জন্ম লয় ।
 সামান্য এ হ্রদ মাঝে কিবা তাঁর ভয় ॥
 এত যদি বলরাম বলিল বচন ।
 কালিযদেব পানে চাহে সর্বজন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত মধুর ।
 বেই জন শুনে তার দুঃখ হয় দূর ॥

● নাগিনী কর্ণক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও
 কালিযমণ ।

নারায়ণ কহিলেন অপূর্ব ঘটন ।
 কালিযেব তটে সবে বিষাদে মগন ॥
 এদিকেতে কালিনাগ কণা বিস্তারিয়া ।
 শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণেরে ফেলিল গিলিয়া ॥
 মূঢ় নাগ নাহি জানে প্রাণিল কাহারে ।
 শিশুরূপী ভগবানে চিনিতে না পারে ॥
 হরিরে করিষা প্রাণ ক্রোধে অতিশয় ।
 কণ্ঠ ও উদর তার দক্ষীভূত হয় ॥
 বিষম ব্যথায় নাগ হইল কাতর ।
 থর থর করি তার কাঁপে কলেবর ॥
 প্রাণ গেল প্রাণ গেল করিছে চীৎকার ।
 মুখ হ'তে অনর্গল বরে রক্তধার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বজ্রদেহ করিতে চৰ্ণক ।
 বিচূর্ণ হইল তার সমস্ত দশন ॥
 কৃষ্ণেরে উদরমাঝে রাখিতে না পারে ।
 সপরাজ উদ্বমন করে বারে বারে ॥
 সহসা বাহিরে আসি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সর্পের মস্তকোপরি করে অবস্থান ॥
 সহিতে না পাবে সর্প শ্রীহরির ভার ।
 মূচ্ছিত হইয়া সেথা পড়ে বারংবার ॥
 বলকে বলকে রক্ত মুখ হ'তে বরে ।
 ভয়ঙ্কর শব্দ করে যাতনার ভরে ॥

তাহার দুর্দশা হেরি যত নাগগণ ।
 ভবে ভঞ্জে চারিদিকে করে পলায়ন ॥
 কেহ বা ক্রন্দন করে করিয়া চীৎকার ।
 কেহ বা প্রবেশে ভবে বিলের মাঝার ॥
 কালিয়নাগের পত্নী সুবলা তখন ।
 হরির সম্মুখে আসি করিল রোদন ॥
 অপর নাগিনীগণ তার সাথে জুটে ।
 শ্রীহরির স্তব করে কৃতাজ্জলিপুটে ॥
 জগতের কান্ত তুমি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 মোদের কান্ডারে আজি করহ প্রদান ॥
 পতি তিন্ন অথ কিছু নাহি জানে সতী ।
 এ জগতে নারীদের পতি মাত্র গতি ॥
 পতিসম বন্ধু নাহি এ তিন ভুবনে ।
 কেমনে রহিব প্রভু পতির বিহনে ॥
 অনন্ত প্রেমের সিদ্ধ কৃপা-স্বভতার ।
 স্তবরনাথ তুমি জানি অনিবার ॥
 জগতের বন্ধু তুমি প্রভু সনাতন ।
 আমাদের প্রাণনাথে না কর নিধন ॥
 হে রাধিকাপ্রেমসিন্ধো প্রেমের ঈশ্বর ।
 পতিরে প্রদান তুমি করহ সস্তর ॥
 জগতের বন্ধু তুমি অগতির গতি ।
 ফিরাইয়া দাও প্রভু আমাদের পতি ॥
 স্তবপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অনন্ত ইত্যাদি যারে ভজে নিরন্তর ॥
 মুনি আদি মনুগণ কবে উপাসন ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী যারে করেন বন্দনা ॥
 দেবতা মানব আর সাধু যোগীগণ ।
 নিরন্তর যোগে যার ধ্যান-পর্যায়ণ ॥
 ষাঁহারে বর্ণিতে নারে বেদ-চতুষ্কর ।
 কেমনে করিব স্তব কহ দশাময় ॥
 ইন্দ্রিয়-অতীত প্রভু তুমি সনাতন ।
 কেমনে তোমার প্রভু করিব স্তবন ॥
 পার্বতী শঙ্কিতা হই ষাঁহার স্তবনে ।
 কমলা ষাঁহার স্তবে ভীতা হই মনে ॥

সাবিত্রী ষাঁহার স্তব করিতে না পারে ।
 কিরূপে অধম মোরা পূজিব তাঁহারে ॥
 পাপেতে নিমগ্না মোরা, মূঢ়া অতিশয় ।
 শ্রবণ না করি কল্প শাস্ত্র-সমুদয় ॥
 অবিস্তা কুমতি মোরা জগতের মাঝ ।
 কিরূপে হরির স্তব করি মোরা আজ ॥
 রত্নের ভূষণে যিনি সদাই ভূষিত ।
 রাধিকার বক্ষঃস্থলে সদা বিরাজিত ॥
 ষাঁহার সর্বাপেক্ষে শোভে অগুরু চন্দন ।
 কিরূপে তাঁহার মোরা করিব স্তবন ॥
 সদাই নিমগ্ন যিনি প্রেমের সাগরে ।
 শিখিপুচ্ছ শোভে যার চূড়ার উপরে ॥
 মালতীর মালা যিনি করেন ধারণ ।
 রাধার প্রদত্ত পান করেন ভক্ষণ ॥
 ব্রহ্মা শিব আদি যার পূজেন চরণ ।
 কিরূপে তাঁহারে আমি করিব বন্দন ॥
 লক্ষ্মী দুর্গা বেদমাতা সাবিত্রী ভারতী ।
 নিরন্তর সেবে যারে ভক্তিতরে অতি ॥
 সিদ্ধ আর মুনিগণ যার সেবা করে ।
 বিচক্ষণ ভজে যারে সতত অস্তরে ॥
 ষাঁহার বন্দনা করে বেদ-সমুদয় ।
 তাঁহার স্তবনে মোর শক্তি কিবা হয় ॥
 জগতের পতি তুমি অনির্বচনীয় ।
 তুমি সত্য, তুমি নিত্য, তুমি অদ্বিতীয় ॥
 পতিতপাবন তুমি করুণা-সাগর ।
 সবার কারণ প্রভু, সবার ঈশ্বর ॥
 পরাংপর তুমি প্রভু, তুমি সারাংসার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 হরাস্তর ব্রহ্মা শিব আদি যত আছে ।
 তব অংশ হ'তে সব জন্ম লভিয়াছে ॥
 পরম ঈশ্বর তুমি গুণের সাগর ।
 চরাচর-প্রভু তুমি বেদের ঈশ্বর ॥
 ধর্ম আর ধর্মী তুমি বন্ধু সবারকার ।
 শুভ ও অশুভ তুমি জানি অনিবার ॥

রক্ষা কর রক্ষা কর প্রভু সনাতন ।
 রক্ষা কর তুমি মোর পতির জীবন ॥
 এইরূপে নাগেশ্বরী ভক্তি-সহকারে ।
 শ্রীহরির স্তবস্ততি করে বারে বারে ॥
 কৃষ্ণপদ ধরি তবে কহে ভুজঙ্গিনী ।
 শরণ তোমার পদে লই অভাগিনী ॥
 ঐশ্বর্য বৈভবে মোর নাহি প্রয়োজন ।
 স্বামীরে ফিরায়ে দাও এই আকিঞ্চন ॥
 তোমার নামেতে প্রভু ত্রিলোক উদ্ধার ।
 রক্ষা কর দয়াময় করহ নিস্তার ॥
 নাগপত্নী-কৃত এই স্তব যেই জনে ।
 তিন শত্কা পাঠ করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥
 সর্ব পাপ হ'তে মুক্ত সেই জন হয় ।
 গোলোকে গমন করে অন্তিম সময় ॥
 ইহকালে সেই জন দাস্ত ভক্তি পায় ।
 সালোক্যাদি যুক্তি লভি হরি-ধামে যায় ॥
 নাগিনীর স্তবস্ততি করিয়া শ্রবণ ।
 মধুর বচনে হরি কহিলা তখন ॥
 উঠ উঠ নাগেশ্বরী না করিছ ভয় ।
 ভয় পরিত্যাগ করি চাহ কিছু বর-॥
 তোমার কান্তেরে লহ হে নাগেশি সতি ।
 অজর অমর হবে এই তব পতি ॥
 শুন বৎসে, বুঝা চিন্তা করিও না আর ।
 কালিন্দীর হৃদ সবে কর পরিহার ॥
 সাথে ল'য়ে আজি তব পতি পরিবার ।
 অর্ঘ্য স্থানে যাও শীঘ্র, আদেশ আমার ॥
 অ'মার নন্দিনী তুমি আজি হ'তে হ'লে ।
 কালিষ জামাতা মোর হ'ল ধরাতলে ॥
 কালিষের মস্তকেতে রাখিতে চরণ ।
 আমার চরণ-চিহ্ন পড়িল এখন ॥
 সেই পদচিহ্ন যেই হেরিবে গরুড় ।
 কালিয়েরে স্তবস্ততি করিবে প্রচুর ॥
 গরুড়ের ভয় নাহি তোমাদের আর ।
 শীঘ্র সবে এই হৃদ কর পরিহার ॥

রমণক দ্বীপ আছে অতি স্নেহমোহন ।
 সেই স্থানে সবে মিলে করহ গমন ॥
 সগোষ্ঠী তথায় বাস কর অতঃপর ।
 নিশ্চিত জানিবে মিথ্যা নহে মোর বর ॥
 মঙ্গল হইবে কর নির্ভয় অন্তর ।
 আমার সকাশে মাগি লহ ইচ্ছবর ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি নাগপত্নী কয় ।
 যদি মোরে বর দান কর দয়াময় ॥
 এই বর দেহ প্রভু, চরণে তোমার ।
 নিশ্চলা ভকতি যেন রহে অনিবার ॥
 ভ্রমরের মত যেন সদা মোর মন ।
 তোমার চরণপদে ভ্রমে অনুক্ষণ ॥
 কভু যেন পাদপদ্মে বিন্মত না হই ।
 তোমার চরণে যেন অনুগতা রই ॥
 কান্ত সহ আমি যেন হই ভাগ্যবতী ।
 কান্ত যেন হন মোর জ্ঞানবান্ অতি ॥
 ইহাই প্রার্থনা মোর শুন ভগবান্ ।
 এই বর তুমি মোরে করহ প্রদান ॥
 সর্পপত্নী শ্রীহরিরে এই কথা বলে ।
 শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহে কুতূহলে ॥
 শুনিয়া ভুজঙ্গীবাক্য শ্রীহরি তখন ।
 বলিলেন, তব বাঞ্ছা হইবে পূরণ ॥
 যে ভাবে বলিলু সতি কর সেই মত ।
 আমার নির্দেশ সবে পালিবে সতত ॥
 শ্রীহরির কথা শুনি হরষিত অতি ।
 নাগিনী তাকায় ধীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
 শরতের চন্দ্রলম্ব হরির বদন ।
 অনিমেষ নয়নেতে করে নিরীক্ষণ ॥
 অপরূপ জ্যোতি এক দেখিবারে পায় ।
 রোমাঞ্চিত হয় দেহ হেরিয়া তাহায ॥
 আঁখি অশ্রুপূর্ণ হয় হেরিয়া হরিরে ।
 কৃতাজ্জলিপটে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ॥
 শুন প্রভো কৃপাময় শুন সনাতন ।
 রমণক দ্বীপে আমি না যাব এখন ॥

সংসারে আমার আর নাহি প্রযোজন ।
 তোমার চরণে আমি সঁপিবাছি মন ॥
 রমণক দ্বীপে আজি যাক সর্পরাজ ।
 তোমার কিঙ্করী প্রভু কর মোরে আজ ॥
 নাহি চাহি সালোক্যাদি যুক্তি-চতুষ্কয় ।
 তোমার চরণে দাসী কর দ্যাময় ॥
 নাগিনীর এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
 যুদ্ধ যুদ্ধ হাসি কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে শুন নাগেশ্বর ।
 মম পদে ভক্তি রবে চিরদিন ধরি ॥
 একথা বলিল যবে কৃষ্ণ সনাতন ।
 মনোহর রথ এক আসিল তখন ॥
 বহুবিশ বস্ত্র-মাল্য রথেতে বিবাজে ।
 পার্শ্বেদেবা উপবিষ্ট রহে তার মাঝে ॥
 শত চক্র শোভে সেই রথের মাঝার ।
 বায়ুর সমান সদা গতি হয় তার ॥
 হরির কিঙ্করগণ নাগিণী তখন ।
 কৃষ্ণের চরণপদ্ম করিল বন্দন ॥
 তারপর সাথে ল'য়ে নাগের পত্নীয়ে ।
 গোলোকের পানে সবে যায় ধীরে ধীরে ॥
 তৎনস্তব মাথাবলে কৃষ্ণ ভগবান ।
 নাগিনীর ছায়া এক করিলা নির্মাণ ॥
 সেই ছায়া কালিঘেরে করে সমর্পণ ।
 কালিষ কিছুই নাহি বুঝিল তখন ॥
 নাগের মস্তক হ'তে নামি অতঃপর ।
 তাহাব মস্তকে হস্ত দিলেন ঈশ্বর ॥
 শ্রীহরির স্পর্শ যেই পাইল মাথায ।
 কালিয় জীবন লাভ করে পুনরায় ॥
 চেতনা লভিয়া পুনঃ কালিষ তখন ।
 সম্মুখেতে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল দর্শন ॥
 হেরিলা সম্মুখে তার স্ববলা যুবতী ।
 কৃতাজ্জলিপুটে রহে ভক্তিভরে অতি ॥
 অশ্রুপূর্ণ নয়নেতে কালিষ তখন ।
 হবিরে প্রণাম করি কবিল রোদন ॥

মান্বনা প্রদান করি কৃষ্ণ সনাতন ।
 কালিঘেরে সম্বোধিয়া কহিলা বচন ॥
 শুন হে কালিষ নাগ নাহি কিছু ভর ।
 আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ॥
 তুমি প্রাণাধিক মোর তুমি অতি প্রিয় ।
 অতএব ভয় ত্যাগ করহ কালিষ ॥
 স্থখে অবস্থান তুমি কর নাগেশ্বর ।
 আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ॥
 মোর অংশজাত ভক্ত হয় যেই জন ।
 মঙ্গলের তরে করি তাহারে শাসন ॥
 তুমি মোর অংশজাত শুন সর্পরাজ ।
 তোমার উপর আমি স্ত্রপ্রসন্ন আজ ॥
 তব বংশধরে যেই করিবে নিধন ।
 ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাপী হবে সেই জন ॥
 মম পাদপদ্ম চিহ্নে দণ্ড যে ধরিবে ।
 তার গৃহ হ'তে লক্ষ্মী প্রস্থান করিবে ॥
 আয়ুঃক্ষয় হবে তার, যশ নষ্ট হবে ।
 কালসূত্র নরকে সে বহুকাল রবে ॥
 সপের সমান সব কীট ভয়ঙ্কর ।
 দংশন করিবে সেখা তারে নিরন্তর ॥
 ভোগ-অবসানে পুনঃ জন্ম সেই লবে ।
 সপের দংশনে পুনঃ মৃত্যু তার হবে ॥
 সর্পভয়ে ভীত হবে তারা নিরন্তর ।
 মরিবে সপের বিষে তাব বংশধর ॥
 মম পদচিহ্ন যেই হেবি অবিরাম ।
 তব বংশধরগণে কবিবে প্রণাম ॥
 সমুদয় পাপ তাপ হবে তার দূর ।
 মম আশীর্বাদ লাভ করিবে প্রচুর ॥
 গরুড়ের ভয় তুমি কবি পরিহার ।
 শীঘ্র যাও রমণক দ্বীপের মাঝার ॥
 মম পদচিহ্ন হেরি তোমার মাথায ।
 গরুড় আসিয়া দ্রুত প্রণমিবে তায ॥
 গরুড় হইতে ভয় না হবে কখন ।
 ভয়হীন হবে তব বংশধরগণ ॥

শুন শুন এই বর দিনু তব প্রীতি ।
 সকল জ্ঞাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ হবে অতি ॥
 কহ কহ আর কিবা আছে অভিলাষ ।
 মনের বাসনা তুমি করহ প্রকাশ ॥
 নিশ্চিত জানিবে নাগ আমার বচন ।
 সত্য চিরকাল, তার না হয় খণ্ডন ॥
 কৃষ্ণের অস্তর-বাণী করিয়া শ্রবণ ।
 কৃতাঞ্জলিপুটে নাগ কহিল তখন ॥
 ওহে বিভো জগদীশ জগতের পতি ।
 অভিলাষ নাহি মোর অশ্রু বর প্রীতি ॥
 এই বর দান তুমি কর দয়াময় ।
 জন্মে জন্মে তব পদে ভক্তি যেন রয় ॥
 তোমার চরণ-ধ্যান করি যেন নিতি ।
 চরণ-অনুজে যেন রহে মোর স্মৃতি ॥
 তোমার চরণে যেন রহে মোর মন ।
 তব পাদপদ্ম যেন স্মরি অনুক্ষণ ॥
 তোমার চরণ-চিন্তা করে যেই জন ।
 সফল জনম তার, সার্থক জীবন ॥
 যে জন তোমার ভক্ত তার কিবা ভয় ।
 কদাপি তাহার আয়ুঃ নাহি হয় ক্ষয় ॥
 রোগ শোক ভয় কিছু নাহি থাকে তার ।
 জন্ম মৃত্যু নাহি তার হয় বার বার ॥
 দুর্লভ ইন্দ্রিয় নাহি চাহে ভক্ত জন ।
 অমরত্ব কভু তার নাহি যায় মন ॥
 ব্রহ্মত্ব কদাপি তার মন নাহি যায় ।
 সালোক্য প্রভৃতি যুক্তি কভু নাহি চায় ॥
 তব মন্ত্র দান করে অনন্ত আমারে ।
 সেই মন্ত্র চিন্তা আমি করি বারে বারে ॥
 তোমার দুর্লভ মন্ত্র জপি নিরন্তর ।
 কৃষ্ণবর্ণ হইবাছে মোর কলেবর ॥
 শুভদ বরদ তুমি প্রভু ভগবান্ ।
 কৃপা করি দৃঢ় ভক্তি করিলে প্রদান ॥
 গরুড় যেমন ভক্ত আমিও তেমন ।
 গরুড় আমারে নাহি করিবে ভক্ষণ ॥

তব পদচিহ্ন হেরি মন্তকে আমার ।
 করিবে গরুড় মোরে ধ্রুব পরিহার ॥
 নাগেন্দ্র সকলে মোর বাধ্য অতিশয় ।
 গরুড় হইতে মোর-নাহি কোন ভয় ॥
 তব পদে ভক্তি তুমি দিলে কৃপা করি ।
 অনন্ত ব্যতীত আর কাহারে না ভরি ॥
 হ্রসপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অনন্ত ইত্যাদি যারে জপে নিরন্তর ॥
 মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী যাব করেন বন্দনা ॥
 দেবতা মানব আর সাধু যোগীগণ ।
 নিরন্তর যোগে যার ধ্যান-পরায়ণ ॥
 তপস্রাধ কত জন্ম বৃথা কেটে যায় ।
 স্বপ্ন-যোগে তবু যার দর্শন না পায় ॥
 ত্রিগুণ-ব্যতীত যিনি হরি সনাতন ।
 সম্মুখেতে তাঁরে আজি করিনু দর্শন ॥
 ধন্য ধন্য আমি আজি কি ভাগ্য আমার ।
 হেরিলাম কৃষ্ণ-মূর্তি অতি চমৎকার ॥
 নিরাকার ভগবান্ ভক্তের ঈশ্বর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর ॥
 বেচ্ছাময় তুমি প্রভু সবার আধার ।
 সবার জীবন তুমি আত্মা সবার ॥
 সকলের সাক্ষী তুমি সর্বরূপধারী ।
 তোমার বর্ণনা আমি করিতে না পারি ॥
 যার স্তবে অসমর্থ ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অক্ষয় বাঁহার স্তবে ধর্ম পুরন্দর ॥
 সেই পরমেশ্বরগী কৃষ্ণ-সনাতনে ।
 তুচ্ছ সর্প হ'বে আমি বন্দিব কেমনে ॥
 কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো করি এ মিনতি ।
 ক্ষমা কর ক্ষমা কর অধমের প্রীতি ॥
 অধমেরে ক্ষমা তুমি কর ভগবান্ ।
 আমি অতি মূঢ়মতি অতীব অজ্ঞান ॥
 অজ্ঞানতা-বশে তোমা করিনু ভক্ষণ ।
 কৃপা কর কৃপা কর প্রভু সনাতন ॥

অদৃশ্য অনন্ত তুমি অচিন্ত্য সদাই ।
 ত্রিভুবনে তব সম কেহ আর নাই ॥
 জ্যোতির্ময় ভগবান্ পত্তিতপাবন ।
 কৃপা করি অপরাধ ক্ষম সনাতন ॥
 এই কথা বলি তাঁরে কালিয় তখন ।
 হরিব চরণ ধরি করিল ক্রন্দন ॥
 অনন্তর দ্যাময় কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 কালিষেয়ে ইচ্ছামত বর করে দান ॥
 নাগরাজ-কৃত এই স্তব যেই জন ।
 প্রাতঃকালে ভক্তিতরে করিবে পঠন ॥
 সর্পভয় নাহি তার হয় কদাচন ।
 সর্পভয় নাহি পায় বংশধবগণ ॥
 সর্পশয্যা-মাঝে যদি করে সে শয়ন ।
 সর্পেরা কদাপি তারে না করে দংশন ॥
 বিধে ও গরলে তার ভেদ নাহি হয় ।
 জগতেব মাঝে নিত্য ভয়হীন রয় ॥
 সর্পদষ্ট যদি কেহ প্রাণান্ত-সময় ।
 নাগবাক্ত-কৃত স্তোত্র কাণে তার লয় ॥
 স্নান হয় সেই জন নাহি থাকে ভয় ।
 মৃত্যুর কবল হ'তে বাঁচিবে নিশ্চয় ॥
 গরল-সেবনকারী মৃত্যুকালে তার ।
 নাগকৃত স্তোত্র যদি শোনে অনিবার ॥
 মৃত্যু তার নাহি হয়, যাতনা না রয় ।
 ক্রমে ক্রমে সেই জন বীরে স্নান হয় ॥
 ভূর্জপত্রে এই স্তব লিখিয়া যে জন ।
 কণ্ঠে বা দক্ষিণ করে করিবে ধারণ ॥
 সর্পভয় কভু তার নাহি থাকে আর ।
 সেজন নির্ভীক হয় বিশ্বের মাঝার ॥
 এই স্তোত্র যেই গৃহে বিজ্ঞান রয় ।
 সেই গৃহে কভু নাহি থাকে সর্পভয় ॥
 অগ্নিভয় বজ্রভয় না রহে কখন ।
 গরলের ভয়মুক্ত হয় সে ভবন ॥
 ভক্তিতরে এই স্তোত্র যে করে পঠন ।
 অন্তিমে সে জন করে গোলোকে গমন ॥

কালিয়েরে এইরূপ বর করি দান ।
 মধুব বচনে তারে কহে ভগবান্ ॥
 শুন শুন নাগরাজ আমার বচন ।
 রমণক দ্বীপে তুমি করহ গমন ॥
 ইন্দ্রনগরের তুল্য দ্বীপ মনোহর ।
 সেই রমণক দ্বীপে যাও হে সত্ত্বর ॥
 জলপথ দিয়া তুমি পরিবার সনে ।
 সেই দ্বীপে যাও আজি আনন্দিত মনে ॥
 হরির বচন শুনি কালিয় তখন ।
 কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁবে করে সম্বোধন ॥
 কহ প্রভু ভগবন্ কি হবে উপায় ।
 আবার কখন আমি হেরিব তোমায় ॥
 তোমার বিরহ আমি সহিব কেমনে ।
 কবে পুনঃ আসি তব নমিব চরণে ॥
 বলিতে বলিতে শোকে কাঁপে দেহ তার ।
 হরিরে প্রণাম কবে শত শত বার ॥
 তারপর নাগরাজ ব্যথাভুর মনে ।
 রমণক দ্বীপে যায় পরিবার সনে ॥
 কালিয়ের অত্যাচারে সবে ছিল ভীত ।
 প্রাণিগণ নিরন্তর থাকিত শঙ্কিত ॥
 দুই সাপ দূর হ'ল দুই প্রাণিগণ ।
 যমুনার জল হ'ল স্নান্য মতন ॥
 রমণক দ্বীপে গিয়া নাগ-অধিপতি ।
 দেখিল নগর এক মনোহর অতি ॥
 কৃষ্ণের আদেশক্রমে পূর্ব হ'তে গিয়া ।
 বিশ্বকর্মা এই পুরী আসে বিরচিয়া ॥
 অনন্তর নাগরাজ পত্নীপুত্র সনে ।
 অবস্থান করে দেখা আনন্দিত মনে ॥
 স্তম্ভমোক্ষপ্রদ এই শ্রীহরির নাম ।
 সেই নাম ভক্তিতরে কর অবিরাম ॥

● কালিয়ের পুত্রসংহা ।

এত বলি নারায়ণ নারদে সন্তুষ্ট হৈ ।
 কালিচনাগের কথা অশ্রমে বিহীন হৈ ॥

কহিলু তোমাংগে মূনি, কিবা চাহ আর ।
 অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসহ, কহি আরবার ॥
 নারদ কহিলা, প্রভু হৃদয়ের স্বামী ।
 বিচিত্র কাহিনী আজ শুনিলাম আমি ॥
 জগতের গুণ তুমি কৃপা-অবতার ।
 কৃপা করি দূর কব সন্দেহ আমার ॥
 কি কারণে নিজগৃহ ছাড়ি নাগরাজ ।
 আসিয়া বসতি করে যমুনার মাঝ ॥
 বৃদ্ধিতে না পারি আমি তাহার কারণ ।
 কৃপা করি দয়াময় দেহ বিবরণ ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 পুরাতন ইতিহাস করিব বর্ণন ॥
 বাহা বাহা শুনিয়াছি ধর্ম্মের নিকটে ।
 তোমাংগে সে সব কথা কহি অকপটে ॥
 একদা পুলহ মূনি হুপ্রভার তটে ।
 এই কথা শুনিলেন ধর্ম্মের নিকটে ॥
 সে সময় আমি বাহা করিলু শ্রবণ ।
 তাহাই তোমার কাছে করিব কীর্তন ॥
 অনন্তের আজ্ঞাহেতু যত নাগগণ ।
 প্রতিবর্ষে গরুড়ের করষে পূজন ॥
 কার্তিকী পূর্ণিমা যোগে পুষ্করতীরেতে ।
 গরুড়ের পূজা করে শুদ্ধ অন্তবেতে ॥
 স্নানাত হইয়া তারা ভক্তি-সহকারে ।
 পূজা সমাধান করে ঘোড়শোপচারে ॥
 একদা কালিয়নাগ অতি দর্পভরে ।
 হেলাভরে গরুড়ের পূজা নাহি করে ॥
 পূজাতরে যত কিছু নৈবেদ্যাদি রষ ।
 ভোজন করিতে তাহা সমুদ্রত হয় ॥
 কালিয়েরে নাগগণ করি নিবারণ ।
 বহুতর নীতিবাক্যে বুঝায় তখন ॥
 কালিয় কাহারো কথা কাণে নাহি লয় ।
 সহসা গরুড় আসি উপনীত হয় ॥
 গরুড়ে দর্শন করি যত নাগগণ ।
 কালিয়েরে রক্ষা-ভরে করে ঘোর রণ ॥

প্রাণপণে যুদ্ধ করে নাগ-সমুদ্র ।
 তথাপি নাগের দল পরাজিত হয় ॥
 গরুড়ের ভেঙ্গে মাঝে করি পলায়ন ।
 অনন্তের কাছে আসি লইল শরণ ॥
 কালিষের মনে কিন্তু নাহি কোন ভয় ।
 হরির চরণধ্যান করে সে সময় ॥
 হরিরে স্মরণ করি শঙ্কাহীন মনে ।
 ঘোরতর রণ কবে গরুড়ের সনে ॥
 গরুড় বিহঙ্গরাজ অতি বলধর ।
 কতক্ষণ সর্প বল করিবে সমর ॥
 তখন কালিয়নাগ পরাজিত হ'বে ।
 পলায় যমুনা-তটে অতি ভয়ে ভয়ে ॥
 নির্ভ্রম সে মনোহর যমুনার তটে ।
 কালিষের কাছে ছিল অতি নিরাপদ ॥
 সৌভরি মূনির শাপে শুন তপোধন ।
 গরুড় সেখায় নাহি বাধ কদাচন ॥
 কালিষের স্বজনেরা আসিয়া গোপনে ।
 সেই তটে বাস করে শঙ্কাহীন মনে ॥
 নারদ কহিলা প্রভু, কৃপা-অবতার ।
 জানিবার কৌতুহল জাগিছে আমার ॥
 কৃপা করি মোরে প্রভু কহ অতঃপর ।
 গরুড়ে শাপিলা কেন সৌভরিপ্রবর ॥
 নারদের প্রাণ শুনি কহে নারায়ণ ।
 সে কারণ কহিতেছি শুন মিথ্য মন ॥
 সেই স্থানে বহুবর্ষ সৌভরিপ্রবর ।
 কৃষ্ণের চরণধ্যান করে নিরন্তর ॥
 একদা যমুনা-জলে শঙ্কাহীন মনে ।
 মৎস্ত এক ক্রৌড়ী করে স্বজনের সনে ॥
 বারে বারে পুচ্ছ তার করি উত্তোলন ।
 চারিধারে মনস্থে করে বিচরণ ॥
 সহসা গরুড় আসি মৎস্তেরে হেরিয়া ।
 ভুলিয়া লইল তাবে চক্ষুপুট দিয়া ॥
 মৎস্তেরে গ্রহণ করে গরুড় যখন ।
 কোপদৃষ্টে মূনিবর চাহিল তখন ॥

হেরিয়া মূনির ক্রোধ ভয় পায় মনে ।
মৎস্তেরে বর্জন করে গরুড় তখনে ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে মূনিবর খগরাজে কয় ।
তুই অতি নীচমনা, অতি পাশাপশয় ॥
কৃষ্ণের বাহন বলি অহংকার তোর ।
তুই অতি মূঢ়মতি, মূর্থ তুই ঘোর ॥
ইচ্ছা যদি করে আজ কৃষ্ণ সনাতন । -
কোটি খগরাজ পারে করিতে সৃজন ॥
শোন রে পায়র তুই মোর ইচ্ছা হ'লে ।
ভস্মীভূত করিতে যে পারি কোপানলে ॥
হরির বাহন বলি পাইলি নিস্তার ।
মোরাও সকলে হই কিঙ্কর তাঁহার ॥
পুনঃ যদি এই হ্রদে কর আগমন ।
মোর শাপে ভস্মীভূত হইবে তখন ॥
সৌভরির বাক্য শুনি কাঁপে খগরাজ ।
আপনার ব্যবহারে মনে পায় লাজ ॥
মূনিশাপে খগরাজ অতি ভয় পায় ।
হরিরে স্মরণ করি হ্রদ ছাড়ি যায় ॥
সেই হ'তে সেই হ্রদে না যায় গরুড় ।
হ্রদের নামেতে ভয় পায় সে প্রচুর ॥
যেই কথা শুনিলাম ধর্মের নিকটে ।
তব কাছে সেই কথা কহি অকপটে ॥
কালিয়নাগের কথা এইখানে ইতি ।
কালিয় কৃষ্ণের প্রীতি পাইল যেমতি ॥
আখ্যান অতীব পুণ্য যেই জন শোনে ।
পাপ তারে নাহি ছোঁয় শাস্ত্রের বচনে ॥
এত বলি নারাষণ বলে, মূনিবর ।
কহিলাম কৃষ্ণ-কথা অতি মনোহর ॥
আর কিছু যদি তব থাকে জানিবার ।
নিশ্চিন্তে জিজ্ঞাসা কর, কহি আরবার ॥
নারাষণ-বাক্যে মূনি হৃষ্ট অতিশয় ।
যোড়হস্তে কহিলেন করিয়া বিনয় ॥
তোমার রূপায় প্রভু অতি ভাগ্যবান ।
কৃষ্ণকথা শুনিলাম মুগ্ধ মনপ্রাণ ॥

কালিয়নাগের কথা অতি-মধুময় ।
সবিস্তারে শুনিবারে ইচ্ছা তাই হয় ॥
কালিযের মুখে যবে পড়ে ভগবান্ ।
গোকুলবাসীরা ধরে কি ভাবেতে প্রাণ ॥
তারপর কি ভাবেতে কৃষ্ণে ফিরে পায় ।
সবিস্তারে সব কথা বলহ আমায় ॥
নারদ-বাক্যেতে হরি হৃষ্ট অতিশয় ।
কহিলেন শুন মূনি, পরেতে কি হয় ॥
জল হ'তে হরি নাহি উঠে বহুকণ ।
ক্রন্দন করিতে থাকে সহচরগণ ॥
কেহ কেহ নিজ বক্ষে করাঘাত করে ।
কেহ হাহাকার করে ব্যথিত অন্তরে ॥
কেহ কেহ হবিশোকে চেতনা হারায় ।
উন্মাদের মত কেহ করে হায হায় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি সবে করিছে চীৎকার ।
কেহ কেহ ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে চারিধার ॥
নন্দের নিকটে কেহ উপস্থিত হয় ।
কহিল তাহার কাছে সমস্ত বিষয় ॥
কেহ কহে, কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণধন ।
কেহ কহে, কোথা গেলে নন্দের নন্দন ॥
কেহ বলে, কোথা বন্ধো কোথা গেলে আজ ।
কেহ কয়, এসো ফিরে হে রাখালরাজ ॥
তোমার বিহনে মোরা থাকিতে না পারি ।
মোদের নিকটে ভাই এস তাড়াতাড়ি ॥
দেখা দাও দেখা দাও হে কৃষ্ণ আবার ।
তোমার বিহনে মোরা বাঁচিব না আর ॥
যশোদা ও নন্দরাজ শাস্ত নাহি হয় ।
কৃষ্ণশোকে হাহাকার কবে অতিশয় ॥
এমন সময় সবে করিল দর্শন ।
হ্রদ হ'তে উঠিছেন কৃষ্ণ সনাতন ॥
হেরিয়া আনন্দে সবে কোলাহল করে ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে সবে পুলকের ভবে ॥
শরতের চন্দ্রসম বদন তাঁহার ।
যুছ যুছ হাস্ত হরি করে অনিবার ॥

বিস্ময়ে চাহিয়া সবে দেখে বারংবার ।
 জলসিক্ত হয় নাই শরীর তাঁহার ॥
 শুধু গাত্রে উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন ।
 সর্ব্ব-অঙ্গে শোভে তাঁর রত্ন-আভরণ ॥
 মণ্ডুরের পুচ্ছ তাঁর শোভিছে চূড়ায় ।
 মধুর মধুর হরি মুরলী বাজায় ॥
 ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত দেহ জ্যোতির্গম্য ।
 চন্দন-চর্চিত দেহ শোভে অতিশয় ॥
 কৃষ্ণেরে দর্শন কবি যশোদা যুবতী ।
 বক্ষেতে ধারণ করে স্নেহভরে অতি ॥
 বারে বারে মুখ তার করিয়া দর্শন ।
 আবেগের ভরে মুখে করিল চুম্বন ॥
 কৃষ্ণেরে লইয়া সবে করে কাড়াকাড়ি ।
 রোহিণী আসিয়া ক্রোড়ে লয় তাড়াতাড়ি ॥
 বক্ষে তার চাপি ধরে নন্দ নরপতি ।
 বলদেব ক্রোড়ে লয় স্নেহভরে অতি ॥
 প্রেমেতে হইয়া অন্ধ মহচরণ ।
 বারেবারে ত্রীকৃষ্ণেরে করে আলিঙ্গন ॥
 নয়ন-চকোর দিখা গোপিনীর দল ।
 মুখচন্দ্র-স্বধা পান করে অবিরল ॥

● দাবায়ি সোদণ ।

সবিনয়ে কহিলেন ব্রহ্মার নন্দন ।
 পরে কি ঘটনা ঘটে কহ ভগবন্ ॥
 নারায়ণ কহিলেন শুন মুনিস্বর ।
 বিষম ঘটনা এক ঘটে অতঃপর ॥
 চারিদিকে কলরব ওঠে হাহাকার ।
 দাবায়ি জ্বলিয়া উঠে গোকুল-মাঝার ॥
 চারিদিকে দাউ দাউ অগ্নিশিখা জ্বলে ।
 অনল হেরিয়া ভীত হইল সকলে ॥
 শৈলের প্রমাণ সেই অগ্নি-ভয়ঙ্কর ।
 হুঙ্কার করিয়া ছুটি আসিছে সত্ত্বর ॥
 শঙ্কিত হইয়া যত ব্রহ্মবাসিগণ ।
 ত্রীকৃষ্ণেরে স্তবস্তুতি করিল তখন ॥

রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দয়াময় ।
 অনলের ভয়ে মোরা ভীত অতিশয় ॥
 পূর্ব্বোক্তে যেরূপ সবে করিলা রক্ষণ ।
 সেইরূপ রক্ষা প্রভু করহ এক্ষণ ॥
 তুমি প্রভু ইষ্টদেব কুলের দেবতা ।
 তোমারে ছাড়িয়া আর যাব মোরা কোথা ॥
 কুবের ঈশান ব্রহ্মা চন্দ্র হুতাশন ।
 অনন্ত বরুণ সূর্য্য মহেশ পবন ॥
 ধর্ম্ম যম মুনি মনু সকল মানব ।
 তোমার বিভূতি মাত্র হয় তারা সব ॥
 নৈত্য যক্ষ রক্ষ আদি বিভূতি তোমার ।
 তোমার ইচ্ছা হয় সৃজন-সংহার ॥
 তোমার চরণে প্রভু লইলু শরণ ।
 রক্ষা কর রক্ষা কর কৃষ্ণ সনাতন ॥
 সকলের এই স্তব শুনি ভগবান্ ।
 স্বধা-দৃষ্টি দিয়া করে অনল-নির্ব্বাণ ॥
 অনলের ভয় দূর হইল সবার ।
 দাবায়ি হইতে সবে পাইল উদ্ধার ॥
 ভক্তিতরে এই স্তোত্র যে করে পঠন ।
 বিপদ হইতে মুক্তি পায় সেইজন ॥
 সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়, নাহি তার ভয় ।
 শত্রু-সৈন্য নিরস্তর হয় তার ক্ষয় ॥
 এই স্তোত্র ভক্তিতরে পড়ে যেইজন ।
 অস্ত্রমে গোলোকে সেই করিবে গমন ॥
 দাবায়ি হইতে সবে করিয়া রক্ষণ ।
 নিজগৃহ পানে কৃষ্ণ করিলা গমন ॥
 অনন্তর গোপরাজ নন্দ নরপতি ।
 ভোজন করায় বিদ্রোহ ভুক্তচিত্তে অতি ॥
 বিবিধ মঙ্গল কার্য্য করিল ব্রাহ্মণ ।
 কৃষ্ণনাম চারিদারে হয় অনুক্ষণ ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা শ্রবণ অতি ।
 শ্রবণ করিলে ভক্তি হয় কৃষ্ণ প্রতি ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব বৃথা কাটে কাল ।
 শিয়রে দাঁড়ায়ে আছে শমন ভয়াল ॥

যে জন কৃষ্ণের ধ্যান করে অনিবার ।
 ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥
 সংসারে সকল মিথ্যা, কৃষ্ণনাম সার ।
 কৃষ্ণের চরণ-চিন্তা কর অনিবার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের নাম সদা মঙ্গলজনক ।
 স্বমধুর কৃষ্ণনাম বিদ্য-বিনাশক ॥
 যেইজন কৃষ্ণ ভজ্ঞে ভক্তি-সহকারে ।
 সামান্য শমন তার কি করিতে পারে ॥
 জরা মৃত্যু কোন ভয় নাহি রহে তার ।
 অস্তিমে সে জন যায় গোলোক-মাঝার ॥
 ভক্ত-বাহু-কল্পতরু শ্রীমধুসূদন ।
 ভক্তদের নিরন্তর করেন রক্ষণ ॥
 মায়ায় মোহিত হ'য়ে আছ জীবগণ ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনুক্ষণ ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 কৃষ্ণের মাহাত্ম্য তোমা করিলু বর্ণন ॥
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মহাশয় ।
 কহিব তোমারে আমি সমস্ত বিষয় ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বাবিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎসাদিহরণ এবং
 ব্রহ্মা-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-তোত্র ।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 যাহা জান তাহা যোরে কর নিবেদন ॥
 শ্রীহরির কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয় ।
 সবিস্তারে সব কথা কহ মহাশয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান ।
 কহিব তোমারে এক বিচিত্র আখ্যান ॥
 একদা শ্রীভগবান্ গোচারণ-তরে ।
 সঙ্গিগণ সহ যান বনের ভিতরে ॥
 বৃন্দাবনে গিয়া সবে পরম কোতুকে ।
 নানাধি ক্রীড়া আদি করে মনস্বখে ॥

গাভীগণ দূরে দূরে করে বিচরণ ।
 সঙ্গী সহ খেলা করে শ্রীনন্দনন্দন ॥
 গাভীসহ কেহ যায় অতি দূরান্তরে ।
 কোন সঙ্গী চ'ড়ে বসে কৃষ্ণের উপরে ॥
 ফল পাড়ে ফল খায় সাথীকে বিলায় ।
 গাছের উপরে কেহ, কেহ বা তলায় ॥
 ঘাসের শয্যায় কেহ দেয় গড়াগড়ি ।
 কেহ বা পাতার ছত্রে রাখে শিরোপরি ॥
 গাভীগণ হাস্যরবে ছুটিয়া পলায় ।
 গোপশিশুগণ তার পিছু পিছু ধায় ॥
 ভূগোপরি বসি কেহ বাঁশরী বাজায় ।
 বৃক্ষতলে কোন শিশু লুখে নিদ্রা যায় ॥
 পুষ্পমালায় রচে কেহ অতি কুতূহলে ।
 তা সবে পরায়ে দেয় রামকৃষ্ণ গলে ॥
 অঞ্জলি পূরিয়া কেহ করে জল পান ।
 আনন্দেতে রামকৃষ্ণ চারিদিকে চান ॥
 মাঝে মাঝে কৃষ্ণচন্দ্র করি বংশীধ্বনি ।
 গাভীদের ডাকি আনে গোপকুলমণি ॥
 এইভাবে বহুতর লীলাখেলা ল'য়ে ।
 নিমগ্ন আছেন কৃষ্ণ মর্ত্যের আলয়ে ॥
 কৃষ্ণের লীলার হৃদ্য বিচিত্র প্রকাশ ।
 যত দেখে যত শুনে মিটেনাক আশ ॥
 বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কৃষ্ণ আসিবা ধরায় ।
 কত শত লীলা করে বর্ণন না যায় ॥
 কৃষ্ণের প্রভাব কত জানিবার তরে ।
 ব্রহ্মা সেখা চুপি চুপি আগমন করে ॥
 অতি সন্তর্পণে আসি বিধাতা তখন ।
 শিশু আর গাভীগণে করিল হরণ ॥
 বিধাতার অভিপ্রায় বুঝি সনাতন ।
 যোগমায়া বলে সব করিলা সৃজন ॥
 যেমন শিশুরা ছিল গাভীরা যেমন ।
 সেইরূপ সৃজিলেন গোপের নন্দন ॥
 অনন্তর ক্রীড়া-শেষে সঙ্গিগণ সনে ।
 গাভীদের ল'য়ে কৃষ্ণ আসিলা ভবনে ॥

দিবা-আগমনে কৃষ্ণ ল'য়ে সঙ্গীদল ।
 গাভীসহ আসে মাঠে নাহি কোন ছল ॥
 দিবা-অস্ত্রে পুনর্ববার গৃহে ফিরে যায় ।
 পরিবর্ত কেহ কোন দেখিতে না পায় ॥
 এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ।
 গোচারণ করিলেন একটি বৎসর ॥
 যতই হরেন ব্রজা, কথ্য নাহি হয় ।
 কৃষ্ণের লীলার এই শ্রেষ্ঠ পরিচয় ॥
 অন্তরে পূজক ভাবি দেব পদ্মাসন ।
 পরাভব মানে মনে কৃষ্ণের সদন ॥
 অনন্ত হরির লীলা বুঝি প্রজ্ঞাপতি ।
 একদিন আসিলেন কৃষ্ণের সংহতি ॥
 গাঁৱ ইচ্ছামত হয় ব্রজাদি সৃজন ।
 তাঁহার লীলার কথা কে করে বর্ণন ॥
 নিরাকার তিনি পুনঃ সাকার-প্রধান ।
 ইচ্ছাময় নানারূপ ধরে ভগবান্ ॥
 মহাবিকুং মহেশ্বর করিয়া যতন ।
 না পায় বাহার সোমা, অপূর্ব রতন ॥
 একদিন শিশুসহ ভাণ্ডীর কাননে ।
 ক্রীড়া করে বালকৃষ্ণ আপনার মনে ॥
 সেদিন গোপনে ব্রজা আসিয়া সেখাষ ।
 বটগূলে শ্রীকৃষ্ণের দেখিবারে পায় ॥
 নক্ষত্র-মাঝারে চন্দ্র শোভয়ে বেগন ।
 শিশুগণ মাঝে হরি শোভিছে তেমন ॥
 রত্ন-সিংহাসনে বসি কৃষ্ণ সনাতন ।
 আনন্দে মধুর হাস্য করে অনুক্ষণ ॥
 পরিধানে গীতবস্ত্র অতি মনোহর ।
 রত্নের কেয়ুর কিবা শোভিছে সুন্দর ॥
 মঞ্জীরে রঞ্জিত তাঁর যুগল চরণ ।
 কপোলে কুণ্ডল শোভে অতি সুদর্শন ॥
 কোটি কামদেব-সহ লাভ্য তাঁহার ।
 চন্দন-চর্চিত দেহ অতি চমৎকার ॥
 পারিজাত পুষ্পমালা শোভিছে গলায় ।
 ময়ূরের পুচ্ছ তাঁর শোভিছে চূড়ায় ॥

সর্ব্ব অঙ্গে বিরাজিত রত্ন-অলঙ্কার ।
 কোমলভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥
 নব-জলধর-সম শ্রীম কলেবর ।
 পূর্ণ-শশধর-সম বদন সুন্দর ॥
 বিকশিত পদ্মদল যুগল নয়ন ।
 খগেন্দ্র-সমান নাসা অতি সুদর্শন ॥
 পক-বিষকল-সম ওষ্ঠ ও অধর ।
 মৃত্যুময় দন্তপংক্তি অতি মনোহর ॥
 অনন্ত কিশোর রূপ শান্ত অতিশয় ।
 পূর্ণতম পরব্রজ অতি জ্যোতির্ময় ॥
 কৃষ্ণগুর্তি ব্রজা দেব হেরি অবিরাম ।
 ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ করিল প্রণাম ॥
 অন্তরেতে যেই রূপ করিয়াছে ধ্যান ।
 সেই রূপে বিরাজিত কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥
 যে দিকে ফিরায আঁখি চতুর্দিকে তার ।
 কৃষ্ণগুর্তি ব্রজা দেব হেরে অনিবার ॥
 চারিধারে মনোহর শ্রীমগুর্তি রাজে ।
 কৃষ্ণগুর্তি হেরে ব্রজা গাভীগণ মাঝে ॥
 লতা গুল্ম মাঝে ব্রজা হেরে কৃষ্ণরূপ ।
 চতুর্দিকে কৃষ্ণময় অতি অপরূপ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ব্রজা করে বারবার ।
 কোথা ছাড়া কোথা কিছু নাহি হেরে আর ॥
 কোথা বৃক্ষ কোথা শৈল কোথাষ সাগর ।
 চারিধারে বিরাজিছে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনি কোথা গেল সব ।
 চতুর্দিকে বিরাজিত শ্রীহরি মাধব ॥
 কৃষ্ণময় চারিধারে কোথা কিছু নাই ।
 বাক্‌গুহ্য হ'য়ে ব্রজা পড়িলেন তাই ॥
 অনন্তর ব্রজা দেব বসি যোগাসনে ।
 শ্রীহরির ধ্যান করে ভক্তিবৃত্ত মনে ॥
 ছয় নাড়ী ষট্‌চক্র নিরোধি তখন ।
 বায়ুরে ব্রহ্মের রন্ধ্রে করে আনয়ন ॥
 নাড়ীয়ে হৃদয়পদ্মে আনি অতঃপর ।
 বায়ু সাথে বৃত্ত তারে করিল সফর ॥

এরূপে কুন্তক করি ব্রহ্মা তার পরে ।
 একাদশ অক্ষরের মন্ত্র জপ করে ॥
 একমনে জপ ব্রহ্মা করেন যখন ।
 জ্যোতির্ময় রূপ এক করিল দর্শন ॥
 দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি মনোহর ।
 পরিধানে পীতবস্ত্র শোভিছে সুন্দর ॥
 নবীন-নীরদ-সম শ্যাম কান্তি তাঁর ।
 কুণ্ডল শোভিছে কর্ণে অতি চমৎকার ॥
 সকলের সাক্ষিরূপী সদা পূর্ণকাম ।
 সনাতন সর্বরূপ নিত্য আত্মারাম ॥
 সবার কারণ তিনি সবার আধার ।
 মঙ্গল-নিদান তিনি হন সবাধার ॥
 সকলের শ্রেষ্ঠ তিনি সর্ব-শক্তিয়ানু ।
 সবার আধার তিনি কৃষ্ণ-ভগবানু ॥
 সকলের গুরু সেই হরি সনাতন ।
 সর্বজীবে অবস্থিত হন অনুক্ষণ ॥
 মদনমোহন রূপ করিয়া দর্শন ।
 ব্রহ্মাণ্ডেব স্তব তাঁর করিলা তখন ॥
 সবার স্বরূপ যিনি সবার ঈশ্বর ।
 তাঁহারে প্রণাম আমি করি নিরন্তর ॥
 সবার কারণ যিনি অনির্বচনীয় ।
 শক্তির ঈশ্বর যিনি সদা অদ্বিতীয় ॥
 শক্তিরূপধারী যিনি শ্রীহরি মাধব ।
 ভক্তিতরে আমি আজ করি তাঁর স্তব ॥
 কর্ণধার-রূপী যিনি সংসার-সাগরে ।
 নমস্কার করি সেই পরম ঈশ্বরে ॥
 ভক্তের বৎসল যিনি ভক্তের ঈশ্বর ।
 আত্মার স্বরূপ যিনি হন নিরন্তর ॥
 নির্লিপ্ত নির্ভণ যিনি ঈশ্বর সবার ।
 তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 সর্বোদ্ভিদ্রিয়রূপী যিনি বেদাঙ্গ-স্বরূপ ।
 সর্ব-মন্ত্রকণী যিনি নিত্য অপরূপ ॥
 বিরটি-স্বরূপ যিনি পরম ঈশ্বর ।
 তাঁহার ভজনা আমি করি নিরন্তর ॥

স্বতন্ত্র হইয়া যিনি অস্বতন্ত্র হন ।
 ভক্তিতরে করি আমি তাঁহার ভজন ॥
 ভূমি প্রভু গুণাভীত গুণের আধার ।
 বীজের স্বরূপ প্রভু ভূমি সারাৎসার ॥
 গুণাত্মক ভূমি প্রভু গুণীব ঈশ্বর ।
 তোমার চরণ ধ্যান করি নিরন্তর ॥
 সিদ্ধির স্বরূপ ভূমি প্রভু সনাতন ।
 সিদ্ধিবীজ ভূমি হরি হও অনুক্ষণ ॥
 সিদ্ধদের গুরু ভূমি কি কহিব আর ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 বেদবীজরূপী ভূমি করুণাসাগর ।
 বেদাদির শ্রেষ্ঠ ভূমি বেদজ্ঞ-ঈশ্বর ॥
 বেদাঙ্গের বেত্তা ভূমি প্রভু দয়াময় ।
 প্রকৃতি স্বরূপ ভূমি সকল সময় ॥
 প্রাকৃত ও প্রাজ্ঞ ভূমি প্রকৃতি-ঈশ্বর ।
 সংসারবৃক্ষের রূপী ভূমি পরাৎপর ॥
 ভূমি বীজ, ভূমি ফল জগতের নাথ ।
 তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥
 সৃষ্টির কারণ ভূমি স্থিতির কারণ ।
 প্রলয় কারণ ভূমি হও অনুক্ষণ ॥
 ভূমি প্রভু মূল বৃক্ষ হও নিরন্তর ।
 ক্ষত্র তার ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর ॥
 শাখা ও প্রশাখা হয় দেব সমুদয় ।
 উৎকৃষ্ট তপস্যা তার পুষ্ঠরূপ হয় ॥
 সংসার তাহার ফল হয় অনিবার ।
 অঙ্কুর স্বরূপা হয় প্রকৃতি তাহার ॥
 ভূমি প্রভু দয়াময় তাহার আধার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 তেজোরূপ নিরাকার ভূমি স্বেচ্ছাময় ।
 অত্যন্ত ভূমি প্রভু সকল সময় ॥
 অতীব প্রত্যক্ষ ভূমি নিত্য সর্বাধার ।
 তোমার চরণ-পদ্যে করি নমস্কার ॥
 ভূমি দেব মাধাময় গুণে নিরঞ্জন ।
 যোগিগণ করে ধ্যান রাধিকারজন ॥

কঠোর তপস্তা করি যত ফল পায় ।
 তোমার দর্শন করি কিছু নাহি চায় ॥
 চরণ তোমার যদি করে দরশন ।
 সমগ্র জগৎ ভাবে অনিত্য তখন ॥
 যেই জন তোমা পাশে করয়ে গমন ।
 সংসারের মোহ নাহি থাকে কদাচন ॥
 সর্ববিপ্লবে যদি থাকে কোন জন ।
 তোমার কৃপায় হই রিপুব ভঞ্জন ॥
 অজ্ঞতা কাহার মনে বাসা বাঁধে যদি ।
 সে যদি তোমার নাম জপে নিরবধি ॥
 নিশ্চিত তাহার হয় অজ্ঞানতা দূর ।
 জ্ঞানের আনন্দে মন হয় ভরপুর ॥
 ইন্দ্রিয়ের পরবশ যদি কেহ হয় ।
 সংসারেতে মারা তারে করয়ে আশ্রয় ॥
 মাযার অধীন হ'য়ে দুঃখকষ্ট ভোগে ।-
 কিছু তার দূর নাহি হয় যাগে যোগে ॥
 যতপি অভাগা লয় তোমার শরণ ।
 নিষ্ঠা সহকারে তোমা ভজে সর্বক্ষণ ॥
 তবে ত তাঁহার দুঃখ কিছু নাহি থাকে ।
 পড়িতে না হয় তাকে নরকের পোকে ॥
 তোমার করুণা হ'তে যে হয় বঞ্চিত ।
 মুক্তি নাহি পাবে সেই জানি অনিশ্চিত ॥
 দেব কিংবা নর সেই যেই জন হয় ।
 গন্ধর্ব্ব অহর কিংবা যুনি সমুদয় ॥
 যত করে যাগযজ্ঞ ভজে ইচ্ছদেবে ।
 তোমার শরণ নাহি লয় যদি ভবে ॥
 সাধ্য নাহি কোন মতে পাইতে যুকতি ।
 মোক্ষ লাভ তারে করে যতই যুকতি ॥
 একমাত্র তব পদে লাইলে শরণ ।
 মোক্ষলাভ পথ রোধে নাহি কোন জন ॥
 পাগী তাগী যদি হয়, হয় অনাচারী ।
 অবশ্য পাইবে মুক্তি সন্দেহ না করি ॥
 তব পদকুপা রেণু যেই জন পায় ।
 অবশ্য লাভিয়া মোক্ষ গোলোকেতে যায় ॥

দেবতার দেব ভূমি জগৎ-ঈশ্বর ।
 অমর অজর ভূমি দেব গদাধর ॥
 অনন্ত অক্ষয় ভূমি অব্যয় নিগুণ ।
 ইচ্ছাতে আকার ধর, হও যে সগুণ ॥
 তোমা হ'তে এক দেহে তিন দশা হয় ।
 শিব ভূমি, জীব ভূমি, ভূমি জগদ্বয় ॥
 কে বুঝিবে তব মায়া ওহে দেহধারী ।
 ধরিয়া আকার তবে ক্রীড়া কর হরি ॥
 সর্বত্র থাকিয়া যিনি অদৃশ্য সদাই ।
 ধ্যান-যোগে কভু বাঁর অন্ত নাহি পাই ॥
 ভুবনমোহন সেই যশোদা-নন্দন ।
 তাঁহার চরণ আমি করি নু বন্দন ।-
 রাসের মণ্ডলে যিনি করেন বিরাজ ।
 সেই রাসেশ্বরে আমি ধ্যান করি আজ ॥
 যোগের স্বরূপ যিনি যোগীর ঈশ্বর ।
 ভক্তের হৃদয়ে যিনি রন নিরন্তর ॥
 শিবের সেবিত সেই কৃষ্ণ সনাতন ।
 তাঁহার চরণ ধ্যান কবি অনুক্ষণ ॥
 মন্ত্রফলদাতা যিনি হন নিরন্তর ।
 মন্ত্রসিদ্ধিরূপী যিনি পরম ঈশ্বর ॥
 সুখদ দুঃখদ যিনি বরদ শুভদ ।
 শুভবীজরূপী সদা যিনি পুণ্যপ্রদ ॥
 বিশ্বের ঈশ্বর যিনি কৃষ্ণ সারাৎসার ।
 তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ ।
 আমি অতি দীনহীন অতি অভাজন ॥
 না বুঝি তোমার গুণ করি নু ছলনা ।
 সেই হেতু করি এবে তোমার অর্চনা ॥
 দুষ্কের দমন আর শিষ্কের পালন ।
 এই হেতু অবতীর্ণ হ'লে জনার্দন ॥
 মায়ায় ছলিয়া প্রভু কংস চুরাত্মার ।
 বিরাজ করিছ হেথা স্বীয় মহিমায় ॥
 যমল অর্জুন আর শকট ভঞ্জন ।
 তোমারি কৃপায় হই রাখিকারজন ॥

কালিষে দমন করি, পুতনা বধিষা ।
 রক্ষিলে গোকুলবাসী কৃপা বিস্তারিষা ॥
 বকাহর বধ করি ধেনুকে বিনাশি ।
 স্থাপিলে জগতে কীর্তি মহিমা প্রকাশি ॥
 রাধিকা সহিত প্রভু লীলাখেলা করি ।
 করিছ অনন্ত লীলা গোলোকবিহারী ॥
 আমি অতি যুচমতি না জানি ভজন ।
 কৃপা করি ক্ষমা কর দেব নিরঞ্জন ॥
 এইরূপে পদ্মাসন করিষা স্তবন ।
 গাভী আর শিশুগণে করিল অর্পণ ॥
 তারপর শ্রীকৃষ্ণের ধরিষা চরণ ।
 প্রণাম করিষা তাঁরে করিল রোদন ॥
 কৃষ্ণমূর্তি পুনরায করিষা দর্শন ।
 ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাদেব করিল গমন ॥
 ব্রহ্মকৃত এই স্তব যে করে পঠন ।
 কৃষ্ণপদে দাস্য লাভ করে সেই জন ॥
 ইহলোকে স্বখভোগ করি নিরন্তর ।
 অন্তিমে গোলোকধামে যাব সে সম্ভব ॥
 কৃষ্ণের সাক্ষ্য লাভ সেই জন কবে-।
 হরির পার্শ্ব হয় প্রকুল অন্তরে ॥
 চতুর্দুখ ব্রহ্মলোকে করিলে গমন ।
 আপন ভবনে যান কৃষ্ণ সনাতন ॥
 এক বর্ষ পরে লভি গাভী শিশুদলে ।
 কৃষ্ণের মায়ায কিছু না বুঝে সকলে ॥
 বিতর্ক করিতে কেহ সক্ষম না হয় ।
 কেহ না বুঝিতে পারে প্রকৃত বিষয় ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্মৃতা হ'তে স্মৃতা ।
 শ্রবণ করিলে যুগে ভব-ভুতা-স্মৃতা ॥
 যোদ্ধা আর পৃথ্বীপ্রদ শ্রীহরির নাম ।
 সেই নাম জীবগণ কর অবিরাম ॥
 জলবিন্দুসম এই অসার সংসার ।
 চারিধারে বিরাজিত ঘোর অন্ধকার ॥
 কেবা পিতা কেবা মাতা কেবা বন্ধুজন ।
 চিরদিন কেহ নাহি রবে কদাচন ॥

স্বপ্নের সমান সবে লইবে বিদায় ।
 তোমার সংবাদ কেহ নাহি লবে হায ॥
 কৃষ্ণ সত্য, কৃষ্ণ নিত্য পরম আত্মীয় ।
 সকলের বন্ধু তিনি অনির্বচনীয় ॥
 সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম একমাত্র সার ।
 সেই নামে জীবগণ পাইবে উদ্ধার ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব ভক্তি-সহকারে ।
 ভগবান্ নিত্য শুধু অনিত্য সংসারে ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ব্রহ্মোদ্ভবশ অধ্যায়

ইন্দ্রপুত্র ভদ্র, নন্দকৃত ইন্দ্রের স্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণের
 গোবর্ধন ধারণ এবং ইন্দ্রকৃত
 শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র ।

এত শুনি মহামতি দেবর্ষি নারদ ।
 কৃষ্ণ কৃপা শ্রুতি মনে ভাবে তাঁর পদ ॥
 যুক্তকরে নমি কৃষ্ণে সর্বিনয়ে কথ্য ।
 কৃষ্ণকথা যত শুনি তৃপ্তি নাহি হয় ॥
 মনে বাঞ্ছা আরো শুনি প্রভু নারায়ণ ।
 কৃপা করি কর দেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥
 ব্রহ্মারে করিষা ক্ষমা অতঃপর হরি ।
 কি কার্য করেন ভবে কহ কৃপা করি ॥
 নাবদের বাক্য শুনি অতি হৃষ্টমতি ।
 কহিলেন নারায়ণ নারদের প্রীতি ॥
 শুন শুন ওহে ভূমি নারদ ধীমান্ ।
 কহিব তোমারে আমি অপূর্ব আখ্যান ॥
 একদিন গোপরাজ নন্দ নরপতি ।
 আরস্তিল ইন্দ্রপুত্র হৃষ্ট চিত্তে অতি ॥
 সবারে আহ্বান করি কহে নন্দরাজ ।
 ভক্তিভরে ইন্দ্রপূজা কর সবে আজ ॥
 শুন শুন যাবতীয় গোপ-গোপীগণ ।
 ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ সবে করহ শ্রবণ ॥

বৈশ্য আর শূদ্রগণ কহি সবাচারে ।
 ইন্দ্র আরাধনা কর ভক্তি-সহকারে ॥
 দধি ক্ষীর ঘৃত তক্ত মধু গুড় নিষা ।
 ইন্দ্রের পূজন সব কর মন দিয়া ॥
 এরূপ ঘোষণা করি নন্দ নৃপবর ।
 রোপিলেন ইন্দ্রধ্বজ অতি মনোহর ॥
 সেই যষ্টি ক্ষৌম বস্ত্রে করি আচ্ছাদিত ।
 মনোহর মাণাজালে করিল সজ্জিত ॥
 লেপিত করিল তাহা অগুরু কুঙ্কুমে ।
 সজ্জিত করিল পরে বিবিধ কুঙ্কুমে ॥
 তারপর যুগ্মবস্ত্র পরিধান ক'রে ।
 আঙ্কি ক করিলা নন্দ অতি ভক্তিভরে ॥
 আঙ্কি সমাপ্ত করি নন্দ নৃপবর ।
 উপবিষ্ট হয় স্বর্ণপীঠের উপর ॥
 নানাবিধ যজ্ঞপাত্র হইল আনীত ।
 পুরোহিত, ব্রহ্মগণাদি হ'ল উপনীত ॥
 গোপগোপীগণ যত আসিল ত্বরায় ।
 বালক বালিকা সব আসিল সেথায় ॥
 পুরবাসিগণ আনি সমুত্ত-সম্ভার ।
 যজ্ঞস্থলে আসি সব দেব উপহার ॥
 গালব শাকল গর্গ কণু কাত্যায়ন ।
 গৌতম করথ বাৎস্য ক্রীশাকটায়ন ॥
 সৌভরি পাণিনি কট শৃঙ্গী পবাসর ।
 জৈমিনি মৈত্রেয় আর হুমন্ত্র প্রবর ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ ভরদ্বাজ ও বৈশম্পায়ন ।
 যাজ্ঞবল্ক্য গৌরমুখ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ॥
 ব্রহ্মতেজ প্রজ্বলিত যত মুনিগণ ।
 শিষ্যগণ সহ সব কবে আগমন ॥
 ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক আদি আসে দলে দলে ।
 ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্র আসিল সকলে ॥
 তখন উত্থান করি নন্দ-নরপতি ।
 প্রণিপাত করিলেন মুনিগণ প্রতি ॥
 নানাবিধ বাগ্য বাজে অতি মনোহর ।
 রত্নের প্রদীপ কত জ্বলে নিরন্তর ॥

নানাবিধ পুষ্প আর মান্য-সমুদয় ।
 নৈবেদ্য লড্ডুক আদি স্তূপীকৃত রথ ॥
 শর্করায পূর্ণ কুন্ত ঘৃতপক যব ।
 গোমুগের চূর্ণ আদি বিরাজিছে সব ॥
 ক্ষীর দধি মধু গুড় তক্ত আর ঘৃত ।
 শত শত কুন্ত পূর্ণ তৈল নবনীত ॥
 আনীত হইল সেই যজ্ঞের সভায় ।
 মনোহর বাগ্যবস্ত্র বাজিল তথায় ॥
 শত শত ছাগ মেঘ আসে বলি তরে ।
 মহিষ গণ্ডক আদি আসিল সত্তরে ॥
 আসিল ঘোড়গ নব বলির কারণ ।
 রক্ষিদল তাহাদের করিল রক্ষণ ॥
 বালক বালিকা আর গোপগোপীগণ ।
 নানাবিধ বৃক্ষ লতা করিল রোপণ ॥
 উৎসবের মাঝে হয় সঙ্গীত স্তম্ভর ।
 নর্তকী ও নর্তকেরা নাচে মনোহর ॥
 উর্বশী মেনকা আর রক্তা প্রভাবতী ।
 তিলোত্তমা চন্দ্রপ্রভা ৩ ভ্রমলা রতি ॥
 ঘৃতাঙ্গী মোহিনী আর রেণুকা যুবতী ।
 মদালসা বিপ্রচিহ্নী আর ভানুমতী ॥
 সকলেই সভামাঝে করি আগমন ।
 নৃত্য-গীত করে সেথা অতি সুমোহন ॥
 তাহাদের নৃত্যলীলা করিয়া দর্শন ।
 যাবতীয় দর্শকেরা হারায চেতন ॥
 অনন্তর কৃষ্ণ-হরি আনন্দিত মনে ।
 আগমন করিলেন সঙ্গিগণ সনে ॥
 দূর হ'তে ভগবানে করিয়া দর্শন ।
 প্লবিত হ'ল যত সভাসদগণ ॥
 সভয় সস্তম্ভে সব গাত্রোত্থান করে ।
 প্রণাম করিল তাঁরে অতি ভক্তিভরে ॥
 ক্রীড়াশ্বল হ'তে আসে কৃষ্ণ-সনাতন ।
 অপরূপ রূপ তাঁর ভুবনমোহন ॥
 নবীন-নীলদ-সম কলেবর তাঁর ।
 সর্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ন অলঙ্কার ॥

কৌন্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝারে ।
 অপরূপ রূপ তাঁর কে বর্ণিতে পারে ॥
 শরভের চন্দ্র-সম বদন তাঁহার ।
 রত্নের দর্পণে কৃষ্ণ হেরে বার বার ॥
 নিখিল আকাশে শোভে শশাঙ্ক যেমন ।
 কন্তুরীর বিন্দু ভালে শোভিছে তেমন ॥
 বলাকিনী শোভে যথা আকাশের গাথ ।
 সেরূপ মালতীমালা ছুলিছে গলায় ॥
 যেমন অশনিতা শোভে জলধরে ।
 পীত বস্ত্র সেইরূপ শোভে কলেবরে ॥
 নভঃস্থলে মনোহর ইন্দ্রধনু-প্রাথ ।
 গুঞ্জাকল শোভা পাথ বঙ্কিম চূড়ায় ॥
 যেমন কমল শোভে সূর্য্যের প্রভায় ।
 মেরূপ বদন শোভে রত্নের আভায় ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মুনিগোপগণ ।
 প্রণাম করিযা তাঁরে করে সন্তুষণ ॥
 অনন্তর বিশ্বপতি কৃষ্ণ-সনাতন ।
 স্বর্ণের পীঠের মাঝে উপবিষ্ট হন ॥
 যেমন ভারক-মাঝে শশাঙ্ক বিরাজে ।
 সেরূপ শোভেন কৃষ্ণ সবাকার মাঝে ॥
 স্বেচ্ছাময় সনাতনে করি সেথা স্তব ।
 নিজ নিজ আগনেতে বসিলেন সব ॥
 তখন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ-সনাতন ।
 গোপরাজে সম্বোধিয়া কহিলা বচন ॥
 আমার বচন তুমি শুন গোপরাজ ।
 কার তরে এই ব্রত করিতেছ আজ ॥
 কাহারে পূজিছ তুমি কি ফল পূজায় ।
 সে ফলে কি হবে তব বলহ আমার ॥
 আরাধ্য দেবতা তব রুচি যদি হয় ।
 কি অনিষ্ট হবে তব কহ মহাশয় ॥
 ভূষ্ট হ'বে কোন্ ফল করিবে অর্পণ ।
 সেই ফলে তুমি কিবা করিবে রাজন্ ॥
 ইহকালে কড় কড় ফল লাভ হয় ।
 কখনো বা পবকালে হয় ফলোদয় ॥

উভয় কালেতে কড় লাভ হয় ফল ।
 কড় কড় ছইকালে হয় তা নিফল ॥
 যেই সব পূজা আদি বেদ-উক্ত নয় ।
 অনিষ্ট-আধার তাহা সকল সময় ॥
 কবে এই পূজা করে তব পিতৃগণ ।
 প্রথম কখন তুমি করিলে পূজন ॥
 করিতেছ এই পূজা যেই দেবতার ।
 কখনো কি পাইবাছ দর্শন তাহার ॥
 যাহার উদ্দেশে তুমি করিছ পূজন ।
 তোমার নৈবেদ্য সে কি করিবে ভোজন ॥
 বিপ্রগণ দেবভূত্য পৃথিবী-মাঝারে ।
 বেদে নিকপিত ইহা হয় বারে বারে ॥
 জনার্দনরূপী যত বিপ্রসমুদয় ।
 নৈবেদ্য ভোজন করে পূজার সময় ॥
 পরিতোষ লাভ যদি করে বিপ্রগণ ।
 দেবতা সমূহ তাহে পরিতুষ্ট হন ॥
 দ্বিজগণে যেইজন করেন অর্চন ।
 দেবতা-পূজায় তার কিবা প্রয়োজন ॥
 পূজিত হইলে পরে যতেক ব্রাহ্মণ ।
 পূজিত হইবা থাকে যত দেবগণ ॥
 দেবের নৈবেদ্য বিপ্রের করিলে অর্পণ ।
 অনন্ত ফল লাভ করে সেই জন ॥
 দেবতা সন্তুষ্ট হ'য়ে করে বর দান ।
 প্রসন্ন মনেতে করে স্বস্থানে প্রস্থান ॥
 দেবতারে করি কেহ নৈবেদ্য অর্পণ ।
 যদি সে নৈবেদ্য নিজের করয়ে ভোজন ॥
 বহু পাপ হয় তার শুন হে রাজন্ ।
 অবশ্যই করিবে সে নরকে গমন ॥
 সকল দেবতা মাঝে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ হন ।
 সকলের শ্রেষ্ঠ হয় তাঁহার পূজন ॥
 যেই অন্ন বিষ্ণু প্রতি নিবেদিত নয় ।
 সেই অন্ন সর্ব্বক্ষণ বিষ্ঠা-ভূত্য হয় ॥
 ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা দোষাবহ অতি ।
 শুন পিতঃ আমি আজ কহি তব প্রতি ॥

দেবতারে নাহি দিয়া যদি কোন জন ।
 ব্রাহ্মণেবে অন্ন জল করে সমর্পণ ॥
 দেবতা তাহাতে কভু রুষ্ট নাহি হয় ।
 ব্রাহ্মণের মুখ দ্বারা অন্ন তারা লয় ॥
 বিপ্রের অর্চনা তুমি কর হে রাজন্ ।
 যজ্ঞ সহক রে কর ব্রাহ্মণ-পূজন ॥
 ইহকালে পরকালে পাবে শুভফল ।
 ব্রাহ্মণ-পূজন কভু না হয় নিষ্ফল ॥
 বিপ্রেরে দক্ষিণা দান সন্তোষ-সাধন ।
 সর্ববধর্ম কার্য হ'তে শ্রেষ্ঠ অনুক্ষণ ॥
 বিপ্রের শরীরে রাজে দেব-সমুদয় ।
 বিপ্রের চরণে সদা তীর্থ আদি রয় ॥
 ব্রাহ্মণের পাদোদক তীর্থ-জল-সম ।
 ব্রাহ্মণ সবার শ্রেষ্ঠ শুন বাক্য মম ॥
 বিপ্রপাদোদক যেই করে সদা পান ।
 রোগমুক্ত হয় সেই লভয়ে নির্বাণ ॥
 পঞ্চবিধ পাপ করি যদি কোন জন ।
 ব্রাহ্মণে প্রণাম করে ভক্তিযুক্ত মন ॥
 সর্ব পাপ হ'তে মুক্ত সেই জন হয় ।
 সর্ব তীর্থে স্নান-সম হয় ফলোদয় ॥
 পাপী ব্যক্তি ব্রাহ্মণেরে করিলে স্পর্শন ।
 অবিলম্বে মুক্তিসাধ করে সেই জন ॥
 দর্শন করিলে বিপ্রের পাপ দূব হয় ।
 ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর রূপী সকল সময় ॥
 হরির সেবক হয় যে সব ব্রাহ্মণ ।
 বিষ্ণুপ্রাণাধিক তারা হয় সর্বক্ষণ ॥
 তাঁদের চরণধূলি করিবা স্পর্শন ।
 বহুক্ষরা দেবী সরা স্পর্শবিত্ত হন ॥
 তীর্থমাঝে যত পাপ বিরাজিত রয় ।
 ব্রাহ্মণের স্পর্শমাঝে সব নষ্ট হয় ॥
 হরিভক্ত বিপ্রসহ আলাপ যে করে ।
 আলিঙ্গন করে যেই সতত অস্তরে ॥
 তাহার উচ্ছ্রিক্ত যেই করয়ে ভোজন ।
 সর্বপাপ হ'তে মুক্ত হয় সেই জন ॥

সমুদয় তীর্থ-স্নানে যেই ফল হয় ।
 ভক্ত-বিপ্র-দর্শনেতে সেই ফলোদয় ॥
 হরিরে নিবেদি অন্ন যে সব ব্রাহ্মণ ।
 সেই অন্ন ভক্তিভরে করয়ে ভোজন ॥
 তাদের উচ্ছ্রিক্ত অন্ন ভোজন করিলে ।
 সর্বপাপ দূরে যায় হরিদাস্ত মিলে ॥
 হরি প্রতি অন্নজল না করি অর্পণ ।
 যেই জন ভ্রমবশে করয়ে ভোজন ॥
 বিষ্ঠা-মূত্র সম তার অন্নজল হয় ।
 দেবগণ তার প্রতি সদা রুষ্ট রয় ॥
 হরি প্রতি অন্ন যেই না করে অর্পণ ।
 দেবান্নভোজক সদা হয় সেই জন ॥
 আগার বচন তুমি শুন মহারাজ ।
 ব্রাহ্মণেরে সব দ্রব্য দান কর আজ ॥
 বিপ্রের যদি নাহি দাও দ্রব্য-সমুদয় ।
 ভগ্নীভূত হবে সব নাহিক সংশয় ॥
 এক দেবতার যদি করহ পূজন ।
 অসম্ভব হবে তবে অল্প দেবগণ ॥
 সকল দেবতা যদি অসম্ভব হয় ।
 ইন্দ্র তবে কি করিবে কহ মহাশয় ॥
 গোবর্দ্ধন মহীধর আছে মনোহর ।
 তার ভুল্য কেহ নহে পৃথিবী ভিতর ॥
 গাভীগণে নব নব ভূণ করে দান ।
 তাহার সমান কেহ নহে পুণ্যবান ॥
 দ্রব্য যত দান কর সেই গোবর্দ্ধনে ।
 সর্বশ্রেষ্ঠ হবে তাহা ভাবি দেখ মনে ॥
 ব্রাহ্মণভোজন ব্রত তপঃ তীর্থ-স্নান ।
 হরিসেবা উপবাস আর মহাদান ॥
 এই সব পুণ্য কার্যে যেই ফল হয় ।
 গো-সেবা করিলে হয় সেই ফলোদয় ॥
 গোগণের অঙ্গে রাজে দেবতা সকল ।
 চরণেতে তীর্থরাজি রহে অবিরল ॥
 গোম্পদ-চিহ্নিত মাটি ল'য়ে কোন জন ।
 ভক্তিভরে করে যদি তিলক-রচন ॥

তীর্থ-স্থান ফল লাভ হয় অনিবার ।
 চিরদিন পদে পদে জয় হয় তার ॥
 যেই স্থানে গাভীগণ করে অবস্থান ।
 সেই স্থান হয় নিত্য তীর্থের সমান ॥
 যদি কেহ সেই স্থানে প্রাণত্যাগ করে ।
 মুক্তিলাভ করে সেই পৃথিবী-ভিতরে ॥
 গাভীরে আঘাত করে যেই মূঢ় জন ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয় সে তখন ॥
 গাভী আর ব্রাহ্মণেরে যে করে নিধন ।
 কালসূত্র নরকেতে কবে সে গমন ॥
 যতদিন চন্দ্র সূর্য রহে বিद्यমান ।
 ততদিন নরকে সে করে অবস্থান ॥
 এইরূপে নন্দরাজে কহিয়া তখন ।
 যোনী হ'বে রহিলেন কৃষ্ণ-সনাতন ॥
 অ'নন্দিত হ'বে তবে নন্দ নরপতি ।
 হস্ত করি কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
 মহেন্দ্রের এই পূজা পুরুষানুগত ।
 স্মৃষ্টির তবে যোরা করি অবিরত ॥
 স্মৃষ্টি হইতে হয় শস্য মনোহর ।
 সেই শস্যে জীবগণ বাঁচে নিরন্তর ॥
 বৎসরান্তে সেই জন্তু সৃষ্টির কারণ ।
 মহেন্দ্রের পূজা করে ব্রহ্মবাসিগণ ॥
 এইরূপ পিতৃবাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 হস্ত করি কহিলেন কৃষ্ণ-সনাতন ॥
 হস্তকর কথা তুমি কহ মহারাজ ।
 অতীব বিচিত্র কথা শুনিলাম আজ ॥
 ইন্দ্র হ'তে বৃষ্টি হয় কে কহে তোমায ।
 তোমার বচন শুনি হাসি আর পায ॥
 এরূপ অশ্রাব্য বাক্য না কহিও আর ।
 পণ্ডিতগণের বাক্য শুন এইবার ॥
 তোমার সভার মাঝে পণ্ডিতেরা আছে ।
 এ বিষয় প্রশ্ন কর তাহাদের কাছে ॥
 ইন্দ্র হ'তে বৃষ্টিপাত হয় কি না হয় ।
 পণ্ডিতেরা এই কথা করুক নির্ণয় ॥

শুন শুন পিতঃ তুমি আমার বচন ।
 ইন্দ্র হ'তে বৃষ্টি নাহি হয় কদাচন ॥
 সূর্য্য হ'তে জল সদা সমুৎপন্ন হয় ।
 সেই জলে জন্ম লয় শস্য-সমৃদ্ধয় ॥
 শস্য হ'তে অন্ন হয় শুন হে রাজন ।
 সেই অন্নে জীব করে জীবন ধারণ ॥
 কালে সূর্য্য সেই জল গ্রাস ক'রে লয় ।
 সেই জলে সৃষ্ট হয় মেঘ-সমৃদ্ধয় ॥
 শুন শুন পিতঃ তুমি আমার বচন ।
 সূর্য্য মেঘ আদি সব বিধির সৃজন ॥
 তে'ষ্যুক্ত জলধর গজ ও সাগর ।
 বায়ু শস্তাধিপ মন্ত্রী শুন নৃপবর ॥
 জলাদ্রক শস্য তৃণ যাহা কিছু আছে ।
 সমস্তই একমাত্র বিধি সৃজিয়াছে ॥
 হস্তী নিজ শুণ্ডে জল করিয়া গ্রহণ ।
 জলধরে সেই জল করে সর্পণ ॥
 বায়ুতে চালিত হয় সেই জলধর ।
 বৃষ্টিধারা দান করে পৃথিবী ভিতর ॥
 সকল ঘটনা ঘটে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ।
 সামবেদ-উক্ত কথা কহিলু তোমায ॥
 ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান যত ।
 বিধির সৃজন সব হয় অবিরত ॥
 ক্ষুদ্রে ও মহৎ কার্য্য যত কিছু আছে ।
 বিধির সৃজন তাহা কহি তব কাছে ॥
 শ্রীহরির আজ্ঞা পেবে বিধি নিরন্তর ।
 সৃজন করেন এই বিশ্ব-চবাচর ॥
 অগ্রে ভক্ষ্য, তারপর জন্মে জীবগণ ।
 স্রুৎ দুঃখ ভোগে জীব কষ্টের কারণ ॥
 যাতনা মরণ রোগ জন্ম শোক ভয় ।
 বিপদ আপদ আর পাপ-সমৃদ্ধয় ॥
 বিদ্যা ও কবিদ্বয় যশ পুণ্য মুক্তি আদি ।
 জ্ঞান ভক্তি হরিদাস্য অষণ ইত্যাদি ॥
 স্বর্গেতে বসতি আর নরকে গমন ।
 জীব কর্ম্মফলে সব ঘটে অনুক্ষণ ॥

পরম ঈশ্বর হন কর্মফল-দাতা ।
 সবার ঈশ্বর তিনি সবার বিধাতা ॥
 বিরাট পুরুষ যিনি অনন্ত মহান্ ।
 ভ্রম্ভা হ'তে তৃণ যিনি করিলা নির্মাণ ॥
 প্রকৃতি ভ্রম্ভাণ্ড আদি যাঁহার সৃজন ।
 জগতের প্রাণ যিনি জীবের জীবন ॥
 যাঁহার আজ্ঞায় চলে বিশ্ব চরাচর ।
 নিরন্তর হন যিনি বিশ্বের ঈশ্বর ॥
 যাঁহার আজ্ঞায় অগ্নি করিছে দহন ।
 জীবমাঝে মৃত্যু সদা করে বিচরণ ॥
 যাঁহার আজ্ঞায় বৃক্ষ ফলপূর্ণ হয় ।
 যাঁহার আজ্ঞায় ফোটে পুষ্প সমুদয় ॥
 পরম ঈশ্বর যিনি হরি সনাতন ।
 সেই ভগবানে ভূমি করহ ভজন ॥
 যাঁহার ভ্রম্ভঙ্গি মাঝে শত ভ্রম্ভা হয় ।
 যাঁহার আজ্ঞায় হয় সৃষ্টি ও প্রলয় ॥
 মৃত্যুর ঈশ্বর যিনি কালের বিধাতা ।
 বিধির ঈশ্বর যিনি কর্মফলদাতা ॥
 তাঁহার শরণ ভূমি লও হে রাজন্ ।
 তোমাতে রক্ষিবে সদা হরি সনাতন ॥
 যাঁহার নিমেষমাঝে ভ্রম্ভার পতন ।
 তাঁরে ছাড়ি কেন কর ইন্দ্রের পূজন ॥
 এই কথা বলি কৃষ্ণ মৌনী হ'য়ে রয় ।
 ধন্য ধন্য করে যত মুনি সমুদয় ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ নরপতি ।
 সভামাঝে হইলেন আনন্দিত অতি ॥
 আনন্দাশ্রু বারে তার দুই নেত্র দিয়া ।
 পুলকেতে রোমাঞ্চিত হয় তার হিয়া ॥
 পিতা যদি পুত্র হ'তে পরাজিত হয় ।
 অতি আনন্দিত হয় পিতার হৃদয় ॥
 কৃষ্ণের আজ্ঞায় শেষে নন্দ নরপতি ।
 স্বস্তি বাক্য কহিলেন তুষ্ট হ'য়ে অতি ॥
 সকলেরে নন্দরাজ্য করিয়া বরণ ।
 গোবর্দ্ধন পর্বতের করিলা পূজন ॥

মুনি বুধ বিপ্র গাভী পূজি অতঃপর ।
 বহ্নিদেবে পূজা করে নন্দ নৃপবর ॥
 বাজিল মঙ্গল বাত্ৰ অতি মনোহর ।
 শঙ্করব চারিধারে উঠিল স্তম্বর ॥
 জয় জয় শব্দ উঠে হরিশ্রবনি হব ।
 চণ্ডী বেদ পাঠ করে মুনি সমুদয় ॥
 কংসের সচিব ডিগ্ভী স্তম্ভুর স্বরে ।
 মঙ্গলজনক কত স্তোত্র পাঠ করে ॥
 অশ্রু দিব্য মূর্তি কৃষ্ণ করিয়া ধারণ ।
 শৈলের উপরে গিয়া করে আরোহণ ॥
 তারপর নন্দরাজে সম্বোধিয়া কয় ।
 আমি গোবর্দ্ধন শৈল শুন মহাশয় ॥
 তোমার নৈবেদ্য আমি করি নু গ্রহণ ।
 আমার নিকটে বর করহ প্রার্থন ॥
 নন্দেদে সম্বোধি কৃষ্ণ কহিলা তখন ।
 ওই দেখ গোবর্দ্ধন করে আগমন ॥
 তোমার সম্মুখে শৈল উপস্থিত হয় ।
 তাহার নিকটে বর চাহ মহাশয় ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ নরপতি ।
 বর চাহে শৈলরূপী ভগবান্ প্রীতি ॥
 একান্তই বর যদি দিবে শৈলরাজ ।
 হরি প্রীতি দাস্ত ভক্তি দাও ভূমি আজ ॥
 গোবর্দ্ধনরূপী কৃষ্ণ করি বর দান ।
 নৈবেদ্য ভোজন করি করিলা প্রস্থান ॥
 অনন্তর গোপরাজ আনন্দিত মনে ।
 ভোজন করায় যত মুনি বিপ্রগণে ॥
 তারপর সকলেরে প্রশমিয়া পাষ ।
 রামকৃষ্ণ সহ নন্দ ভবনেতে যায় ॥
 শুনিয়া এতেক কথা দেবর্ষি নারদ ।
 নারায়ণ প্রীতি বলে ভাবে গদগদ ॥
 কৃষ্ণের মহিমা প্রভু অপার বিস্তার ।
 ভ্রম্ভাণ্ডমাঝারে তাঁর লীলা বোঝা ভার ॥
 ইন্দ্রকে বঞ্চনা করি দেব জনার্দন ।
 গোবর্দ্ধন-রূপে ভোজ্য করিল গ্রহণ ॥

কহ দেব কৃপা করি পরে কি ঘটিল ।
ইন্দ্রপ্রতি অবজ্ঞার কি ফল ফলিল ॥
নারদের বাক্য শুনি বলে নারায়ণ ।
শুন শুন মুনিবর অপূর্ব ঘটন ॥
কৃষ্ণের আদেশে নন্দ পূজে গোবর্দ্ধনে ।
এই কথা দেবরাজ শুনিল শ্রবণে ॥
আপনার নিন্দা শুনি দেব পুরন্দর ।
মহাক্রোধে অঙ্গ তার কাঁপে থরথর ॥
বায়ু আর মেঘ ল'য়ে আরক্ত লোচনে ।
বৃন্দারণ্যে আসে ইন্দ্র রথ-আরোহণে ॥
ভয়ঙ্কর মূর্তি তাব ভীষণ দর্শন ।
ক্রোধেতে পরুষ কণ্ঠে কহিল বচন ॥
শোন মূর্খ ব্রজবাসী বিপথ-পথিক ।
কি কার্য করিলে চিন্তা নাহি দিষিদি ক ॥
পিতৃপিতামহগণ তব পূজিল আমারে ।
আমার কৃপায় শস্ত্র সবার আগারে ॥
তোমাদের পূজা লভি প্রসন্ন অন্তরে ।
জল বৃষ্টি দেই তব মঙ্গলের তরে ॥
অবহেলা কর মোরে বৃদ্ধিতে কাহার ।
যাগযজ্ঞে পূজা কর্মে কর অনাচার ॥
দেবতায় উপেক্ষিয়া পূজিছ পাথরে ।
দেবের অকৃপা হ'লে পড়িবে পাথারে ॥
কৃত কর্মফল ভোগ অবশ্য লভিবে ।
অনাচারী পাগী সব নিশ্চিত ভুগিবে ॥
শিশুবৃদ্ধি নন্দহৃত হরি ভাব তারে ।
মূর্খ সব, তাই তারে পূজ অহঙ্কারে ॥
কৃষ্ণ কত শক্তি ধরে দেখ আজি তায় ।
ভাসাইব বৃন্দাবন বৃষ্টির ধারাষ ॥
অস্ত্র অস্ত্র দেবগণ কুপিত অন্তরে ।
ইন্দ্রের সহিত সবে আসিল সত্বরে ॥
ভয়ঙ্কর বায়ু-শব্দে নন্দ হয় ভীত ।
মেঘের শব্দেতে সবে হইল শঙ্কিত ॥
দেবগণ মুহমূহঃ ছাড়িছে হুঙ্কার ।
সমুদ্র নগরাদি কাঁপে বারংবার ॥

নীতি-শাস্ত্রবিশারদ নন্দ নরপতি ।
সম্বোধিয়া কহিলেন পত্নীদের প্রতি ॥
যশোদা রোহিণী শুন আমার বচন ।
রামকৃষ্ণ ল'য়ে সবে করহ গমন ॥
শিশু আর নারী যত কর পলায়ন ।
আমার নিকটে শুধু থাক গোপগণ ॥
বিপদ বুরিলে পরে আমরা তখন ।
নগর হইতে সবে করিব গমন ॥
এই কথা বলি সবে নন্দ নরপতি ।
হরিরে স্মরণ করে ভীত হ'বে অতি ॥
তারপর যুক্ত করে অতি ভক্তিতরে ।
নন্দ নরপতি স্তব করে পুরন্দরে ॥
হরনাথ হরপতি ইন্দ্র পুরন্দর ।
অদিতিজ সহস্রাক্ষ দেবেন্দ্রপ্রবর ॥
দেবরাজ তুমি দেব, ওহে দয়াধার ।
শিশুমতি নাহি জানে আমার কুমার ॥
দয়া করি ক্ষম নাথ কিঙ্করের দোষ ।
সমুচিত নহে প্রভু দাস প্রতি রোষ ॥
না বুঝিয়া ওহে প্রভু আমার নন্দন ।
করিয়াছে দোষ, ক্ষম সহস্রলোচন ॥
আমারে কবিষা ক্ষমা রক্ষ গোপগণে ।
তোমারে অর্চিবে সবে ঐকান্তিক মনে ॥
এইরূপ স্তব যবে করে নরপতি ।
কুপিত হইয়া কৃষ্ণ কন তার প্রতি ॥
হেরিতেছি পিতঃ তুমি ভীকু অতিশয় ।
সম্মুখে থাকিতে আমি কিবা তব ভয় ॥
অমূলক ভয় তব কর পরিহার ।
আমি বিত্তমানে আছে কি ভয় তোমার ॥
ইচ্ছা যদি করি আমি শুন পিতঃ তবে ।
ক্ষণাঙ্ক-মধ্যেতে সব ভস্মীভূত হবে ॥
ভয়াতুর যত সব শিশু গাভী ল'য়ে ।
গোবর্দ্ধন গুহা মাঝে যাও হে নির্ভয়ে ॥
তব সাথে নাবীগণ করুক গমন ।
সকলেই আমি আজ করিব রক্ষণ ॥

কৃষ্ণের বচন শুনি ভুট হ'য়ে অতি ।
 সেই মত কার্য্য করে নন্দ নরপতি ॥
 অনায়াসে তারপর কৃষ্ণ-সনাতন ।
 বামহস্ত দ্বাৰা শৈল করে উত্তোলন ॥
 ছফার করিয়া বহে বায়ু ভবঙ্কর ।
 ঘোরতর কৃষ্ণ মেঘে ছাইল অম্বর ॥
 মুহূৰ্হঃ বজ্র পড়ে শিলাবৃষ্টি হয় ।
 ভবঙ্কর উদ্ধাপাত হয় অতিশয় ॥
 মেঘেতে ঢাকিল সূর্য্য অতি অন্ধকার ।
 বজ্রের গর্জনে কান পাতা হ'ল ভার ॥
 শন্ শন্ বহে বায়ু বেগ স্প্রবল ।
 বৃক্ষ হ'তে পড়ি বায়ু বিহগ সকল ॥
 ঘন ঘন পড়ে বজ্র পর্ব্বত উপর ।
 পড়িয়া আপনি ফাটে অক্ষত ভূধর ॥
 ইন্দ্রের উত্তম ব্যর্থ হয় বারে বারে ।
 গোবর্ধন শৈলে কিছু না করিতে পারে ॥
 অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'য়ে দেব পুরন্দর ।
 বজ্র হাতে শৈল পানে আসিল সত্বর ॥
 দ্বীপটি-অস্থিতে এই বজ্র বিনির্ম্মিত ।
 বজ্র হেরি ভগবান্ হাসে অবিরত ॥
 ত্রিভুবন-নাথ যিনি বিশ্বের ঈশ্বর ।
 তাঁরে কি করিতে পারে তুচ্ছ পুরন্দর ॥
 বায়ু আর বজ্র মেঘ স্তব্ধ হ'বে রয় ।
 নিজে দেব পুরন্দর তন্দ্রাপ্রাপ্ত হয় ॥
 কৃষ্ণময় হেরে ইন্দ্র সমস্ত ভুবন ।
 চারিদ্বারে কৃষ্ণমূর্ত্তি হেরে অনুক্ষণ ॥
 ত্রিভুজ মুরলীধারী কৃষ্ণ-সনাতন ।
 পরিধানে গীতবাস অতি হৃদদর্শন ॥
 রত্ন-অলঙ্কার শোভে সর্ব্ব অঙ্গে তাঁর ।
 চন্দন-চর্চিত অঙ্গ অতি চমৎকার ॥
 উপবিষ্ট ভগবান্ রত্ন-সিংহাসনে ।
 প্রসন্ন বদনে সদা হাসে ক্ষণে ক্ষণে ॥
 চতুর্দিকে এইরূপ করিয়া দর্শন ।
 মুচ্ছিত হইয়া পড়ে দেবেন্দ্র তখন ॥

চেতন পাইয়া পরে দেব পুরন্দর ।
 শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্ততি করিল বিস্তর ॥
 উজ্জ্বল সহস্রদল পদ্ম জ্যোতির্ম্ময় ।
 মহা শ্রীপুরন্দর হেরে সে সময় ॥
 তাহার মাঝারে ইন্দ্র করিল দর্শন ।
 অপকপ শ্যামরূপ ভুবনমোহন ॥
 কর্ণগুলে বিরাজিত মকর কুণ্ডল ।
 মস্তকে শোভিছে তাঁর কিরীট উজ্জ্বল ॥
 কোন্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ।
 কেশুর নুপূর শোভে অতি চমৎকার ॥
 সেই অপকপ রূপ করিয়া দর্শন ।
 যুক্তকরে দেবরাজ কহিলা তখন ॥
 তুমি প্রভু জগদীশ নিত্য নিরাকার ।
 জ্যোতিরূপ সনাতন তুমি সারাংশার ॥
 অক্ষয় পরমব্রহ্ম তুমি ইচ্ছাময় ।
 গুণাতীত তুমি প্রভু সকল সময় ॥
 তব অন্ত কোন দিন কেহ নাহি পায় ।
 কেমন করিয়া প্রভু বর্ণিব তোমার ॥
 ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর ।
 ভক্তবাহু্যাকল্পতরু হও নিরন্তর ॥
 শুক্ল রক্ত পীত শ্যাম নানা বর্ণ ধরি ।
 যুগে যুগে বিরাজিত হও তুমি হরি ॥
 সত্যযুগে শুক্লপক্ষে শরীর তোমার ।
 ত্রেতাযুগে ধারণ কর কুঙ্কম আকার ॥
 দ্বাপরেতে গীতবর্ণ তব কলেবর ।
 কলিকালে শ্যামরূপ অতি মনোহর ॥
 নবীন-নীরদ-সম শরীর তোমার ।
 নন্দের নন্দন তুমি জানি অনিবার ॥
 যশোদা-জীবন তুমি প্রভু সবাংকার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 গোপীদের চিত্তচোর তুমি সনাতন ।
 রাধিকার প্রাণাধিক হও অনুক্ষণ ॥
 বিনোদ মুরলীধরনি কর চমৎকার ।
 সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তব রত্ন-অলঙ্কার ॥



অনায়াসে তাবপৰ কক্ষ স্নাতন ।
বাম হস্তদ্বাৰা শৈল কৰে উত্তোলন ॥

পৃষ্ঠা—৪৬৬

কোটিকন্দর্পের সম সৌন্দর্য তোমার ।
তোমার চরণে আমি নমি বারবার ॥
রাধাসহ ক্রীড়া প্রভু কর বৃন্দাবনে ।
রাসলীলা কর ভূমি গোপীদের সনে ॥
রাধিকা তোমার বক্ষে করে অবস্থান ।
রাধার ঈশ্বর তুমি কৃষ্ণ ভগবান ॥
জলক্রীড়া কর প্রভু রাধিকার সনে ।
কবরী বন্ধন কভু কর হৃৎমনে ॥
অলক্তক কভু কর রাধা-পায়ে দান ।
রাধিকা-অধরস্থ কভু কর পান ॥
রাধা-পানে চাহ কভু কটাক্ষ নয়নে ।
রাধা-গলে মালা দাও আনন্দিত মনে ॥
বিপ্রপত্নী-দত্ত অন্ন করহ ভোজন ।
গোপীদের বস্ত্র কভু করহ হরণ ॥
কখনো বা মিলি তুমি সঙ্গিগণ সনে ।
তার কল খাও সবে আনন্দিত মনে ॥
কালিঘনাগেরে তুমি করিলে দমন ।
সঙ্গিগণ সহ কভু কর গোচারণ ॥
মধুব যুরলীধনি কর অনিবার ।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
ভয়ে ভয়ে এই স্তব করি অবিরাম ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে ইন্দ্রে করিল প্রণাম ॥
ব্রজোহর সহ যবে ইন্দ্রে করে রণ ।
এই স্তোত্র গুরু তারে করিল অর্পণ ॥
ব্রহ্মাদেবে এই স্তোত্র কৃষ্ণ করে দান ।
সনৎকুমার পরে ব্রহ্মা হ'তে পান ॥
সনৎকুমার হ'তে পান বৃহস্পতি ।
বৃহস্পতি দান করে ইন্দ্রদেব প্রীতি ॥
ভক্তিতরে এই স্তোত্র যে করে পঠন ।
শ্রীহরির দাস্য লাভ করে সেই জন ॥
ইন্দ্রকৃত এই স্তোত্র যে করে শ্রবণ ।
কৃষ্ণপদে ভক্তিলাভ করে সেই জন ॥
হরির দাস্য পায়, ভক্তি-লাভ হয় ।
জরা-মৃত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয় ॥

যমালয় কভু সেই না করে দর্শন ।
যমদূত কভু তারে না করে স্পর্শন ॥
দেবেশ্বের স্তব শুনি কৃষ্ণ ভগবান ।
আনন্দিত হ'য়ে তারে করে বর দান ॥
হরিরে প্রণমি ইন্দ্রে যায় ত্বর করি ।
পর্বতেরে যথাস্থানে স্থাপিলেন হরি ॥
পর্বত-গুহার মাঝে যারা যারা ছিল ।
ভয়হীন হ'য়ে সবে পুনঃ বাহিরিল ॥
সকলে বুবিল কৃষ্ণ ক্ষুদ্রে শিশু নয় ।
পরম ঈশ্বর তিনি নিত্য খেচ্ছাময় ॥
সকলেরে সাথে করি কৃষ্ণ ভগবান ।
আপন ভবন প্রীতি করিল গ্রন্থান ॥
অনন্তর নন্দ রাজা আনন্দে মগন ।
পুত্ররূপী পূর্ণব্রজে করিল স্তবন ॥
শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেব কৃপা-অবতার ।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী কৃষ্ণ সনাতন ।
গোবিন্দরূপেতে তুমি কর বিচরণ ॥
কেমনে বর্ণিব আমি মহিমা তোমার ।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
পরমাত্মা তুমি প্রভু ব্রহ্মাণ্ড-আধার ।
তোমারে প্রণাম আমি করি বারবার ॥
সবার কারণ তুমি সাক্ষী সবারকার ।
নির্লিপ্ত নিশ্চল তুমি নিত্য নিরাকার ॥
যোগীদের ধ্যানসাধ্য সূক্ষ্মের স্বরূপ ।
যুগে যুগে ধর তুমি নব নব রূপ ॥
গুরু রক্ত পীত শ্যাম তব দেহ হয় ।
তোমার বন্দনা করে দেব সমুদয় ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভজে অবিরাম ।
তোমার চরণে আমি করিহু প্রণাম ॥
তোমাতে সমস্ত স্তম্ভ আছে বিদ্যমান ।
ভক্ত-বাহ্যাকল্পতরু তুমি ভগবান ॥
যোগী তুমি যোগরূপী তুমি যোগীশ্বর ।
সিদ্ধদের গুরু তুমি হও নিরন্তর ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যাঁর স্তবেতে অক্ষয় ।
 কেমনে তাঁহার স্তবে হইব সঙ্গম ॥
 অনন্ত যাঁহার কভু অন্ত নাহি পায় ।
 যাঁহার স্তবনে ধর্ম সাগর্য হারায় ॥
 কার্তিকেয় বিধি আর দেব লম্বোদর ।
 যাঁর স্তবে শক্তিহীন হয় নিরন্তর ॥
 সনকাদি স্ততিবাদে সগর্য না হয় ।
 কপিল অক্ষয় হয় সকল সময় ॥
 যাঁর স্তবে শক্তিহীন নরনারাগণ ।
 কেমনে তাঁহারে আমি করিব স্তবন ॥
 ভূমি প্রভু দোবন্ধু কি কহিব আর ।
 ভূমি পরাৎপর প্রভু ভূমি সারাৎসার ॥
 তব স্তবে শক্তিহীনা লক্ষ্মী সরস্বতী ।
 তোমাতে বন্দিতে নারে রাধিকা শ্রীমতী ॥
 পরিপূর্ণতম ভূমি কৃষ্ণ সনাতন ।
 কেমনে তোমাতে আমি করিব বন্দন ॥
 কত শত অপরাধ আমি ফণে ফণে ।
 করিয়াছি ভগবন্ তোমার চরণে ॥
 সব অপরাধ ভূমি ক্ষম ভগবান্ ।
 এ ভব-সাগর হ'তে কর পরিত্রাণ ॥
 পুত্ররূপে আসিরাছ গৃহেতে আমার ।
 দাতা ভক্তি দান কর চরণে তোমার ॥
 কৃপাসিঞ্চো দীনবন্ধো কৃপা-অবতার ।
 শুদ্ধা ভক্তি দাও প্রভু চরণে তোমার ॥
 অভয় প্রদান কর প্রভু সনাতন ।
 তোমার চরণে যেন রহে যোর মন ॥
 ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ মুক্তি-চরুভয় ।
 চরণ-সেবার কাছে তুচ্ছ অতিশয় ॥
 ইন্দ্রদেব বাসনা নাহি স্বর্গ নাহি চাই ।
 তোমার চরণ যেন পূজি সর্বদাই ॥
 অমরত্ব সিদ্ধি লাভ যত কিছু আছে ।
 অতিশয় তুচ্ছ তব পদসেবা কাছে ॥
 ভক্তদের কাছে ভূমি রহ অগুণকণ ।
 ভক্ত-বাৎসল্যকল্পতরু পতিতপাবন ॥

তোমার ভক্তের সঙ্গ করে যেই জন ।
 মার্গক জনন তার সফল জীবন ॥
 ভূমি প্রভু সত্য আর অনিত্য সকল ।
 সেবন করিব তব চরণ-যুগল ॥
 ভক্তির অঙ্গুর যার জন্মে একবার ।
 ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি তাহা পায় অনিবার ॥
 ক্রমে ক্রমে সেই ভক্তি বৃক্ষরূপ ধরে ।
 হরিদাস্তরূপ তাহা ফল দান করে ॥
 অগতির গতি ভূমি কি কহিব আর ।
 দাসত্ব প্রদান কর চরণে তোমার ॥
 অগ্নিহাতি ঐশ্বর্যেতে স্পৃহা কিছু নাই ।
 সিদ্ধিবোগ মুক্তি-জ্ঞান কিছু নাহি চাই ॥
 অমরত্ব অভিলাষ নাহি কদাচন ।
 ধ্যান যেন করি সদা তোমার চরণ ॥
 সালোক্য সামীপ্য সার্থি সারূপ্য মুক্তি ।
 নাহি চাই, শুধু চাই তব পদে মতি ॥
 যেজন তোমার দাস হয় একবার ।
 ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥
 এইরূপ স্তব নন্দ করে অতিশয় ।
 ভগবান্ দান করে প্রার্থিত বিষয় ॥
 নন্দকৃত এই স্তোত্র যে করে শ্রবণ ।
 কৃষ্ণপদে ভক্তি লাভ করে সেই জন ॥
 হরির দাসত্ব পায়, মুক্তি লাভ হয় ।
 জরা-মৃত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয় ॥
 বিদূরিত হয় বিঘ্ন, শাস্তি পায় মনে ।
 অন্তিমে বাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা শ্রবণ সমান ।
 শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥
 সব ছুঃখ ঘুচে যায়, দুঃখ হয় ভয় ।
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুশ্রবণ ॥
 তাপদগ্ন নরনারী মঙ্গলের তরে ।
 পূরণ শ্রবণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
 অসার সংসারে দিন বৃথা কাটে হার ।
 ভুলিবা রয়েছে তবে বিষ্ণুর মায়া ॥

মোহনিদ্রা হ'তে সব কর জাগরণ ।
একমনে ভজ্য ভাই শ্রীহরিচরণ ॥
হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয় ।
কৃষ্ণনাম কর জীব সকল সময় ॥
ভক্তবাক্যাকল্পতরু হরি সনাতন ।
ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার ।
এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অব্যাবস্থিত অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্বিংশ অধ্যায়

ধেনুক-বধ এবং ধেনুক-কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র ।

নারায়ণ বলে ওহে নারদ স্রজন ।
গিরিগোবর্দ্ধন কথা করিলে শ্রবণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা খেলা অনন্ত অপার ।
তাহার মহিমা বোঝে হেন সাধ্য কার ॥
জানিবার আর কিছু থাকে যদি মনে ।
জিজ্ঞাসা করহ সাধ মিটাব এক্ষণে ॥
মনে মনে বন্দি তবে নারায়ণপদ ।
সবিনয় বাক্যে বলে দেবর্ষি নাবদ ॥
দয়াময় প্রভু তুমি কৃপা পারাবাব ।
শুনিতে পাইনু কথা কৃপায় তোমার ॥
ইন্দ্রের হবিষ্য দর্প কৃষ্ণ জনার্দন ।
কি কার্য্য সাধেন বল প্রভু নারায়ণ ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
একদিন গোচারণে যান সনাতন ॥
মনস্থখে বনমাঝে সঙ্গী সাথে ল'য়ে ।
কৃষ্ণ বলরাম দৌহে আনন্দিত হ'য়ে ॥
ভ্রমিষা বেড়ান স্থখে বনের ভিতর । -
সঙ্গী সাথীদের পূর্ণ আনন্দ অন্তর ॥
যখনার ভীষ ধরি ল'য়ে ধেনুদল ।
খেলিতে খেলিতে তারা আসে তালতল ॥

কেহ বা গাইছে গান, বাজায় বাঁশরী ।
কেহ বা আনন্দে পড়ি দেখে গড়াগড়ি ॥
লুকাইছে কেহ কেহ খুঁজিছে তাহাকে ।
অনুসরি ধেনু শব্দ হান্সা বলি ডাকে ॥
এইভাবে দ্বিপ্রহরে সূর্যের কিরণে ।
প্রবল তৃষ্ণায় ক্লান্ত গোপশিশুগণে ॥
হেথা ছিল তালগাছে গোটা গোটা তাল ।
তাহা দেখি মহানন্দে নাচে শিশুপাল ॥
কেহ বা চড়িল গাছে, কেহ তাল ফেলে ।
কেহ বা কুড়ায় তাহা অতি কুতূহলে ॥
সবে মিলি মহানন্দে তালফল খায় ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলের দূব হ'বে যায় ॥
বিরামে তালের বন সম্মুখেতে রয় ।
তথায় যাইতে কিন্তু মনে জাগে ভয় ॥
ধেনুক নামেতে এক দৈত্য ভয়ঙ্কর ।
সেই তালবন রক্ষা করে নিরন্তর ॥
পর্বত-সমান তার কলেবর হয় ।
কূপভূল্য স্রগভীর তার নেত্রদ্বয় ॥
পর্বত-গহ্বর-তুল্য বিস্তৃত বদন ।
দন্তরাজি ভয়ঙ্কর বিকট-দর্শন ॥
শত-হস্ত-পরিমিত লোলজিহ্বা তাব ।
কুপের সদৃশ নাভি ভীষণ-আকার ॥
তালবন হেরি সেই বালকের দল ।
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল ॥
শ্রীকৃষ্ণেবে সম্বোধিয়া কহে সঙ্গিগণ ।
শুন শুন প্রাণনখা মোদের বচন ॥
পাড়িয়া আনিতে পারি পক্ষফল যত ।
তালবৃক্ষ ভাঙ্গিবারে পারি ইচ্ছামত ॥
কিন্তু শুন প্রাণাধিক বনের ভিতরে ।
ভয়ঙ্কর দৈত্য এক বন রক্ষা করে ॥
ধেনুক তাহার নাম শুন প্রাণধন ।
দেবের অজেয় সেই অস্তুর ভীষণ ॥
কংসেব প্রধান মন্ত্রী সেই দৈত্য হয় ।
প্রাণিগণে হিংসা করে সকল সময় ॥

এক্ষণে কি করি মোরা কহ সনাতন ।
 যা কহিবে তাই মোরা করিব পালন ॥
 কহিলেন সখাগণে তবে ভগবান্ ।
 কি ভয় যাবৎ আমি আছি বর্তমান ॥
 নির্ভয়েতে সবে মিলি করহ গমন ।
 ভাল ফল পাড়ি সবে করহ ভোজন ॥
 কৃষ্ণের আদেশ পেয়ে সহচরগণ ।
 রুক্ষের শিখরে সবে করে আরোহণ ॥
 মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল ।
 সবে মিলে রুক্ষ হ'তে পাড়ে পক্ষফল ॥
 কেহ রুক্ষ ভঙ্গ করে, কেহ নৃত্য করে ।
 কেহ বা চীৎকার করে শ্রুত্ব অন্তরে ॥
 ভাল ফল সবে যবে করিছে গ্রহণ ।
 ছুটিয়া আসিল দৈত্য ঝড়ের মতন ॥
 চলন্ত পর্বত সম বিরাট দর্শন ।
 উন্নত হস্তীর মত করে গরজন ॥
 লোহিত লোচনদ্বয় অতি ভয়ঙ্কর ।
 বিকট দশনপংক্তি দেখি লাগে ভর ॥
 মহাবলশালী দৈত্য গর্দভ-আকার ।
 ছুটিয়া আসিল দ্বরা করিয়া লুপ্তার ॥
 দৈত্যের আকার হেরি সহচরগণ ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে করিল ক্রন্দন ॥
 কোথা কৃষ্ণ ভগবান্, কোথা দামোদর ।
 আমাদের রক্ষা তুমি করহ সত্ত্বর ॥
 দৈত্য-হাতে আমাদের যায যে জীবন ।
 এস এস রক্ষা কর বিপদবারণ ॥
 হে গোবিন্দ গোপীনাথ দীনবন্ধু হরি ।
 আমাদের রক্ষাতরে এস দ্বরা করি ॥
 হে মাধব কোথা তুমি, কোথা নারায়ণ ।
 তুমি ভিন্ন বিপদেতে রক্ষে কোন জন ॥
 ভক্তবাহুঁকল্পতরু এস সারাৎসার ।
 বিপদ-সাগর হ'তে করহ উদ্ধার ॥
 ভয়-ব্যাকুলিত আজি আমরা সকলে ।
 পড়িয়াছি ভয়ঙ্কর দৈত্যের কবলে ॥

দৈত্যের বিনাশ করি শ্রীমধুসূদন ।
 বিপদ হইতে সবে করহ রক্ষণ ॥
 এইরূপে শিশুগণ কাদিছে যখন ।
 ছুটিয়া আসেন সেথা কৃষ্ণ সনাতনে ॥
 বলদেবে সাথে ল'য়ে আসি সে সম্মুখ ।
 ভয় নাই ভয় নাই সকলেরে কথ ॥
 সহসা কৃষ্ণেরে সেথা করিয়া দর্শন ।
 পুলকিত হ'ল যত সহচরগণ ॥
 ভয় পরিহার করি যত শিশুদল ।
 মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল ॥
 অনন্তর বলদেবে করি সম্মোদন ।
 হ্রমধুর স্বরে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 শুন আৰ্য্য বলদেব, কহি অভ্যেপন ।
 বলিরাজ-পূজ এই দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥
 সাহসিক নাম পূর্বে আছিল তাহার ।
 দুর্ব্বাসার শাপে হয় গর্দভ-আকার ॥
 ইহারে এক্ষণে আমি করিব নিধন ।
 শিশুগণে তুমি আজি করহ রক্ষণ ॥
 বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বচন শুনিয়া ।
 রক্ষাতরে শিশুগণে যায় দূরে নিষা ॥
 যেইমাত্র শিশু সহ যায বলরাম ।
 আচম্বিতে দৈত্যরাজ আসে সেই ঠাম ॥
 মহাবলশালী দৈত্য ভীষণ দর্শন ।
 কৃষ্ণেরে দেখিয়া করে রোষে আফ্রালন ॥
 চরণে মৃত্তিকা খেঁড়ে, করে ঘোর রব ।
 অবনতশিরে আসে অস্তর গর্দভ ॥
 মহাবেগে ধায় সেই ভীষণ অস্তর ।
 কৃষ্ণ বধিবারে ছোটো ভর দিয়া থুর ॥
 রোষে জ্বলে ছই চক্ষু অগ্নির সমান ।
 তাহাকে দেখিয়া বলে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 দুরাত্মা অস্তর ওরে শোন পাপমতি ।
 কপালে আছে রে তোরা অনেক দুর্গতি ॥
 ঋষি-শাপে পেলি তুই গর্দভ-আকার ।
 আমার সকাশে আসি লভিবি সংহার ॥

বুধা আশ্বালন তোর ঘূচাব এখন ।
 করিবে কে রক্ষা তোরে নাহি হেন জন ॥
 অহঙ্কাবমদে ভূই মত্ত অতিশয় ।
 এখনি ঘূচিবে তাহা নাহিক সংশয় ॥
 এত যদি বলে কৃষ্ণ অম্বর ধেনুক ।
 সম্মুখে চলিয়া আসে ফুলাইয়া বুক ॥
 কৃষ্ণেরে উদ্দেশ্য করি বলে পাপাচারী ।
 ঘূচাব তোমার লীলা গোবুলবিহারী ॥
 আমার রক্ষিত বনে তোমাব প্রবেশ ।
 জনমের মত আজি হইবেক শেষ ॥
 কতকাল ধরি এই তালবন মাঝে ।
 সাধ্য নহে কোন জীব হেথায় বিরাজে ॥
 সঙ্গীদল সহ তুমি আইলে হেথায় ।
 নিশ্চিত জানিবে তাহা না যাবে বুধায় ॥
 দীর্ঘকাল পরে পাই স্থখাশ্রয় এমন ।
 কচি কচি গোপশিশু রসনা-লোভন ॥
 ভবেতে অজ্ঞান জীব হেথায় না আসে ।
 মোর নাম শুনিলেই মরিবেক ত্রাসে ॥
 দেব নর গন্ধর্বাদি কোন প্রাণধারী ।
 হেথায় আসিলে আমি নিশ্চিত সংহারি ॥
 তুমি হেথা সঙ্গী ল'য়ে খাও তালফল ।
 অবিলম্বে বুঝিবেক কৃতকর্ম-ফল ॥
 এত বলি দৈত্যবর শ্রীকৃষ্ণে ধরিল ।
 কৃষ্ণ তার হাত ছাড়ি যুক্তি লভিল ॥
 আর বার আসে দৈত্য লঙ্কারি বিক্রমে ।
 কৃষ্ণ তারে ভূমে ফেলে অতি পরাক্রমে ॥
 মাটিতে ফেলিবা তাবে কবে নিপীড়ন ।
 দুইজনে আরস্তিল অতি ঘোর রণ ॥
 সহসা ধেনুক উঠি প্রবল বেগেতে ।
 আকস্মিক আক্রমণে ফেলে নন্দমুতে ॥
 প্রস্তুত হইতে তাকে না দিবা সময় ।
 গর্দভ আকৃতি দৈত্য অতি রোষময় ॥
 অনন্তব দানবেন্দ্র অতি ক্রোধ-ভরে ।
 অগ্নিশিখা-সহ আসি কৃষ্ণে গ্রাস করে ॥

ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 তাঁরে গ্রাস করি আজ যায বুঝি প্রাণ ॥
 উগ্রতেজে দম্ভপ্রায় হ'য়ে দৈত্যবর ।
 উদগার করিয়া তাঁরে ফেলিল সত্ত্বর ॥
 উদগীর্ণ শ্রীদনাতনে করিয়া দর্শন ।
 বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে দানব তখন ॥
 পূর্বের বৃত্তান্ত আসে স্মৃতিপথে তার ।
 কৃষ্ণেরে ঈশ্বর বলি জানিল এবার ॥
 অনন্তর দানবেন্দ্র অতি ভক্তি-ভরে ।
 স্তবন করিল সেই পরম ঈশ্বরে ॥
 তুমি প্রভু দয়াময় কি কহিব আর ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 বামনের যুক্তি তুমি করিয়া ধারণ ।
 মোর পিতা বলিরাজে করিলে দমন ॥
 সবার ঈশ্বর তুমি পতিতপাবন ।
 ভক্তবাঙ্ঘ্যাকরতরু হও অনুক্ষণ ॥
 চুর্কাসার শাপে মোর গর্দভ-আকার ।
 শীঘ্র প্রভু তুমি মোরে করহ সংহার ॥
 চুর্কাসা হুনির বাক্যে শুন সনাতন ।
 তোমার হস্তেতে মোর হইবে নিধন ॥
 জগতের নাথ তুমি কৃপা-অবতার ।
 হৃদর্শন চক্রদ্বারা করহ সংহার ॥
 আমারে উদ্ধার তুমি কর সনাতন ।
 আমারে সদগতি দাও শ্রীমধুসূদন ॥
 বরাহের রূপে কর ধরারে উদ্ধার ।
 হিরণ্যাক্ষ দৈত্যে বধ করিলে আবার ॥
 ভক্ত প্রহ্লাদেদে তুমি করিতে রক্ষণ ।
 হিবণ্যকশিপু দৈত্যে করিলে নিধন ॥
 বেদের উদ্ধার কর মীন অবতারে ।
 অনন্তে আশ্রয় দিলে কৃষ্ণের আকারে ॥
 তব অংশে জন্ম লয় অনন্ত মহান্ ।
 বিখের আধাররূপে করে অবস্থান ॥
 জানকী-উদ্ধার তরে তুমি সনাতন ।
 রামরূপে দশাননে করিলে নিধন ॥

পরিপূর্ণতম তুমি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সবাঁকার বীজরূপে কর অবস্থান ॥
 তুমি নিত্য তুমি সত্য তুমি অদ্বিতীয় ।
 তুমি শান্ত তুমি শ্রেষ্ঠ অনির্বচনীয় ॥
 যশোদার প্রাণধন তুমি সনাতন ।
 নন্দের নন্দন তুমি গোপিকা-জীবন ॥
 রাধিকার প্রাণাধিক তুমি নিরন্তর ।
 অযোনিসম্ভব তুমি পরম ঈশ্বর ॥
 বহুদেবপুঞ্জরূপে করি আগমন ।
 নিরন্তর করিতেছ ভূভার-হরণ ॥
 দৈবকীর দুঃখ তুমি করিলে মোচন ।
 কেমনে মহিমা তব করিব কীর্তন ॥
 কৃপানিধি কৃপাসিন্ধু তোমার কৃপায় ।
 পূতনা রাক্ষসী শেষে মাতৃগতি পায় ॥
 বক কেশী প্রলম্বেরে করিলে উদ্ধার ।
 আমারে উদ্ধার তুমি কর এইবার ॥
 স্তপ্রসন্ন হও প্রভু হে রাধিকানাথ ।
 তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥
 তুমি প্রভু গুণাভীত, তুমি স্বেচ্ছাময় ।
 সকল ভক্তের তুমি দূর কর ভয় ॥
 পূর্ণব্রহ্মরূপী তুমি কৃষ্ণ স্তমোহন ।
 ভূভার হরণ তরে তব আগমন ॥
 গোলোকের নাথ তুমি কৃষ্ণ জনার্দন ।
 বৈকুণ্ঠের পতি তুমি হরি নারায়ণ ॥
 জন্ম নিলে ভগবান্ বহুদেব-ঘরে ।
 নন্দের ভবনে হরি গেলে তুমি পরে ॥
 মায়াবলে মাতৃগর্ভ বাস্তুপূর্ণ করি ।
 বহুদেব-ঘরে হ'লে আবির্ভূত হরি ॥
 অযোনিসম্ভব তুমি কৃষ্ণ দয়াময় ।
 যুগে যুগে নামভেদ বর্ণভেদ হয় ॥
 প্রথমে ধরিলে তুমি শুভ্র কলেবর ।
 রক্তবর্ণ দেহ তুমি ধর অতঃপর ॥
 তারপর পীতবর্ণ ধরিলে শ্রীহরি ।
 বর্তমানে আসিলে গো কৃষ্ণবর্ণ ধরি ॥

পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি নাহিক সংশয় ।
 একবার তব নামে পুণ্য ফলোদয় ॥
 কৃষ্ণনাম শ্রবিলে ও করিলে শ্রবণ ।
 কোটিক্রম্যাজ্জিত পাপ হব বিনাশন ॥
 কৃষ্ণনাম স্তমধূর স্তমঙ্গলময় ।
 এই নামে লভে মুক্তি জীব সমুদয় ॥
 সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম ।
 ভক্তি আর দাস্তপ্রদ হয় অবিরাম ॥
 যেই স্থানে হব প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ।
 কৃষ্ণের কিঙ্কর সেথা করে আগমন ॥
 স্তরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অনন্ত ইত্যাদি তোমা ভজে নিরন্তর ॥
 মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী ঝাঁরে করেন বন্দনা ॥
 স্থূল হ'তে স্থূলতর শরীর ঝাঁহার ।
 লোমকূপে স্থিত ঝাঁর এ বিশ্ব-সংসার ॥
 সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করে যেই জন ।
 অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন ॥
 অপার নামের গুণ নাহি তার সীমা ।
 পঞ্চানন গান করে নামের মহিমা ॥
 দৈত্যরিপু পীতাম্বর দৈবকীনন্দন ।
 অচ্যুত সর্বেশ্বর হরি বিষ্ণু সনাতন ॥
 সর্বসাধার সর্বগতি রাধিকারমণ ।
 রাধাকান্ত রাধানাথ রাধিকা-জীবন ॥
 পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম রাধা প্রাণেশ্বর ।
 গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ সর্বরূপধর ॥
 গর্দভের জন্ম হ'তে মুক্তি কর দান ।
 আমার সঙ্গতি তুমি কর ভগবান্ ॥
 আমি অতি হীনমতি, অতি পাপাশয় ।
 আমারে উদ্ধার তুমি কর দয়াময় ॥
 আমি তব ভক্ত পুত্র কি করিব আর ।
 কৃপা করি মোরে তুমি করহ উদ্ধার ॥
 ঝাঁহারে বর্ণিতে নারে বেদ-সমুদয় ।
 ঝাঁর স্তবে ব্রহ্মা আদি সমর্থ না হয় ॥

মুনীন্দ্র সকল ধাঁরে বর্ণিবারে নারে ।
 কেমন করিয়া আমি বর্ণিব তাঁহারে ॥
 মোর অভিলাষ পূর্ণ কর দয়াময় ।
 পুনরায় যেন মোর জন্ম নাহি হয় ॥
 ব্রহ্মা আদি তব স্তব করে নিরন্তর ।
 মোর স্তব তাব কাছে অতি হান্ধকর ॥
 পরম ঈশ্বর যিনি কৃপা-অবতার ।
 যোগ্য ও অযোগ্য সব সমান তাঁহার ॥
 এই স্তব করি দৈত্য করে অবস্থান ।
 সন্তুষ্ট হইয়া হাসে কৃষ্ণ ভগবান ॥
 দৈত্যকৃত এই স্তোত্র যে করে পঠন ।
 সেই জন হরিভক্ত হয় আজীবন ॥
 সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি সেই জন পায় ।
 বিচালাভ হয় তার বিশ্ব দূরে যায় ॥
 স্নকবিশ্ব লাভ করে সদা সেই জন ।
 পুত্র আর যশ লাভ করে অনুক্ষণ ॥
 হরির দাসত্ব পায় স্মৃতি লাভ হয় ।
 জরা যত্ন হ'তে তার নাহি কোন ভয় ॥
 ভক্তিশরে এই স্তব যে করে পঠন ।
 শোক মোহ হ'তে মুক্তি পায় সেই জন ॥
 ইহকালে সেই জন শাস্তি পায় মনে ।
 অন্তিম যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥
 দৈত্যের স্তবন শুনি ভাবে সনাতন ।
 কেমনে ভক্তরে আমি করিব নিধন ॥
 স্তবকাবী হরিভক্ত যেই জন হয় ।
 তাহারে নিধন কবা যুক্তিযুক্ত নয় ॥
 তবে যদি কটুবাণী হয় কোন জন ।
 তাহাবে বধিলে দোষ না হয় কখন ॥
 সহসা হইল দৈত্য আপনা বিন্যূত ।
 দুর্কা সরস্বতী হয় কণ্ঠে উপনীত ॥
 হতবুদ্ধি হ'য়ে দৈত্য আরক্ত নয়নে ।
 হরিরে সন্মোখি কহে কঠোর বচনে ॥
 অরে অরে নরশিশো অরে দুর্ভমতি ।
 যনের ভবনে তোরে পাঠাব সম্প্রতি ॥

মরিবার অভিলাষ হইয়াছে তোর ।
 তাই তুই পড়েছিস্ কবলেতে মোর ॥
 পুনরাধ গৃহে ফিরি নাহি যাবি আর ।
 অবৈ অরে দুর্ভ তোরে করিব সংহার ॥
 কংস জরাসন্ধ নহে সমান আমার ।
 মম তুল্য কেহ নাই বিশ্বের মাঝার ॥
 মোর ভয়ে প্রকম্পিত হয় দেবগণ ।
 ভূমণ্ডলে কেবা আছে আমাব মতন ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবতা যাহারা ।
 আমার নিধনে নহে সক্ষম তাহারা ॥
 কি কারণে আজি তোর এত অহঙ্কার ।
 কেন বা আসিলি এই বনের মাঝার ॥
 কমনীয় কাস্তি তব অতি ব্রহ্মদর্শন ।
 কি কারণে দিবি আজ প্রাণ-বিসর্জন ॥
 তোরে না ছাড়িব আজ ওরে দুর্ভ খল ।
 নিজের কার্যের পাবি সমুচিত ফল ॥
 এই কথা বলি দৈত্য কৃষ্ণের তুলিয়া ।
 নিষ্কোপ করিল মহাবলে ঘুরাইয়া ॥
 ভূমিতে পড়িল যবে কৃষ্ণ অকস্মাৎ ।
 বিবাণের দ্বাৰা তাঁরে করিল আবাত ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-স্পর্শে ভাঙ্গিল বিধাণ ।
 কৃষ্ণের গিলিতে দৈত্য হয় আগুণান ॥
 চর্বণ করিতে কৃষ্ণ সমুদ্রত হয় ।
 মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গে দন্ত-সমুদয় ॥
 কৃষ্ণতেজে দম্ভপ্রায় বদন তাহার ।
 যাতনায় অবিলম্বে করিল উদগার ॥
 কোপভরে ধর ধর কাঁপে দৈত্যবর ।
 মুহূর্হঃ আর্তনাদ করে ভয়ঙ্কর ॥
 যুক্তিকা খনন করে চরণে তাহার ।
 লাঙ্গল ঘূর্ণন দৈত্য করে বারবার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিগণ ছিল যেই স্থানে ।
 কুপিত হইয়া দৈত্য যায় নেইখানে ॥
 দৈত্যেরে আসিতে দেখি যত শিশুগণ ।
 ভীত হ'য়ে উর্দ্ধ্বাসে করে পলায়ন ॥

বলদেবে হেরি দৈত্য করিল আঘাত ।
 বলদেব মন্তকেতে করে মুখ্যাঘাত ॥
 মুষ্টির প্রহার খেয়ে দৈত্যোস্ত্র তখন ।
 আৰ্ত্তনাদ করি সেখা হৃৎ অচেতন ॥
 চেতনা লভিয়া পুনঃ কৃষ্ণ-কাছে যায় ।
 কৃষ্ণ তাঁরে মুখ্যাঘাত করে পুনরাষ ॥
 সহিতে না পারে দৈত্য মুষ্টির প্রহার ।
 ভয়ে ভয়ে মল-মূত্রে করে পরিহার ॥
 তারপর ভীমবেগে কৃষ্ণেরে তুলিয়া ।
 সজ্ঞারে ভূমির 'পরে ফেলে নিক্ষেপিয়া ॥
 অনন্তর তালবৃক্ষ করি উৎপাটন ।
 দৈত্যেরে প্রহার করে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 তালবৃক্ষ আঘাতেতে কিছু নাহি হয় ।
 দৈত্যের তাহাতে নাহি হয় পরাজয় ॥
 গোবর্দ্ধন উৎপাটিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন ।
 মহাবলে দৈত্য'পরে করিল ক্ষেপণ ॥
 অভিবেগে শৈলরাজ পাড়ে দৈত্য'পরে ।
 মুচ্ছিত হইয়া দৈত্য পড়িল সমুদ্রে ॥
 পর্বতের চাপে করে কুণ্ডির বমন ।
 থর থর অঙ্গ তার কাঁপিল তখন ॥
 পুনরাষ দৈত্যরাজ লভিয়া চেতন ।
 গোবর্দ্ধন পর্বতেরে করে নিক্ষেপণ ॥
 তারপর মহাবেগে ছুটিয়া আবার ।
 কৃষ্ণেরে বেষ্টিত করে মহাবলাধার ॥
 হরিরে মন্তকে তুলি দৈত্য অতঃপর ।
 অনেক যোজন উর্দ্ধে উঠিল সমুদ্র ॥
 অন্তরীক্ষ-মাঝে হয় ঝোরতর রণ ।
 ভয়ঙ্কর সেই রণ না যায় বর্ণন ॥
 এইরূপে ঘোর রণ করি অনিবার ।
 দুইজনে আসে পুনঃ পৃথিবী-মাঝার ॥
 অনন্তর দানবেশ্রে করি সম্বোধন ।
 যুদ্ধ যুদ্ধ হাশ্ব করি কহে সনাতন ॥
 শুন শুন দানবেশ্রে আমার বচন ।
 সার্থক জনম তব সফল জীবন ॥

বলির নন্দন তুমি ভক্তের সন্তান ।
 তোমাতে নির্ব্যাণ আমি করিব প্রদান ॥
 আমার দর্শন সদা নির্ব্যাণ-কারণ ।
 মঙ্গলের বীজ তাহা হয় অনুক্ষণ ॥
 আমার দর্শন তুমি লভিলে যখন ।
 মনোহর স্থানে তুমি করিবে গমন ॥
 এই কথা কৃষ্ণ দৈত্যে বলিল যখন ।
 হৃদর্শন চক্রে সেখা করে আগমন ॥
 কোটি-সূর্য্য-সুত্র দীপ্ত অতি জ্যোতির্ময় ।
 সেই চক্রে হাতে লয় কৃষ্ণ দয়াময় ॥
 তারপর সেই চক্রে হরি সনাতন ।
 অনায়াসে দৈত্যগুণ করিল ছেদন ॥
 দৈত্যের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড হ'তে অতঃপর ।
 শতসূর্য্য সম তেজ উঠে মনোহর ॥
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিয়া দর্শন ।
 দানবেশ্রে মোক্ষলাভ করিল তখন ॥
 স্বর্গেতে হুন্দুভি বাজে অতি হুমধুর ।
 পারিজাত পুষ্পাবুষ্টি হইল প্রচুর ॥
 স্বর্গমাঝে আনন্দিত হয় দেবগণ ।
 অঙ্গরারা নৃত্য গীত করে অনুক্ষণ ॥
 হুমধুর গান গায় গন্ধর্ব্ব সকল ।
 মুনিগণ হয় সবে আনন্দে বিহ্বল ॥
 ধেনুক অস্থর যবে হইল নিধন ।
 কৃষ্ণের নিকটে আসে সহচরগণ ॥
 নৃত্য গীত করে যত বালকেরা সব ।
 বলরাম শ্রীকৃষ্ণেরে করিলেন স্তব ॥
 তালফল সবে মিলি করিয়া ভোজন ।
 নিজ নিজ ভবনেতে করিলা গমন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুধাময় ।
 অবগেতে বিদূরিত হয় বিষ ভব ॥
 তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে ।
 পুরাণ শ্রবণ কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ ।
 এই ধরাধামে ধন্য হয় সেই জন ॥

অসার সংসারে দিন কৃথা কেটে যায় ।
 ভুলিয়া রবেছে জীব বিষুর মাধাম্ ॥
 মোহনিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ ।
 ভক্তিসহকারে স্মার কৃষ্ণের চরণ ॥
 হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময় ॥
 কৃষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে স্মরণ ।
 কোটিকোটিজিত পাপ হয় বিনাশন ॥
 কৃষ্ণনাম স্মরধুর স্মরণলময় ।
 এই নামে মুক্তি লাভে জীব-সমুদয ॥
 সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম ।
 ভক্তি আর দাস্তপ্রদ হয় অবিরাম ॥
 শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড যে শুনিবে কাণে ।
 অনবদ্য ভক্তিরস উছলিবে প্রাণে ॥
 যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার ।
 ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্মৃধার সমান ।
 শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চাশতম অধ্যায়

প্রসঙ্গানুসারে তিলোত্তমা ও বলিপুত্রের
 ব্রহ্মশাপ-বিবরণ ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ ।
 বিচিত্র কাহিনী আমি করিছু শ্রবণ ॥
 বলিপুত্র গর্দভস্থ প্রাপ্ত কেন হয় ।
 তাহার কারণ মোরে কহ দয়াময় ॥
 কেন শাপ দান করে চুর্বাসা প্রবর ।
 কোন্ অপবাদ করে দানব-ঈশ্বর ॥
 জানিতে বাসনা মোর সে সব কারণ ।
 কৃপা করি সব কথা কহ ভগবন্ ॥
 কোন্ পুণ্যবলে দৈত্য হইল উদ্ধার ।
 জানিবারে হইতেছে বাসনা আমার ॥

সন্দেহভঞ্জনকারী তুমি দয়াময় ।
 বিস্তারিয়া কহ মোরে সমস্ত বিষয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন যোগিরাজ ।
 পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি আজ ॥
 ধর্মযুগে যাহা আমি করিছু শ্রবণ ।
 তোমার নিকটে তাহা করিব বর্ণন ॥
 যে কল্পের কথা আমি কহিতেছি আজ ।
 সেই কল্পে ছিলে তুমি গন্ধর্বের রাজ ॥
 শ্রীউপবর্ধণ এই ছিল তব নাম ।
 স্তম্ভর যুবক ছিলে নয়নাভিরাম ॥
 অনন্ত যৌবন তব ছিল চমৎকার ।
 পঞ্চাশ কামিনী সাথে করিতে বিহার ॥
 কামিনী সকলে ছিল অতি রূপবতী ।
 নিরন্তর ছিল তারা কামাতুরা অতি ॥
 না করিত কভু তব সঙ্গ পরিহাব ।
 দিবানিশি সাথে সাথে রহিত তোমার ॥
 না সহিত কভু তাহা তোমার বিরহ ।
 ছায়া-সম বিরাজিত সদা তব সহ ॥
 পুষ্পের উদ্ভানে আর নির্জন কাননে ।
 পর্বতশৃঙ্গার মাঝে মনোহর বনে ॥
 প্রাণিশূন্য স্থানেতে তর্টিনীর তটে ।
 স্তম্ভর কাননে আর কুঞ্জের নিকটে ॥
 কামবাণে প্রপীড়িত হ'য়ে নারীগণ ।
 তব সনে নানা ভাবে করিত রমণ ॥
 বিধাতার শাপে পরে শুন তপোধন ।
 দৈবের বিপাকে হ'লে দাগীর নন্দন ॥
 বৈষ্ণব-উচ্ছ্রিত শেষে করিয়া ভোজন ।
 বৈষ্ণবপ্রবররূপে জন্মিলে এখন ॥
 ধূর্জটির প্রিয় শিষ্য হইবাছ আজ ।
 ব্রহ্মপুত্ররূপে তুমি করিছ বিরাজ ॥
 সেই কল্পকথা আমি করিব বর্ণন ।
 বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন দিয়া মন ॥
 সাহসিক নামে ছিল বলির তনয় ।
 স্তম্ভর স্মৃধীর তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ॥

বীরস্বৈ তাহার ভুল্য কোন জীব নয় ।
 তার কাছে দেবগণ পরাজিত হয় ॥
 একদা দেবতাগণে করি পরাজিত ।
 গন্ধমাদনেতে আসি হয় উপনীত ॥
 চন্দন-চর্চিত অঙ্গে পুলকিত মনে ।
 একদা বসিয়া আছে রত্ন-সিংহাসনে ॥
 সহসা সে পথ দিবা অতি মনোরমা ।
 অঙ্গরাগণের শ্রেষ্ঠা যায় তিলোত্তমা ॥
 হৃন্দর চম্পকসম বরণ তাহার ।
 সর্ব অঙ্গে বিভূষিত রত্ন-অলঙ্কার ॥
 কামবাণে ব্যাকুলিত তার দেহ মন ।
 গজেন্দ্র-গমনে নারী করিছে গমন ॥
 শরতের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল ।
 নাসিকায় গজমুণ্ডো শোভিছে উজ্জ্বল ॥
 পরিধানে দিব্য বস্ত্র অতি চমৎকার ।
 কটাক্ষ নয়নে নারী চাহে বারংবার ॥
 নবীনা যুবতী নারী অতি রূপবতী ।
 যুগ্ম যুগ্ম হস্ত করে পুলকেতে অতি ॥
 বায়ুতে সরিয়া যায় বক্ষের বসন ।
 সাহসিক স্তন তার করিল দর্শন ॥
 মনোহর উরু তার হেরি সে সময় ।
 সহসা বলির পুত্রে মুচ্ছাপন্ন হয় ॥
 কানাতুর সাহসিকে করিবা দর্শন ।
 কটাক্ষ নয়ন হানে যুবতী তখন ॥
 কায়ুকী ক্রীড়ার তরে চন্দ্রলোকে যায় ।
 পথিমার্গে সাহসিকে দেখিবারে পায় ॥
 বলির নন্দনে দেখা করিয়া দর্শন ।
 চন্দ্রলোকে যেতে তার নাহি চায় মন ॥
 কামাতুরা বিলাসিনী হস্ত-সহকারে ।
 বলির নন্দন পানে চাহে বারে বারে ॥
 কখন হানিছে নারী কটাক্ষ নয়ন ।
 বস্ত্রদ্বারা কড় মুখ করে আচ্ছাদন ॥
 কামবাণে সর্ব অঙ্গ পুলকিত হয় ।
 কণ্ঠনয়ন যোনি হস সে সময় ॥

আসক্ত হইয়া দেখা বলিপুত্র প্রতি ।
 অনায়াসে শশধরে ভুলিল যুবতী ॥
 পুংসলী যাহারা হয় তাহাদের মন ।
 অতীব দুর্জয় হয় স্তন তপোদন ॥
 যেই জন পুংসলীয়ে করিবে বিশ্বাস ।
 অবশ্যই সে জনের হবে সর্বনাশ ॥
 বিধাতার বিভূষিত হয় সেই জন ।
 বিনষ্ট হইবে তার আত্মীয় স্বজন ॥
 তৎপরা কুলটা সদা স্বকার্য-সাধনে ।
 অতিক্রমি নাহি তার রহে পুরাতনে ॥
 প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু তার কাছে নাই ।
 শৃঙ্গারস্থিতে ভুট্টা থাকে সর্বদাই ॥
 স্বামী পুত্রে বন্ধু কাছে রহে সে কপট ।
 গোপনে সে যাব উপপতির নিকট ॥
 রতিশাস্ত্রবিশারদ হয় যেই জন ।
 প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সেই হয় অনুক্ষণ ॥
 সকলের স্থান আছে এ সংসার-মাঝে ।
 কুলটার স্থান কড় নাহিক সমাজে ॥
 এ জগতে যেই নারী কুলটা অসতী ।
 নরঘাতী হ'তে সেই ভয়ঙ্কর অতি ॥
 ভোগ-শেষে সকলেই পাইবে উদ্ধার ।
 এ জগতে অসতীর গতি নাহি আব ॥
 যতদিন চন্দ্র সূর্য বর্তমান রয় ।
 ততদিন কুলটার গতি নাহি হয় ॥
 নূতন রতিস্ত্র জনে পাইলে অসতী ।
 অনায়াসে ত্যাগ করে পুরাতন পতি ॥
 যত কিছু পাপ আছে ত্রিভুবন-মাঝে ।
 অসতী নারীর মাঝে সমস্ত বিরাজে ॥
 কুলটার অন্ন যেই করিবে ভোজন ।
 অবশ্যই করিবে সে নরকে গমন ॥
 কুলটা নারীর অন্ন বিষ্ঠাভূল্য হয় ।
 মৃত্তকুল্য জল হয় সকল সময় ॥
 যাত্রাকালে অসতীয়ে করিলে দর্শন ।
 সেই যাত্রা সিদ্ধ নাহি হয় কদাচন ॥

কুলটার জন্ম বুধা এ জগৎ-মাঝে ।
 তাহার কদাপি নাহি লাগে কোন কাজে ॥
 স্নান দান জপ তপ দেবপূজা ব্রত ।
 তাহার করিলে হয় নিষ্ফল সতত ॥
 কহিলাম তব কাছে কুলটা-বিষয় ।
 এক্ষণে প্রকৃত কথা শুন মহাশয় ॥
 তিলোত্তমা অঙ্গরারে করিয়া দর্শন ।
 কামে জর্জরিত হয় বলির নন্দন ॥
 মত্ত হ'য়ে সাহসিক তার কাছে যায় ।
 অঙ্গরা আপন মুখ ঢাকিল লজ্জায় ॥
 বস্ত্রের আড়াল হ'তে বক্রদৃষ্টি হানে ।
 সতৃষ্ণনয়নে চাহে সাহসিক পানে ॥
 বলিপুত্রে অঙ্গরারে করি সম্বোধন ।
 যুহু যুহু বচনেতে কহিল তখন ॥
 কহ লো রূপসি, তুমি কাহার কামিনী ।
 কোথায় গমন কর গজেন্দ্রগামিনী ॥
 ভুবনমোহন রূপ হেরি যে তোমার ।
 কার লাগি তুমি আজ কর অভিসার ॥
 কহ কহ কেবা সেই ভাগ্যবান্ জন ।
 যার লাগি তুমি আজ করিছ গমন ॥
 শুন শুন রূপবতি, আমার বচন ।
 তব ভৃত্যরূপে মোরে করহ গ্রহণ ॥
 রত্নিকপ পণ্য দিয়া যদি ইচ্ছা হয় ।
 কামাতুর কিঙ্করে করে তুমি জয় ॥
 শৃঙ্গার-লোলুপা তুমি শুন রূপবতি ।
 কামে জর্জরিত আমি হইয়াছি অতি ॥
 এস এস বিনোদিনি চিন্তা কেন আর ।
 আমার সহিত এস করিবে শৃঙ্গার ॥
 অতি সুখকর হবে মোদের মিলন ।
 বিধি নির্বন্ধ ইহা মঙ্গল-কারণ ॥
 সহাস্ত বদনে তুমি যুহু বাক্য কও ।
 নির্জন প্রদেশে মোরে বন্ধে তুলে লও ॥
 শুন শুন প্রিয়তমে আমার বচন ।
 ভুজলতা দিয়া মোরে করহ বন্ধন ॥

উরুরূপ আসনেতে আমারে বসাত ।
 স্নকঠিন স্তন তব আমারে দেখাত ॥
 জর্জরিত কর মোরে নয়নের বাণে ।
 পরিতৃপ্ত কর তব আলিঙ্গন দানে ॥
 কামরূপ সর্প মোরে করিল দংশন ।
 তোমার স্পর্শনে কর নীরোগ এখন ॥
 অধরের স্থা তুমি মোরে কর দান ।
 চুষনে চুষনে মোর তৃপ্ত কর প্রাণ ॥
 হেরিতে তোমার ওই নাভি স্নগভীর ।
 আমার পরাণ আজি হইল অস্থির ॥
 শ্রোণিষয় হেরিবারে বাসনা আমার ।
 ত্রিবিধ দর্শন মন চাহে অনিবার ॥
 শরতের চন্দ্রসম তোমার বদন ।
 মধ্যাহ্ন পদ্মের সম যুগল নয়ন ॥
 ভুবনমোহন রূপ হেরিয়া তোমার ।
 কামবাণে ব্যাকুলিত হৃদয় আমার ॥
 শৃঙ্গার করিয়া দান বাঁচাও পরাণ ।
 স্তম্ভরী কামিনী তুমি জীবন সমান ॥
 বিলম্ব করিবা যদি হর তুমি কাল ।
 নিশ্চয় জানিবে ইহা হ'বে মম কাল ॥
 যদি মম কামভূষণ তৃপ্ত নাহি হয় ।
 হইবে আমার তবে জীবন সংশয় ॥
 নরহত্যা পাপভাগী নিশ্চিত হইবে ।
 সে পাপের ফল তুমি অবশ্য ভুগিবে ॥
 সাহসিক এইরূপ কহিল যখন ।
 কামাতুরা তিলোত্তমা কহিল তখন ॥
 শুন শুন প্রাণাধিক বলির কুমার ।
 তব সম রূপবান্ নাহি দেখি আর ॥
 রূপবান্ গুণবান্ ধর্মপরায়ণ ।
 শৃঙ্গার-নিপুণ তুমি হও বিলক্ষণ ॥
 কামশাস্ত্র-বিশারদ তুমি অদ্বিতীয় ।
 প্রমদাগণের তুমি হও প্রার্থনীয় ॥
 যে যুবক হয় সদা স্রবেশ স্তম্ভর ।
 শাস্ত কমনীয় সেই হয় নিরস্তর ॥

অরোগী শৃঙ্গারপটু হয় যেই জন ।
 ধর্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ সাধু হয় অনুক্ষণ ॥
 তাহাদিগে নারীগণ পতিরূপে চায় ।
 নারীর মনের কথা কহিষু তোমায় ॥
 তোমাতে বিরাজ করে গুণ-সমুদয় ।
 নারীদের প্রিয় তুমি সকল সময় ॥
 তোমাতে পতির রূপে যেই নাহি চায় ।
 সে নারী রমণস্থ কভু নাহি পায় ॥
 কিন্তু যেই দিন যারে করিব কামনা ।
 সেই দিন সেই স্বামী পূর্বে বাসনা ॥
 অস্ত্রে নাহি ভক্তি আমি শাস্ত্রের বিচারে ।
 দয়া করি ক্ষম দেব আজিকে আমারে ॥
 নতুবা পাতকভাগী হইব নিশ্চয় ।
 জান তুমি সর্ব শাস্ত্র অমুখা না হয় ॥
 আজি আমি চন্দ্রদেবে করেছি বরণ ।
 চলিয়াছি তার সাথে করিতে রমণ ॥
 চন্দ্রগৃহ হ'তে আমি কিরিব যখন ।
 তোমার সম্ভাষ আমি করিব সাধন ॥
 চন্দ্র তরে তাড়াতাড়ি চলিয়াছি আমি ।
 তাহার কামিনী আজি তিনি মোর স্বামী ॥
 চন্দ্র দ্বারা যেই নাহি হয় আলিঙ্গিত ।
 এ জগতে মুঢ়া বলি হয় পরিচিতা ॥
 মদন শশাঙ্ক ইন্দ্র আদি দেবগণ ।
 যে সব নারীরে নাহি করে আলিঙ্গন ॥
 রতিরসে সেই নারী বঞ্চিতা সদাই ।
 ভ্রুংখিনী তাদের সম এ জগতে নাই ॥
 তাঁহাদের কথা আমি সদা চিন্তা করি ।
 তাঁদের কামনা করি দিবানিশি ধরি ॥
 রতিকার্যে কামদেব দক্ষ অতিশয় ।
 তাঁর তুল্য রতিপটু আর কেহ নয় ॥
 চন্দ্রের শৃঙ্গার আর তাঁর আলিঙ্গন ।
 সুখা হ'তে মনোহর হয় সর্বক্ষণ ॥
 তাঁর প্রতি মন মোর আসক্ত সদাই ।
 চন্দ্রের নিকটে আমি চলিয়াছি তাই ॥

অঙ্গরার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 যুদ্ধ হাশ্বে সাহসিক কহিল তখন ॥
 শুন শুন তিলোত্তমে বচন আমার ।
 অপরূপ সৃষ্টি তুমি হও বিধাতার ॥
 অঙ্গরা-মাঝারে তুমি সূচতুরা অতি ।
 রসিকা ঈশ্বরী তুমি রসিকা যুবতী ॥
 সুন্দ আর উপসুন্দ বিনাশের তরে ।
 যত্নসহকারে বিধি তোমা সৃষ্টি করে ॥
 পরিজ্ঞাত আছ তুমি সকল বিষয় ।
 জানি জানি বুদ্ধিমতী তুমি অতিশয় ॥
 তোমাদের মনোভাব যাহা কিছু আছে ।
 সেই গোপনীয় কথা কহ মোর কাছে ॥
 তোমাদের প্রিয়তম হয় কোন জন ।
 সেই কথা মোরে আজ কর নিবেদন ॥
 সকলের প্রাণতুল্যা তুমি অতিশয় ।
 তাহার মাঝারে কেবা শ্রেষ্ঠ তব হয় ॥
 গুনিয়া তাহার বাক্য হাসিয়া তখন ।
 তিলোত্তমা লাজে মুখ করে আচ্ছাদন ॥
 তারপর বলিপুত্রে ধীরে ধীরে কয় ।
 গোপনীয় কথা কহি শুন মহাশয় ॥
 বেদান্তের অন্ত পাষ স্ত্রী-সমুদয় ।
 কুলটার অন্ত মেলা শক্ত অতিশয় ॥
 বুদ্ধ পতি হয় যদি ধনবান্ অতি ।
 তথাপি তাহারে নাহি চাহিবে অসতী ॥
 দরিদ্রে যুবক যদি হয় স্বদর্শন ।
 তাঁর প্রতি অসতীর ধায় সদা মন ॥
 কদাপি সুন্দর যুবা করিলে দর্শন ।
 পুংচলী উন্মত্তা হয় রতির কারণ ॥
 কণ্ঠ যনযুক্ত যোনি হয় অনিবার ।
 স্থির হ'বে রহিবারে নাহি পারে আব ॥
 সর্ব অঙ্গ কাঁপে তার মদনের বাণে ।
 অনিমেষ নয়নেতে চাহে তাঁর পানে ॥
 জনহীন স্থানে কভু তারে যদি পায় ।
 রতি-আমন্ত্রণ তারে তখন জানায় ॥

তার পানে চাহে নারী কটাক্ষ নযনে ।
 ইশারা ইঙ্গিত ভারে করে ক্ষণে ক্ষণে ॥
 জিতেন্দ্রিয় সাধু ব্যক্তি হ'লে সেই জন ।
 আপনাব গুণ অঙ্গ করায় দর্শন ॥
 বশীভূত তথাপি সে যদি নাহি হয় ।
 আজীবন সেই নারী অতি দুঃখ সয ॥
 পুনঃ অশ্রু যুবকেরে হেরিলে অসতী ।
 স্বকারণ সাধন তবে ধায় তাব প্রতি ॥
 প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু নাহি কুলটার ।
 শৃঙ্গারনিপুণ জন প্রাণপ্রিয় তাব ॥
 যদি কভু গুণশালী পায় উপপতি ।
 পতিপুত্র পিতামাতা ভুলিবে অসতী ॥
 কুলটা কাহারো কভু বশীভূত নয় ।
 হৃন্দর যুবক প্রতি মন তার রয় ॥
 শৃঙ্গারনিপুণ সদা যেই যুবা হয় ।
 তার কাছে কুলটার বশীভূত রয় ॥
 শয্যে স্বপনে আর স্রোনে জাগরণে ।
 হৃন্দর যুবর ধ্যান কবে মনে মনে ॥
 নব নব যুবকের ধ্যান করে তারা ।
 কেহ প্রিয়তম নয় সুরভজ ছাড়া ॥
 কুলটা-চরিত আমি কবিনু কীর্তন ।
 আমাব মনের ভাব শুন হে রাজন্ ॥
 গন্ধর্ব ও দেবগণ যত কিছু আছে ।
 তাহাদের কেহ নহে প্রিয় মোর কাছে ॥
 কামশাস্ত্র-বিশারদ চন্দ্রদেব অতি ।
 কিছু কিছু প্রেম মোর আছে তাঁর প্রতি ॥
 কামদেব মোব কাছে প্রিয় অতিশয় ।
 তাব সম রতিপটু আর কেহ নয় ॥
 কদাপি তাঁহার যদি করে কেহ নাম ।
 কামে প্রপীড়িতা আমি হই অবিরাম ॥
 শুন শুন সাহসিক, তোমার নিকটে ।
 গোপনীয় সব কথা কহি অকপটে ॥
 চন্দ্রের নিকটে আমি বাইব এখন ।
 ফিরিয়া করিব তব সন্তোষ-সাধন ॥

অঙ্গুরার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 উচ্চ রবে হাস্য কবে বলির নন্দন ॥
 কামাতুরা তিলোত্তমা কটাক্ষ নযনে ।
 যুগু হাস্তে তার প্রতি চাহে ক্ষণে ক্ষণে ॥
 গীনোন্নত স্ববর্তুল স্বকঠিন স্তন ।
 বারে বারে সাহসিকে করায় দর্শন ॥
 রম্যাস্তম্ব-বিনিশ্চিত রম্য শ্রোণি তার ।
 দর্শন করায় সেথা তারে বার বার ॥
 কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর ।
 বলির নন্দন পানে চাহে নিরন্তর ॥
 লজ্জাভরে কভু মুখ করে আচ্ছাদন ।
 কভু বা তাহার মুখ করে নিরীক্ষণ ॥
 কামাতুর বলিপুত্র সম্বোধিয়া কয় ।
 কি করিবে তিলোত্তমে কহ এসময় ॥
 বহুক্ষণ এই স্থানে রহিতে না পারি ।
 কার্য্যহেতু অশ্রু স্থানে যাব তাড়াতাড়ি ॥
 ধর্ম্মশীল জন নাহি করে বলাৎকার ।
 ধর্ম্মের বিরুদ্ধ তাহা হয় অনিবার ॥
 পঙ্কজলোচনে শুন আমার বচন ।
 রতি তরে মোর কাছে কর আগমন ॥
 কামশাস্ত্রবিশারদ আমি অতিশয় ।
 শৃঙ্গার করিবে এস ইচ্ছা যদি হয় ॥
 পুংসলী রমণী যারা হয় অনুক্ষণ ।
 তাহাদের বশীভূত করে কোন্ জন ॥
 দানবের এই কথা কবিয়া শ্রবণ ।
 মান ভ্যজি তিলোত্তমা কহিল তখন ॥
 কি কারণে এইরূপ কহ মহাশয় ।
 কেন আজি মোর প্রতি এত নিরদয় ॥
 প্রাণাধিক প্রিয় তুমি বলির নন্দন ।
 যাহা ইচ্ছা তাহা ভুমি কর প্রাণধন ॥
 তোমারে বিশ্বস্ত করি যদি আমি যাই ।
 অমঙ্গল হবে মোর কোন ভুল নাই ॥
 মোর সাথে আজি ভুমি ভোগ কব রতি ।
 হইবাছি কামবাণে জর্জরিতা অতি ॥

রমণীর মান রক্ষা করে যেই জন ।
 তাহার মঙ্গল হয় শাস্ত্রের বচন ॥
 কামিনীয়ে যেই জন অপমান করে ।
 তাহার অশুভ হয় জানিবে অন্তরে ॥
 কামশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত বলির নন্দন ।
 অঙ্গরার বাক্য শুনি হাসিল তখন ॥
 তারপর কামাবেশে বঞ্চে তারে ধ'রে ।
 করয়ে চুষন তার সরস অধরে ॥
 গন্ধমাদনের গুহা ছিল মনোহর ।
 প্রবেশ করিল দৌঁহে তাহার ভিতর ॥
 মনোহর শয্যা দেখা করিয়া রচন ।
 দুইজনে পুলকেতে করিল শয়ন ॥
 নানাভাবে দুইজন করিল বিহার ।
 দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর ॥
 কামাপেক্ষা বিচক্ষণ বলির নন্দন ।
 তিলোত্তমা পরিভুষ্টা হইলা তখন ॥
 বিপরীত রত্নিরঙ্গে মাতিয়া যুবতী ।
 নবীন সঙ্গমে হয় পুলকিতা অতি ॥
 তিলোত্তমা সাহসিকে করি আলিঙ্গন ।
 স্তনদ্বয় মাঝে তারে করিল ধারণ ॥
 কামেতে উন্মত্তা হ'য়ে কহে বারবার ।
 কহ নাথ পুনঃ কবে করিবে শৃঙ্গার ॥
 রূপে গুণে ভব সম নাহি কোন জন ।
 শৃঙ্গারনিপুণ কভু না দেখি এমন ॥
 আমারে ভুলিবে তুমি কিছুকাল পরে ।
 তব কথা মনে রবে চিরদিন ধ'রে ॥
 তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিব কেমনে ।
 কহ নাথ পুনঃ কবে মিলিব দুজনে ॥
 যোগ্য সনে রত্নিক্রীড়া অতি সুখস্বরূপ ।
 অমৃত ভোজন তুল্য সঙ্গ তাহা হয় ॥
 স্বর্গবাস হ'তে তাহা সুদুর্লভ অতি ।
 অব্যোগ্য সঙ্গমে হয় অশেষ দুর্গতি ॥
 ক্ষণকাল প্রাণাধিক কর অবস্থান ।
 পুনরায় কর মোরে আলিঙ্গন দান ॥

তুমি আমি একপ্রাণ একদেহ হব ।
 মোর সাথে রত্নিক্রীড়া কর নব নব ॥
 এই কথা বলি তারে কামুকী যুবতী ।
 সঙ্গম-স্থিতে হয় পুলকিতা অতি ॥
 নানাভাবে সাহসিক করিল রমণ ।
 প্রেয়সীর বৃকে যুখে করিল চুষন ॥
 নখদস্ত-কৃত করে কুচের মাঝার ।
 করিল স্তনরত্নক্রীড়া ষোড়শপ্রকার ॥
 উলঙ্গিনী তিলোত্তমা বলিপুত্র সনে ।
 নির্জ্ঞান গুহার মাঝে নিরত রমণে ॥
 গন্ধমাদনের সেই গুহার ভিতরে ।
 দুর্বাসা তপস্যা করে বহুকাল ধ'রে ॥
 তাঁহার সংবাদ কিছু না জানে দু'জনে ।
 নির্জ্ঞান ভাবিয়া দৌঁহে উন্মত্ত মদনে ॥
 না জানে বিরাম কেহ, তৃপ্তি নাহি আর ।
 আলিঙ্গন চুষনাদি করে বারবার ॥
 যুগ্মযুগ্ম আন্দোলন করয়ে জঘন ।
 অবিরত বাজে তাহে কিকিণী-কঙ্কণ ॥
 সেই শব্দে দুর্বাসার ধ্যান-ভঙ্গ হয় ।
 দুইজনে নাহি জানে তাঁহার বিষয় ॥
 বন্দীকিতে সারা অঙ্গ আচ্ছাদিত তাঁর ।
 শ্রীহরি-চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥
 ব্রহ্মভেদে প্রজ্বলিত দুর্বাসা তখন ।
 তাহাদের রত্নিশব্দে লভিলা চেতন ॥
 রমণে ব্যাপ্ত দৌঁহে হেরি মুনবর ।
 ক্রোধভরে তাহাদিগে কহে অতঃপর ॥
 নির্লজ্জ পুরুষ তুই গর্দভ-সমান ।
 বলি নৃপতির তুই অতি কুসন্তান ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য আর নরগণ ।
 কেহ কারো সম্মুখেতে না করে রমণ ॥
 একমাত্র পশুজাতি লজ্জাহীন হব ।
 গর্দভ তাদের মাঝে হীন অতিশয় ॥
 সেই গর্দভের যোনি প্রাপ্ত তুই হবি ।
 গর্দভ অস্থররূপে বহুকাল রবি ॥

শোন্ তিলোত্তমে তুই লজ্জাহীনা অতি ।
 এই অভিশাপ আমি দিখু তব প্রতি ॥
 এত অনুরাগ তোর দানব উপরে ।
 জন্ম লাভ কর গিযা দানবের ঘরে ॥
 মূনিব বচন শুনি কাঁপে দুইজনে ।
 মূনির করিল স্তব কাতর বচনে ॥
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ।
 দয়াময় তুমি প্রভু কৃপার সাগর ॥
 তুমি প্রভু সূর্য্যদেব, তুমি হুতাশন ।
 রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি ভগবন্ ॥
 না জানিয়া অপরাধ করিবাছি আজ ।
 অগ্নের প্রতি কৃপা কর যোগিরাজ ॥
 মৃত্যুজনে যেই জন ক্ষমে অনুক্ষণ ।
 এ ভুবন মাঝে হয় সেই সাধুজন ॥
 এই কথা বলি তাঁবে বলির কুমার ।
 চরণ ধরিয়া তাঁর কাঁদে বারংবার ॥
 তিলোত্তমা কহে তাঁরে কি কহিব আর ।
 ক্ষমা কর ক্ষমা কর কৃপা অবতার ॥
 কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু করুণাসাগর ।
 সাধুজন কৃপাশীল হয় নিরন্তর ॥
 এ জগতে নারীগণ মৃত অতিশয় ।
 কুলটা তাহাব মাঝে অতি হীনা হয় ॥
 কাশুকী কুলটা আমি নাহি লজ্জা ভয় ।
 কুলটারে ক্ষমা তুমি কর দয়াময় ॥
 এই কথা বলি তাঁর ধরিয়া চরণ ।
 উচ্চৈঃস্বরে তিলোত্তমা করিল বোদন ॥
 তাহাদের কাতবতা হেরিয়া তখন ।
 মূনিবর ধীরে ধীবে কহিলা বচন ॥
 শুন হে দানবনাথ, এই ভ্রমণে ।
 অভিশাপ লাভে জীব নিজ কর্মফলে ॥
 শুভকীর্তি অপকীর্তি কর্মফলে হয় ।
 কর্মফল ভোগ কবে জীব-সমুদয় ॥
 তুমি হও বিষ্ণুভক্ত বলির নন্দন ।
 জানিলাম তুমি অতি ভক্তিপবায়ণ ॥

মম শাপে হবে তব গর্দভ-আকাব ।
 শ্রীকৃষ্ণের হাতে মুক্তি লভিবে আকাব ॥
 বৃন্দারণ্যে ভালবনে করহ গমন ।
 সেথায় শ্রীকৃষ্ণ তোমা কবিবে নিধন ॥
 হরিচক্রে প্রাণত্যাগ করি অতঃপর ।
 নির্বাপন মুক্তি লাভ করিবে সহর ॥
 তারপর কহিলেন তিলোত্তমা প্রতি ।
 আমার বচন শুন অঙ্গুরা যুবতি ॥
 বাণরাজ-কন্যারূপে জন্মিবে ধরায ।
 এই স্থানে পুনরায় আসিবে স্বরায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র তোমা আলিঙ্গন দিবে ।
 মুক্তিলাভ করি তুমি হেথায় আসিবে ॥
 উভয়েরে এই কথা বলি অতঃপর ।
 মৌনীর হ'বে বহিলেন দুর্বাসা প্রবর ॥
 মূনিবরে প্রণিপাত করিযা তখন ।
 যথাস্থানে দুইজনে করিল গমন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি স্তম্ভুর ।
 শ্রবণ করিলে সব পাণ হয় দূর ॥
 যেই জন ভক্তিতরে করিবে শ্রবণ ।
 সার্থক জনম তার সকল জীবন ॥
 তাপদগ্ধ নরনারী নিজ হিত তরে ।
 পুরাণ শ্রবণ কর অতি ভক্তিতরে ॥
 অমার সংসারে দিন বৃথা কেটে যায় ।
 ভুলিয়া রয়েছ মিছে বিষ্ণুর মায়ায় ॥
 মোহনিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ ।
 নিরন্তর শ্রব সেই কৃষ্ণের চরণ ॥
 কৃষ্ণ সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয় ।
 তাঁর নাম কর জীব, দূর হবে ভয় ॥
 অপার নামেব গুণ নাহি তার সীমা ।
 কেহ না বর্ণিতে পারে নামের মহিমা ॥
 যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার ।
 এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥
 নাবায়ণ কহিলেন, এহে যোগিরাজ ।
 সকল বিষয় আদি কহিলাম আজ ॥

তিলোত্তমা ঊষা নামে বাণপুত্রী হয় ।

অনিরুদ্ধ সাথে তার হয় পরিণয় ॥

কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধ গুণবান্ অতি ।

তার পত্নীরূপে রহে অম্বর্য যুবতী ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষড়্-বিশংস অধ্যায়

দুর্বাসাব বিবাহ এবং পত্নীবিনোদ ।

এতেক শুনিয়া তবে দেবর্ষি নারদ ।

সশ্রদ্ধ হইয়া বন্দে নারায়ণ-পদ ॥

সবিনয়ে তার প্রতি বলেন বচন ।

তোমার কুপায় প্রভু পাই জ্ঞানধন ॥

পুরাণ-কাহিনী শুনি তোমার বদনে ।

যত শুনি তৃপ্তি নাহি হয় কভু মনে ॥

কৃপা করি বল দেব, কি বা হয় পরে ।

জানিতে বাসনা মম জাগিছে অন্তরে ॥

নারদের বাক্যে অতি প্রীত নারায়ণ ।

স্বমধুর হান্তে ধীরে বলেন বচন ॥

দুর্বাসা সমক্ষে সেই বলির নন্দন ।

তিলোত্তমা মনে রতি করিল যখন ॥

উভয়ের রতিক্রীড়া করিয়া দর্শন ।

দুর্বাসা যুনির হয় বিচলিত মন ॥

রমণের অভিলাষ জাগে মনে তাঁর ।

কামিনীর চিন্তা যুনি করে অনিবার ॥

কামবাণে জরজর কলেবর তার ।

মদনার্ত্ত হয় ঋষি প্রাণ রাখা ভার ॥

রমণ বিহনে তাঁর নাহি বাঁচে প্রাণ ।

ভাবিছেন করিবে কে শৃঙ্গার প্রদান ॥

এমন সময় ঔর্ব্ব কন্ঠার সহিত ।

দুর্বাসার নিকটেতে হয় উপনীত ॥

ব্রহ্মা-উরুদেশ হ'তে জন্ম তার হয় ।

ঔর্ব্ব নামে খ্যাত তাই যুনি মহাশয় ॥

তাঁর জন্ম হ'তে জন্মে কন্ঠা মনোহর ।

কন্দলী তাহার নাম হয় অনন্তর ॥

কন্দলী রূপসী অতি ভক্তিপরায়ণা ।

দুর্বাসারে পতিরূপে করিল প্রার্থনা ॥

তারে ল'বে ঔর্ব্ব আসে দুর্বাসা নিকটে ।

নন্দিনীর অভিলাষ কহে অকপটে ॥

কন্ঠাকে দেখিবা যুনি অতি হৃষ্ট মন ।

বলে কার কন্ঠা এই কহ তপোধন ॥

এমন সুন্দরী কন্ঠা কভু দেখি নাই-

আহা কি সুন্দর রূপ বলিহারি যাই ॥

ঔর্ব্ব কহে শুন শুন তাপস প্রবর ।

কন্দলী নন্দিনী মোর স্বভাব-সুন্দর ॥

অযোনিমন্তুতা কন্ঠা অতি রূপবতী ।

তোমারে পতির রূপে চাহিছে যুবতী ॥

সর্ব্বগুণে বিভূষিতা আমার নন্দিনী ।

রূপেতে তুলনা নাই, ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥

দোষের মাঝারে আছে এক দোষ তার ।

কলহে নিপুণা অতি নন্দিনী আমার ॥

জ্যোৎস্না-কালে কটুবাণ্য করে ব্যবহার ।

ইহা ছাড়া অশ্রু দোষ নাহি কিছু আর ॥

বিবাহের যোগ্য হ'ল বিবাহ না হয় ।

চিন্তিত সর্ব্বদা তাই থাকি অতিশয় ॥

দেশে দেশে যোগ্যপাত্র খুঁজিবা বেড়াই ।

উপযুক্ত পাত্র কোথা সন্ধান না পাই ॥

ঔর্ব্বের বচন শুনি দুর্বাসা তখন ।

কন্দলীরে মুগ্ধনেত্রে করিল দর্শন ॥

শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার ।

পঙ্কজ-সমান নেত্রে অতি চমৎকার ॥

পক-বিশ্ব-সম তার গুণ ও অধর ।

অপরূপ শ্রোণিছয় অতি মনোহর ॥

নবীন যুবতী বালা কিবা শোভা তার ।

সর্ব্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ন-অলঙ্কার ॥

কটাক্ষ-নয়নে চাহে দুর্বাসার পানে ।

দুর্বাসা পীড়িত হয় মদনের বাণে ॥



ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

୧୯୫୩

মুনিবরে সম্বোধিয়া দুর্বাসা তখন ।
 দুঃখিত অন্তরে তাঁরে কহিল বচন ॥
 হে ব্রাহ্মণ, শুনলাম সমস্ত বিষয় ।
 বিবাহ করিতে মোর ইচ্ছা নাহি হয় ॥
 মুক্তিমার্গ-বিরোধক হয় নারীগণ ।
 নিগড়ধরুপা নারী হয় অনুক্ষণ ॥
 শৃঙ্খলধরুপা নারী সংসার-কারায় ।
 অর্গলধরুপা নারী পূজা-তপস্তায় ॥
 বতদিন পত্নীসঙ্গ কবে জীবগণ ।
 ততদিন কর্মভোগ না হয় খণ্ডন ॥
 হরিপাদপদ-সেবা সকলের সার ।
 কর্মদোষে তাতে বিঘ্ন ঘটিল আমার ॥
 দৈত্যের শৃঙ্গার হেরি তিলোত্তমা সনে ।
 কামাসক্ত হইয়াছি আমি মনে মনে ॥
 তোমার কথারে তুমি আনিলে যখন ।
 অবশ্যই আমি তারে করিব গ্রহণ ॥
 উপস্থিত কামিনীয়ে যেই ত্যাগ করে ।
 কালসূত্র নরকে সে যাইবে সত্তরে ॥
 তোমার কথারে আমি করিব গ্রহণ ।
 শত কটু কথা তার কবিল মার্জ্জন ॥
 তারপর কটু যদি কহে পুনরায় ।
 সমুচিত ফল তবে দিব আমি তাই ॥
 কামিনীর কটুবাক্য যেই জন সয় ।
 সেই জন নিন্দনীয় হয় অতিশয় ॥
 ঔর্ব মুনি দুর্বাসার শুনিয়া বচন ।
 শাস্ত্র-অনুসারে কথা করে সমর্পণ ॥
 দুর্বাসা ও কন্দলীতে হয় পরিণয় ।
 যৌতুক প্রদান করে ঔর্ব মহাশয় ॥
 দুর্বাসারে নিজ কন্যা করি সমর্পণ ।
 মোহবশে ঔর্ব মুনি করিল রোদন ॥
 তারপর কন্দলীবে করি সম্বোধন ।
 ধীবে ধীরে ঔর্ব মুনি কহিল তখন ॥
 শুন শুন বৎসে, তুমি বচন আমার ।
 পতি ভিন্ন রমণীর গতি নাহি আর ॥

ইহকালে পরকালে পতিমাত্র গতি ।
 পতি ভিন্ন নাহি জানে পতিভ্রতা সতী ॥
 পতি চেয়ে প্রিয়জন কেহ নাহি আর ।
 পতিভ্রতা রমণীব পতিমাত্র সার ॥
 দেবপূজা ব্রত আদি যত কিছু আছে ।
 অতিশয় তুচ্ছ সব পতিসেবা কাছে ॥
 পতিসেবা এজগতে সকলের সার ।
 পতিই পবন গুরু রমণী সবার ॥
 পতিরে কবিও সদা নারায়ণ-জ্ঞান ।
 স্বপ্ন-জাগরণে নিত্য কর তাঁর ধ্যান ॥
 স্বামী প্রতি কটুবাক্য না কহিও কভু ।
 রমণীকুলের পতি একমাত্র প্রভু ॥
 যেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয় ।
 সপ্তজন্মকৃত পুণ্য হয় তার ক্ষয় ॥
 অতএব মম বাক্য কবহ শ্রবণ ।
 স্বামিপদ সর্বক্ষণ কর আরাধন ॥
 অপ্রিয় অমত্য বাক্য না বল স্বামীরে ।
 কখনো অযত্ন নাহি করিবে তাহারে ॥
 স্বামী প্রতি যেই নারী বলে কুবচন ।
 অবশ্য করিবে সেই নরকে গমন ॥
 সৎকর্মে পুণ্যরাশি করি উপার্জন ।
 স্বামিসেবা যদি নাহি করে নারীজন ॥
 সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য নষ্ট তার হয় ।
 অন্তিমে নরক সেই লভিবে নিশ্চয় ॥
 স্বামীরে অবজ্ঞা যদি করে কোন-সতী ।
 শাস্ত্র অনুসারে তার হবে অধোগতি ॥
 অতএব কন্যা শুন আমার বচন ।
 মানিবে আমার বাক্য তুমি সর্বক্ষণ ॥
 স্বামীই পবন ধন জানিবেক সার ।
 ইহার অধিক কিছু নাহি আছে আর ॥
 দুর্বাসা মুনিরে লয়ে হও চিরসুখী ।
 পতিভ্রতা হও যদি নাহি হবে দুখী ॥
 এই কথা বলি ঔর্ব করিল প্রস্থান ।
 দুর্বাসা পত্নীর সহ করে অবস্থান ॥

তপোবলে পরিপূর্ণ মহর্ষি হৃদয় ।
 মনোমত পত্নী লভি ভৃগু অভিশয় ॥
 নির্জ্ঞন অরণ্যে করে নগর নির্মাণ ।
 দেখিতে হইল পুরী যেন ইন্দ্রস্থান ॥
 পত্নীরে লইয়া ঋষি আনন্দে মগন ।
 রহিল তথায় হৈয়া কাগাভূর-গন ॥
 যখন কন্দলী পানে চাহে মুনিবর ।
 অন্তরেতে বিঁধে যেন তীক্ষ্ণ কামশর ॥
 কন্দলীর দেহে যেন যৌবনলহরী ।
 রাখিতে না পারে ঋষি আপনা সম্বরি ॥
 প্রস্ফুট কমল সম তাহার বদন ।
 মুদ্রহাস্তে তার আশ্র অতি স্নশোভন ॥
 বন্ধন ছুরুর 'পরে কুহুমের শোভা ।
 আয়ত ললাটে যেন চাঁদ মনোলোভা ॥
 আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু পূর্ণ মদালসে ।
 দেখিয়া ঋষির মন মজে প্রেম রসে ॥
 স্নচিক্রণ বাসে ঘেরা কলেবর তার ।
 আচ্ছাদিতে নাহি পারে অঙ্গের বাহার ॥
 দেহের প্রতিটি রেখা প্রস্ফুটিত হয় ।
 কামার্ভ হইল তাহে ঋষির হৃদয় ॥
 যৌবন লক্ষণ দেখি কন্দলী-দেহেতে ।
 আপনা ভুলিল ঋষি কামের মোহেতে ॥
 মনোহর রতিগণ্যা করিয়া রচন ।
 দুর্ব্বাসা পত্নীর সহ করিল শয়ন ॥
 নারীরসে অনভিজ্ঞ মুনি মহাশয় ।
 তথাপি শৃঙ্গারপটু ছিলা অভিশয় ॥
 কামশাস্ত্রে স্পষ্টিত দুর্ব্বাসা তখন ।
 নানাভাবে পত্নী সহ করিল রমণ ॥
 বহুবিধ রত্নিলাভ করিয়া যুবতী ।
 নবীন মঙ্গলে হয় আনন্দিত অতি ॥
 দিব্যরাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর ।
 নব নব ভাবে দৌহে করিল শৃঙ্গার ॥
 আকাঙ্ক্ষার পরিভূপ্তি কভু নাহি হয় ।
 রতিকার্য্য করে দৌহে সকল সময় ॥

বিদগ্ধ দুর্ব্বাসা মুনি কন্দলীর মনে ।
 সমভাবে ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥
 ক্রমে ক্রমে তপস্রাদি করিয়া বর্জন ।
 সংসার আসক্ত মুনি হইলা তখন ॥
 যুবতী কন্দলী সতী দুর্ব্বাসার সহ ।
 আরম্ভিল নিত্য নিত্য ভীষণ কলহ ॥
 নীতিবাক্যে মুনিবর বুঝায় তাহারে ।
 কিন্তু হায় কিছুতেই বুঝাতে না পারে ॥
 কারণে ও অকারণে কটুবাণ্য কয় ।
 মনে মনে গণে তাহা মুনি মহাশয় ॥
 শত কটুবাণ্য তার ক্রমে পূর্ণ হয় ।
 তথাপি দুর্ব্বাসা তারে ক্ষম সে সময় ॥
 মুনিপত্নী নাহি নানে পিড়-উপদেশ ।
 স্বামীকে গল্পনা করে অশেষ বিশেষ ॥
 অনেক করিল সহ মহামুনিবর ।
 অতঃপর করে চিন্তা আপন অন্তর ॥
 কন্দলীর রোষবাক্যে আমার হৃদয় ।
 অগ্নি-মাঝে ভুগ্নাশি বেন দগ্ধ হয় ॥
 না দেখি কোনই পথ কি করি উপায় ।
 বিবাহ করিয়া হৈল এ বিষম দায় ॥
 না বুঝিয়া গৃহধর্ম্ম লয়েছি যখন ।
 তাহার উচিত কল পেতেছি এখন ॥
 অমঙ্গল-হেতু নারী বুঝি পদে পদে ।
 তাই আমি ঘোরতর পড়েছি বিপদে ॥
 ইহা হেতু জপতপ হৈল বিসর্জন ।
 ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যজিলাম কৃষ্ণ-আরাধন ॥
 ইহার লাগিয়া দুঃখ কত যে কপালে ।
 অপ্রিয় ভাষণ শুনি ভাসি চক্ষুজলে ॥
 শত অপরাধ তার করিয়াছি ক্ষমা ।
 আর আমি না ভুলিব দেখি মনোরমা ॥
 এত ভাবি মনে তার রোষ উপজিল ।
 আর না করিব ক্ষমা মনেতে ভাবিল ॥
 যাহার প্রভাবে বিশ্ব কাঁপে ধরধর ।
 আর কত সহ করে সেই মুনিবর ॥

অনন্তর একদিন সহিতে না পাবে ।
 'ভস্মরাশি হও' বলি শাপ দেয় তারে ॥
 দুর্ব্বাসার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 ভয়ে পরিণতা হয় কন্দলী তখন ॥
 উদ্ধত সংসারমাঝে হয় যেই জন ।
 তাহার মঙ্গল নাহি হয় কদাচন ॥
 কন্দলীর দেহ যবে ভস্মীভূত হয় ।
 অন্তরীক্ষ হ'তে আত্মা কহে সে সময় ॥
 সর্ব্বদর্শী তুমি নাথ অতি জ্ঞানবান ।
 এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান ॥
 সকলি তো জান প্রভু কি কহিব আর ।
 জ্ঞানচক্ষে সমস্তই হেব অনিবার ॥
 কটুবাক্য মুচুবাক্য লোভ মোহ কাম ।
 শরীরের ধর্ম্ম সব হয় অবিরাম ॥
 সত্ত্ব রজঃ তমঃ আদি গুণ-সমুদয় ।
 শুন প্রাণনাথ সদা জীবদেহে রয় ॥
 কেহ বা সাত্ত্বিক হয় কেহ রাজসিক ।
 কোন কোন জন হয় অতি তামসিক ॥
 সত্ত্বগুণ হ'তে হয় দয়া উৎপাদন ।
 বজ্রগুণে কর্ম্ম ইচ্ছা হয় অনুক্ষণ ॥
 জীবহিংসা আদি হয় তমোগুণ হ'তে ।
 তামসিক জন হয় ক্রোধী এ জগতে ॥
 কটুকথা কহে লোকে কোপের কারণ ।
 কটুবাক্যে শত্রুতাব হয় উৎপাদন ॥
 নতুবা কে শত্রু হয় এই ভূমণ্ডলে ।
 প্রিয় বা অপ্রিয় কেবা হয় ধরাতলে ॥
 ইন্দ্রিয় সকল হয় সবেব কারণ ।
 এ সকল কথা ভূমি জান বিলক্ষণ ॥
 কামিনীর প্রাণপ্রিয় হয় পতি তার ।
 পতিপ্রাণাধিকা পত্নী হয় অনিবার ॥
 কটুবাক্য সমুদয় অনিষ্ট কারণ ।
 আমার কর্ম্মের ফল লভিহু এখন ॥
 ক্ষমা কর ক্ষমা কর যুক্ততা আমার ।
 কোথায় ঘাইব আমি কহ এইবার ॥

তুমি ছাড়া ত্রিভুবনে কারেও না চাই ।
 কহ প্রভু আমি আজ কোন্ স্থানে যাই ॥
 এই কথা বলি আত্মা মৌনী হ'য়ে রয় ।
 মুনিবর পত্নীশোকে মুচ্ছাপন্ন হয় ॥
 চেতনা লভিয়া মুনি বসি যোগাসনে ।
 সমুদ্রত হইলেন প্রাণ-বিসর্জনে ॥
 কন্দলীর লাগি তার শোক জাগে মনে ।
 ভাবিল কি কর্ম্ম হ'ল আমার কারণে ॥
 ঘোড়শী ঘূষতী পত্নী গৃহলক্ষ্মীরূপে ।
 ছিল গৃহে, নষ্ট হ'ল আপনার কোপে ॥
 আপনার পত্নী আমি করিহু হনন ।
 নিশ্চয় ইহার ফলে নবকগমন ॥
 উপায় না দেখি তারে প্রাণে বাঁচাবার ।
 কিবা তপ জপ আর কিবা এ সংসার ॥
 জীবন রাখিয়া তবে কিবা প্রয়োজন ।
 বাঁচিয়া থাকিব তবে কাহাব কারণ ॥
 এত বলি ভাবে ঋষি আপনার মন ।
 নিশ্বাস বোধিয়া আমি ত্যজিব জীবন ॥
 ভাবিতে ভাবিতে ঋষি চেতনা হারায় ।
 জ্ঞানবুদ্ধি যাহা ছিল তাহা লোপ পায় ॥
 কিছু কাল পংরে ঋষি চেতনা লভিল ।
 ধীরে ধীরে শয্যা ত্যজি উঠিয়া বসিল ॥
 ত্যজিতে উত্তর তবে আপন জীবন ।
 বসিলেন মুনিবর করি যোগাসন ॥
 নাসারদ্ধ রোধ কবি নিশ্বাস পবনে ।
 কণ্ঠবদ্ধ করিবারে উত্তর যখনে ॥
 দগুছত্রধারী এক ব্রাহ্মণ-নন্দন ।
 সহসা তাঁহার কাছে করে আগমন ॥
 পরিধানে বস্ত্রবস্ত্র অতি চমৎকার ।
 মুক্তাসম শুভ্রবর্ণ দন্তরাজি তার ॥
 ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত শান্ত জ্ঞানবান্ ।
 উজ্জ্বল তিলকধারী ব্রাহ্মণ-সন্তান ॥
 শ্রামবর্ণ অঙ্গ তাব অতি হৃদদর্শন ।
 বেদবিদ-গুরু সেই ব্রাহ্মণ-নন্দন ॥

শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার ।
 যুহু যুহু হান্ত শিশু করে অনিবার ॥
 তাহারে সেখায় মূনি করিয়া দর্শন ।
 ভক্তি-সহকারে করে চরণ-বন্দন ॥
 আশীর্বাদ করে তাঁরে ভ্রাক্ষণ-কুমার ।
 সমুদয় দুঃখ শোক দূরে বায় তাঁর ॥
 নীতিশাস্ত্র-বিশারদ শিশু বিচক্ষণ ।
 দুর্বাসারে যুহুভাবে কহিলা তখন ॥
 শুন মূনি হিতকথা শুনাব তোমায ।
 সর্বপ্ত হ'য়েছি আমি গুরুর কৃপায় ॥
 শোকে বিচলিত তুমি হইয়াছ অতি ।
 তাই আমি তত্ত্বকথা কহি তব প্রতি ॥
 তপস্তা বিপ্রের ধর্ম, শুন তপোধন ।
 সেই ধর্ম কেন তুমি করিলে বর্জন ॥
 কেবা পতি কেবা পত্নী এ তিন ভুবনে ।
 মায়াতে বিযুক্ত হয় যত মূঢ়জনে ॥
 মিথ্যা-স্বরূপিণী তব ওই পত্নী হয় ।
 তার তরে শোক কেন কর মহাশয় ॥
 একাংশা নামে আছে হরির ভগিনী ।
 বহুদেব-কন্যা সেই ভুবনমোহিনী ॥
 পার্বতীর অংশ হ'তে জন্ম হয় তার ।
 কল্লের কল্লের পত্নী সেই হইবে তোমার ॥
 এক্ষণে তপস্তা তুমি কর মূনিবর ।
 পত্নী তরে কেন তব ব্যথিত অন্তর ॥
 ধরণী-স্বারারে গিয়া কন্দলী এখন ।
 হইবে কন্দলী জাতি শুন তপোধন ॥
 কন্দলি ভোগ সেধা করিবে যুবতী ।
 কল্লাস্তরে পুনঃ তব পত্নী হবে সতী ॥
 যে জন উদ্ধত হয় শাস্তি তার হয় ।
 বেদের বচন ইহা শুন মহাশয় ॥
 এই কথা শুনি মূনি হইলেন প্রীত ।
 বিপ্ররূপী জনার্দন হন অন্তর্হিত ॥
 দুর্বাসা তখন মন দিলা তপস্তায় ।
 কন্দলীর জাতি হ'য়ে কন্দলী জন্মায় ॥

গর্দভ-আকার ধরি বলির নন্দন ।
 তালবনে অনন্তর করিল গমন ॥
 তিলোত্তমা ধরণীতে গিয়া সে সময় ।
 বাণের নন্দিনীরূপে জন্ম সেধা লয় ॥
 বিষ্ণুচক্রে দৈত্য প্রাণ করি বিসর্জন ।
 লাভ করে সুহৃৎ হরির চরণ ॥
 বাণপুত্রী অনিরুদ্ধে করি আলিঙ্গন ।
 তিলোত্তমা-রূপ পুনঃ করিল ধারণ ॥
 কহিলাম তব কাছে বিচিত্র আখ্যান ।
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান্ ॥
 ভগবৈবর্তের কথা অতি পুণ্যপ্রদ ।
 শুনিলে অন্তর হয় ভাবে গদগদ ॥
 মিছা কাজে কতদিন বুঝা কেটে যায় ।
 ভুলিয়া রয়েছে জীব বিষ্ণুর মায়ায় ॥
 এ জগতে একমাত্র কৃষ্ণনাম সার ।
 কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর ॥
 বাহা কিছু হেরিতেছ সকলি নশ্বর ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর নিরন্তর ॥
 হরির কীর্তন কর সকল সময় ।
 মঙ্গলজনক তাহা অতি সুধাময় ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়-বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তবিংশ অধ্যায়

উর্ধ্বশাসে অশ্বীষ রাজ্যে নিকট হরীশ্যাব পর্বত ।
 নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 অপরূপ কথা আমি করিষু শ্রবণ ॥
 তব মুখে হরি-কথা লাগে সুধাময় ।
 শুভকর হরিতত্ত্ব অতি মনোরম ॥
 মরণ লভিলা যবে কন্দলী যুবতী ।
 কি করিলা ওঁর্ব ঋষি কহ মহামতি ॥
 নারায়ণ কহিলেন শুন তপোধন ।
 তারপর কি ঘটিল করিব বর্ণন ॥

সরস্বতী-নদীতীরে ঔর্ব্ব মহাশয় ।
 তপস্ত্রাঘ নিমগন ছিল। যে সময় ॥
 সহসা বায়ুর বেগে মাথা হ'তে তাব ।
 ধৌত বস্ত্র উড়ি পড়ে মাটির মাঝার ॥
 অমঙ্গল বুঝি মুনি যোগবলে তাঁর ।
 সঙ্কট জানিতে পাবে আপন কন্ডার ॥
 তপস্ত্রা ত্যজিয়া মুনি শৌকাবির্ভু হ'য়ে ।
 দ্রুতগতি চলিলেন জামাতৃ-আলয়ে ॥
 বর বর বরে অশ্রু আঁখি হ'তে তাঁর ।
 কন্ডা-শৌকে মুনিবর করে হাহাকার ॥
 দুর্ব্বাসার আশ্রমেতে আসি অতঃপর ।
 বিলাপ করিতে থাকে ঔর্ব্ব মুনিবর ॥
 শ্বশুরের আর্তনাদ করিয়া শ্রবণ ।
 দুর্ব্বাসা আসিয়া করে চরণ-বন্দন ॥
 প্রণাম কবিতা তাঁরে দুর্ব্বাসা তখন ।
 সবিস্তারে সব কথা করে নিবেদন ॥
 সমস্ত শ্রবণ করি ঔর্ব্ব মুনিবর ।
 মুচ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমি উপর ॥
 চেতন লভিয়া পরে ঔর্ব্ব মহাশয় ।
 কন্ডাবে স্নবিষা কবে দুঃখ অতিশয় ॥
 অতঃপর সন্ধ্যোখিয়া দুর্ব্বাসা মুনিরে ।
 কহিলেন শৌকাচ্ছ মুনি ধীরে ধীরে ॥
 পত্নীরূপে তোমা করে কন্ডা করি দান ।
 তোমা হেতু সেই কন্ডা ত্যজিল পরাণ ॥
 আমার জীবনতারা নখনের গণি ।
 তোমার দোষেতে গেল প্রাণের নন্দিনী ॥
 কেন আমি তোমা করে কৈনু সমর্পণ ।
 আমাব দুর্গতি কেন হইল এমন ॥
 বিবাহ কারণে তার ঘটিল মরণ ।
 আমিই হইনু তার যত্নের কারণ ॥
 এত বলি শিরে মুনি করাঘাত কবে ।
 বিষম বোমাগ্নি তার জ্বলিল অন্তরে ॥
 ঘনঘন বহে শ্বাস কোপেতে তখন ।
 শৌগিত বণ হ'ল যুগল লোচন ॥

দুর্ব্বাসারে দেখি মুনি ক্ষুব্ধ অতিশয় ।
 লক্ষিয়া তাহারে তবে ক্রোধভরে কথ ॥
 কি আর কহিব তোমা শুন হে ভ্রাত্মন ।
 শ্রীকৃষ্ণার পৌত্র তুমি জানি অনুক্ষণ ॥
 অত্রি-বংশধব তুমি অতি জ্ঞানবান্ ।
 এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান ॥
 শঙ্করের অংশে তুমি জন্মিলে জগতে ।
 এ জগতে কেবা আছে শ্রেষ্ঠতোমা হ'তে ॥
 শঙ্করের শিষ্য তুমি অতি গুণবান্ ।
 বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি হুমহান্ ॥
 কি দোষে কন্ডারে মোর দিলে অভিশাপ ।
 কন্ডা কিছু করে নাই গুরুতর পাপ ॥
 মহাসাধবী অনসূয়া জননী তোমার ।
 কি কার্য করিলে তুমি পুত্র হ'য়ে তাঁর ॥
 গুণবান্ পিতা যার, মাতা গুণবতী ।
 কিরূপে তাদের পুত্র হয় মুঢ় অতি ॥
 প্রাণপ্রিয়া নন্দিনীকে আনন্দের ভরে ।
 করিয়াছিলাম দান মুনি তব করে ॥
 স্বল্প মাত্র ছিল দোষ কন্ডার আমার ।
 সেই দোষে সর্ব্বনাশ করিলে তাহার ॥
 পরিহার যদি তুমি করিতে তাহাবে ।
 পালিতাম আমি তারে যত্ন-সহকারে ॥
 স্বল্প দোষে করিয়াছ গুরু দণ্ড দান ।
 কি কার্য করিলে তুমি হ'য়ে জ্ঞানবান্ ॥
 অবলা নন্দিনী মোর কন্দলী যুবতী ।
 বুধা অভিশাপ তুমি দিলে তাব প্রতি ॥
 পরাভব হবে তব শুন তপোদন ।
 কশ্মফল দান করে হরি সনাতন ॥
 এই কথা বলি তারে ঔর্ব্ব মহাশয় ।
 কন্ডাশৌকে হাহাকার করে অতিশয় ॥
 বহুতব বিলাপাদি করিয়া সেথায় ।
 অতঃপর ঔর্ব্ব স্বাধি গৃহ পানে যায় ॥
 ঔর্ব্ব মহাশয় যবে করিল গমন ।
 দুর্ব্বাসাপ্রবর হয় শৌকে নিমগন ॥

প্রিয়ারে স্মরণ করি বক্ষ কাটি যায় ।
 মনে মনে ভাবে মূনি কি করিলু হায় ॥
 ক্রোধের কারণে করি পত্নীকে হনন ।
 এ পাপের ফল হয় নবক গগন ॥
 ঋষিপুত্র হই আমি নিজে ঋষিবর ।
 জপ তপ আদি করি সারা জগতবর ॥
 মুহুর্তের ক্রোধ আমি না পারি দমিতে ।
 ঋষিভ্র তপস্রাক্ষল গেল আমা হ'তে ॥
 সামান্য রোষের হেতু বধিবা রমণী ।
 এখন না বাঁচে মোর আপন পরাণী ॥
 তাহার লাগিয়া এবে করি যে ক্রন্দন ।
 আমার কি হবে গতি কে জানে এখন ॥
 পত্নী বিনা চারিদিক্ দেখি অন্ধকার ।
 কোথা গেলে প্রিয়ে দেখা দেহ একবার ॥
 তোমার তরেতে মোর ব্যাকুল জীবন ।
 উন্মাদ হইল এবে তোমার কারণ ॥
 এত বলি বিলাপিয়া সেই মূনিবর ।
 অচেতন হ'য়ে পড়ে ভূমির উপর ॥
 পুনর্বপি লভি জ্ঞান পাগলের প্রায় ।
 মূনিশ্রেষ্ঠ শ্রীভ্রূবাসা ইতস্তত ধায় ॥
 ঘুরিয়া বেড়ায় মূনি বহু বহু দেশ ।
 নাহি মানে ভ্রুং আর নাহি মানে ক্রেশ ॥
 এইভাবে বহুকাল ঘুরিবার পর ।
 ভ্রুং দূর হ'ল তাঁর সংগত অন্তর ॥
 ক্রোধেরে স্মরিয়া করে শান্ত আপনায় ।
 তপস্রায় মন মূনি দিলা পুনরায় ॥
 এত শুনি বিধিস্তত সম্ভাবে হরিরে ।
 অতঃপর কি হইল কহ কৃপা ক'রে ॥
 কিরূপে ভ্রূবাসা মূনি পরাজিত হন ।
 কিভাবে সফল হয় ভ্রূবের বচন ॥
 দয়া করি কৃষ্ণকথা কহ মহাশয় ।
 তোমার কৃপায় প্রভু জ্ঞানলাভ হয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, নারদ স্তম্ভন ।
 ভ্রূবাসার শাপ-কথা করিলু কীর্তন ॥

ভ্রূব-শাপে ভ্রূবাসার পরাভব হয় ।
 বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন মহাশয় ॥
 অঙ্গরীষ নামে এক ছিল নরপতি ।
 সূর্য্যবংশে জন্ম তার হরিভক্ত অতি ॥
 রাজ্য ভার্য্যা পুত্র প্রজা করি পরিহার ।
 শ্রীহরির ধ্যান রাজা করে অনিবার ॥
 ক্রোধের পূজায় চিত্ত ছিল নিমগন ।
 একাদশী ব্রত আদি করে সম্পাদন ॥
 হরির চরণ চিন্তা করে অবিরল ।
 ক্রোধেরে অর্পণ করে সর্ব্ব কৰ্ম্মফল ॥
 ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীমধুসূদন ।
 স্তম্ভন চক্রে তারে করিত রক্ষণ ॥
 একাদশী ব্রত করি একদা নৃপতি ।
 শ্রীহরির পূজা করে ভক্তিভরে অতি ॥
 ব্রাহ্মণ ভোজন আদি করি সমাপন ।
 আপনি বসিলা নৃপ ভোজনে যখন ॥
 দণ্ডছত্রধারী এক মূনি সে সময় ।
 ক্ষুধিত হইয়া সেথা উপনীত হয় ॥
 তেজঃপুঞ্জকায় মূনি মহাতপোধন ।
 দেহেতে প্রকাশ পায় রবিব কিরণ ॥
 ভ্রূবাসা ভাঁহার নাম না জানে নৃপতি ।
 সমস্তমে উঠি রাজা করিল প্রশ্নতি ॥
 পাণ্ড অর্থ্য দান করি নৃপতি তখন ।
 যুক্ত করে মূনিবরে করে সম্ভাষণ ॥
 কহ প্রভু কিবা চাহ কর অনুমতি ।
 যাহা চাহ তাহা দিব আনন্দেতে অতি ॥
 বহু পুণ্যফলে এলে আমার ভবনে ।
 জীবন সফল হ'ল তোমার দর্শনে ॥
 আসন গ্রহণ করি মহা তপোধন ।
 নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ করিল তখন ॥
 ভ্রূবাসা কহিল বীরে শুন নরপতি ।
 ঋষি ভ্রব্য চাহি আমি ক্ষুধাতুর অতি ॥
 অঙ্গরীষ রাজা কহে সৌভাগ্য আমার ।
 অধমের গৃহে ভূমি করিবে আহার ॥

দুর্বাসা কহিল তবে শোনহ রাজন্ ।
 জপ তপ কিছু মোব হয়নি এখন ॥
 ক্ষণেক অপেক্ষা কর ওহে নরবর ।
 মন্ত্র জপ করি আমি আসিব সত্বর ॥
 এত বলি মূনিবর করিলে গমন ।
 নরপতি হইলেন চিন্তায় মগন ॥
 দ্বাদশী অতীত প্রায় হেরি নরপতি ।
 মহা ব্যাকুলিত হ'য়ে ভীত হয় অতি ॥
 এমন সময় গুরু বশিষ্ঠ প্রবর ।
 নৃপতিব নিকটেতে আসিলা সত্বর ॥
 চরণে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে ।
 মূনির নিকটে নৃপ নিবেদন করে ॥
 দ্বাদশী অতীত প্রায় শুন ভগবন্ ।
 জপ তরে মূনিবর করিলা গমন ॥
 তাঁহার বিনম্র হেতু জাগে মনে ভয় ।
 এখন কি করি আমি কহ মহাশয় ॥
 নৃপতির মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ ।
 ধীরে ধীরে শ্রীবশিষ্ঠ কহিলা তখন ॥
 দ্বাদশী অতীত হ'লে শুন হে বাজন্ ।
 ত্রয়োদশী কালে ত্রতী করিলে পারণ ॥
 উপবাস-ফল সব নষ্ট হয় তার ।
 ব্রহ্মহত্যা-তুলা পাপ হয় অনিবার ॥
 স্মরাভুল্য হয় তার ভক্ষ্যদ্রব্য যত ।
 বেদের বচন ইহা জানিবে সতত ॥
 অতিথির সেবা নাহি কবে যেই জন ।
 ক্ষুধিত হইবা করে আপনি ভোজন ॥
 কুস্তীপাক নরকেতে সেই জন যায় ।
 চণ্ডালের ঘরে শেষে আসিয়া জন্মায় ॥
 প্রতিজন্মে জন্ম লয় দরিদ্রের ঘরে ।
 ব্যাধিযুক্ত হয় সেই জন্ম জন্ম ধরে ॥
 কহিলাম সব কথা তোমার নিকটে ।
 পড়িয়াছ তুমি আজ দারুণ সঙ্কটে ॥
 বাহাতে উভয় দিক বন্ধা হয় আজ ।
 সেই কথা কহি আমি শুন মহারাজ ॥

হরির চরণায়ুত করিয়া ভক্ষণ ।
 উপবাস-ফল-রক্ষা করহ রাজন্ ॥
 জলপান অনাহার তুল্য সদা জানি ।
 অতিথি-সৎকারে তাতে নাহি হয় হানি ॥
 গুরুর বচন শুনি নৃপতি তখন ।
 কৃষ্ণের চরণায়ুত করিল ভক্ষণ ॥
 এমন সময় সেথা দুর্বাসা প্রবর ।
 মন্ত্র জপ শেষ করি আসিলা সত্বর ॥
 জানিতে পারিয়া মূনি সকল বিষয় ।
 নিদারুণ ক্রোধভরে প্রস্থলিত হয় ॥
 স্বীয় জটা ছিন্ন করে কুপিত অন্তরে ।
 থর থর কাঁপে অঙ্গ অতি ক্রোধভরে ॥
 বিরাট পুরুষ এক ভীষণ-দর্শন ।
 জটা হ'তে আবির্ভূত হইল তখন ॥
 খড়্গ হাতে ভীমকায পুরুষ প্রবর ।
 নৃপের নিধন তরে খাইল সত্বর ॥
 সর্বদ্রেক্ষা নারায়ণ জানি সে বারতা ।
 অবিলম্বে স্তম্ভদর্শন পাঠাইলা তথা ॥
 কোটিসূর্য্যাম দীপ্ত চক্রে স্তম্ভদর্শন ।
 সেই কৃত্যা পুরুষেবে করিল ছেদন ॥
 তারপর স্তম্ভদর্শন ক্রোধে অতিশয় ।
 দুর্বাসারে বিনাশিতে সমুদ্রত হয় ॥
 স্তম্ভদর্শন চক্রে মূনি করিয়া দর্শন ।
 ভয়েতে ব্যাকুল হ'য়ে করে পলায়ন ॥
 তাহার পশ্চাতে ছুটে চক্রে স্তম্ভদর্শন ।
 মূনি সহ ব্রহ্মাণ্ড সে করিল ভ্রমণ ॥
 না হেরি উপায় মূনি আসিয়া তখন ।
 ব্রহ্মার চরণতলে লইল শরণ ॥
 ব্রহ্মাব নিকটে আসি মূনিবর কহ ।
 রক্ষা কর রক্ষা কর ব্রহ্মা মহাশয় ॥
 এইরূপ আর্তনাদ করি মূনিধর ।
 ব্রহ্মারে সকল কথা কহে অতঃপর ॥
 মূনির বচন শুনি ভীত প্রজাপতি ।
 ভয়ে ভয়ে কহিলেন দুর্বাসার প্রতি ॥

কাহার সাহসে তুমি ক্রোধযুক্ত মনে ।
 অভিষাপ দিতে গেলে হরিভক্ত জনে ॥
 বার রক্ষাকর্ত্তা হন নিজে সনাতন ।
 কাহার ক্ষমতা তারে করিবে নিধন ॥
 যেই জন হয় সদা হরি-পরায়ণ ।
 তারে রক্ষা করে সদা চক্র স্মদর্শন ॥
 বৈষ্ণবের প্রতি হিংসা করে যেই জন ।
 তাহার সংহারকর্ত্তা নিজে নারায়ণ ॥
 বাঁচিবার ইচ্ছা যদি কর মুনিবর ।
 স্থানান্তরে পলায়ন করহ সত্বর ॥
 এইস্থানে যদি তুমি কর অবস্থান ।
 কিছুতে রক্ষা নাহি হবে তব প্রাণ ॥
 তোমার সহিতে মোরে করিলে দর্শন ।
 স্মদর্শন চক্র মোরে করিবে নিধন ॥
 কোটিসূর্য্যসম দীপ্ত চক্র স্মদর্শন ।
 তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি দুর্ব্বাসা তখন ।
 প্রাণভয়ে কৈলাসেতে করে পলায়ন ॥
 শিবের নিকটে গিয়া মুনিবর কয় ।
 রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দয়াময় ॥
 সর্ব্বভক্ত শঙ্কর তারে কহে অতঃপর ।
 আমার বচন তুমি শুন মুনিবর ॥
 বিধাতার পৌত্রে তুমি অত্রির নন্দন ।
 মূৰ্খসম কেন তুমি কর আচরণ ॥
 বোদ্ধ হইয়া তুমি অজ্ঞ কেন হও ।
 আমার বচন শুন স্থির হ'বে রও ॥
 আমি ব্রহ্মা রুদ্র আদি যত দেবগণ ।
 ধর্ম্ম ইন্দ্র বশু আদি ঋষিগণ সজন ॥
 ভক্তের বংশল যিনি হন অবিরত ।
 তাঁর ভক্তে বিনাশিতে হইলে উত্তত ॥
 আমি ব্রহ্মা লক্ষ্মী দুর্গা রাধা ও ভারতী ।
 সনাতন শ্রীহরির প্রিয় হই অতি ॥
 তথাপি তাঁহার ভক্ত হয় যেই জন ।
 তার তুল্য মোরা নাহি হই কদাচন ॥

যেই জন হয় সদা ভক্তিপরায়ণ ।
 স্মদর্শন চক্রে হরি করেন রক্ষণ ॥
 আপনার গুণগান করিতে শ্রবণ ।
 ছায়া-সম ভক্ত সাথে ফিরে সনাতন ॥
 শ্রীহরির প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা মতী ।
 দেব যদি করে কভু হরিভক্ত প্রতি ॥
 অবিলম্বে হরি তারে করে পরিহার ।
 ভক্তসম শ্রীহরির কেহ নহে আর ॥
 শ্রীহরির প্রিয় হয় যত বিপ্রগণ ।
 তাদের অপেক্ষা প্রিয় হরিভক্ত জন ॥
 যেই জন হরিধ্যান করে অনিবার ।
 ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥
 মহাপ্রলয়ের কালে সৃষ্টি ধ্বংস পায় ।
 শ্রীহরির ভক্তদের ভয় নাহি তায় ॥
 শুন শুন দ্বিজবর, আমাব বচন ।
 হরির চরণধ্যান কর অনুক্ষণ ॥
 গোবিন্দ-ভজনা কর ভক্তিযুক্ত মনে ।
 বিপদ হইবে দূর তাঁহার স্মরণে ॥
 দ্বিজবর বৈকুণ্ঠেতে করহ প্রস্থান ।
 করিবেন ভগবান্ অভয় প্রদান ॥
 হরির চরণে লয় শরণ যে জন ।
 অবশ্যই হরি তারে করেন রক্ষণ ॥
 কৃপার সাগর সেই দয়াময় হরি ।
 তাঁহার শরণ তুমি লও দুরা করি ॥
 এইরূপ কহে যবে দেব পঞ্চানন ।
 স্মদর্শন চক্র সেধা করে আগমন ॥
 চক্রতেজে পরিব্যাপ্ত হয় চারিধার ।
 মহীতল দীপ্ত হয় প্রভাব তাহার ॥
 কোটিসূর্য্যসম দীপ্ত চক্রের প্রভাব ।
 কৈলাসের অধিবাসী হয় দম্ভপ্রায় ॥
 শিবের নিকটে আসি কহে জীবগণ ।
 রক্ষা কর রক্ষা কব দেব পঞ্চানন ॥
 ভয়ে ব্যাকুলিত হয় দুর্ব্বাসাপ্রবর ।
 প্রাণভয়ে অঙ্গ তার কাঁপে থর থর ॥

সুন্দর্যন চক্র হেরি দেব পঞ্চানন ।
আশীর্বাদ করি বিপ্রে কহিলা তখন ॥
আমার তপত্যা-তেজ যদি সত্য হয় ।
বিলম্বিত হয় যেন মূনি মহাশয় ॥
আজন্ম সঞ্চিত মোর তপত্যা ফলে ।
নিরাপদ হোক বিপ্র এই ধবাতলে ॥
পার্বতী কহিলা তাঁরে শুন তপোধন ।
যেহেতু মোদেব কাছে লইলে শরণ ॥
আমাদেব আশীর্বাদে ভবহীন হও ।
বিপদ হইতে তুমি চিরযুক্ত রও ॥
শিব দুর্গা এইরূপ কহিলা যখন ।
দুর্বাসা বৈকুণ্ঠ পানে করিল গমন ॥
দুর্বাসা বৈকুণ্ঠে যায় তার সাথে সাথে ।
দীপ্ত সুন্দর্যন চক্র চলিল পশ্চাতে ॥

● চর্কাসাধ বৈকুণ্ঠে গমন ও তৎকৃত
শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র ।

নারদের প্রতি তবে কহে নারায়ণ ।
দুর্বাসা বৈকুণ্ঠপানে করিল গমন ॥
মহাভয়ে দ্বিজবর হবিপুবে যায় ।
সনাতন শ্রীহরিবে হেরিল সেখায় ॥
সিংহাসনে বিরাজিত শ্রীহরি সুন্দর ।
কমনীয় শ্যামমূর্তি অতি মনোহর ॥
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তাঁর ।
সর্ব অঙ্গে শোভিতেছে রক্ত-অলঙ্কার ॥
পীতবস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকাব ।
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাঁহার ॥
শরতেব চন্দ্রময় সুন্দর বদন ।
বিকশিত পদ্মময় যুগল নয়ন ॥
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাঁহার ।
কৌন্তভের মণি শোভে বকের মাঝার ॥
মুহু মুহু হাস হরি কবে সুমোহন ।
চামর বীজন করে পাবিষদগণ ॥
পাদপদ্ম সেবা কবে কমলা যুবতী ।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে শুব করে সরস্বতী ॥

সুন্দর কুমুদ নন্দ আদি ভক্তগণ ।
হরির মধুব নাম করিছে কীর্তন ॥
হরিরে হেরিবা মূনি প্রণিপাত করে ।
তারপর শুব করে অতি ভক্তিভরে ॥
করুণাসাগর তুমি হরি ভগবান্ ।
বিপদ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥
দীনবন্ধু তুমি প্রভু পতিতপাবন ।
রক্ষা কর আজি মোরে হবি সনাতন ॥
ব্রহ্মা শিব আদি ঐব পূজেন চরণ ।
কিরূপে তাঁহারে আমি কবি বন্দন ॥
লক্ষ্মী দুর্গা বেদমাতা সাবিত্রী ভারতী ।
নিরন্তর সেবে য়ারে ভক্তিভরে অতি ॥
সিদ্ধ আব মুনীগণ ঐব সেবা কবে ।
বিচক্ষণ ভজে য়াবে সন্ততি অন্তরে ॥
ঐহার বন্দনা করে বেদ-সমুদয় ।
ঐহার শুবনে মোর কিবা শক্তি হয় ॥
জগতের পতি তুমি অনির্বচনীয় ।
তুমি সত্য ভগবান্ তুমি অদ্বিতীয় ॥
সবার ঈশ্বর তুমি মহিমাযোব ।
সঙ্কট হইতে মোরে করহ উদ্ধার ॥
ধর্ম আর ধর্ম্যা তুমি বন্ধু সবাকার ।
শুভ ও অশুভ তুমি জানি অনিবার ॥
বাঁচাও জীবন মোর প্রভু সনাতন ।
সুন্দর্যন চক্র হ'তে করহ - ন ॥
বেদের সৃজনকারী তুমি ভগবান্ ।
সঙ্কট হইতে মোবে কর পরিত্রাণ ॥
সকলের প্রভু তুমি সবার কারণ ।
তোমার চরণে আমি লইব শরণ ॥
বিধির বিধাতা তুমি যুড়ার মরণ ।
বিপদ হইতে মোরে করহ রক্ষণ ॥
এক ব্রহ্মপাত যার নিমেষেতে হয় ।
তাহার শুবন করা মোব সাধ্য নয় ॥
এইরূপে হরিস্তব করিয়া তখন ।
ক্রন্দন করিল মূনি ধরিয়া চরণ ॥

দুর্বাসার কৃত স্তব যে করে পঠন ।
 শ্রীহরি তাঁহারে সরা করেন রক্ষণ ॥
 রাজদ্বারে কারাগারে শ্রাশানের মাঝে ।
 স্থাপদসঙ্কুল দেশে যদি সে বিরাজে ॥
 তথাপি তাহার কভু নাহি হয় ভয় ।
 শ্রীহরি করেন রক্ষা সকল সময় ॥
 দহ্যভয়ে ভীত নাহি হয় সেই জন ।
 শত্রুভয় নাহি তার-হয় কদাচন ॥
 বিদূরিত হয় বিদ্র শাস্তি পায় মনে ।
 অস্ত্রিমে বাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥
 দুর্বাসার স্তব শুনি হরি সনাতন ।
 যুধ যুধ হস্তভরে কহিলা তখন ॥
 উঠ উঠ মুনবব, কিছু নাহি ভয় ।
 মঙ্গল হইবে তব কহি স্ননিশ্চয় ॥
 কহিতেছি তব কাছে বাক্য হিতকর ।
 মন দিয়া সেই কথা শুন মুনবব ॥
 শাস্ত্রবিদ্ হয় যত সাধু মুনীগণ ।
 শাস্ত্রের নিয়ম তারা পালে অনুক্ষণ ॥
 সাধুর মুখেতে শাস্ত্র করিয়া শ্রবণ ।
 নিরন্তর জ্ঞান লাভ করে জীবগণ ॥
 বেদের বিরুদ্ধে কার্য্য যেই জন কবে ।
 মৃতের অধিক সেই পৃথিবী ভিতরে ॥
 বৈষ্ণবে স্থখ্যাতি করে বেদ ও পুরাণ ।
 নিরন্তর হই আঁ বৈষ্ণবের প্রাণ ॥
 বৈষ্ণব সকল-মোর প্রাণভূল্য হয় ।
 বৈষ্ণবেরে রক্ষা করি সকল সময় ॥
 বৈষ্ণবেরে দ্বেষ হিংসা করে যেই জন ।
 সেই জন মোরে দ্বেষ করে অনুক্ষণ ॥
 পুত্র পৌত্র কলত্রাদি করি পরিহার ।
 যে জন আমার ধ্যান করে অনিবার ॥
 তাহার অপেক্ষা প্রিয় কে আছে আমার ।
 ত্রিভুবনে তার সম কেহ নহে আর ॥
 ব্রহ্মা শিব দুর্গা লক্ষ্মী দেবী সরস্বতী ।
 সাবিত্রী রাধিকা আর দেব গণপতি ॥

গোপ গোপী আর যত দেবতা ব্রাহ্মণ ।
 আমার ভক্তের ভূল্য নহে কোনজন ॥
 সারভূত সত্য কথা কহি তব কাছে ।
 আমার ভক্তের ভূল্য কেবা আর আছে ॥
 প্রাণাধিক প্রিয় মোর যত ভক্তগণ ।
 তাহাদের দ্বেষ করে যত মৃৎজন ॥
 মম ভক্তগণে দ্বেষ করে যেই জন ।
 অবশ্য তাহাবে আমি করিব নিধন ॥
 সকলের প্রভু আমি সবার ঈশ্বর ।
 ভক্তের অধীন তবু হই নিরন্তর ॥
 ভক্তপ্রতি মোর প্রাণ নিয়োজিত থাকে ।
 সকল বিপদ হৈতে রক্ষা করি তাকে ॥
 ভক্ত যেই খাণ্ড মোবে করে নিবেদন ।
 প্রীতির সহিত আমি করি তা গ্রহণ ॥
 অভক্তের খাণ্ড যদি হুধা-ভূল্য হয় ।
 তথাপি সে খাণ্ড মোর গ্রহণীয় নয় ॥
 অশ্রবীষ নরপতি অতি ভক্তজন ।
 অহিংসক দযাশীল হিতপরায়ণ ॥
 আমার চরণ ধ্যান করে অবিরত ।
 তাহার বিনাশে কেন হ'লে সমুদ্রত ॥
 সকল জীবের প্রতি দয়া বার আছে ।
 ছায়া-সম আমি তার কিরি কাছে কাছে ॥
 তার প্রতি দ্বেষ করে যেই মৃৎজন ।
 অবশ্য তাহার করি বিনাশ-সাধন ॥
 ইন্দ্রদেব দ্বেষ যদি করে ভক্তজন ।
 কেহ না সমর্থ হয় তাহারে রক্ষণে ॥
 শুন শুন মুনবব, আমার বচন ।
 অশ্রবীষ-গৃহে-তুমি করহ গমন ॥
 একমাত্র রক্ষাকর্তা নৃপতি তোমার ।
 তোমার রক্ষণে কারো সাধ্য নাহি আর ॥
 শ্রীহরির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 বিষ্ণুর চরণ মূনি করিল স্মরণ ॥
 নারায়ণ-বাক্যে মূনি ভীত হয় মনে ।
 অবস্থান করে সেখা বিষম বদনে ॥

ধর্ম ইন্দ্র ব্রহ্মা শিব মুনি দেবগণ ।
 সহসা পার্বতী সাথে করে আগমন ॥
 ভক্তিতরে ভগবানে করিয়া প্রণাম ।
 স্তবস্ততি সকলেই করে অবিরাম ॥
 ব্রহ্মা কহে ভগবন্ হরি সনাতন ।
 ভক্তবাঙ্কাকল্পতরু হও অনুক্ষণ ॥
 পরমাত্মারূপী তুমি নির্লিপ্ত ঈশ্বর ।
 মুনিবরে বক্ষা কব করুণাসাগর ॥
 মহাদেব कहিলেন, প্রভু দয়াময় ।
 দীনের বাঙ্কব তুমি সকল সময় ॥
 তুমি প্রভু জগন্নাথ শ্রীমধুসূদন ।
 শরণাগতেরে প্রভু করহ রক্ষণ ॥
 कहিলা পার্বতীদেবী প্রভু ভগবন্ ।
 সবার ঈশ্বর তুমি সবার কারণ ॥
 গুপ্ততর অপরাধী এই মুনিবর ।
 তার প্রতি কৃপা কর ককণাসাগর ॥
 ধর্ম কহে, বিভো তুমি পিতা সবাচার ।
 সবার পালনকর্তা হও অনিবার ॥
 অবোধ সম্ভান প্রতি কেন কর ক্রোধ ।
 ব্রাহ্মণেবে বক্ষা কর এই অনুরোধ ॥
 ইন্দ্রদেব कहিলেন, প্রভু সনাতন ।
 কৃপার সাগর তুমি জীবের জীবন ॥
 সর্বজীবে কৃপা তুমি কর দয়াময় ।
 ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কর বিপদ সময় ॥
 রুদ্র কহে, ভগবান্ কি कहিব আর ।
 মুনিবে বিপদ হ'তে করহ উদ্ধাব ॥
 দিক্‌পালগণ কহে, প্রভু দয়াময় ।
 বিপ্রের বিনাশ করা উচিত না হয় ॥
 গ্রহগণ বলে, প্রভু যেই গুচজন ।
 বৈষ্ণবেবে ঘেষ হিন্দা করে অনুক্ষণ ॥
 তার প্রতি আমাদের মন রুচি হয় ।
 গীড়া উৎপাদন কবি সকল সময় ॥
 তবু প্রভু দয়াময় করুণাবতার ।
 দুর্বাসারে রক্ষা করা কর্তব্য তোমার ॥

মুনিগণ कहিলেন, প্রভু দয়াময় ।
 দুর্বাসার আচরণে লজ্জা বড় হয় ॥
 মিনতি তোমার প্রতি তবু সবাচার ।
 ক্ষমা কর ক্ষমা কর অপরাধ তার ॥
 অত্রি কহে, ভগবন্ শোন এ মিনতি ।
 আমার এ পুত্র হয় ভক্ত তব অতি ॥
 নিজ তেজোগর্বে মত্ত রহে অনুক্ষণ ।
 তাই তো করিল হেন হীন আচরণ ॥
 করজোড়ে তব কাছে মিনতি জানাই ।
 ক্ষম তার অপরাধ জীবন-গৌসাই ॥
 লক্ষ্মী কহে, ভগবন্ হরি সনাতন ।
 শরণাগতেরে তুমি করহ রক্ষণ ॥
 সরস্বতী কহে, প্রভু কৃপা-অবতার ।
 বিশ্বের ঈশ্বর তুমি জনক সবার ॥
 বেদের সৃজনকারী পতিতপাবন ।
 মুনিবরে রক্ষা তুমি কর ভগবন্ ॥
 পারিষদ্বর্গ বলে, শুন দয়াময় ।
 তোমার স্মরণে সব বিষ দূর হয় ॥
 বিষবিনাশন তুমি প্রভু ভগবান্ ।
 মুনিরে বিপদ হ'তে কর পরিত্রাণ ॥
 সকলেব সব কথা করিয়া শ্রবণ ।
 যত্ন যত্ন হস্ত করি কহে সনাতন ॥
 শুন শুন দেবগণ, বচন আমার ।
 মুনিরে বিপদ হ'তে কবি উদ্ধাব ॥
 নৃপতির কাছে বিপ্র কবিয়া গমন ।
 রাজার শ্রীতির তরে করুন পারণ ॥
 তপস্বী দুর্বাসা ঋষি করিয়া গমন ।
 অশ্বরীষ-গৃহে করে আতিথ্য গ্রহণ ॥
 অপরাধ নাহি করে নৃপ মহাশয় ।
 শাপ দিতে মুনি তবু সম্মত হয় ॥
 গর্হিত আচার এই কবিয়া দর্শন ।
 মুনিরে হানিতে যায় চক্র হৃদর্শন ॥
 প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে দুর্বাসা প্রবর ।
 চারিধারে ভ্রমিতেছে একটি বৎসর ॥

তদবধি নরপতি সন্তপ্ত অন্তরে ।
 আপনার পত্নীসহ উপবাস করে ॥
 গোর প্রিয়ভক্ত নৃপ উপবাসী রয় ।
 সেহেতু ভোজনে গোর রুচি নাহি হয় ॥
 উপবাসী রহিয়াছে ভক্ত যতক্ষণ ।
 কেমন করিয়া আমি করিব ভোজন ॥
 গোর আশীর্বাদে মুনি বিদ্রুশু হবে ।
 স্নদর্শন চক্রে তার ভয় নাহি রবে ॥
 ভক্তের প্রদত্ত অন্ন স্বধা-তুল্য হয় ।
 তৃপ্তিসহকারে খাই সকল সময় ॥
 প্রথমে ভক্তেরে বস্তু না করি প্রদান ।
 মোরে দিতে লক্ষ্মীদেবী সাহস না পান ॥
 শুন শুন নৃপশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীর প্রধান ।
 নৃপের মন্দিরে ভূমি করহ প্রস্থান ॥
 তারপরে সকলেই করি সম্বোধন ।
 যুহু যুহু হস্ত করি কহে সনাতন ॥
 শুন শুন দেব দেবী মুনি ঋষিগণ ।
 নিজ নিজ স্থানে সবে করহ গমন ॥
 এই কথা বলি হরি অন্তঃপুরে যান ।
 নিজ নিজ গৃহে সব করিল প্রস্থান ॥
 শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনি অতঃপর ।
 নৃপতির ভবনেতে যায় মুনিবর ॥
 দুর্বাসার সাথে সাথে চক্রে স্নদর্শন ।
 অবরীষ-ভবনেতে করিল গমন ॥
 একবর্ষকাল নৃপ উপবাসী রয় ।
 তাহারে হেরিল সেখা মুনি মহাশয় ॥
 শুদ্ধকণ্ঠে নরপতি করে অবস্থান ।
 মুনিরে হেরিয়া তার কুল হয় প্রাণ ॥
 সমস্তমে গাত্ৰোত্থান করি নরপতি ।
 দুর্বাসা মুনির পায়ে করিল প্রণতি ॥
 বহুবিধ মিষ্টান্নাদি করায় ভোজন ।
 অতঃপর নিজে অন্ন করিল গ্রহণ ॥
 ভোজন করিয়া ঋষি প্রকুল অন্তরে ।
 দুই হাত ভুলি নৃপে আশীর্বাদ করে ॥

বিদায়ের কালে মুনি ভাবে মনে মনে ।
 বৈষ্ণবের সম কেহ নাহি ত্রিভুবনে ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুধাময় ।
 শ্রবণ করিলে হয় পবিত্র হৃদয় ॥
 যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ ।
 এই ধরাধামে হয় ধন্য সেই জন ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল জীব, স্বধা কাটে কাল ।
 চারিধারে বিস্তারিয়া আছে মাযাজাল ॥
 দিবানিশি ভজ সবে কৃষ্ণের চরণ ।
 এই মাযাজাল তবে হইবে ছেদন ॥
 এ ভব-সংসার-মাঝে সকল অসার ।
 হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥
 কৃষ্ণভক্ত হয় যেই তার কিবা ভয় ।
 সর্বজয়ী হয় সেই সকল সময় ॥
 মায়ায় বিমুগ্ধ হ'য়ে আছে জীবগণ ।
 সংসার-কূপের মাঝে আছে নিগমন ॥
 ভক্তবাঙ্গাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন ।
 তাঁহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্বধার লহরী ।
 তাপদগ্ন নরনারী শুন ভক্তি কবি ॥

শ্রীকৃষ্ণদ্ব্যপণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টাদশ অধ্যায়

একাদশীর ব্রত বিধান ।

নারদ কহিল, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 অপূর্ব কাহিনী আমি করিহু শ্রবণ ॥
 শুনিলে তোমার কথা যুগ্ম হয় প্রাণ ।
 কহ মোরে একাদশী ব্রতের বিধান ॥
 ঐতিহ্যে সামান্য কিছু করিহু শ্রবণ ।
 বিস্তারিয়া ভূমি আজ কহ নারায়ণ ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান ।
 কহিব তোমারে আমি ব্রতের বিধান ॥

শুন শুন তপোধন, ব্রত আছে যত ।
 তাহাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত ॥
 এই ব্রত শুদ্ধ মনে করে যেই জন ।
 তার প্রতি ভুট হন হরি সনাতন ॥
 যেমন দেবতা মাঝে কৃষ্ণ সনাতন ।
 সমস্ত দেবীর মাঝে প্রকৃতি যেমন ॥
 আশ্রমবাসীরা মাঝে যেরূপ ব্রাহ্মণ ।
 যেমন বৈষ্ণব মাঝে দেব পঞ্চানন ॥
 যেরূপ পূজ্যের মাঝে দেব গণপতি ।
 পণ্ডিতগণের মাঝে যেমন ভারতী ॥
 শাস্ত্রমাঝে যেইরূপ বেদ-সমুদয় ।
 যেমন তীর্থের মাঝে গঙ্গানদী হয় ॥
 ধাতুর মাঝারে হয় স্তব্ধ যেমন ।
 যেমন ইন্দ্রিয় মাঝে শ্রেষ্ঠ হয় মন ॥
 যেইরূপ প্রাণ হয় প্রিয়-বস্তু মাঝে ।
 যেমন সঙ্গীর মাঝে প্রিয়তমা রাজে ॥
 গুরুর মাঝারে হয় জননী যেমন ।
 সতীব নিকটে শ্রেষ্ঠ যথা পতিধন ॥
 যেইরূপ দৈব হয় বলিষ্ঠের মাঝে ।
 যেরূপ শত্রুর মাঝে রোগ আদি রাজে ॥
 যেমন হিংসক মাঝে সর্প বিষধর ।
 যেইরূপ বেণু হয দুষ্কার ভিতর ॥
 যেরূপ তপস্বী মাঝে দেব পঞ্চানন ।
 মহিমুর মাঝে হয় পৃথিবী যেমন ॥
 ভগ্ন্যবস্তু মাঝে হয় অমৃত যেমন ।
 যেমন দাহক-মাঝে হয় হতাশন ॥
 কগলা যেমন হয় ধনদাতা মাঝে ।
 জলাশয় মাঝে যথা সাগর বিরাজে ॥
 প্রজাপতি মাঝে হয় বিরিক্তি যেমন ।
 শ্রুতি মাঝে যেইরূপ সাম অনুজ্ঞ ॥
 ছন্দেব মাঝাবে হয় গায়ত্রী যেমন ।
 যেমন রুদ্রের মাঝে তোলা ত্রিলোচন ॥
 অশ্বখ যেমন হয় বৃকগণ মাঝে ।
 যেমন পুষ্পের মাঝে তুলসী বিবাজে ॥

বসন্ত যেরূপ হয় ঋতুর ভিতর ।
 আদিত্য মাঝারে হয় যেমন ভাস্কর ॥
 যেইরূপ ভীষ্মদেব বজ্রগণ মাঝে ।
 যেমন ভারতবর্ষ বর্ষ মাঝে রাজে ॥
 যেকপ দেবর্ষি মাঝে ভূমি বিভ্রমান ।
 যেমন ব্রহ্মর্ষি মাঝে ভৃগু মতিমান ॥
 নৃপ সমুদয় মাঝে শ্রীবাস যেমন ।
 যেমন সিদ্ধেব মাঝে কপিল ব্রাহ্মণ ॥
 যেরূপ যোগীরা মাঝে সনৎকুমার ।
 শবভ যেমন হয় পশুর মাঝার ॥
 যেইরূপ ঐরাবত গজেন্দ্রের মাঝে ।
 যেমন পর্বত মাঝে হিমালয় রাজে ॥
 কোন্সুভ যেমন হয় নগির ভিতর ।
 যেরূপ যক্ষের মাঝে, কুবের প্রবর ॥
 যেইরূপ চিত্ররথ গন্ধর্বের মাঝে ।
 যেমন রাক্ষস মাঝে হুমালী বিরাজে ॥
 যেমন নারীর মাঝে শতরূপা সতী ।
 যেমন হৃন্দরী মাঝে বস্ত্রা রূপবতী ॥
 যেমন মায়াবী মাঝে মায়া অবিরত ।
 ব্রত মাঝে সেইরূপ একাদশী ব্রত ॥
 এই ব্রত নিত্য সত্য শুদ্ধ অভিশয় ।
 এই ব্রত অনুষ্ঠানে বহু পুণ্য হয় ॥
 সকলের এই ব্রতে আছে অধিকার ।
 একাদশী ব্রত করা কর্তব্য সবার ॥
 একাদশী ব্রতকালে যে করে ভোজন ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয় সেই জন ॥
 কুস্তীপাক নরকেতে কবে সে গমন ।
 চণ্ডালেব ঘরে কবে জনম-গ্রহণ ॥
 কুষ্ঠব্যাদিযুক্ত হ'য়ে সপ্ত জন্ম ধ'রে ।
 সেই পাপী মৃত্তিনাভ বরে তারপরে ॥
 একাদশী দিনে ব্রতী কবিলে ভোজন ।
 কোন্ পাপ হয় তাহা করিত্ত বর্জন ॥
 ছাদশীর লঙ্ঘনেতে যেই দোষ হয় ।
 পূর্বের আমি কহিয়াছি সে সব বিষয় ॥

দশমীতে বিদ্ধা হ'লে একাদশী তিথি ।
 সেই দিনে উপবাসে দোষ হয় নিতি ॥
 যেই কথা কহিলেন ধর্ম মহাশয় ।
 শুন শুন কহিতেছি সে সব বিষয় ॥
 দশমী লঙ্ঘন করে যেই যুতজন ।
 তার গৃহ হ'তে লক্ষ্মী অপমৃত্যু হন ॥
 দশমীতে যুক্ত যদি একাদশী হয় ।
 উপবাস অবিশেষ হয় সে সময় ॥
 এই দিনে উপবাস যেই জন করে ।
 কমলার অভিশাপে সেই জন পড়ে ॥
 বংশহানি হয় তার যশ নষ্ট হয় ।
 শত মনুষ্যকাল অঙ্ককূপে রয় ॥
 দশমী ও একাদশী দ্বাদশী যখন ।
 এক সাথেরে যোগ হয় শুন তপোধন ॥
 সেই দিনে ত্রতী করি দিবসে ভোজন ।
 পরদিন ত্রত যেন করে সেইজন ॥
 ত্রতকালে উপবাস করে যেন ত্রতী ।
 একাদশী ত্রতে হয় পুণ্যলাভ অতি ॥
 দ্বাদশীতে ত্রত যদি করি কোনজন ।
 ত্রয়োদশী দিবসেতে করয়ে পারণ ॥
 দ্বাদশী লঙ্ঘন দোষ নাহি তাতে হয় ।
 শাস্ত্রের বিধান ইহা শুন মহাশয় ॥
 পূর্বদিনে একাদশী যদি পূর্ণ রয় ।
 কিছু অবশিষ্ট থাকে প্রভাত সময় ॥
 তবে একাদশী বৃদ্ধি করিবার ভরে ।
 ওই দিনে উপবাস ত্রতী যেন করে ॥
 ছয় দণ্ড যেই দিন একাদশী রয় ।
 তিথিত্রয় যুক্ত থাকে প্রভাত সময় ॥
 এই স্থলে গৃহিগণ শুন শুন তবে ।
 পূর্বদিনে উপবাস করে যেন সবে ॥
 এ নিয়ম নাহি খাটে যতি আদি তরে ।
 পরদিন তারা যেন উপবাস করে ॥
 নিত্য ক্রিয়া আদি সব করি সমাপন ।
 পরদিন করে যেন রাত্রি জাগরণ ॥

পূর্বদিনে উপবাস করি গৃহিগণ ।
 পরদিনে শুদ্ধ মনে করিবে পারণ ॥
 বৈষ্ণব বিধবা যতি ব্রহ্মচারী যারা ।
 সমভাবে উপবাস করে যেন তারা ॥
 শুক্ল একাদশীযোগে শুন তপোধন ।
 উপবাস করে যেন ত্রতী গৃহিগণ ॥
 কৃষ্ণপক্ষে একাদশী করিলে লঙ্ঘন ।
 কোনরূপ দোষ নাই বেদের বচন ॥
 শয়ন উত্থান মাঝে শুন মতিমান ।
 যেই কৃষ্ণা একাদশী করে অবস্থান ॥
 সেই দিনে উপবাস কর্তব্য সবার ।
 শাস্ত্রের বচন ইহা কহি অনিবার ॥
 বেদের বিধান আমি করিনু বর্ণন ।
 ত্রতের বিধান কথা শুন দিয়া মন ॥
 পূর্ববাহ্নে হবিষ্য আদি করি সমাপন ।
 নির্জলোপবাস যেন করে ত্রতী জন ॥
 কুশ-শয্যা রাত্রিকালে করিবা রচন ।
 ত্রতী জন করে যেন একাকী শয়ন ॥
 ব্রহ্মক্ষে শয্যাভ্যাগ করি তারপরে ।
 প্রাতঃকৃত্য সমাপন ত্রতী যেন করে ॥
 তারপর নিত্যকৃত্য করি সম্পাদন ।
 ত্রতী জন করে যেন স্নান সমাপন ॥
 অনন্তর ভক্তিভরে কৃষ্ণপ্রীতি তরে ।
 সন্ধ্যা আর তর্পণাদি ত্রতী যেন করে ॥
 তারপর আঙ্কিাদি করি সমাপন ।
 ত্রতদ্রব্য ত্রতী যেন করে আহরণ ॥
 বস্ত্র পাণ্ড অর্ঘ্য পুষ্প নৈবেদ্য আসন ।
 ধূপ দীপ যজ্ঞসূত্র তাম্বুল ভূষণ ॥
 গন্ধ মধুপর্ক আদি দ্রব্য-সমুদয় ।
 আহরণ করে যেন দিবস সময় ॥
 তারপর রাত্রিকালে বোড়শোপচারে ।
 ত্রত যেন করে ত্রতী ভক্তি-সহকারে ॥
 ঘোঁত শুদ্ধ যুগ্ম বস্ত্র পবিধান ক'রে ।
 আসনে বসিবে ত্রতী বিশুদ্ধ অন্তরে ॥

তারপর আচমন করি সমাপন ।
মনে মনে করে যেন শ্রীহরি স্মরণ ॥
স্বস্তির বচন কহি ত্রতী তারপবে ।
স্বাপিবে মঙ্গলঘট অতি ভক্তিতরে ॥
ফল পাখা চন্দনাদি করিয়া অর্পণ ।
ছয় দেবে যেন ত্রতী করে আবাহন ॥
গণেশ ভাস্কর বহ্নি বিষ্ণু পঞ্চানন ।
পার্বতীয়ে ভক্তিভাবে করিবে পূজন ॥
তঁাদেয়ে প্রণাম কবি সভক্তি অন্তরে ।
হরিরে স্মরণ যেন ত্রতী জন করে ॥
এই ছয় দেবতারে না করি পূজন ।
অশ্রু অশ্রু কর্ম আদি করে বেই জন ॥
তাহার সকল কর্ম ফলহীন হয় ।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
ত্রতের বিধান আমি করিনু বর্ণন ॥
কাণ্ডশাখা উক্ত মতে যেই ত্রত হয় ।
সেই কথা কহি আমি শুন মহাশয় ॥
সামবেদ-উক্ত ধ্যান করি সনাতনে ।
মন্তকে রাখিবে পুষ্প ভক্তিযুক্ত মনে ॥
তারপর ভক্তিতরে কর হরি-ধ্যান ।
সেই ধ্যান কহিতেছি শুন মতিমান ॥
ভক্তদের প্রাণতুল্য এই ধ্যান হয় ।
অভক্ত-সমীপে কছু কহনীয় নয় ॥
নবীন-নীরদ সম যাঁর কলেবর ।
শরভের চন্দ্রে সম বদন সুন্দর ॥
বিকশিত পদ্ম সম নয়ন বাঁহার ।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে যাঁর রত্ন-অলঙ্কার ॥
যাঁর পানে নিরন্তর চাহে গোপীগণ ।
গোপীব ঈশ্বর যিনি গোপিকামোহন ॥
রাসেব মণ্ডলে যিনি সদা-বিদ্যমান ।
রাধিকা-রমণ যিনি শ্রীরাধার প্রাণ ॥
কৌন্তভ মণিতে বাঁব বক্ষ সমুজ্জ্বল ।
যাঁর গলে পুষ্পমালা শোভে অবিরল ॥

রত্নের কিরীট শোভে বাঁহার মাথায ।
মোহন মুরলী যাঁর হাতে শোভা পায ॥
হরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তর ॥
মনু আদি মূনিগণ করে উপাসনা ।
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর করেন বন্দনা ॥
ধ্যানের অসাধ্য যিনি সবার কারণ ।
সেই ভগবানে আমি করিনু ভজন ॥
এইরূপ ধ্যান করি ভক্তিসহকারে ।
পূজন করিবে পরে ষোড়শোপচারে ॥
তারপর পুষ্পাঞ্জলি করিয়া অর্পণ ।
কৃতাজলিপুটে কর হরির স্তবন ॥
রাধিকার নাথ প্রভু হরি সনাতন ।
করুণালাগর ভূমি নিত্য নিরঞ্জন ॥
সংগার-সাগর হ'তে কর পরিত্রাণ ।
তাপদহ প্রাণে তুমি শাস্তি কর দান ॥
কত জন্ম গত হ'ল, কত জন্ম হবে ।
জন্ম মৃত্যু হ'তে প্রভু মুক্ত কর তবে ॥
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ ।
পাদপদ্মে প্রণিপাত করি অনুক্ষণ ॥
মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর দয়াময় ।
কৃপা করি দূর কর শমনেব ভয় ॥
শ্রীচরণে স্থান ভূমি দাও সনাতন ।
আমি অতি ভক্তিহীন অতি গুঢ় জন ॥
ক্রিয়াহীন বিধিহীন বস্ত্রশূন্যহীন ।
ঘোরতর পাপে লিপ্ত আছি নিশিদিন ॥
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম দয়াময় ।
তোমাব চরণে যেন নম্র মতি রয় ॥
তব নাম যেই জন করে উচ্চারণ ।
সার্থক জনম তার, সকল জীবন ॥
কোন কার্য্য কছু যদি অঙ্গহীন বয় ।
তব নাম উচ্চারণে পূর্ণ তাহা হয় ॥
এইরূপে ত্রতী জন করিয়া স্তবন ।
ব্রাহ্মণেরে করে যেন দক্ষিণা অর্পণ ॥

তারপর মহোৎসব করি সমাপন ।
 ত্রতী যেন করে সেই রাত্রি জাগরণ ॥
 উপবাস ত্রত আদি করি কোন জন ।
 রাত্রিকালে যদি নাহি করে জাগরণ ॥
 ত্রতের অর্ধেক ফল লাভ তার হয় ।
 বেদেব বচন ইহা শুন মহাশয় ॥
 দ্বাদশী তিথিতে কেহ করিয়া পারণ ।
 রাত্রিকালে যদি নাহি করে জাগরণ ॥
 জলমাত্র পুনর্ব্বার করে যদি পান ।
 ত্রত অর্ধফল পায় শুন মতিমান ॥
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
 এই মন্ত্রে হবিষ্যাম করিবে ভোজন ॥
 অন্ন ভূমি বিষ্ণুরূপী প্রাণীদের প্রাণ ।
 তোমারে সৃজন করে ত্রজা ভগবান ॥
 তোমার কৃপায় জীব বাঁচে অবিরল ।
 আমারে প্রদান কর এই ত্রত-ফল ॥
 নারায়ণ कहিলেন, শুন তপোধন ।
 একাদশী ত্রত যেই করে আচরণ ॥
 শ্রীহরির দাস্য লাভ করে সেইজন ।
 সুক্লিান্ত কবে তার বংশধরগণ ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা যে শুনিবে কাণে ।
 অনবদ্য ভক্তিরস উছলিবে প্রাণে ॥
 তাপদগ্ন নরনারী পরিতৃপ্ত হয় ।
 ঘূচে বায় সকলের শমনের ভয় ॥
 কৃষ্ণের চরণে মন রয়েছে যাহার ।
 ত্রিভুবন-মাঝে আছে কি ভয় তাহার ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ্য জীব, বুঝা কাটে কাল ।
 কৃষ্ণ-নামে ছিন্ন হয় ভব-মায়াজাল ॥
 হৃদন্তর ভবসিদ্ধি পার যদি হবে ।
 কৃষ্ণের চরণ-চিন্তা কর সদা তবে ॥
 মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার ।
 একমাত্র হরিনাম সকলের সার ॥

শ্রীকৃষ্ণভগবৎ অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● উনবিংশ অধ্যায়

গোপকাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, বজ্রহরণ, বাহিকা-
 কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, গোবী প্রভাবিধান, ব্রতকথা,
 পার্বতী-স্তোত্র এবং ব্রতাশ্চে পার্বতী
 ববধান ।

একাদশী কথা শুনি দেবর্ষি নারদ ।
 শ্রদ্ধাপূত চিত্তে বন্দে নারায়ণপদ ॥
 বিনয় ভাষণে তবে সম্বোধি হরিবে ।
 বলেন নারদ মুনি অতি ধীরে ধীরে ॥
 তোমার কৃপায় প্রভু কত জ্ঞান হয় ।
 জ্ঞানের ভাণ্ডার তুমি এই পরিচয় ॥
 পুরাণের কথা আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।
 তোমার কৃপায় প্রভু করিলু শ্রবণ ॥
 এত যদি কৃপা তুমি কর মম ঠাই ।
 আরো কিছু কৃষ্ণকথা বল গো গৌসাই ॥
 নারায়ণ कहিলেন, শুন তপোধন ।
 কৃষ্ণের চরিত্র-কথা করিব বর্ণন ॥
 কিকপে গোপীর বজ্র-হরে সনাতন ।
 সেই কথা কহি আমি শুন দিয়া মন ॥
 নারদ कहিলা, প্রভু দেব নারায়ণ ।
 কহ কহ মোরে সেই অপূর্ব্ব কথন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয় ।
 কৃপা করি সব কথা কহ মহাশয় ॥
 নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ ।
 বিচিত্র আখ্যান কহি শুন তপোধন ॥
 হেমন্তের কালে মিলি গোপিকারা যত ।
 মদনে পীড়িতা হ'য়ে আরম্ভিল ত্রত ॥
 সংযত হইয়া করি হবিষ্য ভোজন ।
 যমুনীর তীরে সবে করিল গমন ॥
 বালু দ্বারা রচি সেখা পার্বতী-মুরতি ।
 দেবীরে আহ্বান করে যতেক যুবতী ॥
 চন্দন অগুরু ধূপ কস্তুরী কুঙ্কম ।
 বহুবিধ মালা আর বিবিধ কুঙ্কম ॥

এই সব দিয়া করি দেবীরে পূজন ।
ভক্তিতরে পার্বতীরে করে সম্বোধন ॥
জগতের মাতা তুমি জগৎ-পালিনী ।
স্বজনের কর্ত্রী তুমি সংহারকারিণী ॥
দুর্গতিনাশিনি দুর্গে তুমি বিশ্বস্ততা ।
শ্রীকৃষ্ণের দেহে তুমি হও আবির্ভূতা ॥
কোটি সূর্য্যসম তব দীপ্ত কলেবর ।
সিন্দূর-বিন্দুতে তুমি শোভিছ স্তন্যদর ॥
নবীনা যুবতী তুমি ভুবনমোহিনী ।
মোক্ষদাত্রী তুমি মাতঃ বিশ্বের পালিনী ॥
ভুবন-ঈশ্বরী তুমি জগন্মাতা নাম ।
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি জানি অবিরাম ॥
তুমি রাধা তুমি লক্ষ্মী তুমি সরস্বতী ।
বেদ-অধিষ্ঠাত্রী তুমি শ্রীসাবিত্রী সতী ॥
শিবারূপে আছ তুমি শিবের ভবনে ।
ব্রহ্মাণী রূপেতে আছ ব্রহ্মার সদনে ॥
তব অংশভূতা হয় সকল কামিনী ।
বীজস্বরূপিণী তুমি ভুবন-মোহিনী ॥
তুমি ছায়া তুমি মায়া তুমি দেবী রতি ।
শতরূপা দেবহুতি তুমি অরুন্ধতী ॥
তুলসী ও গঙ্গা তুমি কি কহিব আর ।
নদীরূপে বহিতেছ পৃথিবী-মাঝার ॥
জ্যোতিরূপা সত্ত্বরূপা শক্তিস্বরূপিণী ।
তুমি মাতঃ রাজলক্ষ্মী মঙ্গলদায়িনী ॥
প্রভারূপে আছ তুমি সূর্য্যের মাঝার ।
শোভারূপে চন্দ্রমাঝে রহ অনিবার ॥
শব্দরূপে আছ তুমি গগনমণ্ডলে ।
শক্তিরূপে বিরাজিতা এই ধরাতে ॥
ক্ষুধা তুমি তৃষ্ণা তুমি, জীব সকলের ।
স্মৃতি মেধা বুদ্ধি তুমি পণ্ডিতগণের ॥
স্বভূজ্ঞয়ী বিদ্যা তুমি সকলের মার ।
ভক্তিতরে তব পদে করি নমস্কার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের শক্তিরূপা হও ।
সকল জীবের মাঝে শক্তিরূপে রও ॥

মধু কৈটভের ভয়ে বিষ্ণু সনাতন ।
যে দেবীরে ভক্তিতরে করে আরাধন ॥
তুমি সেই শক্তিময়ী জানি অনিবার ।
তোমার চরণে মেরা করি নমস্কার ॥
ত্রিপুর-সংগ্রামকালে সর্বদেবগণ ।
যে দেবীরে ভয়ে ভয়ে করিল স্তবন ॥
তুমি সেই দুর্গাদেবী মঙ্গল আধার ।
ভক্তি সহকারে মেরা করি নমস্কার ॥
ঋষি আরাজ্য চলে বায়ু নিরন্তর ।
ঋষি আরদেশে চলে সূর্য্য নিশাকর ॥
ঋষি আরজ্য হয় স্বজন সংহার ।
সেই জনবীর পদে করি নমস্কার ॥
আমাদের পানে মাতঃ মুখ তুলি চাও ।
নন্দমুখ শ্রীকৃষ্ণেরে পতিরূপে দাও ॥
এরূপ প্রার্থনা করি যত গোপীগণ ।
ভক্তিতরে পার্বতীরে করিল পূজন ॥
তারপর নমস্কার করি বারে বারে ।
পার্বতীরে স্তব করে ভক্তি-সহকারে ॥
তুমি দেবী দয়াময়ী মঙ্গলকারিণী ।
অভীশ্বিত সমুদয় বস্তু-প্রদায়িনী ॥
শঙ্করের প্রিয়া তুমি কি কহিব আর ।
তোমার চরণে মেরা করি নমস্কার ॥
বিশ্বের জননী তুমি ভুবন-ঈশ্বরী ।
মোদের বাঞ্ছিত পতি দাও কৃপা করি ॥
তুমি দুর্গা, শিবা, মায়া, তুমি সনাতনী ।
তোমারে প্রণাম করি দেবী নারায়ণী ॥
বিন্ধ-বিনাশন দেবী তব দুর্গা-নাম ।
'দ'-কারেতে দৈত্য নাশ বুঝি অবিরাম ॥
'উ'-কারেতে বিন্ধনাশ বেদের সম্মত ।
'রেফ'-রোগবিনাশক বুঝি অবিরত ॥
'গ'-কারেতে পাপ নাশ জানি সর্বদাই ।
'আ'-কারেতে শত্রুনাশ কোন ভুল নাই ॥
সকল দুর্গতি নাশ ঋষি নামে হয় ।
তিনি দুর্গা শক্তিরূপা সকল সময় ॥

দুর্গা অর্থে দৈত্যপতি বুঝি অনুক্ষণ ।
 ‘আ’-কারেতে বুঝি মোরা বিনাশ সাধন ॥
 দৈত্যের পতিরে যিনি করিলা সংহার ।
 পণ্ডিতেরা দুর্গা নাম রাখিলেন তাঁর ॥
 ‘শ’-কারে কল্যাণ বুঝি, উৎকর্ষ ‘ই’-কারে ।
 ‘বা’ শব্দেতে দাতা সবে বুঝিবারে পারে ॥
 উৎকৃষ্ট মঙ্গল তুমি দাও সর্বদাই ।
 শিবা নামে অভিহিতা হইয়াছ তাই ॥
 ‘শিব’ অর্থে মোক্ষলাভ শাস্ত্র-অনুসারে ।
 বুঝি জন্মপ্রদায়িনী জননী ‘আকারে’ ॥
 দান কর তুমি মাতে মুকতি নির্বাণ ।
 পণ্ডিতেরা শিবা নাম করিয়াছে দান ॥
 নিরন্তর তুমি মাগো দূর কর ভয় ।
 অভয়া তোমারে তাই স্তব্ধীজন কয় ॥
 ‘মা’ শব্দেতে মোহ মোরা বুঝি সর্বজন ।
 ‘য়া’ শব্দে আবদ্ধ করা জানি অনুক্ষণ ॥
 জীবগণে বদ্ধ তুমি কর মায়াপাশে ।
 মায়া নামে পণ্ডিতেরা তোমারে সম্ভাষে ॥
 নারায়ণ-সমতুল্যা অঙ্গজাতা তাঁর ।
 নারায়ণী নাম তাই হইল তোমার ॥
 নিত্য ও নিষ্ঠুরা তুমি বিশ্বের জননী ।
 স্তব্ধীগণ তব নাম রাখে সনাতনী ॥
 কল্যাণ প্রদান তুমি কর অবিরাম ।
 পণ্ডিতেরা তাই তব দিল জয়া নাম ॥
 ঐশ্বর্য প্রদান তুমি কর সর্বদাই ।
 শ্রীসর্বমঙ্গলা নামে উক্ত তুমি তাই ॥
 মহাপ্রলয়ের কালে বিষ্ণু ভগবান্ ।
 ব্রহ্মাদেবে এই স্তব করিলা প্রদান ॥
 মধু কৈটভের ভয়ে ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 এই স্তব করিলেন ভক্তিতরে অতি ॥
 মহামায়া দুর্গাদেবী করি আগমন ।
 কৃষ্ণের কবচ ভারে করিলা অর্পণ ॥
 ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধে দেব পঞ্চানন ।
 রথ সহ নিপতিত হইলা যখন ॥

সে সময় আসি সেখা ব্রহ্মা ভগবান্ ।
 এই স্তব মহাদেবে করিলা প্রদান ॥
 শ্রীদুর্গার স্তব করি শশাঙ্কশেখর ।
 সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে অনন্তর ॥
 গোপকণ্ঠা কৃত স্তব যে করে পঠন ।
 শত্রুভয় হ’তে মুক্ত হইবে সে জন ॥
 রাজদ্বারে শ্রীশ্রীনেতে ভয় নাহি তার ।
 দাবান্নি হইতে সেই পাইবে উদ্ধার ॥
 কভু নাহি হবে তার হিংস্রজন্তু-ভয় ।
 কারাগার-ভয় তার কভু নাহি হয় ॥
 সমুদ্রে পতিত যদি হয় সেইজন ।
 তথাপি বিপদ নাহি হবে কদাচন ॥
 বন্ধুর বিচ্ছেদ কভু নাহি হবে তার ।
 গুরুশাপ হ’তে সেই লভিবে উদ্ধার ॥
 ধনহীন অবস্থায় যদি কোন জন ।
 এই স্তোত্র ভক্তিতরে করয়ে পঠন ॥
 ধন লাভ হবে তার দুঃখ হবে দূর ।
 যশ মান সেই জন লভিবে প্রচুর ॥
 জাতিনাশ পতিভেদ যদি কভু হয় ।
 এই স্তব পাঠে মুক্তি হইবে নিশ্চয় ॥
 সপরিবে যদি কেহ জর্জরিত হয় ।
 এই স্তোত্র পাঠে তার দূর হয় ভয় ॥
 ভক্তিতরে এই স্তোত্র পড়ে যেই জন ।
 হরি প্রতি দৃঢ় ভক্তি লভে অনুক্ষণ ॥
 পার্বতী-প্রদানে সেই হরিদাস্ত পায় ।
 অস্ত্রমেতে সেইজন গোলোকেতে যায় ॥
 এইরূপ স্তব করি ব্রহ্মাঙ্গনাগণ ।
 এক মাস পার্বতীর করিল পূজন ॥
 কুঙ্কুম কস্তুরী আর অগুরু চন্দন ।
 ধূপদীপ ফলমূল বিবিধ বসন ॥
 পূজা উপচার যত ল’য়ে নারীগণ ।
 নদীর তীরেতে সব করিল স্থাপন ॥
 তারপর নৈবেদ্যাদি রাখি নদীতীরে ।
 স্নানতরে নামে সবে যমুনার নীরে ॥

নীল গীত শুক্ল আদি বস্ত্র হৃদর্শন ।
 যমুনার তটে সব করিলা স্থাপন ॥
 শ্রীকৃষ্ণেরে প্রাণ মন করি সমর্পণ ।
 উলঙ্গিনী হ'য়ে জলে নামে গোপীগণ ॥
 জলের ক্রীড়ায় সবে মত্ত যবে হয় ।
 কৃষ্ণ হরি আসিলেন এমন সময় ॥
 বস্ত্র আদি নদীতটে করিয়া দর্শন ।
 গোপানেতে ভগবান্ করিলা হরণ ॥
 তার সাধে ছিল যত সহচরগণ ।
 নৈবেদ্য প্রভৃতি সব করিল ভোজন ॥
 গোপীদের বস্ত্র চুরি করি তারপর ।
 হৃদয় বনের মাঝে পলায় সস্তর ॥
 শত শত বস্ত্রপুঞ্জ রাখিয়া সেখায় ।
 অবস্থান করে সবে কৃষ্ণ-প্রতীক্ষায় ॥
 হৃদাম শ্রীদাম আর হৃন্দর হৃবল ।
 হৃভঙ্গ হৃপার্শ্ব বহু দামাদি শীতল ॥
 বীরভানু সূর্য্যভানু চন্দ্রভানু তাল ।
 রত্নভানু বহুভানু দ্বাদশ গোপাল ॥
 কৃষ্ণ আর বলরাম এই চৌদ জন ।
 একত্র হইল ক্রমে আনন্দিত মন ॥
 সঙ্গিতে রয়েছে আর অসংখ্য গোপাল ।
 সবে মিলি একসাথে চড়ে বৃক্ষডাল ॥
 কিছু বস্ত্র ভগবান্ করিয়া গ্রহণ ।
 কদম্ব বৃক্ষের 'পরে করে আরোহণ ॥
 তারপর সনাতন কৃষ্ণ দয়াময় ।
 গোপীদেরে সম্বোধিয়া যুত্বাক্যে কয় ॥
 আমার বচন শুন গোপাঙ্গনাগণ ।
 করিয়াছ সকলেই ব্রত আরম্ভণ ॥
 ব্রতের সঙ্কল্প করি তোমরা সকলে ।
 নম্রা হ'য়ে আছ কেন যমুনার জলে ॥
 ব্রত অঙ্গ হানি কর কিসের কারণ ।
 তোমাদের বস্ত্র কেবা করিল হরণ ॥
 ব্রতেতে দীক্ষিতা হ'য়ে যদি নারীগণ ।
 উলঙ্গিনী হ'য়ে করে স্নান সমাপন ॥

তাহাতে বরুণদেব অতি রুদ্ধ হয় ।
 হরণ করিয়া লয় বস্ত্র সমুদয় ॥
 উলঙ্গিনী হ'য়ে কিবা করিবে এক্ষণে ।
 আমার সমক্ষে তীরে উঠিবে কেমনে ॥
 কিরূপে করিবে তবে ব্রত সমাপন ।
 কিরূপে ভবন পানে করিবে গমন ॥
 যে দেবীরে পূজিয়াছ ভক্তিসুত্ত মনে ।
 সক্ষম না হন তিনি দ্রব্যাদি রক্ষণে ॥
 আমার বচন শুন গোপিকা সকল ।
 কিরূপে দিবেন তিনি এই ব্রতফল ॥
 সামান্য দ্রব্যাদি যেই না পারে রক্ষিতে ।
 তাহার কি সাধ্য আছে ব্রতফল দিতে ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ ।
 চিন্তাকুলা হ'য়ে সবে করিল দর্শন ॥
 যমুনার তীরে যত বস্ত্র আদি ছিল ।
 কোন জন আসি তাহা হরণ করিল ॥
 ব্যাকুলিতা হ'য়ে যত গোপিকার দল ।
 হায় হায় করি সবে কাঁদে অবিরল ॥
 কৃতাজলিপুটে পারে গোপাঙ্গনাগণ ।
 কৃষ্ণের উদ্দেশে কহে কান্তর বচন ॥
 তুমি আদীশ্বর প্রভু তুমি সনাতন ।
 কিঙ্করীগণেরে বস্ত্র করহ অপর্ণ ॥
 তুমি বেদবিদ্যুজ্ঞেষ্ঠ তুমি ভগবান্ ।
 আমাদের বস্ত্র যত করহ প্রদান ॥
 নম্রা হ'য়ে জল হ'তে উঠিতে না পারি ।
 হে গোবিন্দ বস্ত্র সব দাও তাড়াতাড়ি ॥
 এমন সময় আসি শ্রীদাম সেখায় ।
 দূর হ'তে বস্ত্রপুঞ্জ তাদেরে দেখায় ॥
 তাহা হেরি কোপভরে রাখিকা যুবতী ।
 আরক্ত নোচনে কহে সখীদের প্রতি ॥
 হুশীলা মাধবী পদ্মা গৌরী শশিকলা ।
 যমুনা কালিকা দুর্গা ভারতী কমলা ॥
 হুধামখা পদ্মমুখী চন্দ্রমুখী রতি ।
 জাহ্নবী অপর্ণা গঙ্গা চম্পা সরস্বতী ॥

অধিকা সাবিত্রী শুভা চন্দননন্দিনী ।
 পারিজাতা স্বয়ংপ্রভা কুন্তীবিনোদিনী ॥
 শুন শুন সখীগণ আমার বচন ।
 কৃষ্ণেরে বন্ধন করি কর আনয়ন ॥
 রাধার বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ ।
 এক হাতে গুহু অঙ্গ করি আচ্ছাদন ॥
 জল হ'তে উঠি ঘরা নগ্না অবস্থায় ।
 কৃষ্ণেরে আনিতে ধরি ঘরা করি বায় ॥
 শ্রীদাম হেরিয়া তাহা করে পলায়ন ।
 পশ্চাতে ছুটিয়া চলে যত গোপীগণ ॥
 বস্ত্রচোর বালকেরা না হেরি উপায় ।
 যেথায় শ্রীকৃষ্ণ রাজে সেইখানে যায় ॥
 গোপিকারা তাহাদের করে আক্রমণ ।
 শিশুরা করিল বস্ত্র কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
 অনন্তর বস্ত্র ল'য়ে কৃষ্ণ সনাতন ।
 কদম্ব-শাখায় সব করিলা স্থাপন ॥
 তারপর সকৌতুকে করি সম্বোধন ।
 হাস্য করি কহিলেন শুন গোপীগণ ॥
 এই আচরণ কেন করিতেছ আজ ।
 বিবস্ত্রা হইয়া আছ তবু নাহি লাজ ॥
 রাধা সহ তীরে উঠে তোমরা সকলে ।
 বস্ত্রাদি প্রার্থনা কর কৃতাজ্ঞলি হ'য়ে ॥
 প্রার্থনা না করে যদি রাধিকা যুবতী ।
 বস্ত্র না পাইবে তবে হইবে দুর্গতি ॥
 তোমাদের বস্ত্র যদি নাহি দান করি ।
 কি আর করিবে মোর রাধিকা জুন্দরী ॥
 যে দেবীরে ব্রত মাঝে কর আরাধন ।
 কি আর করিবে মোর অনিষ্ট সাধন ॥
 যাও যাও সব মিলা রাধার নিকটে ।
 আমার সকল কথা কহ অকপটে ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ ।
 রাধিকারে গিয়া সব করে নিবেদন ॥
 সমস্ত শ্রবণ করি রাধিকা যুবতী ।
 কামবাণে প্রপীড়িতা হইলেন অতি ॥

রোমাঞ্চিত অঙ্গ তার হয় বারে বারে ।
 লজ্জায় কৃষ্ণের কাছে যাইতে না পারে ॥
 জলে যোগাসন করি অতি ভক্তিতে ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান রাধা সতী করে ॥
 ভাবের আবেগে হয় সজল নয়ন ।
 করযোড়ে প্রাণেথরে করিল স্তবন ॥
 প্রাণের বল্লভ তুমি প্রাণের ঈশ্বর ।
 গোলোকের নাথ তুমি প্রভু পরাংপর ॥
 দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধ করুণাশাগর ।
 গোপীর ঈশ্বর তুমি হও নিরন্তর ॥
 নন্দের আজ্ঞা তুমি নয়নাভিরাম ।
 তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥
 সদানন্দ নিত্যানন্দ তুমি সারসংসার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 প্রাণনাথ কৃষ্ণ তুমি পতিতপাবন ।
 তোমার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ ॥
 ইন্দ্রধাগ ভঙ্গ তুমি কর সনাতন ।
 কালিয়নাগেরে তুমি করিলে দমন ॥
 ব্রহ্মা-দর্প চূর্ণ তুমি করিলে হেলায় ।
 ভক্তিতে প্রণিপাত করি তব পাঁয় ॥
 অনন্ত মহান্ আর ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 সকলের প্রভু তুমি সবার ঈশ্বর ॥
 ব্রহ্মবীজরূপী তুমি সর্ববস্ত্র সদাই ।
 তোমার চরণে আমি প্রণতি জানাই ॥
 গুণাভীত গুণান্নক সর্ব-গুণাধার ।
 তব পাদপদ্মে আমি করি নমস্কার ॥
 সিদ্ধির ঈশ্বর তুমি বীজ তপস্কার ।
 তোমার চরণে আমি নমি বারংবার ॥
 সর্ববীজরূপী তুমি অনির্বচনীয় ।
 সিদ্ধির স্বরূপ তুমি সদা অদ্বিতীয় ॥
 তোমার চরণ পূজা করি অনুক্ষণ ।
 পূজনীয়া হইয়াছে যত দেবীগণ ॥
 লক্ষ্মী দুর্গা গঙ্গা আর সাবিত্রী ভারতী ।
 তোমার কৃপায় তারা পূজনীয়া অতি ॥

সেই সনাতন তুমি মহিমাভার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 রাখাকৃত এই স্তোত্র যে করে পঠন ।
 হরির চরণে ভক্তি লভে সেইজন ॥
 বিপদকালেতে যেই পড়ে এই স্তব ।
 আপদ্ বিপদ্ তার দূরে যায় সব ॥
 হত দ্রব্য নষ্ট দ্রব্য লভে পুনরায় ।
 চিন্তাগ্রস্ত মানবেরা মহাশান্তি পায় ॥
 এই স্তব ভক্তিভরে যে করে পঠন ।
 আত্মীয়-বিচ্ছেদ তার না হয় কখন ॥
 কুমারী যুবতী যদি এক বর্ষ ধরে ।
 ভক্তিসহকারে এই রাখাস্তব পড়ে ॥
 অবশ্যই সে বালিকা হরির কৃপায় ।
 কৃষ্ণসম গুণবান্ পতিরহ পায় ॥
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি সে সময় ।
 হেরিলা রাধিকাদেবী বিশ্ব কৃষ্ণময় ॥
 তারপর দেখে রাধা চাহিয়া নিকটে ।
 বস্ত্র আর ব্রতদ্রব্য রহিয়াছে তটে ॥
 বিষয়ে মগনা হ'য়ে ব্রজাঙ্গনাগণ ।
 জল হ'তে উঠি করে ব্রত সম্পাদন ॥
 তারপর গোপীগণ রাধার আজ্ঞায় ।
 পূজিকিতা হ'বে সবে নিজ গৃহে যায় ॥

● শ্রীবাধিকা ও গোপীগণের গৌবীব্রত গালন ।

নারদ কহিলা ঐহু হরি নারায়ণ ।
 বিচিত্র কাহিনী আমি করিহু শ্রবণ ॥
 কোন্ ব্রত গোপীগণ করে অনুষ্ঠান ।
 তাহার কি নাম হয় কহ মহাপ্রাণ ॥
 এই ব্রত অনুষ্ঠানে কিবা ফল হয় ।
 কোন্ দ্রব্য দিতে হয় কহ মহাশয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 এই ব্রতকথা আমি কহিব এক্ষণ ॥
 এই ব্রত হুবিখ্যাত গৌরীব্রত নামে ।
 ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে ধবাধামে ॥

অব্রাণ মাসের কালে এই ব্রত হয় ।
 এই ব্রত করে যত কল্যাণ-সমুদয় ॥
 কল্যাণ স্নান আদি করি সমাপন ।
 করিবে বিষ্ণু মনে ঘণ্টের স্থাপন ॥
 সূর্য্য বহি বিষ্ণু শিব গণেশ পার্বতী ।
 আহ্বান করিবে সবে ভক্তিস্তরে অতি ॥
 এই ছয় দেবতারে ভক্তিসহকারে ।
 পূজন করিবে পরে পঞ্চ উপচারে ॥
 এইরূপে পূজা আদি করি সমাপন ।
 আরম্ভ করিবে ব্রত যত কল্যাণ ॥
 ঘণ্টেতে চর্চিত করি অগুরু চন্দন ।
 হুবিস্থত মণ্ডলাদি করিবে রচন ॥
 বালু দিয়া অবশেষে ভক্তিভরে অতি ।
 রচিবে শ্রীদশভুজা দুর্গার মুরতি ॥
 এইরূপে দুর্গামূর্ত্তি করিবা নিৰ্ম্মাণ ।
 কপালে সিন্দূরবিন্দু করিবে প্রদান ॥
 তারপর যুক্তকরে করি আবাহন ।
 ভক্তিভরে পার্বতীর করিবে স্তবন ॥
 শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গিনী তুমি গৌরী সতী ।
 আমারে প্রদান কর হুহুলভ পতি ॥
 এইরূপে মন্ত্রপাঠ করি সমাপন ।
 কাত্যায়নী ধ্যান কর মঙ্গল-কারণ ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন যোগিরাজ ।
 সামবেদ-উক্ত ধ্যান কহিতেছি আজ ॥
 যিনি শিবা শিবপ্রিয়া শিববক্ষে স্থিতা ।
 রত্ন-আভরণে যিনি সদা বিভূষিতা ॥
 যুহু যুহু হস্তযুক্ত বদন বাঁহার ।
 প্রসন্নলোচন বাঁর অতি চমৎকার ॥
 নবীন-যৌবনযুক্তা যিনি অনুক্ষণ ।
 ললাটে সিন্দূর বাঁর অতি হৃদদর্শন ॥
 বাঁহার গণ্ডেতে শোভে রত্নের কুণ্ডল ।
 গলেতে মালতীমালা শোভে অবিরল ॥
 পরিধানে বহিঃশুদ্ধ বসন বাঁহার ।
 মন্তকে কিরীট বাঁর শোভে অনিবার ॥

স্ককঠিন শ্রোণিধ্ব্য অতি মনোহর ।
 কোটিসূর্য্য সম য়াঁর দীপ্ত কলেবর ॥
 পঙ্ক-বিশ্ব-সম য়াঁর ওষ্ঠ ও অধর ।
 চম্পক-কুহুমসম বরণ হৃন্দর ॥
 যুক্তাসম দন্তরাজি অতি মনোরম ।
 বদন য়াঁহার পূর্ণ শশধর-সম ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধ্যান করে য়ার ।
 তাঁহার ভজনা আমি করি বার বার ॥
 এইরূপে ধ্যান শেষ করি ব্রতী জন ।
 ধ্যানপুষ্প যন্তকেতে করিবে অর্পণ ॥
 তারপর অম্ব পুষ্প করিয়া গ্রহণ ।
 পুনর্ব্বার ধ্যান করি করিবে পূজন ॥
 এইরূপে প্রতিদিন পূজা সাঙ্গ ক'রে ।
 শুনিবে ব্রতের কথা সভক্তি অন্তরে ॥
 নারদ কহিলা, প্রভু কৃপা-অবতার ।
 ব্রতের বিধান আমি জানিনু এবার ॥
 ব্রতকথা শুনিবারে ইচ্ছা বড় হয় ।
 কৃপা করি সেই কথা কহ মহাশয় ॥
 এই ব্রত প্রথমেতে করে কোন্ জন ।
 দয়াময় কর য়োর সন্দেহ-ভঞ্জন ॥
 নারায়ণ কহিলেন, নারদ সৃজন ।
 কহিতেছি ব্রতকথা শুন দিয়া মন ॥
 কুশধ্বজ নামে এক ছিল নরপতি ।
 তাহার নন্দিনী ছিল সাধবী বেদবতী ॥
 শুন হে নারদ মুনি অপূর্ব্ব কাহিনী ।
 বেদবতী উপাখ্যান সংক্ষেপে বাখানি ॥
 ধর্ম্মধ্বজ কুশধ্বজ উগ্র তপস্তায় ।
 আরাধনা করিলেন দেবী কমলায় ॥
 লক্ষ্মীদেবী বর দিলা ভুঁই চিত্তে অতি ।
 সেই বরে হ'ল তারা পৃথিবীর পতি ॥
 লক্ষ্মীবরে লাভ করে সম্পদ তনয় ।
 কুশধ্বজ-পত্নীগর্ভে এক কন্তা হয় ॥
 লক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্তা হৃদশর্না অতি ।
 সকলে রাখিল তার নাম বেদবতী ॥

ভূমিষ্ঠা হইয়া কন্তা লভে ব্রহ্মজ্ঞান ।
 তপস্তার তরে করে অরণ্যে প্রস্থান ॥
 যতন্তর কাল কন্তা পবিত্রে পুঙ্করে ।
 একমনে একপ্রাণে সদা ধ্যান করে ॥
 তপস্তায় বিন্দুমাত্র ক্লেশ নাহি হয় ।
 যৌবনসম্পন্ন কন্তা হ'ল সে সময় ॥
 সহসা আকাশবাণী শুনে দেববতী ।
 জন্মান্তরে পাবে তুমি শ্রীহরিরে পতি ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী হক্ট চিত্তে অতি ।
 গন্ধমাদনেতে যায় কন্তা বেদবতী ॥
 বহুকাল কাটাইল সেখা তপস্তায় ।
 সহসা রাবণ আসি সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
 হেরিয়া তাহারে কন্তা অতিথির জ্ঞানে ।
 সৎকার করিলা তারে পাণ্ড অর্য্য দানে ॥
 কলমূল জল তারে করিলা প্রদান ।
 বহু সমানরে তারে করিলা সন্মান ॥
 কন্তার মোহনরূপ করিয়া দর্শন ।
 হেরি তার পদ্মসম প্রফুল্ল বদন ॥
 গীনোন্নতপয়োধরা হেরিয়া কন্তারে ।
 রাবণ মধুর ভাষে কহে বারেকারে ॥
 কে তুমি রূপসী নারী দেহ পরিচয় ।
 তোমায়ে হেরিয়া আমি মুগ্ধ অভিশয় ॥
 এত বলি সে কন্তারে করি আকর্ষণ ।
 বিহার করিতে চাহে দুর্হতি রাবণ ॥
 হেরিয়া তাহার এই হীন ব্যবহার ।
 সকোপ দৃষ্টিতে কন্তা চাহে বাঙ্গবার ॥
 শুভিত হইয়া রহে পামর রাবণ ।
 মহাক্রোধে বেদবতী কহিলা তখন ॥
 অভিশাপ দিহু আজ শোন্ দুরাশ্রয় ।
 বিনক্ট হইবে তোমর আত্মীয় স্বজন ॥
 নিজে তুই ধ্বংস হবি পাবি প্রতিফল ।
 তোমর পাপে ধ্বংস হবে বান্ধব সকল ॥
 করেছিস্ পাপহন্তে শরীর স্পর্শন ।
 সে শরীর অবশ্যই ত্যজিব এখন ॥

এই কথা বলি সতী সেখা অতঃপর ।
 যোগের বলেতে ত্যাগ করে কলেবর ॥
 সেই কথা বেদবতী শুন বিমিশ্রিত ।
 প্রথমে পূজিল গৌরী হ'য়ে ভক্তিমুখিত ॥
 পুঙ্করভীর্থেই মাঝে বেদবতী যায় ।
 প্রথমতঃ এই ব্রত করিল সেথায় ॥
 ব্রতের সমাপ্তি দিনে শুন তপোধন ।
 দুর্গাদেবী তার কাছে করে আগমন ॥
 কোটি সূর্য্যসম দীপ্ত দেবীর যুরতি ।
 সম্বোধিয়া কহিলেন বেদবতী প্রতি ॥
 শুন শুন বেদবতি, আমার বচন ।
 তোমার ব্রতের তরে ভুষ্ট মোর মন ॥
 যে বর চাহিবে তুমি দিব আমি তাই ।
 মঙ্গল হইবে তব কোন ভয় নাই ॥
 এইরূপ বাক্য যবে কহিলা পার্বতী ।
 কৃতাজ্জলিপুটে তাঁরে কহে বেদবতী ॥
 শুন দেবি, আর কোন অভিলাষ নাই ।
 নারায়ণ পতি হবে এই বর চাই ॥
 তোমার চরণে যেন রহে মোর মতি ।
 এই দুই বর দাও আমারে পার্বতী ॥
 শুনিয়া সতীর বাক্য পার্বতী তখন ।
 যুগ্ম যুগ্ম হস্ত করি কহিলা বচন ॥
 শুন শুন বেদবতি, বচন আমার ।
 লক্ষ্মীস্বরূপিণী তুমি জননী সবার ॥
 ভারতভূমিরে তুমি পবিত্র করিতে ।
 অবতীর্ণা হইয়াছ এই ধরণীতে ॥
 তোমার চরণ-খুলি করিয়া স্পর্শন ।
 বহুক্ষরা হুপবিত্র হয় অনুক্ষণ ॥
 তোমার ভগবতা আর ব্রত-সমুদয় ।
 লোকের শিক্ষার তরে অবিরত হয় ॥
 পরম ঈশ্বরী তুমি শুন মনোরে ।
 নারায়ণ-পত্নী হও জনমে জনমে ॥
 দশরথপুত্ররূপে বিষ্ণু সনাতন ।
 ত্রোতাযুগে রামরূপে করিবে গমন ॥

শিশুরূপ ধরি ভূমি বাবে মিথিলায় ।
 নীতা নামে হুবিখ্যাত হইবে সেথায় ॥
 মিথিলার অধিপতি জনক রাজন্ ।
 অতি সমাদরে তোমা করিবে পালন ॥
 তারপর রামচন্দ্র গিয়া মিথিলায় ।
 করিবেন পরিণয় অবশ্য তোমায় ॥
 এইরূপে করিলে কল্লি প্রিয়া হবে তাঁর ।
 বৃথা চিন্তা তুমি সতী কর পরিহার ॥
 কুশধ্বজ-তনয়ারে এই কথা বলি ।
 আপন মন্দির পানে দুর্গা ধান চলি ॥
 তারপর বেদবতী কিছুকাল পরে ।
 কচ্ছারূপ ধরি আসে মিথিলা নগরে ॥
 লাক্ষ্মণ-রেখার মাঝে হুপ্রা যবে রথ ।
 জনক দেখিতে তারে পাষ সে সময় ॥
 ভূমিতলে পড়ি কচ্ছা করিছে রোদন ।
 হেরিয়া জনক হয় বিষ্ময়ে মগন ॥
 ভণ্ড কাঞ্চনের সম বরণ তাহার ।
 জ্যোতির্ময় কাস্তি তার অতি চমৎকার ॥
 কচ্ছারে হেরিয়া সেখা নৃপতি তখন ।
 বক্ষে ধরি গৃহপানে করিল গমন ॥
 কচ্ছারে লইয়া রাজা চলিছে যখন ।
 সহসা আকাশবাণী শুনিল রাজন্ ॥
 শুন হে জনক রাজা আমার বচন ।
 কচ্ছারে যতনভরে করহ পালন ॥
 অযোনিসমুদ্রা কচ্ছা লক্ষ্মীস্বরূপিণী ।
 নারায়ণপত্নী হবে তোমার নন্দিনী ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী জনক নৃপতি ।
 কচ্ছারে লইয়া চলে পুলকেতে অতি ॥
 তারপর নিজগৃহে করি আগমন ।
 নিষ্কপত্নী-হস্তে কচ্ছা করে সমর্পণ ॥
 ক্রমে ক্রমে সে বালিকা হইল যুবতী ।
 ব্রতের প্রভাবে পাষ বামচন্দ্রে পতি ॥
 এই ব্রত ভক্তিভরে করি অনুষ্ঠান ।
 রাধিকা যুবতী কৃষ্ণে পতিরূপে পান ॥

যে কুমারী এই ব্রত করে অনুর্তান ।
 নিশ্চয় সে পতি পায় কৃষ্ণের সখান ॥
 নারায়ণ कहিলেন, শুন ভপোধন ।
 এক মাস ব্রত করে মত গোপীগণ ॥
 সমাপ্তি দিবসে তারা অতি ভক্তিভরে ।
 কাণ্ডশাখা উক্তমতে তাঁর স্তব করে ॥
 যেই স্তব করি মীতা রামচন্দ্রে পায় ।
 সেই পুণ্য স্তব আমি कहিব তোমায় ॥
 শক্তিস্বরূপিণী তুমি সবার আধার ।
 গুণের আশ্রয় তুমি জননী সবার ॥
 শঙ্করের প্রিয়া তুমি কি कहিব আর ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 সৃষ্টি স্থিতি অন্ত-তুমি কর নিরন্তর ।
 মোরে পতি দান কর এই চাহি বর ॥
 পতিপরায়ণা তুমি পতিব্রতা মতী ।
 চরণে প্রণাম করি দাও মোরে পতি ॥
 মঙ্গলস্বরূপা তুমি মঙ্গলদায়িনী ।
 সর্বমঙ্গলের তুমি বীজস্বরূপিণী ॥
 অশুভনাশিনী তুমি ঐশ্বরী সবার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 পরমাত্মস্বরূপিণী তুমি সনাতনী ।
 নিরাকার সর্বরূপা সবার জননী ॥
 সকলের প্রিয়রূপা হও অবিরাম ।
 ভক্তিভরে তব পদে করিনু প্রণাম ॥
 গুণা ভূষণ দয়া ইচ্ছা নিদ্রা সমুদয় ।
 তোমার অংশেতে মাগে সগুণময় ॥
 সর্বস্বরূপিণী তুমি জানি অনিবার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 লজ্জা মেধা তুষ্টি পুষ্টি যত কিছু আছে ।
 তব অংশ হ'তে সব জন্ম লভিয়াছে ॥
 অদ্বৈতরূপা তুমি হও অবিরাম ।
 তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥
 বীজস্বরূপিণী তুমি কলপ্রদায়িনী ।
 সৌভাগ্যদায়িনী তুমি ভুবনমোহিনী ॥

নারায়ণে পতিরূপে দাও না আমায় ।
 ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তব পায় ॥
 যে সব রমণীগণ ব্রত সমাপনে ।
 এইরূপ স্তব করে ভক্তিগুক্ত মনে ॥
 নারায়ণে পতিরূপে সবে তারা পায় ।
 অন্তিমে কৃষ্ণের কাছে গোলোকভেদে যায় ॥
 গোপীগণসহ ব্রত করি সম্পাদন ।
 ত্রীরাধিকা বিধে করে স্তব বিতরণ ॥
 ভোজন করায় বিধে অতি সমাদরে ।
 বাজিল বিবিধ বাদ্য হৃদয়স্থরে ॥
 এমন সময় হেথা সিংহ আরোহণে ।
 আবির্ভূত দুর্গাদেবী প্রমদবদনে ॥
 ব্রহ্মভেজে জ্যোতির্ময় কলেবর তাঁর ।
 সর্ব অঙ্গে শোভা পায় রত্ন-অলঙ্কার ॥
 রাধিকারে দুর্গাদেবী করে আলিঙ্গন ।
 প্রণাম করিল তাঁরে ব্রহ্মানন্দনাগ ॥
 সকলে বর দান করিয়া পার্বতী ।
 রাধিকারে कहিলেন স্নেহভরে অতি ॥
 শুন শুন রাধাসতী আমার বচন ।
 ত্রীহরির প্রিয়ভণ্ডা তুমি অনুরূপ ॥
 মায়ামনুজের রূপ করিলে ধারণ ।
 তব ব্রত শুণু লোকশিক্ষার কারণ ॥
 গোলোকের নাথ আর গোলোক হৃদয় ।
 ত্রীশৈল বিরজানদী রাস মনোহর ॥
 পড়ে কিনা পড়ে মনে ভাবি দেখ সতি ।
 কৃষ্ণভূষণ হও তুমি রাধিকা সুবতী ॥
 ত্রীকৃষ্ণের অর্ধ অঙ্গ হ'তে জন্ম হয় ।
 তব অংশে জন্মে যত দেবী-সমুদয় ॥
 গোপীরূপে আসিয়াছ কৃষ্ণের আশ্রয় ।
 ত্রীদামের শাপে তুমি আসিলে ধরায় ॥
 অযোনিমন্ডবা তুমি শুন লো রাধিকা ।
 নিরন্তর হও তুমি হবি-প্রাণাধিকা ॥
 পুণ্যবতী কলাবতী এই ধরাতলে ।
 তুমি হ'লে তার কন্যা সেই পুণ্যকলে ॥



এমন সময় সেপা সিংহ আবেহনে।
আবিভূতা দর্শনেণী প্রসন্ন বদনে॥

তোমাতে হরিতে ভেদ করে কোন্ জন ।
 বর্ণিতে না পারে তোমা বেদ কদাচন ॥
 কঠিন তপস্তা করি ত্রুক্ষা ভগবান্ ।
 তোমার শ্রীচরণের দর্শন না পান ॥
 মনুষ্যজাত ভক্ত শ্রুত রাজন্ ।
 তোমার কৃপায় করে গোলোক গমন ॥
 তোমার মস্তকের বলে ভার্গব-কুমার ।
 ক্ষত্রহীন করে বিশ্ব একবিশ্ববার ॥
 তব মন্ত্র লাভ করি ভার্গব-নন্দন ।
 কার্তবীৰ্য্য অর্জুনেরে করিল নিধন ॥
 গণেশের দন্ত ভাঙ্গে ভার্গব-তনয় ।
 তার প্রতি হয়েছিলু রক্তা অতিশয় ॥
 তার মুখে তব নাম করিয়া শ্রবণ ।
 কিছু না করিলু তার অনিষ্ট সাধন ॥
 তোমার প্রীতির লাগি হরি সনাতন ।
 তাহার রক্ষার তরে করে আগমন ॥
 জগৎবন্দিতা তুমি রাখিবা শ্রীমতী ।
 কল্লেরে ভগবান্ হন তব পতি ॥
 যেই ব্রত ধরাধামে কর সম্পাদন ।
 লোকশিক্ষা তরে তাহা হয় অনুক্ষণ ॥
 মনোরম মধুমাস আসিবে বধন ।
 নির্জল রাসের মাঝে করিবে গমন ॥
 সেখায় সকলে মিলি আনন্দিত মনে ।
 কবিবে রাসের লীলা শ্রীহরির সনে ॥
 হরিনন্দ কল্লেরে জড়ীড়া হবে তব ।
 বিধির লিখন ইহা কিবা আমি কব ॥
 মহেশ্বর-প্রিয়া আমি হইলু যেমন ।
 তেমনি কৃষ্ণের প্রিয়া হও অনুক্ষণ ॥
 কৃষ্ণ-বক্ষে নিরন্তর কর অবস্থান ।
 ত্রিভুবনে কেহ নহে তোমার সমান ॥
 পরাংপর গুণাভীত কৃষ্ণ নিশিদিন ।
 আমার বরেতে হবে তোমার অধীন ॥
 ধ্যানাসাধ্য ভগবান্ ছরারাত্য যিনি ।
 তব কাছে বসীভূত হইবেন তিনি ॥

শ্রীজাতির মাঝে তুমি অতি ভাগ্যবতী ।
 কৃষ্ণ সহ যাবে শেষে গোলোকের প্রতি ॥
 এই কথা বলি দুর্গা অন্তর্হিতা হন ।
 গৃহপানে চলে যত ব্রজাঙ্গনাগণ ॥
 এমন সময় সেখা কৃষ্ণ সনাতন ।
 শ্রীরাধার নিকটেতে করে আগমন ॥
 কমলীয় শ্রামমুত্তি অতি মনোহর ।
 নবীন নীরদসম দীপ্ত কলেবর ॥
 কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তাঁর ।
 সারা দেহে শোভিতেছে রত্ন-অলঙ্কার ॥
 গীতবস্ত্র পরিধান অতি চমৎকার ।
 কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাঁহার ॥
 শরতের চন্দ্রসম হৃদয় বদন ।
 বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন ॥
 শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাঁহার ।
 কোমলভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥
 পঙ্ক বিষমম তাঁর গুণ্ড ও অধর ।
 দাড়িম্ববীজের সম দন্ত মনোহর ॥
 বিনোদ যুরলী হাতে শোভে অনুক্ষণ ।
 যুগ্ম যুগ্ম হাত করে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 গুণের অতীত তিনি মঙ্গল-আধার ।
 ব্রহ্মা শিব আদি ধ্যান করে অনিবার ॥
 ব্রহ্মের অরূপ তিনি অব্যক্ত অক্ষর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥
 বরেণ্য বরদ যিনি প্রভু সনাতন ।
 তেজোরূপে যিনি নাথ সবার কারণ ॥
 মঙ্গল্য মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল-আধার ।
 তাঁহার চরণে সবে করে নমস্কার ॥
 পরাংপর অবিতর্ক্য যিনি নির্বিকার ।
 তাঁহার চরণে সবে নামে বার বার ॥
 সগুণ নিগুণ যিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃ রূপ ।
 স্বেচ্ছারূপ তিনি প্রভু অতি অপরূপ ॥
 কখনো সাকার যিনি কভু নিরাকার ।
 তাঁহার চরণে সবে করে নমস্কার ॥

বেদাতীত যিনি প্রভু অনির্বচনীয় ।
 অব্যক্ত ঈশ্বর হরি যিনি অদ্বিতীয় ॥
 সর্বরূপ সর্ববীজ যিনি সর্বাধার ।
 দেবগণ অংশরূপে না জানে তাঁহার ॥
 অনির্বচনীয় রূপ করিয়া দর্শন ।
 প্রণাম করিলা তাঁরে রাধিকা তখন ॥
 কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর ।
 কৃষ্ণের মুখের পানে চাহে নিরন্তর ॥
 কৃষ্ণের বদন সতী করিয়া দর্শন ।
 লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥
 যুহু যুহু হাস্য করি পুলকের ভরে ।
 সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥
 কামবাণে রাখা-অঙ্গ হইল গীড়িত ।
 সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত ॥
 তখন শ্রীকৃষ্ণ কহে রাধিকার প্রতি ।
 অভীষ্মিত বর তুমি চাহ আজ সতি ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি রাধাদেবী কয় ।
 তব পাদপদ্মে মোর মন যেন রয় ॥
 জন্মে জন্মে তুমি প্রভু হও মোর পতি ।
 তোমার চরণে দাঁও অচলা ভকতি ॥
 স্বপ্নে জাগরণে যেন তব ধ্যান করি ।
 অচলা অটলা ভক্তি দাঁও তুমি হরি ॥
 শ্রীকৃষ্ণেরে সম্বোধন করি গোপীগণ ।
 ভক্তিতরে বৃত্ত করে কহিল তখন ॥
 দীনবন্ধো কৃপাসিদ্ধো করুণাবতার ।
 প্রাণের বল্লভ হও আমা সবাধার ॥
 যেরূপ রাখারে তুমি করিবে দর্শন ।
 সেইরূপ আমাদের দেখে সনাতন ॥
 সম্ভৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ সবার বচনে ।
 স্বস্তি স্বস্তি কহিলেন হুপ্রসন্ন মনে ॥
 তারপর পুষ্পমালা করিয়া গ্রহণ ।
 সকল গোপীর মাথেরে করে বিতরণ ॥
 ক্রীড়াপন্থ মনোহর করি আনয়ন ।
 রাধিকারে ভগবান্ করিলা অর্পণ ॥

অনন্তর সকলেরে সম্বোধন করি ।
 যুহু যুহু বচনেতে কহিলেন হরি ॥
 তিন মাস গত হ'লে তোমরা সকলে ।
 মিলিবে আমার সাথে রাসের মণ্ডলে ॥
 প্রাণরূপী হই আমি তোমা সবাধার ।
 প্রাণস্বরূপিণী হও তোমরা আমার ॥
 তোমরা প্রেয়সী মোর হও অবিরত ।
 লোকশিক্ষা তরে হয় তোমাদের ভ্রত ॥
 গোলোক হইতে সবে আসিলে হেথায় ।
 মোর সাথে গোলোকেতে যাবে পুনরায় ॥
 শুন শুন গোপীগণ আমার বচন ।
 নিজ নিজ গৃহপানে করহ গমন ॥
 শ্রীহরির বাক্য শুনি গোপিকার দল ।
 কৃষ্ণের বদনপানে চাহে অবিরল ॥
 তারপর গৃহপানে করিল গমন ।
 সঙ্গী সহ গৃহে যান কৃষ্ণ সনাতন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা মধুর মধুর ।
 শ্রবণ করিলে সব হৃৎকম্প হয় দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণদয়ধরে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রিংশ অধ্যায়

বালমীলা-বর্ণন ।

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ ।
 অপূর্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥
 তিন মাস গত হ'লে গোপীদের সহ ।
 কোন্ ক্রীড়া করে হরি বিস্তারিয়া কহ ॥
 কিরূপ শ্রীকৃষ্ণাবন কহ মহাশয় ।
 সব কথা জানিবারে কোঁড়ুল হয় ॥
 একা হরি শত শত গোপীদের সনে ।
 কিরূপে করিলা ক্রীড়া সেই বৃন্দাবনে ॥
 জানিতে বাসনা মোর কহ দয়াময় ।
 শ্রীহরির কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয় ॥

নারদের এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
 প্রসন্ন বদনে কহে দেব নারায়ণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-চরিত কথা অতি মধুময় ।
 শ্রবণ করিলে হয় সর্বপাপ ক্ষয় ॥
 শ্রীহরির রাসলীলা করিব বর্ণন ।
 অতিপুণ্যপ্রদ তাহা শুন দিয়া মন ॥
 একদিন মধুমাसे কৃষ্ণ সনাতন ।
 রজনীতে বৃন্দাবনে করিলা গমন ॥
 শুক্লদ্রোণাদশী নিশি অতি মনোহর ।
 আকাশে বিরাজ করে পূর্ণ শশধর ॥
 যুধিকা মাধবী কুন্দ পুষ্প সমুদয় ।
 প্রস্ফুটিত গাছে গাছে অতি শোভাময় ॥
 পুষ্পগন্ধ মাখি গায় বহিছে পবন ।
 ভ্রমর সকল করে মধুর গুঞ্জন ॥
 কোকিল করিছে হৃথে কুহকুহ গান ।
 হৃদধর সেই স্বরে মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥
 হৃন্দর সে বনভূমি অতি হৃদদর্শন ।
 চন্দন অমর গন্ধ আসে অনুরূপ ॥
 কম্পুর তাষূল আদি দ্রব্য সমুদয় ।
 সেই বৃন্দাবনভূমে পরিপূর্ণ রয় ॥
 রতিকর বহুশয্যা সেথায় রচিত ।
 রত্নময় প্রদীপেতে দিক্ আলোকিত ॥
 ধূপের মধুর গন্ধ আসে নিরন্তর ।
 বিরাজ করিছে সেথা মালা মনোহর ॥
 বাসের মণ্ডল শোভে বৃন্দাবন মাঝে ।
 পুষ্পের উত্তান কত তাহাতে বিরাজে ॥
 শত শত সরোবর বিরাজে সেথায় ।
 হংস হংসী মনোহুখে ক্রীড়া করে তায় ॥
 শুদ্ধ স্বাটিকের সম সরোবর-জল ।
 চারিধারে সোপানাদি শোভে স্থনিশ্চল ॥
 শুক্লধাতু লাজ দধি শোভে থরে থরে ।
 রক্তা তরু শোভা পায় রাসের ভিতরে ॥
 শোভিছে মঙ্গলঘট অতি মনোহর ।
 নারিকেল কল শোভে তাহার উপর ॥

রাসের মণ্ডল সেথা করিয়া দর্শন ।
 যুগ্ম যুগ্ম হস্ত করে মদনমোহন ॥
 গোপিকাগণের কাম বর্দ্ধনের তরে ।
 যুবলী বাজান কৃষ্ণ কোঁতকের ভরে ॥
 মোহন মুরলীধ্বনি করিয়া শ্রবণ ।
 কামেতে অধীর হয় রাধিকার মন ॥
 নিশ্চল বৃক্ষের প্রায় রাধিকা দাঁড়ায় ।
 বিনোদ মুরলীধ্বরে চেতনা হারায় ॥
 পুনরায় রাধাদেবী লভিয়া চেতন ।
 মুরলীর সেই স্বর করিলা শ্রবণ ॥
 কভু ওঠে কভু বসে রাধিকা যুবতী ।
 কামবাণে ব্যাকুলিতা হইলেন অতি ॥
 আপনার গৃহকর্ম করি পরিহার ।
 চারিধারে রাধারাগী চাহে বারবার ॥
 যেই দিক্ হ'তে আসে মুরলীর স্বর ।
 সেই দিকে শ্রীরাধিকা ধাইল সত্ত্বর ॥
 সর্বকর্ম ত্যাগ করি রাধিকা যুবতী ।
 মুরলীর ধ্বনি শুনি ধায় শীঘ্রগতি ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্ম মনে স্মরে অনুরূপ ।
 কামবাণে জর্জরিত করিছে গমন ॥
 অতীব হৃন্দরী রাধা দেহের আভায় ।
 চৌদিক্ উজ্জল হ'ল রূপের ছটায় ॥
 রত্নাকর হ'তে রত্ন আহরি যতনে ।
 সর্বদা সজ্জিত তার অপূর্ব রতনে ॥
 দেহের আভার সঙ্গে রতন উজ্জল ।
 মিশে তাহা চারিদিক্ করে ঝলমল ॥
 শ্রীরাধার সহচরী যারা যারা ছিল ।
 কৃষ্ণের বাঁশরী শুনি সকলে চলিল ॥
 হুশীলাদি রাধিকার তেত্রিশ সঙ্গিনী ।
 মুরলীর ধ্বনি শুনি হইল মোহিনী ॥
 নিজ নিজ কুলধর্ম করি বিসর্জন ।
 মুরলী শুনিয়া ধায় ব্রজাঙ্গনাগণ ॥
 লক্ষ কোটি গোপীমধ্যে রাধার সঙ্গিনী ।
 সর্বভাবে শ্রেষ্ঠা, শুন তাদের কাহিনী ॥

পশ্চাৎ তাঁদের চলে যতেক গোপিনী ।
 তাঁদের সংখ্যার কথা শুন গুণমণি ॥
 পশ্চাৎগামিনী যত রূপসী গোপিনী ।
 বয়সে গুণেতে আর বেশবিধায়িনী ॥
 সকলেই সমতুল্যা কেহ নহে হীন ।
 সকল গোপিনী হয় গুণেতে সমান ॥
 প্রথমে স্থশীলা সখী করিল গমন ।
 ষোড়শ সহস্র সখী পদে পদে রন ॥
 তারপরে চলে সখী নাম শশিকলা ।
 চৌষটি হাজার তার সঙ্গে ভ্রজবালা ॥
 চন্দ্রমুখী নামে সখী চলে শীঘ্র করি ।
 ত্রয়োদশ সহস্রটি তার সহচরী ॥
 মাধবী সহিত চলে এগার হাজার ।
 কি অপূর্ব রূপ আর অঙ্গের বাহার ॥
 কদম্বমালার সঙ্গে অপূর্ব রূপসী ।
 তেরোটি হাজার সখী যেন সে উর্বশী ॥
 কুন্তী নামে সখী যেই তার সহচরী ।
 চলিল সহস্র দল তারে অনুসরি ॥
 যমুনা নামেতে যায় অশ্ব সহচরী ।
 চলিলেক চতুর্দশ সহস্র হৃন্দরী ॥
 শুভা পদ্মা ভূগা আর জাহ্নবী চলিল ।
 বংশীধ্বনি শুনি সবে ব্যাকুল হইল ॥
 তাহাদের প্রত্যেকের সাথে সাথে চলে ।
 চৌদ্দটি হাজার সখী অতি কোতূহলে ॥
 মঞ্জলা নামেতে এক সখী আছে আর ।
 ষোড়শ সহস্র সখী সঙ্গে চলে তার ॥
 কালিকা নামেতে আছে অশ্ব অনুচরী ।
 তার সঙ্গে চতুর্দশ সহস্র হৃন্দরী ॥
 কমলার সঙ্গে চলে তেরোটি হাজার ।
 সকলেই অপরূপা অপূর্ব আকার ॥
 পরেতে চলিল সখী নামে সরস্বতী ।
 সঙ্গে চলে ত্রয়োদশ সহস্র যুবতী ॥
 ভারতী নামেতে এক কৃষ্ণ-উপাসিকা ।
 তার সঙ্গে চলে দশ সহস্র গোপিকা ॥

অপর্ণার সাথে চলে দশটি হাজার ।
 রূপে গুণে সর্বভাবে সঙ্গিনী তাহার ॥
 দশটি হাজার গোপী চলে রতি-মনে ।
 নানা রঙ্গে বায় কৃষ্ণ কথা-আলাপনে ॥
 গঙ্গার সঙ্গেতে গোপী যত চলে আর ।
 সংখ্যায় হইবে তারা চৌদ্দটি হাজার ॥
 ষোড়শ সহস্র গোপী কৃষ্ণপ্রিয়া সনে ।
 চলিয়াছে নানা রঙ্গে উল্লসিত মনে ॥
 চলে সতী কৃষ্ণপ্রাণা হৃন্দরী নন্দিনী ।
 আনমনা হয় শুনি মুরলীর ধ্বনি ॥
 সকলেই চলে ধীরে বাঁশী অনুসরি ।
 পথের সে কিবা শোভা আহা মরি মরি ॥
 মধুমতী নামে সতী চলে কত রঙ্গে ।
 আর কত সখী চলে চন্দনার সঙ্গে ॥
 চম্পাসাথে আরো কত চলে সখীদল ।
 অবশেষে একসাথে মিলিল সকল ॥
 সহস্র সহস্র গোপী এক সাথে জুটে ।
 উন্মাদিনী সম সবে চলে ছুটে ছুটে ॥
 কারো হস্তে মাল্য শোভে কারো বা চন্দন ।
 চামর-হস্তেতে কেহ করিল গমন ॥
 কেহ বা কস্তুরী লয় কেহ বা কুহুম ।
 কারো হস্তে শোভা পায় বিবিধ কুহুম ॥
 যুবতী গোপিকাদল ক্ষিপ্রগতি চলে ।
 জয় হরি জয় হরি বদনেতে বলে ॥
 এইরূপে সবে মিলি করি আগমন ।
 রাসের মণ্ডল সেখা করিল দর্শন ॥
 স্বর্গ হতে মনোহর রাসের মণ্ডল ।
 জ্যোৎস্নাজালে চারিধার হয়েছে উজল ॥
 নানাবিধ পুষ্প সেখা প্রস্ফুটিত রয় ।
 যুগ্মমন্দ বাহু বহে সকল সময় ॥
 পুষ্পগন্ধে আমোদিত হয় চারিধার ।
 কোকিলের কুহুমনি আসে অনিবার ॥
 কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিতেছে ভ্রমর-গুঞ্জন ।
 সরোবরে ক্রীড়া করে হংস হংসীগণ ॥

সহচরীগণ সহ রাধিকা যুবতী ।
 রাসের মণ্ডলে যায় হৃকচিহ্নে অতি ॥
 শরতের চন্দ্রসম বদন রাধার ।
 বিকচ কমল সম নেত্র চমৎকার ॥
 নয়নে রচিত তার কঙ্কল স্নন্দর ।
 গরুড়ের সম নাসা অতি মনোহর ॥
 নাসিকায় শোভিতেছে যুক্তাফল তার ।
 মস্তকেতে শোভা পাষ কবরীর ভার ॥
 উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় শোভে গণ্ডস্থলে ।
 মোহন মালতীমালা ঢুলিতেছে গলে ॥
 পকবিশম তার ওষ্ঠ ও অধর ।
 যুক্তাসম দন্তরাজি শোভে মনোহর ॥
 বক্ষোদেশে বিলম্বিত যুক্তাসম হার ।
 সর্ব অঙ্গে শোভে তার রক্ত-অলঙ্কার ॥
 ত্রিফলসদৃশ স্তন কঠিন বর্ত্তল ।
 ত্রিবিধ-সংযুক্ত নাভি নাহি তার তুল ॥
 স্কন্ধে উরুদ্বয় গজেন্দ্রাঙ্গী সম ।
 রঞ্জিত চরণ তার অতি মনোরম ॥
 অপরূপ শ্রোণিদ্বয় অতি চমৎকার ।
 হ্রস্বপুল ক্রীবাধার নিত্যশের ভার ॥
 যুগ্ম যুগ্ম হস্ত করে রাধিকা যুবতী ।
 তাহারে হেরিয়া হরি আনন্দিত অতি ॥
 ত্রিহরিকে রাধা সতী করিল দর্শন ।
 অপরূপ রূপ তাঁর ভুবনমোহন ॥
 কোটি কন্দর্পের সম কাঙ্ক্ষি মনোহর ।
 অনন্ত কিশোররূপী ত্রীক্ষামহন্দর ॥
 প্রাণাধিকা রাধিকারে করিয়া দর্শন ।
 কটাক্ষনয়নে চাহে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 হেরিয়া রাধিকাদেবী কৃষ্ণের বদন ।
 লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥
 প্রেমাবেশে হাসে দেবী প্লবকের ভরে ।
 সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥
 কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল পীড়িত ।
 সমস্ত ধরীর তার হয় রোমাঞ্চিত ॥

কামাতুরা রাধিকারে হেরি ভগবান্ ।
 নিশ্চল হইয়া রহে স্থাপুর সমান ॥
 কামবাণে ঘন ঘন অঙ্গ কাঁপে তাঁর ।
 রাধার বদন পানে চাহে অনিবার ॥
 হাতের মুরলী তাঁর পড়িল ভূমিতে ।
 হাত হ'তে ক্রীড়াপদ্ম লুটায় ধূলিতে ॥
 গীতধড়া খসি যায় অঙ্গ হ'তে তাঁর ।
 শিখিপুচ্ছ লুটাইল ধুলার মাঝার ॥
 আবেগে ধাইয়া গিয়া কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাধিকারে বক্ষোমাঝে করিলা ধারণ ॥
 প্রীতিভরে ঘন ঘন করে আলিঙ্গন ।
 বুকে যুখে বারবারে করিল চুষন ॥
 রাধিকাও কৃষ্ণে করি গাঢ় আলিঙ্গন ।
 চুষনে চুষনে তাঁর ভরিল বদন ॥
 তারপর ভগবান্ রাধিকার সনে ।
 রতির মন্দিবে যায় আনন্দিত মনে ॥
 চন্দন-চর্চিত সেই স্থান মনোহর ।
 রত্নময় দর্পণাদি শোভিছে বিস্তর ॥
 কর্পূর তাম্বুল আদি সেথায় বিরাজে ।
 মনোহর শয্যা শোভে মন্দিরের মাঝে ॥
 কৃষ্ণেরে রাধিকা করে তাম্বুল অর্পণ ।
 মনোহুখে কৃষ্ণ তাহা করিল ভক্ষণ ॥
 কৃষ্ণের চর্ব্বিত পান থায় রাধা সতী ।
 পুষ্পশরে জর্জরিতা হইল যুবতী ॥
 অনন্তর রাধিকারে করিয়া গ্রহণ ।
 শয্যায় শয়ন করে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 তারপর নানাভাবে করিল বিহার ।
 বিপরীত ভাবে কত করিল শৃঙ্গার ॥
 শাস্ত্রমতে অর্কবিধ করিল চুষন ।
 প্রীতি অঙ্গে রাধা অঙ্গ করে আলিঙ্গন ॥
 দুজনেই কামরঙ্গে দক্ষ অতিশয় ।
 নানাভাবে ক্রীড়া করে তৃপ্ত নাহি হয় ॥
 নানামূর্ত্তি ধরি সেথা কৃষ্ণ সনাতন ।
 ভিন্ন ভিন্ন গৌণী সাথে করিল রমণ ॥

নবলক্ষ গোপরূপ করিয়া ধারণ ।
 নবলক্ষ গোপী সাথে হুরতে মগন ॥
 এইরূপ নানাভাবে করিয়া বিহার ।
 সকলে মিলিয়া আসে রাসের মাঝার ॥
 কামরূপে ছিন্নবেশ বিচ্ছিন্ন ভূষণ ।
 কেহ কেহ মত্ত হ'য়ে হয় অচেতন ॥
 কঙ্কণ-কিঙ্কিণী শব্দ উঠে হুমধুর ।
 বলয়ের ধ্বনি তাহে বাজিছে নুপুর ॥
 নানাভাবে সনাতন করিল রমণ ।
 ঐশ্বাদের বৃকে মুখে করিল চুষন ॥
 নখদন্তক্ষত করে কুচের মাঝার ।
 কভু জলে কভু স্থলে করিল বিহার ॥
 ভগবান্ ধরি সেথা মহন্ত মুরতি ।
 ব্রজাঙ্গনাগণ সহ ভোগ করে রতি ॥
 এইরূপে রতিক্রীড়া করি অতিশয় ।
 কামরূপে সকলেই পরিশ্রান্ত হয় ॥
 দর্পণ গ্রহণ করি ব্রজাঙ্গনাগণ ।
 স্বীয় স্বীয় মুখচন্দ্র করিল দর্শন ॥
 কৃষ্ণের মুরলী কাড়ি লয় কোন জন ।
 কেহ কেহ পীতবাস করে আকর্ষণ ॥
 কামার্ভ হইয়া করে বিপরীত রণ ।
 কেহ বা দেখায় কৃষ্ণে আপনার স্তন ॥
 কৃষ্ণবক্ষে দুই কুচ সংযোগ করিয়া ।
 গোপিনী রঙ্গিণী কেহ ধরে জড়াইয়া ॥
 আপনারে মুক্ত করি কৃষ্ণ প্রাণধন ।
 অপর গোপিনী সহ করয়ে রমণ ॥
 কোন কোন গোপাঙ্গনা কামাতুর মনে ।
 বসনবিহীন করে কৃষ্ণ সনাতনে ॥
 কেহ কেহ সনাতনে করি আলিঙ্গন ।
 মুহুর্হুঃ করে তাঁর বদন চুষন ॥
 কোন কোন গোপাঙ্গনা আসিয়া সেখায় ।
 আপনার স্তন শ্রেণি কৃষ্ণেরে দেখায় ॥
 কেহ কৃষ্ণে শ্রেণিদেখে করিয়া স্থাপন ।
 মালতী মালায় চুড়া করিল রচন ॥

ময়ূরের পুচ্ছ কেহ কাড়ি ল'য়ে যায় ।
 কেহ বা মাজায় তাঁরে পুষ্পের মালায় ॥
 চামর বীজন করে কোন কোন জন ।
 কেহ কেহ অঙ্গে করে চন্দন লেপন ॥
 একজন অশ্রুজনে উলঙ্গিনী ক'রে ।
 কামবশে বসাইল শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে ॥
 কৃষ্ণ ক্রোড়ে নিয়ে ভারে করিল রমণ ।
 দেখি হরষিত হয় অশ্রু সখীগণ ॥
 দেহেতে রোমাঞ্চ জাগে চাঞ্চল্য মনেতে ।
 আবেশে জড়ায়ে ধরে কৃষ্ণ প্রাণনাথে ॥
 মনোমধ্যে সেও কৃষ্ণ সহ করে রতি ।
 রতিরঙ্গ চলে সদা না আছে বিরতি ॥
 মনোমুখে নৃত্যগীত করে কোন জন ।
 কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণেরে করে আকর্ষণ ॥
 মর্কটতুল্য ভগবান্ কোতুল-ভরে ।
 গোপীদের বস্ত্র কাড়ি উলঙ্গিনী ক'রে ॥
 কাহারো কাড়িয়া বস্ত্র দেয় অশ্রুজনে ।
 কাহারো কবরী রচে আনন্দিত মনে ॥
 তারপর রাধিকারে করি আকর্ষণ ।
 আপন বক্ষের মাঝে করিয়া ধারণ ॥
 কবরী রচনা করি অতি সবতনে ।
 সিন্দুর বিভাস করে কস্তুরীর মনে ॥
 রাধা-অঙ্গে পত্রাবলী রচে ভগবান্ ।
 চরণেতে করিলেন শঙ্খীর প্রদান ॥
 অলঙ্কারে হরঞ্জিত করিলা চরণ ।
 নানা গন্ধদ্রব্য অঙ্গে করিয়া লেপন ॥
 গলেতে মালতীমালা করিয়া অর্পণ ।
 পুনঃ পুনঃ করিলেন বদন চুষন ॥
 অঙ্গনে নখন তার হরঞ্জিত করি ।
 নাসিকাতে গজমুক্তা দান করে হরি ॥
 নখক্ষত করে তার কুচের মাঝার ।
 অধরে দংশন হরি করে বারবার ॥
 সূক্ষ্ম নীলবাস ল'য়ে আপনার করে ।
 রাধারে পরায়ে দেন কৃষ্ণ সাধ ক'রে ॥

তারপর সনাতন রাধিকার সনে ।
 সরোবর তটে ঘাষ পুষ্পের কাননে ॥
 সেখায় রাধার সহ করিয়া বিহার ।
 পুনরায় আসিলেন রাসের মাঝার ॥
 গগনের মাঝে হাসে পূর্ণ শশধর ।
 যুহু যুহু সমীরণ বহে মনোহর ॥
 মধুর গুঞ্জন করে ভ্রমরেরা সব ।
 মুহূৰ্হঃ পিক করে কুহু কুহু রব ॥
 নব লক্ষ মূর্তি হরি করিয়া ধারণ ।
 গোপীগণ সাথে পুনঃ করিলা রমণ ॥
 কিঙ্কণী কঙ্কণ বাজে হুমধুর অতি ।
 রতিরঙ্গে মত্তা হয় যতেক যুবতী ॥
 পুলকিত হয় যত গোপাঙ্গনাগণ ।
 নবীন সঙ্গমে সবে হারায চেতন ॥
 এইরূপে সবে যবে করিছে বিহার ।
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাজে কর্তির মাঝার ॥
 কামেতে উন্মত্তা হয় যতেক গোপিনী ।
 অঙ্গবাস খসি যায় হয় উলঙ্গিনী ॥
 নববিধ আলিঙ্গন করে সনাতন ।
 অষ্ট প্রকারের হরি করিলা চুষন ॥
 শৃঙ্গার করিলা হরি ঘোড়শ প্রকার ।
 দূঢ় আলিঙ্গন হরি করে বারংবার ॥
 কামশাস্ত্র অনুসারে কৃষ্ণ সনাতন ।
 নানাভাবে গোপীসহ করিলা রমণ ॥
 গৈরিক মাটিতে শোভে পৰ্ব্বত যেমন ।
 গোপী অলস্তকে কৃষ্ণ শোভিছে তেমন ॥
 এইরূপ রাসজ্যোড়া করিয়া দর্শন ।
 কামবাণে প্রণীড়িত হয় দেবগণ ॥
 স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া সকলে ।
 দেখিতে রাসের লীলা আসে দলে দলে ॥
 ঋষি মুনি সিদ্ধ আর বিতাদ্বারগণ ।
 গন্ধৰ্ব রাক্ষস যক্ষ করে আগমন ॥
 স্বীয় স্বীয় পত্নী সহ কোতুহল ভরে ।
 শ্রীহরির রাসলীলা নিরীক্ষণ করে ॥

পার্বতীর সহ সেথা দেব পঞ্চানন ।
 রথে আরোহণ করি করে আগমন ॥
 কার্তিকেয় গণপতি নন্দিক ঈশ্বর ।
 মহাকাল আদি সবে আসিল সত্ত্বর ॥
 প্রজাপতি ব্রহ্মাদেব ভারতীর সনে ।
 সেইস্থানে আসিলেন রথ-আরোহণে ॥
 সনক সনন্দ আদি আসে মুনিদল ।
 সমাগত হইলেন সপ্তর্ষিমণ্ডল ॥
 শচীসহ আসে সেথা দেব পুন্দর ।
 রোহিণীর সহ আসে দেব শশধর ॥
 স্বাহার সহিত সেথা আসে হুতশন ।
 রতিসহ কামদেব করে আগমন ॥
 সংক্রা সহ সূর্য্যদেব উপনীত হয় ।
 দিক্‌পালগণ সবে আসে সে সময় ॥
 অবস্থান করি সবে গগন মাঝারে ।
 সরস রাসের লীলা দেখে বাবে বারে ॥
 রাসকেলি হেরি কেহ মোহপ্রাপ্ত হয় ।
 মুচ্ছিত হইয়া পড়ে দেব-সমুদয় ॥
 আনন্দেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ।
 স্বর্গেতে ছন্দুভি বাজে হুমধুর স্বরে ॥
 শ্রীহরির রাসলীলা করিয়া দর্শন ।
 কামে জর্জরিতা হয় দেবপত্নীগণ ॥
 স্থলেতে বিহার করি কৃষ্ণ সনাতন ।
 যমুনার জলমাঝে করিলা গমন ॥
 লক্ষ লক্ষ মূর্তি ধরি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 ব্রজাঙ্গনাগণ সহ যমুনাতে যান ॥
 কামবাণে প্রণীড়িতা গোপিকার দল ।
 কৃষ্ণ সহ জলাকেলি করে অবিরল ॥
 কামেতে উন্মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 রাধিকাব অঙ্গে জল করিলা প্রদান ॥
 কামবাণে ব্যাকুলিতা রাধিকা যুবতী ।
 কৃষ্ণ-অঙ্গে জল দেয় পুলকেতে অতি ॥
 অনন্তর বল করি কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাধিকার অঙ্গ-বস্ত্র করিল হরণ ॥

রাধিকারে বস্ত্রহীনা করিলেন হরি ।
 শিখিল করিল হরি রাধার কবরী ॥
 উলঙ্গিনী রাধিকারে করি আলিঙ্গন ।
 জলের ভিতরে যান হরি সনাতন ॥
 রাধাসহ জলমাবে করিয়া বিহার ।
 উপরেতে উঠিলেন শ্রীহরি আবার ॥
 পুনরায় রাধিকারে করিয়া গ্রহণ ।
 হৃদয় যমুনাঙ্গলে করিলা ক্ষেপণ ॥
 শ্রীহরির কার্য দেখি হাসে গোপীগণ ।
 লজ্জায় আনত হয় রাধার বদন ॥
 জল হ'তে রাধা সতী উঠিয়া সত্বরে ।
 মুরলী কাড়িয়া লয় কুপিত অন্তরে ॥
 শ্রীহরির গীত বাস করি আকর্ষণ ।
 হরিরে উলঙ্গ করে রাধিকা তখন ॥
 নগ্ন হরি উলঙ্গিনী রাধিকারে ধ'রে ।
 দৃঢ় আলিঙ্গন করে আবেগের ভরে ॥
 কামবাণে জর্জরিত শ্রীহরির মন ।
 ঘন ঘন রাধিকারে করিল চুম্বন ॥
 লক্ষ লক্ষ শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরতি ।
 লক্ষ লক্ষ গোপীনাথে ভোগ করে রতি ॥
 এইরূপে জলক্রীড়া করি সমাপন ।
 রাধাসহ উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥
 আপন শ্রোণিতে কৃষ্ণে করিয়া স্থাপন ।
 রাধিকা করিল অঙ্গে চন্দন লেপন ॥
 নিশ্চাণ করিয়া ছুড়া রাধিকা যুবতী ।
 প্রদান করিল মালা মনোহর অতি ॥
 রাধার কবরী কৃষ্ণ করিয়া রচন ।
 পত্রাবলী রচিলেন অতি হৃদয় ॥
 ললাটে সিন্দূরবিন্দু করিলা প্রদান ।
 বক্ষে ঘন নখক্ষত করে ভগবান্ ॥
 লেপিয়া রাধার অঙ্গে অগুরু চন্দন ।
 পুনঃ পুনঃ মুখে তার করিল চুম্বন ॥
 পুনর্ব্বার করি তারে গাঢ় আলিঙ্গন ।
 গলেতে পুষ্পের মালা করিলা অর্পণ ॥

অলঙ্কৃত দান করি রাধার চরণে ।
 বিভূষিত করে তারে বিবিধ ভূষণে ॥
 তারপর সনাতন আনন্দিত মনে ।
 হৃদয়জিত করিলেন গোপাঙ্গনাগণে ॥
 অনন্তর কামোন্মত্তা হ'য়ে অতিশয় ।
 রাসের মণ্ডলে যায় গোপী সমুদয় ॥
 মাধবী কেতকী কুন্দ বৃথিকা মালতী ।
 কুটিয়াছে নানা পুষ্প মনোহর অতি ॥
 কোন কোন গোপী করে কুহুম চয়ন ।
 কেহ কেহ পুষ্পমালা করে বিরচন ॥
 ভাস্কর প্রস্তুত কেহ করে নিজ মনে ।
 নিযুক্ত হইল কেহ চন্দন ঘর্ষণে ॥
 কোন কোন গোপাঙ্গনা কৃষ্ণগুণ গায় ।
 কেহ বা হৃদঙ্গ আর মুরঙ্গ বাজায় ॥
 পুষ্পের উচ্চানে আর তটিনীর তটে ।
 কন্দরে কন্দরে আর নদীর নিকটে ॥
 নির্জল প্রান্তরে আর ভাণ্ডীরের বনে ।
 পর্ব্বত-গুহায় আর কদম্ব কাননে ॥
 শ্রীবনে তুলসীবনে চম্পক কাননে ।
 জম্বীর কাননে আর নারিকেল বনে ॥
 নিম্ববনে মধুবনে কদলীর বনে ।
 দাড়িম্ব কাননে আর বদরী কাননে ॥
 মনোরম কুন্দবনে বংশ বনে আর ।
 কৃষ্ণ সহ গোপীগণ করিল বিহার ॥
 অশ্বখ কাননে কড়ু নাগরঙ্গ বনে ।
 রতিক্রীড়া করে হরি গোপীগণ মনে ॥
 চূত তাল বিল জম্বু অশোকের বনে ।
 কেতকী মন্দার আর ধর্ম্মজীর কাননে ॥
 আশ্রিতক শাল পদ্ম বনের মাঝার ।
 নানাভাবে ভগবান করিলা শৃঙ্গার ॥
 রতিভোগ করে হৃথে গোপী সমুদয় ।
 এইরূপে এক মাস ক্রমে গত হয় ॥
 বিস্মিত হইয়া যত দেবদেবীগণ ।
 আপন ভবন পানে করিল গমন ॥



মোহন মূবলী বদনি শিবিয়া প্রবণ।
কাসাতে তরীষ হর কারিকাব নল॥

পৃষ্ঠা ৫০৭

অনন্তর কামাতুবা যত দেবীগণ ।
ভারতে আসিয়া করে জনম-গ্রহণ ॥

● দ্বাদশবন মধ্যে বৃন্দাবনেব বিশেষ
মাহাত্ম্য বর্ণন ।

সম্বোধি নারদে তবে বলে নারায়ণ ।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুন অপূর্ব ঘটন ॥
যখন রমণ-ইচ্ছা মনে জাগে তাঁর ।
উদ্ভিত হ'লেন শশী আকাশ মাঝার ॥
সৌবতাপে পৃথ্বী ছিল উত্তপ্ত ভীষণ ।
চন্দ্রে তারে স্নিগ্ধ করে দানিয়া কিরণ ॥
নিশাগমে তাবকারা হেরি নিজপতি ।
আনন্দে গমন করে শশধর প্রতি ॥
প্রবাসী পুরুষ যত ফিরে গৃহবাসে ।
রমণীরা হয় স্নীত উল্লাস প্রকাশে ॥
পূর্ণ শশধর রাজে আকাশ মাঝারে ।
চারিদিক্ উদ্ভাসিত আনন্দ লহরে ॥
যমুনাজলেতে পড়ে চন্দ্রমাকিরণ ।
তাহার বুকতে তবে জাগে শিহরণ ॥
যমুনার ঢেউ পড়ে তীরেতে আছাড়ি ।
উল্লাস জাগিল তবে তার দুই পাড়ি ॥
যমুনাকূলেতে আছে দ্বাদশটি বন ।
পৃথিবী-বুকতে যেন আনন্দ-ভবন ॥
যমুনার বারি হয় তীরের প্রধান ।
তেমনি পবিত্র হয় এই সব স্থান ॥
বৃন্দাবন তালবন আব মধুবন । -
বিপিন বহলা আর মুকুন্দকানন ॥
ক্রীড়ন রয়েছে এক লৌহবন মাঝে ।
যমুনার অন্ত কূলে নিযত বিরাজে ॥
যমুনার পূর্বদিকে আছে ভদ্রবন ।
মহাবন হয় তাহা অতীব গহন ॥
পাশেতে খদিরবন অতি মনোহর ।
কাম্যককানন হয় অতীব সুন্দর ॥
এই ত দ্বাদশবন কৃষ্ণপ্রিয় স্থান ।
তার মধ্যে বৃন্দাবন সবার প্রধান ॥

রাজ—৩৩

মহিমা তাহার বলে শক্তি কাহার ।
বাঞ্ছা করে ব্রজপতি তথা জন্মবার ॥
সর্বশাস্ত্রে এই কথা আছে যে বর্ণিত ।
কৃষ্ণপ্রিয় স্থান বলি সবাই মোহিত ॥
কৃষ্ণেব প্রেমসী যিনি তিনি ব্রজাঙ্গনা ।
রাধিকানন্দরী সতী প্রধানা ললনা ॥
লক্ষ্মীর অধিক প্রিয় রাধিকানন্দরী ।
তাঁহারে সমান শক্তি দানিলেন হরি ॥
রাধিকা সুন্দরী হন সৃষ্টিধরুপিণী ।
গুণলীলাসহায়ক কৃষ্ণবিলাসিনী ॥
রহস্য নিগূঢ় তথা দৌহার বিহার ।
সেখায় উদ্ভিত চন্দ্র অতি চমৎকার ॥
মলয় সগীব তথা বহিতেছে ধীরে ।
প্রফুল্ল লতিকা দোলে পল্লবের ভরে ॥
বৃক্ষশাখা সুশোভিত পুষ্পে পরে আর ।
পল্লব ধরেছে কাস্তি অপূর্ব আকার ॥
মধুকর গুঞ্জরিছে পুষ্পকলিকায ।
ফুলে ফুলে ভ্রমি তারা কত মধু খায় ॥
ভ্রমর-ভ্রমরী মনে মধুর বন্ধারে ।
বৃক্ষশাখে পরে পুষ্পে স্থখেতে বিহারে ॥
প্রতি পুষ্পশাখে ফোটে কত শত ফুল ।
বিহগ-বিহগী হয় আনন্দে আকুল ॥
কোকিল শারিকাগুরু পক্ষী আদি যত ।
আনন্দে তথায় সব কুহরে সতত ॥
মধুর-মধুবী কোথা আনন্দে চপল ।
নৃত্য করে উল্লাসেতে হেরি মেঘদল ॥ -
কোথাও শোভিছে সুধম্ব সরোবর ।
তাহাতে শোভিছে কত কমলনিকর ॥
তীবে তার কত তরু শোভিছে সুন্দর ।
ডালে ডালে গায় পাখী কত মনোহর ॥
সেই বৃন্দাবনধামে শোভে কল্লতরু ।
অটম সুদৃঢ় বৃক্ষ দেখিতে সুচারু ॥
প্রবালের মত সব শোভিছে পল্লব ।
মরতে মণির তুল্য তার পত্র সব ॥

অপূর্ব হুবাছু তাতে কত ফল ধরে ।
 দেবাদি সকলে সেই ফল বাঞ্ছা করে ॥
 কত যুনি সারা জন্ম কল্লতরু তরে ।
 কৃষ্ণতা সাধন আর তপস্বী যে করে ॥
 শরৎঋতুর শোভা সতত সেখানে ।
 বিবিধ বরণ পুষ্প রাজে বৃন্দাবনে ॥
 স্বর্গবাণিগণ-কাম্য এই বৃন্দাবন ।
 মর্ত্যে আসে কৃষ্ণ ছাড়ি বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
 যমুনার তীরে তীরে দ্বাদশটি বন ।
 শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল জানে সর্বজন ॥
 নাহি হেথা রিপুচয় নাহি অহঙ্কার ।
 সর্বপাপমুক্ত হয় এই বৃন্দাগার ॥
 স্বর্গ ভুল্য ধাম এই পৃথিবী মাঝারে ।
 ফলে পুষ্পে পূর্ণ কেহ নারে ভুলিবারে ॥
 এত সব কারণেতে কৃষ্ণ নারায়ণ ।
 এইখানে থাকে সদা বিহার-কারণ ॥
 পরিখা-বেষ্টিত এই গধু বৃন্দাবন ।
 শিল্পের উৎকর্ষ ইহা গর্বের কারণ ॥
 টলমল করে জল কাকচক্ষু সম ।
 শত শত পদ্ম তাহে ফোটে মনোরম ॥
 কুমুদ কহ্নার কোকনদ শত শত ।
 জলচর পক্ষী তথা বিহরিছে কত ॥
 মরাল-মরালী হুখে দিতেছে সাঁতার ।
 চখা-চখী দুই তীরে করিছে বিহার ॥
 দুর্লভ্য পরিখা সেই অতি দৃঢ়তর ।
 চারিধারে রাজে তার হৃদয় প্রস্তুত ॥
 শোভিতেছে পুষ্পোদ্যান নবনরঞ্জন ।
 নানাবিধ পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥
 চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে ।
 গন্ধে আগোদিত দিক্ হয় বারে বারে ॥
 গুবাক পনস আত্র দাড়িম্ব খর্জুর ।
 নাগরঙ্গ বৃক্ষ আদি শোভিছে প্রচুর ॥
 জম্বীর তুরঙ্গ ভৃঙ্গ জম্বু ও ক্রীকল ।
 আত্রাতক আদি বৃক্ষ শোভে অবিরল ॥

কেতকী কদলী বৃক্ষ সেখায় বিরাজে ।
 কদম্বের বৃক্ষ শোভে আশ্রমের মাঝে ॥
 পাকুড় অখণ্ডবৃক্ষ আছে বহুতর ।
 পিয়াল তমাল শাল দেখিতে সুন্দর ॥
 গাভারী অর্জুন তাল বরুণ খর্জুর ।
 শালগী কপিথ আর রসাল প্রচুর ॥
 হরীতকী বহেড়ক মহুয়া অসন ।
 দেবদারু শ্বেতরক্ত অশ্রু চন্দন ॥
 রঙ্গন শিরীষ আর লোহিত কাঞ্চন ।
 মল্লিকা মালতী আর শেফালী মোহন ॥
 ছোলঙ্গ তেঁতুল লেবু কমলা প্রচুর ।
 ফলেফুলে সে অরণ্য আছে ভরপুর ॥
 তুলসী বিচিত্র আছে মনোলোভা অতি ।
 কুন্দ বিষ্টি নাগেশ্বর জাতী আর যুথী ॥
 করবী চম্পক আর কৃষ্ণকলি ফুল ।
 ভ্রুবাণে মাভায় মন নাহি সমতুল ॥
 গন্ধরাজ দুধজবা টগর বকুল ।
 শোভিছে কাননে সেখা নানাজাতি ফুল ॥
 পরিখার উজ্জ্বলগে শোভিছে প্রাকার ।
 শত ধনু পরিমিত বিস্তার তাহার ॥
 মণিসার বিনির্মিত কবাট সুন্দর ।
 প্রাকারের বহির্দেশে শোভে নিরন্তর ॥
 মণিময় মনোহর উজ্জ্বল সোপান ।
 ভবনের উর্দ্ধে শত কুম্ভ বিঘ্রমান ॥
 মণির প্রভায় তারা প্রদীপ্ত সতত ।
 রাজমার্গ চারিধারে আছে কত শত ॥
 মণির নির্মিত বেদী আছে চমৎকার ।
 রাসের মণ্ডপ হয় বর্তুল আকার ॥
 শৃঙ্গার রসের যোগ্য অতি সুশোভন ।
 নবকোটি মণ্ডপাদি আছে বিরচন ॥
 বিচিত্র চিত্রেতে সেই মণ্ডপ চিত্রিত ।
 মণিময় কলসাদি উপরে সজ্জিত ॥
 মণ্ডপের মধ্যভাগ অতি মনোহর ।
 বহিঃশুদ্ধ বজ্রমাল্য শোভিছে সুন্দর ॥

সুহৃদোহন শয্যামাঝে শোভে উপাধান ।
 চন্দন কন্তুরী গন্ধে বিমোহিত প্রাণ ॥
 নব শৃঙ্গাবের যোগ্য সেই শয্যামাঝে ।
 পারিজাত কুসুমের মালা আদি রাজে ॥
 শত শত গোপী আর রাধিকা সহিত ।
 প্রবেশিল কৃষ্ণধন সংঘমরহিত ॥
 মদনের বাণে সবে হইয়া কাতর ।
 কৃষ্ণ অনুসরি পশে রাসের ভিতর ॥
 প্রমদা কামিনী সব অতীব ব্যাকুল ।
 পতিরূপে পেতে কৃষ্ণে হযেছে আকুল ॥
 লক্ষ্মীয়া কৃষ্ণেরে তারা করিয়া বিনয় ।
 ধীরে ধীরে ঘোড়হস্তে মধুবাক্যে কয় ॥
 প্রাণেব বল্লভ ভূমি প্রাণের ঈশ্বর ।
 গোলোকের নাথ ভূমি প্রভু পরাংপর ॥
 দীনবন্ধু রূপাসিদ্ধ করণাসাগর ।
 গোপীব ঈশ্বর ভূমি হও নিবন্তব ॥
 নন্দের আত্মজ ভূমি নয়নাভিরাম ।
 তোমাব চরণে যোরা করিনু প্রণাম ॥
 প্রাণনাথ কৃষ্ণ ভূমি পতিতপাবন ।
 তোমার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ ॥
 তোমা বই নাহি জানি জগতের পতি ।
 ভূমিই যোদের পতি অগতিব গতি ॥
 তোমার লাগিয়া মোবা ছাড়ি ভব লাজ ।
 ফেলিয়া আসিনু গৃহ সর্ববিধ কাজ ॥
 স্বামিপুত্র আত্মজন কারে নাহি মানি ।
 ভূমিই প্রাণের পতি এই শুধু জানি ॥
 ভূমি যদি নাহি তোষ গোপীজনপ্রাণ ।
 নিশ্চিত জানিবে মোরা ত্যজিব পরাণ ॥
 কুলধর্ম ছাড়ি তোমা ভজি গোপনারী ।
 রতিন্দান কবি বন্ধ গোঁকুলবিহারী ॥
 কি আব বলিব দেব কহিতে না পারি ।
 মদনের বাণ মোরা সংববিত্তে নারি ॥
 কামবাণে জর্জরিত মোরা অতিশয় ।
 ভূমি না ভূমিলে মোরা মরিব নিশ্চয় ॥

এতেক বলিয়া তবে গোপনারীগণ ।
 বক্ষে জড়াইয়া ধরে কৃষ্ণের চরণ ॥
 গোপনারীগণে দেখি কামান্তর্হৃদয় ।
 কৃষ্ণ তবে তাহাদের ব্যঙ্গ করি কয় ॥
 ছি ছি একি কথা বল কুলনারী সবে ।
 অপর পুরুষে সবে কেন বা ভজিবে ॥
 আজি মনে বুঝিলাম তুচ্ছ গোয়ালিনী ।
 আপন পতিবে ত্যজে কুলটা রমণী ॥
 পরপুরুষের প্রতি এই আচরণ ।
 সমর্থনযোগ্য নাহি হয় কদাচন ॥
 মদনের বাণে সবে অতীব কাতর ।
 স্বামিপাশে চলি যাও আপনার ঘর ॥
 তোমরা কুলটা সবে ভয় নাহি মনে ।
 রমণের সাধ পবপুরুষের সনে ॥
 নিন্দা অপমান কিছু নাহি কর ডর ।
 স্বামী ছাড়ি আসিয়াছ আমার গোচর ॥
 আমা হ'তে কোন সিদ্ধি কেহ নাহি পাবে ।
 বুখাই এখানে কেন বজনী গোঙাবে ॥
 কালি প্রাতে উঠি আমি যাব ঘরে ঘরে ।
 জানাইব প্রত্যেকেব স্বামীর গোচরে ॥
 তোমাদেব কীর্তিকথা জানুক সকলে ।
 আমারে না কেহ যেন অধার্মিক বলে ॥
 কামেতে পীড়িত সবে জ্ঞানবুদ্ধিহীন ।
 আমি নহি তোমাদের মত উদাসীন ॥
 রটবেক অপবশ শঙ্কা হয় মনে ।
 উচিত না হয় থাকা তোমাদেব সনে ॥
 গৃহলক্ষ্মী কুলবধু গৃহে ফিরি যাও ।
 স্বামীব কাছেতে গিয়া রতিন্দান চাও ॥
 বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ তাদেরে বুঝায় ।
 কিন্তু কোন মতে মন নাহি মানে ভায় ॥
 অভিমানে রাধিকার ক্ষুরিত অধব ।
 কৃষ্ণে লক্ষ্য করি ক্রোধে বলে অতঃপর ॥
 জানি হে লম্পট হরি তোমার যে রীতি ।
 অপরা নারীব সহ করিছ পীরিত ॥

ইহার কারণে মুখে বড় বড় বুলি ।
 কুলের গঞ্জনা দিয়া ভুলাও সকলি ॥
 তোমার কীর্তির কথা বিদিত জগতে ।
 লম্পটের শিরোমণি নাহি তোমা হ'তে ॥
 যতেক গীরিত্তি তব গোপনারীসহ ।
 এখনি ভুলিয়া তুমি অশ্রু নারী চাহ ॥
 সম্ভোগ হয়েছে পূর্ণ সিদ্ধ মনস্কাম ।
 এই হেতু নাহি লও মিলনের নাম ॥
 এইভাবে রাখাসতী হরি নাবাগনে ।
 কটুবাক্য বলি শেষে কাঁদে নিজ মনে ॥
 রাখার চোখেতে বারি দেখিয়া শ্রীহরি ।
 আর নাহি পারে তবে আপনা সম্বরি ॥
 হস্ত ধরি শ্রীরাধারে উঠায় যতনে ।
 ছলনা ত্যজিয়া কৃষ্ণ হাসিল তখনে ॥
 গোপনারী সহ রাখা আনন্দে মগন ।
 শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধরি ভ্রমে বৃন্দাবন ॥

● শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দান ও শ্রীরাধাব অহঙ্কার চূর্ণ ।

এ বন সে বন ঘুরে, কভু বা বিহার করে,
 কভু যায় বিজন কাননে ।
 আনন্দে প্রফুল্ল অতি, নাহি আর কোন ভীতি,
 কৃষ্ণ আছে বাহাদের সনে ॥
 চলিতে চলিতে রঙ্গে, কৃষ্ণ ভগবান্ সঙ্গে,
 হরষিতা রাখিকা যুবতী ।
 এমিকে সেমিকে চায়, কুশাঙ্গুর বিঁধে পায়,
 চলিবার নাহিক শক্তি ॥
 ভূমিতে বসিয়া পড়ে, চরণ চাপিয়া ধরে,
 চোখে আসে অশ্রুর আঘাত ।
 কাতর নয়নে রাখা, বলিল একি এ বাধা,
 প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ হে আমার ॥
 রাখার দুর্গতি দেখি, শ্রীকৃষ্ণ হইল দুখী,
 বলে দেখি কোথায় কণ্টক ।
 শ্রীরাধা বিরদ মুখে, দেখাইয়া দিল দুখে,
 কণ্টকের চিহ্ন অলঙ্কক ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, রক্ত জমে পদতলে,
 চলিবার শক্তি নাহি পাই ।
 কিভাবে যাইব আমি, থাকিব অরণ্যভূমি,
 এ ছাড়া কি করিব গৌসাই ॥
 বুঝিয়া রাখার ছলে, কৃষ্ণ অতি কুতূহলে,
 বলিলেন ভয় নাহি কর ।
 আমি আছি হেথা যদি, সেবি তোমা নিরবধি,
 তোমাতে লইব স্কন্ধ'পর ॥
 এতেক বলিয়া হরি, রাখার চরণ ধরি,
 কাঁধের উপর তারে লয় ।
 উঠিল স্কন্ধেতে যবে, রাখার সখীরা সবে,
 উচ্চৈঃস্বরে হাসি তবে কয় ॥
 যেভাবে ছলনা করি, ভুলাইলে তুমি হরি,
 সমুচিত শাস্তি পেলে তার ।
 রাখা হাসে খলখল, আনন্দে হয় উছল,
 কৃষ্ণ কিছু নাহি বলে আর ॥
 রাখারে লইয়া কাঁধে, চলিয়াছে মনসাথে,
 ক্রমে ক্রমে পশে বনবনে ।
 সখীগণ ছিল যারা, পিছনে পড়িল তারা,
 চলিতে না পারে কৃষ্ণ মনে ॥
 পশিয়া বিজন বনে, কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে,
 দর্প আজি ভ্রাস্বি রাখার ।
 অকস্মাৎ তে কারণে, ত্যজিয়া রাখারে বনে,
 লুকাইল বনের মাঝার ॥
 চমকিয়া রাখাসতী, চীৎকার করিল অতি,
 নাহি পায় কৃষ্ণে দেখিবারে ।
 সখীরা ছুটিয়া আসে, কাঁপিল বিষম জ্বাশে,
 বনভূমি ভরিল চীৎকারে ॥
 অশেষে বিলাপ করি, কহে রাখা স্তম্ভবী,
 কি পাপ করিহু তব ঠাই ।
 কেন এ বিজন বনে, তুমি নাই মোর মনে,
 কেন বল ত্যজিলে গৌসাই ॥
 নিদারুণ তুমি অতি, নাহি দয়া মম প্রীতি,
 কি বিচারে হ'লে অদর্শন ।

কাঁধেতে ভুলিয়া মোরে, আনি এই বনাস্তরে,
 পলাইলে কোথা প্রাণধন ॥
 না হেরি তোমার মুখ, দুঃখেতে ফাটিছে বুক,
 ভব ভাবে কাঁদি প্রাণে শ্বাস ॥
 ভব ভাব বুঝি ছলে, কাঁধেতে উঠেছি ব'লে,
 কিভাবে কখন হ'লে বাস ॥
 অবলার দম্য দোষ, ত্যজহ মনের বোম,
 দয়া কবি দেখা দাও হরি ।
 তোমাব বিহনে আজ, গুণাইব সব লাজ,
 তোমারে না পেলে আমি মবি ॥
 আসিত অবলা অতি, কী কারণে এ দুর্গতি,
 তোমাব অভাবে প্রাণ যায় ।
 সঙ্গীগণ চীৎকাব, কবিতোছে বাববার,
 কোথা ভুগি ওগো শ্যামরায় ॥
 কোথাভুগি দেখ এসে, যোবা সবে মরি ত্রাসে,
 মরিল বুঝি গো বিনোদিনী ।
 তোমার অভাবে হরি, মবিল পরেব নাবী,
 শ্বাস নাহি বেলে অভাগিনী ॥
 নাবীহত্যা পাপ হবে, নাহি যদি আস এবে,
 মরিল মবিল সখী বাই ।
 এখনো সময় আছে, তোমাবে পাইলে কাছে,
 রাধাসখী বাঁচে গো পৌঁসাই ॥
 শুনি এ রোদন ধ্বনি, ত্রস্তে আসে গুণমণি,
 রাখিকা বদন ভুলি চাহে ।
 অভিমানে শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণেব প্রাণাধিকা,
 কৃষ্ণ প্রতি কথা নাহি কহে ॥
 রাধার বদন ধরি, চুস্বন করেন হবি,
 মধু বাক্যে দিলেন আশ্বাস ।
 তবে ত উঠিয়া বসে, মন পূর্ণ রঙ্গরসে,
 খসাইয়া দেয় অঙ্গবাস ॥
 রঙ্গরঙ্গে শেখরববী, পোহায় গোপের নাবী,
 কৃষ্ণ সহ করিয়া বরণ ।
 নিশা যবে অবশেষ, গুছাইয়া বাস বেশ,
 গৃহ প্রতি করিল গমন ॥

● শ্রীকৃষ্ণসহ বামিকাব নৌকা বিলাস ।
 এতেক বলিয়া পুনঃ দেব নাবাষণ ।
 বলিলেন মুনবরে করহ শ্রবণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা অসীম অপার ।
 যতই কীর্তন কর শেষ নাহি তার ॥
 একদিন কৃষ্ণ মনে ভাবিয়া যুক্তি ।
 নাবিককপেতে যান যমুনা সংহতি ॥
 তরুণী লইয়া তীরে হরি নারায়ণ ।
 পার করে কত জনে আত্মদানিত মন ॥
 এপাব ওপার যায় কত নরনারী ।
 তাহাদের সংখ্যা আমি গণিতে না পারি ॥
 হেনকালে রাধাসতী ল'য়ে গোপীগণে ।
 দধির পশনা শিরে আসিল সেখানে ॥
 যমুনার তীরে যেন হ'ল চন্দ্রোদয় ।
 গোপী দেখি কৃষ্ণধন হাতে বৈঠা লয় ॥
 নাবিককপেতে কৃষ্ণে করি নিরীক্ষণ ।
 গোপীগণ ব্যঙ্গবাণ করে বরিষণ ॥
 বিজ্রপেব হাসি হাসি বলে গোপনারী ।
 বাথালী ছাড়িয়া কবে হ'লে বৈঠাধারী ॥
 নাচেতে চবে না বুঝি গোপকুলনারী ।
 তাই হেথা আসিয়াছ পারের কাণ্ডারী ॥
 ঘাটালি কবিয়া বল কিবা লাভ হয় ।
 কি উদ্দেশ্যে এই ভাবে নব-পবিচয় ॥
 বহুকাল পারাপার হই ত যমুনা ।
 তোমারে কাণ্ডাবীরূপে কভু ত দেখি না ॥
 তোমারে দেখিয়া নানা ভয় জাগে মনে ।
 তরুণীতে উঠি মোরা বলহ কেমনে ॥
 সখীদের কথা শুনি কহে কৃষ্ণধন ।
 বিলম্ব না করি সখী কর আরোহণ ॥
 হৃন্দর হৃদস্থ নৌকা হৃদৃঢ় গঠন ।
 তরী আরোহণে নাই ভয়ের কারণ ॥
 নিশ্চিন্ত নির্বিক্রে এসে উঠ তরুণীতে ।
 পার কবি দিব আমি অতীব হরিতে ॥

চোখের পলকে সবে নদী হবে পার ।
 আপনি ধবিব আমি তরঙ্গী কাণ্ডার ॥
 ভয় নাহি পাও কেহ আমারে দেখিয়া ।
 অবজ্ঞা না কর কেহ আনাড়ী বলিয়া ॥
 পারের কড়ি ত আমি কভু নাহি চাই ।
 বড় ভাগ্য মানি যদি পাড়ি দিতে পাই ॥
 ছরা করি আসি বৈস দেৱী নাহি সয ।
 ওপারেতে নিব নৌকা এখনি নিশ্চয় ॥
 শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাধিকা স্মৃতি ।
 বিদ্রূপ করিয়া বলে সখীদের প্রতি ॥
 আনাড়ী কাণ্ডারী তায় দাঁড়ি মাঝি নাই ।
 একাকী করিবে পার ভ্রজের গৌসাই ॥
 মন্ত্ৰগুণে হব পার নাহি লাগে কড়ি ।
 চল সব সখীগণ উঠ তাড়াতাড়ি ॥
 কুল আর কুল যদি ছাড় একবার ।
 নাহি আর অম্ম পথ পুনঃ কিরিবার ॥
 কৃষ্ণপ্রতি লক্ষ্য কবি রাধিকা তখন ।
 বলিলেন কর পার করিয়া যতন ॥
 সাবধানে চালাইবে ভাঙ্গা তব তরী ।
 নতুবা ডুবিবে জলে যত গোপনারী ॥
 এত বলি রাধা সতী ল'য়ে সখীদল ।
 আনন্দেতে উঠে তরী করি কোলাহল ॥
 কৃষ্ণেরে বিদ্রূপ করি তারা সবে বলে ।
 দিও নাকো কালি মাঝি আমাদের কূলে ॥
 কৃষ্ণ বলে বৃথা কেন ভয় কর মনে ।
 চালাইব নৌকা আমি অতি সাবধানে ॥
 গোপনারীগণ সবে আমি ভাল চিনি ।
 তোমা সবাকারে আমি আত্মজন গণি ॥
 ভাল হ'য়ে বসো সবে ছাড়িসু তরঙ্গী ।
 এদিক ওদিক কভু না হেল রমণী ॥
 ছাড়িল তরঙ্গী কৃষ্ণ প্রফুল্ল অন্তর ।
 গোপনারীগণ করে হাস্য নিরন্তর ॥
 হেলিতে ছলিতে নৌকা মধ্য নদী বায় ।
 সহসা বহিল বায়ু কৃষ্ণের মায়ায় ॥

নদীর বুকেতে উঠে তরঙ্গ বিস্তার ।
 গোপনারীগণ মধ্যে পড়ে হাচকার ॥
 ছলিছে বেগেতে নৌকা আখালপাখাল ।
 নারীরা চীৎকারি বলে সামাল সামাল ॥
 ছিঁড়িল নাযের পাল হালে নাই কেউ ।
 ভিজাইয়া দিল সবে উঠে পড়ে ঢেউ ॥
 কাণ্ডার ধরিয়া কৃষ্ণ বলে নাহি ভয় ।
 এই ত সামান্য বড় তরিব নিশ্চয় ॥
 বলিতে বলিতে নৌকা ডুবে যেন পড়ে ।
 ভয়ে সবে জড়াইয়া ধরে পরস্পারে ॥
 একে অম্ম গায় পড়ে চলিয়া চলিয়া ।
 রাধিকা পড়িল চলি কৃষ্ণকাছে গিয়া ॥
 কাতরে বলিল সবে বাঁচও জীবন ।
 তোমারে সঁপিছু প্রাণ ওহে কৃষ্ণধন ॥
 এত শুনি কৃষ্ণ তবে হস্য আনন্দিত ।
 নিমেষেতে ঝড়বৃষ্টি হয় প্রশমিত ॥
 সহসা উঠিল রোদ্রে নৌকা হ'ল স্থির ।
 নিরাপদে পৌছাইল সবে অম্ম তীর ॥
 বৈবর্তপুরাণ কথা অতীব মধুর ।
 যেই জন শুনে তাব পাপ হয় দূর ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্মৃতা হ'তে স্মৃতা ।
 শুনিলে ঘুচিয়া যায় ভয়-ভয়-ক্ষুধা ॥
 তাপদম্ব নরনারী পরিভূগু হয় ।
 অন্যাসে দূর হয় শমনের ভয় ॥
 যেই জন মন দিয়া কৃষ্ণকথা শুনে ।
 এ সংসারে তাহারে কি করিবে শমনে ॥
 পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন ।
 শূন্যেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন ॥
 কেবা ভূমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময় ।
 অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি হিতকর ।
 অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥

শ্রীকৃষ্ণসংখ্যে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একত্রিংশ অধ্যায়

ত্রিবাধাব পুষ্পচয়নজ্বলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমন ।

আপন ভবনে, বাধা সখীমনে,
বসি কত খেলা করে ।
এহেন সময়ে, শ্যাম রসময়ে,
বুঝি তার মনে পড়ে ॥
মিলি চাবিজন, ভুলায়ে বচনে,
কুহুম তোলাব ছলে ।
সখী সঙ্গে ক'বে, যমুনার তীরে,
কুহুম তুলিতে চলে ॥
শ্যামের প্রসঙ্গে, হৃথকে রঙ্গে ভঙ্গে,
হাসিতে চলিতে ভাষ ।
বৃন্দাবন বনে, আনন্দিত মনে,
হরি অহেষ্যেণে বায় ॥
স্বমধুর স্বরে, হরিনাম করে,
কুহুম তুলিছে তারা ।
শ্যামের কারণে, ঘোবে বনে বনে,
আকুল পাগল পারা ॥
শুনিয়া নাগব, রমণীস্বর,
মধুর মধুর ধ্বনি ।
ছুটিতে ছুটিতে, আইল হুরিতে,
কৃষ্ণ সে নীলমণি ॥
দূরেতে থাকিয়া, কহিছে ডাকিয়া,
কুহুম তুলিছে কারা ।
গোপনে আসিয়া, কুহুম হরিয়া,
কানন করিল সারা ॥
অস্ত্র প্রভাত, হইল অকস্মাৎ,
তাতে মিলাইল ভোরে ।
যত হুঃখ ছিল, সকলি হুটিল,
বিধি দিন দিল মোরে ॥
ব্যঙ্গ করি কহে রাধা কি নাম তোমার ।
মনেতে তোমাব হেরি বড় অহংকার ॥

অনুমানে ভাবি তব চৌধুরীতি হবে ।
তা না হৈলে সাধুজনে চোর কেন কবে ॥
শ্যাম বলে মম নাম জন-বিমোহন ।
আমার রক্ষিত এই রস-বৃন্দাবন ॥
এত শুনি বলে রাধা জানিনু এক্ষণে ।
পড়েছিলে তুমি বাঁধা নরীর কারণে ॥
কৃষ্ণ কহে তাহে মম লজ্জা কিছু নাই ।
নরীর কারণে আমি বাঁধা কত ঠাই ॥
যে মোরে বাঁধিতে পারে তারি হই বাঁধা ।
সম্প্রতি বাৎসল্য-প্রেমে বেঁধেছে যশোদা ॥
রাধা বলে সে কথায় কার্য নাহি আর ।
হউক হেন বৃন্দাবন রক্ষিত তোমার ॥
বনমাঝে পালে পালে চরায়ে গোদন ।
তাহে তব বৃন্দাবন না হয় ভঙ্গন ॥
পূজা তরে পুষ্প কেহ চয়ন কবিলে ।
মিথ্যা করি বল তুমি কানন ভাঙ্গিলে ॥
কৃষ্ণ কহে গাভীগণ মোবে কবে ভয় ।
ভাঙ্গিতে আমার বন সাধ্য নাহি হয় ॥
বিশেষতঃ বঙ্গা করি সদা এই বন ।
বনে থাকি বনমালী নাম সে কাবণ ॥
রাই বলে বনে যদি থাক অনুক্ষণ ।
যমুনা তীরে বহে সে বা কোন জন ॥
ঘাটে ঘাটে দান সেধে কেবল বেড়াই ।
গোপী নবনী কেবা চুবি ক'বে খায় ॥
প্রধান গোপীর মুখে এ কথা শুনিয়া ।
রঙ্গ করি শ্যামবায কহেন হাসিয়া ॥
শুন শুন ওগো রাই কহি যে তোমারে ।
চোর বল মিছামিছি দায়ী কব মোরে ॥
ভেবে দেখ যদি রাধে আপনার মনে ।
তব সম চোর কভু না হেরি নয়নে ॥
জলে স্থলে বনে যেথা আছে যত জন ।
সকলেব শোভা তুমি করেছ হরণ ॥
দেখ রাধে স্বর্ণ-বর্ণ হরণ করিয়ে ।
অনায়াসে নিজ অঙ্গে বেখেছ লুকায়ে ॥

চন্দ্রের কিরণ চুপে চুপে চুরি ক'রে ।
 প্রকাশি রেখেছ নিজ চন্দ্রাননোপরে ॥
 কামের কুসুম-ধনু হরিষা নিভুতে ।
 রাখিয়াছ ভুরুমাঝে আমারে ডুলাতে ॥
 কুরঙ্গীর চক্ষু ভুমি করিয়া হরণ ।
 আপন আখির মাঝে করেছ স্থাপন ॥
 সদা থাকে পক বিশ্ব বনের ভিতরে ।
 তার শোভা রাখিয়াছ ভুমি ওষ্ঠাধরে ॥
 হরিষা মুকুতা শোভা অতি সযতনে ।
 সে শোভা রেখেছ ভুমি আপন দশনে ॥
 গৃধিনীর কর্ণ শোভা দেখিয়া অতুল ।
 চুরি ক'রে বাড়ায়েছ নিজ কর্ণমূল ॥
 কোকিলের কণ্ঠস্বর ভুমি চুরি ক'রে ।
 রেখেছ মিশায়ে ভুমি নিজ কণ্ঠস্বরে ॥
 অনায়াসে হ'রে কাম-কামিনীর শোভা ।
 আপনার ত্রিবলী করেছ মনোলোভা ॥
 হরণ করিয়া ভুমি মাতঙ্গের গতি ।
 নিজের গমনে ভুমি রেখেছ ত্রীমতি ॥
 শূলজ জলজ শোভা করিয়া হরণ ।
 কর পদে ওহে রাধে করেছ ধারণ ॥
 নিজে ভুমি হ'য়ে চোর শুন ওগো রাই ।
 অপরেবে চোর ভুমি ভাব সর্বদাই ॥
 শুনে আধ আধ ভাষে বলে চন্দ্রাননী ।
 আমা হৈতে তবু ভুমি চোর-চুড়ামণি ॥
 বাহিরেতে জানি চুরি অনেকেই করে ।
 ভুমি চুরি কর চুপে প্রাণের ভিতরে ॥
 চেতনায চিত্ত চুরি কেমন সন্ধান ।
 কে বটে বিচার কর চোরের প্রধান ॥

● জটিলার নিকট কুটিলার কর্তৃক-শ্রীমতীর পবিত্রাধ
 কখন ও ত্রিবাণিকাকে অঘেষণ ।

নারায়ণ কহে শুন বিধির নন্দন ।
 অতঃপর কি ঘটিল করিব কীর্তন ॥

পুষ্পবনে রাধাকৃষ্ণে হয় আলাপন ।
 এখানেতে কুটিলার শুন বিবরণ ॥
 নাহি দেখি শ্রীরাধারে আপন ভবনে ।
 কুটিলার কোন্দল করে জটিলার সনে ॥
 বলে গো না দেখ তব বধুর ব্যাভার ।
 সেই যে গিয়াছে কই দেখা নাহি তার ॥
 না দেখি না শুনি কভু এত বড় দায় ।
 বেড়ায় ঘরের বউ পাড়ায় পাড়ায় ॥
 একে তাকে লোকে বলে কলঙ্কিনী রাই ।
 জেনে শুনে মনে তবু কিছু ভয় নাই ॥
 তোমারে কহিয়া গেল পুষ্প ভুলে আনি ।
 পুষ্প তোলা যত তার আমি সব জানি ॥
 ঘরেব বাহির হৈল ছল ক'রে ফুল ।
 ফুল নহে মজাতে বসেছে জাতি কুল ॥
 কালে ছোঁড়া রাধারে কি দিয়াছে মন্ত্রণা ।
 এ ঘর করিতে তার নাই গো বাসনা ॥
 সর্বনাশী বৃন্দে দাসী তাহার সহায় ।
 কলঙ্কিনী হ'ল নারী ঘরে রাখা দায় ॥
 কুটিলার কথা শুনি জটিলার চঞ্চল ।
 রাগেতে হইল যেন জ্বলন্ত অনল ॥
 কহিল জটিলার শোন আমার বচন ।
 রাধাবে খুঁজিয়া ভুমি আন এইক্ষণ ॥
 কালার নিকটে যদি দেখা পাও তার ।
 ধরি কেশ নিষা আস নিকটে আমার ॥
 এতেক কুটিলার যদি মাতৃ-আজ্ঞা পায় ।
 ভরা করি রাধিকার সন্ধানেনেতে যায় ॥
 অতিশয় কোপভরে, দুই চক্ষু রাঙ্গা ক'বে,
 খোঁজ করে কুটিলার রাধায় ।
 পথে পথে খোঁজ করি, গেল পড়সীর বাড়ী,
 তারপর গেল যমুনায় ॥
 খোঁজ করে নদীতটে, আর দেখে বংশীবটে,
 শ্রীরাধারে না পায় দেখিতে ।
 রাগিণী বাধিনী প্রায়, কুপিত হইয়া কায,
 খুঁজে ভ্রমে কদম্ব তলাতে ॥



ତାଳ ସତୀ ବୃକ୍ଷପ୍ରାୟା ମୃତ୍ୟୁବଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ।
ଆନନ୍ଦନା ହସ ମୃଦୁନି ମୃଦୁଳାଂବି ବନିନୀ ॥

রাধা কৃষ্ণ দুই জনে, না দেখিযা ততক্ষণে,
বৃন্দাবন করিল ভ্রমণ ।
দেখে রাধা সখীসঙ্গে, কোঁতুকেতে মজে রঙ্গে,
শ্রাম সঙ্গে করিছে বচন ॥
ক্রোধে জ্বলে যার নামে, রাইসঙ্গে সেই শ্রামে,
দেখে হয় কুটীলা চঞ্চলা ।
বলে থিক্ ওলো রাই, কিছুমাত্র লজ্জা নাই,
এই বুঝি তোব পুষ্প তোলা ॥
কবি ছল সব সনে, আসিয়া বিজন বনে,
বধু সনে কবিছ বিহার ।
ভুলিতে আসিয়া ফুল, মজাইলে নিজ কুল,
বিনষ্ট কবিলা ধর্ম্মাচার ॥
দূর দূর বে পাশিনি, কুলান্তক কলঙ্কিনী,
প্রাণ ত্যজ গলে কাঁস দিয়া ।
তেযোগিয়া নিজ পতি, যেবা কবে উপপতি,
কিবা হুথ তাহার বাঁচিয়া ॥
লোকমুখে শুনি বাহা, স্বচক্ষে দেখিনু তাহা,
সাধ্বী সতী ভুইবে যেমন ।
আজিভুলভেঙ্গে গেছে, বলি তোরপতি কাছে,
নাক কান করাব ছেদন ॥
সখীগণ সঙ্গে রয়, তবু নাহি লজ্জা হয়,
চল আগে বাই নিকেতনে ।
এত বলি সে কুটিলে, তিরস্কাব করি চলে,
শুনি বাই বহে ভীত মনে ॥

● নিম্নের দোষ ঢাকিবার অল্প ক্রীমতীর কৌশল ।

নারদ বলেন প্রভু ওহে ভগবন্ ।
তাবপব কি হইল করহ বর্ণন ॥
নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ ।
তারপর যা হইল শুন তপোধন ॥
রাধা বলে ননদিনি সংবহ ক্রোধ ।
কেন মিছা কর্তৃ কহ করি অনুরোধ ॥
কি দেখিলে কি শুনিলে কি ভাবিলে মনে ।
কলঙ্কিনী কহ মোরে কিসেব কারণে ॥

সূর্য-পূজা হেতু পুষ্প করিতে চ্যন ।
সখীসঙ্গে নানা রঙ্গে করিছি ভ্রমণ ॥
মনোমত পুষ্প নাহি পাই কোন স্থলে ।
খুঁজিতে খুঁজিতে আসি বৃন্দাবনে চলে ॥
মনোরম নানা ফুল দেখে বৃন্দাবনে ।
ভুলিতে লাগিনু মোরা পূজার কারণে ॥
ইতিমধ্যে ওই কালা হ'য়ে উপনীত ।
বলে এই বৃন্দাবন আমাব রক্ষিত ॥
কাহার কথায় তোরা এখানে আইলি ।
আমারে না ব'লে কেন কুতুম্ব তুলিলি ॥
এত বলি এই কালা ক্রোধে অতিশয় ।
আমাদের তোলা ফুল সব কাড়ি লয় ॥
তারি লাগি ছুটে সব আসি এই ঠাই ।
ইহা ভিন্ন অন্য কথা মনে জানি নাই ॥
এই অপবোধে কেন অপরাধ গাও ।
কালাকলঙ্কিনী নাম কেন গো বটাও ॥
ভাগ্য দোষে নিন্দার এ বোঝা আমি বই ।
জানেন গোবিন্দ মন্দ আমি যত হই ॥
শ্রীমতী এরূপে কহে বাক্যের কৌশলে ।
কুবুদ্ধি কুটীলা কোপে আবো উঠে জ্বলে ॥
বলে আমি জানি ওগো চরিত্র তোমার ।
ফুলটা নাবীর সাথে বাক্যে আঁটা ভার ॥
যত ভুমি গুণবতি সাধ্বী পতিভ্রতা ।
স্বচক্ষে দেখেছি সব কে শুনে ও কথা ॥
হরি হবি লাজে মরি কারে কব আর ।
ভ্রষ্টামি নষ্টামি রীতি আছে যে তোমার ॥
আমাব কথায় তোব কি হইতে পাবে ।
সব কথা আগে গিয়া বলিব দাদারে ॥
তোদের এ লীলা যদি দেখাইতে পারি ।
বুঝিবে কেমন আমি ননদী তোমারি ॥
একণ্ঠেতে গৃহপানে চল যাই স্বরা ।
ঘুচাইব আজি তোর উপপতি করা ॥
এত বলি রাধিকাবে সবলে ধরিল ।
অবিলম্বে গৃহপানে ধাইয়া চলিল ॥

● আনানের নিকট কুটীলা কর্তৃক বাদ্য
অপবাদ কণন ।

নারায়ণ বলে শুন বিধির নন্দন ।
তার পর কি হইল অদ্ভুত কথন ॥
হেন মতে কুটীলা সে নিবাসে আসিয়া ।
জুটিলার কাছে কথ হাত নাড়া দিয়া ॥
বলি গো জননি শুন করি নিবেদন ।
গুণের বধুর তব চরিত্র যেমন ॥
মিথ্যা কথা বলি রাখা ছলে ভুলাইয়া ।
রঙ্গিতে রঙ্গিনী ছিল কালারে লইয়া ॥
দেখি সব নিজ চোখে শুনি নিজ কানে ।
ঘরের কোণের বধু এত রঙ্গ জানে ॥
কালাকলঙ্কিনী রাই মোরে না ভরায় ।
ঢাকা দিতে চাহে তবু কপট কথা ॥
শুনিয়া জুটীলা বলে অতি ক্রোধ ভরে ।
এত গুণ ছিল ওগো তোমার উদরে ॥
হ'বে কেন না মরিলি ওগো দুর্ভাগ্য নারী ।
মোর পুত্রবধু হ'বে হ'লি ব্যভিচারী ॥
আত্মক আযান ঘরে বলি সব কথা ।
ঢালিব আজিকে ঘোল মুড়াইয়া মাথা ॥
এত বলি মায়ে বিয়ে তিরস্কার করে ।
অতি দুঃখে শ্রীমতীর চক্ষে নীর বারে ॥
আপন গৃহের মাঝে প্রবেশ করিয়া ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কোথা হে অনাথ-বন্ধু রহিলে কোথায় ।
শাশুড়ী ননদী বাক্যে অঙ্গ জ্বলে যায় ॥
কৃপা করি হে মুরারি মোরে কর পার ।
এ হেন তাড়না সহ নাহি হয় আর ॥
কাল ভালবাসি ব'লে ওহে কালসোনা ।
গোঁকুলে আমায় ভাল কেহ যে বাসে না ॥
তোমা বিনা অধীনার অম্ব নাহি গতি ।
আমারে দুঃখিনী ভেবে ঠেল না শ্রীপতি ॥
জাতি কুল ধন মান দিয়ে জলাঞ্জলি ।
তোমাতে পাইব বলি ভাজেছি সকলি ॥

পতি উপপতি তুমি হে বংশীবদন ।
মনে রেখো হে মাথব এই আকিঞ্চন ॥
এমো হে হৃদয়-কুঞ্জে নিকুঞ্জবিহারী ।
রাধা রাধা ব'লে শ্রাম রাজাও বাঁশরী ॥
একপে রহিল রাখা হ'বে ত্রিযমাণ ।
হেনকালে নিজগৃহে আইল আযান ॥
আযানে দেখিয়া তবে আযান-ভগিনী ।
বলে দাদা শুন তব বধুর কাহিনী ॥
দেশ ছুড়ে উচ্চমান ছিল যে তোমার ।
সে গর্ব হইল খর্ব গুণে শ্রীরাধার ॥
কেন হেন দুর্ভাগ্য নারী বিভা করেছিলে ।
পবিত্র বংশেতে কেন কলঙ্ক মাখিলে ॥
শুনিয়া আযান বড় হয় চমৎকার ।
বলে শুনি কিবা দোষ দেখেছ রাখার ॥
কুটীলা কহিল তবে শুন দাদা ভাই ।
নিত্য আনন্দেতে গগ্ন হযেছেন রাই ॥
কুল তোলা ছলে রাই গৃহছাড়া হ'বে ।
জাতি কুল দিয়া আসে নন্দের তনয়ে ॥
তুমি সংসারের কর্তা করহ শাসন ।
নহে রাই পুনঃ ভাই করিবে এমন ॥
আমার বচনে দাদা ত্যাগ কর তাবে ।
করহ বিবাহ তুমি অপর কথারে ॥
কুটীলার মুখে শুনি কুৎসিত বচন ।
রাগেতে আযান তারে কহিল তখন ॥
সাম্বদী সতী পত্তিলতা আমার কামিনী ।
মিছে অপবাদ তার না কর ভগিনী ॥
নিত্য নিত্য নিন্দা তুমি করহ রাখার ।
আমি কিন্তু চক্ষে দোষ না দেখি তাহার ॥
কাণে শুনে কথা আমি কিছু নাহি ধবি ।
যতপি দেখিতে পাই তবে গ্রাহ করি ॥
শুনিয়া কুটীলা কহে এ নহে অশ্রুতা ।
দোহাই তোমার যদি কহি মিথ্যা কথা ॥
মিথ্যা কথা কহি আমি যদি লই মানি ।
ছেলে বুড়া কেন তবে কহে কলঙ্কিনী ॥

কেমন রমণী রাধা নাহি জান মনে ।
সন্দ নাই তোমারে সে ভূলায়েছে গুণে ॥
অন্তঃপর সাবধান থাক অনুক্ষণ ।
হাতে হাতে ধরি আমি দেখাব তখন ॥
এত বলি কুটীলা সে শান্ত হ'য়ে রয় ।
আধানের মনে তবু না জাগে সংশয় ॥

● শ্রীমতী রাধার বৃন্দাব সহিত মন্ত্রণা ও
কৃষ্ণদর্শনে যাত্রা ।

নারদেরে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ ।
অন্তঃপব কি হইল কবির বর্ণন ॥
কুটীলার ভয়ে রাধা রহে ভীত মনে ।
দিন কন্ত নাহি যান কৃষ্ণ-দর্শনে ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মন প্রাণ মজিয়াছে যার ।
কৃষ্ণ ছাড়া হ'য়ে প্রাণ বাঁচে কি তাহার ॥
একদিন বিরলেতে ডাকিয়া বৃন্দারে ।
বলিল অনেক কথা অতি সকাতরে ॥
বিবাদী ননদী মোর হয়েছ প্রহরী ।
কেমনে পাইব হরি বল সহচরী ॥
না দেখি সে কালরূপ একি জ্বালা আর ।
আমার এ দেহ যেন নহে গো আমার ॥
যে দিকেতে প্রাণ-সই ফিরাই নয়ন ।
সব কিছু মাঝে দেখি শ্রামের বদন ॥
কিন্তু কুটীলার ভবে বাহিরে না যাই ।
কৃষ্ণ-অদর্শনে প্রাণ দহিছে সদাই ॥
শ্রীমতীর কথা শুনি বৃন্দা হাসি কয় ।
যা ইচ্ছা তা কর আমি ও কথায় নয় ॥
কিন্তু এক কথা আমি রাই তোমা বলি ।
জান তো নিঠুব বড় কালা বনমালী ॥
বিলম্ব না সহে যদি পরাণে তোমাব ।
কেন মিছে শ্রাম-সঙ্গ চাহ পুনর্ব্বার ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে স্থখসিদ্ধি পার হবে তুমি ।
লাভে হ'তে কুটীলাব গালি খাব আমি ॥

রাই বলে বৃন্দে কেন ছল কর আর ।
ভেবে যদি দেখে সেই তুমি মূলাধার ॥
যমুনায ল'য়ে গেলে আনিবারে জল ।
দেখায়ে চিকণকালা করিলে চঞ্চল ॥
আগেতে প্রেমের ফাঁসি পরায়ে গলায় ।
এক্ষণে ওসব কথা শোভা নাহি পায় ॥
তাজহ রঙ্গের কথা বৃন্দে সহচরি ।
শ্রাম-কাছে ল'য়ে চল দাসী হব তারি ॥
যা হবার তাই হবে গাল খাই খাব ।
যায যাবে কুল তবু কালাপাশে যাব ॥
সে কালো অঞ্জন ঘেবা পরেছে নয়নে ।
কি ভয় তাহার সেই কুল লাজ মানে ॥
যে দিন শ্রামের সনে হ'য়েছে মিলন ।
কুলভয় তাব পদে করেছি অর্পণ ॥
কৃষ্ণ মম দেহ সখি কৃষ্ণ মম প্রাণ ।
কৃষ্ণ মম কুল শীল কৃষ্ণ মম মান ॥
কৃষ্ণ মম পতি সেই কৃষ্ণ মম গতি ।
স্বপক্ষ বিপক্ষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মম মতি ॥
বৃন্দা রাধিকায় হয় হেন আলাপন ।
এদিকেতে শ্রীকৃষ্ণেব মন উচাটন ॥
একদিন শ্রীরাধারে চক্ষে নাহি হেরি ।
ব্যাকুলিত অতিশয় মুকুন্দ যুবরী ॥
শ্রীহীন হ'য়েছে অঙ্গ ঔদাস্য অন্তরে ।
চিন্তামণি চিন্তাকুল চিন্তাময়ী তরে ॥
সতী বিনা শিব যেন বিবহে পাগল ।
রতি বিনা রতি-পতি যেমন চঞ্চল ॥
চক্রবাকী বিনা যেন চক্রবাক দুঃখী ।
শাবী বিনা শুক যেন অন্তরে অজ্ঞী ॥
চকোরী বিহীন যেন দুঃখিত চকোর ।
কোকিলা বিহীন যেন কোকিল কাতর ॥
দেবরাজ দুঃখী যেন শচী-অদর্শনে ।
সেইরূপ রাধানাথ শ্রীরাধা বিহনে ॥
শযনে ভ্রমণে স্থখ কদাচ না হয় ।
থেকে থেকে রাই-রূপ অন্তবেতে বয় ॥

প্রিয়া বিনা পীতাম্বর অধৈর্য্য হইল ।
 সঙ্কত কারণ বংশীধ্বনি আরম্ভিল ॥
 বংশী-স্বরে বলে শ্রাম দেখা দেহ রাই ।
 নহে প্রাণ অবসান পরিত্রাণ নাই ॥
 বংশীর করুণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ।
 চঞ্চল হইলা রাই কৃষ্ণের লাগিয়া ॥
 ডাকিয়া বৃন্দারে বলে শুন প্রাণ-সই ।
 রাধে-রাধে বলি বাঁশী বাজিতেছে ওই ॥
 এ ছার গৃহেতে আর থাকিতে না পারি ।
 চল চল দরশন করি গো মূবারি ॥
 বৃন্দা বলে কেন এত হও উচাটন ।
 মনোহর সজ্জা তুমি করহ ধারণ ॥
 নিশীথে হইবে সবে নিদ্রায় মগন ।
 তখন আমরা সেথা করিব গমন ॥
 বৃন্দার বাক্যেতে রাধা প্রবোধ মানিল ।
 মনোহর সাজসজ্জা অঙ্গেতে পরিল ॥
 নানা মতে স্তমজ্জা করিয়া কমলিনী ।
 কৃষ্ণ-দরশনে চলে কৃষ্ণ-বিলাসিনী ॥
 নানা জাতি স্তম্ভালতী গাঁথি মালা করে ।
 চলিলেন কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীকৃষ্ণের তরে ॥
 অগুরু চন্দন চুয়া কুঙ্গুর কস্তুরী ।
 মাথাইতে মাথবেরে লয় যত্ন করি ॥
 ক্ষীর সর নবনী মিষ্টান্ন জলপান ।
 কপূর ও মিস্তোদক আর মিঠা পান ॥
 সখার জন্তেতে রাই সঙ্গে ক'রে লয় ।
 চলে রাধা কোঁড়ুহলে ধৈর্য্য নাহি সয় ॥
 দ্বিতীয় প্রহর নিশি নিদ্রিত সকলে ।
 এমতি সময়ে রাই কুঞ্জবনে চলে ॥
 পথ দেখাইয়া বৃন্দা অগ্রে অগ্রে যায় ।
 রাধা চলে আর পিছে ফিরিয়া তাকায় ॥
 নিবিড় তিমির নিশি পথ চেনা দায় ।
 কতশত কুশাস্তুর বিদ্ধ হয় পাষ ॥
 অমল কমল পদ রক্তে যায় ভেসে ।
 ছালায় চঞ্চল তবু কথা কন হেসে ॥

ডাকিয়া বৃন্দারে বলে কুরঙ্গনয়নী ।
 চলিতে যে নারি আর কি হবে সজ্জনি ॥
 কতক্ষণে আঁখির অঞ্জন নিরখিব ।
 কতক্ষণে শ্রাম-অঙ্গে অঙ্গ মিলাইব ॥
 কতক্ষণে বনমালা সাজাব অঙ্গেতে ।
 কতক্ষণে বসিব গো শ্রামের সঙ্গেতে ॥
 বৃন্দা বলে ধীরে ধীরে চল ওগো রাই ।
 ওই স্থখ-বৃন্দাবন আর দুঃখ নাই ॥
 এখনি পাইবে শ্রামে ধৈর্য্য ধর মনে ।
 দুঃখ বিনা স্থখলাভ না হয় জীবনে ॥
 এত বলি বৃন্দা দূতী রাধা সঙ্গে ক'রে ।
 উপনীত হন আসি কৃষ্ণের গোচরে ॥

● বাধাকৃষ্ণের মিলন ।

হেন রূপে বৃন্দাবনে, নিশিযোগে সঙ্গোপনে,
 রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন ।
 ক্রমে যত আহীরিণী, কৃষ্ণ প্রেমবিলাসিনী,
 সব ধনী মিলিল তখন ॥
 হ'য়ে অতি কুতূহল, মিলিল গোপীর দল,
 কৃষ্ণভাবে সরল অন্তরে ।
 কেহ বা কুহুম ল'য়ে, গাঁথে মালা ময় হ'য়ে,
 কেহ বা বাসর সজ্জা করে ॥
 ফুলময় আভরণ, করি কোন গোপীজন,
 কৃষ্ণ অঙ্গে দিল পরাইয়া ।
 হুখে সব গোপবালা, প্রকাশে নূতন লীলা,
 কৃষ্ণ-প্রেমে প্রাণ সমর্পিয়া ॥
 কোঁতুকেতে গোপীগণে, ফুলময় সিংহাসনে,
 রাধিকা ও কৃষ্ণেরে বসায় ।
 তমাল বৃক্ষের মাঝে, স্বর্ণলতা যেন রাজ্যে,
 ছুই রূপ সেই রূপ পাষ ॥
 অগুরু চুয়া চন্দন, ল'য়ে যত গোপীগণ,
 অতিশয় হরিষ অন্তরে ।
 কয়েতে কুহুম ল'য়ে, আনন্দে মগনা হ'য়ে,
 পুষ্প রুপ্তি করে কৃষ্ণ প'রে ॥

হইয়া সানন্দ কায়, কোন কোন গোপিকায়,
 দুই অঙ্গে মাখায় চন্দন ।
 কোন গোপী যতনেতে, গজাজল চামরেতে,
 দুই অঙ্গে দেষ সখীগণ ॥
 দেখিয়া যুগল রূপ, অনুপম অপরূপ,
 রতি কাম লজ্জিত অন্তরে ।
 দূরে ফেলে পঞ্চশর, করি তারা জোড়কর,
 ভক্তিতাবে স্তব স্তুতি করে ॥
 হেরিয়া এই মিলন, হ'য়ে স্থখী পিকগণ,
 পঞ্চশরে গায় সেকোঁড়কে ।
 মত্ত হ'য়ে ভঙ্গ সব, বাঢ় করে গুঞ্জ রবে,
 মলয় বাতাস দেষ স্থখে ॥

● বাধাক্ষেপ মিলন দেখিয়া কুটলা কর্তৃক
 আযানকে সংবাদ প্রদান ।

নারায়ণ বলে শুন বিধির নন্দন ।
 পুরাণে হরির লীলা অপূর্ব কখন ॥
 রাধিকা সখীর সনে কুঞ্জবনে যায় ।
 কুটলাও চুপিচুপি তার পিছে ধায় ॥
 ক্রক্‌সনে শ্রীরাধিকা কবেন বিহার ।
 কুটলা দেখিল চোখে সকলি তাহার ॥
 কুটলা কুটলা যাহা খুঁজিয়া বেড়ায় ।
 প্রত্যক্ষে দেখিয়া তাহা প্রফুল্লিত কায় ॥
 কারে কিছু না বলিয়া চুপে চুপে চলে ।
 আযান নিকটে আসি হাসি হাসি বলে ॥
 শুন শুন গুণো দাদা শুন সমাচার ।
 দেখিয়া এলাম গুণ তোমাব বাধার ॥
 আমার কথা যে ভুমি না শোন শ্রবণে ।
 আজ মোর কথা ভুমি খণ্ডাবে কেমনে ॥
 নিজে আমি দেখিয়াছি চক্ষে আপনার ।
 রাধিকা কালাব মাখে করিছে বিহার ॥
 একে দুই নারী তাহে দিয়াছ আদব ।
 সেই পাণিনীবে লৈয়া কর ভুমি ঘর ॥

তোমার সোহাগে তার হয় দুঃসাহস ।
 কিছুতেই নাহি মানে আমাদের বশ ॥
 এমন বধূরে দাদা গৃহে রাখা দায় ।
 আমাদের কুল মান সব বুঝি যায় ॥
 চলহ আমার সনে বিজন কাননে ।
 দেখিবে সকল লীলা আপন নয়নে ॥
 রাধা কত সতী সাধবী আজ টের পাবে ।
 আমি কত মিথ্যাবাদী তাহাও জানিবে ॥
 কুটলার বাক্য শুনি আযান তখন ।
 কিছুতে না পারে ধৈর্য্য করিতে ধারণ ॥
 অপবাদ শুনি হেন আপন ভাৰ্য্যার ।
 ক্রোধে রক্তবর্ণ হয় দুটি জাঁখি তার ॥

● আযানের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ
 কালীকর্ণ ধারণ ।

নারদ বলেন কহ ওহে ভগবন ।
 তারপর কি আশ্চর্য্য হইল ঘটন ॥
 নারদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 বলিলেন শুন শুন বিধির নন্দন ॥
 আযান কহিছে শুন কুটলা ভগিনী ।
 যা কহিলে দেখাইতে হইবে এখনি ॥
 ক্রক্‌স রাধা এক-সাথে দেখি যদি রয় ।
 অবশ্য পাঠাব দৌড়ে ঘরের আলয় ॥
 কিন্তু যদি মিথ্যা হয় তোমাব বচন ।
 উপবোধ না শুনিব বধিব জীবন ॥
 কুটলা বলিছে দাদা নাহি করি ছল ।
 মিথ্যা যদি ব'লে থাকি দিও প্রতিফল ॥
 দ্বরা করি চল নহে পলাইয়া যাবে ।
 মিথ্যা অপবাদে শেষে আমারে মাঝিবে ॥
 এত বলি দ্বরা করি কবিল গমন ।
 হৃদ্যবনে উপনীত হৈল দুই জন ॥
 দূবে থাকি শ্রীরাধিকা দেখিবারে পান ।
 ক্রোধমুখে আসিতেছে দুরন্ত আযান ॥

আযানের মূর্তি হেবি শ্রীগতী তখন ।
 ভয়ে দশদিক্ শূন্য করে নিবীক্ষণ ॥
 কদলীব তরু যেন ঝড়েতে কম্পিত ।
 রাহু দেখি শশী যেন আতঙ্কেতে ভীত ॥
 খগেন্দ্র-হেরিয়া যেন ভীত সর্পকুল ।
 আযানে হেরিয়া রাধা তেমনি ব্যাকুল ॥
 হরিষেতে হরি-প্রিয়া বিবাদ গণিল ।
 কান্দিয়া কৃষ্ণের প্রতি কহিতে লাগিল ॥
 ঐ দেখ আসে হরি আযান ভীষণ ।
 রক্ষা নাই আজ মোর ঘটিবে মরণ ॥
 ননদী বিবাদী হ'য়ে ঘটিল প্রমাদ ।
 হইল আজিকে শেষ জীবনের সাধ ॥
 আমারে বধিয়া ওরা ক্ষান্ত না হইবে ।
 এই ভয় হয় পাছে তোমাঝে মারিবে ॥
 পলাও পলাও তুমি হে বংশীবদন ।
 যা হয় আমার ভাগ্যে ঘটুক মরণ ॥
 দাসীর লাগিয়া কেন মরিবে শ্রীহরি ।
 তুমি হুখে থাক শ্যাম আমি প্রাণে মরি ॥
 তব লাগি প্রাণ গেলে তাহে নাহি খেদ ।
 এই ছুঃখ মনে বড় ঘটিল বিচ্ছেদ ॥
 কিছুতে আমার আজ নাহি পরিজ্ঞান ।
 কুটিল চক্রান্ত করি বধিল পরাণ ॥
 আযানের কাছে সব করেছে প্রকাশ ।
 তাইতো ঘটিল আজ হেন সর্বনাশ ॥
 কি করি কোথায় যাই বল শ্যামরায় ।
 আমার লাগিয়া বুঝি তব প্রাণ যায় ॥
 দেখিয়া রাধার ভাব জলদববণ ।
 আশ্বাসিয়া প্রেয়সীকে কহেন তখন ॥
 শঙ্কা ত্যজ শশিমুখি কেন ভাব দায় ।
 কি সাধ্য আযান বধে তোমাঘ আমাঘ ॥
 কোন ভয় নাহি রাখে আমার কাছেতে ।
 কঠিন নহে তো কিছু আযানে ভুলাতে ॥
 ধৈর্য ধর হেমাঙ্গিনি দেখ না বসিয়া ।
 ছল করি আযানে দিব ভুলাইয়া ॥

এত বলি কৃষ্ণরূপ করি সম্বরণ ।
 বনমালী কৃষ্ণকালী হইল তখন ॥
 দ্বি-ভুজ ঘুচায়ে শ্যাম চতুর্ভুজ হয় ।
 ত্যজে বাঁশী কালশশী করে অসি লয় ॥
 জলে অর্ধশশীখণ্ড ললাট-মাঝারে ।
 ধরিলেন নরমুণ্ড নিজ বাম করে ॥
 বনমালী লুকাইয়া ফেলি বনমালা ।
 গলায় পরিল দিব্য নরমুণ্ড মালা ॥
 রতন-কিঙ্কণী পূর্বে ছিল কবরীতে ।
 নরকর-কিঙ্কণী করিল আচম্বিতে ॥
 চূড়া এলাইয়া কৈল চিকুর লম্বিত ।
 লহ লহ করে জিহ্বা অতি বিপরীত ॥
 ছুই করে বরাভয় করেন প্রদান ।
 কৃষ্ণ ঘুচে কালীরূপ হৈল ভগবান ॥
 তাহা দেখি শ্রীরাধার ভয় দূরে যায় ।
 রক্তজবা পুষ্পাঞ্জলি দেয় কৃষ্ণ-পায় ॥

● শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ দেখিয়া আযানের
 ভক্তিতাবে স্তব কবণ ।

নারদেরে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ ।
 পুরাণে হরির কথা অন্তত কীর্তন ॥
 এইরূপে শ্যাম শ্যামা হইল কুঞ্জেতে ।
 হেনকালে আযান আসিল আচম্বিতে ॥
 দেখে কুঞ্জে শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণ নাই ।
 কালী-পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন রাই ॥
 বিশেষতঃ শ্যামা-মস্ত্রে দীক্ষিত আযান ।
 দেখিয়া আনন্দময়ী আনন্দে অজ্ঞান ॥
 দূবে গেল রক্তভাব ভক্তি উৎখলিল ।
 ছিন্নতরু প্রায় পদে লুটায় পড়িল ॥
 কৃষ্ণকালী দেখিয়া আযান চুড়ভরে ।
 আপনি কৃতার্থ গণি স্তব স্তুতি কবে ॥
 জয় জয় ভয়ঙ্করী কালী কপালিনী ।
 জয় জয় ঘোররূপা তমোবিনাশিনী ॥

জয় জয় আত্মশক্তি শিব মারাত্মসার ।
 জয় জয় চণ্ড মুণ্ড খণ্ডকর্ত্তী তার ।
 জয় জয় নগ্নবেশী শ্মশানী ঈশানী ।
 শুভ্রহস্তা শঙ্কুকান্তা শঙ্কু-প্রমোদিনী ॥
 জয় জয় অসিধরা অসিত বরণ ।
 জয় জয় রুদ্রাঙ্গী রুধির বিভূষণ ॥
 জয় জয় স্নরেশ্বরী সর্বদাঙ্গ স্তম্বী ।
 জয় জয় সদানন্দ শ্যামা শাকম্বরী ॥
 জয় জয় মা কালী কৌমিকী কপালী ।
 জয় জয় নিস্তারিণী নরমুগ্মালী ॥
 জয় জয় সৃষ্টিকরী ছিন্নমুণ্ডারী ।
 জয় জয় যোগনিদ্রা যোগিনী-বিহারী ॥
 জয় জয় শুভঙ্করী শিব-শূলহস্তা ।
 জয় জয় জগদম্বা জয় ছিন্নমস্তা ॥
 সকলের সাব কালী ভূমি গো আপনি ।
 আমি মূঢ় তব তত্ত্ব কি জানি জননী ॥
 অনন্ত তোমার তত্ত্বে নিত্য ধ্যানে রয় ।
 তথাপি কি বস্তু ভূমি না জানে নিশ্চয় ॥
 কখন সাকাব কভু নিরাকাব রও ।
 কখন পুঙ্খ কভু নারীকপা হও ॥
 হব হ'য়ে কভু কর ত্রিশূল গ্রহণ ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরগো কখন ॥
 কামরূপে কভু ধব ধনুঃশব কবে ।
 কখন সমবে যাও করে অসি ধ'বে ॥
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ভূমি সে কাবণ ।
 সত্য ভূমি নিত্য ভূমি ভূমি নিবঞ্জন ॥
 আমি অতি মূঢ়মতি ভজন না জানি ।
 নিজগুণে ভবভয় ঘূঢ়াও ঈশানী ॥
 এইরূপে স্তব স্তুতি আখ্যান করিল ।
 স্তব শেষে ভক্তিভাবে কৃষ্ণে প্রণমিল ॥

● আখ্যানকে কুটিলার কপট প্রবোধ দান
 ও বাণীকৃষ্ণের পুনর্বাণ মিলন ।

নাবদ কহেন শুন ওহে ভগবন্ ।
 তার পর কি হইল করহ বর্ণন ॥

তব মুখে হরি-কথা অতি সুধাময় ।
 শুনিয়া জুড়াই মম তাপিত হৃদয় ॥
 নারদের বাক্য শুনি কহে নারায়ণ ।
 অপূর্ব এ হরিকথা করিব বর্ণন ॥
 কুটিল লজ্জিতা হৈল কালীরূপ হেরে ।
 তবু ছল ক'রে কথা কহে আখ্যানে ॥
 না বুঝিষা কেন দাদা কর এ ব্যাপার ।
 মহাকালী দেখে কিগো হৈলে চমৎকাব ॥
 যদি ভাব মহাকালী হৈল কি প্রকারে ।
 ভোজবিভ্রা গুণে কালী হইতে যে পারে ॥
 তাহার বৃত্তান্ত দাদা দেখ না স্মরিয়া ।
 যেকালে বাড়বানল উঠিল জ্বলিয়া ॥
 মস্ত্রের প্রভাবে কালা আগুন নিভাল ।
 অক্লেশে বাড়বানল ভক্ষণ করিল ॥
 আর কথা বলি দাদা কবহ শ্রবণ ।
 মনুষ্যে কে কোথা করে পর্বত ধারণ ॥
 ভেদ্বিতে লাগায় কালী মস্ত্রের গুণেতে ।
 গোবর্দ্ধন ধারণ করেছে মস্তকেতে ॥
 মস্ত্রগুণ না জানিলে কার সাধ্য আছে ।
 অজগব ভূজঙ্গের শিরে চ'ড়ে নাচে ॥
 অঘা বধা ভূণাবর্ত আদি যত জন ।
 যাছুতে করেছে জয় নন্দের নন্দন ॥
 প্রত্যক্ষে কালার যাহু দেখহ নয়নে ।
 বংশীস্বরে কুলনারী ছুটে আসে বনে ॥
 এক্ষণে তোমায দেখে মনে পেয়ে ভয় ।
 মস্ত্রগুণে কালা কালী হ'য়েছে নিশ্চয় ॥
 ভুঙ্কের দুহ্মায়ী দাদা বুঝিতে নাবিলে ।
 দেখিয়া ভ্রমেতে ভেঙ্কি সকলি ভুলিলে ॥
 বিবেচনা ক'রে কেন দেখ না মনেতে ।
 কে স্থাপিলে কালী এই অবগ্য-মাধ্যতে ॥
 কতদিন এই বনে করেছে ভ্রমণ ।
 কভু হেথা কালী দাদা না কবি দর্শন ॥
 মহামন্ত্র গুণে হয় অসাধ্য সাধনা ।
 তাহার প্রমাণ কেন বুঝিয়া দেখ না ॥

শুনিয়াছি রামাষণে রাবণ নন্দন ।
 মায়ায় হরিল মহী শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
 মহারুদ্ধ হস্তমান প্রহরী আছিল ।
 তথাপি মহীর মস্ত্রে মোহিত হইল ॥
 অগ্রে এসে দশরথ কৌশল্যার বেশে ।
 হরণ করিল বিভীষণ হুঁয়ে শেষে ॥
 বাহুতে সকলি হয় বুঝিয়াছি মনে ।
 সেইরূপ কৃষ্ণ কালী হইল এক্ষণে ॥
 আশান কহিল আমি ও কথা না মানি ।
 কুন্দলে লোকের বটে এইরূপ বাণী ॥
 এত বলি কুটিলার না শুনি বচন ।
 অনিমিষে কৃষ্ণকালী করে নিরীক্ষণ ॥
 হেননতে বাগিনী হইল অবমান ।
 কুটিল নলিনী কুমুদিনী ত্রিযমাণ ॥
 স্তম্ভিতল সমীরণ বহিতে লাগিল ।
 গগন স্বরেতে পিক গান আরম্ভিল ॥
 স্তম্ভিত শরীরী সে দেখিয়া আশান ।
 কৃষ্ণকালী প্রণমিয়া চলে নিজহান ॥
 কৃষ্ণকালী রূপ দেখে কুটীলা বিস্ময় ।
 গর্ব্ব ঘুচে খর্ব্ব হুঁয়ে মৌনভাবে রয় ॥
 আশানের কাছে আর প্রভু খাটে না ।
 লজ্জা পেয়ে শ্রীমতীয়ে দেয় না গঞ্জনা ॥
 গুণের গুণের মরে কুটীলা কুজন ।
 রাধিকার হয় তবে উল্লসিত মন ॥
 মনের আগুনে দহে কুটীলা অন্তরে ।
 গৃহকর্ম্ম করিতে সে কহে না রাধারে ॥
 কৃষ্ণের চিন্তায় নয় রাধিকার মন ।
 দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্তা করে অনক্ষণ ॥
 ধীরে ধীরে দিবাকর অন্ত্যচলে যায় ।
 রজনী আঁধারে চাকে ধরণীর কাষ ॥
 একে সিতপক্ষ তাহে বসন্ত সময় ।
 স্তম্ভিতল সমীরণ স্তম্ভিত বয় ॥
 গাছে গাছে মনোহর ফোটে কত ফুল ।
 স্তম্ভিতল মধুলোভে উড়ে অলিকুল ॥

কুহু কুহু কুহু স্বরে কোকিল কুহরে ।
 যুবক-যুবতী শুনে মানন্দ অন্তরে ॥
 প্রেমিকের মন হয় কামে ব্যাকুলিত ।
 কৃষ্ণ কথা ভাবি রাধা হন আকুলিত ॥
 কতক্ষণে হেরিবেন নব জলধরে ।
 এই চিন্তা চিন্তাগমী চিন্তেন অন্তরে ॥
 ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধনিশি অবসান হয় ।
 ব্রজবাসিগণ সবে নিদ্রাগম রয় ॥
 এই অবকাশে রাই কৃষ্ণপাশে চলে ।
 বৃন্দাবনে গোবিন্দ দর্শন কুতূহলে ॥
 ওদিকেতে রাধানাথ রাধার কারণে ।
 প্রতীক্ষা করিছে বসি নিকুঞ্জ-কাননে ॥
 বিরহ দুঃসহ বড় ভাবে মনে মনে ।
 সারা নিশি কালশশী বসি তারা গুণে ॥
 এই আসে ব'লে শ্যাম প্রবোধ মানিয়া ।
 রাই-রূপ চিন্তা করি আছেন বসিয়া ॥
 ইতিমধ্যে কমলিনী দিল দর্শন ।
 কলঙ্কী চন্দ্রেতে জিনি লাঘ্যা কিরণ ॥
 এক চন্দ্র-কিরণেতে তমো নাশ করে ।
 হেন চন্দ্র কত পড়ে রাধার নখরে ॥
 লাজ পায় চন্দ্রমার শোভা রজনীর ।
 অথো উদ্ধে শশী দেখে চিন্তা কুমুদীর ॥
 এইরূপে রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন ।
 রতনে আসিয়ে যেন মিলিল বতন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা অতি রসময় ।
 শুনিলে পবিত্র হয় সবার হৃদয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণের নান গান কর অনিবার ।
 কৃষ্ণ বিনে মানবের নাহি গতি আর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মপণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।



নানা মূৰ্তি এলি সেখা কৃষ্ণ সনাতন।
ভিন্ন ভিন্ন গোপী সাথে ববিলা বরান।



● দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

অষ্টাবক্র যোদ্ধা এবং তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 শ্রীকৃষ্ণ-চরিত-কথা অতি স্নমোহন ॥
 রাসেব মণ্ডলে কৃষ্ণ কত লীলা কবে ।
 গোপীগণ সदा মত্ত প্রফুল্ল অন্তবে ॥
 কামেতে প্রেমভা হ'য়ে গোপাঙ্গনা যত ।
 শ্রীকৃষ্ণেরে পতিরূপে জানে অবিরত ॥
 কটাক্ষ নয়নে কেহ শ্রীহরিরে কয় ।
 গাঁথিয়া পুষ্পের মালা দাও প্রেমময় ॥
 কেহ বলে, শুন নাথ, আমার বচন ।
 তোমার ক্রোড়েতে মোরে করহ স্থাপন ॥
 কেহ বলে, প্রাণনাথ মুখ তুলি চাও ।
 তব পীতবাস খানি মোর অঙ্গে দাও ॥
 কেহ বলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 আমার ললাটে কব সিন্দূর প্রদান ॥
 কেহ বলে, হৃদযেশ তুমি সনাতন ।
 আমার কবরী তুমি করহ বন্ধন ॥
 কেহ বলে, শুন নাথ আমার বচন ।
 শ্রীখণ্ড পল্লব তুমি কব আনয়ন ॥
 কোন কোন গোপাঙ্গনা সকাম অন্তরে ।
 শ্রীকৃষ্ণে ইঙ্গিত করে বমণেব তরে ॥
 কেহ কেহ শ্রীহরিকে করি আকর্ষণ ।
 অঙ্গ হ'তে পীত বাস করিল হরণ ॥
 গদগদ ভাষে কেহ কহে সনাতনে ।
 অগস্ত্য প্রদান কর আমার চরণে ॥
 কেহ কহে প্রেমবশে শুন সনাতন ।
 কুচযুগে পত্রাবলী করহ রচন ॥
 গোপীদের বাক্য শুনি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সহসা রাধার সহ করিলা প্রস্থান ॥
 তারপর সনাতন অতি নিবজনে ।
 হৃথে রতিক্রীড়া কবে রাধিকার সনে ॥

বাজ—৩৪

রমণীয় দ্বীপে দ্বীপে পর্বতে পর্বতে ।
 দুইজনে রতিভোগ করে নানা মতে ॥
 কখনো নদীর তীরে, গঙ্গাব নিকটে ।
 মনোহর কুঞ্জবনে কাবেরীর তটে ॥
 পুষ্পভদ্রা নদীতীরে একান্ত নির্জনে ।
 শ্রীহরির বিহার করে রাধিকার সনে ॥
 তারপর সনাতন পুলকের ভরে ।
 রাধারে লইয়া যায় মলয়-শিখরে ॥
 মনোহর পুষ্পশয্যা করিয়া রচন ।
 রাধা সহ হৃথে রতি করে সনাতন ॥
 কামবাণে রাধাদেবী জর্জরিতা অতি ।
 রতিহৃথে মুচ্ছা যায় বাধিকা যুবতী ॥
 বিবসনা রাধিকাবে করিয়া গ্রহণ ।
 ঘনঘন আলিঙ্গন করে সনাতন ॥
 আলুখানু কেশ ভাব, নাহি তার জ্ঞান ।
 চৈতন্য প্রদান করে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 পরিধান করাইয়া মেখলা হৃন্দর ।
 কবরী বন্ধন কৃষ্ণ কবে মনোহর ॥
 ললাটে সিন্দূর বিন্দু করিয়া প্রদান ।
 পত্রাবলী রচিলেন কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 অগস্ত্যে রঞ্জিত করি রাধার চরণ ॥
 শ্রৌণিতে ও বন্ধে পদ্য কহিল অঙ্গন ॥
 তারপর রাধাসহ কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 স্নিগ্ধ সরোবর পানে করিলা প্রস্থান ॥
 নানাবিধ পদ্মশ্রেণী শোভে সরোবরে ।
 হংস হংসী ক্রীড়া করে সোহাগেব ভরে ॥
 মধুলুক অলিকুল করিছে গুঞ্জন ।
 বিহগেরা মনোহর করিছে কুঞ্জন ॥
 সেই সরোবর-জলে করিবারে স্নান ।
 রাধা সহ আসিলেন কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 স্নিগ্ধ সরোবর মাঝে অতি স্নগোপনে ।
 জলক্রীড়া মনহৃথে করে দুইজনে ॥
 কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধা সতী করে জল দান ।
 রাধা-অঙ্গে জল দেন কৃষ্ণ ভগবান্ ॥

কমল গ্রহণ করি হরি সনাতন ।
 প্রেমভরে রাধিকারে করিলা অর্পণ ॥
 তারপর ভগবান্ অনুরূপ চন্দনে ।
 লেপিলা রাধার অঙ্গ আনন্দিত মনে ॥
 বটবৃক্ষ ছিল এক অতি সুবিস্তৃত ।
 তার তলে রাধাকৃষ্ণ হন উপনীত ॥
 বৃক্ষের ছায়ায় বসি কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাধিকারে কহে কত কথা পুরাতন ॥
 এমন সময় এক মুনিমহাশয় ।
 রাধা-গোবিন্দের কাছে উপনীত হয় ॥
 সর্ব্ব অঙ্গ বস্ত্রে তার খর্ব্ব কলেবর ।
 ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ গুণ্ডি দিগম্বর ॥
 অষ্টাবক্র নাম তার মূনির প্রধান ।
 ব্রহ্মভেজে কলেবর সদা দীপ্তিমান্ ॥
 নখ শাশ্বৎ লোম তার দীর্ঘ অতিশয় ।
 প্রশান্ত স্বভাব তার সকল সময় ॥
 সম্মুখেতে রাধাকৃষ্ণে করিয়া দর্শন ।
 ভক্তিভরে মূনিবর বন্দিল চবণ ॥
 মূনির আকৃতি হেরি কোঁতুকেতে অতি ।
 মুছ মুছ হাস্য কবে রাধিকা যুবতী ॥
 রাধার কোঁতুক হাস্য করিয়া দর্শন ।
 চুপে চুপে সনাতন করে নিবারণ ॥
 অষ্টাবক্র মূনিবর বসি যুক্তকরে ।
 শঙ্কর-প্রদত্ত স্তব কবে ভক্তিভরে ॥
 তুমি প্রভু গুণাভীত গুণের আধার ।
 বীজের স্বরূপ প্রভু তুমি সারাৎসার ॥
 গুণাত্মক তুমি প্রভু গুণীষ ঈশ্বর ।
 তোমার চরণ-ধ্যান করি নিরন্তর ॥
 সিদ্ধির স্বরূপ তুমি প্রভু সনাতন ।
 সিদ্ধিবীজ তুমি হরি হও অনুক্ষণ ॥
 সিদ্ধদের গুরু তুমি কি কহিব আর ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 বেদবীজরূপী তুমি করুণাশাগর ।
 বেদবিদ্-শ্রেষ্ঠ তুমি বেদজ্ঞ ঈশ্বর ॥

বেদাঙ্গের বেত্তা তুমি প্রভু দয়াময় ।
 প্রকৃতিস্বরূপ তুমি সকল সময় ॥
 প্রাকৃত ও প্রাজ্ঞ তুমি প্রকৃতি-ঈশ্বর ।
 সংসারবৃক্ষের রূপী তুমি পরাৎপর ॥
 তুমি বীজ, তুমি ফল জগতের নাথ ।
 তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥
 সৃষ্টির কারণ তুমি স্থিতির কারণ ।
 প্রলয়-কারণ তুমি হও অনুক্ষণ ॥
 তুমি প্রভু মূলবৃক্ষ হও নিরন্তর ।
 কল্প তার ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর ॥
 শাখা ও প্রশাখা হয় দেব-সমুদয় ।
 উৎকৃষ্ট তপস্তা তার পুষ্পদময় ॥
 সংসার তাহার ফল হয় অনিবার ।
 অঙ্কুরস্বরূপা হয় প্রকৃতি তাহার ॥
 তুমি প্রভু দয়াময় তাহার আধার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 তেজোরূপ নিবাকার তুমি স্বেচ্ছাময় ।
 অত্যন্ত প্রভু তুমি সকল সময় ॥
 অতীত প্রত্যক্ষ তুমি নিত্য সর্ব্বাকার ।
 তোমার চরণপদ্মে নমি বারংবার ॥
 এইরূপ স্তব করি ভক্তিযুক্ত মনে ।
 পতিত হইল মূনি হরির চরণে ॥
 অষ্টাবক্র দেহ হ'তে তেজ দীপ্তিময় ।
 অনলশিখার সম সমুদগত হয় ॥
 সপ্ততাল উর্দ্ধে উঠি সেই তেজোরশি ।
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লীন হয় আসি ॥
 অষ্টাবক্রকৃত স্তব যে করে পঠন ।
 নির্বাণ মুক্তি লাভ করে সেই জন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময় ।
 শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয় ॥
 জগতের নাথ যিনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 ভক্তের সকল ভয় করেন ভঞ্জন ॥
 তাঁহার কৃপায় শিব যোগিগুরু আজ ।
 বিনাসেব কর্ত্তারূপে করিছে বিরাজ ॥

কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ ।
মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন দেব পঞ্চানন ॥
তঁার পাদপদ্ম সদা করিষা সেবন ।
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদেব হন ॥
কৃষ্ণের চরণ-সেবা করি নিরন্তর ।
ধর্মদেব হয়েছেন অজর অমর ॥
ভক্তবাহ্নীকল্পিতরূপ কৃষ্ণ সমাতন ।
তঁাহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে হাবিশ্রম অব্যাব সমাপ্ত ।

● ব্রহ্মস্মৃতিংগ অধ্যায়

বাথিকাব নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাবক্র-উপাখ্যান
কখন-প্রসঙ্গে অনিত-কৃত শিব-স্তোত্রকথন
এবং বস্ত্রাশাঙ্গে দেবলেনব অষ্টাঙ্গ-
বক্রতা-প্রাপ্তি ।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
বিচিত্র কাহিনী আমি করিছু শ্রবণ ॥
মুনিবর অষ্টাবক্র লভিতে মদ্রণ ।
কি কবিলা ভগবান্ করহ বর্ণন ॥
নারায়ণ কহিলেন শুন মুনিবর ।
তাবপর কি বটিল কহি অভঃপর ॥
তাপসেব দেহ বক্ষে করিষা ধারণ ।
সামান্য-মানব-সম কঁাদে সনাতন ॥
শবদেহ আলিঙ্গন কবে দয়াময় ।
নিষ্কোষে ভগ্নবাসি বিনির্গত হয় ॥
তপস্বী কবিয়া মুনি অনেক বৎসর ।
রক্তমাংসশূন্য তাই হয় কলেবর ॥
শ্রীকৃষ্ণেব নিষ্কোষে দেহ হ'তে তার ।
ভগ্নবাসি বিনির্গত হয় অনিবার ॥
চন্দনকাষ্ঠের চিতা করিষা নিঃশ্রাণ ।
সৎকার করিল তারে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে অতি হুমধুর ।
ক্ষণে ক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি হইল প্রচুব ॥

গোলোক হইতে এক রথ মনোহর ।
শ্রীহরির নিকটেতে আসিল সত্ত্বর ॥
মনোহর সেই রথ রত্নের নিঃশিত ।
লক্ষ লক্ষ চামর ও দর্পণে শোভিত ॥
একশত চক্রযুক্ত সে রথ হুমধুর ।
পারিষদগণ শোভে তাহার ভিতর ॥
রথ হ'তে নামি যত পারিষদগণ ।
প্রথমে করিল কৃষ্ণ-চরণ বন্দন ॥
তারপর সূক্ষ্মদেহী মুনিবরে নিষা ।
গোলোকের পানে যায় রথে আরোহিষা ॥
অষ্টাবক্র গোলোকেতে করিল গমন ।
হরিবে জিজ্ঞাসা করে বাথিকা তখন ॥
জানিবারে যোর বড় কৌতুহল হয় ।
খর্ব্বাবৃতি বেবা এই মুনি মহাশয় ॥
বক্রদেহে কদাকার কেবা এই জন ।
কৃপা কবি মোরে তাহা কহ সনাতন ॥
দেহ হ'তে কেন ভগ্ন বিনির্গত হয় ।
মুনি তবে কেন তুমি কঁাদ দয়াময় ॥
অষ্টাবক্র কেন করে গোলোকে গমন ।
বিস্তারিষা সব কথা কহ প্রাণধন ॥
রাথিকার প্রশ্ন শুনি ভগবান্ কয় ।
শুন শুন কহি আমি সমস্ত বিষয় ॥
অষ্টাবক্র-মুনি-কথা বিখ্যাত ভুবনে ।
সেই কথা কহি আমি শুন হির মনে ॥
ত্রিভুবন-খ্যাত এই অষ্টাবক্র মুনি ।
সকল মুনির শ্রেষ্ঠ অতিশয় গুণী ॥
তঁাহার যশেতে বিশ্ব পরিপূর্ণ রয় ।
অতীত তেজস্বী তিনি জ্ঞানী অতিশয় ॥
শ্রীহরির বাক্য শুনি কহে রাধা সতী ।
ভোমার মুখের বাক্য হুমধুর অতি ॥
দিক্‌জল পান করি তৃপ্তি নাহি যার ।
গোপদেব জলপানে কি হইবে তার ॥
বিধিব বিধাতা তুমি ঈশ্বর সবাধ ।
তব সম বক্তা প্রভু কেবা আছে আর ॥

রাধার বচন শুনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 পরম-সন্তোষ-ভরে কহিলা তখন ॥
 শুন প্রিয়ে ইতিহাস কহি পুরাতন ।
 পাপরাশি দূরে যাবে করিলে শ্রবণ ॥
 পূর্বের যবে জিভুবন ছিল জলময় ।
 নাহি ছিল ভূমি বৃক্ষলতা সমুদয় ॥
 জীবজন্তু কোন প্রাণী না বিরাজে কোথা ।
 নাহি ছিল নর ঋষি গন্ধর্ব্ব দেবতা ॥
 সৃষ্টির ইঙ্গিত মাত্র কোথা নাহি ছিল ।
 কোন বীজ হৈতে কোথা কিছু না জন্মিল ॥
 একমাত্র মহাবিশ্ব ধ্যানেন্তে মগন ।
 যোগাসনে ভাসমান ছিলেন তখন ॥
 নাভি হ'তে মনোহর জনমে কমল ।
 তথা বসি পদ্মাসন লভে বর্ণফল ॥
 মহাবিশ্ব আদেশেতে ব্রহ্মা সৃষ্টি করে ।
 তাই তারে পিতামহ বহে চরাচরে ॥
 ব্রহ্মার মানস হ'তে জন্মে তারপর ।
 বিকৃত্ত চারি শিশু অতি মনোহর ॥
 মনক মনন্দ আর মনৎ-কুমার ।
 সনাতন এই নাম হয় সবাকার ॥
 পঞ্চবর্ষ-শিশু-সম বহে জ্ঞানহীন ।
 বিবস্ত্র হইয়া তারা রহে নিশিদিন ॥
 বাহ্যজ্ঞানহীন তারা সবল সময় ।
 অথচ ব্রহ্মের তত্ত্বে জ্ঞানী অতিশয় ॥
 একদিন ব্রহ্মাদেব তাহাদিগে কয় ।
 আমার বচন শুন শিশু সমুদয় ॥
 তোমাদের সকলেরে কহিতেছি আজ ।
 সংসারী হইয়া কর সৃজনের কাজ ॥
 পিতৃবাক্য শিশুগণ না করে শ্রবণ ।
 পুনরপি বলে তাঁরে কুপিত বচন ॥
 পিতা হ'য়ে পুত্রে বল অধর্ম্ম করিতে ।
 জানহ নরকদ্বার নারী এ জগতে ॥
 সর্ববিধ পাপগূল হয় যেই নারী ।
 তাদের সহিত মোরা থাকিতে না পারি ॥

অরণ্যে যাইব মোরা তপস্বী করিতে ।
 বলো না মোদের আর সংসারী হইতে ॥
 এত বলি বনপথে ব্রহ্মাপুত্রগণ ।
 মোর আরাধনা তরে করিল গমন ॥
 শিশুদের আচরণে অতি ক্ষুব্ধ মন ।
 ব্রহ্মাদেব অশ্রু পুত্র করিল সৃজন ॥
 ব্রহ্মাদেহ হ'তে জন্মে পুত্র সমুদয় ।
 ব্রহ্মতেজে কলেবর দীপ্ত অতিশয় ॥
 পুলস্ত্য পুলহ ভৃগু পঞ্চশিখ আর ।
 বশিষ্ঠ মরীচি কেতু সর্বগুণাধার ॥
 অঙ্গিরা আহুরি বোচু, মহাজ্ঞানবান্ ।
 প্রচেতা ও অত্রিযুনি ঋষি প্রধান ॥
 কলি শঙ্কু শঙ্খ আদি ব্রহ্মার নন্দন ।
 বেদজ্ঞ প্রধান সবে ভক্তিপরাবণ ॥
 ব্রহ্মার আদেশক্রমে এই পুত্রগণ ।
 বিবাহ করিয়া করে সংসার গ্রহণ ॥
 সংসারী হইল সেই ঋষি-সমুদয় ।
 ক্রমে ক্রমে তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি হয় ॥
 শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার ।
 প্রকৃত বিষয় আমি কহি এইবার ॥
 কালক্রমে প্রচেতার হইল নন্দন ।
 অসিত তাহার নাম অতি হৃদদর্শন ॥
 পুত্রতরে পত্নীসহ অসিত প্রবর ।
 কঠিন তপস্বী করে সহস্র বৎসর ॥
 তথাপি সে পুত্রলাভ না করে যখন ।
 প্রাণত্যাগে সমুদ্রত হইল তখন ॥
 সহসা আকাশবাণী হয় সে সময় ।
 কেন প্রাণ বিসর্জন কর মহাশয় ॥
 শিবের নিকটে মন্ত্র লহ যুনিবর ।
 মন্ত্র-অধিষ্ঠাত্রী দেবী দিবে তোমা বর ॥
 দেবীবরে পুত্রযুগ করিবে দর্শন ।
 শিবের নিকটে শীঘ্র করহ গমন ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী অসিত ভ্রবায় ।
 পত্নীসহ কৈলাসেতে শিব কাছে যায় ॥

সেই মন্ত্র-অধিষ্ঠাত্রী ছিলে তুমি সতী ।
 অসিত তোমার তাই করে স্তবস্তুতি ॥
 শ্বেত চম্পকের বর্ণ বার কলেবর ।
 কোটি চন্দ্র সম ঝাঁর কান্তি মনোহর ॥
 পূর্ণ শশধর সম হৃন্দর বদন ।
 শরতের পদ্ম সম বৃগল নয়ন ॥
 হৃন্দর নিতম্ব ঝাঁর স্বভাব হৃন্দর ।
 পঞ্চ বিশ্বফল সম ঝাঁহার অধর ॥
 মনোহর দন্তপংক্তি সহাস্রবদন ।
 অঙ্গ ঝাঁর বহিঃশুদ্ধ বস্ত্র স্রশোভন ॥
 মালতীমালায় শোভে কবরীর ভার ।
 মঞ্জীরেতে হরজিতা অতি চমৎকার ॥
 গজেন্দ্রগামিনী যিনি শোভিত চন্দনে ।
 ঝাঁহারে পূজন করে সর্ব গোপীগণে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা নিষ্ঠুর্ণরূপিণী ।
 বিষ্ণুর জননী যিনি সম্পদদায়িনী ॥
 কৃষ্ণপ্রেমময়ী যিনি রাসের ঈশ্বরী ।
 ভক্তিতরে সে রাধারে উপাসনা করি ॥
 শ্রীকৃষ্ণরচিত এই রাধিকার ধ্যান ।
 করিলেন ভক্তিতরে অসিত মহান্ ॥
 অনন্তর পুষ্প করি মন্তকে প্রদান ।
 ষোড়শোপচারে বাজা করিলেন ধ্যান ॥
 হে রাধে হে দেবেশ্বরী পরম ঈশ্বরী ।
 ষোড়শোপচারে তব উপাসনা করি ॥
 পঞ্চ উপচারে পূজি রাধা সখীগণে ।
 রাধারে পূজেন রাজা ভক্তিয়ুক্ত মনে ॥
 হে দেবি জগৎবন্দ্যা সৌভাগ্যরূপিণী ।
 কৃষ্ণপ্রেমময়ী তুমি কল্যাণদায়িনী ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলে রহ নিরন্তর ।
 রাসের ঈশ্বরী তুমি গোলোকভিতর ॥
 কৃষ্ণকান্ত হও তুমি গোলোকধামেতে ।
 তুলসীর বনে রহ তুলসী নামেতে ॥
 চম্পাবতী হ'লে তুমি চম্পককাননে ।
 চন্দ্রাবলী নাম তব হয় চন্দ্রবনে ॥

সতীরূপে রহ তুমি শতশৃঙ্গ মাঝে ।
 পদ্মবনে রহ তুমি শ্রীপদ্মার সাজে ॥
 মহালক্ষ্মী ভদ্রা তুমি সিদ্ধকণ্ঠা বাণী ।
 স্বর্গলক্ষ্মী সনাতনী তুমি রাধারাগী ॥
 এই ভাবে বলে যদি অসিত হুমতি ।
 আবির্ভূতা হ'বে তুমি কহ যুনি প্রীতি ॥
 প্রসন্ন হইলু খাষি তোমার উপর ।
 মাগিয়া লও হে এবে মনোমত্ত বর ॥
 এতেক তোমার বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 বলিল অসিত মম এই আকিঞ্চন ॥
 পুঞ্জহীন গৃহ মোর শাস্তি নাই মনে ।
 কিবা প্রয়োজন তবে এ হেন জীবনে ॥
 সম্ভান বিহনে হয় নবকে গমন ।
 ঘুচিবে নরক দুঃখ দেখিলে নন্দন ॥
 রূপাদৃষ্টি কর মাতা সম্ভানের প্রীতি ।
 দাও মোরে পুঞ্জধন ওগো রাধা সতী ॥
 অসিতের বাক্য তবে করিয়া শ্রবণ ।
 বলিলে তাহাকে তুমি সহাস্র বচন ॥
 হবে তব মহাবুদ্ধি সার্থক কুমার ।
 জানিবে আমার বাক্য নহে খণ্ডিবাব ॥
 এই রূপ বর তারে করিয়া প্রদান ।
 গোলোকে আমার কাছে করিলে প্রস্থান ॥
 কালক্রমে অসিতের পুঞ্জ এক হয় ।
 শিবের অংশেতে সেই পুঞ্জ জন্ম লয় ॥
 দেবল নামেতে খ্যাত হইল কুমার ।
 মদনমোহন রূপ অতি চমৎকার ॥
 সুষম-মুপতি-কণ্ঠা রত্নমালাবতী ।
 সর্বজনবিমোহিনী রূপবতী অতি ॥
 তার সাথে দেবলের হয় পরিণয় ।
 দাম্পত্য জীবন কাটে সুখে অতিশয় ॥
 স্রবতনিপুণ অতি অসিত-নন্দন ।
 শতবর্ষ পত্নীসহ করিল রমণ ॥
 তারপর ভোগস্থ করি পরিহার ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥

একদিন বাজ্রে যবে পত্নী নিদ্রা যায় ।
 গোপনে দেবল উঠি ত্যাগ করে তায় ॥
 সংসারে তাহার মন নাহি বসে আর ।
 তপস্তার তরে যায ছাড়িয়া সংসার ॥
 গন্ধমাদনের গুহা অতি নিরঞ্জন ।
 সেখানে দেবল ঋষি করিল গমন ॥
 প্রভাতে উঠিল যবে রত্নমালাবতী ।
 কোথাও পতিরে নাহি হেরিল যুবতী ॥
 বিরহ-অনলে দগ্ধা হইয়া তখন ।
 পতিশোকের বার বার করিল রোদন ॥
 কভু ওঠে কভু বসে পতির বিহনে ।
 কখনো বিলাপ করে শোকাকুল মনে ॥
 তপ্তপাত্রে ধাত্তসম হৃচ্চঞ্চল মন ।
 আহার বিহার সতী করিল বর্জ্জন ॥
 পতির বিরহ দুঃখ না সহিল আর ।
 রত্নমালাবতী করে প্রাণ-পরিহার ॥
 শোকেতে আকুল হ'য়ে তাহার নন্দন ।
 মাতার সংকার কার্য করে সম্পাদন ॥
 মম ভক্ত জিতেন্দ্রিয় দেবল প্রবব ।
 তপস্তা করিতে থাকে সহস্র বৎসর ॥
 কন্দর্প-সমান মুনি অতি রূপবান্ ।
 পর্বতগুহাব মাঝে করিছেন ধ্যান ॥
 সহসা তাহাবে রক্তা দেখিবারে পায় ।
 শৃঙ্গারের অভিলাষ মুনিরে জানায় ॥
 জৈলোক্যমোহিনী রক্তা অতি রূপবতী ।
 কামে জর্জরিতা হ'য়ে কহে তার প্রীতি ॥
 শুন শুন মুনিবর, আমার বচন ।
 অনুপম রূপ তব ভুবনমোহন ॥
 কামিনীর মনোহারী তব রূপরাশি ।
 কামাতুরা হ'য়ে তাই তব কাছে আসি ॥
 কঠোর তপস্তা তুমি কবি পবিহার ।
 মহাহুখে মোর সহ করহ বিহার ॥
 শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি মুনি মহাশয় ।
 তোমাতে হেরিষা কাম জাগে অতিশয় ॥

বিমুক্ত নায়ক তুমি আমি যোগ্যা নারী ।
 ষোরে উপভোগ তুমি কর তাড়াতাড়ি ॥
 স্বর্গের অপ্সরা মোরা শুন মুনিবর ।
 স্বর্গ-ভোগ-সারভূতা হই নিরন্তর ॥
 আমাদের স্তন উরু করিষা দর্শন ।
 বিচলিত নাহি বল হয় কোন্ জন ॥
 নারী সহ রতিভোগ অতি হৃৎকর ।
 মুনির বাঞ্ছিত তাহা হয় নিরন্তর ॥
 রসিকা রমণী সহ নির্জনে মিলন ।
 অতীব দুর্লভ সদা শুন তপোদন ॥
 রক্তাসহ যেইজন না করে বিহার ।
 রতিহুখে বঞ্চিত সে, বুধা জন্ম তার ॥
 নির্জন প্রদেশে যদি জিতেন্দ্রিয় জন ।
 কামাতুরা কাম্যসহ না করে রমণ ॥
 কুস্তীপাক নরকেতে সেই জন যায় ।
 লোমপরিমিতকাল রহে সে তথায় ॥
 কামাতুরা রমণীয়ে যে করে বর্জ্জন ।
 নারীহত্যা পাপে পাপী হয় সেই জন ॥
 মোহিনীর অভিপায়ে কমল-আসন ।
 ত্রিভুবনে সবারকার অপূজিত হন ॥
 উপস্থিত রমণীয়ে যেই ত্যাগ করে ।
 পুংশ্চলী রমণী তারে দেখে ক্রোধ ভরে ॥
 যেই উপপতি তবে বেষ্ঠা নারীগণ ।
 পরিত্যাগ করে তার আত্মীয় স্বজন ॥
 সেই উপপতি যদি তারে ত্যাগ করে ।
 বেষ্ঠা তাবে বধ করে কুপিত অন্তরে ॥
 পুংশ্চলী রমণীগণ নীচ অতিশয় ।
 দযামায়াহীন তাবা সকল সময় ॥
 শুন শুন মুনিবর, প্রার্থনা আমার ।
 নির্জন প্রদেশে ধ্যান কর পরিহার ॥
 রূপসী যুবতী আমি সম্মুখে তোমার ।
 বুধা চিন্তা তুমি মুনি কেন কর আর ॥
 তুমি অতি রূপবান্ আমি রূপবতী ।
 এস এস মহাহুখে ভোগ করি রতি ॥

রস্তার বচনে মুনি ভীত অতিশয় ।
 ধীরে ধীরে হিতকর বাক্য তারে কথ ॥
 শুন বস্তা রূপবতি তোমাব নিকটে ।
 কুলধর্মোচিত কথা কহি অকপটে ॥
 আপন পত্নীতে রত হয় যে ব্রাহ্মণ ।
 সর্বলোক-পূজনীয় হয় সেই জন ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কেহ যদি ।
 পরপত্নী প্রতি রত রহে নিরবধি ॥
 তার গৃহ লক্ষ্মীদেবী করে পরিহার ।
 কোন কর্মে তার নাহি রহে অধিকার ॥
 অতীব নিন্দিত সেই হয় সর্বঙ্গণ ।
 অন্ধকূপ নরকেতে করে সে গমন ॥
 উপস্থিতা রমণীকে করিলে গ্রহণ ।
 গৃহীদের দোষ নাহি হয় কদাচন ॥
 কামিনীকে তাবা যদি করে পরিহার ।
 শাপভাগী পাপভাগী হয় অনিবাব ॥
 সে নিষম নাহি খাটে তপস্বীর প্রতি ।
 দার পরিগ্রহ করে নিজে প্রজাপতি ॥
 বিরাগ না জন্মে তার নারী-সহবাসে ।
 কামিনীকে ব্রহ্মাদেব অতি ভালবাসে ॥
 তপস্বীরা নারীসঙ্গ কবে পরিহার ।
 নারী প্রতি স্পৃহা ভবে কেন হবে আর ॥
 যেইজন নিজ পত্নী করিয়া বর্জন ।
 শত নারী সমাদরে করয়ে গ্রহণ ॥
 যশ নষ্ট হয় তার আয়ু হয় ক্ষয় ।
 তাহার জীবন সদা যত্নতুল্য হয় ॥
 এজগতে যশ মান নাহি কিছু যার ।
 তাহার জীবনে শুধু বিড়ম্বনা সার ॥
 শুন রস্তে বিনোদিনী, শুন রূপবতি ।
 অল্প স্থানে যাও তুমি, বৃদ্ধ আমি অতি ॥
 স্নবেশ স্নন্দর যুবা আছে বহুজন ।
 তাহাদের কারো কাছে করহ গমন ॥
 মুনির বচন শুনি রস্তা তারে কথ ।
 তুমি অতি রূপবান্ মুনি মহাশয় ॥

চম্পক সমান তব অঙ্গের বরণ ।
 অতি অপরূপ তব দেহের গঠন ॥
 তপস্তার প্রভাবেতে দীপ্ত তব দেহ ।
 মরি মরি এত রূপ দেখে নাই কেহ ॥
 তোমা সম রূপবান্ আছে কোন্ জন ।
 কাহার নিকটে আর করিব গমন ॥
 কামেতে অধীরা আমি কি কহিব আর ।
 কেমনে তোমারে আমি করি পরিহার ॥
 কামের অনলে মোর দগ্ধ হয় মন ।
 কেমনে করিব বল জীবন ধারণ ॥
 তোমারে ছাড়িয়া আর রহিতে না পারি ।
 এস নাথ উপভোগ কর তাড়াতাড়ি ॥
 হয় তুমি স্নিগ্ধ কর মদনের তাপ ।
 নতুবা তোমারে আমি দিব অভিশাপ ॥
 অভিশাপ হ'তে যদি চাহ বাঁচিবারে ।
 অবিলম্বে লহ তব বক্ষের মাঝারে ॥
 মম মনপ্রাণ দগ্ধ হয় নিরস্তর ।
 মোরে ল'য়ে রতিভোগ কর মুনিবর ॥
 অন্তরাত্মা কীদে মোর শৃঙ্গারের তরে ।
 মোর ইচ্ছা পূর্ণ আজি কর কৃপা ক'রে ॥
 যদি কভু কোন নারী দুঃখিত অন্তবে ।
 ক্রোধভাবে কার প্রতি শাপ দান করে ॥
 সেই নিদারুণ শাপ শুন তপোধন ।
 বিধাতা না পারে কভু করিতে খণ্ডন ॥
 রস্তার বচনে মুনি কিছু নাহি কথ ।
 পুনর্বীর তপস্তায় সমাহিত হয় ॥
 হেরিয়া মুনির এই দৃঢ় আচরণ ।
 ক্রোধভরে রস্তা তারে কহিল তখন ॥
 যেমন করিলে তুমি মোরে অপমান ।
 তেমন তোমাবে করি অভিশাপ দান ॥
 বক্র হবে দেহ তব শাপেতে আমাব ।
 ধারণ করিবে তুমি বিকৃত আকার ॥
 ঘোবন চলিয়া যাবে রূপ নাহি রবে ।
 পুরাতন তপোবল সত্তা নষ্ট হবে ॥

এইরূপ অভিষাপ করিয়া প্রদান ।
 অতীত স্থানেতে রক্ষা করিল প্রস্থান ॥
 অল্পকাল পরে মুনি হ'ল কদাকাব ।
 শ্রীহরির পাদপদ্ম নাহি হেবে আর ॥
 পূর্বের অর্জিত পুণ্য বিদূরিত হয় ।
 বিকৃত তাহাব দেহ হয় অতিশয় ॥
 অতি দুঃখে অগ্নিকুণ্ড করিয়া নির্মাণ ।
 সমুত্তত হয় মুনি ত্যজিবারে প্রাণ ॥
 এমন সময় আমি গিয়া তার স্থান ।
 দিব্যজ্ঞান দিয়া তারে করি বব দান ॥
 অক্ট অঙ্গ বক্র তার করিয়া দর্শন ।
 অষ্টাবক্র নাম তার রাখিলু তখন ॥
 অষ্টাবক্র মুনিবর আমার আভ্যায় ।
 কঠোর তপস্তা তরে আসিল হেথায় ॥
 আমার আদেশে আসি মলয়-শিখরে ।
 বহু বর্ষ ধরি মুনি তপস্তাদি করে ॥
 তাবপব তপস্তার হ'লে অবসান ।
 করিলাম তাবে আমি মুকতি প্রদান ॥
 প্রলয়েব কালে যবে সৃষ্টি ধ্বংস হয় ।
 নষ্ট নাহি হয় মোর ভক্ত-সমুদয় ॥
 অনাহারে মুনিবব তপোমগ্ন রয় ।
 জঠর-অনলে তাব দেহ দগ্ধ হয় ॥
 ভস্মপূর্ণ তাই তার হয় কলেবর ।
 মোব অতি প্রিয়ভক্ত ছিল মুনীশ্বর ॥
 শুন শুন প্রিয়ে তুমি আমাব বচন ।
 অষ্টাবক্র তবে হেথা করি আগমন ॥
 অষ্টাবক্র-সম ভক্ত কোথা আর পাই ।
 এমন পরম ভক্ত কভু জন্মে নাই ॥
 বেগন বেশ্যার শাপে ব্রহ্মা মহাশয় ।
 শুন প্রিয়ে একদিন প্রতাহীন হয় ॥
 সেইরূপ অষ্টাবক্র প্রপৌত্র তাহার ।
 প্রতাপশূন্য হইয়াছে শাপেতে বেশ্যাব ॥
 অষ্টাবক্র-কথা আমি কহিলু সম্প্রতি ।
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ বাধা সতি ॥

ব্রহ্মাবৈবর্তের কথা সকলের সার ।
 যে জন শ্রবণ করে কি ভয় তাহার ॥
 শিখরে দাঁড়ায়ে যুত্যা আছে অনুক্ষণ ।
 হুমধুর কৃষ্ণনাম কর জীবগণ ॥
 বিদূরিত হবে তবে শমনের ভয় ।
 শ্রীহরির নামে বিদ্ব দ্বীভূত হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্র্যম্বকং অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্ভুজেশ অধ্যায়

ব্রহ্মাব নিকট যোহিনীয গমন, এবং যোহিনীকৃত
 কামতোজ কথন ।

কৃষ্ণের বচন শুনি কহে বাধা সতী ।
 অষ্টাবক্র-মুনি-কথা হুমধুর অতি ॥
 অভিষপ্ত হয় কেন ব্রহ্মা মহাশয় ।
 সেই কথা মোরে আজি কহ দয়াময় ॥
 জগতের সৃষ্টিকর্তা হয় যেই জন ।
 জগতে অপূজ্য হয় কিসের কারণ ॥
 জানিবারে কোতুহল জাগে অতিশয় ।
 কৃপা করি কহ নাথ সমস্ত বিষয় ॥
 রাধাব বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন ।
 কহিতেছি সেই কথা শুন দিয়া মন ॥
 হুচন্দ্র নামেতে এক ছিল নরপতি ।
 বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তিনি জ্ঞানবান্ অতি ॥
 হুচন্দ্র নৃপতি অতি ভক্তিপরায়ণ ।
 মলয়-শিখরে করে মোর আরাধন ॥
 সহস্র বৎসব ধরি ভক্তিয়ুক্ত মনে ।
 তপস্তা কবিল রাজা অতি স্তুগোপনে ॥
 তপস্তায় দেহ তার জীর্ণ শীর্ণ হয় ।
 বল্লীকে আচ্ছন্ন দেহ হয় সে সময় ॥
 কৃপাপরবশ হ'য়ে ব্রহ্মা অতঃপব ।
 ববদান তরে সেথা আসিল সত্ত্বর ॥
 কমণ্ডলু মাঝে ছিল মোর বর্ষজল ।
 সে জল সিঞ্চন করে ব্রহ্মা অবিরল ॥

আমার প্রদত্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করে ।
 তপস্তা ত্যজিয়া নৃপ উঠিল সত্বরে ॥
 করযোড়ে রাজা তবে কহে ব্রহ্মা প্রতি ।
 প্রণমি তোমাতে আমি ওগো প্রজাপতি ॥
 যোগাবিক্ত শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্ম হ'তে ।
 মহাতপা বৃদ্ধ তুমি জন্মিলে জগতে ॥
 শুভ্রবেশ চতুর্মুখ শিল্পীর ঈশ্বর ।
 সকলের পিতা গুরু মহাযোগিবর ॥
 শান্তযুক্তি তপস্তায় শুভকল দাতা ।
 কশ্মের স্বজনকারী কর্তা ও বিধাতা ॥
 বেদের বিধানকারী ব্রহ্মা ঋষিবর ।
 সাবিত্রী ভারতী-কান্ত স্বভাবহৃন্দর ॥
 এত বলি নরপতি ভক্তিতরে অতি ।
 বিধির সকাশে তার জানায় প্রণতি ॥
 করযোড়ে নরপতি দাঁড়াইয়া রয় ।
 তাহা হেরি প্রজাপতি ব্রহ্মা তারে কয় ॥
 তোমার উপর আমি স্প্রশন্ন আজ ।
 কোন্ বর চাহ তুমি কহ মহারাজ ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি কহে নরপতি ।
 দয়া করি এই বর দাও মোর প্রতি ॥
 কৃষ্ণের চরণে যেন মন মোর রয় ।
 হরিচিন্তা করি যেন সকল সময় ॥
 হরির দাসত্ব ছাড়া কিছু নাহি চাই ।
 হরির চরণ যেন স্মরি সর্বদাই ॥
 নৃপের বচন শুনি ব্রহ্মা ভগবান্ ।
 অভীষিত বর তারে করিল প্রদান ॥
 এমন সময় নৃপ করিল দর্শন ।
 অপরূপ রথ এক করে আগমন ॥
 মনোহর সেই রথ রত্নের নির্ম্মিত ।
 লক্ষ লক্ষ চামরে ও দর্পণে সজ্জিত ॥
 নানাবিধ চিত্রে শোভে সে রথের মাঝে ।
 রত্নের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥
 দিব্যরূপধারী হরিপারিষদগণ ।
 সেই রথ আরোহণে করে আগমন ॥

পরিধানে গীত বাস করীট মাথায় ।
 বিভূষিত সকলেই বনের মালায় ॥
 কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে অতি চমৎকার ।
 বিনোদ মুবলী হাতে শোভে অনিবার ॥
 চন্দন-চচ্চিত অঙ্গ কুঙ্কম-লেপিত ।
 চরণের মাঝে রত্ন-মঞ্জীর শোভিত ॥
 গোপবেশধারী সবে অতি হৃদদর্শন ।
 রথে আরোহণ করি আসিল তখন ॥
 তাদের দর্শন করি স্তম্ভে নৃপতি ।
 আনন্দেতে ভক্তিতরে করিল প্রণতি ॥
 স্বর্গেতে চন্দ্রভিধ্বনি হয় স্তম্ভর ।
 সহসা পুষ্পের বৃষ্টি হইল প্রচুর ॥
 তারপর সেই রথে করি আরোহণ ।
 গোলোকেতে নরপতি করিল গমন ॥
 সেই হ'তে গোলোকেতে নৃপ পূর্ণাবান্ ।
 মোর পারিষদরূপে করে অবস্থান ॥
 নৃপতিরে বরদান করি প্রজাপতি ।
 যখন গমন করে নিজ গৃহ প্রতি ॥
 সহসা পথের মাঝে মোহিনী তখন ।
 পুষ্পের উত্তান হ'তে করিল দর্শন ॥
 বিধিরে দর্শন করি মোহিনী যুবতী ।
 মদনের বাণে হয় কামাতুরা অতি ॥
 কটাক্ষ নখনে তার মুখ পানে চায় ।
 লাজে মুখ আচ্ছাদন করে পুনরায় ॥
 চম্পক পুষ্পের সম কলেবর তার ।
 মস্তকে ধারণ করে কবরীর ভার ॥
 সিন্দুরের বিন্দু শোভে কপালের মাঝে ।
 হৃন্দর মালতী-মালা গলায় বিরাজে ॥
 শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার ।
 বিকশিত পদ্মসম নেত্র চমৎকার ॥
 পক-বিশ্ব-সম তার গুণ ও অধর ।
 যুক্তাসম দন্তরাজি অতি মনোহর ॥
 শ্রীকলসদৃশ স্তন কঠিন বর্তূল ।
 স্বকঠিন উরুদ্বয় শোভায় অতুল ॥

নিতম্ব ও শ্রোণিঘন্য অপরূপ অতি ।
 সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিহিতা মোহিনী যুবতী ॥
 সারা অঙ্গে শোভে তার রক্ত-অলঙ্কার ।
 ব্রহ্মার বদন পানে চাহে অনিবার ॥
 গজেন্দ্র-সমান গতি অতীব মন্দব ।
 কটাক্ষে যুনীন্দ্রগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥
 বিধাতারে সেই স্থানে হেরিযা যুবতী ।
 মুচ্ছিতা হইয়া পড়ে পূলাকেতে অতি ॥
 জিতেন্দ্রিষ আত্মারাম ব্রহ্মা মহাশয় ।
 যুবতীর আচরণে মুগ্ধ নাহি হয় ॥
 শ্রীহরিরে মনে মনে করিযা স্মরণ ।
 মোহিনীরে ত্যাগ কবি করিল গমন ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি করি পরিহার ।
 মোহিনী ব্রহ্মার চিন্তা করে অনিবার ॥
 স্বপনে ও জাগরণে মোহিনী যুবতী ।
 নিবন্তর ধ্যান করে ব্রহ্মার যুবতি ॥
 অশ্রু যত উপপতি মোহিনীব ছিল ।
 ব্রহ্মার চিন্তায় শেষে সবারে ভুলিল ॥
 কভু ওঠে কভু বসে অশ্রু চিন্তা নাই ।
 ব্রহ্মার মুরতি ধ্যান করে সর্বদাই ॥
 এমন সময় রম্ভা সেই পথে যায় ।
 সহচরী মোহিনীরে দেখিবারে পায় ॥
 কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু তার শুষ্ক অতিশয় ।
 হেবিষা বৃষিল রম্ভা সমস্ত বিষয় ॥
 হস্তমুখে রম্ভা তারে কহিল তখন ।
 কেন সখি হেরি তব বিষম বদন ॥
 ত্রৈলোক্যমোহিনী তুমি রূপসী যুবতী ।
 তোমাব সমান কেবা আছে রূপবতী ॥
 এইভাবে কেন তুমি কর বিচরণ ।
 মান মুখে বহিয়াছ কিসের কারণ ॥
 কামাতুরা হইবাছ তুমি অতিশয় ।
 যাও যাও যেই স্থানে কান্ত তব রয় ॥
 কান্তের নিকটে শীঘ্র করহ গমন ।
 প্রেমসম্ভাষণে তারে কব সচেতন ॥

কুলটা যদিও মোরা অতি ভাগ্যবতী ।
 যোগ্য উপপতি মনে ভোগ করি রতি ॥
 ইন্দ্রিয়-সন্তোগ স্বত্ব কেবা নাহি চায় ।
 যাইতে কান্তের কাছে লজ্জা কিবা তায় ॥
 আত্মা হ'তে প্রিয় আর আছে কোন্ জন ।
 কান্তে অনুগত হই স্বার্থের কারণ ॥
 আত্মার সম্বন্ধ সখি রহে যতদিন ।
 স্নেহ সমাদর তারে করি ততদিন ॥
 শুন শুন প্রিয় সখি, শুন বরাননে ।
 অভিসারে যাই আমি কামাতুর মনে ॥
 বেশ ভূষা করি সখি প্রকুল অন্তরে ।
 কান্তের সমীপে তুমি যাও হ্রদা ক'রে ॥
 বল বল সখি তব কিবা অভিলাষ ।
 আমার নিকটে সব করহ প্রকাশ ॥
 রমণীর মনোভাব অতি স্নেহগোপন ।
 কাহারো নিকটে নাহি কহে কদাচন ॥
 কান্ত আর সহচরী শোনে যদি তাই ।
 শুন স্নেহোচনে তবে কোন দোষ নাই ॥
 অনুরোধ করি আমি তোমার নিকটে ।
 সকল বিষয় মোরে কহ অকপটে ॥
 আমার নিকটে যদি না কর প্রকাশ ।
 অবশ্যই হবে তবে নিজ সর্বনাশ ॥
 রম্ভার বচন শুনি মোহিনী যুবতী ।
 মনোগত সব কথা কহে রম্ভা প্রতি ॥
 শুন রম্ভে মনোরমে কি কহিব আর ।
 কামানলে দগ্ধপ্রায় হৃদয় আমার ॥
 যে অবধি ব্রহ্মাদেবে করিনু দর্শন ।
 সে অবধি কামে মোর জর্জরিত মন ॥
 আহায়ে বিহাবে মোব স্পৃহা কিছু নাই ।
 ব্রহ্মার যুবতি ধ্যান করি সর্বদাই ॥
 দিব্যরাশি নাহি জ্ঞান নিদ্রা নাই চোখে ।
 উন্মাদিনী সম রহি প্রজ্ঞাপতি-শোকে ॥
 ব্রহ্মা যদি নাহি করে আলিঙ্গন দান ।
 কণকাল মধ্যে আমি ত্যজিব পরাণ ॥

কি আর কহিব সখি বেদনা আমার ।
 কামাননে দক্ষীভূত হই অনিবার ॥
 ধিক্ ধিক্ শতধিক্ আমার জীবনে ।
 বল বল সখি আমি বাঁচিব কেমনে ॥
 মোহিনীর বাক্য শুনি রক্তা কহে তায ।
 শুন শুন কহি আমি উৎকৃষ্ট উপায় ॥
 বাহা তুমি বলিতেছ সত্য অতিশয় ।
 মোর উপদেশ শুন দূর কর ভয় ॥
 পুঙ্কর তীর্থেতে তুমি যাও বরাননে ।
 মন্থথের স্তব কর ভক্তিযুক্ত মনে ॥
 তপস্তায় তুচ্ছ হ'য়ে মন্থথ তখন ।
 তোমার নিকটে আমি দিবে দরশন ॥
 তারপর সাথে তব কামদেবে ল'য়ে ।
 গমন করহ সখি ব্রহ্মার আলয়ে ॥
 জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মাদেব অতি তেজোময় ।
 কাম ছাড়া কেবা তারে করে পরাজয় ॥
 এই কথা কহি রক্তা সন্তোষের তরে ।
 কামের সন্নীপে যায় প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 মন্থথের আরাধনা করিবার তরে ।
 পুঙ্কর তীর্থেতে যায় মোহিনী সহরে ॥
 বহুবর্ষ মন্থথের করি আরাধন ।
 মোহিনী লভিল শেষে কামের দর্শন ॥
 অনন্তর কামদেবে সাথে তার ল'য়ে ।
 চলিল মোহিনী ভ্রা ব্রহ্মার আলয়ে ॥
 ব্রহ্মার নিকটে গিয়া মোহিনী যুবতী ।
 আরস্তিল নৃত্য গীত মনোহর অতি ॥
 মোহন সঙ্গীত-সুধা করিয়া শ্রবণ ।
 বিমোহিত হইলেন বিধাতা তখন ॥
 নরক অঙ্গ পুলকিত হইল তাঁহার ।
 নয়ন হইতে অশ্রু বহে বারংবার ॥
 মোহিনী তখন অতি উৎসাহের ভরে ।
 কামশাস্ত্র অনুযায়ী নানা ভঙ্গী করে ॥
 ব্রহ্মার পানেতে হানে কটাক্ষ নয়ন ।
 দেখায় আপন অঙ্গ উড়ায়ে বসন ॥

তার মনোগত ভাব বুঝি পদ্মায়ানি ।
 লজ্জায় মস্তক নত করিলা অমনি ॥
 হরিরে স্মরণ ব্রহ্মা করে মনে মনে ।
 মোহিনীর সঙ্গীতাদি না পশে শ্রবণে ॥
 অতীব নিরাশ হ'য়ে মোহিনী তখন ।
 শুষ্ক কণ্ঠে কামদেবে করিল স্তবন ॥
 হে অনঙ্গ ফুলশর রতিপতি কাম ।
 তোমাব চরণে আমি করিছু প্রণাম ॥
 মন হৈতে হইয়াছে উদ্ভব তোমার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 জীবের শরীরে তুমি কর অবস্থান ।
 যোগীদের প্রীতি তুমি দৃষ্টি কর দান ॥
 ছুরারাম্য দুর্নিবার্য হও অনিবার ।
 তোমার চরণে আমি নমি বায়ংবার ॥
 রতিপ্রিয় রতিস্বামী কি কহিব আর ।
 ভক্তিভরে নমি আমি চরণে তোমার ॥
 অজ্ঞেয় সদাই তুমি জীবের কারণ ।
 রতিজীবরূপী তুমি হও অনুক্ষণ ॥
 নারীদের বন্ধু তুমি রমণীমোহন ।
 প্রেমিকজনের তুমি প্রাণপ্রিয় ধন ॥
 রমণী বাহন তব হয় অনিবার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 রূপের আধার তুমি গুণের আশ্রয় ।
 স্রগন্ধি পবন তব মস্তকী সদা হয় ॥
 কুহুম-আযুধ তুমি প্রভু পঞ্চশর ।
 যুবজনে অধিষ্ঠান কর নিরন্তর ॥
 বিরহীর প্রাণান্তক হও অবিরাম ।
 তোমার চরণে আমি করিছু প্রণাম ॥
 জ্ঞান বলে কবে যারা তোমারে বর্জন ।
 তাহাদের জ্ঞান তুমি কর বিনাশন ॥
 ভক্ত মাঝে সূক্ষ্মদেহে কর অবস্থান ।
 তোমার চরণে আমি নমি পঞ্চবাণ ॥
 তপস্তার বীজরূপী তুমি সদা হও ।
 তপস্বীর মাঝে তুমি নিরন্তর রও ॥

তোমার ইচ্ছা যত মুক্ত জীবগণ ।
 অনায়াসে হ'তে পাবে কাম্যেতে মগন ॥
 পঞ্চেন্দ্রিগণ সদা তোমার আধার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 তব সাধ্য বাধ্য যত প্রাণী সমুদয় ।
 তোমারে প্রণাম করি সকল সময় ॥
 এইরূপ স্তব কবি মোহিনী যুবতী ।
 মন্থন্থেব ধ্যান করে ভক্তি-ভরে অতি ॥
 শুন শুন বাধা সতি কহি তব কাছে ।
 মাধ্যম্নিন শাখা মাঝে উক্ত ইহা আছে ॥
 এই মনোহর স্তব গন্ধমাদনেতে ।
 মোহিনীকে দান করে ত্বর্কাসা পূর্ব্বতে ॥
 এই স্তব পাঠ করে যেই কামী জন ।
 নিফলক হ'য়ে সেই রয় অনুদণ ॥
 কামদেব-সম সেই প্রভাশালী হয় ।
 সাধ্বীপত্নী লাভ করে নাহিক সংশয় ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা যে শুনিবে কাণে ।
 অনাবিল ভক্তিহুধা উছলিবে প্রাণে ॥
 জুড়াবে তাপিত হিয়া শান্তি পাবে মনে ।
 ভয় কিছু নাহি রবে এ ভব ভবনে ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বুধা কাটে কাল ।
 কৃষ্ণনামে ছিন্ন হয় ভব মাষাজাল ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুঃশ্লোক অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চোক্তিশ্রংস অধ্যায়

ব্রহ্মা ও মোহিনীর উজ্জ্বল-প্রতীতি, ব্রহ্মাকৃত
 শ্রীকৃষ্ণের স্তব-কথন ।

কহিলেন ভগবান্ রাবিকাব প্রতি ।
 কি হইল তারপর শুন রাধা সতি ॥
 মোহিনীর স্তবে ভুট্ট কাম অনন্তর ।
 অন্তরীক্ষ হ'তে শর হানিল সত্তর ॥
 মদনের শবাবাতে ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 কামের প্রভাবে হয় বিচলিত অতি ॥

চঞ্চল হইবা ব্রহ্মা কামাতুর মনে ।
 মোহিনীর মুখপানে চাহে ক্ষণে ক্ষণে ॥
 কিছুকাল পবে ব্রহ্মা লভিবা চেতন ।
 মনে মনে শ্রীহরিরে করিল স্মরণ ॥
 মদনের অভিসন্ধি বুঝি তারপরে ।
 অভিলাষ দেয় তাবে কুপিত অন্তরে ॥
 শোন্ বে কন্দর্প তুই যুগে অতিশয় ।
 অহঙ্কাবে মত্ত তুই সকল সময় ॥
 হিতাহিত জ্ঞান তোর নাহি কিছু আর ।
 গুরুজন প্রতি তোর একি ব্যবহার ॥
 শোন্ বে পামর তুই বচন আমার ।
 অচিবে বিচূর্ণ হবে তোব অহঙ্কার ॥
 এইরূপ অভিলাষ কবিয়া শ্রবণ ।
 অতীব শঙ্কিত হয় মন্থন্থ তখন ॥
 ওষ্ঠ কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইল তাহার ।
 ভয়েতে শরীর তার কাঁপে বারংবার ॥
 তারপব মোহিনীকে করি সম্বোধন ।
 ব্রহ্মাদেব ধীরে ধীরে কহিল তখন ॥
 আমার বচন শুন মোহিনী যুবতী ।
 বুঝিয়াছি তুমি আজ কামাতুরা অতি ॥
 উদ্দেশ্য সফল তব হইবে যেথায ।
 সেই স্থানে যাও তুমি কহিনু তোমায ॥
 অন্তায় কার্য্যেতে মোব নাহি যায় মতি ।
 কেন বুধা আসিয়াছ আমার সংহতি ॥
 বেদের নিন্দিত যেই কাজ অনুক্ষণ ।
 সেই কাজ আমি নাহি করি কদাচন ॥
 বেদেব স্বজনকর্তা আমি পদ্মযোনি ।
 কেমনে গহিত কাজ কবিব আপনি ॥
 বেষ্ঠাসঙ্গ যেইজন না কবে বর্জ্জন ।
 এ ভুবন মাঝে সেই অতি অভাজন ॥
 ধন প্রাণ নষ্ট হয়, যশ নাহি হয় ।
 পরিণামে ক্লেশভোগ কবে অতিশয় ॥
 পুংশ্চন্দী রমণী যারা, বাহারা অদতী ।
 অভিলাষ করে তারা নিত্য নবপতি ॥

সকল কার্যোতে তারা ব্যাঘাত জন্মায় ।
 অতীব নির্ভুরা তারা হয় এ ধরায় ॥
 বিপদের গুল হয় অসতী যুবতী ।
 নরঘাতী হ'তে তারা ভয়ঙ্কর অতি ॥
 যেমন ক্ষণিক হয় দীপ্তি অশনির ।
 সেরূপ ক্ষণিক প্রেম কুলটা নারীর ॥
 জলরেখা-সম তাহা ক্ষণস্থায়ী হয় ।
 কুলটা রমণী সদা হীনা অতিশয় ॥
 অসতী নারীরে করে বিশ্বাস যে জন ।
 পদে পদে হয় সেই বিপদে মগন ॥
 শুন শুন রূপবতি মোহিনী যুবতি ।
 অপ্সরার মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠা হও অতি ॥
 যে যুবা তোমাতে পায় সেই ভাগ্যবান্ ।
 তপস্বীর কাছে তুমি বিশ্বের সমান ॥
 অনন্ত-যৌবনা তুমি হও অমুকুণ ।
 যোগ্য পুরুষের তুমি কর অন্বেষণ ॥
 চতুরা রমণী তুমি নারীদের মাঝে ।
 পুরুষেরে বশীভূত কর সর্ব কাঙ্গে ॥
 বিদগ্ধ নায়ক সহ তোমার মিলন ।
 অতিশয় প্রাণিকর হয় অমুকুণ ॥
 জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আমি তপশ্চায় রত ।
 নিয়মের আজ্ঞাধীন হই অবিরত ॥
 বেশ্যা প্রতি কভু মোর নাহি ধায় মন ।
 অজ্ঞান্যে তুমি আজি করহ গমন ॥
 আমি তব পিতৃভুল্য, জনক তোমার ।
 আমারে এখন তুমি কর পরিহার ॥
 কামদেব চন্দ্র বৃধ অশ্বিনীতনয় ।
 কামশাস্ত্রে সুপাণ্ডিত হয় অতিশয় ॥
 তাদের বর্জন করে যে সব যুবতী ।
 তারা অতি মৃঢ়া নারী, অরসিকা অতি ॥
 সম্ভোগ-বিষয়ে নর নারীসঙ্গ চায় ।
 নারী চায় নরসঙ্গ নাহি শোনা যায় ॥
 যুবজন যুবতীরে করিবে প্রার্থনা ।
 যুবকে চাহিলে নারী শুধু বিড়ম্বনা ॥

যেই নারী অঘাচিতে উপস্থিত হয় ।
 লাক্ষিত হইবে সেই নাহিক সংশয় ॥
 আপন পত্নীতে রত হয় নরগণ ।
 স্বীয় কান্ত প্রতি রত নারী সর্বক্ষণ ॥
 পরপুরুষের প্রতি ধায় যার মন ।
 বেদের বিরুদ্ধ সেই করে আচরণ ॥
 আপনার বস্ত্র ভোগে যেই জন করে ।
 পূজনীয় হয় সেই পৃথিবী ভিতরে ॥
 পরবস্ত্র-ভোগে সদা ধায় যার মন ।
 সেই জন পূজ্য নাহি হয় কদাচন ॥
 বেদের বিহিত কার্য যেই জন করে ।
 তার শত্রু নাহি রয় এ বিশ্ব-ভিতরে ॥
 বেদের বিরুদ্ধ কার্যে হয় যেই রত ।
 মিত্রগণ শত্রুরূপে হয় পরিণত ॥
 বেদের বিহিত কার্য করে যেইজন ।
 তাহার উপর সদা হরি ভুক্ত হন ॥
 যাহার উপর সদা হরি ভুক্ত রন ।
 তাহার উপর ভুক্ত এ বিশ্ব ভুবন ॥
 হরি রুক্ত হ'লে পরে সবে রুক্ত হয় ।
 পদে পদে সে জনের হয় পরাজয় ॥
 প্রকৃতির অংশজাতা রমণী সকলে ।
 মাধবী ও কুলটা হয় নিজ কর্মফলে ॥
 কুলটা রমণী হয় নিন্দনীয় অতি ।
 পূজনীয়া হয় সদা পতিব্রতা সতী ॥
 আপনি যাচিয়া যায় পুরুষের কাছে ।
 এমন রমণী বল কেবা দেখিয়াছে ॥
 তুমি অতি কলঙ্কিনী অতি নিন্দনীয় ।
 পুরুষের কাছে যাও আপনি যাচিয়া ॥
 এইরূপ কহে যবে ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 কুপিতা হইয়া কহে মোহিনী যুবতী ॥
 বৃথা তুমি উপদেশ দাও মহাশয় ।
 কিছুতেই মোর মন শাস্ত নাহি হয় ॥
 যেদিন হইতে তোমা করিহু দর্শন ।
 অহোরাত্র ধ্যান করি তোমার বদন ॥

সব উপপতি কথা ভুলিয়াছি আমি ।
 তুমি মোর একমাত্র প্রাণকান্ত স্বামী ॥
 রস্তার বচনে আমি কামদেবে ল'য়ে ।
 তোমারে ভূষিতে আসি তোমার আলয়ে ॥
 তব অভিশাপে কাম হইল বিফল ।
 সে কারণে মন মোর অতীব বিফল ॥
 তিরস্কার করিতেছ কত যে আমায় ।
 তোমারে ছাড়িতে তব মন নাহি চায় ॥
 কৃপার সাগর তুমি অগতির গতি ।
 কৃপা কর কৃপা কর কিস্করীর প্রীতি ॥
 যতক্ষণ নাহি পাই তব আলিঙ্গন ।
 কিছুতেই তৃপ্ত নাহি হবে মোর মন ॥
 বিশ্বের বিধাতা তুমি প্রভু প্রজাপতি ।
 কর্মফলে আমি আজি কুলটা অসতী ॥
 সাধুজন দয়াহীন নাহি হয় কভু ।
 হৃদয়ের ছালা তুমি তৃপ্ত কর প্রভু ॥
 কর্মফলে কেহ করে যানিতে গমন ।
 কর্মফলে কেহ করে তাহারে বহন ॥
 আপনার কর্মফলে রাজা কেহ হয় ।
 কেহ বা প্রজার রূপে আসি জন্ম লয় ॥
 কেহ পাত্রেমিত্রে হয় কেহ বা কিস্কর ।
 হীনবংশে জন্মে কেহ পৃথিবী ভিতর ॥
 শূকরীর গর্ভে কেহ জন্মে কর্মফলে ।
 সতীগর্ভে জন্মে কেহ নিজ পুণ্যবলে ॥
 তোমাব পুত্রের কাপে কেহ জন্ম লয় ।
 নিজ কর্মফল ভোগে জীব-সমুদয় ॥
 শ্রীহরির পাবিধ্য হয় কোন জন ।
 বিষ্ঠাকৃমি রূপ কেহ করিছে ধারণ ॥
 কর্মফলে স্বর্গধামে যায় কোন জন ।
 কেহ কর্মফলে কবে নবকে গমন ॥
 আপনাব কর্মফলে কেহ ইন্দ্রে হয় ।
 কর্মফলে কেহ হীন জন্তু হ'য়ে রয় ॥
 কেহ বা ক্ষত্রিয় হয় কেহ বা ব্রাহ্মণ ।
 বৈশ্য বা শূদ্রের জাতি হয় কোন জন ॥

কেহ প্রোক্ত কেহ মূর্থ হয় কর্মফলে ।
 অঙ্গহীন হ'য়ে কেহ আসে ধরাতলে ॥
 কেহ নরঘাতী হয় কেহ সাধুজন ।
 কেহ বা শাস্ত্রজ্ঞ হ'য়ে করে আগমন ॥
 কর্মফলে তুমি হও ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 নিজ কর্মফলে আমি হইনু অসতী ॥
 সুরপুত্র-বেশ্যা আমি শুন মহাশয় ।
 আমাবে করিলে ভোগ দোষ নাহি হয় ॥
 দেবতার ভোগ্যা আমি আদরিণী অতি ।
 মোরে আলিঙ্গন দান কর প্রজাপতি ॥
 সবার কারণ হন কৃষ্ণ সনাতন ।
 সকল কর্মের ফল করেন অর্পণ ॥
 কেন বুধা তুমি মোবে কর তিরস্কার ।
 কহ কহ পদ্মযোনি কি দোষ আমার ॥
 জগতের লস্টা তুমি হও অনুক্ষণ ।
 আসিলাম হেরিবারে তোমার চরণ ॥
 যোগিগণ স্বপ্নে যাঁর দর্শন না পায় ।
 পতিরূপে চাই আমি সেই দেবতায় ॥
 নাহি যাব আমি আর কাহারো নিকটে ।
 তোমার নিকটে সদা রব অকপটে ॥
 তুমি ছাড়া কাহারে না করিব স্পর্শন ।
 তোমারে ছাড়িয়া নাহি করিব গমন ॥
 এই কথা বলি তারে মোহিনী যুবতী ।
 ব্রহ্মার নিকটে বসে কামভরে অতি ॥
 যুবতীর আচরণ করিয়া দর্শন ।
 অতীব শঙ্কিত হয় বিধাতা তখন ॥
 কামেতে ব্যাকুল হ'য়ে মোহিনী যুবতী ।
 দেখায় আপন অঙ্গ বিধাতার প্রীতি ॥
 এমন সময় কাম করি আগমন ।
 এক সাথে পঞ্চবাণ কবিল ক্ষেপণ ॥
 সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন ।
 স্তম্ভন এ পঞ্চশর হানিল তখন ॥
 কামেব কিস্কবগণ আসিয়া হ্রস্বায় ।
 সম্মোহিত করিবাতে চেষ্টা কবে তায় ॥

কামের আদেশে বহে যুতুল পবন ।
 কুহু কুহু রব করে যত পিকগণ ॥
 মধুর গুঞ্জন করে অলি সমুদয় ।
 রোমাঞ্চিত হয় তাতে ব্রহ্মার হৃদয় ॥
 যুতু যুতু হ্যস্ত করি মোহিনী যুবতী ।
 কটাক্ষ নবনে চাহে বিধাতার প্রীতি ॥
 মন্থাথের আবির্ভাব বুঝি পদ্মযোনি ।
 মনে মনে শ্রীহরিরে স্মরিলা অমনি ॥
 তারপর যুক্তকরে ভক্তিতরে অতি ।
 শ্রীহরির স্তব করে ব্রহ্মা প্রজ্ঞাপতি ॥
 দ্বিভুজ মুবলীধারী তুমি সনাতন ।
 কামের সাগরে আজ মগ্ন মোর মন ॥
 রক্ষা কর রক্ষা কর প্রভু ভগবান্ ।
 বিপদ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥
 দুস্তর কামের সিঙ্খু ভাবাবহ অতি ।
 রক্ষা কর ভগবান্ ঘূচাও দুর্গতি ॥
 বিশ্বস্থিতির বীজরূপী কামের সাগর ।
 পরিত্রাণ কর মোরে হে শ্রীমহেশ্বর ॥
 কামে শুধু জ্ঞানচক্ষু আবরিত হয় ।
 রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দয়াময় ॥
 স্নেহস্তর কামসিঙ্খু জানি অনুক্ষণ ।
 রমণী কুন্তীর সেখা করে বিচরণ ॥
 খরতর রতিশ্রোত বহে অবিরল ।
 চেউয়ের মাতনে জল করে টলমল ॥
 প্রাথমতঃ স্তম্ভাসন দেখে বোধ হয় ।
 পরিণামে কামসিঙ্খু অতি বিষময় ॥
 একমাত্র কর্ণধার তুমি ভগবান্ ।
 কামসিঙ্খু হ'তে মোরে কর পরিত্রাণ ॥
 মোর মত কত ব্রহ্মা সৃজন তোমার ।
 কৃপা করি মোরে তুমি করহ উদ্ধার ॥
 কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো অগতির গতি ।
 বিশ্বের ঈশ্বর প্রভু ঘূচাও দুর্গতি ॥
 অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি আমি ।
 অন্ধকার দূর কর ত্রিভুবন-স্বামী ॥

কামসিঙ্খু জলে পড়ি ভীত অতিশয় ।
 পরিত্রাণ কর মোরে তুমি দয়াময় ॥
 এইরূপ স্তব করি বিরিকি তখন ।
 আমার চরণ-পদ্ম করিল স্মরণ ॥
 ব্রহ্মাকৃত এই স্তোত্র যে করে পঠন ।
 অপঘণে মগ্ন নাহি হয় সেই জন ॥
 মোর মায়া অতিক্রম করি অতঃপর ।
 মোর ভক্তশ্রেষ্ঠ সেই হয় নিরন্তর ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্মরণ সমান ।
 শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥
 বিদূরিত হয় বিষ, দূর হয় ভয় ।
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুধানয় ॥
 তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে ।
 পুরাণ শ্রবণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥
 অসার সংসারে দিন বুধা কাটে হায় ।
 ভুলিয়া রযেছ সবে বিষ্ণুর মায়ায় ॥
 মোহনিদ্রা হ'তে সব কর জাগরণ ।
 একমনে ভজ সেই কৃষ্ণের চরণ ॥
 হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয় ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময় ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মা প্রতি মোহিনীৰ অভিসম্পাত এবং
ব্রহ্মাৰ দর্পচূর্ণ ।

রাধিকারে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 শুন সতি তারপব বিচিত্র আখ্যান ॥
 শ্রীহরিরে স্তবস্ততি করিয়া তখন ।
 অন্তরের কাম ইচ্ছা করেন দমন ॥
 ব্রহ্মার সে দশা হেরি মোহিনী যুবতী ।
 পরিহাস সহকারে কহে তার প্রতি ॥
 নারীবে ইঙ্গিত মাঝে করি আকর্ষণ ।
 তার সহ রতি ভোগ বরে যেইজন ॥

সে জন পুরুষশ্রেষ্ঠ সকল সময় ।
 উত্তম পুরুষ বলি খ্যাতি সেই হয় ॥
 বমণী-প্রার্থিত হ'য়ে যদি কোন জন ।
 বিলম্বেতে তাব সহ করয়ে রমণ ॥
 শুন শুন পদ্মবোনি বচন আমাব ।
 মধ্যম পুরুষ বলি খ্যাতি হয় তার ॥
 কামাতুরা বমণীরে পাইয়া নির্জনে ।
 বে জন সন্তোষ নাহি করে তার সনে ॥
 তাহাবে পুরুষ বলি কেহ নাহি কয় ।
 ক্লীবব মাঝারে সেই সদা গণ্য হয় ॥
 গৃহী বা তপস্বী মাঝে যদি কোন জন ।
 উপস্থিতা বমণীবে করয়ে বর্জন ॥
 ইহকালে সেইজন অপূজিত হয় ।
 রমণীবে শাপে সেই ক্লীবকপে রয় ॥
 পবকালে কবে সেই নবকে গমন ।
 রূপভ্রষ্ট হ'য়ে সদা রহে সেই জন ॥
 জগতের নাথ তুমি কর অবধান ।
 এস এস কর মোরে আলিঙ্গন দান ॥
 স্নহুস্তব কামার্গবে ভাসিতেছি আমি ।
 কর্ণধাররূপে তুমি দ্রোণ কব আমি ॥
 মন্দ মন্দ বহিতেছে স্নগন্ধ পবন ।
 স্নমধুব কুহধরনি করে পিকগণ ॥
 মনোহর স্থান হেথা বস্য অভিলাষ ।
 রতিপণ্যে এ দাসীবে কব তুমি ক্রম ॥
 এস এস প্রজাপতি রহিতে না পারি ।
 আলিঙ্গন দান মোবে কর তাড়াতাড়ি ॥
 এইরূপ কহি তারে মোহিনী তখন ।
 ব্রহ্মাব অঙ্গের বস্ত্র কবে আকর্ষণ ॥
 শঙ্কিত হইয়া ব্রহ্মা ব্যাকুলিত মনে ।
 সবিনয়ে কহে তাবে মধুব বচনে ॥
 আমার বচন শুন মোহিনী যুযুতি ।
 সাবভূত হিতকথা কহি ভব প্রীতি ॥
 ত্রিভুবনে লজ্জা সদা নাবীব ভূষণ ।
 লজ্জাই নাবীব শোভা হয় অনুক্ষণ ॥

রাজ—৩৫

শুন মাতঃ আমি বৃদ্ধ নন্দন তোমার ।
 আমাবে এখন তুমি কব পরিহার ॥
 আর কত যুবা আছে অতি স্নদর্শন ।
 তাহাদের কাছে তুমি কবই গমন ॥
 রতির নির্বন্ধ মোব নাহি তব সনে ।
 মোরে তুমি পরিত্যাগ কর স্নলোচনে ॥
 এই কথা বলি তারে বিধাতা তখন ।
 আমার চরণ-পদ্ম করিল স্নবণ ॥
 কাণে নাহি লয় বেশী বচন ব্রহ্মার-
 হাত ধরি আকর্ষণ করে বারংবার ॥
 ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত যত মুনীগণ ।
 সহসা ব্রহ্মাব কাছে কবে আগমন ॥
 পুলস্ত্য পুলহ অত্রি কণ্ঠ সনাতন ।
 মরীচি কপিল বোচু লোমশ চ্যবন ॥
 পঞ্চশিখ শুক্ল শঙ্কু শঙ্খ বৃহস্পতি ।
 মনক সনন্দ রুচি তেজোদীপ্ত অতি ॥
 আসিল প্রচেতা মুন আসিল বর্দম ।
 বশিষ্ঠ অঙ্গিবা ক্রতু আসিল গৌতম ॥
 আহুবি যুকণ্ড ভৃগু তুর্বাসা প্রবর ।
 বিভাণ্ডক ধাত্মশৃঙ্গ মুন পরাশর ॥
 মার্কণ্ডেয় ভবদ্বাজ উতথ্য কশ্যপ ।
 আসিল কৌশিক আর আসে শাতাতপ ॥
 সনৎকুমার আব আসিল পিঙ্গল ।
 বামদেব মুন আদি আসিল সকল ॥
 তেজোদীপ্ত মুনীগণে হেরিয়া সেখায় ।
 মোহিনী ব্রহ্মারে ত্যাগ করিল লজ্জায় ॥
 বিধাতারে মুনীগণ কবিল প্রণতি ।
 আশীর্ব্বাদ কবে ব্রহ্মা সকলেব প্রীতি ॥
 মোহিনীবে সেই স্থানে করিয়া দর্শন ।
 ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করে যত মুনীগণ ॥
 বুঝিতে না পারি প্রভু কহ অকপটে ।
 মোহিনী যুযুতী কেন তোমার নিকটে ॥
 তাহাদেব প্রণে ব্রহ্মা হস্ত কবি কয় ।
 শুন শুন কহিতেছি মুন-সমুদয় ॥

মনোহর নৃত্য গীত করি অবিরাম ।
 পিতার নিকটে কহা করিছে বিশ্বাস ॥
 জ্ঞানবলে মূনিগণ সকলি বুঝিল ।
 ব্রহ্মার বচন শুনি হাসিতে লাগিল ॥
 অতীব কুপিতা হ'য়ে মোহিনী যুবতী ।
 ক্রোধভরে উঠি কহে বিধাতার প্রতি ॥
 বেদের স্বজন তুমি করিলে ব্রাহ্মণ ।
 বেদের বিরুদ্ধ কার্য কর কি কারণ ॥
 বেদবিদ গুরু হ'য়ে শুন পদ্মযোনি ।
 বেদের বিরুদ্ধ কাজ করিছ আপনি ॥
 স্বীয কহা প্রতি কভু স্পৃহা হয় যার ।
 নর্ত্তকীরে উপহাস নাহি সাজে তাব ॥
 বেশ্যারূপে হরি মোরে করিলা স্বজন ।
 উপহাস কব তুমি কিসের কারণ ॥
 যেমন আমারে তুমি কর উপহাস ।
 মোর অভিশাপে তব হবে সর্বনাশ ॥
 জগতের মাঝে তুমি অপূজিত রবে ।
 মোর শাপে অবিলম্বে দৰ্প চূর্ণ হবে ॥
 তোমার কবচ মন্ত্র লবে যেই জন ।
 পদে-পদে বিদ্র তার হবে অনুক্ষণ ॥
 এই কথা বলি বেশ্য অতি ক্ষুব্ধ মনে ।
 রতিব্রত তরে বাঘ কামের ভবনে ॥
 কামের সকাশে গিয়া মোহিনী স্তম্ভরী ।
 কহিল বাঁচাও প্রভু আলিঙ্গন করি ॥
 ধীরে ধীরে অন্তঃপর মোহিনী তখন ।
 মদন সকাশে সব করে নিবেদন ॥
 মোহিনীর কাম ইচ্ছা বাধা নাহি মানে ।
 সকাম মননে চাহে মদনের পানে ॥
 মদন মোহিনী বাক্য করিবা শ্রবণ ।
 সমাদরে নিজ পাশে করিল গ্রহণ ॥
 স্তম্ভরী মোহিনী নারী আপনি আসিল ।
 মদন অশেষ ভাগ্য তাহাতে মানিল ॥
 আনন্দে উভয়ে করে কেলি অনিবার ।
 রতিব্রত মগ্ন দৌঁছে আনন্দ অপার ॥

মোহিনী বনসাদি মিটিল যখন ।
 আনন্দে স্বগৃহ গানে করিল গমন ॥
 ব্রহ্মারে ত্যজিয়া বেশ্য চলি গেলে পর ।
 কোণে কোণে বিরিক্ষিত পূরিল অন্তর ॥
 মোহিনীর অভিগম করিবা শ্রবণ ।
 অতীব দুঃখিত হয় যত মূনিগণ ॥
 তারপর মূনিগণ বিধাতারে কব ।
 হরির শরণ তুমি লহ মহাশয় ॥
 বৈকুণ্ঠে গমন তুমি কর প্রজাপতি ।
 দয়াময় হরি তব ঘুচাবে দুর্গতি ॥
 এইরূপ পরামর্শ দিয়া মূনিগণ ।
 নিজ নিজ আশ্রমেতে করিলা গমন ॥
 মূনিদের বাক্য শুনি বিরিক্ষিত হুয়তি ।
 ভাবিলেন মনে মনে কি হইবে গতি ॥
 যদিও মূনিরা দিল নানা উপদেশ ।
 তবুও মনের দুঃখ রহিল অশেষ ॥
 ধীরে ধীরে চলে ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠের পানে ।
 অকস্মাৎ অহঙ্কার জাগিল পরাণে ॥
 বিষ্ণু হৈতে হীন আমি নই কোন মতে ।
 তবে কেন যাই তার শরণ লইতে ॥
 আমি তো জগৎস্রষ্টা সবার বিধাতা ।
 তবে কেন বিষ্ণু কাছে হেঁট করি মাথা ॥
 পথে পথে এইরূপে অনেক ভাবিল ।
 পরিশেষে বিষ্ণুপাশে উপনীত হৈল ॥
 বৈকুণ্ঠ মণ্ডলাকৃতি বিবট দর্শন ।
 সগাই বিরাজে লেখা লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
 জলধর-সম কৃষ্ণ শ্যাম-কলেবর ।
 জ্যোতি-অন্তরালে তাঁর রূপ মনোহর ॥
 নলিন-পলাশ নেত্র শ্রীমুখ-কমল ।
 পূর্ণ শশধর-সম রূপে চলিল ॥
 সেই মনোহর রূপ কন্দর্প-নির্মিত ।
 দ্বিভুজ যুবলীধারী রক্ত-বিভূষিত ॥
 কস্তুরী-কুঙ্কম আর চন্দন-লেপিত ।
 বক্ষঃস্থলে মণি আর শ্রীবৎস-চিহ্নিত ॥

রত্নেব কিরীট শোভে মন্তকে তাঁহার ।
 বজ্র-সিংহাসনে বসে কৃষ্ণ অবতার ॥
 যেই চতুর্ভুজ রূপ বৈকুণ্ঠেতে রয় ।
 তাহারে প্রণাম করে ব্রহ্মা মহাশয় ॥
 আশীর্বাদ কবি তাঁরে দেব নারাযণ ।
 কহিলেন কেন বিধি হেথা আগমন ॥
 আশ্বিনী-বৃশ্চিক তবে বলি প্রজাপতি ।
 করযোড়ে বিষ্ণুপাশে কবেন মিনতি ॥
 অগতিব গতি প্রভু তুমি নাবাযণ ।
 বেষ্টা-শাপ হ'তে মোরে করহ রক্ষণ ॥
 ব্রহ্মার মুখেতে সব করিষা শ্রবণ ।
 যুগ্ম যুগ্ম হাশ্ব কবি কহে নাবাযণ ॥
 বেদজ্ঞ হইয়া তুমি কবিবাছ যাহা ।
 স্রবন্ধি পুরুষ কেহ নাহি কবে তাহা ॥
 প্রকৃতির অংশরূপা রমণী সকল ।
 জগতের বীজরূপা হুয় অবিরল ॥
 কেহ যদি বিড়ম্বনা করে রমণীরে ।
 সেই জন বিড়ম্বনা কবে প্রকৃতিবে ॥
 ব্রহ্মলোক ত্রীড়াক্ষেত্র হয় অহরহঃ ।
 কি কারণে কব সেথা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ॥
 যদি কোন নাবী কভু কাশাতুর মনে ।
 সম্ভোগ প্রার্থনা করে আসিয়া নির্জনে ॥
 জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি হয় কোন জন ।
 তথাপি সে নাবীবে কি করিবে বর্জন ॥
 উপস্থিত নারীবে যে কবে পবিহাব ।
 ইহকালে তাব ভাগ্যে বিড়ম্বনা সাব ॥
 গুহখিত হইয়া নাবী শাপ দেয় তাবে ।
 পবকালে যায সেই নবক মাঝবে ॥
 আপনাব বমণীবে করিষা বর্জন ।
 অশ্বেষ বমণী যেই কবয়ে গ্রহণ ॥
 সেইজন নবাধম অতি দুবাশয় ।
 নবকে যাইবে সেই নাহিক সংশয় ॥
 নিজ স্বামী যেই নাবী কবি পরিহাব ।
 অপর পুরুষ সহ করে ব্যভিচার ॥

সে জন অসতী নাবী কুলকলঙ্কিনী ।
 অতিশয় নিন্দনীয়া সে সব কামিনী ॥
 বেষ্টা আর উপস্থিতা নারী সহবাসে ।
 পুরুষেব কিছু তাতে নাহি যায় আসে ॥
 পবপুরুষের প্রতি যায যার মন ।
 অন্ধকূপে সেই নারী করিবে গমন ॥
 স্বর্গবেষ্টা সদা কবে স্বর্গে অবস্থান ।
 যেই জন তাহাদেব করে অপমান ॥
 অপবাদী সেই জন অবশ্যই হয় ।
 বেষ্টাদের অভিশাপে পড়ে সে নিশ্চয় ॥
 শুন শুন প্রজাপতি আমাব বচন ।
 পাণীদের ভবাবর্ণে বহ কিছুক্ষণ ॥
 যাহাতে তোমার শীঘ্র শাপমুক্তি হয় ।
 তাহাব উপায় আমি করিব নিশ্চয় ॥
 এত বলি নারাযণ ভাবে মনে মনে ।
 বিবিধির অহঙ্কার তাস্ত্রিব এগুণে ॥
 সব কিছু ঘটে বিশ্বে ইচ্ছাষ বাহার ।
 তাহার মাহাত্ম্য বোঝে সাধ্য আছে কার ॥
 এমন সময় সেথা আসি এক দ্বারী ।
 হবিব সম্মুখে আসি কহে তাড়াতাড়ি ॥
 অগ্ন ব্রহ্মাণ্ডেব পতি ব্রহ্মা দশানন ।
 তোমাব দর্শন তবে করে আগমন ॥
 দ্বারীর বচন শুনি কহে সনাতন ।
 শীঘ্র শীঘ্র তাংরে হেথা কর আনয়ন ॥
 শ্রীহবিব আন্তরা পেয়ে দ্বারী অতঃপ্রব ।
 ব্রহ্মারে হবিব কাছে আনিল সন্মব ॥
 চতুর্মুখ ব্রহ্মাদেব বাখিয়া পশ্চাতে ।
 দশমুখ ব্রহ্মা বসে হরিব সভাতে ॥
 তাবপব যুক্তকরে অতি-ভক্তি-ভাবে ।
 দশানন ব্রহ্মাদেব হরিত্তব কবে ॥
 হবিব সভাব মাঝে এগন সময় ।
 শতমুখ ব্রহ্মাদেব উপনীত হয় ॥
 তাবপব শ্রীহবিব স্তব কবি আগে ।
 অগ্ন অগ্ন ব্রহ্মাদেব বসে পূবোভাগে ॥

সহস্র বদন ব্রহ্মা এমন সময় ।
 শ্রীহরির সঙ্গীপেতে উপনীত হয় ॥
 শ্রীহরির স্তব করি ভক্তিনত শিবে ।
 সহস্রবদন ব্রহ্মা বসিগেন ধীরে ॥
 অম্ব অম্ব ব্রহ্মাদের করিয়া দর্শন ।
 চতুর্মুখ ব্রহ্মা হয় বিস্ময়ে গগন ॥
 দশমুখ শতমুখ সহস্রবদন ।
 এই সব ব্রহ্মাদের করিয়া দর্শন ॥
 চতুর্মুখ প্রজাপতি হইল লজ্জিত ।
 সব দর্প অহঙ্কার হইল চূর্ণিত ॥
 চতুর্মুখ ব্রহ্মাদেব ভাবিত সদাই ।
 তাহার সমান কেহ জিজ্ঞাসে নাই ॥
 আপনাবে ভাবিত সে বিষ্ণুর সমান ।
 সেই দর্প চূর্ণ করে বিষ্ণু ভগবান ॥
 নারাষণরূপী সেই যুবতির মাঝে ।
 প্রতিলোমকূপে কত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে ॥
 প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সকল সময় ।
 ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাদেব বিরাজিত রথ ॥
 নারাষণে প্রণিপাত করি ব্রহ্মাগণ ।
 নিজ নিজ ভবনেতে করিল গমন ॥
 অনন্তর চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 আপনারে জ্ঞান করে দীনহীন অতি ॥
 ভক্তিভরে শ্রীহরিরে ব্রহ্মাদেব কয় ।
 সকলি তোমার সৃষ্টি জানি দয়াময় ॥
 স্তুত ভবিষ্যৎ আর কাল বর্তমান ।
 এ সকল হয় তব মাঝাতে নিঃশ্রাণ ॥
 এই কথা প্রজাপতি কহিয়া হরিরে ।
 অবস্থান করে সেখা অবনত শিরে ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি হুমধুর ।
 শ্রবণ করিলে যত দুঃখ হয় দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

গঙ্গাব জগদ্বাস্ত, ভাগীরথী ইত্যাদি নামেব
 যুগপতি এবং তন্বাহাঙ্গ্য কীর্তন ।

ভগবান্ কহিলেন শ্রীরাধার প্রতি ।
 তারপর কি ঘটিল শুন শুন সতি ॥
 শ্রীহরির সঙ্গীপেতে এমন সময় ।
 সুসারুঢ় পঞ্চানন উপনীত হয় ॥
 পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম শিরে জটাতার ।
 ললাটেতে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিছে তাহার ॥
 ত্রিশূল পট্টিশ সদা বিরাজিত হাতে ।
 উপবীত রূপে নাগ ঝুলিছে গলাতে ॥
 ঋটিতি বাহন হাতে নাগি পঞ্চানন ।
 ব্রহ্মা আর নাবাঘণে করিল বন্দন ॥
 ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিল সকলে ।
 বহু রুদ্র মুনি মনু আসে দলে দলে ॥
 সকলে হরির কাছে করি আগমন ।
 ভক্তিভরে শ্রীহরির করিল স্তবন ॥
 সে সময় পঞ্চানন পুলকিতকাষ ।
 রাধাকৃষ্ণ গুণগান যন্ত্রযোগে গায় ॥
 মনোহর রাগযুক্ত গীত হুমধুর ।
 গাহিতে গাহিতে তার চিত্ত ভরপূব ॥
 বোমাঞ্চিত কলেবর হয় বারংবার ।
 ঝরঝর করে তার নয়নের ধার ॥
 শিবের মধুর গীত করিয়া শ্রবণ ।
 চেতন হারায যত দেব মুনিগণ ॥
 সহসা বৈকুণ্ঠ হয় জলেতে প্লাবিত ।
 জলরাশি হেরি আমি হইমু শঙ্কিত ॥
 তারপর জলরাশি হইতে তখন ।
 গঙ্গার মুরতি আমি করিমু স্জজন ॥
 আমার নির্দেশ মত সেই গঙ্গানদী ।
 বৈকুণ্ঠেব চতুর্দিকে বহে নিববধি ॥
 গঙ্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার আদেশে ।
 নির্দিষ্ট আলয়ে তার যাব অবশেষে ॥

স্নেহেব শরীর হ'তে জন্ম তার হয় ।
 স্নেহধুনী নাম তার সে কাণে কয় ॥
 হবিভক্তিপ্রদায়িনী এই গঙ্গানদী ।
 ভক্তদেব মুক্তিদান করে নিরবধি ॥
 গঙ্গাব পবিত্র জল কবিলে স্পর্শন ।
 পাপতাপ দূরে যায় শুদ্ধ হয় মন ॥
 পুঙ্কবের তীর্থ হয় সর্বতীর্থসার ।
 তাব চেয়ে শ্রেষ্ঠ গঙ্গা হয় অনিবার ॥
 ভগীবৎ পূর্বকালে আনে ধরাধামে ।
 গঙ্গানদী তাই খ্যাতা ভগীবতী নামে ॥
 স্রোতোরূপে পৃথিবীতে বহে অবিরাম ।
 শুন সতি তাই তার হয় গঙ্গানাম ॥
 পূর্বকালে জহু মুনি অতি ক্রোধভরে ।
 গঙ্গাবে করিল পান কুপিত অন্তরে ॥
 অবশেষে জামুধাবা বহির্গত কবে ।
 জাহ্নবী তাহাব নাম হয় তাবপরে ॥
 ভীষ্মরূপে বহু জন্মে গর্ভেতে তাহাব ।
 ভীষ্মেব জননী বলি খ্যাত অনিবার ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে গঙ্গানদী বয় ।
 ত্রিপথগামিনী তাই নাম তাব হয় ॥
 প্রবাহিত যেই ধাবা হয় স্বর্গধামে ।
 সেই ধারা স্নেহখ্যাত গঙ্গাকিনী নামে ॥
 যেই ধাবা মিশে তাব লবণ সাগবে ।
 শ্রীঅলকনন্দা নাম হয় ধরা 'পবে ॥
 জাহ্নবীর জল সদা স্নেহপবিত্র অতি ।
 দর্শনে স্পর্শনে ঘুচে পাপীষ দুর্গতি ॥
 সগবেব বংশধরে মুক্তি কবে দান ।
 এই গঙ্গা ভক্তদেব মুক্তির সোপান ॥
 গঙ্গারূপ সোপানেতে করি আবোহণ ।
 সাধুগণ মোব কাছে কবে আগমন ॥
 যদি কোন পাপী জন পূর্ব কর্মকলে ।
 দৈবযোগে দেহভাগ্য কবে গঙ্গাজলে ॥
 সর্বপাপ হ'তে মুক্ত হয় সেইজন ।
 আগাব নিকটে সেই কবে আগমন ॥

যদি কভু গঙ্গাজলে পড়ে যত দেহ ।
 হরির মন্দিবে বায় নাহিক সন্দেহ ॥
 গঙ্গাজলে করে যেই স্নান সমাপন ।
 সে জন অবশ্য কবে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 পাপী যদি গঙ্গা স্নান কবে একবার ।
 পূর্বকৃত যত পাপ দূব হয় তাব ॥
 পাঁচটি হাজার বর্ষ এই গঙ্গানদী ।
 কলিতে ভাবত মাঝে ববে নিববধি ॥
 গঙ্গাদেবী ভাবতেতে ববে যতদিন ।
 কলিষ প্রভাব নাহি রবে ততদিন ॥
 গঙ্গার যে ধাবা যায় পাতালেব প্রতি ।
 সে ধাবার নাম সদা হয় ভোগবতী ॥
 দুষ্কফেনিভ সদা ভোগবতীজল ।
 শুদ্ধ স্ফটিকেব সম অতি স্নানির্মল ॥
 অনন্তযৌবনা যত নাগকণ্ঠাগণ ।
 ভোগবতী-তীরে সদা করে বিচরণ ॥
 বৈকুণ্ঠ-ধামেতে সদা গঙ্গানদী বয় ।
 রত্নেব আকব গঙ্গা সকল সময় ॥
 সহস্র যোজন প্রস্থে হয় নিরন্তর ।
 দৈর্য্যেতে যোজন লক্ষ অতি মনোহর ॥
 আমার তনবা গঙ্গা অতি পুণ্যবতী ।
 তাহার বিনাশ নাই শুন শুন সতি ॥
 জাহ্নবীব জন্মকথা করিহু বর্ণন ।
 ব্রহ্মা-শাপমুক্তি কথা কহিব এখন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তেব কথা মধুর-মধুর ।
 শুনিলে আসিবে শান্তি, ভ্রান্তি হবে দূর ॥
 মিছে মায়াবুদ্ধ হ'য়ে যত জীবগণ ।
 সংসার-কুপের মাঝে কবে বিচরণ ॥
 একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলেব সাব ।
 সেই কৃষ্ণনামে জীব পাইবে উদ্ধার ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে মণ্ডিত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টাভিংশ অধ্যায়

গঙ্গাশানে ব্রহ্মাৰ শাপনোচন, ভাষভী-সন্তোষ,
বতিকায়েন জগ, বন্দগৰ্ভবাণে ব্রহ্মায় চিত্তবিকাৰ
এবং নাবায়ণ ও ঋষিগণ কর্তৃক ব্রহ্মাকে
উৰ্গদেশ দান ।

ভগবান্ কহিলেন, শুন শুন সতি ।
বিচিত্র কাহিনী আমি কহিব সম্প্রতি ॥
হরির সভার মাঝে হেরিয়া গঙ্গারে ।
মোর মায়া বলি সবে বুঝিবারে পারে ॥
তখন বৈকুণ্ঠনাথ ব্রহ্মাদেবে কব ।
অভিশপ্ত হইবাছ তুমি মহাশয় ॥
মোর আজ্ঞা-অনুসারে কর গাত্ৰোত্থান ।
গঙ্গার সলিলে গিবা কর তুমি স্নান ॥
শাপ দূর হবে তব হইবে মঙ্গল ।
অতীব পবিত্র এই জাহ্নবীর জল ॥
গঙ্গাজলে স্নান করি স্থপবিত্র হবে ।
তথাপি সামান্য তুমি পাপবৃত্ত রবে ॥
প্রজাপতি ব্রহ্মা তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ।
করিষাছ প্রকৃতির ঘোর অপমান ॥
অহঙ্কার সকলের বিঘ্নের কারণ ।
সেই অহঙ্কার তুমি করিলে ব্রাহ্মণ ॥
শীঘ্রগতি যাও তুমি গোলোকের প্রতি ।
সেখায় বিরাজ করে ঈশ্বরী ভারতী ॥
প্রকৃতির অংশজাতা ভারতী সুন্দরী ।
তাহাব ভজন্য তুমি কর ভক্তি করি ॥
যে তপস্বী করিয়াছ কল্পকাল ধরি ।
সকল বিনষ্ট হয় বেষ্টা-শাপে পড়ি ॥
বেষ্টা-শাপে তব মন্ত্র কেহ নাহি লবে ।
জগৎ-সংসারে তুমি অপূজিত হবে ॥
গঙ্গাজলে শীঘ্র স্নান করি সমাপন ।
গোলোকে ভারতী কাছে করহ গমন ॥
অনন্তর গঙ্গাজলে করি ব্রহ্মা স্নান ।
গোলোকে ভারতী কাছে করিল প্রস্থান ॥

মোর যশোগান করি দেবমুনিগণ ।
নিজ নিজ গৃহ পানে করিল গমন ॥
গোলোকে আসিয়া ব্রহ্মা ভারতীর সহ ।
নির্জনেতে বতিক্রীড়া করে অহরহঃ ॥
ত্রৈলোক্য-মোহিনী দেবী বাগীশ্বরী সতী ।
তাহারে পাইবা ব্রহ্মা আনন্দিত অতি ॥
আমারে প্রণাম করি পুলকিত মনে ।
রতিভোগ করে ব্রহ্মা ভারতীর সনে ॥
তারপর ভারতীরে সাথে তার ল'য়ে ।
আসিল বিধাতা পুনঃ আপন আলয়ে ॥
ভারতীরে ব্রহ্মলোকে করিষা দর্শন ।
ব্রহ্মলোকবাসিগণ বিস্ময়ে মগন ॥
পূর্ণ-শশধর-দম বদন তাহার ।
বিকশিত পদ্মসম নেত্র চমৎকার ॥
পকবিশ্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধব ।
মুক্তাশ্রেণী সম তার দন্ত মনোহর ॥
গণ্ডেতে বিরাজ করে কুণ্ডল তাহার ।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার বস্ত্র অলঙ্কার ॥
পরিধানে সূক্ষ্মবস্ত্র বহিঃশুদ্ধ অতি ।
অনন্ত যৌবনযুক্তা ঈশ্বরী ভারতী ॥
অপরূপ শ্রোণিধর অতি সুবিপুল ।
ত্রীকলসদৃশ স্তন অতিশয় স্থূল ॥
বীণা ও পুস্তক হাতে শোভে অনিবার ।
রত্নহারাবলি শোভে বক্ষের মাঝার ॥
ব্রহ্মলোকে আসি ব্রহ্মা কামাতুর মনে ।
দিবাশিখি ক্রীড়া করে ভারতীর সনে ॥
কৃষ্ণের নিকটে শুনি ব্রহ্মার কাহিনী ।
কৌতুহলে কহিলেন রাধা বিনোদিনী ॥
কৃপা করি মোরে আজি কহ সনাতন ।
বেষ্টারে বিধাতা কেন না করে গ্রহণ ॥
রাধার বচন শুনি ভগবান্ কব ।
শুন প্রিয়ে কহি আমি সমস্ত বিবধ ॥
পাদকল্পে একদিন সৃজন কাণ ।
কলযোনিবে আমি করিষ্ঠ প্রেবণ ॥

আমাব আজ্ঞায় ব্রহ্মা আসিয়া তখন ।
 মন হ'তে স্বজিলেন মানস মন্দন ॥
 মনক মনন্দ বোচু, করি মনাতন ।
 পঞ্চশিখ আদি সব মানস নন্দন ॥
 ব্রহ্মতেজে প্রস্থলিত অতি জ্যোতির্ময় ।
 পঞ্চ বর্ষ সকলের জ্ঞানী অতিশয় ॥
 তাহাদেব সুস্বোধিবা ব্রহ্মাদেব বলে ।
 দাব পরিগ্রহ কব তোগবা সকলে ॥
 ব্রহ্মাব বচন তারা না কবি শ্রবণ ।
 আমাব তপত্যা তবে কবিল গমন ॥
 অতীব কুপিত হ'বে ব্রহ্মা অতঃপব ।
 একাদশ রুদ্রে সৃষ্টি কবে ভয়ঙ্কর ॥
 তাবপর প্রজাপতি কবি মোর ধ্যান ।
 বশিষ্ঠ পুলহ আদি স্বজিলা সন্তান ॥
 তাদেব আদেশ করি স্বজনের তবে ।
 মনোহব পুত্র কত্যা ব্রহ্মা সৃষ্টি করে ॥
 অতীব হৃন্দব পুত্র নয়নাভিবাম ।
 কামদেব নামে খ্যাত হয় অবিরাম ॥
 মোড়শবরীয়া কত্যা অতি কপবতী ।
 বহুময় ভূমণেতে বিভূষিতা অতি ॥
 অনন্তব সেই পুত্রে কবি সম্বোধন ।
 স্প্রমন্ন মনে ব্রহ্মা কহিলা তখন ॥
 শুন শুন বৎস তুমি আমার বচন ।
 মৌনক্লীড়া তরে তোমা কবিত্ব স্বজন ॥
 বনগী পূবমে তুমি বতিত্বখ দিবে ।
 সকলের হৃদযেতে নদা বিবক্তিরে ॥
 সম্বোধন উন্মাদন শোষণ তাপন ।
 তন্ত্রন এ পঞ্চবাণ কবিত্ব অর্পণ ॥
 মদলেবে সম্বোধিত কব এই বাণে ।
 ভূনিবার্য হবে তুমি গাইবে যোগানে ॥
 এই বস কামদেবে সিদ্ধা সে মনন ।
 চাহিত্যবে বস দিতে মনুত হয় ॥
 মনসা মনন্দেব ভাবে মনে মনে ।
 ব্রহ্মা বি নিলেন বস দেখিব এসণে ॥

কত শক্তি মোব বাণে কবিত্ব প্রনাণ ।
 ইহা ভাবি ব্রহ্মা পবে হানে পঞ্চবাণ ॥
 মদনেব শবাযাতে ব্রহ্মা মহাশয় ।
 হারায়ে আপন জ্ঞান কামাতুব হয় ॥
 রূপদী কত্যায়ে ব্রহ্মা কবিবা দর্শন ।
 সম্বোধেব তবে ধায় পশ্চাতে তখন ॥
 শঙ্কিতা হইয়া কত্যা ছুটিয়া পলায় ।
 কামাতুব ব্রহ্মা তাব পিছে পিছে যায় ॥
 উপায় না হেবি কত্যা আসিয়া তখন ।
 মূনিভ্রাতৃগণ কাছে লইল শ্রবণ ॥
 হেরিয়া ব্রহ্মাব এই হীন আচরণ ।
 হিতকর বাক্যে তাবে কহে মূনিগণ ॥
 বিশ্বর বিশ্বাতা হ'য়ে কবিছ কি কাজ ।
 গর্হিত এ কার্য কেন কবিতেছ আজ ॥
 শুন পিতা পরম্পরীবে সাধুজন মত ।
 আপন জননী সম হেবে অবিরত ॥
 নিজ কত্যা মাতৃবর্গ মাঝে গণ্যা হয় ।
 শাস্ত্রেব বচন ইহা, বেদে ইহা কয় ॥
 বেদেব স্বজনকর্তা হইয়া আপনি ।
 কত্যাতে আবৃষ্ট তুমি হ'লে পরমোনি ॥
 গুরুপত্নী বাজপত্নী আদি সমুদয় ।
 ত্রিভুবন মাঝে নদা মাতৃভূমি হয় ॥
 মাতৃজাতি ভোগে কহু বায় মাব মন ।
 সেই ভবাচার কবে নরকে গমন ॥
 বিশ্বের স্বজনকারী তুমি মহাশয় ।
 তথাপি কত্যায়ে প্রতি অভিনয় হয় ॥
 অতীব কামব তুমি, যদি ইচ্ছা চাও ।
 মোদেব মনন হ'তে মন হায়ে চাও ॥
 আপনি বিশ্বাতা হ'য়ে কবিছ কি ব'স ।
 পিতা বলি অপবদ্য মনিন্দাম অক্ষ ॥
 এত শত দেব যদি মদর গুরুজন ।
 মদ দে মদন তব মদ মদ মদ ॥
 গুরু প্রতি দিবা, বেদ যদি দেহ মদন ।
 মদদেব মদ দেই মদন মদন ॥

মুনিদের কথা শুনি ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 অবনত মুখে রহে লজ্জাভরে অতি ॥
 তারপর ব্রহ্মরন্ধ্রে আনি প্রাণ তার ।
 কর্মফলে করে ব্রহ্মা দেহ পরিহার ॥
 পরম ঈশ্বরে ব্রহ্মা কবিধা স্মরণ ।
 পরমব্রহ্মেতে লীন হইল তখন ॥
 পিতার অবস্থা হেরি নন্দিনী তাহার ।
 যোগবলে নিজ দেহ করে পরিহার ॥
 ভগিনী ও পিতৃদশা হেরি মুনিগণ ।
 আত্মাবাম শ্রীহরিরে কবিল স্মরণ ॥
 তুমি প্রভু অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত অক্ষয় ।
 নিগুণ নির্লিপ্ত তুমি প্রভু দয়াময় ॥ -
 পরমাত্মরূপী তুমি কৃষ্ণ সনাতন ।
 স্বেচ্ছাময় সর্বরূপ বিপদভঞ্জন ॥
 সকলের ধ্যানারাম্য পরম ঈশ্বর ।
 স্বেচ্ছারূপধারী তুমি ওহে পরাৎপর ॥
 স্থূলতম কভু তুমি সূক্ষ্মতম কভু ।
 প্রকৃতি ঈশ্বর তুমি জগতের প্রভু ॥
 প্রকৃত পরম ব্রহ্ম সবার ঈশ্বর ।
 সবার আধার তুমি হও নিবস্তুর ॥
 সর্বরূপ তুমি প্রভু তুমি নিরাকার ।
 তোমাবে করিতে স্তব আছে সাধ্য কার ॥
 তোমার কৃপায় হয় জগৎ-সৃজন ।
 তোমা হেতু হয় প্রভু জগৎ-রক্ষণ ॥
 জগতের পিতা তুমি সত্য সনাতন ।
 রক্ষা কব পিতা আর ভদ্রার জীবন ॥
 স্তব শুনি তুষ্ট হ'য়ে প্রভু জনার্দন ।
 মুনিগণ পাশে আসি আবিভূত হন ॥
 তাদের চুর্দশা হেরি বিষ্ণু ভগবান্ ।
 ব্রহ্মা আর নন্দিনীরে করে প্রাণ দান ॥
 সম্মুখে হরিরে হেরি ব্রহ্মা অতঃপর ।
 লজ্জিত হইয়া কহে যুক্ত করি কব ॥
 তুমি প্রভু দয়াময় অগতির গতি ।
 তোমার চরণে যেন রহে মোর গতি ॥

অনন্তর বিধাতাবে করি বর দান ।
 হিতকর বাক্যে তারে কহে ভগবান্ ॥
 লজ্জা তুমি পরিহার কর প্রজাপতি ।
 সারবৃত্ত কথা শুন কহি তব প্রীতি ॥
 শুভকীর্তি অপকীর্তি যত কিছু হয় ।
 কর্মফলে নিরন্তর ঘটে সমুদয় ॥
 সকল অপেক্ষা হয় কর্ম বলবান্ ।
 শুভ কর্ম তাই সাধু করে অনুষ্ঠান ॥
 কর্মফল-ভোগ-শেষে সাধু মুনিগণ ।
 হরিপাদপদ্মে চিত্ত করে সমর্পণ ॥
 কুর্কর্ম হইতে সদা অপকীর্তি হয় ।
 অপকীর্তি হ'তে হয় লজ্জার উদয় ॥
 সুকর্ম হইতে সদা হয় শুভফল ।
 বিস্তার হইয়া থাকে যশ্-হুনির্মল ॥
 শুভাশুভ কার্য যত কালে নষ্ট হয় ।
 কীর্তি গুণ যশ কভু ধ্বংসনীয় নয় ॥ -
 পরবর্মণীর 'পরে লোভ হয় যার ।
 শুন প্রজাপতি হয় অপকীর্তি তার ॥
 পরনারী প্রীতি যার হয় আকর্ষণ ।
 অথবা পবের দ্রব্যে যায যার মন ॥
 ত্রিভুবন মাঝে রটে অপকীর্তি তার ।
 ক্রেশের কারণ তাহা হয় অনিবার ॥
 এ কারণে সাধুগণ কদাপি অন্তরে ।
 পবনাবী পরদ্রব্যে লোভ নাহি করে ॥
 আমারে স্মরণ তুমি কর প্রজাপতি ।
 পরদ্রব্যে আর নাহি যাবে তব মতি ॥
 নারীরে পরমবস্ত্র ভাবে যেই জন ।
 নীতিমার্গে তার বুদ্ধি না করে গমন ॥
 রমণী দেহ সদা কামের আবাস ।
 নারীতে আকৃষ্ট হ'লে হয় সর্বনাশ ॥
 ধর্মভীরু সাধুগণ ভ্রমে কদাচন ।
 রমণীর মুখ নাহি করেন দর্শন ॥
 পররমণীর প্রীতি মন যার রয় ।
 তার বুদ্ধি বিভ্রা জ্ঞান বুধা সমুদয় ॥



ବିପ୍ଳବୀ ବନ୍ୟାବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାସିନୀ ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ।
ମନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାତେ ତତ୍ତ୍ୱେ ବାସ ମନ୍ତ୍ରାତ ଉଦ୍ଧାତ ॥

অন্তিমে সে জন কবে নবকে গমন ।
 যমের কিঙ্কবগণ করবে তাড়ন ॥
 মোর পাদপদ্ম চিত্তা কবে যেই জন ।
 সে জন উত্তম ব্যক্তি হয় অনুক্ষণ ॥
 শুভকর্শ্ম প্রতি যার মন সদা বধ ।
 সে জন মধ্যম ব্যক্তি হয় এ ধরাধ ।
 পবনমণীব প্রতি মন যার রত ।
 সে জন অধম ব্যক্তি হয় অবিবত ॥
 মাধু কভু পবনাবী কবিলে দর্শন ।
 ত্রীহরিব পাদপদ্ম কববে স্রবণ ॥
 সুপথে গমন যার। কবে অনুক্ষণ ।
 তাহার প্রশংসা সদা কবে সর্বজন ॥
 কুপথে গমনকাবী নিন্দনীয় অতি ।
 পদে পদে তাহাদেব অশেষ দুর্গতি ॥
 শুন শুন পদ্মযোনি, বরেন্তে আগাব ।
 পরনাবী প্রতি মন না যাবে তোমাব ॥
 পবদ্রব্য প্রতি তব নাহি যাবে মন ।
 দিবানিশি চিত্তা কর আগাব চবণ ॥
 তোমার নন্দিনী এই অতি রূপবতী ।
 কামদেবপত্নী হবে, নাম হবে বতি ॥
 এই কথা বিধাতাবে কহিয়া তখন ।
 বৈকুণ্ঠধামেতে বিষ্ণু কবিল। গমন ॥
 সেই হ'তে ব্রহ্মা অতি স্নকঠোর হন ।
 মোহিনীব বাক্যে তাই নাহি টলে মন ॥
 এই হেতু মোহিনীবে অবজ্ঞা কবিল ।
 মোহিনী ব্রহ্মাবে তাই অভিশাপ দিল ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা শ্রমধুব অতি ।
 শ্রবণ কবিলে মন যায় হবি প্রতি ॥
 অসাব সংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সাব ।
 সেই কৃষ্ণেব নাম কর অনিবাব ॥
 হবিনাম কর সবে ভক্তিভাবে অতি ।
 মাযাব সংসাৰ হ'তে পাইবে মুকতি ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● উনচত্বারিংশ অধ্যায় -

হবদর্প চূর্ণ এবং ভদৈবধ্য-বর্ণন ।

কৃষ্ণ সনাতন প্রতি, কহিলেন রাধা সতী,
 শুনিলাম সমস্ত বিষয় ।
 কেন ব্রহ্মা মহাশয়, অপূজিত হ'বে বয়,
 এতদ্বশে ঘুচিল সংশয় ॥
 কহ নাথ প্রাণেশ্বর, কি ঘটিল অতঃপর,
 কেন বিষ্ণু দর্প নাশে তার ।
 সর্ববীজ তুমি হবি, কহ মোবে কৃপা কবি,
 তুমি প্রভু কৃপা-অবতার ॥
 প্রশ্ন শুনি বাধিকার, ভগবান্ সাবাৎসার,
 যুছ যুছ হাস্য কবি কয় ।
 শুন শুন বাধা সতি, কহিব তোমাব প্রতি,
 গোপনীয় সকল বিষয় ॥
 বহুবিধ তপস্তায়, মোবে তুষ্ট করি তাব,
 পদ্মযোনি লাভ কবে বব ।
 নানাবিধ সৃষ্টি কবে, ব্রহ্মা অতি গর্ব্ব ভবে,
 আপনারে ভাবিল ঈশ্বর ॥
 বিধাতার গর্ব্ব হেবি, আব না করিয়া দেবী,
 গর্ব্ব তাব ভাগিনু ত্ববায় ।
 শুন সতি ত্রিভুবনে, গর্ব্ব কবে যেই জনে,
 অবিলম্বে শাস্তি সেই পায় ॥
 ব্রহ্মা-গর্ব্ব চূর্ণ ক'বে, শুন সতি তারপরে,
 অনেকের গর্ব্ব কবি দূব ।
 পার্বতী ও পঞ্চাননে, চন্দ্রসূর্য্য হত্যাশনে,
 শাস্তি দান কবিনু প্রচুব ॥
 যাবা কবে অহঙ্কার, শাস্তি দান করি তাব,
 দর্পহারী আমি ভগবান্ ॥
 গর্ব্বের সঞ্চাব হ'লে, চূর্ণ করি স্নকৌশলে,
 বহুবিধ শিক্ষা করি দান ॥
 বাধিকাব জাগে ভয়, যুক্তকবে কৃষ্ণে কয়,
 দর্পহারী শ্রীমধুসূদন ।

কিরূপে সবার গর্ব, নাথ ভুমি কর খর্ব,
সেই কথা করহ বর্ণন ॥

কহিলেন সনাতন, শুন প্রিয়ে দিয়া মন,
কহি আমি সমস্ত বিষয় ।

সংসারের কর্তা যিনি, যোগিগুপ্ত শিব তিনি,
সেই অংশে জন্ম তার হয় ॥

তেজে গুণে গরিমায়, স্ত্রানে আর মহিমায়,
পঞ্চানন আমার সমান ।

তপস্তায় নিরন্তর, হইয়াছে মহেশ্বর,
ব্রহ্মতেজে অতি দীপ্তিমান ॥

অবিরল ভক্তিভরে, শ্বেতপদ্মমালা করে,
জপ করে পরম আত্মারে ।

ললাটেতে শশধর, শোভা পায় মনোহর,
মুখ মুদ্র হাসে বারে বারে ॥

বিশুদ্ধ স্টাটিকসম, পঞ্চরূপ মনোরম,
ত্রিলোচন অতি চমৎকার ।

ত্রিশূল পটিশ তার, করে শোভা অনিবার,
ব্যাস্ত্রচর্ম পবিত্রানে তার ॥

গর্বভরে পঞ্চানন, আপনারে সর্বক্ষণ,
ঈশ্বরের তুল্য ভাবে মনে ।

যে যাহা প্রার্থনা করে, দান করে গর্বভবে,
বর দান করে জনৈ জনৈ ॥

বৃক নামে দৈত্যবর, এক বর্ষ নিবন্তর,
শিবেরে করিল আরাধন ।

বর দিতে অতঃপর, তাড়াতাড়ি মহেশ্বর,
দৈত্যকাছে করিল গমন ॥

দৈত্য নাহি বব লয়, কোন কথা নাহি কয়,
মহেশ্বর-সম্মুখে দাঁড়ায় ।

দৈত্য শুধু ভক্তিভরে, শঙ্করের ধ্যান করে,
কিছুতেই বর নাহি চায় ॥

ভক্তেরি পরিহার, নাহি যেতে পারে আর,
মহেশ্বর বিপদে পড়িল ।

বারেবারে মহেশ্বর, দিতে তারে চাহে বর,
দৈত্য কোন বর নাহি নিল ॥

উপায় না হেরি আর, মহেশ্বর এইবার,
ক্রন্দন করিল অতিশয় ।

শুনিয়া ক্রন্দন তার, ধ্যান করি পরিহার,
বৃকাসুর মহাদেবে কয় ॥

শুন শুন যোগিরাজ, বর যদি দাও আজ,
এই বর দাও পঞ্চানন ।

যাহার মস্তকে হাত, দিব আমি অকস্মাৎ,
ভয়ানক হবে সেই জন ॥

শুনিয়া দৈত্যের বাণী, মহানন্দে শূলপাণি,
প্রদান করিয়া সেই বর ।

অতিশয় তুষ্ট প্রাণে, আপন ভবন পানে,
ধীরে ধীরে চলে মহেশ্বর ॥

শঙ্করের বর পেয়ে, দৈত্যবচ চলে খেয়ে,
শঙ্করের পশ্চাতে পশ্চাতে ।

ছুটে চলে অনিবার, হইয়াছে ইচ্ছা তাব,
হাত দিবে শঙ্করের মাথে ॥

ভয় পেয়ে পঞ্চানন, দ্রুত করে পলায়ন,
হায় বৃষ্টি রক্ষা নাহি আর ।

পঞ্চানন চলে ছুটে, ভয়ক ভূমিতে লুটে,
ব্যাস্ত্রচর্ম খুলে পড়ে তার ॥

অহঙ্কার দূর হয়, মহেশ্বর সে সময়,
লয় আসি আমার শরণ ।

শঙ্করের পাছে পাছে, অতিদ্রুত মের কাছে,
বৃকাসুর করে আগমন ॥

আমি বলি দৈত্যবাজ, পরীক্ষা করয়ে আজ,
মিথ্যা বর শিব করে দান ।

নিজের মস্তক পরে, হস্ত রাখি তার পরে,
সত্য মিথ্যা করহ প্রমাণ ॥

আমার মাথার ছলে, মের বাক্যোত্তরকোশলে,
নিজ মাথে দৈত্য দেয় হাত ।

শুন সতি তার পর, বৃকাসুর দৈত্যবচ,
ভয়ানক হই অকস্মাৎ ॥

শঙ্করের অহঙ্কার, হইবে যায় ছাবখার,
পঞ্চানন লজ্জিত বদনে ।

যুক্তকবে ভক্তিভবে, মোব স্তবস্তুতি কবে,
পাদপদ্ম স্নরে মনে মনে ॥

শুন শুন বাধা সতি, কহি আমি তব প্রতি,
শঙ্করের অপর বিষয় ।

শুন প্রিযে হুলোচনে, শঙ্করের মনে মনে,
একবার অতি গর্ব্ব হয় ॥

সংহাবেব কর্তা আমি, আমি জগতেব স্বামী,
এই কথা ভাবি মনে মনে ।

অহঙ্কারে মাতি হায, একবার শিব যায,
ত্রিপুর দানব সহ রণে ॥

ত্রিপুর দানব সহ, এক বর্ষ অহবহঃ,
যুদ্ধ করে দেব পঞ্চানন ।

সমরেতে কেহ কাবে, নাহি পাবে হারা বাবে,
মহাযুদ্ধ চলে অনুক্ষণ ॥

মাঘাবলে অবশেষে, উঠে দৈত্য উর্দ্ধদেশে,
যোজন পঞ্চাশ কোটি দূবে ।

সেথা যায মহেশ্বর, ক্রোধে কাঁপে কলেবর,
চলে রণ শিবে ও অস্তবে ॥

তারপর দৈত্য বেগে, শিবেরে ধরিয়া বেগে,
নিষ্কেপ কবিল ভূমিতলে ।

কবি তাহা নিবীক্ষণ, দেবর্ষি ও দেবগণ,
হাহাকার কবে দলে দলে ॥

পড়িয়া ভূমিব 'পবে, মহেশ্বর যুক্তকবে,
ভক্তিভবে মোব স্তব কবে ।

স্বয়ের আকাব ধবি, আমি গিয়া স্ববা কবি,
শূঙ্গ দিয়া ভুলি মহেশ্ববে ॥

পঞ্চাননে তারপরে, অস্তব বিনাশ তবে,
আমাব কবচ করি দান ।

ত্রিভুবনে অপ্রভুল, দিনু তাবে মোব শূল,
সেই শূলে বধে দৈত্যপ্রাণ ॥

শঙ্কর লজ্জিত হয়, অবনত মুখে রয়,
যুচে যায অহঙ্কার তার ।

অতঃপব ভক্তিভবে, পঞ্চমুখে যুক্তকবে,
মোব স্তব কবে বার বাব ॥

শুন শুন শ্রীরাধিকে, শুন প্রিয়ে প্রাণাধিকে,
শিবসম ভক্ত মোব নাই ।

আমি বৃষরূপ ধ'বে, সেই ভক্ত মহেশ্বরে,
বহন করিয়া থাকি তাই ॥

পূর্বকালে মহেশ্বব, বহু বর্ষ নিরন্তর,
পাদপদ্ম ধ্যান কবে মগ্ন ।

ধ্যান কবি অনুক্ষণ, অবশেষে পঞ্চানন,
হইলেন পবিপূর্ণতম ॥

একদা কিশোর বেশে, তাহার সম্মুখে এসে,
উপনীত হইলাম আমি ।

হেবি কপ মনোহব, পূলকিত মহেশ্বর,
নিনিমেঘে হেরে দিবাযাত্রী ॥

ভৃপ্তি তাব নাহি হয়, মোর পানে চেযে রয়,
প্রেমেতে বিহ্বল তাব মন ।

কাঁদিতে কাঁদিতে কষ, শুন প্রভু দমাগয,
কবিও না আগারে বর্জন ॥

অনন্ত সহস্র মুখে, তব স্তব কবে হুখে,
চতুর্দুখে ব্রহ্মা করে স্তব ।

এক মুখে আমি হরি, কেমনে স্তবন কবি,
বল বল কি করি মাধব ॥

এইরূপ শূলপাণি, কহিতে কহিতে বাণী,
মোর ধ্যানে হয় নিমগন ।

মিটিল শিবের আশ, পূর্ণ হয় অভিলাষ,
চারি মুখ হয় উৎপাদন ॥

এক মুখ ছিল তাব, পঞ্চ মুখে এইবাব,
পঞ্চানন শোভে অতিশয ।

প্রতি মুখে ত্রিনয়ন, শোভা পায় অনুক্ষণ,
জিলোচন তাই নাম হয় ॥

সতীদেহ স্কন্ধে ক'রে, পূর্ণ এক বর্ষ ধ'বে,
মহেশ্বব ভ্রমে নানাস্থানে ।

সেই সতী-অবযব যেথায পড়িল সব,
সিদ্ধপীঠ হইল সেখানে ॥

সতী-অস্থি সমুদয, মালাকূপে গলে রয,
দেহ-ভঙ্গ্য অঙ্গে মাখে তার ।

বসনেতে স্পৃহা নাই, দিগ্বজ্র পবে তাই,
 মস্তকেতে শোভে জটাবাণ ॥
 চন্দন ও পঙ্কে তার, সম জ্ঞান অনিবার,
 লোষ্ট্রে রক্তে সম ভাব তার ।
 বিষধর সর্পগণ, কণ্ঠে করে বিচরণ,
 নাহি তার কেশের সংস্কার ॥
 শুন শুন রাধা সতি, দুতুরা পুষ্পের প্রতি,
 সদা তার প্রীতি অতিশয় ।
 বিলপত্র প্রিয় তার, ভালবাসে অনিবার,
 যোগমার্গে মন সদা রয় ॥
 শ্মশানেতে পঞ্চানন, সদা করে বিচরণ,
 নিরন্তর যোর ধ্যান করে ।
 তাহার সমান ভক্ত, যোব প্রতি অনুরক্ত,
 কেহ নাহি ভুবন ভিতরে ॥
 কে তারে করিবে জয়, মহেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়,
 হস্তে শূল ধরে নিরন্তর ।
 মোর প্রাণ হ'তে প্রিয়, মোর ভক্ত অদ্বিতীয়,
 পরগাঙ্গারূপী মহেশ্বর ॥
 হৃদয়ের মাঝে তার, রহি আমি অনিবার,
 প্রেমপাশে বদ্ধ আমি তার ।
 পঞ্চ মুখে পঞ্চানন, মোর নাম সংকীর্তন,
 তাল-লঘে গাহে বার বার ॥
 তার তুল্য যোগিবাজ, নাহি এ ভুবন-মাঝ,
 নাহি জ্ঞানী তাহার সমান ।
 মোর ভক্ত পঞ্চানন, ত্রিভুবনে অতুলন,
 দিবানিশি করে যোর ধ্যান ॥
 আমি শঙ্কু পদ্মাসন, সমান এ তিন জন,
 তেজে মোরা সকলে সমান ।
 কেহ শঙ্করের সম, ভক্ত আর নাহি মম,
 নিরন্তর শঙ্কু মোর প্রাণ ॥

শিবের উচ্ছ্রষ্ট অগ্রোহ

রাধিকা বলেন প্রভো সন্দেহ ভঞ্জন ।
 করিলে শিবের ভূমি মাহাত্ম্যবর্ণন ॥

সকলের বিড়ু আর ঈশ্বর যে হয় ।
 তাহার উচ্ছ্রষ্ট কেন মাঝ নাহি হয় ॥
 কারণ ইহার প্রভু কর নিবেদন ।
 তদুত্তরে বলিলেন দেব নারায়ণ ॥
 পাপরূপ ইন্দ্রের দহনকারণ ।
 পুরাতন ইতিহাস করহ শ্রবণ ॥
 একদা বৈকুণ্ঠধামে সনৎকুমার ।
 দেখে নারায়ণ বসি করেন আশ্রয় ॥
 সভক্তি বিনয়ে নমি তাঁরে দ্বিজোত্তম ।
 স্তবস্ততি করিলেন অতি মনোহর ॥
 ভক্তবৎসল দেব পুলকিত মনে ।
 মনতে প্রসাদ দেন অতি সযতনে ॥
 প্রাপ্তিমাत्रে দ্বিজ তাহা করিল ভোজন ।
 কিঞ্চিৎ রাখিল শুধু বন্ধুর কারণ ॥
 সনৎকুমার পরে যায় সিদ্ধাশ্রমে ।
 শঙ্করে প্রদান করে প্রসাদ যতনে ॥
 অতিশয় ভক্তিতরে শঙ্কর তখন ।
 প্রাপ্তিমাत्रে সে প্রসাদ করিল গ্রহণ ॥
 পাইয়া পরম স্বাদ হরির প্রসাদে ।
 নাচিতে লাগিল শিব পরম আহ্লাদে ॥
 পুলকিত দেহ তার সজল নয়ন ।
 রাগ তাল মান লঘে করিল কীর্তন ॥
 গুণগান করে মোর ভাবে মত্ত হ'য়ে ।
 কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম পড়িল খসিবে ॥
 পড়িল ডমক শৃঙ্গ দুই হস্ত হ'তে ।
 মুচ্ছিত হইয়া শিব পড়িল ভূমিতে ॥
 রোদন ভিতরে শিব মোরে ধ্যান কবে ।
 হৃদয়-সহস্রদলে আমারে নেহাবে ॥
 হেনকালে দুর্গাদেবী দুর্গতিনাশিনী ।
 সানন্দ হৃদয়ে আসে প্রসন্নবদনী ॥
 হেরিয়া শঙ্করে দুর্গা কচ্ছমান অতি ।
 হাসিয়া জিজ্ঞাসে হেতু সনাতন প্রতি ॥
 সনৎকুমার যবে সকলি কহিল ।
 শঙ্করের প্রতি দেবী কুপিতা হইল ॥

ক্রোধেতে স্মৃতিতা ওষ্ঠ কম্পিত অধর ।
 পার্শ্বতী উত্ততা হন শাপিতে শঙ্কর ॥
 ভয় পেয়ে মহাদেব উঠিয়া তখন ।
 কবজোড়ে কবিলেন দুর্গাবে স্তবন ॥
 মনোহব ত্তোত্র সেই কবিষা শ্রবণ ।
 শাপ নাহি দিল আব পার্শ্বতী তখন ॥
 শঙ্করে বলিল দুর্গা, উচ্ছিক্ত তোমাব ।
 পণ্ডিত-অভক্ষ্য বলি হইবে প্রচাব ॥
 শুন নাথ তুমি হও সংহার-বিধাতা ।
 সেইরূপ আমি হই পর্বত-ছুহিতা ॥
 সেই তুমি ভয়ে কাঁপ আনাব দর্শনে ।
 তপস্রাত্তোজ্জ্বল ফল না হেবি নয়নে ॥
 জগৎপালক তুমি আমার পালক ।
 বেদবক্তা তুমি বিহু বেদেব জনক ॥
 যুক্তি সম্পদ দান কব জীবগণে ।
 এগন ছুর্নাতি কেন তব আচরণে ॥
 বল প্রভু কে হইবে ধর্ম্মপ্রকাশকারী ।
 আমি ত' অথবা অতি তোমাব বিদ্বদ্বী ॥
 কর্ম্মদোষে প্রভু সোবে কবিলে বঞ্চিত ।
 হবিষ প্রসাদ আমি না পাই কিঞ্চিৎ ॥
 ক্রোধেতে বিশুদ্ধ বস্ত্র আছবে এসন ।
 শুদ্ধ হয় কোন বস্ত্র স্পর্শে সঙ্গীষণ ॥
 কত বস্ত্র শুদ্ধ হয় কৈলে প্রফালনে ।
 সর্ব্ববস্ত্র শুদ্ধ হয় হবি-নিবেদনে ॥
 বিষ্ণুর উচ্ছিক্ত অঙ্গে সর্ব্ব দেবগণ ।
 পিতৃ আব অতিথিব করিবে অর্চন ॥
 নিবেদিত নয় যাহা অভক্ষ্য জানিবে ।
 হরি-নিবেদিত অন্ন গ্রহণ কবিবে ॥
 বিষ্ণুব নৈবেদ্য যেই করিবে ভোজন ।
 হরিষ পার্শ্বদ স্থিব হইবে সে জন ॥
 ষাট হাজাব বর্ষ তপে ফল যত হয় ।
 নৈবেদ্য ভোগের ফল কম তাব নয় ॥
 বিনা তপে সেই ব্যক্তি হবিসম হবে ।
 শ্রীহরিষ নৈবেদ্য যে ভক্ষণ করিবে ॥

পুঙ্করতীরেতে আমি মূনি-সম্মিধানে ।
 শ্রীহবিষ গুণব্যাখ্যা শুনি নিজ কানে ॥
 সেই সব কথা আমি কবিত্ত বর্ণন ।
 তুমি ত' জানহ সব দেব পঞ্চানন ॥
 বহু তপ কবি তোমা পাই পতিধন ।
 মনস্বাম পূর্ণ মোব হয় সে কাষণ ॥
 কেন তুমি মোর প্রতি হইলা নির্ভুব ।
 নাহি দিলে মোরে তুমি প্রসাদ বিষ্ণুব ॥
 পবন সৌভাগ্য হ'তে কবিলে বঞ্চিত ।
 তে কাষণে ফলভোগ করিবে নিশ্চিত ॥
 তব নিবেদিত বস্ত্র যে জন ভক্ষিবে ।
 কুঙ্কুব রূপেতে তাব জন্ম নিতে হবে ॥
 এত বলি দুর্গা দেবী মানভবে অতি ।
 বোদন কবিল বহু দ্বাগীষ সংহতি ॥
 শিবকণ্ঠ প্রতি দৃষ্টি শঙ্করীষ পড়ে ।
 মহাদেব-কণ্ঠ তাই নীলবর্ণ ধবে ॥
 শভক্তি আদবে শিব শিবাকে ধরিল ।
 মান ভাঙ্গাইতে কত যতন কবিল ॥
 নিজহস্তে মুছাইল নয়নের নীব ।
 নীতিবাব্যে ভুক্ত কবে মন পার্শ্বতীষ ॥
 গানিষা প্রবোধবাক্য শঙ্করী তখন ।
 সাক্ষ্যেনেত্রে কহে শিবে শুন পঞ্চানন ॥
 হরিষ নৈবেদ্য বিনা বুধাই জীবন ।
 বাঁচিয়া থাকিব প্রভু কিসের কাষণ ॥
 জন্মমৃত্যুজবাহব নৈবেদ্য তোমাব ।
 বিনষ্ট কবেছি আমি, কেন বাঁচি আর ॥
 শিবলিঙ্গেপনি কিছু যদি কবে দান ।
 অগ্রাহ হইবে তাহা শাস্ত্রেব বিধান ॥
 কিন্তু যদি হয় বিষ্ণু নৈবেদ্য মিশ্রিত ।
 পবিত্র হইবে তাহা জানিবে নিশ্চিত ॥
 এত বলি দেহত্যাগে উত্ততা যখন ।
 ভীত হ'য়ে মহাদেব বরেন স্তবন ॥
 ক্ষম মোব অপবাহ ওগো কৃপাময়ি ।
 তব তপে ক্রীত আমি ভূত্য তব হই ॥

সৃষ্টির আদিতে ছিলে তুমিই প্রকৃতি ।
 ব্রহ্মের স্বরূপা তুমি মাধাময়ী নিতি ॥
 হির হও মহাদেবি শান্তিস্বরূপিণী ।
 ক্ষমা কর ক্ষেমক্ষরি দীনের তারিণি ॥
 সর্ববীজরূপা মহামায়া মনোহরা ।
 মুক্তিপ্রদায়িনী তুমি কৃষ্ণভক্তি পরা ॥
 নিগুণা গুণা তুমি শক্তিরূপী অসি ।
 নিরাকার সাকারেতে নিত্য ইচ্ছাময়ি ॥
 হরির নৈবেদ্য যদি নাহি পাবি দিতে ।
 ত্যজিও তোমার দেহ আশ্রয় সাংসারে ॥
 এত বলি মহাদেব নীরব হইল ।
 পার্বতী প্রসন্না হ'য়ে তারে প্রণমিল ॥
 শঙ্কর-আদেশে পরে শঙ্করী পার্বতী ।
 গন্দাকিনীতটে স্নান করে শীত্ৰগতি ॥
 স্নান করি ভক্তিভরে বিষ্ণুরে পূজিল ।
 মিতান ব্যঞ্জন শিব প্রস্তুত করিল ॥
 শিব স্নান করি পূজা করে সমাপন ।
 প্রণমিয়া ভক্তিভরে করিল স্তবন ॥
 অতঃপর হরগৌরী দু'জনে মিলিয়া ।
 হরির নৈবেদ্য খায় হরযিত হৈয়া ॥
 এত বলি নারায়ণ কহে রাধা প্রীতি ।
 উচ্ছিষ্ট শিবের তাই অভক্ষ্য সম্প্রতি ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনচত্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চত্বাবিংশ অধ্যায়

দুর্গার দর্পচূর্ণ এবং মদন-স্তম্ভ কাহিনী কথন ।
 ভগবান্ কহিলেন, রাধা বিনোদিনী ।
 মোর মুখে শব্দবের শুনিলে কাহিনী ॥
 কিরূপে দুর্গার দর্প বিচূর্ণিত হয় ।
 এক্ষণে কহিব আমি সে সব বিষয় ॥
 বিশ্বপ্রসবিনী দুর্গা কমনীয়া অতি ।
 দেবভাগ্যের তেজে আবির্ভূতা সতী ॥

দানবগণেরে দুর্গা করিয়া নিধন ।
 পূর্বকালে দেবগণে করিলা রক্ষণ ॥
 দক্ষপত্নী-গর্ভে পরে জন্ম লয় সতী ।
 বহু তপস্তায় পায় মহেশ্বরে পতি ॥
 দক্ষের শত্রুতা হয় শঙ্করের সনে ।
 শিব প্রতি ক্রুদ্ধ হয় দক্ষ মনে মনে ॥
 একবার দক্ষ করে যজ্ঞ সম্পাদন ।
 শিব ভিন্ন সকলেরে করে নিমন্ত্রণ ॥
 পিতৃযজ্ঞ সভাগাথে যেতে চাহে সতী ।
 মহেশ্বর তারে নাহি দেব অনুমতি ॥
 কুপিত হইয়া শিব যজ্ঞে নাহি যায় ।
 দর্পভরে সতী যায় যজ্ঞের সভায় ॥
 সতীরে দেখিয়া দক্ষ সভার ভিতরে ।
 সকলের সম্মুখেতে শিবনিন্দা করে ॥
 পিতৃমুখে শিবনিন্দা করিয়া শ্রবণ ।
 অভিমানে করে সতী প্রাণ-বিসর্জন ॥
 এইরূপে দর্পচূর্ণ হইল তাহার ।
 অপর কাহিনী সতি শুন এইবার ॥
 প্রাণত্যাগ করি সতী কিছুকাল পরে ।
 জন্ম লয় হিমালয় পত্নীর উদরে ॥
 হিমালয় পত্নী ছিল মেনকা যুবতী ।
 তার কন্তারূপে আসি জন্ম লয় সতী ॥
 এদিকে সতীর অস্থি করিয়া গ্রহণ ।
 নানা স্থানে মহাদেব করিছে ভ্রমণ ॥
 মেনকার কন্তা উমা ভুবনমোহিনী ।
 মহেশ্বরে পতিরূপে চাহিলেন তিনি ॥
 সহসা আকাশবাণী শুনিবারে পাষ ।
 শিবেরে পাইবে তুমি দূত তপস্তায় ॥
 দৈববাণী শুনি উমা ভাবে মনে মনে ।
 বিনা তপস্তায় আমি পাব পঞ্চানন ॥
 আমার সমান কেবা আছে রূপবতী ।
 সকলের শ্রেষ্ঠ আমি রূপসী যুবতী ॥
 মোরে দেখি মুগ্ধ হবে ভোলা পঞ্চানন ।
 মোর সম রূপবতী আছে কোন্ জন ॥

গোব পূর্ব জনমের দেহভঙ্গ্য ল'য়ে ।
 যে জন ঘুরিছে সদা নির্বিকার হ'য়ে ॥
 সেই ভোলানাথ মোরে করিলে দর্শন ।
 পত্নীরূপে অবশ্যই কবিবে গ্রহণ ॥
 যৌবনেতে পবিত্র শরীর আমার ।
 হেরিলে বিশ্বস্ত মন হইবে তাহার ॥
 সবার প্রথানা আমি রূপে ও যৌবনে ।
 এইরূপে গর্ব তার হয় মনে মনে ॥
 একদা সংবাদ পায় শৈল অধীশ্বর ।
 অক্ষয় বটের মূলে আসে মহেশ্বর ॥
 শিবের সংবাদ পেয়ে শৈল-অধিপতি ।
 শঙ্করের কাছে যায় আনন্দেতে অতি ॥
 শিবের সংবাদ শুনি দূতের বদনে ।
 অতি পুলকিতা উমা হয় মনে-মনে ॥
 আনন্দেতে উমা দেবী ভাবিলা তখন ।
 মোব তবে মহেশ্বর কবে আগমন ॥
 এই কথা ভাবি উমা মাজসজ্জা করে ।
 মনোহর মালা পাবে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 নয়ন যুগলে করি কজ্জল রচন ।
 দর্পণে নিজের মুখ করিল দর্শন ॥
 ললাটে সিন্দূরবিন্দু আঁকে উমা সতী ।
 উত্তম বিশুদ্ধ বস্ত্র পবিত্র যুবতী ॥
 শবতের চন্দ্রময় বদন তাহার ।
 রত্নের কুণ্ডল শোভে গণ্ডের মাঝার ॥
 নাসিকায গজমুক্তা কিবা শোভা পায় ।
 শোভিছে কবরীভার মালতীমালায় ॥
 বদরীফলের প্রায় শোভা পায় স্তন ।
 কটিতট ক্রীণ তাব অতি হৃদদর্শন ॥
 নাভিদেশ নিম্ন তার অতি শোভাময় ।
 মনোহর উরুদ্বয় দৃঢ় অতিশয় ॥
 স্থলপদ্মসম তার যুগল চরণ ।
 চলিতে মণ্ডীর তাহে বাজে হুমোহন ॥
 মস্তকে শূরুটে তার শোভে চমৎকাব ।
 সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার ॥

অক্ষয় বটের মূলে শিব ছিল বসি ।
 তাঁহার নিকটে যায় পার্বতী রূপসী ॥
 আপনার বুদ্ধাবস্থা করিবা বর্জন ।
 যুবক বেশেতে রহে তোলা পঞ্চানন ॥
 ব্যাঘ্রচর্ম্ম স্থলে পাবে বস্ত্র মনোহর ।
 সর্ব্ব অঙ্গে বিলেপিত চন্দন হৃদর ॥
 হুমোহন মালা শোভে সর্পের বদলে ।
 রত্নমালা শোভে অঙ্গে অস্থিমালা-স্থলে ॥
 পঞ্চমুখ স্থলে তার এক মুখ হয় ।
 ব্রহ্মতেজে কাস্তি তার অতি জ্যোতির্ময় ॥
 কোটি কন্দর্পের সম রূপ মনোহর ।
 দেহের প্রভাষ লাজ পায় শশধর ॥
 বুধ তাব অশ্বকপে পরিণত হয় ।
 নর্তকের রূপ ধবে ভূত-সমুদয় ॥
 মনোহর বেশ উমা কবিবা ধারণ ।
 সখীসহ শিব কাছে কবিল গমন ॥
 শিবেরে হেরিয়া উমা প্রদক্ষিণ করে ।
 বন্দিল চরণ তাব প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 আশীর্ব্বাদ কবি শিব কহে উমা প্রীতি ।
 সর্ব্বগুণাধার পতি লাভ কর সতি ॥
 হইবে তোমার পতি জ্ঞানী প্রধান ।
 নারায়ণ-সম তব হইবে সন্তান ॥
 সবার পূজার আগে তব পূজা হবে ।
 সকল অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠা হ'বে ববে ॥
 তোমার উপর আমি তুষ্ট অতিশয় ।
 এই কথা বলি শিব মৌন হ'য়ে রয় ॥
 অনন্তর উমাদেবী বিশুদ্ধ অন্তরে ।
 নানাবিধ পাণ্ড অর্ঘ্যে শিবপূজা করে ॥
 নিত্য নিত্য শিবপূজা কবিবা সেধায় ।
 প্রতিদিন উমাদেবী গৃহে ফিরে যায় ॥
 উমার বাসনা তব পূর্ণ নাহি হয় ।
 বিষাদে হইল গয় তাহার হৃদয় ॥
 একদিন কামদেব ইন্দ্রের আজ্ঞায় ।
 পঞ্চশর ল'য়ে তার শিব কাছে বাঘ ॥

উমাদেবী শিবপূজা করিছে নখন ।
 সহসা নদন শর করিল ক্ষেপণ ॥
 শিবের অস্ত্রেতে লাগে নদনের শর ।
 তাহাতে কুপিত হন ভৌলা মহেশ্বর ॥
 থন্ থন্ কাঁপে অঙ্গ অতি ক্রোধভরে ।
 ত্রিনয়ন হ'তে তার অগ্নিশিখা বারে ॥
 ভয়েতে কামের দেহ কাঁপে অতিশয় ।
 হর-কোপে কানদেব ভস্মীভূত হয় ॥
 কামের অবস্থা হেরি ক্ষুব্ধ দেবগণ ।
 পার্বতী-বদন নত করিলা তখন ॥
 কানপত্নী রতিদেবী শিব-কাছে গিয়া ।
 শঙ্করের স্তন করে বাদিয়া কাদিয়া ॥
 পার্বতীবে মহাদেব করিয়া বর্জন ।
 আপন ভবন পানে করিলা গমন ॥
 পার্বতীর অহঙ্কার ঘুচিল এবার ।
 বোঁদন রূপের দর্প নাহি বহে আর ॥
 আপনার গৃহে উমা না করে গমন ।
 গহন অরণ্যে বাস তপস্তা কারণ ॥
 বহু বর্ষ আবাধনা করি ভক্তিভরে ।
 অবশেষে পতিরূপে পায় মহেশ্বরে ॥
 রতিদেবী শিবপূজা করি বার বার ।
 নদনদেবেরে প্রাপ্ত হইল আবার ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুধাময় ।
 শ্রবণ করিলে সদা জুড়াই হৃদয় ॥

শ্রীকৃষ্ণসংগে চন্দ্রকিশি অযান সমাপ্ত ।

● একচত্বারিংশ অধ্যায়

ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ ।

নাগদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ ।
 অপূর্ব কাহিনী আদি করিহু শ্রবণ ॥
 ক্রীড়াশেষে রাণাদেবী কৃষ্ণের নিকটে ।
 কোন কথা জিজ্ঞাসেন কহ অকপটে ॥

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 রাধিকা কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসে তখন ॥
 কৃপা করি নোরে আজ কহ দয়াময় ।
 কি প্রকারে দেবেশ্বের দর্পচূর্ণ হয় ॥
 রাধিকার প্রশ্ন শুনি কহে সনাতন ।
 শুন শুন মনোহর সেই বিবরণ ॥
 শত বজ্র পুরন্দর কবি সমাপন ।
 দেবতার অধিপতি হইল তখন ॥
 তপস্তা প্রভাবেতে শক্তিবৃদ্ধি হয় ।
 বৃহস্পতি নিকটেতে মন্ত্র দীক্ষা লয় ॥
 শতবর্ষ সেই মন্ত্র জপি অনিবার ।
 মনোরথ পরিপূর্ণ হইল তাহার ॥
 ঐশ্বর্য্যে প্রাপ্ত হ'য়ে দেব পুরন্দর ।
 একদিন প্রকৃতিবে করে আনন্দর ॥
 প্রকৃতি কুপিতা হ'য়ে শাপ দান করে ।
 গুরু-অভিশাপপ্রাপ্ত হইবি সত্তরে ॥
 একদিন ইন্দ্র যবে সভানাবে ছিল ।
 দেবগুরু বৃহস্পতি সেখায় আসিল ॥
 সভানাবে গুরুদেবে করিয়া দর্শন ।
 ইন্দ্র তারে প্রশিষ্যতা না কবে তখন ॥
 ইন্দ্রের এ আচরণে ক্রোধভরে অতি ।
 বনেতে গমন কবে গুরু বৃহস্পতি ॥
 ছুঃখিত হইয়া গুরু মনে মনে কষ ।
 ইন্দ্রের সম্পদ আদি ধ্বংস বেন হয় ॥
 প্রস্থান করিলে গুরু দেব পুরন্দর ।
 গুরুপত্নী তারা কাছে ধাইল সত্তর ॥
 গুরু প্রতি আনন্দরে অতি ছুঃখ হয় ।
 তারার নিকটে ইন্দ্র কাদে অতিশয় ॥
 সাত্বনা প্রদান করি তারা দেবী কয় ।
 গুরু সহ সাক্ষাৎ না হবে এ সময় ॥
 দুর্দিন ঘুচিবে যবে গুরুপ্রাপ্ত হবে ।
 লক্ষ্মীদেবী পুনরায় তব রাজ্যে যবে ॥
 যেমন করিলে কর্ম কল তার পাও ।
 আপন ভবন পানে ফিবে চলে যাও ॥

তাবাব বচন শুনি দেবেন্দ্র তখন ।
 মন্দাকিনী নদীতীরে করিল গমন ॥
 অহল্যা যুবতী ছিল গৌতমের প্রিয়া ।
 বিমুগ্ধ হইল ইন্দ্র তাহারে দেখিয়া ॥
 স্নান তবে নদীতটে আসিছে যুবতী ।
 সন্মিত বদন তার অতি রূপবতী ॥
 অহল্যাব স্তন শ্রোণি করিয়া দর্শন ।
 কাগেতে মোহিত ইন্দ্র হইল তখন ॥
 গৌতমেব বেশ ইন্দ্র করিবা ধারণ ।
 অহল্যার সঙ্গীপেতে কবে আগমন ॥
 দেবেন্দ্রের ছল সতী বুঝিতে না পারে ।
 তাহার সহিত বাঘ শয়ন আগাবে ॥
 বতিরসে মূর্ছা বাঘ অহল্যা যুবতী ।
 পুৰন্দর নানাভাবে ভোগ কবে রতি ॥
 এইরূপে রতিভোগ কবে যে সময় ।
 সহসা গৌতম মুনি উপনীত হয় ॥
 সম্মুখে মূনিরে হেরি দেব পুৰন্দর ।
 মহাভয়ে অঙ্গ তাব কাঁপে থরথর ॥
 বগণ কবিয়া ত্যাগ দেবেন্দ্র তখন ।
 মুনিব চরণ বরি করিল ক্রন্দন ॥
 ক্রোধেতে মুনিব মুখ বক্তবর্ণ হয় ।
 সম্বোধন কবি ইন্দ্রে মুনিবর কয় ॥
 ষিক্ ষিক্ পুৰন্দর দেব-অধিপতি ।
 ব্রহ্মার প্রপৌত্র হ'য়ে কেন এ দুর্গতি ॥
 কণ্ঠপেব পুত্র ভুগি অদিতি-নন্দন ।
 গর্হিত এ কার্য্য কব কিসেব কারণ ॥
 বেদশাস্ত্রে দক্ষ ভুগি জ্ঞানবান্ অতি ।
 কি হেতু কবিলে লোভ পরনারী প্রতি ॥
 যোনি প্রতি লুপ্ত ভুগি হইলে যেমন ।
 শবীবে সহস্রযোনি হইবে তেমন ॥
 পূর্ণ এক বর্ষ কাল যোনিগন্ধ পাবে ।
 বিস্মিত হয়েছি আমি তোমার স্বভাবে ॥
 ভাস্বেব আবোধনা কব যদি তবে ।
 যোনিচিহ্ন চক্ষুরূপে পরিণত হবে ॥

ভুগি অতি নৃচগতি অতি দুরাচার ।
 দূষিতা কেবেছ ভুগি পত্নীরে আসার ॥
 সেই অপবাধে আমি দিনু অভিশাপ ।
 বিনষ্ট হইবে তব শোভা ও প্রতাপ ॥
 তব গুণ বৃহস্পতি মোর বন্ধুজন ।
 সে কারণে তোমারে না করিছু নিধন ॥
 অনন্তর ইন্দ্রদেব অতি ভক্তিবদেব ।
 মুনিবাক্যে ভাস্বেব আবোধনা কবে ॥
 এইরূপে আরাধনা করিলে প্রচুর ।
 শবীবেব যোনিচিহ্ন হয় তার দূর ॥
 তারপর মুনিবর কহে অহল্যাবে ।
 পুৰন্দর উপভোগ করেছে তোমারে ॥
 মোব ভোগ্যা ভুগি কভু নাহি হবে আব ।
 ধারণ করিবে ভুগি পাষণ আকাব ॥
 অনুরাগশূন্য ভুগি জানি মনে মনে ।
 তথাপি গ্রহণ আমি করিব কেনে ॥
 পরভোগ্যা নারী যদি হয় অনিচ্ছাব ।
 প্রায়শ্চিত্ত দ্বাবা তাবে শুদ্ধ কবা যায় ॥
 কামবশে যেই নারী পবভোগ্যা হয় ।
 সেই নারী কভু আব গ্রহণীবা নয় ॥
 পরভোগ্যা রঙ্গীবা অপবিত্রা অতি ।
 পদে পদে তাহাদেব অশেষ দুর্গতি ॥
 কোনো কার্য্যে তাহাদেব নাহি অধিকাৰ ।
 অভিমতে বাঘ তারা নবক-নাঝাব ॥
 এই কথা বলি মুনি কবিল প্রস্তান ।
 অহল্যা পাষণ হ'য়ে কবে অবস্থান ॥
 বহুবর্ষ গত হ'লে অহল্যা আবার ।
 বাগেব চরণ-স্পর্শে পাইল উদ্ধাব ॥
 অহল্যা গৌতম কাছে বসিতে গমন ।
 আবান গৌতম তানে কবিল গ্রহণ ॥
 ভগবান্ বহিলেন, স্তন বিনোদিনী ।
 বহিব এখন আমি ইন্দ্রেন কহিনা ॥
 বিশ্বরূপ নামে ছিল ইন্দ্রেন নন্দন ।
 একদিন ইন্দ্র হানে ব'বিল নিধন ॥

পুত্রের নিধন-বার্তা করিয়া শ্রবণ ।
 ত্রুটী মূনিবর হয ক্রোধে নিমগন ॥
 ইন্দ্রের বিনাশ তরে ত্রুটী অতঃপর ।
 যজ্ঞ আয়োজন এক করিল সত্তর ॥
 সেই যজ্ঞকুণ্ড হ'তে অতি ভয়ঙ্কর ।
 ব্রহ্ম নামে সমুখিত হয দৈত্যবর ॥
 অশ্বরের অত্যাচারে ত্রস্ত দেবগণ ।
 শঙ্কিত হইয়া সবে রহে অনুক্ষণ ॥
 অনন্তর পুরন্দর ঘাইয়া সত্তরে ।
 দধীচি মূনির কাছে অস্ত্র ভিক্ষা করে ॥
 দধীচির অস্থি দিয়া বজ্রসৃষ্টি হয ।
 সেই বজ্র ব্রহ্মে হানে ইন্দ্র মহাশয ॥
 ব্রহ্মাহুত্রে পুরন্দর করিল নিধন ।
 ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হইল তখন ॥
 ব্রহ্মহত্যা হৈল তবে সত্য রূপিণী ।
 রক্তবস্ত্র পরা বুদ্ধা স্ত্রীবেশ ধাবিণী ॥
 তালবৃক্ষ সম মূর্তি বিকট আকার ।
 লাক্ষ্য ফলার সম দন্তরাজি তার ॥
 দযাহীনা ব্রহ্মহত্যা খণ্ড ল'য়ে হাতে ।
 কুপিতা হইয়া ধায় ইন্দ্রের পশ্চাতে ॥
 ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ইন্দ্র কি করিবে আর ।
 শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরে বার বার ॥
 মানসের সরোবরে উপনীত হ'য়ে ।
 সূক্ষ্ম স্থণালের সূত্রে লুকায সভয়ে ॥
 ব্রহ্মহত্যা অনন্তর না হেরি উপায় ।
 অবস্থান করে এক বটের শাখায় ॥
 এদিকে নভ্ব হ'য়ে ত্রিলোকের পতি ।
 শচীরে হেরিয়া হয কামাভুব অতি ॥
 ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী অতি ভয়ে ভয়ে ।
 আশ্রয় লইল আসি তারার আলয়ে ॥
 তারা-অনুরোধে পরে গুরু ব্রহ্মপতি ।
 মানসের সরোবরে বায শীত্র অতি ॥
 সেখায় আসিয়া গুরু পুরন্দরে কয় ।
 গাত্রোত্থান কর বৎস নাহি কোন ভয় ॥

আমি তব গুরুদেব উপস্থিত যবে ।
 অবশ্য তোমার কিছু বিপদ না হবে ॥
 শুনিয়া গুরুর স্বর দেবেন্দ্র তখন ।
 শ্রীয রূপ ধরি সেখা করে আগমন ॥
 গুরুরে সম্মুখে হেরি ইন্দ্র গুণধাম ।
 পরম আনন্দে তারে করিল প্রণাম ॥
 কৃতাজ্ঞলি পুটে ইন্দ্র গুরুদেবে কয় ।
 মোর অপরাধ তুমি ক্ষম মহাশয ॥
 তুমি প্রভু কৃপানিধি, কৃপা অবতার ।
 সব অপরাধ কর মার্জনা আমার ॥
 অতীব অজ্ঞান আমি অতি মূঢ়মতি ।
 তোমার কৃপায় আমি হই সুরপতি ॥
 বিধাতার পৌত্রে তুমি জ্ঞানীর প্রধান ।
 তোমার নিকটে আমি কীটের সমান ॥
 ইন্দ্রের স্তবন শুনি তুষ্ট ব্রহ্মপতি ।
 প্রীতিভরে ধীরে ধীবে কহে ইন্দ্র প্রতি ॥
 স্থির হও বৎস, তুমি নাহি কর ভয় ।
 তব রাজ্যে লক্ষ্মী ববে সকল সময় ॥
 বিষ দূর হবে তব দিনু এই বর ।
 আপনার রাজ্যে যাও দেব পুরন্দর ॥
 অসরাবতীতে শীত্র করিয়া গমন ।
 শচীসহ স্ত্রুখে কাল করহ যাপন ॥
 মোর বরে নষ্ট হবে শত্রু-সমুদয় ।
 বিপদ ঘুচিবে তব, দূর হবে ভয় ॥
 এই কথা বলি গুরু যাইবে যখন ।
 ব্রহ্মহত্যা মূর্তি তথা করিল দর্শন ॥
 শঙ্কিত হইয়া ইন্দ্র না হেরি উপায় ।
 গুরুর শরণ আসি লইল তথায় ॥
 ব্রহ্মহত্যা মূর্তি সেখা করিয়া দর্শন ।
 ভয়ে ভয়ে গুরু করে হরিবে স্মরণ ॥
 এমন সময় সেখা দৈববাণী হয় ।
 আমার বচন শুন গুরুমহাশয ॥
 রক্ষিবারে চাহ যদি দেবেন্দ্রের প্রাণ ।
 রাধিকা-কবচ তারে করহ প্রদান ॥

সংসারবিজয় নামে কবচ রাখার ।
 শিশ্যেরে প্রদান কর ভব নাহি আর ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী শুক তারপবে ।
 বাধিকাকবচ দান করে পুরন্দরে ॥
 কবচের প্রভাবেতে দূর হ'ল ভয় ।
 ব্রহ্মহত্যা অবিলম্বে ভঙ্গীভূতা হয় ॥
 অনন্তব বৃহস্পতি হুপ্রসন্ন চিতে ।
 ইন্দ্রের সহিত যায় অমরাবতীতে ॥
 পুরন্দরে পুনরায় করিয়া দর্শন ।
 মহা আনন্দিত হ'ল যত দেবগণ ॥
 পূজিকতা শচীদেবী আসিয়া স্ববায় ।
 প্রণাম কবিল আসি দেবেন্দ্রের পায় ॥
 শত্রু-অত্যাচারে রাজ্য হয় ছাবধার ।
 সেই রাজ্য বিশ্বকর্মা নির্মিল আবাব ॥
 মনোহব সেই রাজ্য করিয়া দর্শন ।
 পবিত্রপু নাহি হয় দেবেন্দ্রের মন ॥
 যতদিন মনোমত বাজ্য নাহি হবে ।
 কি প্রকারে বিশ্বকর্মা অবসব লবে ॥
 বিশ্বকর্মা উপায় না কবিয়া দর্শন ।
 ব্রহ্মাব নিকটে গিয়া লইল শবণ ॥
 অনন্তব পদ্মযোনি বৈকুণ্ঠেতে যায় ।
 হবিব নিকট কহে নিজ অভিপ্রায় ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি হবি নাবাযণ ।
 মনোহব শিশুকপ করিলা ধারণ ॥
 দণ্ড-ছত্র-ধারী শিশু হুপ্রসন্ন চিতে ।
 উপনীত হন আসি অমরাবতীতে ॥
 উজ্জ্বল তিলক শোভে ললাটে তাহার ।
 শুল্ল বস্ত্র পবিধানে অতি চমৎকার ॥
 এইরূপ শিশুদেহ করিয়া ধারণ ।
 ইন্দ্রের দ্বারেতে হবি কবে আগমন ॥
 বিপ্র বালকেবে হেরি ইন্দ্র গুণধাম ।
 ভক্তিভরে চরণেতে করিল প্রণাম ॥
 পাত্ত অর্থ্য দান করি পুরন্দর কয় ।
 কি কারণে আগমন কহ দয়াময় ॥

ইন্দ্রের বচন শুনি কহে জনার্দন ।
 আসিয়াছি তব বাজ্য কবিতে দর্শন ॥
 বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত বিচিত্র নগর ।
 শুনলাম হইয়াছে অতি মনোহর ॥
 জানিবারে কৌতূহল জাগিছে আমার ।
 পুৰী সম্পাদিত হবে কতদিনে আর ॥
 বিশ্বকর্মা যেই রাজ্য করিল নির্মাণ ।
 অতি অপকপ তাহা শুন মতিমান ॥
 আর কোন ইন্দ্র প্রভু পাবে নাই যাহা ।
 একমাত্র তুমি আজি পারিয়াছ তাহা ॥
 শিশুর বচন শুনি হাসে পুবন্দর ।
 সম্বোধন কবি তাবে বহে অতঃপব ॥
 কহ কহ মোরে তুমি ব্রাহ্মণ-নন্দন ।
 কোন্ কোন্ ইন্দ্রে তুমি করিলে দর্শন ॥
 ইন্দ্রের বচনে বিপ্র হান্ত করি কয় ।
 আমার বচন তুমি শুন মহাশয় ॥
 তব পিতা কশ্যপেরে জানি পুবন্দব ।
 জানি তব পিতামহ মবীচি প্রবব ॥
 মবীচির পিতা যিনি ব্রহ্মা ভগবান্ ।
 তাহারেও জানি আমি শুন মতিমান ॥
 ব্রহ্মাব রক্ষাব কর্তা বিষ্ণু নারায়ণ ।
 সেই বিষ্ণুদেবে আমি জানি বিলক্ষণ ॥
 প্রলয়ব বধা আমি জানি মহাশয় ।
 ব্রহ্মাণ্ডের কথা আমি জানি সমুদয় ॥
 কত যে ব্রহ্মাণ্ড আছে না যায় কখন ।
 কত ব্রহ্মা বিষ্ণু আছে জানি সর্বক্ষণ ॥
 কত ইন্দ্র আছে, তাহা বর্ণনা না যায় ।
 কত ব্রহ্মা বিষ্ণু আছে, কে গণিবে তায় ॥
 এইরূপ জনার্দন কহিছে যখন ।
 একদল পিপীলিকা কবিল দর্শন ॥
 পিপীলিকা-দল হেবি শিশু জনার্দন ।
 উচ্চববে হান্ত কবি উঠিল তখন ॥
 শিশুর এ আচরণ বুঝিতে না পাবি ।
 যুক্তকরে পুবন্দর কহে তাড়াতাড়ি ॥

কহ প্রভু কেবা তুমি কাহার নন্দন ।
 উচ্চরবে হাশু কর কিসেব কারণ ॥
 শিশুরূপী কেবা তুমি আসিলে ছলিতে ।
 জানিবারে কোতুল জাগিতেছে চিতে ॥
 ইন্দ্রের বচন শুনি সনাতন কয় ।
 গোপনীয় কথা শুন, কহি মহাশয় ॥
 যেই পিপীলিকাদল করিস্ত দর্শন ।
 সকলেই ইন্দ্র ছিল তোমার মতন ॥
 নিজ নিজ কর্মফলে তাহারা এখন ।
 ক্ষুদ্রে পিপীলিকা রূপ করিল ধারণ ॥
 কর্মফলে জীবগণ ব্রহ্মপদ পায় ।
 কর্মফলে জীবগণ শিবলোকে যায় ॥
 কর্মফলে স্থান পায় হ্ররলোক মাঝে ।
 কর্মের ফলেতে কভু নরকে বিরাজে ॥
 শূকরী বর্গে গিয়া জন্ম কেহ লয় ।
 কেহ কর্ম-অনুসারে ক্ষুদ্র জীব হয় ॥
 এইরূপ জনার্দন কহিছে যখন ।
 বুদ্ধ মহাযোগী এক করে আগমন ॥
 উজ্জ্বল তিলক শোভে ললাটে তাহার ।
 মস্তকে শোভিছে তাব স্থল জটাতার ॥
 বক্ষঃস্থলে লোম কিছু উৎপাটিত রয় ।
 বয়সে প্রবীণ অতি মুনি মহাশয় ॥
 মুনিরে হেরিয়া সেখা ইন্দ্র গুণধাম ।
 ভক্তিবরে চরণেতে করিলা প্রণাম ॥
 শিশুবংশী ভগবান্ মুনিরে শুধাব ।
 কোথা হ'তে মুনিবর আসিলে হেথা ॥
 নাম জানিবারে বড় হয় অভিলাষ ।
 কি কারণে আগমন, কোথাষ নিবাস ॥
 উৎপাটিত লোম কেন বক্ষেতে তোমার ।
 রূপা করি সব কথা কহ সবিস্তার ॥
 শিশুর বচনে মুনি কহিল তখন ।
 আমার বৃত্তান্ত শুন ব্রাহ্মণ-নন্দন ॥
 অজ্ঞায় বলিয়া আমি না করি সংসার ।
 ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিন কাটাই আমার ॥

লোমশ আগার নাম শুন হে ব্রাহ্মণ ।
 ইন্দ্রের দর্শন তরে করি আগমন ॥
 বক্ষের মাঝারে মোর লোম আছে যত ।
 আয়ুর প্রমাণ মোব হয় অবিরত ॥
 এক ইন্দ্রপাতে শুন ব্রাহ্মণ-তনয় ।
 একটি করিয়া লোম উৎপাটিত হয় ॥
 ব্রহ্মার পরাধিকার পূর্ণ হবে যবে ।
 সে সময় অবশ্যই মোর মৃত্যু হবে ॥
 মোর অতি অল্প আয়ু জানি অনুক্ষণ ।
 তাই মোর সংসারের কিবা প্রয়োজন ॥
 একমাত্র নিত্য সত্য হরি ভগবান্ ।
 তাঁহার চরণ-পদ্ম করি সদা ধ্যান ॥
 হরির দাসত্ব সদা হৃদয়লভ অতি ।
 হরিভক্তি চাহি আমি না চাহি মুক্তি ॥
 নাহি চাই সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় ।
 হরির দাসত্ব চাহি সকল সময় ॥
 এই কথা বলি সেখা লোমশ তখন ।
 কৈলাসেতে শিব কাছে করিল-গমন ॥
 প্রস্থান করিলে মুনি এমন সময় ।
 শিশুরূপী জনার্দন অন্তর্হিত হয় ॥
 সকল ব্যাপার দেখি দেবেন্দ্র তখন ।
 হতবুদ্ধি হ'য়ে রয় বিষয়ে মগন ॥
 সম্পদে বাসনা তাব নাহি রহে আর ।
 স্বপ্নের সমান সব মনে হয় তার ॥
 বিশ্বকর্মা শিল্পীবরে করি আনমন ।
 কহিল দেবেন্দ্র বহু মধুর বচন ॥
 বহু ধনরত্ন তারে করিয়া অর্পণ ।
 আপন ভবনে তাবে করিল প্রেবণ ॥
 রাজ্যভাব দিয়া পরে পুত্রের উপরে ।
 বনেতে চলিল ইন্দ্র তপস্তার তবে ॥
 তখন আসিয়া শুক দেব বৃহস্পতি ।
 হিতবাক্য উপদেশ করে ইন্দ্র প্রতি ॥
 বিচূর্ণিত দেবেন্দ্রের হয় অহঙ্কার ।
 শুকব আদেশে পুনঃ লয় রাজ্যভার ॥
 ত্রৈলোক্যব্যবধৌ একচত্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বিচত্বাবিংশ অধ্যায়

হর্ষেন দর্পচূৰ ।

সনাতনে কহিলেন, বাধা বিনোদিনী ।
 শুনিলাম তব যুখে ইন্দ্রের কাহিনী ॥
 কিরূপে ববির গর্বে বিচূর্ণিত হয় ।
 সেই কথা মোরে আজ কহ দয়াময় ॥
 ভগবান্ কহিলেন শুন শুন সতি ।
 নৃষ্যের কাহিনী আমি কহিব সম্প্রতি ॥
 একদিন রবি যবে অস্তগতি হয় ।
 গালী ও স্নহালী নামে বলী দৈত্যদ্বয় ॥
 আপনাব দীপ্তি দিয়া নাশে অন্ধকার ।
 সন্ধ্যাকালে দীপ্তিময় হয় চারিধার ॥
 তাহাতে রূপিত হ'বে ভাস্কর তখন ।
 তাহাদের প্রতি শূল করিল ক্ষেপণ ॥
 শূলেব আঘাতে তারা চেনন হারাধ ।
 নৃচ্ছিত হইয়া আসি পড়িল ধরাধ ॥
 শঙ্কবেব ভক্ত ছিল দৈত্য দুইজন ।
 জানিতে পারিয়া শিব কবে আগমন ॥
 জ্ঞান-বলে তাহাদেব করি প্রাণ দান ।
 মহাক্রোধে সূর্য্য প্রতি হয় ধাবমান ॥
 শঙ্কিত হইয়া সূর্য্য না হেরি উপায় ।
 ব্রহ্মাব শরণ গিয়া লইল ভ্রাবাধ ॥
 শূল ল'য়ে শূলপাণি কম্পিত অন্তবে ।
 ব্রহ্মার আলবে শীঘ্র আগমন করে ॥
 রুষ্ট পঞ্চাননে ব্রহ্মা করিয়া দর্শন ।
 চতুর্শুখে ভক্তিতরে করিল স্তবন ॥
 জগতেব গুরু তুমি দেব পঞ্চানন ।
 শরণাগতেরে তুমি না কর নিধন ॥
 স্বজন করিলে তুমি বিখ-চরাচর ।
 সূর্য্য প্রতি স্প্রদগ্ন হও মহেশ্বর ॥
 তুমি প্রভু আশুতোষ তুমি মহাভাগ ।
 ভাস্করের প্রতি তুমি করিও না রাগ ॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ ।
 কৃপা করি দিবাকরে করহ রক্ষণ ॥
 ববিরে স্বজন তুমি করি পঞ্চানন ।
 সমুদ্রত হইয়াছ করিতে নিধন ॥
 আমি ব্রহ্মা ধর্ম্ম সূর্য্য ইন্দ্র হতাশন ।
 তোমা হ'তে ভীত মোরা হই অনুক্ষণ ॥
 তপস্শাব ফলদাতা তুমি কৃপাময় ।
 তপের স্বরূপ তুমি সকল সময় ॥
 এইরূপে শঙ্করেব কবিতা স্তবন ।
 সূর্য্যেরে শিবের কাছে করে আনয়ন ॥
 ভুঙ্ক হ'য়ে ভোলানাথ প্রকল্প অন্তবে ।
 ক্রোধে ভুলি সূর্য্যদেবে আশীর্ব্বাদ কবে ॥
 ব্রহ্মাবে প্রণাম করি শিব ভগবান্ ।
 আপনার আলয়েতে কবিল প্রস্থান ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিচত্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রয়শচত্বাবিংশ অধ্যায়

অগ্নি দর্পচূৰ ।

বাধিকায়ে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 এক্ষণে শ্রবণ কর অগ্নি-উপাখ্যান ॥
 ভৃগু প্রতি ক্রোধভরে দেব হতাশন ।
 দাহন কবিতে যায ত্রৈলোক্য ভুবন ॥
 আপনারে ভাবে অগ্নি অতি তেজীয়ান্ ।
 অগ্ন অগ্ন সকলেবে কবে তুচ্ছ জ্ঞান ॥
 বিস্তার করিয়া শিখা অতি অহঙ্কারে ।
 ত্রৈলোক্য ভুবন চাষ গ্রাস করিবাবে ॥
 জনার্দন শিশুরূপ করিয়া ধারণ ।
 অগ্নি ব নিকটে আসি কহিল তখন ॥
 কি কারণে রুষ্ট তুমি কহ মহাশয় ।
 ত্রৈলোক্য দাহন করা উচিত না হয় ॥
 ভৃগুর উপরে ক্রুদ্ধ হইলে বধন ।
 ভৃগুবে দগ্ন তুমি কর হতাশন ॥

বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন ব্রহ্মা মহাশয় ।
 শ্রীহরি রক্ষক তার সকল সময় ॥
 সংহারের কর্ত্তা হয় দেব পঞ্চানন ।
 কেমনে নাশিবে তুমি ত্রৈলোক্য ভুবন ॥
 প্রথমে সংহার কর হরি সনাতনে ।
 তবে ত সঙ্গম হবে ত্রৈলোক্য-দহনে ॥
 এই কথা বলি তারে হবি জনার্দন ।
 শরপত্র অগ্নি মাঝে করে সমর্পণ ॥
 অতি ক্ষুদ্র শরপত্র শুদ্ধ অতিশয় ।
 তাহায়ে করিতে দগ্ধ সাধ্য নাহি হয় ॥
 লেলিহান শিখা অগ্নি করিবা বিস্তার ।
 শিশুরে আবৃত করে ছাড়িয়া জ্বলার ॥
 তথাপি সে শুদ্ধ পত্র দগ্ধ নাহি হয় ।
 হেরিবা লজ্জিত হয় অগ্নি অতিশয় ॥
 এইরূপে অগ্নিদর্প বিচূর্ণিত করি ।
 অন্তর্হিত হইলেন জনার্দন হরি ॥
 অতীব লজ্জিত হ'য়ে দেব হতাশন ।
 শাস্ত হ'য়ে নিজ ধামে করিল গমন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুধাময় ।
 শ্রবণ করিলে সদা জুড়াই হৃদয় ॥
 এ সংসারে অহঙ্কার করে যেইজন ।
 তার দর্প চূর্ণ করে শ্রীমধুসূদন ॥

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে ব্রহ্মচর্যবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুঃসংক্রান্তিংশ অধ্যায় চর্যাসাধ দর্পচূর্ণ ।

ভগবান্ কহিলেন, শুন বিনোদিনী ।
 কহিব এখন আসি দুর্ব্বাসা-কাহিনী ॥
 কিরূপে তাহার গর্ব্ব বিচূর্ণিত হয় ।
 শুন সতি কহি আসি সে সব বিষয় ॥

অশ্বরীষ নামে এক ছিল নরপতি ।
 অতি শক্তিশালী রাজা বিষ্ণুপদে মতি ॥
 একদিন রাজা ব্রত করি সম্পাদন ।
 মহানন্দে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
 পারণ করিতে যবে সমুদ্রত হয় ।
 দুর্ব্বাসা-প্রবর সেথা আসে সে সময় ॥
 সুখার্ভ তৃষ্ণার্ভ যুনি নৃপবরে কব ।
 অন্নজল দান মোরে কর মহাশয় ॥
 যুনিরে ছেবিবা নৃপ সভক্তি অন্তরে ।
 সুধাসম পরমাম্ তারে দান করে ॥
 পায়সের মধ্যে কেশ কবিবা দর্শন ।
 অতীব কুপিত হয় দুর্ব্বাসা তখন ॥
 ক্রোধভরে অন্ন তার কাঁপে অতৃপ্তন ।
 জটা হ'তে বাহিরিল পুংস্ব ভীষণ ॥
 কৃত্য সে পুংস্ব বায় হানিতে রাজারে ।
 ভীত নৃপ মোর নাম শ্রবণে বারে বারে ॥
 এমন সময় মোর চক্ৰ হৃদদর্শন ।
 মহাবেগে নৃপ কাছে কবে আগমন ॥
 কোটি সূর্য্যসম দীপ্ত চক্ৰ ভয়ঙ্কর ।
 আবিভূত হ'বে সেথা ঘুরে নিরন্তর ॥
 কৃত্য পুংস্বের শির কবিবা ছেদন ।
 ধাইল যুনির পাছে করিতে নিধন ॥
 চক্ৰভয়ে ভীত হ'বে দুর্ব্বাসা তখন ।
 সমুদয় বিশ্বলোক করিল ভ্রমণ ॥
 চক্ৰ হৃদদর্শন ধায পশ্চাতে তাহাব ।
 হায হায তার বুঝি রক্ষা নাহি আব ॥
 শিবলোক ব্রহ্মলোক করিবা ভ্রমণ ।
 বিষ্ণুর নিকটে আসি লইল শরণ ॥
 যুনির বিপদ্ হেরি বিষ্ণু ভগবান্ ।
 কৃপাবশে করিলেন অভয় প্রদান ॥
 দুর্ব্বাসা প্রবর শেষে বিষ্ণুর আজ্ঞায় ।
 অশ্বরীষ নৃপ গৃহে বায় পুনরায় ॥
 দুর্ব্বাসা যুনিবে পুনঃ করিবা দর্শন ।
 নরপতি পরমাম্ করাব ভোজন ॥

তাবপর ব্রত শেষে আনন্দিত মনে ।
পারণ করিলা নৃপ নিজপত্নী মনে ॥
ভোজন কবিবা মুনি তৃপ্তি-সহকাৰে ।
নৃপতিবে আশীৰ্বাদ কবে বাবে বাবে ॥
শুন রাধা সোব ভক্ত হয যেই জন ।
বক্ষ্য তাবে কবে গোব চক্র স্তূপদর্শন ॥
আমাব ভক্তের সম কেহ নহে আব ।
জিভুবন মাঝে তাবা সকলেব সাব ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মপঞ্চ ও চতুর্চনাবিশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চচত্বারিংশে অধ্যায়

ধনুন্তরির দর্পচূর্ণ ও মনসাব বিজয় ।

ভগবান্ কহিলেন, শুন রাধা সতি ।
ধনুন্তবি-কথা আমি কহিব সম্প্রতি ॥
সমুদ্র-মহানকালে মহার্ঘ্য হ'তে ।
জ্ঞানবান্ ধনুন্তরি উঠিল জগতে ॥
মন্ত্রতন্ত্র-বিশাবদ অতি বিচক্ষণ ।
গন্ধক্কেব শিষ্য সেই ধনুন্তবি হন ॥
সহস্র শিষ্যেব সহ দেব ধনুন্তবি ।
একদিন কৈলাসেতে যায় হুবা কবি ॥
সহসা পথেব মাঝে কবিল দর্শন ।
ভীষণ তক্ষক নাগ কবিছে গমন ॥
শৈলতুল্য ভয়ঙ্কর তাহাব নুরতি ।
দ্রুতবেগে আসিতেছে কোপভাবে অতি ॥
কুপিত সে তক্ষকেবে কবিয়া দর্শন ।
উপহাস কবে ধনুন্তরি শিষ্যগণ ॥
একজন শিষ্য তাবে ধাবণ কবিয়া ।
বিদগ্ধ কবি উর্কে খেলিল টুড়িয়া ॥
উদ্ধত তক্ষক রহে রুতের নদান ।
ব্যথাব বাতব হ'য়ে যায় দুকি প্রাণ ॥
তক্ষকেব চুববস্থা হেবি দর্পগণ ।
বাহুকিসদাপে থিকা কবে নিবেশন ॥

সমস্ত বুদ্ধান্ত শুনি বাহুকি তখন ।
ক্রোধভরে পঞ্চ সর্পে করিল প্রেবণ ॥
পুণ্ডরীক দ্রোণ আর নাগ ধনঞ্জয় ।
কর্কট কালিষ আদি সর্প-সমুদয় ॥
যেই স্থানে অবস্থান কবে ধনুন্তবি ।
সেইখানে ক্রোধভাবে যায় হুবা কবি ॥
নাগগণে হেবি সবে ভীত অতিশয় ।
চেতন হাবায যত শিষ্য সমুদয় ॥
ধনুন্তবি গুণদেবে করিয়া স্মরণ ।
শিষ্যগণে প্রাণ দান করিল তখন ॥
তাবপর ধনুন্তরি মহামন্ত্র-বলে ।
ব্রতপ্রায় কবিলেন যত সর্প দলে ॥
দাক্ষণ সঙ্ঘট বুঝি বাহুকি তখন ।
মনসাদেবীবে সেথা কবে আবাহন ॥
মনসাদেবীবে নাগ কহে ভক্তিভাবে ।
হুবা করি যাও তুমি নাগবক্ষা তরে ॥
বাহুকির বাক্য শুনি মনসা তখন ।
নাগবুল-রক্ষা তবে করিল গমন ॥
যেই স্থানে অবস্থান কবে ধনুন্তবি ।
ক্রোধভাবে যায় সেথা মনসা ঈশ্বরী ॥
মনসাব দৃষ্টি মাত্রে যত সর্পগণ ।
নিমেষের মাঝে সবে লভিল চেতন ॥
ধনুন্তরি শিষ্য প্রতি মনসা তখন ।
ক্রোধে বিদগ্ধ দৃষ্টি করে নিদেপণ ॥
সে দৃষ্টিতে শিষ্যগণ চেতনা হাবায ।
ব্রতপ্রায় হ'য়ে সবে মাটিতে লুটায় ॥
মন্ত্রণাজ্ঞা-বিশারদ ধনুন্তরি পরে ।
শিষ্যগণে বাঁচাইতে বহু চেক্টা কবে ॥
তব্ধ তার শিষ্যগণ না পায় চেতন ।
ব্রতপ্রায় হ'য়ে বন যত শিষ্যগণ ॥
তখন মনসাদেবী হস্ত্য করি কম ।
মন্ত্রতন্ত্র সদ তব ব্যর্থ মন্ত্রণায় ॥
গন্ধক্কেব শিষ্য তুমি সানি মন্ত্রণায় ।
অন্যদেব গুরু তন দেব পঞ্চমন ॥

শুন শুন ধ্বন্তুরি কহি তব প্রীতি ।
 দেখাও আমারে তব মস্তুর শকতি ॥
 এই কথা বলি তারে ঈশ্বরী মনসা ।
 সরোবর হ'তে পদ্ম আনিল সহসা ॥
 তারপর সেই পদ্ম মস্তপূত করি ।
 নিক্ষেপ করিল যেথা ছিল ধ্বন্তুরি ॥
 জ্বলদগ্নি শিখা সম সেই পদ্ম ফুল ।
 অবিলম্বে ধ্বন্তুরি করিল নিঃশূল ॥
 তখন মনসাদেবী কুপিত অন্তরে ।
 মর্পেরে নিক্ষেপ কবে তাহার উপরে ॥
 ধ্বন্তুরি সেই সর্প করিয়া দর্শন ।
 ধূলিমুষ্টি দ্বারা ধ্বংস করিল তখন ॥
 কুপিতা মনসাদেবী শক্তি ল'য়ে করে ।
 মস্তপূত করি হানে তাহার উপরে ॥
 ধ্বন্তুরি বিষ্ণুগূল লইয়া তখন ।
 মনসার সেই শক্তি করিল ছেদন ॥
 ঈশ্বরী মনসাদেবী নাগপাশ ল'য়ে ।
 হানিল তাহার প্রীতি কুপিত হৃদয়ে ॥
 ধ্বন্তুরি নাগপাশ করিয়া দর্শন ।
 মনে মনে গবভ্দেরে করিল স্মরণ ॥
 গরুড় সহসা সেথা করি আগমন ।
 চঞ্চু দ্বারা নাগপাশ করিল ভক্ষণ ॥
 নাগান্ত্র বিফল হৈল দেখিয়া বিস্ময় ।
 শিবদত্ত ভস্মমুষ্টি করতলে লয় ॥
 মস্তপূত করি তাহা করিল ক্ষেপণ ।
 পক্ষদ্বাৰা নিবারিল গবভ্ তখন ॥
 নিঃফল হইল যবে ভস্মরাশি তার ।
 শিবশূল হাতে লয় মনসা এবার ॥
 অর্য্য শিবের শূল করিয়া দর্শন ।
 ব্রহ্মা আর শিব শীঘ্র করে আগমন ॥
 ব্রহ্মা আর পঞ্চাননে হেবিয়া সেখায় ।
 মনসা অমনি আসি প্রণমিল পাষ ॥
 ব্রহ্মা আর মহেশ্বরে করিয়া দর্শন ।
 ভক্তিমত্তে ধ্বন্তুরি করিল স্তবন ॥

আশীর্বাদ করি তারে ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 কহিলা মধুর বাক্য হিতকর অতি ॥
 সর্বশাস্ত্র-বিশারদ তুমি স্তম্ভধাম ।
 মনসা সহিত কেন করিছ সংগ্রাম ॥
 মনসা শিবের শূল কবিলে ক্ষেপণ ।
 ভস্মীভূত হ'বে যাবে এ তিন ভুবন ॥
 শুন ধ্বন্তুরি তুমি ভক্তি-সহকারে ।
 মনসার পূজা কর ষোড়শোপচারে ॥
 যে স্তোত্রে আস্তীক মূনি করিল স্তবন ।
 সেই স্তবে মনসারে কর আরাধন ॥
 ব্রহ্মার বচন শুনি মহাদেব কয় ।
 মনসাদেবী'ব পূজা কর মহাশয় ॥
 ব্রহ্মা আর শিব মুখে শুনি এ বচন ।
 ধ্বন্তুরি করে দ্বারা পূজা-আয়োজন ॥
 ভক্তিমত্তে পূজা আদি সম্পাদন করি ।
 কৃতান্ত্রলিপুটে স্তব করে ধ্বন্তুরি ॥
 সিদ্ধিস্বরূপিণী তুমি শঙ্করনন্দিনী ।
 নাগের ঈশ্বরী তুমি নাগের বাহিনী ॥
 আস্তীকজননী তুমি কি কহিব আর ।
 তোমাব চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 জরৎকারুপত্নী তুমি চিরতপস্বিনী ।
 স্তম্ভদা বরদা তুমি তপস্তারূপিণী ॥
 নিত্য তুমি ফলদাত্রী হও তপস্তার ।
 তোমার চরণে আমি নমি বাব বার ॥
 এইকপ স্তবস্ততি করি অবিভাম ।
 ধ্বন্তুরি মনসারে করিল প্রণাম ॥
 বর দান করি তারে প্রসন্ন বদনে ।
 প্রস্থান করিল দেবী আপন ভবনে ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তে'ব কথা অপরূপ অতি ।
 শ্রবণ কবিলে দ্বারা যুচিলে দুর্গতি ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চচাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।



ভক্তিভাবে পূজা আদি সম্পাদন করি।
কৃতাজলিপুটে স্তব কবে ধবলতরি॥

পৃষ্ঠা—৫৬৮

● ঝটচত্বারিংশ অধ্যায়
বাথিকাব খণ্ড ।

ভগবান্ কহিলেন শ্রীরাধার প্রতি ।
দর্পচূর্ণ কথা ভুমি শুমিলে সপ্রতি ।
চল চল বরাননে বৃন্দাবনে যাই ।
অপেক্ষা কবিছে সেথা গোপীবা সবাই ॥
বিরহে ব্যাকুল অতি তাহাদের মন ।
চল চল তাহাদের করিব দর্শন ॥
কৃষ্ণেব বচনে বাধা মানভরে কব ।
পদভঞ্জে যেতে মোব শক্তি নাহি হয ॥
যদি ভুমি পার নাথ ল'য়ে চল মোরে ।
চলিতে অক্ষমা আমি যাইব কি ক'বে ॥
রাধার বচন শুনি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
সহসা সে স্থান হ'তে কবে অন্তর্দ্বান ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে বাধা বৃন্দাবনে যায় ।
সহচরী গোপীগণে হেরিল সেথায় ॥
কৃষ্ণের বিরহে সবে করিল ক্রন্দন ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কবি কাঁদে গোপাঙ্গনাগণ ॥
শ্রীকৃষ্ণেব নিন্দা রাধা করি অতিশয় ।
দেহ পরিহার তরে সমুত্তত হয ॥
এমন সময় কৃষ্ণ আসিয়া সেথায় ।
স্বমধুব হবে তাব সুবলী বাজায় ॥
কৃষ্ণেব দর্শন করি গোপীদল গিয়া ।
অবিলম্বে রাধা কাছে আনিল ধবিয়া ॥
কৃষ্ণেরে পাইয়া বাধা কবি আলিঙ্গন ।
কামভবে পীতগজ করিল হরণ ॥
অমূলিগুণ কবে অঙ্গ চন্দনে কুঙ্কমে ।
সাজাইল বিনোদিনী বিবিধ কুঙ্কমে ॥
বার বার কৃষ্ণমুখ করি নিবীক্ষণ ।
পরম আদরে কবে শ্রীমুখ-চুম্বন ॥
কৃষ্ণের সমীপে আসি গোপিনী সকলে ।
বিবাহেব হুঃখ কত কহে নানা ছলে ॥

কেহ কহে রাধানাথ অতীব কপট ।
ধরিয়া রাখিব তারে মোদের নিকট ॥
কেহ কহে গোবিন্দেদে নাকরি প্রত্যাব ।
তার প্রতি দৃষ্টি রাখ সকল সময় ॥
কেহ কহে কৃষ্ণ অতি দধামায়াহীন ।
প্রেমপাশে বদ্ধ করি রাখ নিশিদিন ॥
এইরূপ নানা কথা কহি গোপীগণ ।
বাসেব গুণে সবে করিল গমন ॥
স্বর্ণপীঠে বসিলেন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
চারিধারে গোপীগণ করে অবস্থান ॥
নানা মূর্তি ধবি সেথা শ্রীমধুসূদন ।
গোপীগণ সাধে রব ক্রীড়ায় মগন ॥
বাথিকারে সাথে লয়ে নিজে ভগবান্ ।
বতির মন্দির মাঝে করিলা প্রস্থান ॥
চম্পকের শয্যা ছিল অতি সুমোহন ।
রাধা সহ কৃষ্ণ সেথা করিলা শয়ন ॥
কামশাস্ত্র-বিশারদ কৃষ্ণ বারংবার ।
রাধাসহ নানাভাবে করিল শৃঙ্গার ॥
সর্ব অঙ্গ পুলকিত হয শ্রীরাধাব ।
স্বরত-ক্রীড়ায় তার ভৃগু নাহি আর ॥
আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি ।
আবেশে মুচ্ছিত প্রায় রাধিকা যুবতী ॥
দিবারাত্রি নাহি স্তান ভৃগু নাহি আর ।
হরি সহ নানাভাবে করিল বিহার ॥
কৃষ্ণেব বিভিন্ন মূর্তি গোপীগণ মনে ।
স্বরতে প্রমত্ত হয আনন্দিত মনে ॥
ব্রহ্মবৈবর্তেব কথা অতি সুমধুর ।
শ্রবণ করিলে শান্তি লভিবে প্রচুব ॥
মধুব কৃষ্ণেব নাম যে করে শ্রবণ ।
সর্বপাপ দূবে যায় ভৃগু হয় মন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঝটচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

বাধাক্ষেপ বিধায় ।

কহিলা নারদ মুনি, কৃষ্ণকথা যত শুনি,
তত ইচ্ছা হয় শুনিবারে ।
কহ প্রভু নারায়ণ, তৃপ্ত নাহি হয় মন,
কৃষ্ণকথা কহ বারে বারে ॥
পূর্ণিমা অতীত যবে, কি করিলা কৃষ্ণ তবে,
কহ প্রভু বিস্তারিয়া মোরে ।
যেই কথা শুনি প্রভু, তৃপ্তি নাহি পাই কভু,
সেই কথা কহ রূপা ক'রে ॥
কহিলেন নারায়ণ, শুন শুন তপোধন,
রাসক্রীড়া করি সমাপন ।
যত গোপাঙ্গনা মনে, অতীব প্রকুল মনে,
যমুনায যাব সনাতন ॥
স্নিগ্ধ জলে করি স্নান, তৃপ্তি ভরে করি পান,
ভগবান্ প্রকুল হৃদয়ে ।
অতি পুলকের ভরে, নানাবিধ ক্রীড়া করে,
যমুনায গোপীদের ল'য়ে ॥
জলক্রীড়া শেষ করি, অনন্তর কৃষ্ণ হবি,
পরিহায করি গোপীগণে ।
অতি কামাভুর হ'য়ে, রাধিকার সাথে ল'য়ে,
যায সুরা ভাণ্ডীরে বনে ॥
নির্জন মালতী-বন, ছিল অতি স্নোহন,
সেথা শয্যা করিয়া রচন ।
ভগবান্ বারে বারে, মহা তৃপ্তি সহকারে,
রাধাসহ করিলা রমণ ॥
রাধাসহ অনন্তর, ভগবান্ রাসেশ্বর,
বাসন্তী কানন মাঝে যায ।
তারপর কুলমনে, শ্রীমতী রাধার মনে,
রতিভোগ করিল সেখায় ॥
সোহন চন্দন বনে, পদাবনে নিরঞ্জে,
চন্দ্রক কাননে সনাতন ।

নানাভাবে রাধা সঙ্গে, মাতিলেন রতিরঙ্গে,
কিছুতেই তৃপ্ত নহে মন ॥
রাধিকারে জোড়ে করি, প্রেমভরে কৃষ্ণহরি,
করিলেন কবরী-রচন ।
রাধার ললাট-দেশে, ভগবান্ অবশেষে,
করিলেন সিন্দূব অর্পণ ॥
মালতীর মালা নিষা, রাধার গলেতে দিয়া,
ভগবান্ হেরে বারংবার ।
অঙ্গেতে চন্দন দান, করিলেন ভগবান্,
রাধাদেবী শোভে চমৎকার ॥
সনাতন প্রেমভরে, কজ্জল প্রদান করে,
রাধা-নেত্র হয় সমুজ্জ্বল ।
অনুরাগে ভগবান্, রত্নহার করে দান,
দান করে রত্নের কুণ্ডল ॥
তারপর সমাদরে, অলক্ত প্রদান করে,
রাধা-পায়ে নুপুর পরায় ।
এইরূপে নিরঞ্জে, ভগবান্ কুল মনে,
মনসাধে রাধারে সাজায় ॥
সহসা গোপিকাগণ, করে সেধা আগমন,
কারো হাতে শোভিছে চন্দন ।
কেহ বা কুঙ্কম করে, আসে পুলকের ভবে,
মালা কেহ করে আনয়ন ॥
কেহ বা চামর ল'য়ে, আসে অতি ব্যস্ত হ'য়ে,
কারো হাতে বস্ত্র শোভা পায ।
মুদ্রস্থরে মাঝে মাঝে, কাবো হাতে বীণা বাজে,
কেহ নাচে কেহ গান গায় ॥
গোপাঙ্গনাগণসাথে, শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায মাতে,
আনন্দেতে সকলে মগন ।
কভু জলে কভু স্থলে, লইয়া গোপীব দলে,
রাসক্রীড়া করে সনাতন ॥
শ্রীকৃষ্ণকথ্যে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ-চবিক-বর্ণন ।

কহিলা নাবদ মুনি, হে মুনিসত্তম ।
 শুনিলাম রাসলীলা অতি মনোরম ॥
 মথুরা নগরে গিয়া কৃষ্ণ সনাতন ।
 কি কি কার্য করিলেন কহ নারায়ণ ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ ।
 সংক্ষেপে সমস্ত কথা কহিতেছি আজ ॥
 শঙ্করের যজ্ঞ কংস করে অনুর্তান ।
 সেই যজ্ঞে গোবিন্দেবে করিল আহ্বান ॥
 অক্রুর গোকুলে গিয়া কংসের আদেশে ।
 কৃষ্ণ বলবাম আনে মথুরা প্রদেশে ॥
 মথুরা নগরে গিয়া কৃষ্ণ সনাতন ।
 অনাবাসে কংসবাজে কবিলা নিধন ॥
 হুত্বস্থুখ নামে ছিল বজ্র সেধাষ ।
 নিধন করিয়া কৃষ্ণ উদ্ধারিল তাষ ॥
 চানুব যুষ্টিক নামে ছিল মল্লদ্বয় ।
 তাদের বিনাশ কবে কৃষ্ণ দযাময় ॥
 কুবলয়াপিড় নামে গজবাজ ছিল ।
 দর্পহারী ভগবান্ তাবে বিনাশিল ॥
 কুজা মনে গোপীনাথ করিয়া বিহার ।
 প্রেরণ করিলা তাবে গোলোক-মাঝাব ॥
 স্নগমা নামেতে এক ছিল মালাকাব ।
 কৃপাবশে হবি তাবে করিলা উদ্ধাব ॥
 অবস্তীনগরে গিয়া কৃষ্ণ তারপবে ।
 গুপ্ত সান্দীপনি কাছে বিদ্যা শিক্ষা করে ॥
 জরাসন্ধ ছিল সেথা অতি বলবান্ ।
 তারে পরাজিত করে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 যবন-মুপরে কৃষ্ণ কবিষা নিধন ।
 উগ্রসেনে রাজ্যভাব কবিলা অর্পণ ॥
 সমুদ্রের তীবে গিয়া কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 মোহন দ্বাবকাপুর্বী করিল নিম্গাণ ॥

নরপতিগণে শেষে পরাজিত করি ।
 ক্রয়িণী হরণ করে স্ত্রকৌশলে হরি ॥
 কালিন্দী, লক্ষ্মণা, শৈব্যা, মিত্রবিন্দা সতী ।
 নাগজিতী সত্য্য আর সতী জাম্ববতী ॥
 রূপবতী ছিল এই কন্যা সমুদয় ।
 তাদের বিবাহ কবে কৃষ্ণ দযাময় ॥
 নরক অস্তরে কৃষ্ণ করিয়া সংহার ।
 বিবাহ করিল কন্যা ষোড়শ হাজার ॥
 পুন্দ্রদেবে পরাজিত কবি সনাতন ।
 পারিজাত পুষ্প শেষে করিলা হরণ ॥
 মহেশ্ববে পরাজিত করি কৃষ্ণধন ।
 বাণ নৃপতির হস্ত কবিল ছেদন ॥
 পৌত্রের উদ্ধার করি কৃষ্ণ তার পরে ।
 পুনরায় আসিলেন দ্বারকা-নগরে ॥
 প্রভাসের যজ্ঞে কৃষ্ণ করিয়া গমন ।
 রাধিকা দেবীরে সেথা করিলা দর্শন ॥
 শতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল যখন ।
 শ্রীদামের অভিষাপ হইল মোক্ষণ ॥
 একাদশ বর্ষ ধবি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 শিশুকপে নন্দগৃহে করে অবস্থান ॥
 মথুরায় দ্বারকায শতবর্ষ রয় ।
 পৃথিবীর ভার হবি হবে সে সময় ॥
 অভিষাপ কাল পূর্ণ হইল যখন ।
 বাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে করেন গমন ॥
 রাধানাথ গোপীসনে মিলি পুনর্বার ।
 চতুর্দশ বর্ষ করে রাসেতে বিহার ॥
 এইরূপে নানাকীর্তি করি ভগবান্ ।
 অনন্তর গোলোকেতে করিলা প্রস্থান ॥
 গোপগোপীগণ সহ কৃষ্ণ সনাতন ।
 যুগে যুগে এইরূপ করে আগমন ॥
 কৃষ্ণের চরিত-কথা অতি মধুময় ।
 শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয় ॥
 ভূণ হ'তে ব্রহ্মা আদি হেবিতেছ যত ।
 সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অবিরত ॥

নিত্য সত্য শুধু সেই কৃষ্ণ দয়াময় ।
 তাঁহার ভজনা কর সকল সময় ॥
 নন্দের নন্দন তিনি পরমঐশ্বর্য ।
 পরব্রহ্ম স্বেচ্ছাময় অব্যক্ত অক্ষয় ॥
 প্রকৃতি-অতীত তিনি হরি পরাৎপর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥
 সতত্ব নিষ্ঠুর তিনি নিত্য-নিরঞ্জন ।
 নিরীহ ও নিরাকার হন সর্বদক্ষণ ॥
 সেই ভগবানে মন কর সমর্পণ ।
 একমনে ভজ সেই গোবিন্দ-চরণ ॥
 মধুর কৃষ্ণের নাম সকলের সার ।
 যে জন মনেতে ভজে কি ভস তাহার ॥

শ্রীরুক্মণ্যনুগে অষ্টচরিতঃ অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

মহাবিশ্ব প্রভৃতি দর্পচূর্ণ বর্ণন ।

নারদ কহিল, প্রভু হরি নাগাষণ ।
 মধুর শ্রীকৃষ্ণ-সীল করিহু শ্রবণ ॥
 কুপা করি ভগবন্ কহ এইবারে ।
 মহাবিশ্ব-দর্প হরি ভাঙ্গে কি প্রকাবে ॥
 নাগাষণ কহিলেন, শুন যোগিরাজ ।
 বিস্তারিয়া সেই কপা কহিতেছি আজ ॥
 মহাবিশ্ব মনে মনে করে অহঙ্কার ।
 সমুদয় বিশ্ব রাজে লোকরূপে তার ॥
 ভৈরব-রূপেতে সেণা আসিয়া তখন ।
 অনাবাসে গ্রাস তারে করে সনাতন ॥
 মুণ্ড মাত্র অবশিষ্ট রহিল তাহার ।
 ভগবান্ চূর্ণ তার কবে অহঙ্কার ॥
 মহাবিশ্ব ভষে ভষে হরি ধ্যান করে ।
 স্তবস্ততি করে তাঁর শঙ্কিত অন্তরে ॥
 এইরূপে দর্প তার বিচূর্ণিত করি ।
 পরিহার করে তারে সনাতন হরি ॥

ত্রৈলোক্য-দর্প ভাঙ্গিলেন কৃষ্ণ দয়াময় ।
 হরি দ্বারা বিশ্বগর্ভ বিচূর্ণিত হয় ॥
 অনন্তদেবের দর্প ভাঙ্গে ভগবান্ ।
 অহঙ্কারী শিবে হরি শিক্ষা করে দান ॥
 ধর্মদেব শশধর সূর্য ও গরুড় ।
 সকলের অহঙ্কার হরি করে চূর্ণ ॥
 অনলের দর্প চূর্ণ করে সনাতন ।
 চুর্বাশার দর্প চূর্ণ করে কৃষ্ণধন ॥
 জয় ও বিজয় নামে ছিল চুই দ্বাবী ।
 তাহাদের দর্প চূর্ণ করেন মুরারি ॥
 দৈত্য দ্বারা অহঙ্কার ভাঙ্গে দেবতাব ।
 দেবগণ দ্বারা ভাঙ্গে দৈত্য অহঙ্কার ॥
 তব দর্প চূর্ণ কবে শ্রীমধুসূদন ।
 কামদর্প ভাঙ্গিলেন হরি সনাতন ॥
 লক্ষ্মণের দর্প চূর্ণ করিলেন হরি ।
 অর্জুনের দর্প কৃষ্ণ ভাঙ্গে দ্বাবী করি ॥
 বাণ-নৃপতির দর্প কবে হরি চূর্ণ ।
 পরশুরামের দর্প করে কৃষ্ণ চূর্ণ ॥
 সমুদ্রের অহঙ্কার নাশে ভগবান্ ।
 বকরণে ভগবান্ শিক্ষা করে দান ॥
 জাহ্নবীর অহঙ্কার হয়েছিল অতি ।
 তার দর্প নাশ করে ত্রিভুবনপতি ॥
 কমলার অহঙ্কার হইল বশন ।
 বিচূর্ণিত করিলেন শ্রীমধুসূদন ॥
 অহঙ্কার যদি হয় কাহারো অন্তরে ।
 দর্পহারী ভগবান্ চূর্ণ তাহা করে ॥

শ্রীরুক্মণ্যনুগে ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কমলার দর্পচূর্ণ-বর্ণন ।

নারদ জিজ্ঞাসে তবে প্রভু নাগাষণে ।
 কমলার দর্প নাশ হয় কি কাণে ॥

নাবাষণ বলে মুনি শোন দিয়া মন ।
 দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণেব অপূর্ব কখন ॥
 একদিন মহালক্ষ্মী অতি দর্পভবে ।
 প্রভুব পূর্বাতে যান প্রবেশের তরে ॥
 দ্বার রক্ষা কবে সেখা দৌবারিকদ্বয় ।
 কমলাবে দেয় বাধা জঘ ও বিজঘ ॥
 অভিমানী হ'য়ে লক্ষ্মী স্মরিয়া হবিবে ।
 ইচ্ছা করে আপনাব প্রাণ ত্যজিবারে ॥
 গনোদ্ভগ্নে লক্ষ্মীদেবী কবেন ক্রন্দন ।
 তাহা দেখি ভীত হয় যত দেবগণ ॥
 ব্রহ্মা বিষুঃ মহেশ্বর দেবেন্দ্র তখন ।
 সমীরণ, শশধব আব হতাশন ॥
 দিবাকর বতিকান্ত দেব ধনেশ্বর ।
 মুনি ঋষি দানব দেবতা গণেশ্বর ॥
 কমলাব সকাশেতে উপনীত হন ।
 নানাভাবে কমলারে করেন স্তবন ॥
 কৃষ্ণ অঙ্গ হ'তে তুমি আবির্ভূতা সতি ।
 প্রকৃতি লৈখ্যবী তুমি কৃপাময়ী অতি ॥
 শ্রীহরির অংশ হ'তে পুরুষেবা হয় ।
 তব অংশজাতা হয় নারী সমুদয় ॥
 আত্মাব স্বরূপ হয় কৃষ্ণ সনাতন ।
 দেহের স্বরূপা তুমি হও অনুক্ষণ ॥
 নিত্য সত্য যেইরূপ কৃষ্ণ সনাতন ।
 সেইরূপ নিত্য সত্য তুমি অনুক্ষণ ॥
 তুমি দেবী বাসেশ্বরী সিদ্ধুব তনয়া ।
 তুমিই পার্বতী লক্ষ্মী সাবিত্রী অভয়া ॥
 তুমি বাণী তুমি গঙ্গা তুমিই তুলসী ।
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তুমিই প্রেমসী ॥
 বিবজ্ঞা বাধিকা তুমি বৃন্দা পদ্মাবতী ।
 কুন্দলতা হ্রদীতলা কদম্ব মালতী ॥
 ঐশ্বর্য্য প্রসাদ লাভ তব গুণে হয় ।
 বিপদ্ নাশিষা কবে সৌভাগ্য উদয় ॥
 এইভাবে স্তব যদি করে দেবগণ ।
 লক্ষ্মীদেবী ত্যাগ তবে করেন বোদন ॥

সম্বোধিয়া দেবগণে বলে অতঃপব ।
 অপমানে আজি গম দহিছে অন্তর ॥
 ভূত্য কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি আমি ।
 আমাবে না বক্ষা কবে আপনাব স্বামী ॥
 কি ছাব জীবন মোর কি ছার যৌবন ।
 প্রাণ ত্যজিবারে চাই এই সে কাবণ ॥
 ভূত্যে আর কলত্রোতে তুল্য জ্ঞান যার ।
 কিবা কার্য্য দেবগণ সেবাতে তাহাব ॥
 যে নাবীর নাহি মান স্বামীর সদনে ।
 অভাগিনী বলে তাবে জানে সর্ব্বজনে ॥
 পতিপ্রেমসোহাগিনী নহে বেই নারী ।
 ধিক্ শত ধিক্ ভবে জনম তাহারি ॥
 ধন পুত্র যৌবনেতে কিবা লাভ তাব ।
 কাস্তা যদি নাহি পায় কাস্ত অধিকার ॥
 অশুচি সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয় বিবর্জিতা ।
 স্বামী সেবাধর্ম্মে নারী যে হয় বঞ্চিতা ॥
 পতি পূজা বিনা ব্রত পূজা আরাধন ।
 ধর্ম্ম সত্য পুণ্য আব ভীর্থ পর্য্যটন ॥
 নিবর্ধক সে নাবীর সর্ব্বনাশ হয় ।
 সর্ব্ব পুণ্য দাতা স্বামী সর্ব্ব দেবময় ॥
 এত বলি মহালক্ষ্মী কান্দিতে লাগিলা ।
 ব্রহ্মা প্রজাপতি তাবে প্রবোধ দানিলা ॥
 প্রবোধ দানিষা পবে দেব পদ্মান ।
 দেবগণ সহ চলে যেথা নাবাষণ ॥
 চারিগুণে স্তব করি দেব নাবাষণে ।
 শ্রীহরির কাছে থাকে ভক্তিযুত মনে ॥
 ব্রহ্মাব স্তবন শুনি হবি ছাব ফিবে ।
 দেখেন কগলা দেবী ভাসে অশ্রুণীরে ॥
 প্রবোধ দানিষা হরি বলেন তখন ।
 ভূত্য ও কলত্রবন্ধু সব আত্মজন ॥
 প্রাণপ্রিবে বাধা শোন এ কথা নিশ্চয় ।
 জঘ ও বিজঘ ছুই তোমাব তনয় ॥
 ক্ষমা কব ইহাদের যত অপবাধ ।
 আমি পূরাইব তব যত আছে সাধ ॥

এত বলি কন্যাকারে বক্ষস্থলে ধবি ।
 দ্বারপাল দ্বয়ে ডাকি বলেন শ্রীহরি ॥
 ভয় নাই তোমাদের আমি বর্তমানে ।
 নির্ভয়ে কিরিয়া যাও দৌড়ে নিজস্থানে ॥
 তোমরা আমার ভক্ত হও অনুক্ষণ ।
 তাই তোমাদের আজি করিছু রক্ষণ ॥
 শুনি শ্রীহরির বাণী দ্বারপাল দ্বয় ।
 পুলকে অধীব অঙ্গ চোখে অশ্রু বয় ॥
 ব্রহ্মদেব সহ তবে অশ্রু দেবগণ ।
 পুলকিত চিত্তে করে স্বস্থানে গমন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মপণ্ডে পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

সংক্ষেপে বামাণ-বর্ণন ।

নারদ কহিল। প্রভু কৃপা-অবতার ।
 শুনিবু কৃষ্ণের কথা অতি চমৎকার ॥
 সেই কৃষ্ণ রাম রূপে কোন্ লীলা করে ।
 শুনিতে বাসনা অতি আশা অস্তরে ॥
 রামায়ণ জানিবারে ইচ্ছা বড় হয় ।
 সংক্ষেপেতে সেই কথা কহ মহাশয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 শ্রীরাঘচন্দ্রের কথা করিব কীর্তন ॥
 বিধাতার প্রার্থনায় বিষ্ণু সনাতন ।
 রামরূপে ত্রেতাযুগে করে আগমন ॥
 দশরথ-গৃহে আসে কৌশল্যা-উদরে ।
 ভরত জন্মিল আসি কৈকেয়ী-জঠরে ॥
 হুমিত্রার গর্ভে জন্মে শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ ।
 চারি ভাই রূপে গুণে ছিলো অতুলন ॥
 বিশ্বামিত্র-উপদেশে শ্রীরাম স্তরাব ।
 হরধনু ভঙ্গ তরে চলে মিথিলায় ॥
 পাবাণী রূপেতে ছিল অহল্যা রমণী ।
 তাহারে উদ্ধার করে রাম রঘুশনি ॥

শ্রীরামের পাদস্পর্শে পাইয়া মুক্তি ।
 আশীর্বাদ করে তারে অহল্যা বুঝতি ॥
 ভার্য্যাপ্রাপ্ত হ'য়ে পুনঃ গোতম প্রবর ।
 শুভ আশীর্বাদ রামে করিল বিস্তর ॥
 তারপর মিথিলায় করিয়া গমন ।
 হরধনু ভঙ্গ করে শ্রীরাম তখন ॥
 হরধনু ভঙ্গ করি রাম রঘুপতি ।
 নীতারে বিবাহ করে আনন্দেতে অতি ॥
 বিবাহ করিয়া রাম ফিরে যবে ঘরে ।
 পরশুরামের দর্প বিচূর্ণিত করে ॥
 বিবাহ করিয়া যবে ফিরিলেন রাম ।
 অযোধ্যায় মহোৎসব চলে অবিরাম ॥
 পরে রাজা দশরথ সাধ কবে মনে ।
 বসাবেন শ্রীরামেবে রাজ সিংহাসনে ॥
 সপ্ততীর্থ-জল আসে কলসে কলসে ।
 পূর্ববাসীজন সবে মাতিল হরবে ॥
 মুনিগণ আসি করে কার্য্য অধিবাশ ।
 পূরনারীগণ-গনে কতই উল্লাস ॥
 একরূপ উৎসব যবে চলে নানা মতে ।
 কৈকেয়ী আসিয়া কহে রাজা দশবথে ॥
 দুই বর দিবে মোরে করিলে স্বীকার ।
 সেই দুই বর আমি চাহি এইবার ॥
 এক বরে শ্রীবামের বনবাস হবে ।
 ভরত অপর বরে রাজা হ'য়ে রবে ॥
 অঙ্গীকার-পাশে বদ্ধ নরপতি ছিল ।
 নিরুপায় হ'য়ে আজ সেই বর দিল ॥
 দশরথ অঙ্গীকার করিয়া প্রদান ।
 পুত্রের বিরহ ছুগ্ধে হল মুহমান ॥
 পিতাব সকাশে বাস করিয়া গমন ।
 সত্য ধর্ম্ম রক্ষা তরে বলিল বচন ॥
 সত্যাপেক্ষা বন্ধু আর কোথাও ত' নাই ।
 মিথ্যার সমান শত্রু নাহি কোন ঠাই ॥
 স্বধর্ম্ম রক্ষহ পিতা, ধর্ম্মেব রক্ষণে ।
 মঙ্গল, প্রতিষ্ঠা, যশ, মান সর্ব্বস্থানে ॥

সত্যের পালনহেতু ধর্ম অনুসারে ।
 গৃহস্থ পুরিত্যাগ বাসনা অন্তরে ॥
 ইচ্ছাক্রমে হোক কিংবা অনিচ্ছাবশত ।
 সত্যেব শপথ যদি না হয় পালিত ॥
 মরণে অশৌচ তার, কেহ নাহি লয় ।
 যাবচ্চন্দ্র দিবাকর রহে সে নিরয় ॥
 কুস্তীপাক নরকেতে অবস্থান করে ।
 মুক আর কুষ্ঠ হয় সপ্তদ্বন্দ্ব ভরে ॥
 অতএব পিতা ভূমি আনন্দ অন্তরে ।
 সত্যের পালন কর অতি নির্বিকারে ॥
 এত বলি দশবধে সান্ত্বনা দানিল ।
 বনবাসে যাত্রা তবে মানস কবিল ॥
 তারপর পিতৃসত্য-পালনের তরে ।
 রাজ্য ছাড়ি রামচন্দ্র চলিল সত্বরে ॥
 সাথে সাথে চলে তার সীতা ও লক্ষ্মণ ।
 এইরূপে বনমাঝে চলে তিনজন ॥
 পুত্রশোক দশরথ সহিতে না পারে ।
 রাম বনে গেলে পরে দেহত্যাগ করে ॥
 জটাবন্ধলধারী রাম ও লক্ষ্মণ ।
 পিতৃসত্য পালনার্থ ভ্রমে বনে বন ॥
 রাবণের সহোদরা সূর্যপথা ছিল ।
 একদিন বনমাঝে রামেরে দেখিল ॥
 রামেবে হেরিয়া তার কাম জাগে মনে ।
 রামচন্দ্রে বহে আসি সহাস্ত বদনে ॥
 শুন রাম গুণধাম গুণের আকর ।
 অনুরক্তা হইয়াছি তোমার উপর ॥
 তোমার নিকটে তাই কবি আগমন ।
 বনিতা রূপেতে মোরে করহ গ্রহণ ॥
 রাক্ষসী বাক্য শুনি বামচন্দ্র হাসে ।
 তখন বাক্ষসী গিয়া লক্ষ্মণে সম্ভাষে ॥
 শুনহে লক্ষ্মণ ভূমি আমাব বচন ।
 তব পত্নীকপে মোরে করহ গ্রহণ ॥
 লক্ষ্মণ তাহাব বাক্যে হ'য়ে কুড়ুলী ।
 কহিলেন গন দিঘে শোন যাহা বলি ॥

যুড় ভূমি, তাই প্রভু রামেবে ত্যজিয়া ।
 বৃথাই মরিছ ভূমি আমারে ভজিয়া ॥
 মোর ভার্যা দাসী হয় জনক-স্বতর ।
 আমি তার দাস তোমা কি কহিব আর ॥
 মোর প্রভু রামে যদি করহ ভজন ।
 প্রভুপত্নী রূপে মোর পাইবে পূজন ॥
 কামে মুগ্ধ সূর্যপথা ক্ষুব্ধ অতিশয় ।
 কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু তার শুধ হ'য়ে রয় ॥
 লক্ষ্মণেবে সম্বোধিয়া বলে দুর্বিনীতা ।
 কামার্ভ হইয়া আমি যেচ্ছা-উপনীতা ॥
 যদি মোরে ত্যাগ কব তোমরা দু'জনে ।
 নিশ্চিত বিপত্তি কোন ঘটবে এক্ষণে ॥
 মোহিনীয়ে ত্যজি ব্রহ্মা অপূজ্য হইল ।
 রজা শাপে ছাগমুণ্ড দক্ষ সে লভিল ॥
 মদালসা শাপে বলি রাজ্যহীন হয় ।
 সূতাচীর শাপে কামদেব ভয়ময় ॥
 যোব শাপে কুবের হইল রূপহীন ।
 হে লক্ষ্মণ, মোর শাপ বড়ই কঠিন ॥
 বাক্ষসীর বাক্য শুনি লক্ষ্মণ তখন ।
 কর্ণ স্রাব নাসা তাব কবিল ছেদন ॥
 রাক্ষসীর ভাতৃদ্বয় খর ও দুষণ ।
 লক্ষ্মণের সাথে আসে কবিবারে বণ ॥
 লক্ষ্মণ সে ভাতৃদ্বয়ে করিল সংহাব ।
 তাদের সকল সৈন্য করে ছারখার ॥
 রাবণের কাছে ব্রহ্মা সূর্যপথা গিয়া ।
 সকল কাহিনী বলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
 অনন্তর সূর্যপথা পুষ্করেতে যায় ।
 কঠিন তপস্তা কত করিল সেখায় ॥
 তপস্তায় তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 বর দান করিলেন সূর্যপথা প্রতি ॥
 ব্রহ্মা বহে, ভূমি মোর ববেব প্রভাবে ।
 জন্মান্তবে ভগবানে পতিরূপে পাবে ॥
 তারপর সূর্যপথা অগ্নিব ভিতরে ।
 পরম আনন্দভরে প্রাণত্যাগ করে ॥

এইরূপে নিজদেহ করি পরিহার ।
 কুজারূপে জন্ম আসি লয় পুনর্ব্বার ॥
 এদিকে সকল কথা করিয়া শ্রবণ ।
 কুপিত হইল অতি রাক্ষস রাবণ ॥
 গোপনে বনের মাঝে আসি মাঝাবলে ।
 সীতারে হবণ করে অতি স্নর্কোশলে ॥
 সীতামোকে রামচন্দ্র বিষাদে মগন ।
 দুই ভাই নানাস্থান করে অন্বেষণ ॥
 স্ত্রীবিব বানর হ'ল শ্রীবাগের গিতা ।
 সবে মিলি চেষ্টা কবে উদ্ধারিতে সীতা ॥
 বালীকে সংহার করি শ্রীরাম তখন ।
 স্ত্রীবিবের হাতে রাজ্য করিলা অর্পণ ॥
 চতুর্দিকে দূতগণে স্ত্রীবিব পাঠায় ।
 কোনোখানে জানকীর সন্ধান না পায় ॥
 হনুমাণে রামচন্দ্র বরদান করি ।
 তাহার করেছে দেন রতন অঙ্গুরী ॥
 দক্ষিণদিকেতে যেতে করেন আদেশ ।
 হনুমান বায় চলি লইয়া সন্দেশ ॥
 রুদ্রাংশসম্বৃত হনু দক্ষিণেতে বায় ।
 কত কাল পরে পথে লঙ্কাদ্বীপ পায় ॥
 অশোক-কানন মধ্যে শোকাক্রিষ্টা সীতা ।
 নিরাহারা কৃশা অতি রক্ষঃভয়-ভীতা ॥
 মহালক্ষ্মী মাতুরূপা দেখিয়া সীতাবে ।
 পবননন্দন হনু প্রাণেতে তাঁহারে ॥
 আপনায় পরিচয় দিয়া হনুমান্ ।
 রামের অঙ্গুরী করে জানকীরে দান ॥
 সীতারে কাতরা দেখি পবননন্দন ।
 তাঁহার চরণ ধরি করিল বোদন ॥
 রামের কুশল পবে সীতারে দানিল ।
 তাহে মহালক্ষ্মী সীতা সান্ত্বনা লভিল ॥
 অবশেষে সিদ্ধপার হ'য়ে হনুমান্ ।
 সীতার সংবাদ রামে করিল প্রদান ॥
 সমুদ্রে বাঁধিয়া সেতু শ্রীরাম তখন ।
 সৈন্যসহ লঙ্কাপুরে করিলা গমন ॥

সবাক্ষবে রাবণেরে করিয়া সংহাব ।
 রামচন্দ্র করিলেন সীতার উদ্ধার ॥
 অনন্তর রঘুমণি জানকীরে ল'য়ে ।
 অযোধ্যায় আসিলেন প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
 পুষ্পকযানেতে চড়ি রাম অতঃপর ।
 সীতাসহ আসিলেন অযোধ্যা নগর ॥
 সীতাকে ধরিয়া বক্ষে রঘুর নন্দন ।
 ক্রীড়াশুখে করে তার সন্ময় যাপন ॥
 সপ্তদ্বীপ অধিপতি হন রঘুপতি ।
 আধিব্যাধিশূন্য হ'য়ে স্ত্রী বহুমতী ॥
 কালক্রমে তাহাদের দুই পুত্র হয় ।
 কুশীলব নামে খ্যাত বীর অতিশয় ॥
 ক্রমে ক্রমে তাহাদের পুত্র পৌত্র হ'তে ।
 সূর্য্যবংশে নৃপগণ জন্মিল জগতে ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুখাময় ।
 শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয় ॥

শ্রীকৃষ্ণকথ্যেও এর পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

কংসের হৃৎস্বয়ং দর্শন এবং অকুবেব আনন্দ ।

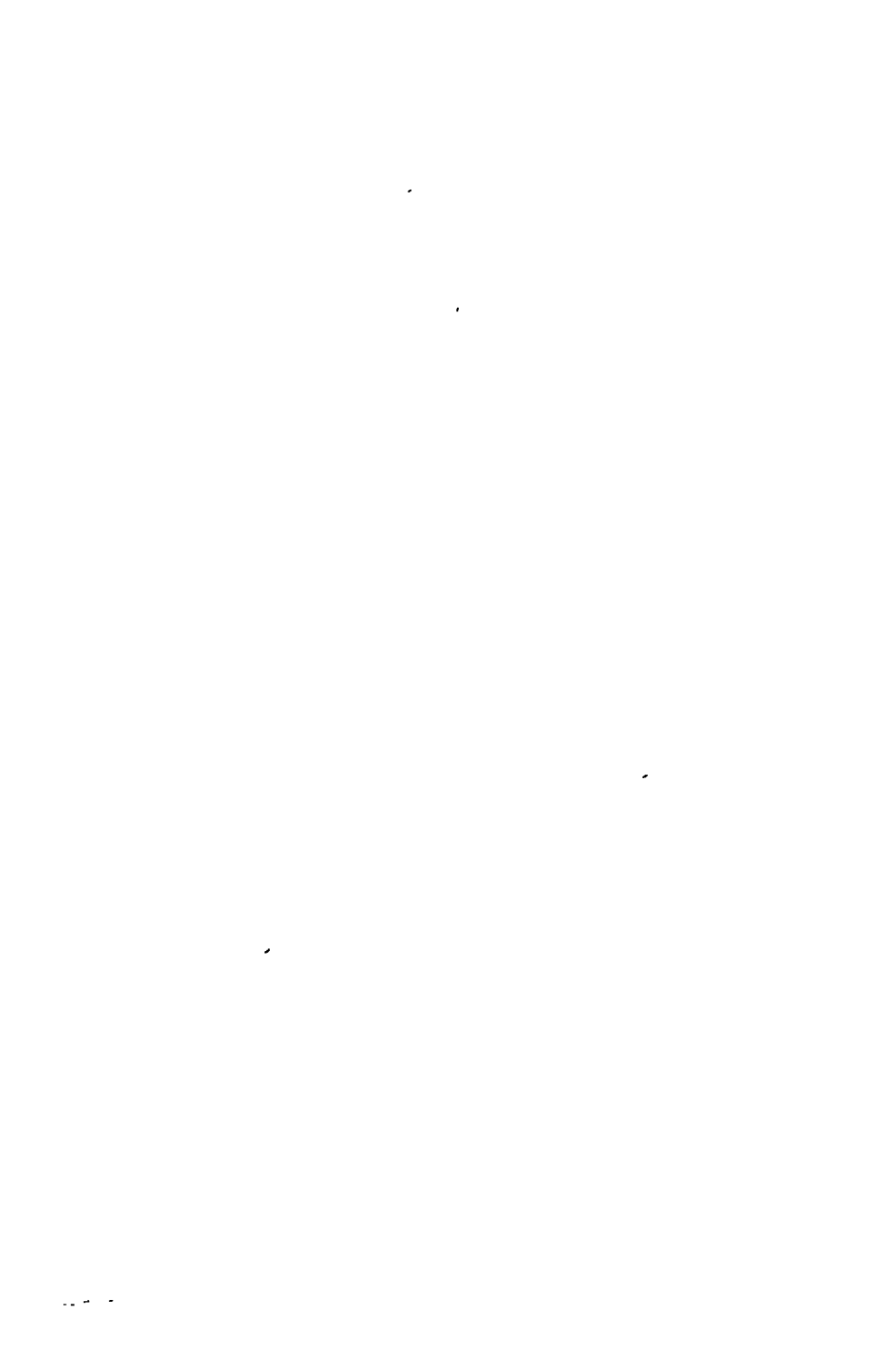
নারায়ণ কহে শৌন বিধির নন্দন ।
 রামায়ণ কথা আমি করিষু কীর্ত্তন ॥
 যুগে যুগে কত রূপে কৃষ্ণ লীলা করে ।
 শুনিলে পুলক জাগে অতীব অন্তরে ॥
 বৃন্দাবনে কত লীলা করে সনাতন ।
 সে সব ভোগাবে আমি করেরি বর্ণন ॥
 মথুরায় ক্রীড়া কবে দেব গদাধর ।
 কহিতেছি সেই কথা শুন মুনিবর ॥
 রত্নের শয্যায় কংস কবিয়া শয়ন ।
 অতীব দুঃস্বপ্ন এক করিল দর্শন ॥
 দুঃস্বপ্নদর্শনে কংস মহাভীত হয় ।
 উদ্বোধে চিন্তায় সদা কাটায় সময় ॥



সবাক্ষবে বাবণেবে কবিবা সংহাৰ।

হামচন্দ্র করিলেন গীতাব উজ্জ্বল ॥

পৃষ্ঠা—৫৭৬



পাত্রেমিত্রে পুরোহিত আর বন্ধুজনে ।
 সভায় ডাকিয়া বলে কাতর বচনে ॥
 বান্ধব সকল আর পুরোহিত বর ।
 যে স্বপ্ন দেখিছু কাল বলি অতঃপর ॥
 পণ্ডিত তোমবা সবে করহ বিচার ।
 অদ্ভুত এ স্বপ্ন বল কিবা অর্থ তার ॥
 লোলজিহ্বা কৃষ্ণবর্ণা বুদ্ধা এক নারী ।
 নাচিছে নগরমধ্যে অতি ভয়ঙ্করী ॥
 গলদেশে শোভে মালা সরস চন্দন ।
 পরিধানে ছিন্নপ্রাণ লোহিত বসন ॥
 অট্টহাসিনী নারী খপরধারিণী ।
 করদ্বয়ে তীক্ষ্ণ খড়্গ নৃযুগ্মালিনী ॥
 অপরা রমণী এক ছিন্ন নাসা তার ।
 যুক্তকেশী কৃষ্ণদেহী শূদ্রব্যবহার ॥
 আলিঙ্গিতে চাষ মোরে কৃষ্ণবাসা নারী ।
 ভয়েতে তাহার পানে চাহিতে না পারি ॥
 কৃষ্ণবর্ণ পরিপাক ছিন্ন তালফল ।
 নিরন্তর শব্দ করি পড়িছে সকল ॥
 বিকৃত কুচেলধারী স্লেচ্ছ রুক্মকেশ ।
 ভয় কর্দক মোরে দানিছে বিশেষ ॥
 পতিপুত্রবতী এক নারী রোষভরে ।
 আরক্তনয়নে মোরে অভিশাপ করে ॥
 পূর্ণকুন্ত ভাঙ্গে নারী মহারুক্ষী অতি ।
 বিপ্র এক অভিশাপ দিল মোর প্রতি ॥
 শাপ দিয়া বিপ্র সেই করে মাল্য দান ।
 চন্দনচর্চিত মাল্য অতীব অন্নান ॥
 নগরে অঙ্গার বৃষ্টি হয় বা কখন ।
 ভয় আর রক্ত বৃষ্টি করিছু দর্শন ॥
 বিকৃত আকার কাক কুকুর বানর ।
 ভল্লক শূকর গাধা কাদে ভয়ঙ্কর ॥
 দেখিছু অরুণোদয়ে শুষ্ক কাষ্ঠভার ।
 কজ্জল কপাল নথ আর যে অঙ্গার ॥
 সতী এক নারী ক্রোধে হইয়া অধীর ।
 শাপ দিয়া গৃহ হৈতে হইলা বাহির ॥

পরিধানে পীতবস্ত্র চন্দনচর্চিতা ।
 সিন্দূর শোভিতা সতী রত্নবিভূষিতা ॥
 পাশহস্ত রুক্মকেশ ভয়ঙ্কর নর ।
 প্রবেশ করিতে দেখি আমার নগর ॥
 যুক্তকেশী নগ্না নারী বিকৃত-আকার ।
 অট্টহাসি করি নৃত্য করে অনিবার ॥
 ছিন্ননাসা মহাশূদ্রী অতি ভয়ঙ্করী ।
 বিধবা যুবতী এক নগ্না দিগম্বরী ॥
 আমার দেহেতে তৈল করিছে মর্দন ।
 এইরূপ স্বপ্ন আমি করেছি দর্শন ॥
 নির্বাপন-অঙ্গারযুক্ত চিতা ভয়ঙ্কর ।
 আমার সম্মুখে দেখি নির্বাপিত রয় ॥
 নৃত্যগীত মহোৎসব চলে সেই স্থানে ।
 রক্তবস্ত্র পরিহিত যুক্তকেশীগণে ॥
 সহাস্তবদনে দেখি নিরন্তর নর ।
 কেহ রক্ত বসি করে, কেহ নৃত্যপর ॥
 এককালে চন্দ্র আর সূর্য্যের গ্রহণ ।
 গগনমণ্ডলে আমি করেছি দর্শন ॥
 উল্কাপাত, ধূমকেতু, ভূমিকম্প আর ।
 রাষ্ট্রের বিপ্লব ঝঞ্ঝা দেখি বারবার ॥
 ছিন্নশূল বৃক্ষরাজি বায়ুতে চূর্ণিত ।
 পর্ব্বত সকল যেন হতেছে পতিত ॥
 ঘোরকণী ছিন্নশিরা পুরুষ কখন ।
 গৃহে গৃহে দেখি যেন করিছে নর্ভন ॥
 উলঙ্গ হইয়া কেহ যুগ্মমালা করে ।
 প্রলয়কালেতে যেন নৃত্য সবে করে ॥
 হাহাকার সর্ব্বক্ষণ শুনেছি শ্রবণে ।
 এইরূপ স্বপ্ন আমি দেখেছি নয়নে ॥
 এত বলি কংস তবে হইল বিরত ।
 বান্ধব সকল দুঃখে হইল বিনত ॥
 কংস-পুরোহিত ছিল সত্যক সেধায় ।
 সকল শ্রবণ করি কহিল রাজায় ॥
 শুন মহারাজ ভয় কব পরিহার ।
 আমি বিদ্যমানে আছে কি ভয় তোমার ॥

ধনুর্মথ নামে যজ্ঞ কর সম্পাদন ।
 তোমার উপর ভুঁক্ট হবে পঞ্চানন ॥
 এই যজ্ঞে শত্রুভীতি বিদূরিত হয় ।
 ধনুর্মথ যজ্ঞ ভুমি কর মহাশয় ॥
 সত্যকের বাক্য শুনি কংস নরপতি ।
 শঙ্কিত হইয়া কহে সত্যকের প্রতি ॥
 শুন মহাশয় মোর বিনাশ-কারণ ।
 নন্দগৃহে বুদ্ধি পায় নন্দে নন্দন ॥
 পূতনারে সেই শিশু করিল নিধন ।
 গোবর্দ্ধন পর্বতে কৈল ধারণ ॥
 একমাত্র সেই মোর শত্রু ত্রিভুবনে ।
 তাহারে বিনাশ বল করিব কেমনে ॥
 নন্দে নন্দনে আমি হত্যা করি যদি ।
 ত্রিলোকে পূজিত তবে হব নিরবধি ॥
 শুন হে সত্যক ভুমি করিষা গমন ।
 কৃষ্ণ বলরামে হেথা কর আনয়ন ॥
 কংসের বচন শুনি পুরোহিত কয় ।
 অক্রুরে প্রেরণ ভুমি কর মহাশয় ॥
 অনন্তর কংসরাজা তাহার কথায় ।
 অক্রুরে ভবনেতে সংবাদ পাঠায় ॥
 প্রশান্ত অক্রুর অতি ধর্ম-পরায়ণ ।
 কংসবার্তা পেয়ে তার ভুঁক্ট হয় মন ॥
 আনন্দে অক্রুর কহে কি ভাগ্য আমার ।
 পরম ঈশ্বর কৃষ্ণে হেরিব এবার ॥
 মোর প্রতি ভুঁক্ট আজি দেব বিপ্রগণ ।
 সনাতন পরব্রহ্মে করিব দর্শন ॥
 নব-ধর্ম-শ্যাম যিনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 ব্রহ্মধামে গিয়া তাঁকে করিব দর্শন ॥
 কটিনেশে পীতধড়া বিরাজে ঝাঁহার ।
 সেই ব্রহ্মরাজে আমি হেরিব এবার ॥
 শুনিব যুরলীধনি অপরূপ অতি ।
 ঈশ্বরে হেরিয়া মোর ঘুচিবে দুর্গতি ॥
 আজি মোর শুভদিন অতি শুভক্ষণ ।
 স্বচক্ষে ঈশ্বরে আমি করিব দর্শন ॥

মুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অনন্ত ইত্যাদি যারে ভজ্যে নিরন্তর ॥
 মনু আদি যুনিগণ করে উপাসনা ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী যারে করেন বন্দনা ॥
 পরম ঈশ্বর যিনি মহিমাবতার ।
 তাঁহাকে স্বচক্ষে আমি হেরিব এবার ॥
 অক্রুরের সর্ব্ব অঙ্গ হয় পুলকিত ।
 ভাববশে দেহ তার হয় রোমাঞ্চিত ॥
 ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হয় কলেবর ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে নিরন্তর ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা তুলনা-বিহীন ।
 ভক্তিভরে সেই কথা শুন নিশিদিন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মপণ্ডে বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অক্রুরে স্বপ্ন-বর্ণন-বৃত্তান্ত, তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণে
 তোত্র এবং গোপী-বিষয়-বর্ণন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 অক্রুর ব্রহ্মেতে যাবে করে আয়োজন ॥
 মিষ্টান্ন ভোজন শেষে জলপান করি ।
 জগন্ধ তাহুল খাব আঁহা মরি মরি ॥
 অনন্তর স্নাত্তে তিনি করেন শবন ।
 রাত্রিতে অক্রুর স্বপ্ন করিলা দর্শন ॥
 কিশোরীবয়সী শিশু শ্যাম-কলেবর ।
 বিনোদ যুরলীধনি করে নিরন্তর ॥
 পরিধানে পীতবাস অতি চমৎকার ।
 সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রক্ত-অলঙ্কার ॥
 চন্দন-চর্চিত দেহ অতি শোভাময় ।
 যুগ্ম যুগ্ম হস্ত করে সকল সময় ॥
 ময়ূরের পুচ্ছ শোভে মোহন চূড়ায় ।
 অপরূপ বনমালা শোভিছে গলায় ॥
 স্বপ্নের মাঝারে হেরে অক্রুর আবার ।
 পুত্রবতী নারী এক কিবা শোভা তার ॥

শ্বেতপদ্ম রাজহংস তড়াগ ত্রাঙ্কণ ।
 এ সকল স্বপ্ন মাঝে করিল দর্শন ॥
 আত্ম নিম্ন নারিকেল আদি যত ফল ।
 অক্লুর স্বপ্নের মাঝে হেরে অবিরল ॥
 মণি যুক্ত রত্ন শ্বেদ মাণিক্য উজ্জ্বল ।
 রক্তত সবৎসা গাভী পুষ্পমালা জল ॥
 মধুর সারস অগ্নি তাবুল খঞ্জন ।
 স্বপ্নমাঝে এই সব করিল দর্শন ॥
 এইরূপ শুভস্বপ্ন করি নিরীক্ষণ ।
 অক্লুর হইল অতি আনন্দে মগন ॥
 প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিষা ত্বরায় ।
 হরিরে স্মরণ করি ব্রজধামে যায় ॥
 অক্লুর হেরিল পথে বামদিকে তার ।
 শব শিবা পূর্ণকুন্ত স্তর পুষ্প আর ॥
 নকুল চাতকপক্ষী ঘাণ্ড সাধ্বী সতী ।
 দক্ষিণে হেরিল অগ্নি প্রজ্বলিত অতি ॥
 বৃষভ সবৎসা খেচু পতাকা ও দধি ।
 যাত্রাকালে এই সব হেরে নিরবধি ॥
 মনোহর শঙ্খধ্বনি পাষ শুনিবারে ।
 মধুর কৃষ্ণের নাম শোনে বারে বারে ॥
 প্রকুল হৃদয়ে দ্রুত চলিল অক্লুর ।
 শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় তার চিত্ত ভরপুর ॥
 এইরূপে হরিনামে হইয়া মগন ।
 অক্লুর ব্রজের ধামে করে আগমন ॥
 বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত নন্দের আলয় ।
 হেরিষা অক্লুর হয় মুগ্ধ অভিযয় ॥
 অক্লুরের আগমনে নন্দ নরপতি ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দান করে ভক্তিতরে অতি ॥
 অক্লুরের মনোভাব বৃথিষা তখন ।
 কৃষ্ণ বলরাম সেধা করে আগমন ॥
 অক্লুর সম্মুখে হেরি হরিবে তাহার ।
 সর্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয় বার বার ॥
 ভক্তিতরে যুক্ত করে অক্লুর তখন ।
 প্রদক্ষিণ করি তাঁরে করিল স্তবন ॥

ভূমি প্রভু সনাতন কারণ সবার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 পরমাত্মরূপী তুমি বিশ্বের ঈশ্বর ।
 প্রকৃতি-অতীত তুমি করুণাসাগর ॥
 মায়াগুণাতীত তুমি প্রভু সারাৎসার ।
 তোমার চরণে আমি নমি বার বার ॥
 গোপীর ঈশ্বর তুমি রাধিকার নাথ ।
 তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥
 শ্রীরাধারমণরূপী রাধার আধার ।
 তব পাদপদ্মে আমি করি নমস্কার ॥
 বেদের ঈশ্বর তুমি বেদের কারণ ।
 বেদ-অধিষ্ঠাতৃদেব তুমি অমুকুণ ॥
 বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু তুমি বিশ্বনাথ ।
 তব পাদপদ্মে আমি করি প্রণিপাত ॥
 এইরূপ হরিস্তব করিষা তখন ।
 অক্লুর ভূতলে পড়ি হয় অচেতন ॥
 চতুর্দিক কৃষ্ণায় হেরিল অক্লুর ।
 শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তার চিত্ত ভরপুর ॥
 ক্ষণেকে অক্লুর তবে জ্ঞান ফিরে পায় ।
 নানাভাবে নন্দরাজ ভূষিল তাহায় ॥

● রাধাষ স্বপ্ন দর্শন ও রাধাষ নিকটে
 শ্রীকৃষ্ণের বিদায় গ্রহণ ।

সেইদিন জনার্দন আনন্দিত মনে ।
 ব্রজধামে ক্রীড়া করে গোপীগণ সনে ॥
 দেবদেব কৃষ্ণধন ল'য়ে ব্রজেশ্বরী ।
 নানামতে করে ক্রীড়া শয্যার উপরি ॥
 নিদ্রাগত হন পরে সেই গুণবতী ।
 উঠিলেন স্বপ্ন হেরি হ'য়ে ভীতা অতি ॥
 কৃষ্ণের চরণ ধরি কহেন তখন ।
 কেন দেখি অকস্মাৎ বিপদ ঘটন ॥
 চঞ্চল হতেছে প্রভু আমার হৃদয় ।
 শিরোপরি বজ্রাঘাত সদা যেন হয় ॥

অদৃষ্টে বিপদ বুঝি কিছু বা ঘটিবে ।
 অভাগীর ভাগ্যে হায় না জানি কি হবে ॥
 অতীব দুঃস্থ দেখি আমার অন্তর ।
 কাঁপিতেছে ওহে প্রভু সদা থর থর ॥
 স্বপনে দেখিনু যেন এক বিপ্রবর ।
 করুণ বচন বলি আমার বিস্তর ॥
 ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল সমুদ্রে সলিলে ।
 শোকেতে কাতর হ'য়ে ভাসিনু অকূলে ॥
 ত্রাহি ত্রাহি বলি ডাকি তোমা ঘনে ঘন ।
 চারিদিকে শূন্য যেন করি নিরীক্ষণ ॥
 এক জন মম কাছে করি আগমন ।
 কহে শুন হুলোচনে আমার বচন ॥
 চলিলাম আমি প্রিয়ে অস্থ দেশান্তরে ।
 এতেক দুঃস্থ প্রভু দেখি ঘুম ঘোরে ॥
 রাখার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 কোলে করিলেন তারে দেব কৃষ্ণধন ॥
 বলিলেন শুন প্রিয়ে আমার বচন ।
 খণ্ডিবে না কোন কালে ভাগ্যের লিখন ॥
 আদিয়া প্রকৃতি ভূমি ওগো রূপবতি ।
 শ্রীদামের অভিশাপে আসিয়াছ ক্ষতি ॥
 তব লাগি বৃন্দাবনে মম আগমন ।
 শত বর্ষ পরে পুনঃ হইবে মিলন ॥
 রাখা বলে ওহে প্রভু কি কথা कहিলে ।
 আমারে ত্যজিয়া ভূমি যাবে কোন্ স্থলে ॥
 সমুদ্রে ফেলিয়া মোরে করিছ গমন ।
 স্বপ্ন বুঝি সত্য হবে ওহে প্রাণধন ॥
 আমারে ছাড়িছ প্রভু করিলে গমন ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি জেনো ত্যজিব জীবন ॥
 অপরাধ ক'রে থাকি যদি গো চরণে ।
 ক্ষমা কর কিঙ্করীয়ে আপনার গুণে ॥
 অভিশাপ নহে মিথ্যা জানি তা নিশ্চয় ।
 শতবর্ষ কি প্রকারে রব দয়াময় ॥
 এত কাহি রাখা সতী মুর্ছাগত হই ।
 ব্যস্ত হ'য়ে কৃষ্ণ তারে কোলে ভুলি লয় ॥

মধুর বচনে করে প্রবোধ প্রদান ।
 তবু নাহি শাস্ত হয় রাখার পরাণ ॥
 নিরুপায় হ'য়ে কৃষ্ণ ব্যাকুল হৃদয়ে ।
 শয্যায় শয়ন করে রাধিকারে ল'য়ে ॥
 নিদ্রার আবেশে সতী হইল মগন ।
 রত্নশয্যাতলে হই ঘুমে অচেতন ॥
 রাখার মধুর রূপ দরশন করি ।
 কান্দিয়া কাতর হন গোলোকবিহারী ॥
 উপায় নাহিক ভাবি দেব কৃষ্ণধন ।
 রাখার বদনপদ্ম করেন চুম্বন ॥
 বনপুষ্পে রাধিকারে সাজাতে লাগিল ।
 আলুথানু কেশরাশি সমস্তে বাঁধিল ॥
 দেহেতে রাখান বস্ত্রে অঙ্গুর চন্দন ।
 ললাটে সিন্দূর দেন করিয়া যতন ॥
 পুনঃ পুনঃ রাখাশোকে করেন জ্ঞপন ।
 মহানিদ্রাবেশে ধনী আছে অচেতন ॥
 কান্দিয়া কহেন কৃষ্ণ ওগো প্রিয়তমে ।
 শত বর্ষ নাহি দেখা হবে তব সনে ॥
 কিরূপে তোমাতে ছাড়ি ধরিব জীবন ।
 তোমা ছাড়া অন্ধকার হেরি ত্রিভুবন ॥
 সহসা তথায় আসে যত হরগণ ।
 আসিলেন আর যত সিদ্ধ মুনিগণ ॥
 সকলে বিনয়ে স্তব করিতে লাগিল ।
 কহে দেব তোমা হ'তে বিশ্ব সৃষ্টি হৈল ॥
 নিরাকার নির্বিকার সবার কারণ ।
 ভূমি দেব সনাতন নিত্য নিরঞ্জন ॥
 ভক্তবৎসল ভূমি ওহে দয়াময় ।
 তব ইচ্ছাবেশে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয় ॥
 পৃথিবীর দুঃখভার করিতে হরণ ।
 আসিয়াছ অবনীতে ওহে জনার্দন ॥
 কেন তবে শোক কর শ্রীমতীর তরে ।
 এইরূপে হরগণ কত স্তব করে ॥
 মধুর বচনে কহে কমল-আসন ।
 শীঘ্রগতি শয্যা ছাড়ি উঠহ এখন ॥

এখনো রাধিকা ঘুমে অচেতন রথ ।
 বিলম্বে কার্যের ক্ষতি হইবে নিশ্চয় ॥
 পুনশ্চ রাধিকা সহ হইবে সাক্ষাৎ ।
 গোলোকে যাইবে ছায়া গোলোকে নথ ॥
 এত বলি স্তব্ধগণ করেন গমন ।
 অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥
 অবিলম্বে যাত্রা কর ওহে নিরঞ্জন ।
 কংস-গৃহে গিয়া কর কংস বিনাশন ॥
 যাইতে না চাহে কৃষ্ণ কাতর হৃদয় ।
 চন্দন বনেতে গিয়া উপনীত হয় ॥
 এদিকেতে নিদ্রাভঙ্গে রাধা রূপবতী ।
 কৃষ্ণ-অদর্শনে হন সকাंतरা অতি ॥
 চঞ্চল হরিণী সম চতুর্দিকে যায় ।
 কৃষ্ণের কারণে ধনী কাঁদিয়া বেড়ায় ॥
 বলে প্রভু কোথা তুমি করিলে গমন ।
 তোমার বিহনে আমি ত্যজিব জীবন ॥
 কোথায় লুকায়ে আছ বিনোদবিহারী ।
 বারেক দর্শন শোরে দাও দয়া করি ॥
 এইরূপে রাধা সতী ব্যাকুল অন্তরে ।
 হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 পাগল সদৃশ বনে করে বিচরণ ।
 কোথা নাহি পান খুঁজি জীবন রতন ॥
 মুর্ছাগত হ'য়ে সতী পড়ে ভূমি'পরে ।
 মৃত্যু সম রহে পড়ি ঘাসের উপরে ॥
 সহসা গোপিনীগণ আইল তথায় ।
 শবতুল্য নেহারিল শ্রীমতী রাধায় ॥
 কান্দিয়া বলিল সব কিসের কারণে ।
 আছ ধনী একাকিনী মৃত্তিকা শয্যনে ॥
 একবার বল কথা ওগো রাধা সতী ।
 কিহেতু নেহাবি তব এহেন দুর্গতি ॥
 এত বলি কেহ গাত্রে মাখায় চন্দন ।
 কেহ চোখে মুখে জল করিল লিখন ॥
 কেহ কহে রাধা বুঝি ত্যজিল জীবন ।
 কোথা কৃষ্ণ দয়াময় দেহ দরশন ॥

চন্দনের বনে থাকি দেব সনাতন ।
 আপন নেত্রেতে সব করেন দর্শন ॥
 থাকিতে না পারি কৃষ্ণ আসি সেই স্থলে ।
 ব্যস্ত হৈয়া রাধিকারে লন নিজ কোলে ॥
 কৃষ্ণ পরশনে রাধা লভিল চেষ্টন ।
 লোচন মেলিয়া হেরে দেব জনার্দিন ॥
 আনন্দ-সলিলে ভাসে রাধিকা হুমতী ।
 মনে মনে করে বাঞ্ছা কৃষ্ণ সহ রতি ॥
 জানিতে পারিয়া তাহা দেব সনাতন ।
 কোলে করি শ্রীমন্দিরে করেন গমন ॥
 মনস্থখে দুইজনে করয়ে বিহার ।
 দৌহার হৃদয়ে হয় প্লক সঞ্চার ॥
 রাধা বলে শোরে বনে রাধি একাকিনী ।
 স্থানান্তরে গেলে কেন ওহে নীলমণি ॥
 তোমা বিনা কি উপায়ে রাখিব জীবন ।
 তুমি গতি তুমি পতি তুমি প্রাণধন ॥
 পতি বিনা সতী নারী বাঁচিবে কেমনে ।
 পতি ত্যজি স্থখ কভু নাহি পায় মনে ॥
 এত কহি রাধা সতী করেন ক্রন্দন ।
 রাধিকার প্রিয়সখী আসিল তখন ॥
 কৃষ্ণেরে সম্বোধি কহে ওহে গুণময় ।
 এমন ব্যাভার তব সমুচিত নয় ॥
 রাধিকার প্রাণ তুমি রাধিকা-রঞ্জন ।
 কেমনে তাহারে ছাড়ি করিবে গমন ॥
 তোমা বিনা রাধা সতী রহে মৃতপ্রায় ।
 হা নাথ হা নাথ বলি ধূল্য লুটায় ॥
 কি দশা হয়েছে এবে কর নিরীক্ষণ ।
 অন্তর্ধামী তুমি দেব নিত্য নিরঞ্জন ॥
 এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ।
 কহিলে যা কথা তুমি সত্য বিলক্ষণ ॥
 কিন্তু তবু বিধিলিপি খণ্ডিতে না পারি ।
 নিশ্চয় করম ফল ঘটবে হৃন্দরি ॥
 কশ্মল্য রাধিকারে ভুগিতে হইবে ।
 মম সহ শতবর্ষ বিরহ ঘটবে ॥

শ্রীদামের অভিশাপ ফলিবে এখন ।
 বিধিলিপি সখি কভু না হয় খণ্ডন ॥
 তবে এক কথা কহি তোমার গোচরে ।
 হেরিবে রাধিকা নিত্য স্বপনে আমারে ॥
 এত কহি অন্তর্হিত হন জনার্দন ।
 নন্দের আলয়ে ঘরা করেন গমন ॥
 মাতা-পিতা-পদ কৃষ্ণ করেন বন্দন ।
 যশোমতী ননী দিল করিতে ভোজন ॥
 যশোদা-অঙ্কেতে কৃষ্ণ উঠিয়া বসিল ।
 গোপগণ আসি ক্রমে একত্র হইল ॥
 অক্রুর নন্দের গৃহে আনন্দেতে রয় ।
 কৃষ্ণ লীলাস্থল হেরি পুলক হৃদয় ॥
 অক্রুরেরে নন্দরাজ জিজ্ঞাসে কুশল ।
 আমার সমীপে কহ তোমার মঙ্গল ॥
 কি কারণে ব্রজধামে তব আগমন ।
 শুনিয়া অক্রুর বলে মধুর বচন ॥
 মধুরাতে ধনুর্যজ্ঞ করে কংসরায় ।
 পাঠায়েছে নিমন্ত্রিতে তোমা সবাকায় ॥
 রাম কৃষ্ণ মোর সঙ্গে করিবে গমন ।
 তথা গিয়া ধনুর্যজ্ঞ করিবে দর্শন ॥
 পিতা মাতা দৌহে কৃষ্ণ করিবে মোচন ।
 তাহা শুনি নন্দরাজ পুলকে মগন ॥
 অক্রুরেরে সযতনে করান ভোজন ।
 ভোজনান্তে পরিতুষ্ট সবাকার মন ॥
 হেরিতে হেরিতে রাত্রি বিগত হইল ।
 মধুরার পানে যাত্রা সকলে করিল ॥
 শ্রীরাধিকা এই বার্তা করিয়া শ্রবণ ।
 মুচ্ছিত হইয়া পড়ে ভূতলে তখন ॥
 করাঘাত করি বক্ষে কান্দিতে লাগিল ।
 বলে বিধি মোর কেন এ দশা ঘটিল ॥
 রাধার এতেক দশা হেরি গোপীগণ ।
 আকুল হইয়া সবে করিছে ক্রন্দন ॥
 রাধা কহে শুন শুন যত সহচরী ।
 উপায় করহ যাহে নাহি যান হরি ॥

এতেক বচন শুনি যত গোপীগণ ।
 শীঘ্রগতি রথপাশে করিল গমন ॥
 রথচক্র ধরি কেহ দাঁড়ায়ে রহিল ।
 কৃষ্ণের অঙ্গের বস্ত্র টানিতে লাগিল ॥
 দাঁড়াইয়া রহে কেহ রথ আঙুলিয়া ।
 বলে কোথা যাও হরি রাধারে ত্যজিয়া ॥
 জীবন থাকিতে মোরা যাইতে না দিব ।
 তব রথচক্রেতে সকলে মরিব ॥
 শব দেখি শুভযাত্রা করহ সকলে ।
 এত কহি ভাসে সবে নয়নের জলে ॥
 তাহা হেরি রথ হ'তে নামে কৃষ্ণধন ।
 কহেন রাধারে কত প্রবোধ বচন ॥
 প্রবোধিয়া নানামতে রাধিকা দেবীরে-
 উঠিলেন পুনরায় রথের উপরে ॥
 মধুরা উদ্দেশে কৃষ্ণ করেন গমন ।
 চুঃখের সাগরে রাধা হৈল নিমগন ॥
 নন্দ আদি গোপগণ সঙ্গতে চলিল ।
 বায়ুবেগে সেই রথ মধুরা ধাইল ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা মধুর-মধুর ।
 শ্রবণ করিলে সব চুঃখ হয় দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিংশোত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মধুরা প্রবেশ, পূর্বী-দর্শন, বজ্র-
নিগ্রহ ও কুব্জাব মুক্তিলাভ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 হরির বিচিত্রলীলা করিব বর্ণন ॥
 অনন্তর ভগবান্ আনন্দিত মনে ।
 রথে আরোহিয়া যায় কংসের ভবনে ॥
 কংসের মধুরাপুরী অতি মনোহর ।
 চারিধারে মণিরত্ন শোভে নিরন্তর ॥

ইন্দ্রেনীল মরকত মণি শোভা পায় ।
 পদ্মরাগ মণি কত শোভিছে সেখায় ॥
 স্বর্ণের কলস কত শোভে চমৎকার ।
 রত্নময় স্তম্ভ রাজে পথের মাঝার ॥
 ভবনে ভবনে শোভে মণির সোপান ।
 মন্দিরে মন্দিরে কত উড়িছে নিশান ॥
 শত শত সরোবর স্ফটিকের সম ।
 মধুরানগরে অতি শোভে মনোরম ॥
 চারিধারে শোভা পাষ পুষ্পের কানন ।
 চারিবিধ পুষ্প-গন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥
 চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে ।
 গন্ধে আমোদিত দিক্ হঁব বায়ে বায়ে ॥
 কৃষ্ণেরে হেরিতে যত পূরনারীগণ ।
 সজ্জিতা হইয়া পথে করে আগমন ॥
 পথের মাঝারে হেরে কৃষ্ণ সনাতন ।
 জয়তুরা বৃদ্ধা কুজা করিছে গমন ॥
 জীর্ণ শীর্ণ ব্রহ্ম দেহ বিকৃত আকার ।
 দণ্ড হাতে চলিতেছে পথের মাঝার ॥
 স্বর্ণপাত্রেরে চন্দনাদি করিয়া স্থাপন ।
 ধীরে ধীরে বৃদ্ধা কুজা করিছে গমন ॥
 সহসা পথের মাঝে হেরি সনাতনে ।
 প্রণাম করিল তারে ভক্তিযুত মনে ॥
 তারপর চন্দনাদি ল'য়ে ভক্তিভরে ।
 লেপন করিল কুজা শ্রাম কলেবরে ॥
 চন্দন প্রদান করি প্রফুল্ল অন্তরে ।
 বারংবার ভগবানে প্রদক্ষিণ করে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিমাঝে কুজা কদাকার ।
 সহসা ধারণ করে মোহন আকার ॥
 ভগবান্ কৃপা করি ঘটান দুর্গতি ।
 কদাকার কুঁজী হ'ল রূপসী যুবতী ॥
 সারা অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার ।
 তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ দেহ হয় তার ॥
 সিন্দূরের বিন্দু শোভে ললাটের মাঝে ।
 হৃন্দর রত্নের মালা গলায় বিরাজে ॥

চরণে নুপুর রাজে অতি হৃদয়র ।
 শোভিছে কিঙ্কণী আর রত্নের কেয়ুর ॥
 পরিধানে বহিঃশুদ্ধ বসন হৃন্দর ।
 বিশ্বকলসম হয় ওষ্ঠ ও অধর ॥
 শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার ।
 বিকচ কমলসম নেত্র চমৎকার ॥
 মৃত্যুসম দন্তরাজি অতি হৃদর্শন ।
 শ্রীফলসদৃশ তার হৃদযত্ন স্তন ॥
 নিতম্ব বিপুল উরু রক্তার সমান ।
 নাভি সরোবরে ঘেন ত্রিবলী সোপান ॥
 রতিকর্মে হনিপুণা কুজা রূপবতী ।
 কটাক্ষ নিক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥
 শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস তারে করিলে প্রদান ।
 আপন আলম্ব্যে কুজা করিল প্রস্থান ॥
 আপন ভবনে আসি দেখিল যুবতী ।
 ভবন হয়েছে তার মনোহর অতি ॥
 নানাদিকে রত্নদীপ শোভিছে হৃন্দর ।
 রত্নময় দর্পণাদি শোভে মনোহর ॥
 শত শত দাসদাসী বিরাজে সেখায় ।
 ভবন শোভিত তার রত্নের শয্যায় ॥
 মিষ্টান্ন ভোজন করি যুবতী তখন ।
 রত্ন-পালঙ্কের 'পরে করিল শয়ন ॥
 পদসেবা করে তার কিঙ্করীর দল ।
 চামর ব্যঞ্জন কেহ করে অবিরল ॥
 রত্নের শয্যার 'পরে করিয়া শয়ন ।
 চিন্তা করে কুজা সতী হরির চরণ ॥
 অন্তরে বাহিরে কুজা হেরে কৃষ্ণময় ।
 কৃষ্ণময় বলি বিশ্ব বোধ তার হয় ॥
 অনন্তর হেরিলেন কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাজপুরে মালাকার করিছে গমন ॥
 কৃষ্ণেরে দর্শন করি সেই মালাকার ।
 ভক্তিভরে প্রণিপাত করে বারবার ॥
 তার হাতে কুহুমের মালা বত ছিল ।
 সেই মালা সমুদয় কৃষ্ণেরে অর্পিল ॥

তুষ্ট হ'য়ে তার প্রতি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সেবা-অধিকার তারে করিলা প্রদান ॥
 পথ-শাঝে ভগবান্ করিলা দর্শন ।
 উন্নত রজক এক করিছে গমন ॥
 বস্ত্ররাশি ল'য়ে যায় কংসের ভবনে ।
 তাই তার অতিশয় অহঙ্কার মনে ॥
 সম্বোধন করি তারে কৃষ্ণ সনাতন ।
 বিনীত বচনে কিছু চাহিল বসন ॥
 রজক কৃষ্ণের কথা কাণে নাহি লয় ।
 নিষ্ঠুর বচনে তারে গর্বভরে কয় ॥
 গোপীর বল্লভ তুমি যুৎ অতিশয় ।
 এ সকল বস্ত্র কভু তব যোগ্য নয় ॥
 রাখালবালক তুমি যাও গোচারণে ।
 রাজযোগ্য বস্ত্র তুমি চাহিছ কেমনে ॥
 অরাজক বৃন্দাবনে কর তুমি বাস ।
 যত গোপকন্যাদের কর সর্বনাশ ॥
 লোলূপ লম্পট তুমি দুষ্কৃত অতিশয় ।
 কংসের পুরীতে আসি নাহি তব ভয় ॥
 আমাদের কংস রাজা অতি বলবান্ ।
 সকল দুষ্কৃৎ শাস্তি করেন প্রণাম ॥
 রজকের বাক্যে কৃষ্ণ হাসিয়া তখন ।
 চপেট আঘাতে তারে করিলা নিধন ॥
 সেইক্ষেণে স্থলদেহ পরিহার করি ।
 রজক গোলোকে যায় রত্নরথে চড়ি ॥
 কৃষ্ণপারিষদরূপে হ'য়ে পরিণত ।
 রজক গোলোকে বাস করে অবিরত ॥
 কুবিন্দ নামেতে ছিল বৈষ্ণব প্রধান ।
 সন্ধ্যাকালে তাঁর গৃহে বান ভগবান্ ॥
 গোবিন্দে দর্শন করি কুবিন্দ তখন ।
 মহানন্দে পূজে তাঁর যুগল চরণ ॥
 তার প্রতি তুষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সুদুর্লভ ভক্তি দাস্য করিলা প্রদান ॥
 কুজানারী নিজেরা যায় আনন্দিত মনে ।
 চুপি চুপি হরি আসে তাহার ভবনে ॥

নিজিতা কুজার নিজা চুপে ভঙ্গ করি ।
 ধীরে ধীরে যুগ্মভাবে কহিলেন হরি ॥
 জনমনে, নিজা তুমি কর পরিহার ।
 যোর সহ রতিভোগ কর এইবার ॥
 রাবণ-ভগিনী তুমি সুপ্ৰণা ছিলে ।
 কুজার রূপেতে পুনঃ শরীর ধরিলে ॥
 যোরে তুমি পতিরূপে পাইবার তরে ।
 তপস্বী করিয়াছিলে বহুবর্ষ ধ'রে ॥
 কৃষ্ণরূপে আমি জন্ম করিছু গ্রহণ ।
 কাস্তরূপে যোরে তুমি করহ ভজন ॥
 এই কথা কহি তবে কৃষ্ণ সনাতন ।
 বক্ষেতে ধরিয়া তারে করিল চুষন ॥
 কৃষ্ণেরে লইয়া ক্রোড়ে কুজা রূপবতী ।
 বদনে চুষন করে কামভরে অতি ॥
 তারপর কামাভুর কৃষ্ণ সনাতন ।
 নানাভাবে কুজা সহ করিলা রমণ ॥
 সর্ব অঙ্গ পুলকিত হয় দুঃজন্যর ।
 নব সঙ্গমের বশে তৃপ্তি নাহি আর ॥
 আলিঙ্গন চুষনের নাহিক বিরতি ।
 আবেশে মুচ্ছিতপ্রায় হইল যুবতী ॥
 দিবারাত্রি জ্ঞান কিছু না রহিল আর ।
 নানাভাবে দুইজনে করিল শৃঙ্গার ॥
 কামশাস্ত্রে বিশারদ হরি ভগবান্ ।
 যুবতীকে নানাভাবে তৃপ্তি করে দান ॥
 বারে বারে বক্ষে তারে করি আকর্ষণ ।
 সর্ব অঙ্গে নথকৃত করে সনাতন ॥
 অধর দংশন করে অতি কামভরে ।
 এইরূপে ক্রীড়া করে সারানিশি ধ'রে ॥
 মনোহর রথ এক রত্নের নির্মিত ।
 সহসা প্রভাতকালে হয় উপনীত ॥
 নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে ।
 রত্নের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥
 সেই রথে আরোহণ করি তারপর ।
 কুজা সতী গোলোকেতে চলিল সহর ॥



শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৃষ্টিমাণ্ডে বুজা বদাৰবি।
সহসা ধাবণ বৰে মোহন আবাদ॥

পৃষ্ঠা-৫৮০

গমন করিষা কুজ। গোলোকের ধামে ।
গোপিকা হইল সেথা চন্দ্রমুখী নামে ॥

● শ্রীকৃষ্ণের ধর্মযজ্ঞ ভঙ্গ, কুবলয় হস্তী
ও মল্ল নিশান ।

এদিকে রজনীযোগে কংস নরপতি ।
দর্শন করিল স্বপ্ন ভয়াবহ অতি ॥
আকাশ হইতে যেন সূর্য্য ঋসে যায় ।
নভঃ হৈতে চন্দ্র যেন ধূলায় লুটায় ॥
বজ্রহস্ত পুরুষেরা বিকৃত-আকার ।
বিচরণ করে যেন সম্মুখে তাহার ॥
লে'লজিহ্বা ছিন্ননাশা বিধবা যুবতী ।
অট্ট অট্ট হাসিতেছে ভৎসব অতি ॥
কংস নরপতি হেরে স্বপ্ননেতে তার ।
গর্দভ মহিষ আদি করিছে চীৎকার ॥
কুক্কর শৃগাল বৃষ কাক গৃধ্রগণ ।
তাঁহাব সম্মুখে আসি করিছে ক্রন্দন ॥
ভয়পুঞ্জ অস্থিরানি নির্বোধ অঙ্গার ।
উকা শব শুদ্ধ কাঠ হেবে বাবংবার ॥
যুতের মন্তক লে'হ তৃণ তালফল ।
স্বপন মাঝারে কংস হেরে অবিরল ॥
দুঃস্বপ্ন হেরিষা কংস উঠিষা প্রভাতে ।
আত্মীয় স্বজনে গিষা কহিল সভাতে ॥
কংসের দুঃস্বপ্ন-কথা করিষা শ্রবণ ।
অমঙ্গল-ভয়ে পত্নী করিল ক্রন্দন ॥
ব্রাহ্মণ ডাকিষা কংস স্বস্ত্যয়ন কবে ।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে মঙ্গলের তরে ॥
কংসের হস্তীর মাঝে প্রধান যে ছিল ।
তাহারে আনিয়া শীত্র দ্বারেতে রাখিল ॥
সভার মাঝারে মঞ্চ করিয়া নিষ্ঠাণ ।
অস্ত্র ল'য়ে কংস সেথা করে অবস্থান ॥
নৃপতির বলবান্ মল্ল সৈন্যগণ ।
যুদ্ধক্ষেত্রে চারিধারে করে বিচরণ ॥

মনস্তব ভগবান্ বলরাম মনে ।
কংসের পুরীতে আসে আনন্দিত মনে ॥
দেখিয়া কংসেব পুরী অতি মনোহর ।
কৃষ্ণ বলরাম হয় পুলক অন্তর ॥
ধনুর্মাখ যজ্ঞ কোথা হয় অনুষ্ঠান ।
সবারে জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
ধীবে ধীরে যজ্ঞস্থলে গিষা বনমালী ।
শিবের ধনুক দেখে হ'য়ে কোঁতুহলী ॥
বিবাত ধনুক বটে গঠন স্পন্দর ।
গুণ পরাইতে নারে কোন ধনুর্ধর ॥
শঙ্কায় ধনুর কাছে কেহ নাহি যায় ।
কৃষ্ণ গিষা অবহেলে ধরিল তাহার ॥
ধনুর রক্ষকরূপে যে অস্ত্র ছিল ।
সনাতন অনায়াসে তাহারে বধিল ॥
বাম করে কৃষ্ণ তুলি লয় ধনুখান ।
গুণ টঙ্কারিষা তাহে করে খান খান ॥
প্রচণ্ড নিনাদে ধনু যখন ভাঙ্গিল ।
মধুবার জনগণ ভয়েতে কাঁপিল ॥
অভঃপর রাম-কৃষ্ণ অতিশয় স্তম্ভে ।
রাজমন্ডা পানে যায় পরম কোঁতুকে ॥
প্রবেশ দ্বারেতে তারা দেখিল তখন ।
কুবলয় হস্তী এক বিরাট দর্শন ॥
পথ আঙুলিষা আছে হস্তী কুবলয় ।
কৃষ্ণ তার মাহুতেরে সম্বোধিষা কয় ॥
যাইব আমরা এবে সভার ভিতর ।
হাতী লও সরাইয়া এখনি সম্বর ॥
মাহুত কৃষ্ণের কথা কানে নাহি লয় ।
ভদ্রপরি রোষে তার পুরিল হৃদয় ॥
লেলাইয়া দেয় হাতী তাহাদেব প্রতি ।
শ্রীকৃষ্ণ হাতীর শুঁড় ধরে শীঘ্রগতি ॥
তাহার মন্তকে জোরে করি ফুটায়াত ।
লুকাই হাতীর নীচে কৃষ্ণ অকস্মাত ॥
কৃষ্ণে না দেখিষা হাতী চারিদিকে চায় ।
মহা গোবিন্দ দেখা দিলেন তাহায় ॥

খেলার পুতুল সম লেজেতে ধরিয়া ।
 হাতীরে অনেক দূরে নিলেন টানিয়া ॥
 একবার ছাড়ি দিয়া ধরে পুনর্ব্বার ।
 প্রাণের ভেষেতে হাতী করে চাঁৎকার ॥
 মাহুত মুচ্ছিত হৈয়া ভূতলে পড়িল ।
 শ্রীহরির পদাঘাতে জীবন ত্যজিল ॥
 দৃঢ়হস্তে কুবলয়ে ধরি সনাতন ।
 ভূতলে নিক্ষেপ করে হস্তীরে তখন ॥
 মহাবেগে কুবলয় ভূতলে পড়িল ।
 অবিলম্বে প্রাণবায়ু নির্গত হইল ॥
 মল্লগণ রক্ষা করে কংসের ভবন ।
 এ দৃশ্য হেরিয়া হয ক্রোধেতে মগন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তারা ধাইল সত্বর ।
 বাধিয়া উঠিল সেখা ভীষণ সময় ॥
 একে একে মল্ল যত হয আগুয়ান ।
 হারায় কৃষ্ণের হাতে সকলে পরাণ ॥
 কুট নামে এক মল্ল হয অগ্রসর ।
 বলরাম সনে তার বাধিল সময় ॥
 মুষ্টির আঘাত তারে হানিয়া হেলায় ।
 অবিলম্বে যমঘরে পাঠাইল তায় ॥
 আর এক বীর আসে শল্ল নাম তার ।
 অতি বলশালী মল্ল বিকট আকার ॥
 পদাঘাত করে কৃষ্ণ তারে অবহেলে ।
 মরিল সে শল্ল বীর পড়ি ভূমিতলে ॥
 তাহার পশ্চাতে বীর আইল তৌঘল ।
 সমরেতে দক্ষ অতি শক্তিতে প্রবল ॥
 দুই পায়ে ধরি তারে কৃষ্ণ সনাতন ।
 নিক্ষেপ করিল তারে কংসের সদন ॥
 ইহা দেখি কংসরাজ অতি ভীত হয় ।
 সিংহাসনে রহে বসি বিষম হৃদয় ॥
 যতেক প্রধান মল্ল মধুরাতে ছিল ।
 কৃষ্ণ বলরাম হস্তে নিধন হইল ॥
 দেখিবা বিষম শিশু ভয়েতে অস্থির ।
 আর নাহি আগুয়ান হয় কোন বীর ॥

কৃষ্ণ বলরাম অতি আনন্দিত মন ।
 কংসের সত্তার পানে করিল গমন ॥
 গজেন্দ্রে গতিতে চলে অতি মনোহর ।
 রতন মঞ্জীরে পদ শোভিছে সুন্দর ॥
 বালক যুবক বৃদ্ধা কুলবধূগণ ।
 কৃষ্ণ বলরামে হেরি আনন্দে মগন ॥

● কংস বধ, কৃষ্ণ বর্জ্বক পিতা মাতার উদ্ধাঘ
 ও নন্দ বিধাঘ ।

নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন ।
 শ্রীকৃষ্ণের লীলারান্ধি করহ শ্রবণ ॥
 শঙ্করের ধনু ভাঙ্গে কৃষ্ণ হরিষেতে ।
 কুবলয় হস্তী কৃষ্ণ বধেন ছুরিতে ॥
 মল্লবীরগণে কৃষ্ণ করিয়া নিধন ।
 কংসরাজ সত্তাপানে করেন গমন ॥
 কংসের সে রাজসভা অতি মনোহর ।
 হেরি তাহা রাম-কৃষ্ণ প্রকুল অন্তর ॥
 পার্শ্বদর্শনে সভা অতি সুশোভিত ।
 ধীরে ধীরে কৃষ্ণ সেখা হয উপনীত ॥
 কৃষ্ণেরে সত্তার মাঝে করিয়া দর্শন ।
 পাদপদ্ম ধ্যান করে যোগী-ঋষিগণ ॥
 কৃষ্ণেরে দর্শন করি কামিনীর দল ।
 সৌন্দর্য্যে মোহিত সবে হয অবিরল ॥
 যমরূপে কংস রাজা হেরে সনাতনে ।
 বৈরিরূপে হেরে তায় যত বন্ধুজনে ॥
 গুরুজনে প্রাণিপাত করি ভগবান্ ।
 হৃদদর্শন চক্রে হাতে কংস কাছে যান ॥
 বসি কংস নরপতি কৃষ্ণের মাঝারে ।
 বিশ্বম্ভব কৃষ্ণমূর্ত্তি হেরে বারে বারে ॥
 মঞ্চ হ'তে কংসরাজে করি আকর্ষণ ।
 অনার্য্যাসে ভগবান্ করিল নিধন ॥
 দিব্য কলেবর ধরি মনোহর অতি ।
 বৈকুণ্ঠধামেতে যায় কংস নরপতি ॥

শরীর হইতে তার দীপ্ত তেজোরালি ।
 কৃষ্ণের চরণ মাখে লীন হয় আসি ॥
 কংসের নিধনবার্তা করিয়া শ্রবণ ।
 অস্তঃপুরে কংসরাণী করেন ক্রন্দন ॥
 কহে বিধি একি দশা অদৃষ্টে ঘটিল ।
 আমারে ছাড়িয়া নাথ কোথায় চলিল ॥
 একবার দেহ দেখা গুহে প্রাণধন ।
 কহ দেখি মোর দশা কি হবে এখন ॥
 তোমার সমান বীর নাহিক ধরায ।
 আজিকে তোমার দেহ ধূলায় লুটায় ॥
 কেন এই সর্বনাশী যজ্ঞ আরম্ভিলে ।
 কেন বৃন্দাবন হৈতে কৃষ্ণেরে আনিলে ॥
 রাজ্যপাট ছাড়ি রাজা চলিলে কোথায় ।
 আমি যে তোমার রাণী কি হবে উপায় ॥
 এইরূপে কংসরাণী করেন ক্রন্দন ।
 অকস্মাৎ কৃষ্ণ সেথা করেন গমন ॥
 কহিলেন কেন সতী কাঁদ অকারণ ।
 অবশ্য ঘটিবে যাঁহা অদৃষ্টে লিখন ॥
 কৰ্ম্মফল লভে জীব জানিবে নিশ্চয় ।
 অতএব কর হির আপন হৃদয় ॥
 শাস্তনা বাক্যেতে রাণী প্রবোধ মানিল ।
 অঞ্চলেতে আঁখিজল তখন মুছিল ॥
 কংসের শোকেতে যত আত্মীয় স্বজন ।
 হাহাকার কবি সবে কহিল তখন ॥
 কোথা গেলে নৃপবর মোদের ছাড়িয়া ।
 দেখা দাও দেখা দাও আবাব আসিয়া ॥
 হরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অনন্ত ইত্যাদি যাঁরে ভজে নিরন্তব ॥
 মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর কবেন বন্দনা ॥
 পরম ঈশ্বর যিনি নিত্য নিরঞ্জন ।
 ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হন অনুকণ ॥
 নিরীহ নিগুণ যিনি প্রভু পরাংপর ।
 তত্ত্ব-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবব ॥

অক্ষয় অব্যয় যিনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 ভূভার-হরণ তরে আবির্ভূত হন ॥
 বিনষ্ট করেন বারে কৃষ্ণ স্বেচ্ছাময় ।
 তাহারে রক্ষিতে কারো সাধ্য নাহি হয় ॥
 বাহারে করেন রক্ষা সনাতন প্রভু ।
 তারে সংহারিতে কেহ নাহি পারে বভু ॥
 কংসের সংকার করি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 উগ্রসেন-হস্তে রাজ্য করিলা প্রদান ॥
 শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা কারাগারে ছিল ।
 ভগবান্ গিয়া ত্বর উদ্ধার কবিল ॥
 লৌহেব শৃঙ্খল কৃষ্ণ করিয়া ছেদন ।
 প্রাণমি তাঁদের পায়ে করিল স্তবন ॥
 অবহেলা করে যেই মাতাপিতা প্রতি ।
 এ জগতে সেই জন অপবিত্র অতি ॥
 মাতাপিতা সম কেহ নহে পূজনীয় ।
 মাতাপিতা শ্রেষ্ঠ বন্ধু পরম আত্মীয় ॥
 দেবতা-স্বরূপ তাঁবা হন সর্বরক্ষণ ।
 এই কথা বলি কৃষ্ণ বন্দিলা চরণ ॥
 দৈবকী ও বহুদেব অতি স্নেহভরে ।
 কৃষ্ণ আর বলরামে বসাইল ক্রোড়ে ॥
 তারপর পাষাসার করি আনয়ন ।
 কৃষ্ণ আর বলরামে করান ভোজন ॥
 ব্রজধামে কৃষ্ণ বৃথি নাহি বাবে আব ।
 এই চিন্তা করি নন্দ করে হাহাকার ॥
 কৃষ্ণের বিচ্ছেদশোকে নন্দ নরপতি ।
 বিলাপ করিতে থাকে উচ্চৈঃস্বরে অতি ॥
 শোকার্ভ নন্দেরে হেরি কৃষ্ণ সনাতন ।
 আধ্যাত্মিক কথা বহু কহিলা তখন ॥
 ভ্রানপূর্ণ উপদেশ করিয়া প্রদান ।
 গীতে ধীরে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 শুন তাত, হৃদা শোক কর পরিহাব ।
 কৰ্ম্ম অন্তমারে সব হটে অনিবার ॥
 কৰ্ম্মের ফলেতে হয় বিচ্ছেদ নিলন ।
 কৰ্ম্মফল নিবারিতে নাহে কোনজন ॥

মোর লাগি বুধা শোক করিও না আর ।
 যাও যাও পিতা তুমি ভ্রজে এইবার ॥
 উদ্ধবেরে বুলাবনে করিব প্রেরণ ।
 তাহার নিকটে সব করিবে শ্রবণ ॥
 জননী যশোদা দেবী রাখিকা ক্রীমতী ।
 উদ্ধব তাদের কাছে যাইবে সম্প্রতি ॥
 তাদের সান্ধুনা দিবে প্রবোধ বচনে ।
 শুন তাত, বুধা শোক করিও না মনে ॥
 এই কথা কহে যবে কৃষ্ণ সনাতন ।
 দৈবকী ও বহুদেব করে আগমন ॥
 উদ্ধব অত্রুর আসে তাহাদের সনে ।
 আসিলেন বলরাম আনন্দিত মনে ॥
 বহুদেব নন্দরাজে করি সযোধন ।
 ধীরে ধীরে যুদ্ধভাবে কহিলা তখন ॥
 নন্দ নরপতি কর মোহ পরিহার ।
 আপন ভবনে তুমি যাও এইবার ॥
 যেমন আমার পুত্র কৃষ্ণ সনাতন ।
 সেইরূপ কৃষ্ণ হয় তোমার নন্দন ॥
 মথুরা গোকুল হ'তে বেশী দূর নয় ।
 কৃষ্ণেরে হেরিবে তুমি সকল সময় ॥
 দৈবকী কহিল শুন নন্দ নরপতি ।
 কৃষ্ণশোকে হইয়াছে বিচলিত অতি ॥
 যেমন মোদের পুত্র কৃষ্ণ সনাতন ।
 সেইরূপ কৃষ্ণধন তোমার নন্দন ॥
 একাদশ বর্ষ কৃষ্ণ বলরাম সনে ।
 স্নেহে বাস করিয়াছে তোমার ভবনে ॥
 এত যদি শোকাকুল হয় তব প্রাণ ।
 কিছুদিন এই স্থানে কর অবস্থান ॥
 মথুরাতে কিছুকাল রহ কৃষ্ণ সনে ।
 কৃষ্ণেরে দর্শন কর পরিচুপ্ত মনে ॥
 তখন শ্রীকৃষ্ণ হরি উদ্ধবেরে কথ ।
 অবিলম্বে গোকুলেতে যাও মহাশয় ॥
 অধীরা আমার শোকে যশোদা রোহিণী ।
 শোকাতুরা হইয়াছে রাখা বিনোদিনী ॥

ভ্রজের বালক আর ভ্রজাঙ্গনাগণ ।
 সকলেই হইয়াছে শোকেতে মগন ॥
 অবিলম্বে তুমি সেখা করিয়া প্রস্থান ।
 প্রবোধ বচনে কর সান্ধুনা প্রদান ॥
 যশোদা নিকটে গিয়া কহিবে সম্প্রতি ।
 মোদের ভবনে আছে নন্দ নরপতি ॥
 এই কথা কহি তারে কৃষ্ণ সনাতন ।
 ভবনের অন্তঃপুরে করিলা গমন ॥
 সেই রাত্রি মথুরাতে করি অবস্থান ।
 উদ্ধব প্রভাতে করে ভ্রজেতে প্রস্থান ॥

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভগবৎ-প্রেরিত উদ্ধবের বুলাবনে গমন এবং
 তৎকৃত বাখিকার ভোক্ত ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 উদ্ধবেরে কৃষ্ণ ভ্রজে করিলা প্রেরণ ॥
 গণেশে প্রণাম করি উদ্ধব তখন ।
 অস্ত্র অস্ত্র দেবতারে করিল স্মরণ ॥
 তারপর মহানন্দে উদ্ধব প্রবর ।
 কৃষ্ণের আদেশে ভ্রজে চলিল সত্বর ॥
 যাত্রাকালে শুভকর হেরে দ্রব্য যত ।
 হরিনাম-সংকীর্তন শুনে অবিরত ॥
 উদ্ধব পথের গ্রায়ে করিল দর্শন ।
 পুত্রবতী মাধ্বী নারী মালা ও দর্পণ ॥
 জলপূর্ণ কুম্ভ দধি দুর্বাঙ্কুর ফল ।
 গুরু ধাত্ত কৃষ্ণদাস রজত উজ্জ্বল ॥
 প্রদীপ গজেন্দ্র মৃগ পতাকা চন্দন ।
 ষ্ঠেতপুষ্প সত্যোমাংস নকুল কাঞ্চন ॥
 এইসব পথমাঝে করিবা দর্শন ।
 উদ্ধব শ্রীবুলাবনে করে আগমন ॥
 প্রথমে ভাণ্ডীর বনে আসিবা স্বরায় ।
 অক্ষয় বাটের বৃক্ষ দেখিবারে পায় ॥

উদ্ধব সেধাষ আসি করিল দর্শন ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে করিছে ক্রন্দন ॥
 ব্রজের বালকগণ কাঁদিতেছে সব ।
 তাদের সান্ত্বনা দান করিল উদ্ধব ॥
 হৃদয় নগর মাঝে প্রবেশ করিয়া ।
 হৃদমোহন দৃশ্য হেরে নয়ন ভরিয়া ॥
 বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত নগর হৃদয় ।
 নন্দের শিবির শোভে অতি মনোহর ॥
 চারিদিকে গণিযুক্তা শোভে অনুক্ষণ ।
 হেরিয়া উদ্ধব হয় বিশ্বম্বে মগন ॥
 রত্নের কলস কত শোভে চারিধারে ।
 গণিযুক্ত স্তম্ভ কত কে বর্ণিতে পারে ॥
 উদ্ধবের আগমন বারতা শুনিয়া ।
 যশোদা রোহিণী সবে আসিল চুটিয়া ॥
 শোকেতে আকুল হ'য়ে উদ্ধবেরে কয় ।
 কৃষ্ণ বলরাম কোথা কহ মহাশয় ॥
 সত্য করি কহ আজি তাহারা কোথায় ।
 তাহাদের অদর্শনে বুক ফেটে যায় ॥
 তাহাদের এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ ।
 মধুর বচনে কহে উদ্ধব তখন ॥
 ভয় নাই ভয় নাই, মথুরা ভবনে ।
 সকলেই রহিয়াছে আনন্দিত মনে ॥
 কৃষ্ণ বলরাম সহ নন্দ নবপতি ।
 মথুরা ভবনে আছে আনন্দেতে অতি ॥
 কিছুদিন অবস্থান কবি মথুরায় ।
 নন্দ নরপতি পুনঃ আসিবে হেথায় ॥
 মঙ্গলজনক বার্তা কবিতা শ্রবণ ।
 যশোদা রোহিণী করে ধন বিতরণ ॥
 হৃদয় মিষ্টান্ন বহু আনি তারপরে ।
 উদ্ধবে প্রদান করে অতি সমাদরে ॥
 বাজায় মধুর বাত বাতকরগণ ।
 শত শত ব্রাহ্মণেবা করিল ভোজন ॥
 যশোদা রোহিণী পরে ভক্তি-সহকারে ।
 ভবানী পূজা করে ঘোড়শোপচারে ॥

কৃষ্ণের কল্যাণ তরে তাহারা তখন ।
 বিশ্রামে ধেনু স্বর্ণ করে বিতরণ ॥
 উদ্ধব সকলে করি সান্ত্বনা প্রদান ।
 রাসের মণ্ডলে শেষে করিলা প্রস্থান ॥
 রাসের মণ্ডল শোভে অতি চমৎকার ।
 চন্দ্রমণ্ডলের সম বর্তুল আকার ॥
 পটুসূত্রে শোভা পায় রসাল পল্লব ।
 সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল উদ্ধব ॥
 কদলীর স্তম্ভ শোভে রাসের মাঝাবে ।
 দধি লাজ ফল আদি শোভে চারিধারে ॥
 বিরাজিছে তিন লক্ষ রত্নের ভবন ।
 চারিধারে গোপীগণ করে বিচরণ ॥
 লক্ষ লক্ষ গোপগণ কৃষ্ণ-প্রতীক্ষায় ।
 ইতস্ততঃ বিচরণ করিছে সেধাষ ॥
 চন্দন চম্পক আদি বন অগণন ।
 উদ্ধব মনের হৃদয়ে করিলা ভ্রমণ ॥
 সকল কানন ক্রমে অতিক্রম কবে ।
 রমণীয় কুঞ্জ এক দেখে তারপরে ॥
 কোকিলেবা করিতেছে হৃদয় গান ।
 ভ্রমর-গুঞ্জন হব বিমোহিত প্রাণ ॥
 মন্দ মন্দ বহিতেছে যুদ্ধ সমীরণ ।
 সরোবরে ক্রীড়া করে হংস-হংসীগণ ॥
 ধীবে ধীরে নানা স্থান করি অতিক্রম ।
 রাধার আশ্রয় সেধা করিল দর্শন ॥
 কদলীবনের মাঝে অতি নিরালায় ।
 রাধার ভবন সেধা কিবা শোভা পায় ॥
 আশ্রমের চারিধারে শোভিছে প্রাকার ।
 পরিখা ও দুর্গ শোভে চতুর্দিকে তার ॥
 বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত হৃদয় আশ্রয় ।
 চিত্রিত বিবিধ চিত্রে অতি মনোরম ॥
 মন্দিরেতে শোভে কত রত্নের সোপান ।
 মন্দির-চূড়ায় কত উড়িছে নিশান ॥
 রত্নের কলস কত শোভে চারিধারে ।
 মনোহর সেই দৃশ্য কে বর্ণিতে পারে ॥

লক্ষ লক্ষ বলবতী গোপাঙ্গনাগণ ।
 বেত্র হস্তে চতুর্দিকে করিছে ভ্রমণ ॥
 কৃষ্ণের মঙ্গল-বার্তা করিয়া শ্রবণ ।
 উদ্ধবেরে রাখাপাশে করে আনয়ন ॥
 উদ্ধব আসিয়া সেথা করিল দর্শন ।
 কৃষ্ণের বিরহে রাখা করিছে ক্রন্দন ॥
 শোকাকুলা রাখা সতী কৃষ্ণের বিহনে ।
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুচ্ছা যায় ক্ষণে ক্ষণে ॥
 অবিশ্রান্ত রোদনেতে বসন তাহার ।
 রক্তিম আভাষ পূর্ণ হয় বারংবার ॥
 দেহে আভরণ নাহি নীর্ণ কলেবর ।
 অতিশয় শুষ্ক তার কণ্ঠ ও অধর ॥
 এইভাবে শ্রীরাধারে করিয়া দর্শন ।
 উদ্ধব প্রণাম করি করিল স্তবন ॥
 ভ্রম্মা আদি দেবগণ স্তব করে ষাঁর ।
 বন্দনা করিলু আমি চরণ তাঁহার ॥
 ষাঁর নামে স্থপবিব্রু হয় ত্রিভুবন ।
 তাঁহার চরণ আমি করিলু বন্দন ॥
 শতশৃঙ্গনিবাসিনী তুমি রাখা সতী ।
 তোমাতে প্রণাম করি ভক্তিভরে অতি ॥
 রাসেতে বিরাজ কর রাসের ঈশ্বরী ।
 তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি ॥
 বৃন্দা তুমি বাস কর তীরে বিরজার ।
 ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার ॥
 কৃষ্ণা তুমি বাস সदा কর বৃন্দাবনে ।
 তোমাতে প্রণাম করি ভক্তিযুক্ত মনে ॥
 কৃষ্ণপ্রিয়া শান্তা তুমি কি কহিব আর ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 তুমি দেবী লক্ষ্মী আর তুমি সরস্বতী ।
 তোমার চরণে আমি করিলু প্রণতি ॥
 তুমি পদ্মা আত্মশক্তি তুমি নারায়ণী ।
 মর্ত্যলক্ষ্মী তুমি দেবী বিষ্ণের জননী ॥
 সাবিত্রীস্বরূপা তুমি জানি অনিবার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥

বিষ্ণুমায়ী তুমি দেবী সম্পদরূপিণী ।
 তোমাতে প্রণাম করি রাখা বিনোদিনী ॥
 বুদ্ধিস্বরূপিণী তুমি জ্ঞানপ্রদায়িনী ।
 আপনি প্রকৃতি তুমি ত্রিপুরহারিণী ॥
 দুর্গভিনাশিনী দেবী তুমি দুর্গা সতী ।
 তোমার চরণে আমি করিলু প্রণতি ॥
 শুদ্ধসদ্ব্যস্বরূপিণী সপ্তর্ষা স্তন্দরী ।
 তব পাদপদ্মে আমি নমস্কার করি ॥
 দক্ষকন্যা সতী তুমি উমা তপস্বিনী ।
 ঈশ্বরী পার্বতী তুমি শৈলের নন্দিনী ॥
 অপর্যা ও গৌরী তুমি জানি অনিবার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 তুমি দেবী নিন্দা দয়া তুমি মহেশ্বরী ।
 তব পাদপদ্মে আমি প্রণিপাত করি ॥
 তুমি তুষা তুমি ক্ষুধা কি কহিব আর ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 স্বাহা তুমি স্বধা তুমি কান্তিস্বরূপিণী ।
 দয়া তুমি, শ্রদ্ধা তুমি, যুক্তিপ্রদায়িনী ॥
 তুষ্টি পুষ্টি লজ্জা ধৃতি তুমি ভগবতি ।
 তোমার চরণে আমি করিলু প্রণতি ॥
 সকলের মাতৃরূপা হও অবিরাম ।
 তোমার চরণপদ্মে করিলু প্রণাম ॥
 উঠ সতি বুধা শোক কর পরিহার ।
 কৃপা করি শুন সতি বচন আমার ॥
 উদ্ধবের কৃত ভোক্তা যে করে পঠন ।
 হরির মন্দিরে সেই করিবে গমন ॥
 রোগ শোক দূরে যায় দূর হয় ভয় ।
 বন্ধুর বিচ্ছেদ আর কড়ু নাহি হয় ॥
 পুত্ররত্ন লাভ করে পুত্রহীন জন ।
 ধনহীন ব্যক্তি সদা লাভ করে ধন ॥
 পত্নীহীন জন যদি এই ভোক্তা পড়ে ।
 পত্নী লাভ করিবে সে অতীব সফরে ॥
 মূৰ্খ যদি এই স্তব পড়ে কদাচন ।
 পশ্চিমের অগ্রগণ্য হবে সেই জন ॥
 শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং পঞ্চপাশস্তম অখ্যার সমাপ্ত ।

● ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

বাধিকা এবং উদ্ধবের কথোপকথন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।

উদ্ধবের মুখে স্তব করিয়া শ্রবণ ॥

শোকাকুলা রাধা তারে সম্বোধিয়া কয় ।

কি নাম তোমার মোরে কহ মহাশয় ॥

কে তোমাতে এই স্থানে করিল প্রেরণ ।

কোন স্থান হ'তে তুমি কর আগমন ॥

কৃষ্ণপারিষদ-সম দেখে মনে হয় ।

কহ কহ বিস্তারিয়া সকল বিষয় ॥

কোথায় রহিল মোর কৃষ্ণ প্রাণধন ।

বলরাম কোথা বল রহিল এখন ॥

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বৃষ্টি আসিবে না আর ।

হেরিব আবার কবে শ্রীমুখ তাহার ॥

রাধিকার এই প্রাণ করিয়া শ্রবণ ।

মুহু ভাবে কহে তারে উদ্ধব তখন ॥

উদ্ধব আমার নাম ক্ষত্রিয় নন্দন ।

কৃষ্ণবার্তা দিতে হেথা করি আগমন ॥

শ্রীহরির পার্শ্চর্য আমি অনুক্ষণ ।

আমাতে প্রেরণ করে কৃষ্ণ সনাতন ॥

কৃষ্ণ বলরাম আর নন্দ নরপতি ।

মথুরা ভবনে আছে আনন্দেতে অতি ॥

উদ্ধবের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।

কাঁদিতে কাঁদিতে কহে রাধিকা তখন ॥

কি আর কহিব আমি দুঃখের কাহিনী ।

কৃষ্ণ বিনা কাটে মোর দিবস যামিনী ॥

তেমনি যমুনাকূলে যুধ বায়ু বয় । -

কোকিল করিছে গান সকল সময় ॥

কেলিকদম্বের মূল রয়েছে তেমনি ।

হাষ হাষ কোথা মোর কৃষ্ণ গুণমণি ॥

রত্নের প্রদীপ জ্বলে রাসের মণ্ডলে ।

রূপবতী গোপীগণ রয়েছে সকলে ॥

ক্রীড়া-সরোবর আর পুষ্পের উদ্যান ।

অত্যাধি সেইরূপ আছে বিত্তমান ॥

পরিপূর্ণরূপে সব করিছে বিরাজ ।

প্রাণের বল্লভ শুধু কৃষ্ণ নাহি আজ ॥

কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ রহিলে কোথায় ।

এই কথা বলি রাধা পুনঃ মুচ্ছা যায় ॥

হৃন্নিবন্ধ শয্যায তারে করায় শয়ন ।

চামর বীজন করে সহচরীগণ ॥

চেতনা লভিলা যবে রাধিকা যুগতী ।

উদ্ধব মধুর ভাষে কহে তার প্রতি ॥

প্রকৃতি-ঈশ্বরী তুমি জানি অনুক্ষণ ।

শ্রীদামের শাপে হেথা কর আগমন ॥

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে কর অবস্থান ।

তব প্রাণাধিক সদা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥

ব্রথা শোক সতি তুমি কর পরিহার ।

মোর কাছে কৃষ্ণবার্তা শুন এইবার ॥

যতদিন কৃষ্ণ নাহি উপবীত লবে ।

ততদিন সকলেই মথুরাতে রবে ॥

শুভকার্য সমাধান হইবে যখন ।

গোকূলে আবার সবে আসিবে তখন ॥

নন্দরাজ কৃষ্ণ আর বলরাম সনে ।

আসিবে ভ্রজেতে পুনঃ আনন্দিত মনে ॥

সেখাষ শ্রীযশোদারে করিয়া প্রণাম ।

বৃন্দাবনে আসিবেন কৃষ্ণ গুণধাম ॥

অচিরে কৃষ্ণের মুখ হেরিবে আবার ।

নিদারুণ শোক দেবি কর পরিহার ॥

রমণীয় বস্ত্র ভূমি কর পরিধান ।

চরণ-যুগলে কর অলক্তক দান ॥

সীমস্তে সিন্দূরবিন্দু করহ রচন ।

গাত্রে বিলেপন কর কস্তুরী চন্দন ॥

মালতীর মাল্য গলে কর পরিধান ।

শোক পরিহারি সতি কর গাত্রোত্থান ॥

রত্নসিংহাসনে তুমি বসিয়া এখন ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন কর সমর্পণ ॥

মলিন এ শয্যা তুমি করি পরিহার ।
 শযন করহ সতি পালকে তোমার ॥
 বীজন করিবে তোমা সহচরীগণ ।
 সেবন করিবে তব বৃগল চরণ ॥
 উদ্ধব সকল কথা রাখারে জানায় ।
 ভক্তিতরে প্রণিপাত করে রাধিকায় ॥
 উদ্ধবের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 শোক পরিহার করে রাধিকা তখন ॥
 বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত অতি রমণীয় ।
 উদ্ধবেরে দান করে রত্ন-অঙ্গুরীয় ॥
 তারপর উদ্ধবেরে রাধিকা যুবতী ।
 কুণ্ডল করিল দান ফুল্লমনে অতি ॥
 বহিঃশুদ্ধ বস্ত্র আর রত্নময় যান ।
 উদ্ধবেরে রাখা দেবী করিল প্রদান ॥
 তারপর ক্রীড়াপন্ন আনিয়া সেথায় ।
 সম্ভুক্ত হইয়া রাখা দান করে তায় ॥
 মণি মুক্তা হীরা হার রত্নের দর্পণ ।
 জপমালা আদি তারে করিল অর্পণ ॥
 সুমিষ্ট পিষ্টক আদি আনি সম্বতনে ।
 ভোজন করায় তারে পরিভুক্ত মনে ॥
 তারপর রাখা সতী প্রফুল্ল অন্তরে ।
 উদ্ধবেরে বহুবিধ বসন দান করে ॥
 তুষ্টমনে উদ্ধবেরে বসন দান করি ।
 বেশভূষা করিলেন রাধিকা ঈশ্বরী ॥
 মনোহর রত্নমালা পরে গলে তার ।
 পরিধান করে বস্ত্র অতি চমৎকার ॥
 লগাটে সিন্দূরবিন্দু করিল রচন ।
 অঙ্গেতে লেপন করে সুগন্ধি চন্দন ॥
 এইরূপে মনোহর সাজসজ্জা ক'রে ।
 বসিল রাধিকা দেবী সিংহাসন 'পরে ॥
 রাখারে ঘিরিয়া যত সহচরীগণ ।
 প্রফুল্ল মনেতে করে চামর বীজন ॥
 হাস্ত মুখে তার পর বাধিকা ক্রীমতী ।
 মধুর বচনে কহে উদ্ধবের প্রতি ॥

উদ্ধব আমারে তুমি কহ সত্য করি ।
 বৃন্দাবনে কবে পুনঃ আসিবেন হরি ॥
 মোর কাছে কপটতা কর পরিহার ।
 কবে আসিবেন কৃষ্ণ কহ এইবার ॥
 ভয়ের কারণ নাহি আমার নিকটে ।
 সত্য কথা তুমি মোরে কহ অকপটে ॥
 সত্য সম শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই জিজ্ঞাসনে ।
 সত্য কথা কহ মোরে ভয়শূন্য মনে ॥
 রাধিকার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 মুহু মুহু হাশ্বে কহে উদ্ধব তখন ॥
 সত্য কথা কহিতেছি তোমারে স্তম্ভরি ।
 পুনরায় বৃন্দাবনে আসিবেন হরি ॥
 হেরিবে আবার তুমি হরির বদন ।
 মোরে অবিশ্বাস কর কিসের কারণ ॥
 মথুরাপুরীতে আমি যাইয়া ভ্রমায় ।
 তোমার হরিরে শীঘ্র পাঠাব হেথায ॥
 এক্ষণে আমারে কর বিদায় প্রদান ।
 মথুরাপুরীতে আমি করিব প্রস্থান ॥
 মথুরায় গিয়া আমি হরির নিকটে ।
 কহিব তোমার কথা সব অকপটে ॥
 উদ্ধবের বাক্য শুনি রাখা সতী কয় ।
 মথুরাপুরীতে তুমি যাও মহাশয় ॥
 হরির নিকটে তুমি করিয়া গমন ।
 আমার সকল কথা কর নিবেদন ॥
 বিরহের ব্যথা আর সহিতে না পারি ।
 হরির নিকটে গিয়া কহ ভ্রম করি ॥
 হে উদ্ধব তুমি মোর পুত্রের সমান ।
 হরিরে বারতা মম করহ প্রদান ॥
 কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার হেরি চারিধার ।
 দিবা রাত্রি কিছু জ্ঞান নাহি যে আমার ॥
 যে দিকে কিরাই আশি হেরি কৃষ্ণময় ।
 যুরলীর স্বর শুনি সকল সময় ॥
 হরিরে ভৎসনা আমি করিয়াছি কত ।
 সেই কথা মনে মোর জাগিছে সতত ॥

পরম ঈশ্বর যিনি জগতের স্বামী ।
মাথাবলে তাঁরে কভু জ্ঞানি নাই আমি ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধাঁর ধ্যান করে ।
ভৎসনা করেছি তাঁরে কুপিত অন্তরে ॥
কোনো কাজে মন আর নাহিক আমার ।
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনিবার ॥
আবার আসিবে কবে মোর কৃষ্ণধন ।
আবার শ্রীমুখ কবে করিব দর্শন ॥
তাঁহার সহিত কবে মিলিব আবার ।
আবার সৌভাগ্য কবে ফিরিবে আমার ॥
নির্জল যমুনা-কূলে চন্দন কাননে ।
আবার মিলিব কবে শ্রীহরির সনে ॥
মালতী কেতকী বনে জাঁড়া-সরোবরে ।
আবার মিলিব কবে পুলকের ভরে ॥
কোথায় মাধবী রাত্রি কোথা কৃষ্ণধন ।
প্রাণকান্তে কবে পুনঃ করিব দর্শন ॥
বলিতে বলিতে মতী অতি শোকভবে ।
মুচ্ছিতা হইয়া পড়ে ভূমির উপরে ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উদ্ধবে প্রতি রাধিকা-সবীৰ উজ্জি এবং
কলাবতীর উপাখ্যান কথন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
রাধিকার এই ভাব করিয়া দর্শন ॥
বিশ্রয়েতে অভিভূত হইল উদ্ধব ।
তার পর ভক্তিতরে করে তাঁর স্তব ॥
কৃষ্ণকণ্ঠহেমমণি করুণাকপিলী ।
চরণে প্রণাম করি ভুবনমোহিনি ॥
উঠ উঠ প্রেমময়ি করি নিবেদন ।
আবার কৃষ্ণেরে ভূমি করিবে দর্শন ॥
তোমার চরণ-স্পর্শে পবিত্র ভুবন ।
তব তবে পুণ্যবতী হয় গোপীগণ ॥

তব নাম গান করে যত ভক্তগণ ।
বেদ আদি তব কীর্তি ঘোষে অনুক্ষণ ॥
মহাভাবস্বরূপিনী আনন্দদায়িনী ।
সন্তাপহারিণী তুমি পবিত্রকারিণী ॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা তুমি জ্ঞানি অনুক্ষণ ।
এক আত্মা দেহভেদ লীলার কারণ ॥
রাধারে উদ্দেশ করি গোপী একজন ।
ধীরে ধীরে সন্তাবিয়া কহিল তখন ॥
শুন সখি রাধা সতি আমার বচন ।
বুধা কেন গোবিন্দেরে করিছ স্মরণ ॥
তব কৃষ্ণ নহে কভু রাজার তনব ।
গোপবেশধারী গোপ শিশু মাত্র হয় ॥
তার তরে কেন কর আত্মারে নিগ্রহ ।
নন্দপুত্র তরে কেন সহিছ বিরহ ॥
মালতী কহিল তাবে, শুন রাধা সতি ।
হেবিতৈছি দেবী তুমি মজ্জাহীনা অতি ॥
ধিক্ ধিক্ ণত ধিক্ জীবনে তোমার ।
মর্যাদা করিলে নষ্ট যুবতী সবার ॥
নয়নের জল তুমি কর সংবরণ ।
মনোভাব কেন বুধা করিছ গোপন ॥
কৃষ্ণ তব মিত্র নহে, শুন রাধা সতী ।
কৃষ্ণের লাগিয়া তব এহেন দুর্গতি ॥
কুলের বাহির তোমা করি সনাতন ।
এখন কোথায় বল করিল গমন ॥
সেই শত্রু গোবিন্দেরে করি পরিহার ।
আপনারে রক্ষা তুমি কর এইবার ॥
অনন্তর রাধিকারে কহে পদ্মাবতী ।
আমার বচন শুন রাধিকা ক্রিমতী ॥
খলপ্রীতি জলরেখা অশনি-স্পন্দন ।
বেশী ক্ষণ স্থায়ী নাহি হয় কদাচন ॥
কপট কুটিল অতি নন্দের নন্দন ।
কেন বুধা তারে তুমি করিছ স্মরণ ॥
যেই কৃষ্ণ করে তোমা কুলের বাহির ।
তার তরে কেন তুমি হইলে অস্থির ॥

মধুরায় আছে তব কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 গোকুল-মাঝারে তুমি কর অবস্থান ॥
 তার তরে প্রাণ যদি কর পরিহার ।
 তোমার গোবিন্দ তব না আসিবে আর ॥
 পদ্মাবতী এই কথা কহিল তখন ।
 চন্দ্রমুখী ক্রোধে তারে কহিল তখন ॥
 স্তম্ভ দুঃখ শুভাশুভ কর্মফলে হয় ।
 কর্মফল ভোগ করে জীব-সমুদয় ॥
 প্রকৃতি হইতে ভিন্না রাধিকা যুবতী ।
 ভাগ্যগুণে শ্রীকৃষ্ণেরে লভিয়াছে সতী ॥
 বিরহেতে ব্যাকুলিত রাধিকার মন ।
 দিবারাত্রি অতিদুঃখে করিছে যাপন ॥
 রাধিকার মনে সদা কৃষ্ণস্মৃতি জাগে ।
 মনোহর বেশভূষা অয়িসম লাগে ॥
 চন্দন-বিলেপ লাগে স্তম্ভাহতি-সম ।
 স্তম্ভ সন্মীর নাহি লাগে মনোরম ॥
 ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই বিষাদিত মন ।
 শ্বাস বায়ুদ্বারে করে জীবন ধারণ ॥
 অতিশয় মৃঢ়া তুমি স্থি পদ্মাবতি ।
 শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা কেন করিছ সম্প্রতি ॥
 রাধার সাক্ষাতে কর কৃষ্ণের নিন্দন ।
 তোমাসম বুদ্ধিহীনা আছে কোন্ জন ॥
 কৃষ্ণের প্রশংসা তুমি কর পদ্মাবতি ।
 চেতন লভিবে তবে রাধিকা-যুবতী ॥
 চন্দ্রমুখী-মুখে শুনি এহেন বচন ।
 ধীরে ধীরে শশিকলা কহিলা তখন ॥
 শ্রীকৃষ্ণ পরম আত্মা পরম ঈশ্বর ।
 ব্রহ্মা আদি ধ্যান তাঁর করে নিরন্তর ॥
 তাঁর ধ্যান করে সদা বেদ-চতুষ্টয় ।
 পাদপদ্ম ধ্যান করে সাধু-সমুদয় ॥
 ত্রিভুবনে কেহ বাঁর দিতে নারে সীমা ।
 কেমনে আমরা তাঁর বুঝিব মহিমা ॥
 সরস্বতী দুর্গা আদি জানিতে না পারে ।
 কেমন করিয়া মোরা বুঝিব তাঁহারে ॥

সর্ববাক্সা নিষ্ঠুৰ তিনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 ভূভার-হরণ তরে করে আগমন ॥
 কোটি কন্দর্পের সম লাষণ্য তাঁহার ।
 কেমনে বুঝিব মোরা মহিমা তাঁহার ॥
 সংসার-বিরাগী ভোলা শিব পঞ্চানন ।
 বাঁহার মহিমা গান করে অনুক্ষণ ॥
 ত্রৈলোক্যের অধিপতি যিনি সার্বভৌম ।
 মহিমা কেমনে মোরা বুঝিব তাঁহার ॥
 বাঁর সেবা করি ব্রহ্ম লভিল যুক্তি ।
 তাঁহারে বর্ণিতে কারো নাহিক শক্তি ॥
 কহিলা হুশীলা সখী বিনীত বচনে ।
 আমার বচন তুমি শুন বরাননে ॥
 শত শত কাম যদি এক সাথে হয় ।
 শ্রীকৃষ্ণের তুল্য তবু কভু তারা নয় ॥
 কৃষ্ণের রূপের কাছে তুচ্ছ শশধর ।
 জীবের জীবন কৃষ্ণ বিশ্বের ঈশ্বর ॥
 ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিব আর যুনি মনুগণ ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥
 অক্ষয় বাঁহার স্তবে বেদ চতুষ্টয় ।
 বাঁর স্তবে সরস্বতী ভীত অতিশয় ॥
 ব্রহ্মা আদি স্তব বাঁর করিতে না পারে ।
 পদ্মাবতী বৃথা নিন্দা করিছে তাঁহারে ॥
 থিক্ থিক্ পদ্মাবতী, তোমার জীবন ।
 শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা কেন কর অকারণ ॥
 পরম ঈশ্বর যিনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 কি সাহসে তুমি তাঁর করিছ নিন্দন ॥
 একবার বাঁর নাম করিলে স্মরণ ।
 কোটি জন্মার্জিত পাপ করে পলায়ন ॥
 শুভকর পুণ্যপ্রদ যেই কৃষ্ণনাম ।
 সেই নামে নিন্দা কেন কর অবিরাম ॥
 রত্নমালা অনন্তর হৃদভাষে কব ।
 শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা কর্তব্য না হয় ॥
 বামহস্তে গোবর্জন বে করে ধারণ ।
 ত্রিভুবনে তাঁর সম আছে কোন্ জন ॥

লক্ষ লক্ষ দৈত্য যেই করিল সংহার ।
 বরাহের রূপে করে পৃথিবী উদ্ধার ॥
 তাঁহার সমান বীর কোন্ জন আছে ।
 কৃষ্ণনিন্দা কর কেন রাধিকার কাছে ॥
 পারিজাতা সখী কহে, শুন পদ্মাবতি ।
 শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা হীন কার্য্য অতি ॥
 ত্রৈলোক্যের অধিপতি কৃষ্ণ সনাতন ।
 বুধা কেন তাঁরে ভূমি করিছ নিন্দন ॥
 সকলের বাক্য শুনি সখী পদ্মাবতী ।
 ধীরে ধীরে কহে শেষে উদ্ধবের প্রতি ॥
 মোর কথা গোপীগণ বুঝিতে না পারে ।
 তাই মোরে তিরস্কার করে বারে বারে ॥
 আমার বচন ভূমি শুন হে উদ্ধব ।
 তোমার নিকটে আমি কহিতেছি সব ॥
 স্বেচ্ছাময় ভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন ।
 শিশু-বেশে ভূতলেতে করে আগমন ॥
 ঘাঁহারে বর্ণিতে নারে বেদ চতুর্ভুজ ।
 ঘাঁর তত্ত্ব নাহি জানে দেব সমুদয় ॥
 আমি তুচ্ছ গোপকণ্ঠা মুঢ়া অভিশয় ।
 কেমনে জানিব আমি তাঁহার বিষয় ॥
 মোর কথা বুঝিতে না পারে গোপীগণ ।
 তাই তারা তিরস্কার করিছে এমন ॥
 পরম ঈশ্বর যিনি অনির্বচনীয় ।
 নিত্য সত্য ভগবান্ যিনি অদ্বিতীয় ॥
 ঘাঁর পাদপদ্ম সেবে পদ্মা অনিবার ।
 প্রকৃতি ঈশ্বরী রাজে দক্ষিণে ঘাঁহার ॥
 ঘাঁর স্তবে অসমর্থ্য দেবী সরস্বতী ।
 কেমনে জানিব তাঁরে আমি মুঢ়মতি ॥
 বেদ-চতুর্ভুজ ঘাঁরে বর্ণিতে না পারে ।
 কেমন করিয়া আমি বুঝিব তাঁহারে ॥
 কৃষ্ণের মহিমা কথা করিয়া শ্রবণ ।
 উদ্ধব ভাবের বশে হয় অচেতন ॥
 চেতন লভিয়া পরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।
 বিহ্বল হইয়া সবে কহে সম্বোধিয়া ॥

আমার বচন শুন গোপাঙ্গনাগণ ।
 দ্বীপ-মাঝে জন্ম দ্বীপ অতি স্নানোহন ॥
 সেই দ্বীপে বিজয়ান ভারত স্তম্ভর ।
 অতি পুণ্যপ্রদ স্থান অতি মনোহর ॥
 ভারতের সমুদয় রমণীর মাঝে ।
 পুণ্যবতী মাননীয়া গোপিকারা রাজে ॥
 গোপীদের পদধূলি করিয়া স্পর্শন ।
 এ ভারত স্থপবিত্র হয় অনুক্ষণ ॥
 গোলোকবাসিনী রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ।
 গোপিকার রূপে জন্মে ভারতে আসিয়া ॥
 শ্রীদামের অভিশাপে রাধা বিনোদিনী ।
 বৃষভানুসুতা রূপে অবতীর্ণা তিনি ॥
 সেই রাধিকারে নিত্য করিয়া দর্শন ।
 পুণ্যবতী অভিষয় গোপাঙ্গনাগণ ॥
 মহেশ্বর রাধাদেবী গোপগোপীগণ ।
 প্রকৃত কৃষ্ণের ভক্ত হয় অনুক্ষণ ॥
 আর আমি কভু নাহি যাব মথুরায় ।
 গোপীদের দাস হ'য়ে রহিব হেথায় ॥
 গোপীদের কৃষ্ণনাম করিব শ্রবণ ।
 মহানন্দে হরিনাম করিব কীর্ত্তন ॥
 গোপীদের সম আর ভক্ত কেহ নাই ।
 এই গোপীদের কাছে রহিব সদাই ॥
 উদ্ধবের কথা শুনি কলাবতী কথ ।
 আমার বচন ভূমি শুন মহাশয় ॥
 মেনকা আমি ও ধন্বা এ তিন ভগিনী ।
 পিতৃ সবাচার মোরা মানস-নন্দিনী ॥
 জনকের পত্নী ধন্বা সীতার জননী ।
 মেনকা দুর্গার মাতা শৈলেন্দ্ররমণী ॥
 বৃষভানুপত্নী আমি, জননী রাধার ।
 অযোনিসম্ভবা মোরা হই অনিবার ॥
 শ্রীদামের অভিশাপে রাধা বিনোদিনী ।
 বৃষভানু-গৃহে হয় আমার নন্দিনী ॥
 সনৎকুমার-শাপে মোরা তিনজন ।
 মানবীর রূপে হেথা করি আগমন ॥

রমণীয় খেত দ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরে ।
 ভগবান্ বিষ্ণু সেখা সদা বাস করে ॥
 একদিন বিষ্ণুদেবে করিতে দর্শন ।
 সেই খেত দ্বীপে যাই মোরা তিনজন ॥
 বিষ্ণুরে দর্শন করি সেই খেত দ্বীপে ।
 উপবিষ্টা রহিলাম তাঁহার সমীপে ॥
 সনৎকুমার সেখা এমন সময় ।
 আমাদেরে সম্মুখেতে উপনীত হয় ॥
 তাঁহারে দর্শন কবি মোরা তিনজন ।
 উঠিযা সম্মান নাহি করি প্রদর্শন ॥
 সনৎকুমার তাই কুপিত অন্তরে ।
 আমাদেরে সম্বোধিয়া শাপ দান করে ॥
 অহঙ্কারে মত্ত তোরা হইলি যেমন ।
 মানবীর রূপ তোরা করিবি ধারণ ॥
 অভিশাপ শুনি মোরা ভয়ে তিনজন ।
 ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম ধরিয়া চরণ ॥
 তাহাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে দ্বিজেন্দ্রে তখন ।
 আমাদেরে সম্বোধিয়া কহিলা বচন ॥
 মেনকা সবার জ্যেষ্ঠা তারে ডাকি কয় ।
 শ্রীবিষ্ণুর অংশজাত শৈল হিমালয় ॥
 তাহার পত্নীর রূপে তুমি জন্ম লবে ।
 পার্বতী ঈশ্বরী তব জ্যেষ্ঠা কন্যা হবে ॥
 ধন্যারে ডাকিয়া কহে সনৎকুমার ।
 ধর্মপত্নী হবে তুমি জনক রাজার ॥
 অযোনিসম্ভবা সীতা ভুবনমোহিনী ।
 জনকের ঘরে হবে তোমার নন্দিনী ॥
 তারপর মোরে কহে, শুন কলাবতি ।
 রুবভানুপত্নীরূপে জন্ম লবে সতি ॥
 দ্বাপরে শ্রীদাম-শাপে রাধা বিনোদিনী ।
 অবতীর্ণা হ'য়ে হবে তোমার নন্দিনী ॥
 ভূভার-হরণ তরে কৃষ্ণ সনাতন ।
 পুণ্যক্ষেত্রে ভারতেতে করিবে গমন ॥
 তুমি আর রুবভানু রাধিকার সনে ।
 আসিবে আবার ফিরে গোলোক ভবনে ॥

ধন্যও সীতার সহ স্বর্গধামে যাবে ।
 মেনকা পার্বতী সহ পুণ্য মুক্তি পাবে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ পরম আত্মা পরম ঈশ্বর ।
 প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন নিরন্তর ॥
 নিরীহ নিষ্ঠুর তিনি শ্রেষ্ঠ সবাধার ।
 স্বেচ্ছাময় ভগবান্ মহিমাযত্নর ॥
 কহিল তুলসী সখী কি কহিব আর ।
 কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার হেরি চারিধার ॥
 নিষ্ঠুর পরম আত্মা কৃষ্ণ সনাতন ।
 প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন সর্বক্ষণ ॥
 সকলের কর্মসাক্ষী কৃষ্ণ দয়াময় ।
 তাঁর প্রতিবিম্ব মাত্র জীব সমুদয় ॥
 সাধুভক্ত যোগিগণ ভক্তি-সহকারে ।
 তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করে বারে বারে ॥
 জীবের জীবন তিনি জগতের স্থায়ী ।
 তাঁহার মহিমা আর কি বর্ণিব আমি ॥
 উদ্ধবে কালিকা কহে শুন মহাশয় ।
 রাধার চেনন দান কর এ সময় ॥
 যুবক বালক বৃদ্ধ শিদ্ধ দেবগণ ।
 কৃষ্ণেরে ঈশ্বর বলি জানে সর্বজন ॥
 তখন উদ্ধব কহে মধুর বচনে ।
 উঠ উঠ রাধা সতি, উঠ বরাননে ॥
 কৃষ্ণের কিঙ্কর আমি যাব মধুরাধ ।
 প্রসন্ন হইয়া দাঁও আমারে বিদায় ॥

শ্রীকৃষ্ণকল্পকণ্ডে নগ্নপকাশতন অব্যাস নবানু ।

● অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়
 রাধিকাব খেদ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 উদ্ধবের বাক্যে রাধা লভিলা চেনন ॥
 গাত্রোত্থান করি শেষে শোকাতুর মনে ।
 বলিলেন রাধা দেবী রক্ত-সিংহাসনে ॥

সপ্তগোপী মিলি করে চামর ব্যঞ্জন ।
 উদ্ধবেরে রাখা সতী কহিল তখন ॥
 যাও কৃষ্ণসখা তুমি মথুরাতে যাও ।
 আমার সকল কথা কৃষ্ণেরে জানাও ॥
 কৃষ্ণের বিরহে মোর দম্ব হয় মন ।
 শীঘ্র মোর প্রাণকান্তে কর আনয়ন ॥
 -প্রাণের গোবিন্দ মোরে করে পরিহার ।
 ছুঃখিনী আমার সম কেবা আছে আর ॥
 কৃষ্ণের বিরহ-শোক সহনে না যায় ।
 আনিতে তাহারে শীঘ্র যাও মথুরায় ॥
 কৃষ্ণ ভিন্ন চতুর্দিক্ হেরি অন্ধকার ।
 কৃষ্ণের চরণ-ধ্যান করি অনিবার ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়াছি নিদ্রা নাহি চোখে ।
 দিবারাত্রি নিমজ্জিতা হ'বে আছি শোকে ॥
 শোকের সাগর হ'তে করহ উদ্ধাব ।
 আমার নিকটে আন কৃষ্ণেরে আবার ॥
 কিছুতেই স্থহ মোর নাহি হয় মন ।
 সম সম ভাগ্যহীনা আছে কোন্ জন ॥
 আমার মনের ব্যথা কে বুঝিবে আর ।
 কৃষ্ণের বিহনে দেখি সকলি অধার ॥
 কল্লবক্ষতুল্য কৃষ্ণে লাভ ক'রে স্বামী ।
 নির্ভর দৈবের বশে হারালাম আমি ॥
 মোর সম পাপীষনী আর কেবা আছে ।
 মোর মত ভাগ্যহীনা কেবা দেখিয়াছে ॥
 বাঁহারে দর্শন করি স্নিগ্ধ হয় মন ।
 গুনিলে বাঁহাব নাম সকল জীবন ॥
 ত্রৈলোক্য-বিজ্ঞানী যিনি বিধি বিধাতা ।
 কল্লবক্ষসম যিনি কর্মফল-দাতা ॥
 সবার ঈশ্বর যিনি এ তিন ভুবনে ।
 সেই প্রাণকান্তে আমি ভুলিব কেমনে ॥
 নিত্য সত্য শাস্ত্র যিনি অনির্বচনীয় ।
 কপে গুণে সদা যিনি হন অদ্বিতীয় ॥
 ব্রহ্মা শিব আদি সদা ভজিছে বাঁহাবে ।
 কেমন কবিয়া আমি ভুলিব তাঁহারে ॥

বাঁহার আদেশে চলে বিশ্ব সমুদয় । -
 পর্বত জলের রূপে পরিণত হয় ॥
 শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রব হয় আদেশে বাঁহার ।
 তাঁহারে ভুলিতে পারি কি শক্তি আমার ॥
 বাঁহার ভয়েতে সদা বহিছে পবন ।
 বাঁহার আদেশে সূর্য্য দিতেছে কিরণ ॥
 ইন্দ্র অগ্নি যুত্যা আদি বাঁব কথা মানে ।
 কেমন করিয়া ভুলি সেই ভগবানে ॥
 বিধির বিধাতা যিনি যুত্বের মরণ ।
 সর্ববস্ত্র হ'তে যিনি ভিন্ন অনুক্ষণ ॥
 পরমাত্মারূপী যিনি হন বারে বারে ।
 কেমন করিয়া আমি ভুলিব তাঁহারে ॥
 কৃষ্ণের বিরহ-শোক না পারি সহিতে ।
 প্রবোধ না মানে মন শাস্তি নাহি চিতে ॥
 স্বরগণ সাধুগণ আসে যদি সবে ।
 তথাপি প্রবোধ দিতে সক্ষম না হবে ॥
 সাবিত্রী ভারতী যদি করে আগমন ।
 তথাপি প্রবুদ্ধ নাহি হবে মোর মন ॥
 অনন্ত বিধাতা আর শস্ত্র গণপতি ।
 প্রবোধ প্রদান যদি করে মোর প্রতি ॥
 তথাপি আমার মন শাস্ত নাহি হবে ।
 শ্রীহরির প্রতি মন নিযোজিত রবে ॥
 স্বরা করি মথুরায় যাও হে উদ্ধব ।
 আমারে প্রদান কর আমার মাধব ॥
 সর্বব্রহ্মহর সেই কৃষ্ণের বদন ।
 আবার স্বরায় মোবে করণে দর্শন ॥
 এই কথা উদ্ধবেবে কহি রাখা সতী ।
 ক্রন্দন করিতে থাকে শোকভবে অতি ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● উনষষ্টিতম অধ্যায়

বাধিকা ও উদ্ধব সংবাদ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন গুণধাম ।
 উদ্ধব রাধার পায়ে করিবা প্রণাম ॥
 মথুরা গমন তরে সমুদ্রত যবে ।
 শৌকেতে মগনা হব গোপিকারা সবে ॥
 আসন হইতে উঠে রাধিকা যুবতী ।
 শুভ আশীর্বাদ করে উদ্ধবের প্রতি ॥
 পূর্ণ কুন্ত মাল্য দীপ পল্লব দর্পণ ।
 যাত্রাকালে উদ্ধবেরে করাব দর্শন ॥
 রাধার নয়ন হ'তে অশ্রু পড়ে ঝরে ।
 উদ্ধবেরে কহে রাধা বিবাদ অন্তরে ॥
 আশীর্বাদ করি তব হইবে মঙ্গল ।
 শ্রীহরির প্রিয়তম হও অবিরল ॥
 হরির সমীপে তুমি লাভ কর জ্ঞান ।
 হও তু ম শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের প্রধান ॥
 ব্রহ্মহ দেবত্ব আর অমরত্ব হ'তে ।
 হরিদাস্ত হুর্লভ হয় ভ্রিজগতে ॥
 হরিভক্তি লাভ যদি করে কোন জন ।
 তাহার জন্ম নাহি হয় কদাচন ॥
 গর্ভের যাতনা নাহি ভোগে সেই জন ।
 জন্ম সফল তার সার্থক জীবন ॥
 শুন হে উদ্ধব তুমি ভক্তি-সহকারে ।
 হরির চরণ ধ্যান কর বারে বারে ॥
 নিস্তৰ্ণ নিজের তিনি পরম ঈশ্বর ।
 নিত্য সত্য নিরঞ্জন হরি পরাংপর ॥
 পরিপূর্ণতম তিনি করুণাসাগর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥
 সবার কারণ তিনি জীবের জীবন ।
 সবার ঈশ্বর তিনি কৃষ্ণ সনাতন ॥
 জ্ঞানিবুদ্ধি সব তুমি কর পরিহার ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥

রাধার বচন শুনি উদ্ধব তখন ।
 শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবেশে হয় অচেতন ॥
 তাহার অবস্থা হেরি রাধিকা যুবতী ।
 চেতনা ফিরায় তার সঘতনে অতি ॥
 জ্ঞানলাভ করি পুনঃ উদ্ধব প্রবর ।
 যুক্তকরে রাধিকারে কহে অতঃপর ॥
 জম্বু দ্বীপ সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীপগণ মাঝে ।
 পবিত্র ভারতবর্ষ তাহাতে বিরাজে ॥
 সেই ভারতের মাঝে পুণ্য বৃন্দাবন ।
 অতি রমণীয় স্থান অতি হৃদদর্শন ॥
 রাধিকার পদরেণু করিয়া স্পর্শন ।
 স্নপবিত্রে হইয়াছে সেই বৃন্দাবন ॥
 শ্রীরাধার পদহুলি বক্ষেতে রাখিয়া ।
 পৃথিবী হয়েছে অতি দৃঢ়া মাননীয়া ॥
 পুষ্কর তীরের মাঝে ব্রহ্মা-প্রজাপতি ।
 রাধাকৃষ্ণ ধ্যান করে ভক্তিমত্তরে অতি ॥
 বহুবর্ষ ধরি ব্রহ্মা ঘোর তপস্তায ।
 স্বপ্নে ও যুগল মূর্তি দেখিতে না পায় ॥
 সহসা আকাশবাণী শুনে প্রজাপতি ।
 শুন শুন পদ্মাবানি, কহি তব প্রতি ॥
 বরাহকল্পেতে তুমি ভারতেতে যাবে ।
 বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ দেখিবারে পাবে ॥
 শুনিয়া আকাশবাণী বিধাতা তখন ।
 তপস্তা ছাড়িয়া করে গৃহেতে গমন ॥
 তারপর কালক্রমে ব্রহ্মা ভগবান ।
 বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ দেখিবারে পান ॥
 দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব গোপ আর গোপালনাগণ ।
 নিত্য সেই রাধাকৃষ্ণে করিছে দর্শন ॥
 কোটি কোটি গোপিনীর অধীশ্বরী যিনি ।
 শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা তিনি ॥
 রাধিকার নিন্দা যদি করে কোন জন ।
 শত ব্রহ্মহত্যা পাপে হবে সে মগন ॥
 কুস্তীপাক নরকেতে যাবে সে দুরায় ।
 শূকরবোনিতে জন্ম লবে পুনরায় ॥

বেশ্যামোনিকীট হ'য়ে জন্মিবে আবার ।
 মলকীটরূপে জন্ম লবে বার বার ॥
 বলি রাধিকার প্রতি এহেন বচন ।
 মথুরার পানে চলে উদ্ধব তখন ॥
 তাহারে উদ্দেশ করি শ্রীরাধিকা কয় ।
 কহিও কৃষ্ণের কাছে সকল বিষয় ॥
 দ্বরা করি মথুরাতে করহ গমন ।
 অবিলম্বে কৃষ্ণ হেথা করহ প্রেরণ ॥
 কৃষ্ণের বিহনে বুধা জনম আমার ।
 কৃষ্ণ বিনা বৃন্দাবন যোর অন্ধকার ॥
 কিছুদিন প্রাণকান্তে না হেরিলে আর ।
 নিশ্চয় করিব আমি প্রাণ পরিহার ॥
 যাও হে উদ্ধব, তুমি কৃষ্ণের নিকটে ।
 আমার সকল কথা কহ অকপটে ॥
 এই কথা শ্রীরাধিকা কহি উদ্ধবেরে ।
 জন্মন করিতে থাকে অতি শোকভরে ॥
 উদ্ধব প্রণাম করি রাখার চরণে ।
 বিদায় লইয়া যায় যশোদা-ভবনে ॥
 উদ্ধব চলিয়া গেলে রাধিকা তখন ।
 শোকে ব্যাকুলিতা হ'বে হয় অচেতন ॥
 জ্ঞান লাভ করি পুনঃ করে হাহাকার ।
 কৃষ্ণের বিহনে আমি না বাঁচিব আর ॥
 যাও যাও মথুরায় উদ্ধব প্রবর ।
 মোর প্রাণকান্তে তুমি আনহ সঙ্গর ॥
 কোথা মোর প্রাণেশ্বর কোথা কৃষ্ণধন ।
 আমারে ছাড়িয়া কোথা করিলে গমন ॥
 কোথা তুমি দয়ামব দীননাথ হরি ।
 আমার নিকটে তুমি এস দ্বরা করি ॥
 এইরূপ হাহাকার করি অনুক্ষণ ।
 ক্ষণে ক্ষণে শ্রীরাধিকা হারায চেতন ॥
 সহচরীগণ মিলি ধরিয়া তাহারে ।
 সাঙ্গুনা প্রদান তারে করে বারে বারে ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনবষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষষ্টিতম অধ্যায়

উদ্ধবের মথুরার প্রত্যাগমন এবং ভগবানের
 নিকট বৃন্দাবন-বৃত্তান্ত কথন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন যুনিবর ।
 যশোদারে প্রণিপাত করি তারপর ॥
 খর্জুর কানন দিয়া উদ্ধব তখন ।
 মথুরার পানে দ্রুত করিল গমন ॥
 যমুনার তীরে গিষা স্নানাহার সারি ।
 উদ্ধব মথুরাপুরে চলে তাড়াতাড়ি ॥
 উদ্ধব দেখিল আসি কৃষ্ণ ভগবান ।
 নির্জল বটের মূলে করে অবস্থান ॥
 উদ্ধবে দর্শন করি কহিলা মাধব ।
 এস এস মোর কাছে হে বন্ধু উদ্ধব ॥
 বৃন্দাবনে কি দেখিলে কহ সবিস্তারে ।
 কেমন দেখিলে তুমি শ্রীমতী রাধারে ॥
 কেমনে বিরহ মোর সহিছে যুবতী ।
 গোপীরা কেমন আছে কহ মোর প্রতি ॥
 কিরূপে কাটায় কাল গোপশিশুগণ ।
 যশোদা জননী মোর রয়েছে কেমন ॥
 কহ কহ সবিস্তারে সবার কুশল ।
 বৃন্দাবনে কি দেখিলে কহ অবিকল ॥
 কি কথা কহিল সব হেরিয়া তোমারে ।
 কি কথা কহিলে তুমি কহ সবিস্তারে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ শুনি কহিল উদ্ধব ।
 বৃন্দাবনে যা দেখিনু কহিতেছি সব ॥
 শ্রীমতী রাধিকাদেবী তোমার বিহনে ।
 শয়ন করিয়া আছে কদলীর বনে ॥
 মলিন বসনে গাত্র করি আবরণ ।
 ধূলির শয্যায দেবী করেছে শয়ন ॥
 রত্নময় অলঙ্কার নাহি দেহে তার ।
 তোমার বিচ্ছেদে সতী কান্দে বার বার ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি তার নিজ্রা নাই চোখে ।
 অচেতন প্রায় আছে নিদারুণ শোকে ॥

দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান নাহি কিছু বোধ ।
 যাও হরি তার কাছে করি অনুরোধ ॥
 তব পাদপদ্ম চিন্তা করে অনিবার ।
 তোমার বিহনে রাখা না বাঁচিবে আর ॥
 তোমার কারণে যদি মৃত্যু তার হয় ।
 তব অপবশ তাতে হবে অতিশয় ॥
 শুন প্রভু দয়াময় রূপা-অবতার ।
 তাহার নিকটে তুমি যাও একবার ॥
 যদি কেহ দৈববশে দুরাচার হয় ।
 নারীহত্যা করা তার সমুচিত নয় ॥
 জগতের নাথ তুমি প্রভু সনাতন ।
 বৃন্দাবনে দ্বারা করি করহ গমন ॥
 তব প্রাণাধিকা সদা শ্রীরাধিকা সতী ।
 নির্ভূর হতেছ কেন এবে তার প্রতি ॥
 রাখাসম তব ভক্ত কেবা আর আছে ।
 রূপাময় সনাতন যাও তার কাছে ॥
 তপ্তকাক্ষনের সম বরণ রাধার ।
 কালিমায সমাচ্ছন্ন হয়েছে এবার ॥
 বমন ভূষণ দেবী করি পরিহার ।
 তোমার বিরহে সদা করে হাহাকার ॥
 বিধাতা শঙ্কর আদি যত দেবগণ ।
 রাধিকার সম ভক্ত নহে কোন জন ॥
 যেক্রমে তোমার ধ্যান করে রাখাসতী ।
 সেরূপ না করে কভু দেবী সরস্বতী ॥
 বৃন্দাবনে গিয়া আমি কহিঁনু রাধায় ।
 তব প্রাণকান্ত কৃষ্ণ আসিবে স্বরায় ॥
 যাও যাও রাধাকান্ত, যাও দয়াময় ।
 মোর বাক্য যেন কভু মিথ্যা নাহি হয় ॥
 উদ্ধবের মুখে শুনি সকল বিষয় ।
 যুহু যুহু হাস্য করি সনাতন কয় ॥
 ভয় নাই ভয় নাই উদ্ধব তোমার ।
 সকল করিব আমি তব অঙ্গীকার ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব তখন ।
 মহানন্দে নিজগৃহে করিল গমন ॥

উদ্ধবের অঙ্গীকার রক্ষার কারণ ।
 স্বপ্নমাঝে বৃন্দাবনে যায় সনাতন ॥
 গোকুলে গমন করি স্বপ্ন অবস্থায় ।
 আশ্বাস প্রদান করে শ্রীমতী রাধার ॥
 গোপীগণসহ কৃষ্ণ স্বপ্নের মাঝারে ।
 নানাবিধ সন্তোষাদি করে বায়ে বায়ে ॥
 যশোদার নিকটেতে করিবা গমন ।
 স্তম্ভ পান করিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥
 তারপর সবে করি আশ্বাস প্রদান ।
 পুনরায় মথুরায় আসে ভগবান ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃতমধুর ।
 শ্রবণ করিলে হয় সব দুঃখ দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণদ্ব্যখণ্ডে ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একষষ্টিতম অধ্যায়

বহুদেব নিকট গর্গহনিব আগমন,
 শানকৃষ্ণেব উপনয়ন-প্রভাব এবং
 তথার স্থিতি দেখাবি
 আগমন ।

নারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 তারপর কি ঘটিল কহিব এখন ॥
 যজ্ঞ-উপবীত-ধারী গর্গ যুনিবর ।
 বহুদেব-আশ্রমেতে আসিল সত্বর ॥
 হস্তে তার ছত্রদণ্ড, শিরে জটাতার ।
 ব্রহ্মতেজে কলেবর প্রদীপ্ত তাহার ॥
 পরিধানে শুক্লবস্ত্র অতি শোভাময় ।
 যজ্ঞকুল-পুরোহিত গর্গ মহাশয় ॥
 দৈবকী তাহারে হেরি মহলা উঠিয়া ।
 বন্দিল চরণ তার পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া ॥
 বহুদেব সমস্ত্রমে উঠিবা দ্বারায় ।
 ভক্তিভরে যুনীশ্বরের প্রণমিল পায় ॥
 তারপর বহুদেব ভক্তিমুগ্ধ মনে ।
 যুনিরে বসিতে দিল রত্নসিংহাসনে ॥

নানাভাবে পূজা তার করি সমাপন ।
 স্থমিক পিষ্টক আদি করায় ভোজন ॥
 ভুক্ত হ'য়ে গর্গমুনি বহুদেবে কথ ।
 কী কারণে আসিলাম শুন মহাশয় ॥
 বলরাম শ্রীকৃষ্ণের ববোবুদ্ধি পায় ।
 সেই কথা জানাইতে আসিনু তোমায় ॥
 উপনয়নের কাল আসিল এখন ।
 উপবীত দান কর দেখি শুভক্ষণ ॥
 গর্গের বচন শুনি বহুদেব কথ ।
 যজ্ঞকূল-পুরোহিত তুমি মহাশয় ॥
 শুভক্ষণ তুমি প্রভু কর নিরূপণ ।
 আমবা তোমার আজ্ঞা করিব পালন ॥
 গর্গমুনি কহিলেন বহুদেব প্রতি ।
 আগামী তৃতীয় দিন স্থপবিত্র অতি ॥
 সেই দিন শুভকার্য কর অনুষ্ঠান ।
 আমন্ত্রণ-পত্র কর বন্ধুজনে দান ॥
 গর্গের বচন শুনি আনন্দিত মনে ।
 বহুদেব পত্র দান করে বন্ধুগণে ॥
 স্নাত দধি দুগ্ধ আদি দ্রব্য সমুদয় ।
 বহুদেব রানীকৃত করিল সঞ্চয় ॥
 তারপর শুভদিন আসিল যখন ।
 বহুদেব-গৃহে আসে আত্মীয় স্বজন ॥
 নৃপতি সকল আর দেবমুনিগণ ।
 শুভ কার্যে যোগ দিতে করে আগমন ॥
 দেবকন্ধ্যা রাজকন্ধ্যা নাগকন্ধ্যা যত ।
 বহুদেব ভবনেতে হইলা আগত ॥
 আসিল গন্ধর্ব যত, আসে বিষ্ণুধর ।
 নানাবিধ বায় ল'য়ে আসে বাতকর ॥
 ভট্ট যতি ব্রহ্মচারী সম্মানী ব্রাহ্মণ ।
 দলে দলে সকলেই কবে আগমন ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বখামা আদি যত ছিল ।
 বহুদেব ভবনেতে সকলে আসিল ॥
 ভার্যাসহ ধৃতরাষ্ট্র করে আগমন ।
 নানাদেশ হ'তে আসে যত বন্ধুগণ ॥

পুত্রগণ সহ কুন্তী আসিল সেথায় ।
 যোগ্য যোগ্য নরপতি আসিল দ্বারায় ॥
 অত্রি ভরদ্বাজ ভীম বশিষ্ঠ চ্যবন ।
 যাজ্ঞবল্ক্য আদি সবে করে আগমন ॥
 গর্গ গার্গ্য জৈগীষ্য পুলহ দেবল ।
 পুলস্ত্য সনক আদি আসিল সকল ॥
 বোচু পঞ্চশিখ শুক ব্যাস সনাতন ।
 দুর্বাসা অঙ্গিরা আদি করে আগমন ॥
 কুশিক কৌশিক রাম গোতম সৌভরি ।
 বিভাণ্ডক শৃঙ্গী আদি আসে দ্বার করি ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ বামদেব আরুণি বামন ।
 অক্ষবক্র ব্রহ্মপতি কণু কাভ্যায়ন ॥
 বান্মরীকি প্রচেতা ভৃগু মরীচি প্রবর ।
 লোমশ কপিল আদি আসিল সত্বর ॥
 দলে দলে যায় সেথা মূনি ঋষিগণ ।
 আমি আর নর সেথা করিনু গমন ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সবে আসে দলে দলে ।
 বহু আর রত্নগণ আসিল সকলে ॥
 শঙ্করের সহ আসে পার্বতী ঈশ্বরী ।
 অশ্ব অশ্ব দেবগণ আসে দ্বার করি ॥
 যুক্তকরে বহুদেব প্রকুল-অন্তরে ।
 সকলে বন্দনা করে অতি ভক্তিভরে ॥
 সকলেবে সম্বোধিয়া বহুদেব কয় ।
 আমার জীবন আজ ধন্য অতিশয় ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ ।
 কৃপা করি মোর গৃহে করে আগমন ॥
 ব্রহ্মবরুণিণী দেবী পার্বতী ঈশ্বরী ।
 আমার ভবনে আজ আসে কৃপা করি ॥
 ধন্য ধন্য আমি আজ সার্থক জীবন ।
 কর্মভোগ বুঝি মোব হ'ল সমাপন ॥
 গলগ্নীকৃতবাসে প্রসন্ন অন্তরে ।
 বহুদেব সকলের স্তবস্ততি করে ॥
 তারপর সকলেরে ভক্তিযুক্ত মনে ।
 বসাইল বহুদেব রত্নসিংহাসনে ॥

গণেশেরে সভামাঝে করিয়া স্থাপন ।

বিধিযতে বহুদেব করিল পূজন ॥

শ্রীকৃষ্ণঅখণ্ডে একষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

৩ দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

দেবীগণেব বহুদেবের নিকট আগমন ও

দেবগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণেব স্তব ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।

বহুদেব-গৃহে আসে যত দেবীগণ ॥

অদিতি সাবিত্রী রতি লোপামুদ্রা সতী ।

দৈবকী রোহিণী আর আসে অরুন্ধতী ॥

ভারতী যশোদা দিতি আদি দেবগণ ।

পার্বতী দর্শন তরে করে আগমন ॥

পার্বতী-চরণ সবে করিয়া বন্দন ।

মাল্যবন্ধ আদি দিয়া করিল বরণ ॥

হুত্রতা দৈবকী সতী প্রফুল্ল বদনে ।

পাণ্ড অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে দেবীগণে ॥

নানাবিধ বাজ্য বাজে অতি হুমোহন ।

দলে দলে ব্রাহ্মণেরা করিল ভোজন ॥

পুরোহিত আসি করে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ।

বেদপাঠ করে যত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥

তখন দৈবকী সতী প্রফুল্ল অন্তরে ।

কৃষ্ণ বলরামে স্নান করায় সত্বরে ॥

স্বর্ণকলসপূর্ণ গঙ্গার জলেতে ।

কৃষ্ণ বলরাম স্নান করে আনন্দেতে ॥

তারপর বেশভূষা পরি দুইজন ।

সভার মাঝারে শীঘ্র করে আগমন ॥

কৃষ্ণেরে দর্শন করি সভার ভিতরে ।

সদম্রমে সর্বজন গাত্ৰোৎখান করে ॥

ব্রহ্মা কহে যুক্তকরে ভক্তি-সহকারে ।

তোমার মহিমা প্রভু কে বর্ণিতে পারে ॥

ভক্ত অকুণ্ঠহ তরে ধর কলেবর ।

তুমি অদ্বিতীয় প্রভু পরম ঈশ্বর ॥

শঙ্কর কহিলা, প্রভু হরি সনাতন ।

কেমনে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥

কোন দ্রব্যে স্পৃহা তব নাহি দয়াময় ।

তব স্তবে দেবগণ সক্ষম না হয় ॥

নিগুণ পুরুষ তুমি কৃপা অবতার ।

তোমারে করিব স্তব কি সাধ্য আমার ॥

অনন্ত কহিল, প্রভু পতিতপাবন ।

কিন্নরে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥

মহাবিশু হ'তে তুমি বিরাট্ মহান ।

পরমাণু হ'তে তুমি সূক্ষ্ম ভগবান ॥

তোমার নিশ্বাসে সদা বহিছে পবন ।

কিন্নরে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥

দেবগণ কহে প্রভু হরি সনাতন ।

তব স্তবে শক্তিহীন ব্রহ্মা পঞ্চানন ॥

ভারতী ধাঁহার স্তব করিতে না পারে ।

কেমনে আমরা স্তব করিব তাঁহারে ॥

মুনিগণ কহে, শুন কৃষ্ণ দয়াময় ।

তোমারে করিতে স্তব শক্তি নাহি হয় ॥

সামান্ত বেদের অংশ করিয়া পঠন ।

কেমনে তোমারে প্রভু করিব স্তবন ॥

শ্রীকৃষ্ণঅখণ্ডে বিষ্ণুষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

৬ দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ-বলবাহুর উপনয়ন এবং তৎপরে সমাগত

দেবতা ও মূনি প্রভৃতির নিজ নিজ

স্থানে গমন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মন দিয়া ।

এইরূপে ভগবানে স্তবন করিয়া ॥

সমবেত যত মূনি আর দেবগণ ।

কৃষ্ণের মধুর মূর্তি করিল দর্শন ॥

গীতবন্ধ শোভা পায় শ্রাম কলেবরে ।

গলায় মালতীমালা কিবা শোভা ধরে ॥

ললাটে শোভিছে তার কন্তুরী চন্দন ।
 কেশুর মঞ্জীর শোভে অতি সুমোহন ॥
 কৃষ্ণ আর বলরাম বসি পিতৃকোড়ে ।
 যুছ যুছ হাস্য করে পুলকের ভরে ॥
 তারপর শুভক্ষণে শুন মতিমান্ ।
 বহুদেব শুভকার্য্য করে অনুষ্ঠান ॥
 বিপ্রগণে স্বর্ণদান করি ফুল মনে ।
 বহুদেব প্রণিপাত করে জনে জনে ॥
 গণেশ ভাস্কর আদি ছয় দেবতারে ।
 পূজন করিল অগ্রে ষোড়শোপচারে ॥
 তারপর সভামাঝে প্রসন্ন অন্তরে ।
 বহুদেব দুই পুত্রে অধিবাস করে ॥
 দিকপাল নবগ্রহ আর দেবতারে ।
 বহুধারা দান করে ভক্তি-সহকারে ॥
 অনন্তর যজ্ঞ আদি করি সমাপন ।
 রামকৃষ্ণ যজ্ঞসূত্রে করিল অর্পণ ॥
 স্রবেদজ্ঞ মুনিগণ, শুন মতিমান্ ।
 গায়ত্রীর উপদেশ করিল প্রদান ॥
 প্রথমে পার্বতীদেবী পরম আদরে ।
 রত্নপাত্র যুক্তাহার ভিক্ষা দান করে ॥
 তারপর শুক্লপুষ্প দুর্ব্বাদল ল'য়ে ।
 আশীর্ব্বাদ করে কৃষ্ণ প্রসন্ন হৃদয়ে ॥
 অদ্বিতি দেবকী আদি আনন্দিত মনে ।
 রত্ন আদি ভিক্ষা দান করে সনাতনে ॥
 ইন্দ্রাণী বরুণপত্নী পবনের প্রিয়া ।
 রোহিণী কুবেরপত্নী সকলে মিলিয়া ॥
 রত্নের ভূষণ আদি করি আনয়ন ।
 ভক্তিস্তরে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল অর্পণ ॥
 দেবকন্ডা নাগকন্ডা যারা যারা ছিল ।
 বহুমূল্য ভূষণাদি কৃষ্ণে ভিক্ষা দিল ॥
 গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 পুরোহিত গর্গে কিছু করিল প্রদান ॥
 তারপর বহুদেব প্রফুল্ল অন্তরে ।
 দক্ষিণা প্রদান করে গর্গমুনিবরে ॥

মহাসমারোহে হয় ব্রাহ্মণ-ভোজন ।
 রামকৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বজন ॥
 এইরূপে শুভকার্য্য হ'লে সম্পাদন ।
 নিজ নিজ গৃহে যায দেবমুনিগণ ॥
 নন্দ ও যশোদা দেবী কৃষ্ণে ল'য়ে ক্রোড়ে ।
 বদন চুম্বন করে অতি স্নেহভরে ॥
 কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া তারা যাইবে কেমনে ।
 কেমনে রহিবে ভ্রজে কৃষ্ণের বিহনে ॥
 এই কথা ভাবি মনে যশোদা তখন ।
 কৃষ্ণের বিরহ-দুঃখে করিল রোদন ॥
 সান্ধুনা প্রদান করি কহে সনাতন ।
 ক্রন্দন করিছ মাতঃ কিসের কারণ ॥
 আমার জননী তুমি, নন্দ মোর পিতা ।
 মোর তরে বুখা কেন হতেছ দুঃখিতা ॥
 শুন মাতঃ, বুখা শোক কর পরিহার ।
 ব্রজধামে পিতাসহ যাও এইবার ॥
 বেদ অধ্যয়ন তরে বলরাম সনে ।
 সান্দীপনি মুনিগৃহে যাইব দুজনে ॥
 বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সেখাষ ।
 প্রণাম করিব আসি তোমাদের পায় ॥
 কালেতে বিচ্ছেদ হয়, কালেতে মিলন ।
 বুখা শোক কর মাতঃ, কিসের কারণ ॥
 যশোদারে এইরূপ করি সন্তুষণ ।
 মাতা ও পিতার করে চরণ বন্দন ॥
 অনন্তর নন্দরাজ আর যশোমতী ।
 আপন ভবনে যায় দুঃখভরে অতি ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিবিষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

সান্দীপনি মুনিব নিকটে বেদপাঠেব জন্ত বাম-
কৃষ্ণের গমন, মুনিপত্নীকৃত শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র
এবং বামকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা দান ।

নারায়ণ কহিলেন নারদ স্তম্ভজন ।
তারপর ঘটে বাহা শুনহ এখন ॥
পিতার নিকটে আসি কৃষ্ণ বলরাম ।
ভক্তিভরে কহে তবে করিয়া প্রণাম ॥
অবন্তীনগরে মোরা যাব দুইজন ।
গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা করিব এহণ ॥
অনুমতি দেহ পিতা পুলকিত মনে ।
বিদ্যাহীন হ'লে ফল নাহিক জীবনে ॥
লইয়া পিতার আজ্ঞা দেখি শুভক্ষণ ।
অবন্তীনগরে যায় ভাই দুইজন ॥
সান্দীপনি গৃহে আসি কৃষ্ণ বলরাম ।
গুরুপত্নী গুরু দৌহে করিলা প্রণাম ॥
শিশুদের রূপ দেখি মুগ্ধ মুনিবর ।
আনন্দে হইল পূর্ণ তাহার অন্তর ॥
জিজ্ঞাসেন কোথা হ'তে কর আগমন ।
কিবা তব অভিলাষ বলহ এখন ॥
বিনয় বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন ।
মথুরা নগরী হয় মোদের ভবন ॥
বসুদেব পুত্র হই মোরা দুই ভাই ।
বিদ্যাশিক্ষা তরে হেথা আসি তব ঠাই ॥
পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত তুমি ধরা 'পরে ।
আমাদের শিক্ষাদান কর কৃপা করে ॥
রূপ দেখি মুনিবর অন্তরে ভাবিল ।
যোগবলে জনাৰ্দ্দনে জানিতে পারিল ॥
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের করিয়া পূজন ।
স্বাস্থ্য মিস্ত্র আদি করাঘ ভোজন ॥
তারপর যুক্তকরে প্রকুল অন্তরে ।
মুনিবর শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্ততি করে ॥

পরমাত্মা তুমি প্রভু পরম ঈশ্বর ।
সুপ্রসন্ন হও প্রভু আমার উপর ॥
সামুদ্রের প্রিয়তম তুমি ভগবান ।
সকলের জ্যেষ্ঠ তুমি পুরুষ-প্রধান ॥
নির্বিকার তুমি প্রভু ভক্তের ঈশ্বর ।
কৃপা কর কৃপা কর করুণাসাগর ॥
প্রকৃতি হইতে তুমি অতীত সদাই ।
তোমার সমান কেহ ত্রিভুবনে নাই ॥
অদ্বিতীয় তুমি প্রভু হও নিরন্তর ।
ভক্ত-অনুগ্রহতরে ধর কলেবর ॥
কল্পরক্ষসম তুমি প্রভু স্বেচ্ছাময় ।
মোর প্রতি তুষ্ট হও সকল সময় ॥
সান্দীপনিপত্নী কহে, প্রভু সনাতন ।
মায়াবলে শিশুরূপ করিলে ধারণ ॥
হরণ করিতে এই পৃথিবীর ভার ।
আবির্ভূত হ'লে প্রভু পৃথিবী-মাকার ॥
দ্বিভুজ যুরলীধারী শ্যাম নটবর ।
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥
অঙ্গে তব গীতবাস কিবা শোভা পায় ।
বিভূষিত মনোহর বনের মালায় ॥
কৌস্তভের মণি শোভে বক্ষেতে তোমার ।
দেবের বন্দিত তুমি হও অনিবার ॥
দিব্যকান্তি জ্যোতির্গ্নয় মনোহর অতি ।
কোটি কন্দর্পের সম মোহন মুরতি ॥
পরম ঈশ্বর হ'য়ে শিক্ষার কারণ ।
আমার স্বানীর কাছে কর আগমন ॥
পরিপূর্ণতম বিভু তুমি সনাতন ।
লোকশিক্ষা-তরে শুধু তব অধ্যয়ন ॥
সকল জনম সম সার্থক জীবন ।
পরম ঈশ্বরে আজি করিলু দর্শন ॥
তব পদরঙ্গ-স্পর্শে হরি দয়াময় ।
আমার ভবন আজ স্থপবিত্র হয় ॥
তোমার চরণপদ্ম করিয়া দর্শন ।
আমাদের পুনর্জন্ম হইল খণ্ডন ॥

মায়ামোহবিনাশক তুমি পরাংপর ।
 কৃপা কর কৃপা কর করুণাসাগর ॥
 এই কথা বলি সতী কৃষ্ণ ল'য়ে ক্রোড়ে ।
 স্তম্ভ দান কবে তারে অতি স্নেহ-ভরে ॥
 যুত্ৰ যুত্ৰ হস্ত করি কহে সনাতন ।
 শিশু আমি, মোরে কেন করিছ স্তবন ॥
 গুন মাতঃ, অতি শীঘ্র তব স্বামী সনে ।
 গমন করিবে তুমি গোলোক ভবনে ॥
 তারপর গুরু কাছে কৃষ্ণ সনাতন ।
 এক মাসে চতুর্বেদ করে অধ্যয়ন ॥
 গুরু অনুগ্রহে কৃষ্ণ সকলি শিখিল ।
 শিক্ষাশেষে গুরু কাছে বিদায় মাগিল ॥
 কৃষ্ণ বলে শিক্ষাদান করিলে যখন ।
 গুরুদেব কর তুমি দক্ষিণা গ্রহণ ॥
 মণি-মুক্তা কত শত দানিতে চাহিল ।
 গুরুদেব শিরে যেন বজ্রাঘাত হৈল ॥
 মূনি বলে একি কথা বল কৃষ্ণধন ।
 তোমা দৌহে ছাড়িতে যে নাহি চাহে মন ॥
 গুরুপত্নী আসি তবে কৃষ্ণ পাশে কয় ।
 তোমারে ছাড়িতে বাছা চাহে না হৃদয় ॥
 আনন্দে ছিলাম মোরা হেরি চাঁদ মুখ ।
 তোমাদের হেরি সব ভুলেছিহু দুঃখ ॥
 মোদেরে ছাড়িয়া যদি যাও বাছাধন ।
 নিশ্চয় জানিবে মোরা ত্যজিব জীবন ॥
 কৃষ্ণ বলে কহ মাতা কি দুঃখ তোমার ।
 সাধ্য যদি থাকে তার করি প্রতিকার ॥
 গুরুপত্নী কহে বাছা কি আর বলিব ।
 পুঞ্জের বিরহ শোক কেমনে সহিব ॥
 একটি তনয় মোর সবে মাত্র ছিল ।
 স্নানকালে এক দৈত্য তাহারে হরিল ॥
 দানব নাশিল মোর জীবনের ধন ।
 সেই শোকানলে সদা দহিছে জীবন ॥
 তোমাদের দেখি মোরা ছিনু সদা স্তখে ।
 এখন মরিব বাছা সেই পুঞ্জ শোকে ॥

এহেন বচন কৃষ্ণ যখন শুনিল ।
 গুরুর পত্নীরে তবে প্রবোধ দানিল ॥
 কৃষ্ণ করি অবিলম্বে দৈত্য বিনাশন ।
 যুত গুরুদেব পুঞ্জের করে আনয়ন ॥
 করিবা জীবন দান গুরুর পুঞ্জেরে ।
 যতনে দিলেন কৃষ্ণ জননীর ক্রোড়ে ॥
 পুত্র দান করি কৃষ্ণ দক্ষিণা দানিল ।
 গুরু আর গুরুপত্নী আনন্দে তামিল ॥
 অনন্তর একদিন আনন্দিত মনে ।
 পত্নীসহ গুরু যায় গোলোক ভবনে ॥
 এইরূপে চতুর্বেদ করি অধ্যয়ন ।
 আপন ভবনে কৃষ্ণ করে আগমন ॥
 পুঞ্জ হেরি বহুদেব পুলক অন্তর ।
 কোলে তুলি দুইজনে করেন আদর ॥
 দৈবকী জননী অতি পুলকিত মন ।
 বৃকে ল'য়ে পুঞ্জদের করেন চুষন ॥
 মাতাপিতা পদ দৌহে বন্দনা করিল ।
 মথুরা নগরী পুনঃ আনন্দে ভরিল ॥
 চারিদিকে কলরব হব ঘন ঘন ।
 জয় কৃষ্ণ জয় ধরনি উঠে সর্বক্ষণ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

কালধবনের উৎপত্তি, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিশ্বকর্মা
 প্রতি দারকা-নির্মাণের উদ্দেশ্য ও
 হুচরুন্দ বাঙ্গাব কাহিনী ।

নারদের প্রতি তবে কহে নারায়ণ ।
 অপূর্ব কাহিনী এবে করিব বর্ণন ॥
 একদিন জনার্দন যত্নগণ সনে ।
 নিরত ছিলেন নানা কথা আলাপনে ॥
 জরাসন্ধ রাজা ছিল মগধ প্রদেশে ।
 কটুক্তি করেন কৃষ্ণ তাহার উদ্দেশে ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞপ বাক্য যত নাহি বলে ।
 ততোধিক হস্ত করে যাদব সকলে ॥
 জরাসন্ধ রাজা তাহা করিয়া শ্রবণ ।
 দক্ষিণাবর্তেতে গেল অতি ক্ষুব্ধ মন ॥
 যদুদৰ্প নাশকারী সন্তান ইচ্ছায় ।
 শিবের তপস্তা করে নৃপতি সেথায় ॥
 দ্বাদশ বৎসর যবে বিগত হইল ।
 আশুতোষ তার প্রতি প্রসন্ন হইল ॥
 বর দিতে আসিলেন দেব পঞ্চানন ।
 নৃপতি মাগিল বীর তনয় রতন ॥
 শিবের বরেতে পুত্র নৃপতি লভিল ।
 শ্রীকালযবন নাম তাহার হইল ॥
 শক্তিমদে মত্ত হ'য়ে শ্রীকালযবন ।
 যাদবের ধ্বংস ইচ্ছা করিল তখন ॥
 অগণিত সৈন্যসৈন্য সঙ্গেতে লইল ।
 মথুরা নগরে গিয়া উপনীত হইল ॥
 সেই স্থানে উপনীত হইয়া দুর্জয় ।
 বহুসংখ্য যদুসৈন্য করিল নিধন ॥
 ক্রমে সৈন্য ক্ষীণ হয় দেখিয়া নয়নে ।
 যদুনাথ কৃষ্ণ তবে ভাবে মনে মনে ॥
 বিপুল মগধসৈন্য নাহি হ'লে ক্ষয় ।
 যবন সহিত বৃদ্ধ উচিত না হয় ॥
 শিব বরে বলশালী শ্রীকালযবন ।
 যাদব নিধন তরে উন্নত এখন ॥
 যদুগণে রক্ষা তরে উপায় চিন্তিল ।
 স্মরক্ষিত দুর্গ তৈরী মানস করিল ॥
 যদুগণ তার মাঝে লভিবে আশ্রয় ।
 নারীরাও রবে সেথা হইবা নির্ভয় ॥
 শত্রু আজ্ঞামণ তাহে হবে নিবারণ ।
 মনে মনে এইরূপ ভাবি জনার্দন ॥
 গরুড় লবণসিঙ্ধু চক্রে হৃদর্শন ।
 সকলেতে ভগবান্ করিলা স্মরণ ॥
 বিশ্বকর্মা শিল্পিবরে করিলা আহ্বান ।
 গদা শস্ত্র সকলেতে ডাকে ভগবান্ ॥

গোপবেশ পরিহার করি সনাতন ।
 মনোহর নৃপবেশ করিলা ধারণ ॥
 কোটিসূর্য্যাসম দীপ্ত চক্রে হৃদর্শন ।
 মহা হরির কাছে করে আগমন ॥
 গরুড় হরির কাছে উপনীত হয় ।
 বিশ্বকর্মা শিল্পিবর আসে সে সময় ॥
 হরির সমীপে আসে লবণসাগর ।
 তারে সম্বোধিয়া হরি কহে অভ্যঙ্গর ॥
 শুন হে সাগর ভূমি আমার বচন ।
 স্থান দান কর মোরে শতেক যোজন ॥
 দ্বারকানগর আমি করিয়া নির্মাণ ।
 পুনরায় সেই স্থান করিব প্রদান ॥
 তারপর শিল্পিবরে কহে সনাতন ।
 শুন শুন বিশ্বকর্মা আমার বচন ॥
 যেই স্থান সিঙ্ধু মোরে করিবে প্রদান ।
 সে স্থানে নগর এক করহ নির্মাণ ॥
 সপ্তদ্বার অপেক্ষাও হবে মনোহর ।
 বৈকুণ্ঠসদৃশ তাহা হইবে হৃদয় ॥
 তারপর খগরাজে ডাকি হরি কয় ।
 যতদিন পুরী নাহি বিনির্মিত হয় ॥
 শুন হে গরুড় ভূমি আদেশ আমার ।
 বিশ্বকর্মা পাশে ভূমি রবে অনিবার ॥
 তারপর হৃদর্শন চক্রে হরি কয় ।
 আমার নিকটে রহ সকল সময় ॥
 কৃষ্ণের আদেশ শুনিল সকলে তখন ।
 নিজ নিজ কর্ম তরে করিল গমন ॥
 হরির আদেশ পেয়ে চক্রে হৃদর্শন ।
 শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে রহে অনুক্ষণ ॥
 বিশ্বকর্মা শ্রীহরিরে কহিল তখন ।
 কি প্রকারে পুরী আমি করিব রচন ॥
 কহ প্রভু দয়াময় কহ পরমেশ ।
 কিরূপে নির্মিব পুরী দাঁও উপদেশ ॥
 ভগবান্ কহিলেন, শুন শিল্পিবর ।
 পদ্মরাগ মরকত রুচক হৃদয় ॥

পারিভ্রম্য ইন্দ্রনীল দীপ্ত স্রমস্কক ।
 চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত কলঙ্ক গন্ধক ॥
 এই সব মহামূল্য মণিরত্ন ল'য়ে ।
 দ্বারকা রচনা কর প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
 যতদিন দ্বারকা না হয় বিরচন ।
 হিমালয় হ'তে মণি কর আনয়ন ॥
 কুবের প্রেরণ করে যক্ষ অগণন ।
 বেতাল প্রেরণ করে দেব পঞ্চানন ॥
 লক্ষ লক্ষ দানবেরে শঙ্করী পাঠায় ।
 সকলে সাহায্য সদা করিবে তোমায ॥
 ষোড়শ সহস্র অতি সুন্দর ভবন ।
 দ্বারকা-ভবনে গীত্র করহ রচন ॥
 নির্মাণ করিবে ভূমি পরিখা প্রাচীর ।
 সুন্দর সুন্দর সব রচিবে মন্দির ॥
 ঐত্যেক ভবনে রবে বেদী ও প্রাঙ্গণ ।
 বিচিত্র কপাট দ্বারে করিবে রচন ॥
 যজ্ঞদেব বাসস্থান করিয়া নির্মাণ ।
 রচনা করিবে যত কিঙ্করের স্থান ॥
 উৎকৃষ্ট ভবন রচি নৃপতির তরে ।
 পিতৃদেব তরে গৃহ রচিবে সঙ্করে ॥
 বিশ্বকর্মা কহে প্রভু কহ দয়াময় ।
 রোপণ করিব কোন্ বৃক্ষ সমুদয় ॥
 কোন্ বৃক্ষে শুভ হয় কহ সনাতন ।
 কোন্ কোন্ বৃক্ষ প্রভু করিব রোপণ ॥
 কোন্ দিকে গৃহ আমি করিব নির্মাণ ।
 কহ প্রভু সে গৃহের কিবা পরিমাণ ॥
 কোন্ দিকে পুষ্পোত্থান করিব রচন ।
 রূপা করি সেই কথা কহ সনাতন ॥
 কোন্ বৃক্ষকাষ্ঠ হয় সুপ্রশস্ত অতি ।
 কোন্ কাষ্ঠ অপ্রশস্ত কহ মোর প্রতি ॥
 কহিলেন ভগবান্, শুন শিল্পিবর ।
 কহিব তোমায়ে আমি কথা হিতকর ॥
 নারিকেল বৃক্ষ হ'লে ঈশানের কোণে ।
 ধনপ্রদ হয় তাহা জেনে রাখ মনে ॥

ভবনের পূর্বদিকে যদি জন্ম লয় ।
 পুত্রপ্রদ হয় তাহা সকল সময় ॥
 আত্রিবৃক্ষ পূর্বদিকে করিলে রোপণ ।
 সম্পত্তিদায়ক তাহা হয় অনুক্ষণ ॥
 পনস জম্বীর নিম্ব বৃক্ষ সমুদয় ।
 দাড়িম্ব কদলী জম্বু বৃক্ষ যত রয় ॥
 গুণাক চম্পকবৃক্ষ খর্ব্বুর চন্দন ।
 কল্যাণদায়ক সবে হয় অনুক্ষণ ॥
 প্রশস্ত বৃক্ষের আমি করিলাম নাম ।
 নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথা শুন গুণধাম ॥
 তিস্তিড়ী শাল্মলী শাল আদি বৃক্ষ যত ।
 নগরেতে অপ্রশস্ত হয় অবিরত ॥
 গৃহ না রচিবে কভু বর্ধূল-আকার ।
 অকল্যাণকর তাহা হয় অনিবার ॥
 তুলসীর বৃক্ষ গৃহে করিলে রোপণ ।
 গৃহীদের হয় তাহা মঙ্গল কারণ ॥
 যুথিকা মাধবী কুন্দ কেতকী মালতী ।
 মল্লিকা কাঞ্চন আদি শুভকর অতি ॥
 উত্তানে এ সব বৃক্ষ করিলে রোপণ ।
 গৃহীর মঙ্গল তাহে হয় অনুক্ষণ ॥
 সূত্রধর তৈলকার স্বর্ণকারগণ ।
 গৃহ কাছে তাদের না করিবে স্থাপন ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আদি যারা আছে ।
 তাদের স্থাপন কর ভবনের কাছে ॥
 শিবিরের চতুর্দিকে পরিখা রচিবে ।
 শতহস্ত সে পরিখা গভীর করিবে ॥
 শুন শুন বিশ্বকর্মা আমাব বচন ।
 এইবার কর ভূমি দ্বারকা-রচন ॥
 অনন্তর বিশ্বকর্মা কৃষ্ণের বচনে ।
 সমুদ্রের তীরে যায় গরুড়ের সনে ॥
 সমুদ্রের সমীপেতে বৃক্ষের তলায় ।
 রাত্রিকালে দুইজনে স্নাত্তে নিদ্রা যায় ॥
 স্বপ্নযোগে খগরাজ করিল দর্শন ।
 সুন্দর দ্বারকাপুত্রী অতি সুমোহন ॥

প্রভাতে উঠিয়া সেথা দেখে খগরাজ ।
 অতুল্য দ্বারকাপুরী করিছে বিরাজ ॥
 হেরিয়া গরুড় হয বিস্ময়ে মগন ।
 বিশ্বকর্মা লজ্জাপ্রাপ্ত হইল তখন ॥
 জ্যোতির্ময় সেই পুরী বর্ণন না যায় ।
 সূর্য্যরশ্মি স্নান হয় তাহার প্রভায় ॥
 নির্মাণ হইল যবে দ্বারকা-নগরী ।
 মথুরা হইতে সবে আনিলেন হরি ॥
 নগরীর বহির্ভাগে সৈন্ধ্য সমুদয় ।
 সমাবেশ করি কৃষ্ণ আনন্দিত হয় ॥
 নির্ভয় হইয়া নিজে করেন ভ্রমণ ।
 শ্রীকালযবন তাঁরে করেন দর্শন ॥
 কৃষ্ণে দেখি অস্ত্র হাতে সেই দুরাচার ।
 পিছু পিছু দ্রুত গতি হয় আগুসার ॥
 দুরাচারে হেরি কৃষ্ণ করি পলায়ন ।
 পর্ব্বত-কন্দরে ঘরা পশেন তখন ॥
 পিছু পিছু দুরাচার তথায় পশিল ।
 মুচুকুন্দ রাজা সেথা নিদ্রামগ্ন ছিল ॥
 কৃষ্ণ ভাবি মুচুকুন্দে শ্রীকালযবন ।
 ঘন ঘন পদাঘাত করিল তখন ॥
 নিদ্রা ভাঙ্গি অতি ক্রুদ্ধ হ'বে নরপতি ।
 যেমন চাহিল কালযবনের প্রীতি ॥
 অমনি সে দুরাচার হয় ভয়ঙ্গীভূত ।
 ভয়ঙ্গুপূর্ণ দেহ ভূমে হইল পতিত ॥
 এত বলি নারায়ণ কহে পুনরায় ।
 শুনহ বিধির হৃত বলি হে তোমায় ॥
 মুচুকুন্দ রাজা পূর্ব্বে দেবাসুর-রণে ।
 পরাজিত করেছিল মহাসুরগণে ॥
 নিদ্রায় আকুল হ'বে নৃপতি তখন ।
 দীর্ঘ নিদ্রা হেতু বর করিল প্রার্থন ॥
 সেই বর দিয়া যত অমর-নিকর ।
 বলেছিল শুন শুন ওহে নৃপবর ॥
 নিদ্রা হ'তে যেই জন তুলিবে তোমারে ।
 তোমার দেহস্থ বহি দহিবে তাহারে ॥

সেই হেতু ভয় হৈল শ্রীকালযবন ।
 কৃষ্ণের মথুরা লীলা অপূর্ব্ব কখন ॥

শ্রীকৃষ্ণদেবদেও পঞ্চাষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষট্ ষষ্টিতম অধ্যায়

ব্রহ্মাদি দেবগণের ও সনৎকুমারাদি ঋষিগণের
 শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন, শ্রীকৃষ্ণের দাবকা
 প্রবেশ এবং উগ্রলেন প্রভৃতিব সহিত
 কথোপকথন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 নগর দেখিতে আসে যত দেবগণ ॥
 ব্রহ্মা শিব শিবা ধর্ম্ম অনন্ত পবন ।
 মহেন্দ্র কুবের আদি করে আগমন ॥
 সূর্য্য অগ্নি যম চন্দ্র আসিল সকলে ।
 কন্দ্রগণ বসুগণ আসে দলে দলে ॥
 দ্বাদশ আদিত্য আর গন্ধর্ব্ব কিম্বর ।
 দেখিতে দ্বারকাপুরী আসিল সত্তর ॥
 অনন্তর ভগবান্ বলরাম সনে ।
 আগমন করিলেন আনন্দিত মনে ॥
 কৃষ্ণেরে হেরিয়া সেথা যত দেবগণ ।
 ভক্তিভরে যুক্তকরে করিল স্তবন ॥
 বর্জ্জল-আকারে শোভে দ্বারকানগর ।
 চারিধারে বিরাজিত পরিখা স্তম্বর ॥
 লক্ষ ক্রীড়াসরোবর শোভে চারিধাবে ।
 বিকচ কমল শোভে তাদের মাঝাবে ॥
 মনোমুগ্ধকর কত শোভিছে উদ্ভান ।
 ভ্রমর গুঞ্জে সদা মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥
 মুগ্ধ মুগ্ধ সমীরণ হয় প্রবাহিত ।
 কুসুমের গঞ্জে সদা দিক্ আমোদিত ॥
 শত কোটি নারিকেল বৃক্ষ সেথা রাজে ।
 আশ্রয়ক শোভে কত নগরের মাঝে ॥
 পনস গুণ্ডাক তাল বৃক্ষ সমুদয় ।
 দ্বাবকার চারিধারে বিরাজিত রয় ॥

অখণ্ড বদরী বিশ্ব বট আত্রাতক ।
 কদম্ব চন্দন জম্বু দাড়িষ চম্পক ॥
 এইরূপ আরো কত বৃক্ষ অগণন ।
 দ্বারকাপুরীর শোভা করিছে বর্জন ॥
 শত শত রত্নকুন্ত শোভে চারিধারে ।
 রত্নের সোপান কত কে বর্ণিতে পারে ॥
 মণিময় স্তম্ভ আদি কিবা শোভা পায় ।
 স্নানদর মন্দির কত শোভিছে সেথায় ॥
 রাজপথ শোভা পায় নগরের মাঝে ।
 মণির রচিত কত প্রাঙ্গণ বিরাঞ্জে ॥
 অপক্লপ এই পুরী করিয়া দর্শন ।
 দেবতা সকলে হয় বিষয়ে মগন ॥
 দৈবকী ও বসুদেব নন্দ নরপতি ।
 উগ্রসেন যদুগণ মাতা যশোবতী ॥
 সকলেই উপনীত হইল সেথায় ।
 যত গোপগণ ছিল আসিল হরায় ॥
 আসিল পাণ্ডবগণ কুন্তীদেবী সনে ।
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর আসে আনন্দিত মনে ॥
 নর্তকী গায়ক আসে, আসিল কিন্নরী ।
 আসিল ভিক্ষুকগণ আসে বিছাধরী ॥
 দৈবীয় নৃপতিগণ আসে দলে দলে ।
 মনুষ্য সম্রাসী যতি আসিল সকলে ॥
 বৈশ্যগণ অবধূত আর ব্রহ্মচারী ।
 দ্বারকা দেখিতে সবে আসে তাড়াতাড়ি ॥
 সনক সনন্দ আর বায়ীকি প্রবর ।
 দ্রুপদাসা কণ্ঠপ আদি আসিল সত্তর ॥
 কোটি কোটি শিষ্য আসি তাহাদের সনে ।
 কৃষ্ণের স্তবন করে ভক্তিমুক্ত মনে ॥
 উগ্রসেনে ডাকি কহে কৃষ্ণ পরমেশ ।
 দ্বারকাপুরীতে রাজ্য করহ প্রবেশ ॥
 কৃষ্ণের আদেশ শুনি উগ্রসেন কয় ।
 কেমনে সেখানে যাব কহ দয়াময় ॥
 পৈতৃক মথুরাপুরী করি পরিহার ।
 কেমনে যাইব আমি দ্বারকা-মাঝার ॥

যেইজন পিতৃভূমি করয়ে বর্জন ।
 সংসার মাঝারে সেই অতি অভাজন ॥
 পৈতৃক ভূমিতে যদি যত্ন কভু হয় ।
 তীর্থে যত্নসম সদা হয় কলোদয় ॥
 পিতৃভূমি মথুরী করিয়া বর্জন ।
 দ্বারকাষ আমি নাহি যাব কদাচন ॥
 নৃপতির বাক্য শুনি কহে সনাতন ।
 শুন হে রাজন্ ভূমি আমার বচন ॥
 নিযতি খণ্ডিতে কভু কেহ নাহি পারে ।
 দৈববল শ্রেষ্ঠ বল কহিনু তোমাংরে ॥
 যথায নিযতি আছে রহিবে তথায় ।
 কিছু নাহি হুয় কভু আপন ইচ্ছায় ॥
 তীর্থের সমান এই দ্বারকা নগরী ।
 সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ হয় এই পুরী ॥
 দ্বারকাভবনে বাস করে যেইজন ।
 পুনর্জন্ম নাহি তার হয় কদাচন ॥
 দেবতা দার্দব আর মুনিগণ সনে ।
 যাও যাও নৃপবর দ্বারকাভবনে ॥
 কি ছার অমরাবতী দ্বারকার কাছে ।
 মনোহর গৃহ সেথা কত শত আছে ॥
 শুভক্ষণ উপনীত শুন মহাশয় ।
 দ্বারকাভবনে ভূমি যাও এ সময় ॥
 সেথায় হইবে ভূমি নৃপতি প্রধান ।
 সকল নৃপতি কর করিবে প্রদান ॥
 জয় হোক নৃপ তব কহিলাম সার ।
 কুবের-সমান হবে ঐশ্বর্য্য তোমার ॥
 প্রভাকর স্নান হবে তোমার প্রভায় ।
 সর্ব্বত্র বিজয়ী হবে কহিনু তোমাংয় ॥
 নৃপতি না হবে কেহ তোমার সমান ।
 দ্বারকাভবনে ভূমি করহ প্রয়াণ ॥
 শ্রীহরির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 উগ্রসেন দ্বারকাতে করিল গমন ॥
 কৃষ্ণের আদেশে নৃপ আনন্দিত মনে ।
 সভার মাঝারে বসে রত্ন-সিংহাসনে ॥

গর্গ আদি মুনিগণ সভার ভিতরে ।
 নিজ নিজ স্থানে বসে প্রকল্প অন্তরে ॥
 সপ্ততীর্থ জল দিয়া বৈদিক প্রথায় ।
 উগ্রসেনে অভিষিক্ত হইল সভায় ॥
 তারপর উগ্রসেনে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 শুচিশুদ্ধ মনোহর বস্ত্র করে দান ॥
 বলদেব দান করে রত্নের ভূষণ ।
 কমণ্ডলু দান করে বিধাতা তখন ॥
 শূল অস্ত্র দান করে দেব পশুপতি ।
 রত্নমালা দান করে ঈশ্বরী পার্বতী ॥
 দেবগণ মুনিগণ সিদ্ধ-ঋষিগণ ।
 মনোহর বোতুকাদি করিল অর্পণ ॥
 বজ্রদেব দান করে চামর জ্বলর ।
 কামধেনু দান করে নন্দ নৃপবর ॥
 যশোদা দেবকী মতী রত্ন দান করে ।
 অত্রের ধরিল ছত্রে প্রকল্প অন্তরে ॥
 তারপর ভট্ট আর যত বিশেষণ ।
 উগ্রসেনে স্তব করি করে সম্ভাষণ ॥
 অনন্তর উগ্রসেনে আনন্দিত মনে ।
 ধন রত্ন আদি দান করে জনে জনে ॥
 উগ্রসেনে অভিষেক করি তারপরে ।
 যাদবেরা যায় চলি নিজ নিজ ঘরে ॥
 অশ্রু অশ্রু যত ছিল পারিষদগণ ।
 নিজ নিজ ভবনেতে করিল গমন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুধাময় ।
 শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয় ॥
 যেই জন কৃষ্ণনাম করে অনিবার ।
 এ তিন ভুবনে নাহি কোন ভয় তার ॥
 শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌বস্ত্রিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সম্ভবষ্টিভিন্ন অধ্যায়

রুদ্রাঙ্গীর বিবাহ বিবরে ভীষক রাজার প্রতি
 শতানন্দ-বাক্য শ্রবণে ষট্‌ রুদ্রাঙ্গী-বাক্য ।

নারায়ণ কহিলেন, বিদ্রুত দেশেতে ।
 নরপতি ছিল এক ভীষক নামেতে ॥
 অতি ধর্মপরায়ণ ছিল নরপতি ।
 তার এক কন্যা ছিল অতি রূপবতী ॥
 রুদ্রাঙ্গী নামেতে কন্যা লক্ষ্মীধরপীণী ।
 সকলের পূজনীয়া ভুবনমোহিনী ॥
 কন্যার বিবাহকাল উপনীত হয় ।
 অতীত চিন্তিত হয় নৃপ মহাশয় ॥
 পুত্র পুরোহিত বিশেষে করি আবাহন ।
 চিন্তিত হইয়া নৃপ কহিল তখন ॥
 কন্যার বিবাহকাল হ'ল উপনীত ।
 বৃথা কালক্ষেপ আর না হয় উচিত ॥
 উপযুক্ত বর সবে কর অন্বেষণ ।
 বোগ্য বরে কন্যা মোর করিব অর্পণ ॥
 ধর্মশীল সুপণ্ডিত বীরের প্রধান ।
 দীর্ঘজীবী কল্যাণীয়া অতি রূপবান্ ॥
 এইরূপ রাজপুত্র যদি আমি পাই ।
 তাহারে করিব আমি আমার জামাই ॥
 গুণবান্ পাই যদি দেবতা-নন্দন ।
 তাহারেও কন্যা আমি করিব অর্পণ ॥
 বেদে দক্ষ পাই যদি মুনির নন্দন ।
 তাহারে জামাতরূপে করিব বরণ ॥
 নৃপতির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 পুরোহিত শতানন্দ কহিল তখন ॥
 সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি নরপতি ।
 শুন শুন বোরা আজি কহি তব প্রতি ॥
 বিধির বিধাতা যিনি জীবের জীবন ।
 ব্রহ্মা শিব আদি বীরে করেন বন্দন ॥
 প্রকৃতি হইতে যিনি ভিন্ন নিরন্তর ।
 নির্লিপ্ত নিষ্ঠুর যিনি পরম ঈশ্বর ॥

ভূভারহরণ তরে সেই সনাতন ।
বহুদেবপুত্ররূপে করে আগমন ॥
তঁার করে কছা যদি কর সমর্পণ ।
অস্ত্রিমে গোলোকে তবে করিবে গমন ॥
বাহুদেব-করে কছা করি সম্প্রদান ।
সকলের পূজ্য তুমি হও মতিমান ॥
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণে আনিতে হেথায় ।
ব্রাহ্মণ প্রেরণ তুমি করহ দ্বারায় ॥
যাঁহারে হেরিলে আর জন্ম নাহি হয় ।
বঁার স্তব করে সদা দেব সমুদয় ॥
বেদ-চতুর্ক্য যঁারে জানিতে না পারে ।
তঁাহার মাহাত্ম্য আমি কহি কি প্রকারে ॥
শুন শুন নৃপবর সেই ভগবানে ।
আমন্ত্রণ করি তুমি আন এইখানে ॥
শতানন্দ-মুখে শুনি এহেন বচন ।
ভীষ্মক নৃপতি তারে করে আলিঙ্গন ॥
উত্তম উত্তম বস্ত্র রত্নের ভূষণ ।
হস্তী অশ্ব শস্ত্র গ্রাম পূর্ণ রত্নধন ॥
তুচ্ছ হ'বে এসকল ভীষ্মক নৃপতি ।
ফুল মনে দান করে শতানন্দ প্রীতি ॥
ভীষ্মক-নন্দন ছিল রুদ্রী নাম তার ।
ব্যাপার দেখিয়া কহে ক্রোধে এইবার ॥
শুন শুন মহারাজ আমার বচন ।
ভিক্ষুক বিপ্রেরা অতি লোভপরায়ণ ॥
ইহাদের বাক্যে যেই করিবে বিশ্বাস ।
অবশ্যই তাহাদের হবে সর্বনাশ ॥
বেশ্য ভট্ট ভিক্ষুকাদি আছে যতজন ।
মানুষেরে প্রতারণা করে অশুক্ষণ ॥
কালযবনেরে কৃষ্ণ করিয়া নিধন ।
নিকৃষ্ট উপায়ে লাভ করিয়াছে ধন ॥
প্রকৃতই কৃষ্ণ যদি হয় বলবান্ ।
সিদ্ধি মাঝে পুরী কেন করিল নির্মাণ ॥
জরাসন্ধ-ভয়ে সেই কৃষ্ণ সনাতন ।
সাগরের মাঝে পুরী করিল রচন ॥

শত জরাসন্ধ যদি করে আগমন । -
একা আমি তাহাদের করিব নিধন ॥ -
রণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বীরের প্রধান-
দুর্ব্বাসার শিষ্য আমি অতি বলবান্ ॥
পাশুপত অস্ত্র দিয়া যদি ইচ্ছা হয় ।
সংহারিতে জিহুবন পারি হুনিশ্চয় ॥
ভৃগুরাম শিশুপাল এই দুইজন ।
বিক্রমে আমার তুল্য হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
যোর তুল্য আর কেহ নাহি জিহুবনে ।
ইন্দ্রেহে হারাতো পারি-যদি ভাবি মনে ॥
শুন শুন মহারাজ, বিবাহ-কারণ ।
কৃষ্ণ যদি আসে তারে করিব নিধন ॥
গাভীর রক্ষক সেই হীন অতিশয় ।
তাহারে অর্পিতে কছা কেন ইচ্ছা হয় ॥
গোপীদের উপপতি হয় যেইজন ।
যে জন গোপের করে উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥
ভিক্ষুক বিপ্রের বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
তার হাতে কছা তুমি করিছ অর্পণ ॥
কোন গুণে কৃষ্ণে তুমি পাত্র কর স্থির ।
রাজপুত্র নহে কৃষ্ণ নহে দাতা বীর ॥
নহেক কুলীন কৃষ্ণ নহে ধনবান্ ।
কেন তার করে তুমি কছা কর দান ॥
বলবান্ শিশুপাল রুদ্রের সমান ।
তঁার করে কছা তুমি কর সম্প্রদান ॥
শীঘ্র শীঘ্র বিবাহের কর আয়োজন ।
আত্মীয় বান্ধব সবে কর নিমন্ত্রণ ॥
পুত্রের বচন শুনি অতি নিরঞ্জন ।
নৃপতি মন্ত্রণা করে মন্ত্রীদেব সনে ॥
তারপর শুভক্ষণে আনন্দিত মনে ।
ব্রাহ্মণ প্রেরণ করে দ্বারকাভবনে ॥
ভীষ্মক-প্রেরিত দ্বিজ আসিয়া সত্বরে ।
উগ্রসেন নৃপতির পত্র দান করে ॥
পত্র পাঠ করি নৃপ আনন্দিত মনে ।
ধন রত্ন আদি দান করিল ব্রাহ্মণে ॥

স্বমধুর বাণ্য বাজে রাজার আদেশে ।
 সজ্জিত হইলা কৃষ্ণ অপরূপ বেশে ॥
 তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ ।
 বিবাহ করিতে চলে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 ভবানীর সহ ভব রথ আরোহণে ।
 কৃষ্ণের সহিত চলে আনন্দিত মনে ॥
 অনন্ত ভাস্কর চন্দ্র বরণ পবন ।
 কুবের ঈশান যম দেব হতাশন ॥
 কার্তিক গণেশ আর দেব পুন্দর ।
 শ্রীহরির সাথে সাথে চলিল সত্ত্বর ॥
 কোটি কোটি দেব মুনি নরপতিগণ ।
 শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাথে চলিল তখন ॥
 বলদেব বহুদেব অতুর উদ্ধব ।
 ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সাথে চলে সব ॥
 ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সাথে সাথে যায় ।
 শকুনি প্রভৃতি চলে বিবাহ সভায় ॥
 কোটি কোটি ভট্ট আর সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ।
 অবস্থিত ব্রহ্মচারী করিল গমন ॥
 রাশি রাশি পুষ্প ল'য়ে চলে মালাকার ।
 নর্তকেরা নৃত্য গীত করে অনিবার ॥
 লক্ষ লক্ষ বিদ্যধরী চলে সাথে সাথে ।
 কিন্নরী চলিল কত বিবাহ-সভাতে ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তবর্ত্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টবর্ত্তিতম অধ্যায়

রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ ।

নারদের প্রতি পরে কহে নারায়ণ ।
 শুন এবে বলরাম বিবাহ কখন ॥
 ককুদ্ভান নাম ছিল নৃপতি স্তম্ভন ।
 রেবতী তাহার কন্যা রূপে অভুলন ॥
 কন্যার বিবাহ লাগি চিন্তিত অন্তরে ।
 জানাইল সব কথা ব্রাহ্মণ গোচরে ॥

উপযুক্ত কন্যা মোর বিবাহ না হয় ।
 কোথা পাব যোগ্য বর কহ মহাশয় ॥
 ব্রহ্মা বলে বলরাম হয় যোগ্য বর ।
 বিবাহ তাহার সনে দাওহে সত্ত্বর ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য নৃপতি তখন ।
 কন্যাসহ দ্বারকায করিল গমন ॥
 বিবিধ যৌতুকসহ পুলক অন্তরে ।
 বলরামে আপনার কন্যা দান করে ॥
 দৈবকী অদिति দিতি যশোদা তখন ।
 গৃহ-মাঝে রেবতীরে করিল গ্রহণ ॥
 এদিকেতে দেব মুনি নৃপ সমুদয় ।
 কুণ্ডিন নগরে সবে উপনীত হয় ॥
 বররূপে শ্রীকৃষ্ণেরে করিবা দর্শন ।
 কুপিত হইল অতি ভীষ্মক-নন্দন ॥
 দেব মুনি নৃপগণে করি সন্মোহন ।
 উপহাস করে বহু ভীষ্মক-নন্দন ॥
 গোপের বালক যেই নন্দনের তনয় ।
 রুক্মিণী বিবাহে তার অভিলাষ হয় ॥
 সামান্য গোপের শিশু স্পর্দ্ধা কত তার ।
 বিবাহ করিতে আসে ভয়ীরে আমার ॥
 গোপীদের উপপতি হয় যেই জন ।
 গোপশিশুদের করে উচ্ছিন্ন ভোজন ॥
 জাতির বিচার নাহি করে কোন দিন ।
 বংশ-মর্যাদায় যেই অতিশয় হীন ॥
 শিশুকালে নারীহত্যা করে যেই জন ।
 রজকের শির যেই করিল ছেদন ॥
 কুজা রমণীর সঙ্গে প্রণয় বাহার ।
 কংস নৃপতিরে হত্যা করিল আবার ॥
 রুক্মিণী-বিবাহ তরে আসে সেইজন ।
 অবশ্যই তারে আমি করিব নিধন ॥
 রুক্মিণী বচন শুনি কহে শিশুপাল ।
 বিবাহ করিতে আসে ব্রজের রাখাল ॥
 বুঝিতে না পারি শুধু একটি বিষয় ।
 কি কারণে আসে যত দেব সমুদয় ॥

কৃষ্ণের সহিত যত মুনি ঋষিগণ ।
কোন লোভে এই স্থানে করে আগমন ॥
তাহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
অতীব কুপিত হয় দেব মুনিগণ ॥
যাদব সকলে হয় ক্রুদ্ধ অতিশয় ।
ক্রোধে ধরতরু কাঁপে নৃপ সমুদয় ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টবস্ত্রিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

৫ উনসপ্ততিতম অধ্যায়

কল্পিণী হরণ, বদ্যবাসন নিকট কল্পী পবাক্ষর,
শ্রীকৃষ্ণের অধিবাসন, বিবাহ-প্রাঙ্গণে আগমন,
ভীষক কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র ।

এদিকেতে রাজহস্ত রুদ্রী মহাশয় ।
শিশুপালে ভয়ী দিতে ইচ্ছা অতিশয় ॥
ভগিনী রুদ্রিণী ইহা সকল শুনিল ।
মনে মনে কৃষ্ণ ধ্যান করিতে লাগিল ॥
অন্তরে কঁদিয়া সতী কহে সকাতরে ।
কোথা হরি এ সময় রক্ষা কর মোরে ॥
অন্তরে জানিল তাহা কৃষ্ণ সনাতন ।
প্রবোধ প্রদান তারে করেন তখন ॥
জনর্দন কহে তারে দৈববাণী ছলে ।
কেন প্রিয় এত ভুমি ব্যাকুল হইলে ॥
দুঃখ ভুলি ধৈর্য্য ভুমি ধরহ অন্তরে ।
অবশ্যই স্বামীরূপে পাইবে কৃষ্ণেরে ॥
দৈববাণী শুনি সতী আনন্দিত মন ।
এদিকে ভীষক নৃপ চিন্তিত ভীষণ ॥
রূপসী রুদ্রিণীদেবী হরিষ অন্তরে ।
স্নান লাগি সখিসহ চলে সরোববে ॥
অকস্মাৎ নারায়ণ আসি সেই পথে ।
রুদ্রিণীরে ডুলি লব আপনার রথে ॥
অন্তরে পুলক অতি রুদ্রিণী লাভিল ।
শ্রীকৃষ্ণের পদে তবে প্রণতি করিল ॥

করজোড়ে স্তব করি বলে কৃপাময় ।
বিপদভঞ্জন ভুমি দুঃখীর আশ্রয় ॥
আদি-অন্তহীন ভুমি সবার সার ।
বিশ্বের ঈশ্বর ভুমি ওহে গুণাধার ॥
রম্যপতি বিশ্বপতি গোপিকাজীবন ।
জলদবরণ তব রূপ বিশোহন ॥
মূল্যধার সর্ব্ব আত্মা পুরুষ প্রধান ।
আমারে করিলে কৃপা ওহে কৃপাবান ॥
স্তবে তুষ্ট জনর্দন হইয়া তখন ।
রুদ্রিণীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥
কেন সখি বৃথা ভয় অন্তরে তোমার ।
লক্ষ্মী অংশে জন্ম তব ধরণী মাঝার ॥
পরমা প্রকৃতি ভুমি সবার মূল ।
কি কারণে ওগো দেবী এতই ব্যাকুল ॥
এতেক শুনিয়া বাণী রুদ্রিণী তখন ।
কৃষ্ণের চরণে প্রাণ করে সমর্পণ ॥
এদিকেতে রুদ্রী অতি ক্রোধাধিত হয় ।
অগ্নির সমান তার জ্বলিছে হৃদয় ॥
রুদ্রী কহে একি শুনি আশ্চর্য্য বারতা ।
মম ভয়ী হরে কৃষ্ণ এতই ক্ষয়তা ॥
চোরা রীতি আছে তার ভাল আমি জানি ।
গোকুলে বেড়াই চুরি করিয়া নবনী ॥
নহেক গোকুল ইহা নহে বৃন্দাবন ।
সমুচিত শাস্তি এর পাইবে এখন ॥
নৃপগণ সম্মুখেতে রুদ্রী গিয়া কথ ।
হের আজি শ্রীকৃষ্ণের কিবা স্পর্ধা হয় ॥
আমার ভগিনী ছিল অতীব স্নন্দরী ।
তাহারে ছুরাঙ্গা কৃষ্ণ করিল যে চুরি ॥
শুনি তাহা ক্ষুব্ধ হয় বত রাজগণ ।
কৃষ্ণেরে ধরিতে ঘুরা করিল গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণের পানে রুদ্রী রথ ল'য়ে যায় ।
বলরাম দূর হৈতে দেখিবারে পাষ ॥
মহাবল বলরাম কুপিত অন্তরে ।
হল দ্বারা রুদ্রি-রথ ভাঙ্গিল সহরে ॥

ঘোটক সারথি আদি হনন করিয়া ।
 রুম্বীরে হানিতে ছুরা আসিল ছুটিয়া ॥
 নিরুপায় হ'য়ে শেষে ভীষ্মক-নন্দন ।
 নাগপাশে বলরামে করিল বন্ধন ॥
 গরুড়াস্ত্রে বলরাম কাটে পাশ তার ।
 পাশুপত অস্ত্র রুম্বী লয় এইবার ॥
 লইয়া জুস্তগ অস্ত্র বীর বলরাম ।
 ভীষ্মক-নন্দন প্রতি হানে অবিরাম ॥
 সেই অস্ত্র রুম্বী-দেহে লাগিল যখন ।
 ভূমিতে পতিত হ'ল ভীষ্মক-নন্দন ॥
 রুম্বীর দুর্দশা হেরি শাল্য অতঃপর ।
 বলরাম সাথে আসে করিতে সমর ॥
 বলরাম হলদারা মারিল মাথায় ।
 ভূমিতে পতিত শাল্য হইল ব্যথায় ॥
 ক্রুদ্ধ হ'য়ে শিশুপাল করি আগমন ।
 বলরাম 'পরে করে বাণ বরিষণ ॥
 বলরাম তারে যায় করিতে নিধন ।
 নিবারণ করে তারে দেব পঞ্চানন ॥
 দৈববাণী হেনকালে হয আচম্বিতে ।
 বলরাম ক্ষান্ত হও ইহারে নাশিতে ॥
 শিশুপালে নাশিবেন বিশ্বের ঈশ্বর ।
 তাহা শুনি বলরাম ক্ষোভিত অন্তর ॥
 লাজল আঘাতে তার দস্ত ভাঙ্গিল ।
 অতঃপর শিশুপাল রণে ভঙ্গ দিল ॥
 সকল বৃত্তান্ত শুনি ভীষ্মক রাজন্ ।
 শতানন্দে পাঠাইল কৃষ্ণের সদন ॥
 শতানন্দ ঋষি আসি কৃষ্ণের সদনে ।
 বলে প্রভু আর কেন ক্ষান্ত হও রণে ॥
 ঋষির বাক্যেতে ভুট্ট হ'য়ে জনার্দন ।
 ভীষ্মক-পুরীর পানে করেন গমন ॥
 সকলে মিলিয়া শেষে শ্রীকৃষ্ণের সনে ।
 প্রবেশিল অন্তঃপুরে আনন্দিত মনে ॥
 দেবকন্ধ্যা বুনিকন্ধ্যা রাজকন্ধ্যাগণ ।
 কৃষ্ণেরে দেখিতে সবে করে আগমন ॥

কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তার ।
 সারা দেহে শোভা পায় রত্ন-অলঙ্কার ॥
 গীত বস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার ।
 কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার ॥
 শরতের চন্দ্রসম স্তন্যর বদন ।
 বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন ॥
 শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাহার ।
 কোমলভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥
 মধুর নুপুর বাজে যুগল চরণে ।
 বদন হেরিছে কৃষ্ণ রত্নের দর্পণে ॥
 হেরিয়া কৃষ্ণের রূপ মদনমোহন ।
 মুচ্ছিত হইয়া পড়ে যত নারীগণ ॥
 মহারাজীগণ সেখা আসি বারে বারে ।
 নির্নিমেঘ নয়নেতে হেরে জামাতারে ॥
 ভীষ্মক আসিয়া সেখা পুরোহিত সনে ।
 প্রণিপাত করে যত দেব মুনিগণে ॥
 পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণ সনাতন ।
 স্নান অন্তে করিলেন সন্ধ্যা সমাপন ॥
 ধৌতবস্ত্রযুগ্ম শেষে করি পরিধান ।
 অধিবাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয় ভগবান্ ॥
 ভীষ্মক নৃপতিবর ভক্তি-সহকারে ।
 আরাধনা করিলেন ঘোড়শ মাতারে ॥
 তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ ।
 অধিবাস আদি সব করে সম্পাদন ॥
 হুমধুর বায়ু বাজে রাজার আদেশে ।
 সাজিলেন ভগবান্ মনোহর বেশে ॥
 ভীষ্মক-মহিবীগণ আনন্দিত মনে ।
 কন্ধ্যারে সজ্জিতা করে রত্নের ভূষণে ॥
 এইরূপে শুভক্লণ আসিল যখন ।
 বিবাহ-সভায় সবে করে আগমন ॥
 জ্ঞাতি বন্ধুজন যত শ্রীহরির সনে ।
 সমারোহ করি আসে বিবাহ-প্রাঙ্গণে ॥
 পিতামাতা আর যত নৃপ-সমুদয় ।
 বিবাহ-সভায় সবে উপনীত হয় ॥

আসিল পার্শ্বদগণ বয়স্ক সকল ।
উপনীত হ'ল যত গণকের দল ॥
নর্তক গায়ক ভট্ট অঙ্গরা কিম্বরী ।
দেব মুনি আদি যত আসে ঘুরা করি ॥
কদলীঝুকের স্তম্ভ শোভে চারিধারে ।
উড়িছে পতাকা কত কে বর্ণিতে পারে ॥
রত্নকুন্ত চারিধারে শোভে মনোহর ।
রত্নময় বেদী কত শোভিছে স্থন্দর ॥
দিক্ আঘোদিত হয় স্তম্ভকি পবনে ।
অপক্লপ নৃত্য করে বিছাযরীগণে ॥
গন্ধর্ব্ব সকলে করে স্তম্ভধ্ব গান ।
সে গীত শ্রবণ করি মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥
যথাযোগ্য সকলে করে সম্ভাষণ ।
কৃষ্ণে সম্বোধিয়া নৃপ কহিল তখন ॥
জনম সফল হোর, সার্থক জীবন ।
কোটি জন্মকৃত কৰ্ম্ম হইল ছেদন ॥
জগতের অষ্টা যিনি হরি সনাতন ।
চর্য্যচক্ষে তারে আজি করিলু দর্শন ॥
পরিপূর্ণতম যিনি পরম ঈশ্বর ।
দেবগণ ষাঁর ধ্যান করে নিরন্তর ॥
স্বপনে ষাঁহার কেহ দর্শন না পায় ।
সেই হরি আসিলেন আমার সভায় ॥
মানবের রূপ ধরি হরি সনাতন ।
আমার ভবনে আজি করে আগমন ॥
অনন্ত বিধাতা শিব ব্রহ্মা-পুত্র যত ।
আমার ভবনে আজি হন সমবেত ॥
সিদ্ধিদাতা গণপতি করে আগমন ।
তীর্থের সমান হ'ল আমার ভবন ॥
এই কথা বলি সেখা ভীষ্মক নৃপতি ।
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে ভক্তিতরে অতি ॥
নির্লিপ্ত নিষ্ঠুর তুমি প্রভু সনাতন ।
সবার ঈশ্বর তুমি সবার কারণ ॥
সকলের সাক্ষী তুমি প্রভু পরাংপর ।
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধব কলেবর ॥

এইরূপ স্তব করি আনন্দিত মনে ।
পাচ অর্ঘ্য দান করে কৃষ্ণের চরণে ॥
দুর্ব্বাপুষ্প চরণেতে করিয়া অর্পণ ।
কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে করে চন্দন-লেপন ॥
পারিজাতপুষ্পমালা ইন্দ্রে দান করে ।
কুবের ভূষণ দিল পরম ঈশ্বরে ॥
বহিদত্ত বস্ত্র নৃপ কৃষ্ণে করে দান ।
রত্নের মুকুট রাজা করে সম্প্রদান ॥
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করি ভীষ্মক নৃপতি ।
পুষ্পের অঞ্জলি দেয় ভক্তিতরে অতি ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সম্ভূতিভরম অধ্যায় কল্পিণী-সম্ভবান ।

নারায়ণ কহিলেন নারদের প্রীতি ।
আসিল সভার মাঝে রুদ্রিণী যুবতী ॥
হুসজ্জিতা হ'বে বালা রত্নের ভূষণে ।
সভার মাঝারে বসে রত্ন-সিংহাসনে ॥
পৃষ্ঠদেশে শোভে তার কবরীর ভার ।
কস্তুরীর বিন্দু শোভে অঙ্গেতে তাহার ॥
শত-শশধর-সম কাস্তি মনোহর ।
প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বরণ স্থন্দর ॥
সাত জন রূপবান্ নৃপের নন্দন ।
রুদ্রিণীরে সভামাঝে করে আনয়ন ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে প্রদক্ষিণ করিয়া যুবতী ।
সেচন করিল জল ফুল্লমানে অতি ॥
তারপর শুভকণ আসিল যখন ।
আপন পতিরে সতী করিল দর্শন ॥
এইরূপে শুভদৃষ্টি সমাপন হ'লে ।
লজ্জিতা হইয়া সতী বসে পিড়িকোলে ॥
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ ।
ভীষ্মক কন্ডারে করে কৃষ্ণেরে অর্পণ ॥

অস্তি অস্তি বলি কৃষ্ণ প্রফুল্ল অন্তরে ।
 কস্তারে গ্রহণ করে অতি সমাদরে ॥
 অনন্তর নরপতি আনন্দিত মনে ।
 যৌতুক প্রদান করে কৃষ্ণ সনাতনে ॥
 কস্তারে বিদায় দিতে প্রাণ নাহি চায় ।
 অজ্ঞান হইয়া নৃপ পড়িল সভায় ॥
 তার পর জ্ঞান লাভ করি নৃপবর ।
 রুক্মিণীর ভার দিলা কৃষ্ণের উপর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নগ্নতিন অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেবীগণের কথোপকথন এবং
 বরধাত্রীদিগের সহিত বধু-বধের
 দ্বারকাভ্যবসে আগমন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
 তারপর গিলি যত কুলবধূগণ ॥
 শুভকার্য সম্পাদন করি ফুল্লমনে ।
 বর কস্তা ল'য়ে যায় সম্ভজিত ভবনে ॥
 শাবিত্রী ভারতী দুর্গা আদি দেবীগণ ।
 সেখায় আসিয়া কৃষ্ণে করিলা স্তবন ॥
 অনন্তর মহারাজ্ঞী জামাতা কস্তারে ।
 ভোজন করায় আসি ভৃগু-সহকারে ॥
 মঙ্গল-পত্রিকা এক পঠনের তরে ।
 দুর্গাদেবী দান করে শ্রীকৃষ্ণের করে ॥
 পত্র পাঠ করে কৃষ্ণ ফুল্লমনে অতি ।
 শুন লক্ষ্মী দুর্গা রাধা শাবিত্রী ভারতী ॥
 শুন শুন রাধা নীতা শতরূপা সতী ।
 যমুনা জাহ্নবী দিতি দেবী অরুন্ধতী ॥
 মেনকা তুলসী আদি যত দেবীগণ ।
 বর ও বধূর শুভ কর অনুক্ষণ ॥
 কৃষ্ণের পত্রিকা পাঠ করিয়া শ্রবণ ।
 উচ্চরবে হস্ত করে যত দেবীগণ ॥

পার্বতী কহিলা হাসি, শুন সনাতন ।
 কটাক্ষে রুক্মিণী তোমা করিছে দর্শন ॥
 রূপগী রুক্মিণী সতী নবীন যুবতী ।
 ভূমিও কোঁতুক ভরে চাও তার প্রতি ॥
 শচীদেবী কহে শুন নন্দের নন্দন ।
 তোমাতে সঁপেছে সতী জীবন যৌবন ॥
 কহিলা শাবিত্রীদেবী শুন ব্রজরাজ ।
 উপযুক্ত বরকস্তা মিলিয়াছে আজ ॥
 রতিদেবী কহে, প্রভু কহ অকপটে ।
 কোন্ জন প্রিয় বেশী তোমার নিকটে ॥
 রুক্মিণী রাধিকা মাঝে কহ সনাতন ।
 তব কাছে প্রিয়তর হয় কোন্ জন ॥
 সরস্বতীদেবী কহে আমি তাহা জানি ।
 কৃষ্ণের নিকটে বেশী প্রিয় রাধারাগী ॥
 পূর্বের সঙ্গিনী হন রাধা বিনোদিনী ।
 তাঁর সমতুল নহে যুবতী রুক্মিণী ॥
 এইরূপে দেবীগণ শ্রীহরির সনে ।
 হাস্তালাপ করে সবে কোঁতুক বচনে ॥
 লোপামুদ্রা অনসূয়া অহল্যা আসিবা ।
 কোঁতুক বচন কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥
 তারপর ভোজনাদি করি সমাপন ।
 সকলে মিলিয়া করে যাত্রা-আয়োজন ॥
 রুক্মিণীয়ে বক্ষ-মাঝে করিয়া ধারণ ।
 কান্দিতে কান্দিতে মাতা কহিলা তখন ॥
 মোদেরে ছাড়িয়া কোথা করিছ গমন ।
 কেমনে জীবন মোরা করিব ধারণ ॥
 কস্তার বিদায়-শোক কান্দি নরপতি ।
 রোদন করিতে থাকে রুক্মিণী যুবতী ॥
 মায়া-মানবের রূপী কৃষ্ণ সনাতন ।
 সবারে কান্দিতে দেখি করিল রোদন ॥
 তারপর সবে গিলি রথ-আরোহণে ।
 অতি সমারোহে চলে দ্বারকাভ্যবসে ॥
 লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব সাথে সাথে চলে ।
 লক্ষ লক্ষ দাসদাসী চলে দলে দলে ॥



‘‘কিছুকিছুকি কিছু কিছুকি’’
 অৰিহণা পুৰাণ বৰিণ

এইরূপে মিলি যত বরযাত্রীগণ ।
 দ্বারকাভবনে সবে করে আগমন ॥
 মনোহর বাণ্ড বাজে দ্বারকাভবনে ।
 নৃত্যগীত করে যত বিদ্যাবরীগণে ॥
 দেবকী রোহিণী আদি বর বধু ল'য়ে ।
 প্রবেশ করিল আমি সম্ভিজত আলয়ে ॥
 সমস্ত দ্বারকা মাঝে চলে মহোৎসব ।
 ভোজন করিল যত দেব মুনি সব ॥
 চর্য্য চূড় লেখ পেথ খাণ্ড মনোহর ।
 ভোজন করিল যত বিপ্রেরা বিস্তর ॥
 তারপর সকলেই সুপ্রসন্ন মনে ।
 গমন করিল সবে আপন ভবনে ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একসমুত্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বিসমুত্তিতম অধ্যায়

নন্দ ও যশোদার কদলীবনে গমন এবং
 বাধা ও যশোদা সংবাদ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 নিজ নিজ গৃহে সবে করিল প্রস্থান ॥
 যশোদা কৃষ্ণেরে কহে শুন পরমেশ ।
 আমারে প্রদান কর জ্ঞান-উপদেশ ॥
 তোমার জননী আমি শুন দয়াময় ।
 মোর প্রতি তুমি আজ হও হে সদয় ॥
 এ ভব-সাগরে প্রভু তুমি কর্ণধার ।
 ছন্তর সাগর হ'তে করহ উদ্ধার ॥
 জননীর বাক্য শুনি কহে সনাতন ।
 শুন শুন'হাতঃ তুমি আমার বচন ॥
 ভক্তি-বিষয়ক জ্ঞান সবার প্রধান ।
 সেই জ্ঞান রাখা তোমা করিবে প্রদান ॥
 ব্রজধামে যাও তুমি নন্দনৃপসহ ।
 আমার আদেশ গিয়া রাখিকারে কহ ॥
 পরম ঈশ্বরী হন শ্রীরাধিকা সতী ।
 জ্ঞান দান করিবেন তোমাদের প্রতি ॥

এই কথা বলি কৃষ্ণ অন্তঃপুরে যান ।
 যশোদা ও নন্দ ব্রজে করিলা প্রস্থান ॥
 কদলীর বনে দৌহে করিয়া গমন ।
 বিরহিণী রাখিকারে করিল দর্শন ॥
 আহার বিহার সব করি পরিহার ।
 কৃষ্ণের বিরহে রাখা কাঁদে অনিবার ॥
 ঝর ঝর ঝরে জল যুগল নয়নে ।
 শাখিতা রয়েছে সতী শোকাবুল মনে ॥
 ক্রণে ক্রণে মুচ্ছা যায় নাহি বাহুজ্ঞান ।
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করে সদা ধ্যান ॥
 কল্পনায় কৃষ্ণমূর্তি করিয়া দর্শন ।
 কখনো হাসিছে, কভু করিছে ক্রন্দন ॥
 সহচরীগণ মিলি সেবা করে তার ।

বেত্র হস্তে কেহ কেহ রক্ষা করে দ্বার ॥
 যশোদা ও নন্দ রাজা আসিবা সেধায় ।
 ভক্তিতরে প্রণিপাত করে রাখা-পায় ॥
 তাদের দেখিয়া রাখা কহিলা তখন ।
 কোন্ স্থান হ'তে দৌহে কর আগমন ॥
 কৃষ্ণের বিরহে আমি হই পাগলিনী ।
 কৃষ্ণ-চিন্তা করি শুধু দিবস বামিনী ॥
 দিবারাত্র মাঝে মোর ভেদ কিছু নাই ।
 হরিব চরণ ধ্যান করি সর্বদাই ॥
 রাখিকার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 যশোদা প্রবোধ-বাক্য কহিল তখন ॥
 শুন সতি, বুঝা শোক কর পরিহার ।
 তোমার প্রাণের হরি আসিবে আবার ॥
 ব্রহ্মাও পবিত্র হয় তোমার কারণ ।
 তব কীর্তি গান করে দেব মুনিগণ ॥
 পরম ঈশ্বরী তুমি কি কহিব আর ।
 কি কারণে বৃজিব্রম হইল তোমার ॥
 উঠ উঠ পতিব্রতে, উঠ রাখা সতি ।
 এসেছি যশোদা আমি, সঙ্গে নন্দ পতি ॥
 মোদের প্রেরণ করে কৃষ্ণ সনাতন ।
 তব কাছে তাই মোরা করি আগমন ॥

ভক্তি-বিষয়ক জ্ঞান কর শোরে দান ।
আবার আসিবে হেথা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
তোমার প্রাণের কান্ত আসিবে আবার ।
শ্রীদামের শাপ হ'তে পাইবে উদ্ধার ॥
যশোদার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
ধীরে ধীরে রাধাদেবী লভিলা চেনন ॥
কৃষ্ণের কুশলবার্তা শুনি রাধা সতী ।
জ্ঞান দান করিলেন যশোদার প্রতি ॥

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ বিনশ্চতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

কল্লিণীর গর্ভে কামদেবের জন্ম, বতি ও কামের
হাবকা গমন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বোড়শ সহস্র
কামিনী পবিত্র, তাহাদিগের
অপত্য সম্ভাবন, দুর্ভাগাকে
শ্রীকৃষ্ণের কস্তা দান
এবং দুর্ভাগা কর্তৃক
শ্রীকৃষ্ণের স্তব ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
বহুদেব দ্বারকায় করে আগমন ॥
পিতার আজ্ঞায় কৃষ্ণ আনন্দিত মনে ।
গমন করিল শেষে কল্লিণী-ভবনে ॥
রত্নের নির্মিত সেই ভবন সুন্দর ।
রত্নের কলস কত শোভে মনোহর ॥
চামর দর্পণ আদি বিরাজে সেথায় ।
সমুজ্জ্বল চারিদিক্ রত্নের প্রভায় ॥
রত্নের পালঙ্কে সেথা কৃষ্ণ সনাতন ।
রূপবতী কল্লিণীয়ে করিলা দর্শন ॥
নবসঙ্গমের তরে সজ্জিতা যুবতী ।
রত্নের ভূষণে অঙ্গ বিভূষিত অতি ॥
হস্তে তার শোভা পায় রত্নের দর্পণ ।
কপালে বিরাজ করে সিন্দূর চন্দন ॥
মস্তকেতে শোভা পায় কবরীর ভার ।
মালতীর মালা শোভে গলায় তাহার ॥

কৃষ্ণেরে হেরিয়া সতী অতি কুল্ল মনে ।
ভক্তিভরে প্রাণিপাত করিল চরণে ॥
অনন্তর হৃষ্ট মনে কৃষ্ণ সনাতন ।
শুভক্ষণে তার সহ করিল রমণ ॥
নবীন সঙ্গম সতী সহিতে না পারে ।
হর্ষভরে যুচ্ছাপ্রাপ্তা হয় বারে বারে ॥
হরকোপে ভয়ীভূত হয়েছিল কাম ।
কল্লিণীর গর্ভে পুনঃ জন্মে গুণধাম ॥
শম্বর দৈত্যেরে কাম করিয়া সংহার ।
রূপসী রত্নেরে লাভ করিল আবার ॥
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
কিন্নরে শম্বরে কাম করিল নিধন ॥
সেই কথা জানিবারে কোঁতুল হয় ।
বিস্তারিয়া সব কথা কহ মহাশয় ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
কামদেব জন্ম যবে করিল-এইণ ॥
সাত দিন পরে আসি শম্বর সেথায় ।
সূতিকান্তবন হ'তে চুরি করে তাই ॥
নবজাত শিশু ল'বে পুলকিত মনে ।
শম্বর প্রস্থান করে আপন ভবনে ॥
সন্তানবিহীন ছিল শম্বর অম্বর ।
কামেরে লভিয়া ভুক্ত হইল প্রচুর ॥
আপন আলায়ে দৈত্য আসিয়া সহরে ।
শিশুরে অর্পণ করে নিজ পত্নীকোড়ে ॥
দৈত্যপত্নী মায়াবতী সুপ্রসন্ন মনে ।
পালন করিল শিশু অতি সম্বতনে ॥
একদিন সুগোপনে মায়াবতী প্রতি ।
চুপে চুপে কহিলেন দেবী সরস্বতী ॥
শুন শুন মায়াবতি আমার বচন ।
শিবকোপে তব স্বামী ভয়ীভূত হন ॥
এই পুত্র তব পতি কহিনু তোমাঘ ।
কল্লিণীর গর্ভে আসি জন্মে পুনরায় ॥
তাহারে শম্বর দৈত্য করিয়া হরণ ।
তোমার নিকটে চুপে করে আনয়ন ॥

পুত্রের সমান যারে করিছ পালন ।
সেই শিশু তব পতি, নহেক নন্দন ॥
অনন্তর কামদেবে সযোজন করি ।
হৃদুভাবে কহিলেন ভারতী ঈশ্বরী ॥
শুন হে কন্দর্প তুমি রুস্বিগী নন্দন ।
শম্বর অম্বর তোমা করিল হরণ ॥
এই সতী তব পত্নী, রতি নাম তার ।
তার সহ কর এবে পত্নী ব্যবহার ॥
শুন কাম তব পত্নী তোমার বিহনে ।
রোদন করিছে সদা শোকাকুল মনে ॥
তোমাদের পুনরায় হইল মিলন ।
এইবার মনোহুখে রহ দুইজন ॥
তাহাদের এইরূপ কহিয়া বচন ।
ব্রহ্মলোকে সরস্বতী করিলা গমন ॥
অনন্তর কামদেব হুপ্রসন্ন মনে ।
নানাবিধ ক্রীড়া করে মায়াবতী সনে ॥
একদিন হুগোপনে মদন যখন ।
মায়াবতী সহ হুখে করিছে রমণ ॥
সহসা শম্বর দৈত্য আসিয়া সেথায় ।
হুভেদে সেই দৃশ্য দেখিবারে পায় ॥
কুপিত হইয়া দৈত্য কামদেবে কয় ।
অতীব লম্পট তুই হীন অতিশয় ॥
তোর সম মহাপাপী কেবা আছে আর ।
মাতার সহিত তুই করিস শৃঙ্গার ॥
তারপর কহে দৈত্য মায়াবতী প্রতি ।
কায়ুকী পুংসলী তুই অতীব অসতী ॥
নিজপুত্র সহ তুই করিস বিহার ।
তোর সম পাপীদসী কেবা আছে আর ॥
এই কথা বলি দৈত্য মদনের প্রতি ।
নিক্ষেপ করিল খড়্গ ক্রোধভরে অতি ॥
কামের শরীরে লাগি খড়্গ ভঙ্গ হয় ।
ধাইয়া আসিল দৈত্য ক্রোধে অতিশয় ॥
ধসিয়া রতির কেশ শম্বর তখন ।
হিতাহিত ভুলি যায় করিতে হনন ॥

তখন মদন তারে আঘাত করিল ।
সে আঘাতে দৈত্যবর ভূমিতে পড়িল ॥
ভূমি হৈতে উঠি দৈত্য মহাক্রুদ্ধমন ।
শিবদত্ত শূল হাতে করিল গ্রহণ ॥
শত সূর্য্যসম দীপ্ত শূল ভয়ঙ্কর ।
সে শূল দেখিয়া কাঁপে বিশ্বচরাচর ॥
মদনের কাণে আসি কহিল পবন ।
শীত্র তুমি দুর্গানাম করহ স্মরণ ॥
পবনের বাক্য শুনি মদন তখন ।
মনে মনে দুর্গানাম করিল স্মরণ ॥
স্মরিতে দুর্গার নাম শূল ভয়ঙ্কর ।
হইল পুন্সের মাল্য অতি মনোহর ॥
অনন্তর ব্রহ্ম-অস্ত্র করিয়া গ্রহণ ।
শম্বরে মদনদেব করিল নিধন ॥
তারপর রতিন্ধর আনন্দিত মনে ।
মদন গমন করে দ্বারকাভবনে ॥
পুত্রেরে দর্শন করি রুস্বিগী তখন ।
গ্রহণ করিল অতি পুলকিত মন ॥
নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয় ।
এইবার কহি আমি প্রকৃত বিষয় ॥
কালিন্দী লক্ষ্মণা সত্য। নাগজিতী সতী ।
রূপবতী সত্যভামা আর জাম্ববতী ॥
এই সব রমণীরা রমণীর মনে ।
বিহার করিলা কৃষ্ণ অতি ফুল্ল মনে ॥
কালক্রমে এই সব রমণী-উদরে ।
কছা আর পুত্রগণ জন্ম লাভ করে ॥
তারপর একদিন কৃষ্ণ সনাতন ।
নরক নামেতে দৈত্য করিলা নিধন ॥
যুর নামে দৈত্য এক ছিল ভয়ঙ্কর ।
তাহারে নিধন কৃষ্ণ করে অতঃপর ॥
রূপবতী কছা ছিল বোড়শ হাজার ।
তাদের বিবাহ হরি করিলা এবার ॥
সেই সব পত্নী ল'য়ে কৃষ্ণ সনাতন ।
শুভক্ষণে যথাক্রমে করিলা রমণ ॥

তাহাদের গর্ভ হ'তে শুন মতিমান ।
 জন্মলাভ করে বহু সন্ততি-সন্তান ॥
 একদা দুর্বাসা মুনি শিষ্যদের সনে ।
 হৃষ্ট মনে আসিলেন দ্বারকাভবনে ॥
 উগ্রসেন নরপতি হেরিয়া তাহারে ।
 প্রণাম করিলা তারে ভক্তি-সহকারে ॥
 একানংশা নামে ছিল কছা রূপবতী ।
 রূপে গুণে অনুশমা হুল্লল্লগা অতি ॥
 সেই কছা বাহুদেব প্রফুল্ল অন্তরে ।
 শুভক্ৰমে দান করে দুর্বাসা প্রবরে ॥
 মনিপুঙ্গবের তরে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 রত্নের আঞ্জলি এক করিলা প্রদান ॥
 রত্নের মন্দিরে গিয়া দুর্বাসা প্রবর ।
 কছাসহ রত্নক্রীড়া করিল বিস্তর ॥
 একদিন মূনিবর করিল দর্শন ।
 সর্বত্র শ্রীভগবান্ বিরাজিত রন ॥
 কোথাও করিছে ক্রীড়া কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 কোথাও শ্রীভগবান্ শুনিছে পুরাণ ॥
 কোনো গৃহে করে কৃষ্ণ তাশুল চর্ষণ ।
 কোনো গৃহে স্থপ্ত আছে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 বিশ্বম্বে দুর্বাসা মুনি যেই গৃহে যায় ।
 ভগবান্ শ্রীহরিরে হেরিল সেথায় ॥
 মুগ্ধ হ'য়ে মূনিবর ভক্তি-সহকারে ।
 শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্ততি করে বারে বারে ॥
 জগতের প্রভু তুমি কৃষ্ণ সনাতন ।
 সবার ঈশ্বর তুমি প্রভু জনার্দন ॥
 গুণমায়াভীত তুমি নিত্য নিরঞ্জন ।
 নিরাকার পরব্রহ্ম জীবের জীবন ॥
 নির্লিপ্ত সর্বেশ তুমি করুণাসাগর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥
 সত্যের স্বরূপ তুমি অনির্বচনীয় ।
 পরমাত্মা তুমি প্রভু সদা অধিতীয় ॥
 ব্রহ্মা শিব অনন্তাদি যত দেবগণ ।
 তোমার চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥

বেদের অতীত তুমি কৃপা-অবতার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 দুর্বাসার এই স্তব করিয়া শ্রবণ ।
 যুগুতাবে কহিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥
 শিব-অংশজাত তুমি দুর্বাসা প্রবর ।
 সুপ্রসন্ন হইয়াছি তোমার উপর ॥
 সকলের আত্মারূপী আমি ভগবান্ ।
 সবার ঈশ্বর আমি সকলের প্রাণ ॥
 জীবদেহে যবে আমি বিরাজিত হই ।
 সে সময় আমি শুধু ভিন্নরূপে রই ॥
 যখন গোলোকে আমি করি অবস্থান ।
 পূর্ণতম হই সেথা আমি ভগবান্ ॥
 শ্রীদামের অভিশাপে রাখা বিনোদিনী ।
 আমার বিরহ ভোগ করিছেন তিনি ॥
 সব স্থানে অংশরূপে আমি বিদ্যমান ।
 অংশরূপে প্রাণিদেহে করি অবস্থান ॥
 আমার অংশের অংশ কোন স্থানে রয় ।
 মোর অংশ রহিয়াছে সারা বিশ্বময় ॥
 এই কথা বলি তারে কৃষ্ণ সনাতন ।
 ভবনের অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥
 পরমার্থ জ্ঞান তাহে দুর্বাসা লভিল ।
 ভোগের বাসনা তার দূরীভূত হ'ল ॥
 দুর্বাসা নিজের পত্নী করি পরিহার ।
 হরি-তপস্তায় যায় বনের মাঝার ॥
 এত বলি নারায়ণ মৌন হ'য়ে রন ।
 অতঃপর কি ঘটিল শুন দ্বিধা মন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিশপুস্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুঃসংস্কৃতিভ্যম অশ্যাম

পার্বতী উপদেশে দুর্ভাসা কৈলাস হইতে দাবকা-
গমন ও সংক্ষেপে মহাভাবত কথন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক
অবানক ও শাব বধ, শিশুপাল ও দত্তবক্র বধ,
দৈবকীকে যুতপুত্র দান, পাবিকাত হরণ এবং
লত্যাভাব পুণ্যকব্রত অগুষ্ঠান ।

ছাড়িয়া দ্বারকাপুরী দুর্ভাসা প্রবর ।
শিষ্য সহ কৈলাসেতে আসিল সত্বর ॥
পার্বতী ও শিবে হেরি মুনি গুণধাম ।
ভক্তিস্তরে তাঁহাদের করিল প্রণাম ॥
সমস্ত ব্রতাস্ত শুনি ঈশ্বরী পার্বতী ।
যুহু যুহু হাশু কবি কহে তার প্রতি ॥
আপনারে ভাব ভূমি ধর্মপরাধণ ।
ধর্মের স্বরূপ নাহি জান কদাচন ॥
পুত্রহীনা নিজ পত্নী করিয়া বর্জন ।
কোথায় চলিছ ভূমি তপত্যা-কারণ ॥
পুত্র জন্মিবার পূর্বে যদি কোন জন ।
যুবতী পত্নীরে কভু করিয়া বর্জন ॥
প্রবাসে বা দূরদেশে নিরন্তর রয় ।
ধর্মহানি হয় তার, মোক্ষ নাহি হয় ॥
পত্নীরে বর্জন করি যাব যেই জন ।
অবশ্যই নরকে সে করিবে গমন ॥
শুন শুন বিপ্র ভূমি যদি ইচ্ছা চাও ।
পুনরায় পত্নীকাছে দ্বারকাষ ঘাও ॥
যোর অংশরূপা সেই একানংশা সতী ।
তাহারে পালন কর সম্বতনে অতি ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধ্যান করে যাঁর ।
কোথায় চলিলে তারে করি পরিহার ॥
স্বপ্নযোগে হেরে যেই কৃষ্ণের চরণ ।
সর্বপাপ হ'তে মুক্তি লভে সেইজন ॥
কৃষ্ণের করুণা লাভ করে যেইজন ।
কর্মের বন্ধন তার হইবে মোচন ॥
সেই কৃষ্ণ ভগবানে করিয়া বর্জন ।
তপত্যা তরে কোথা কবিছ গমন ॥

পার্বতীর এই বাক্য শুনি অতঃপর ।
দ্বারকাষ যায় স্বরা দুর্ভাসা প্রবর ॥
প্রথমে শ্রীভগবানে করিয়া দর্শন ।
নিজ পত্নী কাছে মুনি করিল গমন ॥
এদিকে হস্তিনাধামে রাজা যুধিষ্ঠির ।
কৃষ্ণেরে হেরিতে হয় অতীব অধীর ॥
পাণ্ডুতনয়ের সেই পাইয়া আহ্বান ।
হস্তিনানগরে যান কৃষ্ণ ভগবান ॥
নারায়ণে নতি করি ভাই পঞ্চজন ।
বসিতে আসন দিল স্বর্ণ-সিংহাসন ॥
শ্রীহরি জিজ্ঞাসা করে বলহ রাজন্ ।
স্মরণ করিলে মোরে কিসের কারণ ॥
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সবিনয়ে কথ ।
রাজসূষ যজ্ঞ ইচ্ছা করি দয়াময় ॥
পাণ্ডবের বন্ধু ভূমি পাণ্ডবের নাথ ।
পরামর্শ দেহ মোরে ওহে বিশ্বনাথ ॥
শ্রীহরি বলেন শুন ধর্মের তনয় ।
অতীব সম্মানপ্রদ এই যজ্ঞ হয় ॥
কিন্তু এক বিষয় আছে শুনহ রাজন্ ।
জরাসন্ধ মগধের নৃপতি দুর্জয় ॥
কর দিবে অবনীতে যত রাজগণ ।
কিন্তু দুই জরাসন্ধ করিবে বারণ ॥
শিশুপাল আদি যত দুই নরপতি ।
এই কার্যে দিবে বাধা শুন মহামতি ॥
জরাসন্ধ নরপতি মহা শক্তিমান ।
দ্বিতীয় নাহিক কেহ তাহার সমান ॥
সেই হেতু মম বাক্য করহ শ্রবণ ।
সর্বপ্রাণে করহ তার বিনাশ সাধন ॥
ভীমার্জুন মম সঙ্গে করুক গমন ।
জরাসন্ধ দুরাচারে করিব নিধন ॥
ইহা শুনি যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুনে।
দিলেন কৃষ্ণের সনে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
শিবপূজা করে যেথা মগধ রাজন্ ।
সেই স্থানে উপনীত হয় তিনজন ॥

শ্রীহরি বলেন তারে ওহে নরনার ।
 পরাধীন করিয়াছ অনেক রাজায় ॥
 তাদের মোচন হেতু রাজা যুধিষ্ঠির ।
 রাজসূয় অনুষ্ঠান করিবেন স্থির ॥
 সেই হেতু ভীমার্জুন আমার সহিতে ।
 আসিয়াছে তব সনে সমর করিতে ॥
 এই তিনজন মাঝে যারে ইচ্ছা হয় ।
 তার সনে কর যুদ্ধ ওহে মহাশয় ॥
 এতেক বচন শুনি অতি রোষভরে ।
 জরাসন্ধ কটুবাণ্য বলে সবাকারে ॥
 বলিলেন ওরে কৃষ্ণ তুই পাণাচার ।
 ননীচোরা সঙ্গে যুদ্ধ কি করিব আর ॥
 অর্জুন অতীব শিশু পাণ্ডুর নন্দন ।
 তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় শোভন ॥
 বীর বলি বোধ হয় এই ভীমসেনে ।
 সমর করিতে পারি আমি এর সনে ॥
 এত বলি গদা হস্তে লয় ভয়ঙ্কর ।
 ভীম আর জরাসন্ধে বাঁধিল সমর ॥
 তিন দিন মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল ।
 কেহ কারে পরাজিত করিতে নারিল ॥
 উপবাসে ছিল জরাসন্ধ নৃপবর ।
 তেজোহীন হয় দেহ, হইল কাতর ॥
 দুই বাছ প্রসারিয়া ভীম তারে ধরে ।
 বিদীর্ণ করিয়া দেহ দুই ভাগ করে ॥
 কৃষ্ণের ইচ্ছায় ঘটে অপূর্ব ঘটন ।
 কোশলেতে জরাসন্ধে করিলা নিধন ॥
 শাশ্বরে সংহার করি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 করালেন রাজসূয় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ॥
 সেই যজ্ঞলভা মাঝে শ্রীমদুদন ।
 শিশুপাল দন্তবজ্রে করিলা নিধন ॥
 রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করি ।
 কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ করিলেন হরি ॥
 বহুকাল সেই স্থানে করি অবস্থান ।
 দ্বারকায় শ্রীপৌন্ড্র করিলা প্রস্থান ॥

যুত সহোদরগণে করি প্রাণদান ।
 জননীয়ে দান করে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 হৃদ্যামা ব্রাহ্মণ ছিল দীন অতিশয় ।
 তাহার দারিদ্র্য হরে হরি দয়াময় ॥
 তারপর স্বর্গ হ'তে কৃষ্ণ জনার্দন ।
 দেবেশ্বের পারিজাত করিলা হরণ ॥
 অনন্তর হৃষ্টমনে হরি ভগবান্ ।
 পবিত্র পুণ্যকত্রত সত্যারে করান ॥
 উদ্ধবেরে জ্ঞান দান করে ভগবান্ ।
 অর্জুনেরে উপদেশ করিলেন দান ॥
 তারপর জনার্দন রৈবত পাহাড়ে ।
 গণেশের পূজা করে ভক্তি-সহকারে ॥
 কুষ্ঠ-রোগে ভোগে শাস্ত্র বহুকাল ধরে ।
 শ্রীহরির উপদেশে সূর্য পূজা করে ॥
 সমুদ্র হইয়া সূর্য শাশ্বের পূজায় ।
 বর দান করিলেন আসিবা তথায় ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা হৃদ্যার সমান ।
 শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥
 তাপদম্ব নরনারী মঙ্গলের তরে ।
 পুরাণ শ্রবণ কর একান্ত অন্তরে ॥
 অসার সংসার দিন বুঝা কেটে যায় ।
 ভুলিয়া রয়েছ সবে বিষ্ণুর মায়ায় ॥
 মোহ-নিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ ।
 একমনে ভজ সেই কৃষ্ণের চরণ ॥
 হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয় ।
 হরি হরি ভজ জীব সকল সময় ॥
 ভক্তবাহু কল্লতরু কৃষ্ণ সনাতন ।
 ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥
 যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার ।
 এ জগতে কোন ভয় থাকে না তাহার ॥

শ্রীকৃষ্ণরথশ্রেণী চতুঃশততিম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চসন্ততিভয় অশ্যাস্ত্র

উষা ও অনিরুদ্ধের স্বপ্নসমাগম, চিত্তলেখা কর্তৃক
অনিরুদ্ধ হরণ এবং উষা ও অনিরুদ্ধের
গান্ধর্ব বিবাহ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোদন ।
প্রহ্লাদ প্রবর ছিল কৃষ্ণের নন্দন ॥
অনিরুদ্ধ ছিল সেই প্রহ্লাদ-তনয় ।
বিধাতার অংশজাত গুণী অতিশয় ॥
একদিন অনিরুদ্ধ পুষ্পের শয্যায ।
স্বপ্নে এক যুবতীর দেখিবারে পায় ॥
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার ।
বিকচ-কমল-সম নেত্র চমৎকার ॥
নয়নে রচিত তার কজল হৃন্দর ।
খগরাজ-সম নাসা অতি মনোহর ॥
মস্তকেতে শোভা পায় কবরীর ভার ।
সারা অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার ॥
পঙ্ক-বিন্দু-সম তার ওষ্ঠ ও অধর ।
মুক্তা-সম দন্তরাজি অতি মনোহর ॥
শ্রীফল সদৃশ স্তন কঠিন-বর্জুল ।
গজেন্দ্রাণী সম তার উরু সুবিপুল ॥
বিশাল নিতম্বভারে বিনত্রা যুবতী ।
কটাক্ষে দর্শন করে অনিরুদ্ধ প্রতি ॥
কামাতুরা যুবতীরে করিয়া দর্শন ।
মুহুর্তে অনিরুদ্ধ করে সম্ভাষণ ॥
কি নাম তোমার বল কাহার নন্দিনী ।
কোথাব আবাস তব ভুবনমোহিনী ॥
তোমার রূপেতে আজি মুগ্ধ মোর মন ।
কহ বালা কোথা হ'তে তব আগমন ॥
শক্তি হতেছ তুমি কিসের কারণ ।
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র আমি কন্দর্প-নন্দন ॥
রূপবান্ যুবা আমি শুন রূপবতি ।
কামশাস্ত্রে হনিপূণ হই আমি অতি ॥

রতিবীর রতিপুঞ্জ রতিরসপ্রিয় ।
রতিশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত আমি অদ্বিতীয় ॥
শুন লো হৃন্দরি নাহি লজ্জার কারণ ।
অতি সুখকর হবে মোদের মিলন ॥
অনিরুদ্ধ-যুখে শুনি এহেন বচন ।
লজ্জাভরে কহে তারে যুবতী তখন ॥
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র তুমি প্রহ্লাদ-তনয় ।
যোগ্যা নারী কেন নাহি কর পরিণয় ॥
বিবাহিতা পত্নী সদা হয় পুণ্যবতী ।
পতির সঙ্গিনী নিত্য হয় সেই সতী ॥
গুপ্ত পত্নী হয় সদা ভয়ের কারণ ।
আজ্ঞাসঙ্গিনী নাহি হয় সেইজন ॥
অযশ প্রদান করে সেই পত্নীগণ ।
নরকের দ্বার তারা হয় সর্বক্ষণ ॥
উচ্চবংশজাত যেই বিষ্ণুপরায়ণ ।
গুপ্ত পত্নী সেইজন না করে ভজন ॥
ধর্মপত্নী নিরন্তর পতিব্রতা হয় ।
প্রশংসিতা হয় তারা সকল সময় ॥
পরনারী ভোগ যদি করে কোন জন ।
সবংশে নরকে সেই করিবে গমন ॥
শিবভক্ত বাগরাজ অতি গুণধাম ।
তাহার নন্দিনী আমি, উষা মোর নাম ॥
পতিব্রতা নারী কভু না হয় স্বাধীন ।
স্বাধীনতা তাহাদের নাহি কোন দিন ॥
বাল্যে রক্ষা করে পিতা যৌবনেতে পতি ।
বার্দ্ধক্যেতে রক্ষা করে সন্তান সন্ততি ॥
যোগ্য পাঁত্রে পিতা করে নন্দিনীরে দান ।
সনাতন ধর্ম ইহা শুন মতিমান্ ॥
আমারে গ্রহণে যদি ইচ্ছা তব হয় ।
বাণের নিকটে তবে কহ মহাশয় ॥
এই কথা কহি কণ্ঠা অন্তর্হিতা হয় ।
কামনন্দনের নিজা ভাঙ্গে সে সময় ॥
প্রাতঃকালে অনিরুদ্ধ জাগিল যখন ।
প্রাণপ্রিয়া যুবতীরে না করে দর্শন ॥

উষার বিরহে হয় পাগলের প্রায় ।
 আহার বিহার ত্যজি করে হায় হায় ॥
 তাহার এরূপ ভাব করিয়া দর্শন ।
 অতি বিচলিতা হয় কৃষ্ণপত্নীগণ ॥
 তখন সবারে ডাকি কহে সনাতন ।
 শুন শুন সতীগণ আমার বচন ॥
 বাণের নন্দিনী উষা রূপসী যুবতী ।
 কামবাণে হইয়াছে ব্যাকুলিতা অতি ॥
 পার্বতীর কাছে উষা বর লভিয়াছে ।
 তাহারেই অনিরুদ্ধ স্বপ্নে হেরিয়াছে ॥
 আমিও প্রমত্তা তারে করিব স্বপনে ।
 অনিরুদ্ধ-তরে চিন্তা নাহি কর মনে ॥
 কৃষ্ণের চক্রান্তে উষা স্বপনের মাঝে ।
 হেরিল যুবক এক পালঙ্কে বিরাজে ॥
 নব-জলধর-সম শ্যাম কাস্তি তার ।
 যুহু যুহু হস্ত যুবা করে অনিবার ॥
 কোটি কন্দর্পের সম রূপ মনোহর ।
 পরিধানে গীত বস্ত্র হুচারু সুন্দর ॥
 রত্নের কেয়ুর আর রত্নের বলয় ।
 নখর অঙ্গেতে তার শোভে অতিশয় ॥
 কুণ্ডল যুগল তার শোভে গুণ্ডলে ।
 উজ্জ্বল মালতীমালা শোভা পায় গলে ॥
 স্বপ্ন-মাঝে যুবকেরে করিয়া দর্শন ।
 তার কাছে সাক্ষী উষা করিল গমন ॥
 কামবাণে প্রেীড়িত হ'য়ে অস্তিশয় ।
 সলজ্জ বদনে উহা অনিরুদ্ধে কয় ॥
 কে তুমি সুন্দর যুবা কামেতে মগন ।
 বল বল কোথা হ'তে কর আগমন ॥
 আমি অতি কামাতুরা হইয়াছি আজ ।
 আমারে ভজনা কর, নাহি কোন লাজ ॥
 তোমা প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি আমি ।
 তুমি মোর প্রাণকান্ত হৃদয়ের স্বামী ॥
 গন্ধর্ব্ব বিবাহ মোরে কর স্বরা ক'রে ।
 স্পৃহাবতী হইয়াছি তোমার উপরে ॥

উষার বচন শুনি অনিরুদ্ধ কয় ।
 শ্রীকৃষ্ণের পৌজ আমি কামের তনয় ॥
 তাঁদের অজ্ঞাতসারে শুন বরাননে ।
 তোমাতে বিবাহ আমি করিব কেমনে ॥
 এই কথা বলি তবে কামের তনয় ।
 দ্রুতগতি সেথা হ'তে অন্তর্হিত হব ॥
 নিদ্রাত্যাগ করি উষা করে হাহাকার ।
 কাস্তের বিরহে সতী কান্দে বার বার ॥
 চিত্রলেখা নামে ছিল উষা-সহচরী ।
 দৈত্যরাজ বাণ কাছে যায় দ্বরা করি ॥
 বাণ আর বাণপত্নী যেই স্থানে ছিল ।
 চিত্রলেখা গিয়া সেথা সব নিবেদিল ॥
 দুর্গা শিব কার্তিকেয় আর গণপতি ।
 তাদেরে কহিল গিয়া চিত্রলেখা সতী ॥
 সমস্ত শুনিয়া কহে গণেশ তখন ।
 চিত্রলেখা দ্বারকাষ করুক গমন ॥
 অনিরুদ্ধে আকর্ষণ করিয়া দ্বরাষ ।
 চুপে চুপে আনয়ন করুক হেথাষ ॥
 মহাদেব কহিলেন গণেশের প্রতি ।
 এ কাজ করিতে হবে সুগোপনে অতি ॥
 এ বিষয় বাণ যেন শুনিতে না পায় ।
 কার্যকালে হও তুমি তাহার সহায় ॥
 সকলের আগোচরে চিত্রলেখা সতী ।
 দ্বারকা প্রবেশ করে হৃৎমনে অতি ॥
 অনিরুদ্ধ ছিল গৃহে নিদ্রায় মগন ।
 যোগবলে চিত্রলেখা করিল ইরণ ॥
 রথে করি অনিরুদ্ধে চিত্রলেখা সতী ।
 শোণিতপুরেতে আনে অতি শীঘ্রগতি ॥
 প্রাতঃকালে অনিরুদ্ধে না করি দর্শন ।
 হায় হায় করে যত কুলনারীগণ ॥
 তাদেরে সান্ধনা দান করি ভগবান্ ।
 শোণিতনগরে শীঘ্র করিলা প্রস্থান ॥
 শাস্ত্র কাম সকলেই যায় সাথে সাথে ।
 শঙ্খ চক্র গদা কৃষ্ণ লইলেন হাতে ॥

এদিকেতে অনিরুদ্ধে করি আনয়ন ।
 উষা সনে সবে তার ঘটায় মিলন ॥
 কামপুত্র অনিরুদ্ধ আনন্দিত প্রাণে ।
 উষারে বিবাহ করে গান্ধর্ব-বিধানে ॥
 কামাতুর অনিরুদ্ধ যুবতীর সনে ।
 নানাবিধ ক্রীড়া করে পরিতৃপ্ত মনে ॥
 নবসঙ্গের স্নেহে মুচ্ছা যায় সতী ।
 দিবারাত্র ক্রীড়া করে না জানে বিরতি ॥
 কামশাস্ত্র-বিশারদ প্রত্ন্যঙ্গ-তনয় ।
 নানাভাবে ক্রীড়া করে তৃপ্তি নাহি হয় ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুধাময় ।
 শ্রবণ করিলে সব চুঃখ নাশ হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

বন্ধক-যুখে উষাব গর্ভবার্ত্তা শ্রবণে জুহু বাণের
 প্রতি মহাদেবদেব হিতোপদেশ, বাণাস্রবেব
 যুদ্ধবাত্রা এবং বাণ ও অনিরুদ্ধ
 সম্বাদ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয় ।
 বাণের নিকটে কহে রক্ষী সমুদয় ॥
 শুন প্রভু, তব কন্ধ্যা তব অগোচরে ।
 কন্দর্প-তনয় সহ রতি ভোগ করে ॥
 রূপবান্ অনিরুদ্ধে করি আনয়ন ।
 চিত্রলেখা উষা সহ ঘটায় মিলন ॥—
 অনুবস্ত্র হইবাছে উষা তার প্রতি ।
 গর্ভবতী হইবাছে উষা রূপবতী ॥
 সর্বদেহে নথক্ষত হইবাছে তার ।
 পতিসহ রতি ভোগ করে অনিবার ॥
 অনিরুদ্ধে ছাড়ি আর রহিতে না পারে ।
 কটাক্ষে বদন তার হেবে বারে বারে ॥
 রক্ষিযুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
 দৈত্যশিরোমণি হয় ক্রোধে নির্মগন ॥

রাজ—৪০

থরু থরু অঙ্গ তার কাঁপে ক্রোধভরে ।
 ছঙ্কার করিয়া বাণ চলিল সমরে ॥
 গণেশ কার্ত্তিক আর ভোলা পঞ্চানন ।
 উপদেশ দিয়া তারে করে নিবারণ ॥
 শঙ্কর কহিলা তারে, শুন দৈত্যরাজ ।
 নীতিযুক্ত বাক্য আমি কহিতেছি আজ ॥
 পৃথিবীর ভার সব করিতে হরণ ।
 ভারতে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হন ॥
 চক্রপাণি ভগবান্ বিধির বিধাতা ।
 প্রকৃতি হইতে ভিন্ন কশ্মফল-দাতা ॥
 গুণমায়াতীত তিনি পরম ঈশ্বর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ তারে ধরে কলেবর ॥
 তার পৌত্র অনিরুদ্ধ, শুন দৈত্যপতি ।
 হরিসহ যুদ্ধ করা অসম্ভব অতি ॥
 ইচ্ছা যদি কবে প্রভু কৃষ্ণ দয়াময় ।
 নিমেষ মাঝারে সর্ব-বিশ্ব ধ্বংস হয় ॥
 পার্বতী কহিলা তারে, শুন দৈত্যবর ।
 শ্রীহরির সহ ভূমি না কর সমর ॥
 ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি করে বাঁচ ধ্যান ।
 পরিপূর্ণতম তিনি কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 গণপতি আদি সবে তাঁর ধ্যান করে ।
 যোগিগণ ধ্যান করে সভক্তি-অন্তরে ॥
 সবার কারণ তিনি, সবার ঈশ্বর ।
 জ্ঞানিগণ ধ্যান তাঁর করে নিরন্তর ॥
 গণেশ কহিল তারে, শুন দৈত্যরাজ ।
 বলিগুজ হ'য়ে ভূমি করিছ কি কাজ ॥
 তোমা সম মৃত আর আছে কোন্ জন ।
 শ্রীহরির সহ যাও কবিবারে রণ ॥
 কার্ত্তিক কহিল তারে, শুন দৈত্যরাজ ।
 কোন্ বলে বলী ভূমি হইবাছ আজ ॥
 হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরে করে যে নিধন ।
 তার সহ যাও ভূমি করিবারে রণ ॥
 যদি নিজ ইচ্ছা চাও অহর প্রবর ।
 কৃষ্ণপৌত্রসহ তবে না কর সমর ॥

তাহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 কুপিত অন্তরে কহে দানব তখন ॥
 শুন মাতা দুর্গাদেবি, শুন পঞ্চানন ।
 গণেশ, কার্তিক, শুন আমার বচন ॥
 শুভাশুভ ঘটে সব কৰ্ম্ম-অনুসারে ।
 কৰ্ম্মফল কেহ কভু এড়াতে না পারে ॥
 যাহার হাতেতে আছে মরণ-লিখন ।
 অবশ্য ঘটিবে তাহা জানি অনুক্ষণ ॥
 নিয়তি-লজ্জনে কেহ সৰ্ব্ব না হয় ।
 সময় করিতে আমি নাহি পাই ভয় ॥
 সমরে বিজয়ী হ'লে যশ লাভ হবে ।
 যুদ্ধে যত্ন হ'লে হয় স্বর্গবাস তবে ॥
 শিব দুর্গা যে নগর করিছে রক্ষণ ।
 সে নগর হ'তে কত্যা করিল হরণ ॥
 ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমার জীবনে ।
 সক্ষম না হই আমি কত্কার রক্ষণে ॥
 যুদ্ধস্থলে অনিরুদ্ধে করিয়া হনন ।
 আমার কত্কারে আমি করিব নিধন ॥
 এই কথা কহি বাণ অতি রোষভরে ।
 রথে আরোহণ করি চলিল সমরে ॥
 শিবের আদেশ পেয়ে কার্তিক তখন ।
 সেনাপতি হ'য়ে সাথে করিল গমন ॥
 এদিকেতে পার্শ্বতীর দূত একজন ।
 অনিরুদ্ধ কাছে গিয়া করে নিবেদন ॥
 শুন শুন অনিরুদ্ধ জানাই তোমায় ।
 যুদ্ধ তরে বাণরাজ আসিছে হেথায ॥
 তাহার কত্কারে তুমি করিলে হরণ ।
 ত্রুদ্ধ হ'য়ে আসে বাণ করিবারে রণ ॥
 দূতের বচন শুনি কাঁপে উষা সতী ।
 দুর্গারে স্মরণ করি কহিল যুবতী ॥
 রক্ষা কর রক্ষা কর মোর প্রাণেশ্বরে ।
 অভয় প্রদান কর এ ঘোর সমরে ॥
 জগতের মাতা তুমি কি কহিব আর ।
 রক্ষা কর রক্ষা কর স্বামীরে আমার ॥

অস্ত্রশস্ত্রে হুসজ্জিত হ'বে তারপর ।
 বীর অনিরুদ্ধ যায় করিতে সমর ॥
 অনিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে করিয়া দর্শন ।
 কুপিত হইয়া বাণ কহিল তখন ॥
 অরে অরে পাণাধম, অরে দুরাচার ।
 নীতিশাস্ত্র বিবজ্জিত তুই কুলাঙ্গার ॥
 তোর পিতা শম্বরেরে করিয়া নিধন ।
 তার পত্নী অনায়াসে করিল হরণ ॥
 সেই রমণীর গর্ভে জন্ম তোর হয় ।
 অকুলীন তুই অতি, হীন অতিশয় ॥
 তোর পিতামহ কৃষ্ণ নন্দের নন্দন ।
 অতীব লম্পট দুহুত জানে সর্বজন ॥
 গোপীদের উপপতি তোর পিতামহ ।
 পরনারীসহ ক্রীড়া করে অহরহ ॥
 পুতনারে সন্ত বধ করিল সে জন ।
 কুজা রমণীর করে বিনাশ-সাধন ॥
 দুর্বল নরকাত্তরে করিয়া সংহার ।
 তার পত্নীদের কৃষ্ণ হরিল আবার ॥
 ভীষ্মক-হুহিতা ছিল রুগিণী যুবতী ।
 তাহারে হরণ কৃষ্ণ করিল সম্প্রতি ॥
 কোরব পাণ্ডব মাঝে পিতামহ তোর ।
 কোশলেতে বাধাইল রণ অতি ঘোর ॥
 শিশুপাল দম্ববজ্র আদি যারা ছিল ।
 তোর পিতামহ কৃষ্ণ সবে বিনাশিল ॥
 জরাসন্ধ বধ হ'ল কোশলে তাহার ।
 পারিজাত-পুষ্প কৃষ্ণ হরিল আবার ॥
 মাভুল কংসেরে দুহুত করিয়া নিধন ।
 তাহার সর্বশ্ব নিজে করিল হরণ ॥
 তোর বংশ অতি হীন কি কহিব আর ।
 পরম লম্পট তোরা অতি দুরাচার ॥
 বাণের বচন শুনি ত্রুদ্ধ হ'বে অতি ।
 উচ্চৈঃস্বরে অনিরুদ্ধ কহে তার প্রতি ॥
 বৃথা নিন্দা কর কেন শুন মৈত্য়রাজ ।
 আপনার পরিচয় দিব আমি আজ ॥

যোর পিতা কামদেব ব্রহ্মার নন্দন ।
কর্ষফলে শিবকোপে ভস্মীভূত হন ॥
কৃষ্ণপুত্ররূপে পিতা জন্মিল আবার ।
ত্রিভুবন বসীভূত অস্ত্রেতে তাঁহার ॥
আমার জননী রতি ছারারূপ ধরে ।
শয়নসঙ্গিনী হয় শশ্বরের ঘরে ॥
শশ্বর দৈত্যেরে পিতা করিয়া নিধন ।
নিজপত্নী পুনরায় করিল গ্রহণ ॥
চতুর্বেদ যাঁরে কভু বর্ণিতে না পারে ।
কিরূপে সামান্য দৈত্য বুঝিবে তাঁহারে ॥
মোব পিতামহ কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর ।
দেবগণ তাঁর ধ্যান করে নিরন্তর ॥
আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় ।
শঙ্করে জিজ্ঞাসা কর সকল বিষয় ॥
শ্রীদামের অভিলাষে কৃষ্ণের আদেশে ।
রাধিকা শ্রীবৃন্দাবনে জন্মে অবশেষে ॥
ত্রিংশকোটি গোপিকারা রাধিকার সনে ।
গোলোক হইতে সবে আসে বৃন্দাবনে ॥
সেই পত্নীগণে ল'য়ে রাসের মাঝার ।
রসরাজ ভগবান করেন বিহার ॥
গোপের শিশুর বেশ করিয়া ধারণ ।
গাভীগণে ভগবান করেন রক্ষণ ॥
শুন শুন দৈত্য তব ভগিনী পুতনা ।
কৃষ্ণেরে পুত্রের রূপে করিল কামনা ॥
সে কারণে কৃষ্ণ তার স্তন পান করে ।
ধ্বংস করিল তারে গোলোক-নগরে ॥
পূর্বজন্মে কুজানারী সূর্যপথা নামে ।
রাবণ-ভগিনী ছিল এই ধরাধামে ॥
কুজা রমণীর রূপে জন্ম হয় তার ।
ভগবান কৃষ্ণ তারে করিলা উদ্ধার ॥
শ্রীহরির বধ্য ছিল নরক অহর ।
বধ করি কৃষ্ণ তার পাপ করে দূর ॥
নরক অহরগৃহে কষ্টা যত ছিল ।
সকলেরে ভগবান বিবাহ করিল ॥

ভীষ্মক-দুহিতা সতী রূপসী রুক্মিণী ।
কৃষ্ণপ্রিয়া মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেতে তিনি ॥
ভূতার হরণ-তরে কৃষ্ণসনাতন ।
এই পৃথিবীর মাঝে আবিভূতা হন ॥
কুরু-পাণ্ডবের বোর যুদ্ধের সময় ।
ভূতার-হরণ করে কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ॥
জরাসন্ধ কংস শাশ্ব প্রভৃতি সকলে ।
শ্রীহরির বধ্য ছিল নিজ কর্ষফলে ॥
সত্যভামা সতী করে ব্রত অনুষ্ঠান ।
তার পরে পারিজাত হরে ভগবান ॥
পঞ্চযুগে পঞ্চানন স্তব করে যাঁর ।
কেমনে বুঝিবে তুমি মহিমা তাঁহার ॥
অনন্ত প্রভৃতি যাঁর অন্ত নাহি পায় ।
চতুর্যুগে ব্রহ্মা সদা যাঁর গুণ গায় ॥
যাঁর ধ্যান করে সদা মুনি-যোগীগণে ।
তুচ্ছ দৈত্য তুমি তারে বুঝিবে কেমনে ॥
যোর পিতামহ সেই কৃষ্ণ সনাতন ।
আমি অনিরুদ্ধ বীর কামের নন্দন ॥
যদি ইচ্ছা থাকে এবে ওহে দৈত্যরাজ ।
যুদ্ধ করি পরিচয় লহ তবে আজ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বটসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

অনিরুদ্ধের নিকট বাণেব পবাকর ।

এতেক বচন শুনি অনিরুদ্ধ যুগ্মে ।
সৈন্যসহ বাণরাজ আসিল সম্মুখে ॥
হৃভদ্র নামেতে ছিল বাণ-সেনাপতি ।
নিষ্কেপ করিল শূল অনিরুদ্ধ প্রতি ॥
অনিরুদ্ধ অর্ধচন্দ্রে বাণেতে তখন ।
ভয়ঙ্কর সেই শূল করিল ছেদন ॥
হৃভদ্র ক্ষেপণ করে শক্তি বিভীষণ ।
ছেদন করিল তাহা প্রচু্যন্ন-নন্দন ॥

নারায়ণ অস্ত্র হানে হুভদ্র তাহারে ।
 অনারামে অনিরুদ্ধ তাহারে নিবারে ॥
 অবশেষে গদা এক করিয়া গ্রহণ ।
 অনিরুদ্ধ হুভদ্রেরে করিল নিধন ॥
 অনন্তর বাণরাজ ত্রুন্ধ হ'য়ে অতি ।
 একশত শর হানে অনিরুদ্ধ প্রতি ॥
 অগ্নিবাণ হাতে ল'য়ে প্রহুয়-নন্দন ।
 সেই শর ভস্মীভূত করিল তখন ॥
 ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণরাজ করিল ক্ষেপণ ।
 ব্রহ্ম-অস্ত্রে অনিরুদ্ধ করিল ছেদন ॥
 পাশুপত অস্ত্র হাতে ল'য়ে দৈত্যপতি ।
 নিক্ষেপ করিতে যায় অনিরুদ্ধ প্রতি ॥
 অনিরুদ্ধ নিদ্রা-অস্ত্র লইয়া সত্বরে ।
 নিদ্রায় মগন করে বাণ দৈত্যবরে ॥
 তারপর খড়্গ হাতে কামের নন্দন ।
 ছুটিল বাণের কাছে করিতে নিধন ॥
 তখন কার্তিক আসে করিতে সমর ।
 দুইজনে মহাবুদ্ধ হয় ষোরতর ॥
 কার্তিকে করে বাণ মারে অনিরুদ্ধ বীর ।
 অস্ত্রে অস্ত্রে দুইজনে হইল অস্থির ॥...
 গদায় গদায় যুদ্ধ হয় ভয়ঙ্কর ।
 দুইজনে নিক্ষেপিছে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর ॥
 অনিরুদ্ধে মহাবলে করি আকর্ষণ ।
 ভূতলে ফেলিয়া দিল শিবের নন্দন ॥
 মহাবীর অনিরুদ্ধ ভূমি হ'তে উঠে ।
 কার্তিকে নিধন তরে ক্রোধে বাধ ছুটে ॥
 সূহসা গণেশ দেব আসিয়া সেখাষ ।
 উভয়ের ষোর যুদ্ধ মিটাল ত্রায় ॥
 কার্তিক আপন গৃহে করিল গমন ।
 উবার ভবনে যায় প্রহুয়-নন্দন ॥

শ্রীকৃষ্ণজয়ধ্বং গণসমুত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টমসুপ্তভিত্তম অধ্যায়

গণেশের নিকট মহাদেবের অনিরুদ্ধ-
 পবাক্রম-কীর্তন ।

শঙ্করের কাছে গিয়া দেব গণপতি ।
 কহিল সকল কথা শঙ্করের প্রতি ॥
 গণেশের বাক্য শুনি দেব পঞ্চানন ।
 যুহু যুহু হাস্য করি কহিল তখন ॥
 শুন শুন বৎস তুমি বচন আমার ।
 কৃষ্ণ ছাড়া সত্যবস্ত কিছু নাহি আর ॥
 ব্রহ্মা হ'তে ভূপ আদি যত কিছু রয় ।
 অনিত্য অলীক সব মিথ্যা সমুদয় ॥
 একমাত্র নিত্য সত্য কৃষ্ণ সনাতন ।
 সেই কৃষ্ণ গোপবেশ করিল ধারণ ॥
 পরিপূর্ণতম সেই শ্রীমদনন্দন ।
 খেতুসহ গোষ্ঠে মাঠে করে বিচরণ ॥
 নবীন নীরদসম শ্যাম কলেবর ।
 পরিধানে গীতবাস অতি মনোহর ॥
 যত অবতার আছে অংশ মাত্র তার ।
 পরিপূর্ণতম শুধু কৃষ্ণ সারাংশার ॥
 তাঁর পৌল অনিরুদ্ধ অতি বলবান ।
 ত্রিভুবনে আছে কেবা তাহার সমান ॥
 কার্তিক যদি না দৈত্যে করিত রক্ষণ ।
 অনিরুদ্ধ বাণরাজে করিত নিধন ॥
 একাদশ রুদ্র আর অষ্টবসুগণ ।
 একসাথে মিলি সবে করে যদি রণ ॥
 দেব দৈত্য আদি যদি একসাথে হয় ।
 অনিরুদ্ধে নাহি প রে করিবারে জয় ॥
 ব্রহ্মের স্বরূপ হয় প্রহুয়-নন্দন ।
 তার পিতামহ হন কৃষ্ণ সনাতন ॥
 মঙ্গল-স্বরূপ তুমি দেব গণপতি ।
 দৈত্যরাজে রক্ষা কর, যুচাও দুর্গতি ॥
 হ'তে ল'বে মহাদীপু চক্র স্মরণ ।
 অচিরে আসিছে হেথা শ্রীমধুসূদন ॥

ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুখাময় ।

অবণ করিলে সদা জুড়ায় হৃদয় ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টমস্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● উনাবীতিতম অধ্যায়

পুতুখে শ্রীকৃষ্ণেব আগমন-বার্তা-প্রবণে হব-
পার্বতীর মরণ ।

গণেশেবে এইরূপ কহি পঞ্চানন ।
ভবনের অন্তঃপুরে করিল গমন ॥
শিবদ্বারী মণিভদ্র এমন সময় ।
শীঘ্র করি সেথা গিয়া মহেশ্বরে কয় ॥
শঙ্খ চক্র গদা হস্তে কৃষ্ণ সনাতন ।
যাদবগণের সহ কবে আগমন ॥
প্রহ্লন্ন সাত্যকি শাশ্ব অত্রুর উদ্ধব ।
বলদেব উগ্রসেন আসিযাছে সব ॥
ভীম আর অর্জুনাদি শ্রীহরির সনে ।
আগমন করিযাছে রথ আরোহণে ॥
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব মত্ত সমুদয় ।
ভগবান্ কৃষ্ণ সহ সমাগত হয় ॥
দ্বারীর মুখেতে শুনি এই বিবরণ ।
পার্বতীয়ে কহিলেন দেব পঞ্চানন ॥
ভগবান্ চক্রপাণি কৃষ্ণ সনাতন ।
বাণের নিধন তরে করে আগমন ॥
ইচ্ছা যদি করে প্রভু শ্রীমধুসূদন ।
নিমেবে নাশিতে পারে এ তিন ভুবন ॥
কি ছার শোণিতপুরী গোবিন্দের কাছে ।
আব বুঝি দৈত্যপতি প্রাণে নাহি বাঁচে ॥
শুন সতি গণেশেরে করিষা স্মরণ ।
দৈত্যরাজ সমরেতে করুক গমন ॥
বাণের দক্ষিণভাগে রহিবে কার্তিক ।
সম্মুখে রহিবে তার গণেশ নির্ভীক ॥
রহিবে ভৈরবদল বামভাগে তার ।
সকলে মিলিযা যাক রণের মাঝার ॥

বীরভদ্র নন্দী আর অশ্ব সৈন্যগণ ।
বাণরাজ সহ সব করুক গমন ॥
তুমি দুর্গা মহেশ্বরী তার সাথে যাও ।
শ্রীকৃষ্ণের হাত হ'তে ভক্তেরে বাঁচাও ॥
শিবের বচন শুনি ঈশ্বরী পার্বতী ।
বাণের নিকটে গিয়া কহে তার প্রতি ॥
কি কারণে যুদ্ধে তুমি যাও দৈত্যরাজ ।
মোর উপদেশ তুমি শুন শুন আজ ॥
তোমার জামাতা হয় প্রহ্লন্ন-নন্দন ।
তার হাতে তব কথা কর সমর্পণ ॥
নির্বিলে করিবে রাজ্য দূর হবে ভয় ।
কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ করা সম্ভব না হয় ॥
ভগবান্ পরমাত্মা কৃষ্ণ সনাতন ।
তঁহার সহিত রণে কিবা প্রযোজন ॥
নিত্য সত্য ভগবান্ পরম ঈশ্বর ।
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥
আমার বচন তুমি কর অবধান ।
অনিরুদ্ধে কথা তব কর সম্প্রদান ॥
শ্রীহরির সনে যদি রণে হও রত ।
সদর্শন চক্র-তেজে হবে ভস্মীভূত ॥
রূপবান্ গুণবান্ কামের নন্দন ।
তাহারে তোমার কথা কর সমর্পণ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনাবীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অশীতিতম অধ্যায়

বাণেব সভার বলিষ আগমন, হবি-বলি-সংবাদ,
মহাদেবেব বৈষ্ণব-প্রাণসা, বলিকৃত
শ্রীকৃষ্ণ-তোত্র এবং বলিকে
শ্রীকৃষ্ণেব অভয় দান ।

পার্বতীর মুখে শুনি এহেন বচন ।
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন ॥
যে কথা কহিলে তুমি ঈশানি পার্বতি ।
বেদের সমস্ত তাহা হিতকর অতি ॥

তব উপদেশ মত দৈত্যপতি বাণ ।
 অনিরুদ্ধে নিজ কথা করুক প্রদান ॥
 কথা সম্প্রদানে যদি ইচ্ছা নাহি করে ।
 দৈত্যবর বাক তবে ত্রাসায় সমরে ॥
 বাণেরে বুঝায় কত পার্বতী শঙ্কর ।
 কিছুতেই সন্মত না হয় দৈত্যবর ॥
 হেনকালে বলিরাজ আনিয়া স্বেথায় ।
 ভক্তিবলে প্রণমিল শঙ্কর-চুর্গায় ॥
 দৈত্যরাজ বলি ছিল বৈষ্ণব-প্রধান ।
 মহাবলশালী আর অতি জ্ঞানবান্ ॥
 বলিরাজে নিকটেতে করিয়া দর্শন ।
 ধীরে ধীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন ॥
 বৈষ্ণবেরা যেই স্থানে করেন গমন ।
 তাঁথেরে সমান তাহা হয় সেইকণ ॥
 বৈষ্ণবেরা হন সদা অতি পূজনীয় ।
 বৈষ্ণব-সমান কেহ নহে হরিপ্রিয় ॥
 বৈষ্ণব ভ্রাক্ষণ হয় শুদ্ধ অতিশয় ।
 বায়ু অগ্নি তার তুল্য শুদ্ধ কভু নয় ॥
 শুন শুন বলি তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ।
 এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান ॥
 শিবের বচন শুনি কহে দৈত্যবর ।
 স্তবের অযোগ্য আমি তোমার কিঙ্কর ॥
 জগতের নাথ তুমি শিব ভগবান্ ।
 পরম ঐশ্বর্য্য মোরে করেছিলে দান ॥
 দৈববশে পাতালেতে করিয়া স্থাপন ।
 আনার ঐশ্বর্য্য কর ইন্দ্রেরে অপর্ণ ॥
 সর্বব্যাপী তুমি প্রভু ভোলা পঞ্চানন ।
 মোর পুত্র বাণ দৈত্যে কর নিবারণ ॥
 বিশ্বের ঈশ্বর যিনি জগতের প্রভু ।
 তাঁর সহ বুদ্ধ করা সম্ভবে না কভু ॥
 এই কথা কহি শিবে বলি দৈত্যবর ।
 শ্রীকৃষ্ণের সনীপেতে চলিল সহর ॥
 শ্রীহরিসনীপে গিয়া বলি গুণধাম ।
 ভক্তিবলে *aniruddha* করিল প্রণাম ॥

তারপর শুক্রদত্ত মন্ত্র জপ করে ।
 স্তবন করিল সেই পরম ঈশ্বরে ॥
 ভূমি প্রভু দয়াময় পতিত-পাবন ।
 বামনের-রূপে মোরে করিলে বঞ্জন ॥
 এই বাণ যোর পুত্র শিবের কিঙ্কর ।
 তাহারে করিছে রক্ষা পার্বতী-শঙ্কর ॥
 মাছুসেহে পালে তারে ঈশ্বরী পার্বতী ।
 বাণের নন্দিনী হয় উষা রূপবতী ॥
 তব পৌত্রে অনিরুদ্ধ প্রহ্লাদ-নন্দন ।
 বল করি যুবতীরে করিল হরণ ॥
 অপরাধী সেই পৌত্রে না করি দমন ।
 আনিয়াছ ভূমি হরি করিবারে রণ ॥
 সগভাপন্ন যদি ভূমি দয়াময় ।
 বাণে সংহারিতে তবে ইচ্ছা কেন হয় ॥
 ইচ্ছা ভূমি কর বারে করিতে নিধন ।
 তাহারে রক্ষিতে নাহি পারে কোন জন ॥
 তব হৃদয়ন চক্র অতি ভয়ঙ্কর ।
 কোটি ভাস্করের সম দীপ্ত নিরন্তর ॥
 সকল অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ চক্র হৃদয়ন ।
 তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন ॥
 সকলের আত্মা ভূমি সবার ঈশ্বর ।
 সকলের সাক্ষী ভূমি হও নিরন্তর ॥
 তোমার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন ভুবন ।
 প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ভূমি সনাতন ॥
 তোমার ভজনে যেই করে অনিবার ।
 মায়ার সাগর সেই হতে পারে পার ॥
 নব-জলধর-সম শ্যাম কান্তি তব ।
 পরিধানে পীতবাস অতি অভিনব ॥
 মোহন হনুসপুচ্ছ তোমার চূড়ায় ।
 গলায় মালতীমালা কিবা শোভা পায় ॥
 বাহুতে শোভিছে তব রত্নের কেন্দ্র ।
 চরণ যুগলে বাজে নুপূর মধুর ॥
 নগির কুণ্ডল দোলে গণ্ডেতে তোমার ।
 সর্বদা চন্দন কিবা শোভে চমৎকার ॥

ভক্তের আরাধ্য তুমি প্রভু সনাতন ।
 গোপবালকের বেশ করিলে ধারণ ॥
 মহেশ্বর ব্রহ্মা আদি করে তব ধ্যান ।
 পরম ঈশ্বর তুমি প্রভু ভগবান ॥
 স্থল হ'তে স্থলতম তুমি সারাৎসার ।
 সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতম স্বরূপ তোমার ॥
 জন্ম নাই মৃত্যু নাই ধ্বংস নাই কভু ।
 সকলের প্রার্থে তুমি সকলের প্রভু ॥
 প্রকৃতি হইতে তুমি ভিন্ন নিরন্তর ।
 তুমি সত্য তুমি নিত্য পরম ঈশ্বর ॥
 ত্রিগুণ-অতীত তুমি প্রভু সনাতন ।
 কেমনে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥
 বলির মুখেতে শুনি এহেন বচন ।
 ধীরে ধীরে কহিলেন শ্রীমধুসূদন ॥
 ভয় নাই ভব নাই শুন দৈত্যরাজ ।
 নির্ভয়ে আপন গৃহে যাও তুমি আজ ॥
 তোমার সমক্ষে আমি দিগ্নু এই বর ।
 তব পুত্র বাণ হবে অজর অমর ॥
 অতি মুঢ় তব পুত্র, তাই এইবার ।
 বিনাশ করিব শুধু তার অহঙ্কার ॥
 প্রহ্লাদের কাছে আমি করিবাছি পণ ।
 তব বংশে কারেও না করিব নিধন ॥
 শুন শুন দৈত্যরাজ তোমার নন্দনে ।
 প্রদান করিব জ্ঞান আনন্দিত মনে ॥
 কৃষ্ণ-মুখে এই কথা করিবা প্রবণ ।
 আপন ভবনে বলি করিল গমন ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অনীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একানীতিতম অধ্যায়

বান্দব ও অহর-সৈন্তেব বৃদ্ধ, বৈকব অবৈব উৎপত্তি
 এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বাণেশ পবান্নর ।

নারায়ণ কহিলেন, কৃষ্ণ সনাতন ।
 শিবের নিকটে দূত করিল প্রেরণ ॥
 শীত্ৰগতি আসি দূত শিবের নিকটে ।
 সমস্ত ব্রহ্মাশ্রম তারে কহে অকপটে ॥
 দূত কহে, শুন শুন ভোলা পঞ্চানন ।
 আমাকে শ্রীভগবান করিল প্রেরণ ॥
 বৃদ্ধ তারে জনার্দন কৃষ্ণ ভগবান ।
 দৈত্যবর বাণরাজে করিল আহ্বান ॥
 বাঁচিবার ইচ্ছা যদি থাকে তার আজ ।
 কৃষ্ণের শরণ যেন লয় দৈত্যরাজ ॥
 দূতের বচন শুনি ঈশ্বরী পার্বতী ।
 মধুর বচনে কহে দৈত্যরাজ প্রতি ॥
 শুন শুন দৈত্যবর আমার বচন ।
 শীত্ৰ গিবা লহ তুমি কৃষ্ণের শরণ ॥
 সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ ।
 রূপাবান্ দয়াময় জীবের জীবন ॥
 পার্বতীর বাক্য শুনি কুপিত অন্তরে ।
 সজ্জিত হইয়া দৈত্য চলিল সমরে ॥
 দৈত্যগণ সবে মিলি চলে সাথে তার ।
 ভৈরব চলিল সাথে ছাড়িয়া হুঙ্কার ॥
 কাল-অগ্নি রুদ্র আদি যারা যারা ছিল ।
 অস্ত্রের সাথে সাথে সমরে চলিল ॥
 প্রচণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডী আর চণ্ডেশ্বরী ।
 চলিল দৈত্যের সাথে খড়্গ হাতে করি ॥
 কোটুরী ও শক্তিগণ সাথে সাথে চলে ।
 ভয়ঙ্করী ভৈরবীরা চলে দলে দলে ॥
 শূল হাতে চলিলেন দেব পঞ্চানন ।
 কার্তিক প্রভৃতি সাথে করিল গমন ॥

সকলে সমরক্ষেত্রে চলিল ছুরায় ।
 পার্বতী ও গণপতি সাথে নাহি যায় ॥
 দৈত্য সাথে পঞ্চাননে করিয়া দর্শন ।
 বখোচিত সম্ভাষণ করে সনাতন ॥
 শিবেরে প্রণাম করি অস্তর তখন ।
 শরাসনে দিব্য অস্ত্র করিল যোজন ॥
 সাত্যকির সহ তার বাধিল সময় ।
 দুইজনে মহাযুদ্ধ করে ঘোরতর ॥
 তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারে অস্তর প্রবর ।
 সাত্যকি ছেদন তাহা করিল সহস্র ॥
 কার্তিকেয় হানে গদা কামদেব প্রতি ।
 কামদেব সেই গদা কাটিল ঝটিতি ॥
 পঞ্চবাণ দৈত্যরাজ করিল ক্ষেপণ ।
 বলরাম সেই বাণ করিল ছেদন ॥
 ক্রোধভরে বলরাম লাঙ্গল-ফলায় ।
 অস্ত্রের রথ ভঙ্গ করিল ছুরায় ॥
 কাল-অগ্নি মহারুদ্ধ ক্রোধেতে তখন ।
 সকলের প্রতি ছুর করিল ক্ষেপণ ॥
 কৃষ্ণ ভিন্ন সকলেই জ্বরগ্রস্ত হয় ।
 বৈষ্ণব জ্বরের হৃষ্টি করে দয়াময় ॥
 বৈষ্ণবের জ্বর ধায় শিব জ্বর প্রতি ।
 শিব জ্বরে করিল সে অশেষ দুর্গতি ॥
 ভীত হ'য়ে শিব জ্বর করে হস্তি-স্তব ।
 রক্ষা কর রক্ষা কর মুরারি মাধব ॥
 জগতের নাথ তুমি পরম জৈশ্বর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহতরে ধর কলেবর ॥
 বৈষ্ণব জ্বরে তুমি কর নিবারণ ।
 রক্ষা কর রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন ॥
 শিব জ্বর মুখে শুনি এহেন বচন ।
 বৈষ্ণব জ্বরে হরি করে নিবারণ ॥
 মন্ত্রপুত শক্তি হানে অস্তর প্রবর ।
 সে শক্তি অর্জুন বীর কাটিল সহস্র ॥
 পাশুপত অস্ত্র শেষে করিয়া গ্রহণ ।

পাশুপত অস্ত্র হেরি শ্রীমধুসূদন ।
 অবিলম্বে হৃদদর্শন করিলা ক্ষেপণ ॥
 সেই চক্র গিয়া দৈত্যে করিল আঘাত ।
 ছেদন করিল তার সহস্রটি হাত ॥
 ঝর্ঝর্ রক্ত ঝরে হাত হ'তে তার ।
 রক্তের হইল হৃদ বিরাট আকার ॥
 বেদনায় অভিভূত হইয়া তখন ।
 ভূমিতে পড়িয়া দৈত্য হয় অচেতন ॥
 বাণের দুর্দশা হেরি ভোলা মহেশ্বর ।
 বক্ষেতে ধরিয়া তারে কাঁদিল বিস্তর ॥
 অনন্তর আনি তারে শিব পঞ্চানন ।
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে করিল অর্পণ ॥
 পরিপূর্ণতম হরি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 যত্নপূর্ণ জ্ঞান দৈত্য করিলা প্রদান ॥
 চেতনা লাভিয়া দৈত্য অতি ভক্তিভরে ।
 দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করে ॥
 ওহে প্রভু দেবদেব বিশ্ব সনাতন ।
 আদি অন্তহীন তুমি সকল কারণ ॥
 জ্ঞানশূন্য দৈত্য আমি অতি নৃমতি ।
 কি জানি মহিমা তব, ওহে মহামতি ॥
 জগন্ময় তুমি হরি তুমি নিরাকার ।
 কখন সাকার তুমি বিরাট আকার ॥
 অখিল জীবের তুমি পরম আশ্রয় ।
 তব অংশরূপী জীব হয় সমুদয় ॥
 অবিরত তব স্তব গায় জিনয়ন ।
 তব রূপ করে চিন্তা বত হরগণ ॥
 বাণের এহেন স্তব শুনি বিশ্বপতি ।
 মনে মনে জনার্দ্রন তুষ্ট হন অতি ॥
 কৃষ্ণের চরণপদ্মে নমিয়া তখন ।
 ভক্তিভরে দৈত্যবর কহিল বচন ॥
 ওহে দেব তব পৌজে কছারে দানিব ।
 ভেদ জ্ঞান অনিরুদ্ধে আর না করিব ॥
 দৈত্যবর বাণরাজ অতি ভক্তিভরে ।
 কৃষ্ণের চরণে কছা সনর্পণ করে ॥

আনন্দে যৌতুক কত করিল অর্পণ ।
কত হীরা, কত রত্ন, অমূল্য বসন ॥
দাস দাসী হস্তী অশ্ব কে গণিতে পারে ।
এইরূপে দৈত্যবর কছা দান করে ॥
বর দান করি তারে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
ফুল্লমনে দ্বারকায করিলা প্রস্থান ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা হুধা হুঁতে হুধা ।
শ্রবণ করিলে-দূর হয় ভব-সুধা ॥
তাপদম্ব নরনারী পরিতৃপ্ত হয় ।
যুচে যায অনায়াসে শমনের ভয় ॥
কৃষ্ণের চরণে মন রবেছে বাহার ।
এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥
ভক্তবাহুপ্রকল্পতর কৃষ্ণ সনাতন ।
তাহার চরণে মন কর সমর্পণ ॥
মধুর কৃষ্ণের নাম যে করে শ্রবণ ।
সর্ব পাপ দূরে যায়, তৃপ্ত হয় মন ॥
কেবা ভুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময় ।
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয় ॥
এ ভব-সংসারে যদি যুক্তি পেতে চাও ।
নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাঁও ॥
শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি হিতকর ।
অগতির গতি তিনি দধার সাগর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একাদশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্ব্যঙ্গীভিত্তম অধ্যায়

শৃগালরাজের নোঞ্চণ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন নতিমান্ ।
একদিন সনাতন কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
হুধা সন্ভার মাঝে বন্ধুগণ সনে ।
অবস্থান করিছেন আনন্দিত মনে ॥
এমন সময় এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ ।
সহসা সন্ভার মাঝে করে আগমন ॥

হরিষে হেরিয়া বিপ্র করিবা স্তবন ।
বিনীত বচনে তারে কহিল তখন ॥
অপূর্ব বারতা এক কহিতে তোমায ।
আসিবাছি ওহে প্রভু আজিকে হেথায ॥
হইল সাক্ষাৎ এক শৃগালের সনে ।
কহিল অনেক কথা গর্বিত বচনে ॥
কহিল শৃগালরাজ আমি ভগবান্ ।
ত্রিভুবনে কেহ নহে আমার সমান ॥
বৈকুণ্ঠের অধিপতি বাহুদেব আমি ।
বিধির পালনকর্তা জগতের স্বামী ॥
চতুর্ভূজ লক্ষ্মীপতি আমি নারায়ণ ।
ভূভার হরণ তরে করি আগমন ॥
বিষের পালক আমি অতি বীৰ্য্যবান্ ।
বহুদেবপূজ্য নহে আমার সমান ॥
অহঙ্কারী প্রতারক শঠ অতিশয় ।
আপনারে বিষ্ণু বলি দেয় পরিচয় ॥
প্রতারণা করি শুধু নন্দের নন্দন ।
দুর্বল নৃপতিগণে করিল নিধন ॥
শিশুপাল দম্ববজ্র কংস ও নরক ।
সবারে মারিল ছলে সেই প্রতারক ॥
সেই কৃষ্ণ পুতনারে করিল বিনাশ ।
কুজা যুবতীর সেই করে সর্বনাশ ॥
সামান্য বস্ত্রের তরে নন্দের নন্দন ।
কংসের রজকে ধরি করিল নিধন ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিবা সংহার ।
সৃষ্টি রক্ষা করিতেছি আমি অনিবার ॥
আমি শিব সদা করি শিষ্টের পালন ।
দুষ্কের দমন আমি করি অনুক্ষণ ॥
প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন নিরন্তর ।
আমি হরি নারায়ণ পন্নয় ঈশ্বর ॥
বিচূর্ণিত করি আমি দর্প সবার্কার ।
কৃষ্ণেরে দমন করা কর্তব্য আমার ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করিবা ধারণ ।
যুদ্ধ তরে দ্বারকায করিব গমন ॥

আমার শরণ যদি কৃষ্ণ নাহি লয় ।
 ঘরকাভবন ধ্বংস করিব নিশ্চয় ॥
 অতীব লম্পট কৃষ্ণ অতি কামাতুর ।
 অবশ্য করিব আমি তার দর্প চূর ॥
 গোঁকুলে লম্পট কৃষ্ণ রাধার অধীন ।
 গোপাঙ্গনাসহ তাঁর কাটে নিশিদিন ॥
 যদি কৃষ্ণ আমি যোর না লয় শরণ ।
 সবংশে তাহারে আমি করিব নিধন ॥
 বিশ্রুথে শিবা-বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 উচ্চ হাস্য করিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥
 পরদিন প্রাতঃকালে হরি ভগবান্ ।
 শৃগালরাজের কাছে করিলা প্রস্থান ॥
 কৃষ্ণ-আগমন-বার্তা করিয়া শ্রবণ ।
 শৃগাল কৃষ্ণের কাছে করে আগমন ॥
 কৃত্রিম চারিটি হস্ত করিয়া ধারণ ।
 সন্মুখে আসিল শিবা করিবারে রণ ॥
 শৃগালরাজারে হেরি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 যুদ্ধ সম্ভাষণে করে আলিঙ্গন দান ॥
 তখন শৃগাল কহে প্রভু সনাতন ।
 স্বদর্শন চক্রে মোরে করহ নিধন ॥
 ছিলাম স্তম্ভে নামে তব ঘরপাল ।
 লক্ষ্মীশাপে হইয়াছি অধম শৃগাল ॥
 আমারে নিধন ভূমি কর সনাতন ।
 আবার বৈকুণ্ঠে আমি করিব গমন ॥
 শৃগালের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 যুদ্ধ হান্তে কহিলেন শ্রীমধুসূদন ॥
 প্রথমে আমার সাথে কর ভূমি রণ ।
 করিব তোমারে আমি বৈকুণ্ঠে প্রেরণ ॥
 তখন শৃগালরাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ।
 নিক্ষেপ করিল বাণ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অতি ॥
 শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শে সে সকল বাণ ।
 সত্তরে আকাশ পানে করিল প্রস্থান ॥
 মুখ পরশু আদি করিয়া গ্রহণ ।
 হরি প্রতি শিবরাজ করিল ক্ষেপণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লাগি অস্ত্র-সমুদয় ।
 নিমেষকালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড হয় ॥
 তখন শৃগালরাজ কহে সনাতনে ।
 পরমাত্মাসহ রণ করিব কেমনে ॥
 অগতির গতি ভূমি করুণাবতার ।
 সংসার-সাগর হ'তে কর ভূমি পার ॥
 সবার ঈশ্বর ভূমি বিধির বিধাতা ।
 সম্পদপ্রদানকারী শুভফলদাতা ॥
 আমারে উদ্ধার কর শ্রীমধুসূদন ।
 বৈকুণ্ঠধামেতে আমি করিব গমন ॥
 শৃগালের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 দয়ার্হি হৃদয়ে কঁাদে কৃষ্ণ সনাতন ॥
 বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাঁর ঝরে নিরন্তর ।
 সেই অশ্রু হ'তে হয় বিন্দু-সরোবর ॥
 সেই সরোবর জল বে করে স্পর্শন ।
 সর্বপাপ হ'তে মুক্ত হয় সেই জন ॥
 শৃগালে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 অতীব সরল ভব হুনির্মল প্রাণ ॥
 ব্রাহ্মণের মুখে আমি শুনিব বচন ।
 আমাকে গর্হিত বাক্য বল কি কারণ ॥
 শৃগাল কহিল প্রভু শ্রীহরি মাধব ।
 তোমার দর্শন জানি অতি সুহৃদভ ॥
 গর্হিত বচন আমি কহিতে তোমায় ।
 ক্রোধভরে ভূমি তাই আসিলে হেথায় ॥
 নতুবা কেমনে পাব তব দর্শন ।
 ধ্যানেও তোমারে নাহি হেঁচো কোন জন ॥
 বলিতে বলিতে শিবা যোগবলে তার ।
 শৃগালের কলেবর করে পরিহার ॥
 জ্যোতির্ময় হুঁত এক করিয়া ধারণ ।
 বৈকুণ্ঠধামেতে শিবা করিল গমন ॥
 এইরূপে শৃগালে করিয়া উদ্ধার ।
 দারকাভবনে যান শ্রীহরি আবার ॥
 জনক-জননী পায়ে করিয়া প্রণাম ।
 কুন্সিগীর গৃহে যান কৃষ্ণ গুণধাম ॥

তারপর জনার্দন আনন্দিত মনে ।
 যামিনী যাপন করে রুগ্মিণীর সনে ॥
 কৃষ্ণের মধুর লীলা যে শুনিবে কাণে ।
 অবশ্য ভক্তিরস উথলিবে প্রাণে ।
 বিদ্রু দূরে যাবে তার, নাহি কোন ভয় ।
 শাস্তি লাভ করিবে সে সকল সময় ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বুঝা কাটে কাল ।
 কৃষ্ণ নামে ছিন্ন হয় ভবমায়াজাল ॥
 দুস্তর ভবের সিন্ধু পার হ'তে হ'লে ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করহ সকলে ॥
 মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার ।
 একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥
 ভ্রমাবৈবর্তের কথা অতি মধুময় ।
 শ্রবণ করিলে হয় সর্বপাপ ক্ষয় ॥
 যেই জন মন দিয়া কৃষ্ণকথা শুনে ।
 এ সংসারে তাহারে কি করিবে শমনে ॥
 পিতামাতা বন্ধু ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন ।
 শূন্যেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন ॥
 অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয় ।
 ভক্তবাহু কল্লতরু কৃষ্ণ দয়াময় ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাদ্ধীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ত্র্যদ্বীতিতম অধ্যায়

স্মৃৎসক উপাখ্যান ।

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ ।
 বিচিত্র কৃষ্ণের কথা করিবু শ্রবণ ॥
 স্মৃৎসক-উপাখ্যান কহ এইবার ।
 জানিবারে কৌতুহল জাগিছে আমার ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্ ।
 কহিব তোমারে আমি সেই উপাখ্যান ॥
 তারারে হরণ করে দেব শশধর ।
 তারাদেবী গর্ভবতী হয় অতঃপর ॥

সগর্ভা তারারে হেরি গুরু বৃহস্পতি ।
 ভৎসনা করিল তারে ক্রোধভরে অতি ॥
 লজ্জিতা হইয়া তারা চন্দ্রে দিল শাপ ।
 শুন শুন চন্দ্র তুমি করিলে যে পাপ ॥
 কলঙ্কী হইবে তুমি তাহার কারণ ।
 তোমার দর্শনে পাপ হবে অনুক্ষণ ॥
 তারার বচন শুনি দেব শশধর ।
 নারায়ণ-সরোবরে চলিল সত্তর ॥
 সেখায় গমন করি চন্দ্র তারপরে ।
 শ্রীহরির আরাধনা করে ভক্তিতরে ॥
 কৃপানিধি ভগবান্ আসিয়া সেখানে ।
 কহিলেন শশধরে মধুর বচনে ॥
 শুন শুন শশধর ভয় নাহি আর ।
 তোমার কলঙ্কী নাম ঘুচিবে এবার ॥
 ভাদ্রমাসে শুরু আর কৃষ্ণ চতুর্থীতে ।
 যে জন তোমারে চন্দ্র পাইবে দেখিতে ॥
 তাহার কলঙ্ক হবে শাপেতে তারার ।
 এ ছাড়া কলঙ্ক তব রটিবে না আর ॥
 ভাদ্র চতুর্থীতে চন্দ্র করিয়া দর্শন ।
 আপনি কলঙ্কী হন কৃষ্ণ সনাতন ॥
 কিরূপে কলঙ্কী হন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 শুন হে নারদ সেই অপূর্ব আখ্যান ॥
 সত্রোজিৎ নামে এক সূর্য্যভক্ত ছিল ।
 পুষ্করতীরেতে বহু তপস্তা করিল ॥
 তার প্রতি ভুঁই হ'য়ে ভাকুর তখন ।
 স্মৃৎসক নামে মণি করিল অর্পণ ॥
 সত্রোজিৎ মণি ল'য়ে বায় দ্বারকায় ।
 বিস্মিত সকলে অতি মণির প্রভায় ॥
 ধন্য ধন্য সত্রোজিৎ সকলে কহিল ।
 মণি দেখি সকলেই পুলকিত হৈল ॥
 বহুমূল্য সেই মণি অতি চমৎকার ।
 স্বর্ণ প্রসব নিত্য করে অষ্টভার ॥
 সে মণি হরণ করি প্রসেন চূর্ণতি ।
 গমন করিল হরা বারাগণী প্রতি ॥

বন মাঝে সিংহ তারে করিয়া নিধন ।
 সেই মূল্যবান্ মণি করিল গ্রহণ ॥
 পূর্ব্বকালে সে সিংহ ছিল কলিঙ্গ-তনয় ।
 ব্রহ্মশাপে পশুবোনি প্রাপ্তি তার হয় ॥
 ভল্লকের রাজা ছিল বীর জাম্ববান্ ।
 তার হাতে সেই সিংহ হারাইল প্রাণ ॥
 অনন্তর স্তম্ভক করিয়া গ্রহণ ।
 রত্নপুরে জাম্ববান্ করিল গমন ॥
 এদিকেতে স্তম্ভক নাহি দেখে কেহ ।
 কৃষ্ণের উপর সবে করিল সন্দেহ ॥
 কহে যত দ্বারকার অধিবাসিগণ ।
 হরণ করিল মণি কৃষ্ণ সনাতন ॥
 আপন কলঙ্ক কৃষ্ণ করিতে খণ্ডন ।
 চোরের সন্ধানে বনে করিলা গমন ॥
 বনের মাঝারে কৃষ্ণ দেখিবারে পায় ।
 প্রসেন ও সিংহ রহে যত অবস্থায় ॥
 সন্ধান করিতে মণি শ্রীনন্দনন্দন ।
 ভল্লকের ভবনেতে করিল গমন ॥
 তথা গিয়া দেখিলেন শিশুর গলায় ।
 স্তম্ভক মহামণি কিবা শোভা পায় ॥
 শিশুকণ্ঠ হ'তে মণি নিলেন যখন ।
 অবিলম্বে জাম্ববান্ করে আগমন ॥
 জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া দর্শন ।
 ভক্তিমত্তে প্রণমিয়া করিল স্তবন ॥
 জগতের প্রভু তুমি সবার আধার ।
 তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥
 তোমা হ'তে সৃষ্টি স্থিতি, তোমা হ'তে লয় ।
 তোমা হ'তে ওহে প্রভু ভববন্ধ ক্ষয় ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব অধীন তোমার ।
 তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥
 ভল্লক রাজের স্তব করিয়া শ্রবণ ।
 হরিষেতে হরি তারে দেন আলিঙ্গন ॥
 অতিশয় পুলকিত হ'য়ে জাম্ববান্ ।
 শ্রীকৃষ্ণেরে স্তম্ভক মণি করে দান ॥

জাম্ববতী কহা তার অতি রূপবতী ।
 কৃষ্ণেরে করিল দান ভল্লক স্তম্ভক ॥
 স্তম্ভক মণি আনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 দ্বারকায সকলেরে করায় দর্শন ॥
 ভগবান্ নিফলঙ্ক হইল এবার ।
 অপবাদ আদি যত ঘুচিল ভাঁহার ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা মধুর-মধুর ।
 শুনিলে আসিবে শান্তি, ভ্রান্তি হবে দূর ॥
 মিছে মায়ামুগ্ধ হ'য়ে যত জীবগণ ।
 সংসার-কূপের মাঝে করে বিচরণ ॥
 একমাত্র কৃষ্ণমায় সকলের সার ।
 সেই কৃষ্ণনামে জীব পাইবে নিস্তার ॥
 হরি সত্য জিহুবনে, মিথ্যা সমুদ্র ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময় ॥

শ্রীকৃষ্ণসংখণ্ডে ত্র্যমীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● চতুর্দশীতিতম অধ্যায়

সিদ্ধান্তমে বাধাকৃত গণেশ পূজা ।

দেবর্ষি নারদ কহে নারায়ণ প্রীতি ।
 বিচিত্র কৃষ্ণের লীলা স্তম্ভক অতি ॥
 শ্রীদামের অভিলাষ হইলে মোচন ।
 প্রথমে শ্রীরাধা করে গণেশ-পূজন ॥
 সিদ্ধিদাতা গণেশেরে ভক্তিমত্তে অতি ।
 সিদ্ধান্তমে আগে কেন পূজে রাধাসতী ॥
 কৃপা করি মোরে আজ কহ দয়াময় ।
 গণেশের পূজা কেন প্রথমেতে হয় ॥
 নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ ।
 পৃথিবী পবিত্রা অতি জিহুবন মাঝ ॥
 যজ্ঞা মাঙ্গা পবিত্রা সে পৃথিবীর মাঝে ।
 সকল জনের পূজ্য ভারতে বিরাজে ॥
 সেই ভারতের মাঝে আছে সিদ্ধান্তম ।
 অতীত পবিত্র স্থান অতি মনোরম ॥

মনোহর সিদ্ধাশ্রম হুত্বলভ অতি ।
 সেখা বাস করে সদা দেব গণপতি ॥
 বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে যত দেবগণ ।
 গণেশ-প্রতিমা সবে করয়ে পূজন ॥
 একদা পার্বতী সহ দেব পঞ্চানন ।
 মনোহর সিদ্ধাশ্রমে করে আগমন ॥
 গন্ধর্ব্ব রাক্ষস নাগ আসে দলে দলে ।
 মুনি ও মানবগণ আসিল সকলে ॥
 দেব গণপতি আসে কার্ত্তিকের সনে ।
 ব্রহ্মা ও অনন্ত আসে আনন্দিত মনে ॥
 সঙ্গিগণ সহ আসে ব্রজেনন্দন ।
 নন্দ আদি সকলেই করে আগমন ॥
 কোটি সহস্রী সহ হুপ্রসন্ন চিতে ।
 আসিলেন রাধাসতী গণেশ পূজিতে ॥
 শুদ্ধমনে রাধাদেবী আগে করি স্নান ।
 বিশুদ্ধ যুগলবস্ত্র করে পরিধান ॥
 পাদপ্রক্ষালন করি রাধিকা শ্রীমতী ।
 গণেশের ধ্যান করে ভক্তিতরে অতি ॥
 উদর প্রশস্ত ঘাঁর স্থল কলেবর ।
 ব্রহ্মভেজ দ্বারা যিনি দীপ্ত নিরন্তর ॥
 হস্তীর সমান ঘাঁর বদন মণ্ডল ।
 অগ্নির সমান ঘাঁর নয়ন উজ্জ্বল ॥
 একদন্ত যিনি সদা, অন্ত নাহি ঘাঁর ।
 যোগী যুনি ঘাঁর ধ্যান করে অনিবার ॥
 ব্রহ্মের স্বরূপ যিনি মঙ্গল-আধার ।
 বিদ্রুত হয় কৃপায় ঘাঁহার ॥
 ভক্তের অধীন যিনি ভক্তের বৎসল ।
 সেই গণেশের ধ্যান করে অবিরল ॥
 গণেশের ধ্যান করি রাধিকা তখন ।
 গণেশ-চরণে পুষ্প করিলা অর্পণ ॥
 সপ্ততীর্থ-জল দিয়া রাধা তারপরে ।
 গণেশের পাদপদ্মে অর্ঘ্য দান করে ॥
 এইরূপে অর্ঘ্য দান করি অবশেষে ।
 পুষ্পমালা গণেশের দেহ গলদেশে ॥

তারপর ল'য়ে রাধা কন্তুরী চন্দন ।
 গণেশের সর্ব্ব অঙ্গে করিল লেপন ॥
 স্নাতের প্রদীপ জ্বালি অতি মনোহর ।
 গণেশে প্রদান রাধা করে অভ্যঙ্গ ॥
 চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেখ্য-পেয় বিবিধ প্রকার ।
 নৈবেদ্য প্রদান রাধা করে এইবার ॥
 পরিপক ফল ছুই মধু গুড় স্নাত ।
 পিষ্টক লড্ডুক আর দধি রাণীকৃত ॥
 এইরূপ নানাখাদ্য রাধিকা শ্রীমতী ।
 ভক্তিশ্রমে দান করে গণেশের প্রতি ॥
 দান করে রমণীয় রত্ন-সিংহাসন ।
 প্রদান করিল তারে বিশুদ্ধ বসন ॥
 মধুপর্ক দান করে রাধা বিনোদিনী ।
 উভয় তাহুল দান করিলেন তিনি ॥
 সাতটি তীর্থের জল করি আনয়ন ।
 গণেশের রাধাদেবী করিলা অর্পণ ॥
 প্রদান করিল তারে বিশুদ্ধ চামর ।
 দিলেন তাঁহারে রাধা শয্যা মনোহর ॥
 বৎসসহ কামধেনু আনিয়া সেখায় ।
 প্রদান করিল রাধা সিদ্ধি-দেবতায ॥
 ঘোড়শ অক্ষর মন্ত্র জপি রাধাসতী ।
 গণেশে স্তবন করে ভক্তিতরে অতি ॥
 পরেশ পরমব্রহ্ম বিদ্রু বিনাশন ।
 প্রকৃতি-নিরন্তা তুমি দেব গজানন ॥
 তুমি শান্ত গণপতি মঙ্গল-আধার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 দেবতা অম্বর আর যত সিদ্ধগণ ।
 তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ তারা নহে কদাচন ॥
 ভাস্কর-স্বরূপ তুমি জানি অনিবার ।
 তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
 যেই জন এই স্তোত্র করিবে পঠন ।
 সর্ব্ব বিষয় হ'তে মুক্ত হবে সেইজন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা শ্রদ্ধার সমান ।
 শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায় পরাণ ॥

অসার সংসার মাঝে কিছু নাহি আর ।

কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥

পতিতপাবন কৃষ্ণ যশোদাজীবন ।

একমনে তাঁর নাম স্মার জীবগণ ॥

শ্রীকৃষ্ণদগ্ন্যথও চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

রাধিকার প্রতি গণেশের বাক্য এবং পার্শ্বতীব

বর-দান, পার্শ্বতীর আজার সঙ্গীগণ কর্তৃক

রাধার বেশবিছাদ বরণ, বাধার

নিকট দেবাদির আগমন এবং

ব্রহ্ম-হৃত বারিকা-স্তোত্র ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।

এইরূপে রাধা করে গণেশ-পূজন ॥

ভুক্ত হ'য়ে গণপতি রাধার পূজায় ।

মধুর বচনে কহে শ্রীমতী রাধায় ॥

হ্লাদিনীর সার ভুগি ব্রহ্মবরূপিণী ।

কৃষ্ণপ্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী ভুবনমোহিনী ॥

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে সদা কর অবস্থান ।

ত্রিভুবনে কেবা আছে তোমার সমান ॥

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হ'তে প্রকাশ তোমার ।

তোমার মহিমা আমি কিবা কব আর ॥

বেদের জননী তুমি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরী ।

তোমার অধীন সদা লীলাময় হরি ॥

যেই জন রাধানাম করে উচ্চারণ ।

মধুর গোলোকধামে করে সে গমন ॥

যদি কেহ ভ্রমবশে রাধা-নিন্দা করে ।

সে জন গমন করে নরক ভিতরে ॥

আমারে যে দ্রব্য মাতঃ করিলে অর্পণ ।

তব আশীর্বাদরূপে করিলু গ্রহণ ॥

তারপর ক্রমে ক্রমে দেব-দেবীগণ ।

ভক্তিভরে করিলেন গণেশ-পূজন ॥

আপনি শ্রীকৃষ্ণ আমি সঙ্গিগণ মনে ।

গণেশের পূজা করে আনন্দিত মনে ॥

রাধারে বক্ষেতে ধরি ঈশ্বরী পার্শ্বতী ।

মধুর বচনে কহে স্নেহভরে অতি ॥

শ্রীদামের অভিষাপ হইল মোচন ।

শ্রীকৃষ্ণের সহ তব হইবে মিলন ॥

রাধা ও মাধবে ভেদ করে যেই জন ।

নিশ্চয় তাহার হয় নরকে গমন ॥

বংশহানি হয় তার যশ নষ্ট হয় ।

শুকরযোনিতে পরে জন্ম সেই লয় ॥

শুন শুন রাধা সতী শুন মনোরমে ।

গণেশ পূজিলে তুমি সবার প্রথমে ॥

সে কারণে সর্ব অগ্রে দেব গণপতি ।

পূজিত হইবে সদা শুন রাধা সতি ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহ তব হইবে মিলন ।

বিচ্ছেদ নাহিক আর হবে কদাচন ॥

এতশত বর্ষ পরে শাপ হ'ল দূর ।

দৌহার মিলন সতি হোক স্নমধুর ॥

বসন ভূষণে তুমি হ'য়ে স্তম্ভজিত ।

শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে যাও অতি দ্রুত ॥

দুর্গার আদেশ পেবে রাধাসঙ্গীগণ ।

রাধারে উত্তম সাজে সাজায় তখন ॥

রত্নের মালিকা গলে দিল রত্নমালা ।

ক্রীড়াপদ্ম দিল তারে পদ্মযুগী বাল্য ॥

সুন্দরী নামেতে সখী সীমন্তে তাঁহার ।

সিন্দূরের বিন্দু দিল অতি চমৎকার ॥

কেশপাশ বিভূষিত করিল মালতী ।

স্তনেতে চন্দন দিল চন্দনা যুবতী ॥

মালাবতী মালা তাঁরে দিল মূল্যবান্ ।

রত্নের ভূষণ রত্নি করিল প্রদান ॥

পারিজাত নামে সখী ছিল রূপবতী ।

পারিজাত পুষ্প দিল শ্রীরাধার প্রতি ॥

সবে মিলি স্তম্ভজিতা করিয়া তাঁহারে ।

বিলাস-বিষয়ে শিক্ষা দিল রাধিকারে ॥

শ্রীদামের অভিলাষে রাধা বিনোদিনী ।
 বিন্মুতা হয়েছে সব পূর্বের কাহিনী ॥
 সখীগণ সেই কথা করায় স্মরণ ।
 পূর্বের কাহিনী তারে কহে সখীগণ ॥
 দেব দেবী মুনি মনু বারা যথা ছিল ।
 রাধারে দেখিতে সেথা ছুটিয়া আসিল ॥
 শারদীয় চন্দ্রসম বদন তাহার ।
 বিকচ কমল সম নেত্র চমৎকার ॥
 নবনে রচিত তাব কজ্জল স্নন্দর ।
 গরুড়ের সম নাসা অতি মনোহর ॥
 নাসিকায শোভিতেছে মুক্তাফল তার ।
 শিরে শোভা পায় কৃষ্ণ কবরীর ভার ॥
 উজ্জ্বল ফুললব্ধ শোভে গণ্ডস্থলে ।
 স্নন্দর মালতীমালা শোভিতেছে গলে ॥
 পক-বিন্দু-সম তার ওষ্ঠ ও অধর ।
 মুক্তাশয় দন্তরাজি কিবা মনোহর ॥
 ললাটে কস্তুরীবিন্দু কিবা শোভা তার ।
 স্নন্দর সিন্দূব শোভে তাহার মাকার ॥
 বক্ষোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় হার ।
 সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ন-অলঙ্কার ॥
 শ্রীকল সদৃশ স্তন কঠিন বর্জুল ।
 ত্রিযলী সংযুক্ত নাভি নাহি তার ভুল ॥
 কৃশোদরী নিম্ননাভি অতি স্নদর্শন ।
 কটিতে মেখলা চারু শোভে অনুক্ষণ ॥
 হুকোমল উরুদ্বয় রামরসাসম ।
 চরণে নুপুর শোভে অতি মনোরম ॥
 মহাভাবধরপিণী রাধা বিনোদিনী ।
 কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বৃন্দাবনবিলাসিনী ॥
 নিত্যরূপা গুণাভীতা রাসের ঈশ্বরী ।
 যেচ্ছারূপা লীলামবী রাধিকা স্নন্দরী ॥
 বৃষভানুহতা কৃষ্ণপ্রিয়া বিনোদিনী ।
 নিরন্তর কৃষ্ণহৃৎপ্রদানকারিণী ॥
 ধ্যানের অতীতা তিনি আরাধ্যা সবার ।
 মঙ্গলরূপিণী তিনি মঙ্গল-আধার ॥

রাধারে দর্শন করি ব্রহ্মা ব্রহ্মাপতি ।
 করযোড়ে স্তুতি করে ভক্তিতরে অতি ॥
 বহুবর্ষ ধরি আমি পুঙ্কর তীরেতে ।
 তোমার তপস্তা করি বিশুদ্ধ চিত্তেতে ॥
 দর্শন করিতে তব চরণ-কমল ।
 মোর মন-মধুকর হয়েছে চঞ্চল ॥
 স্বপ্নযোগে কভু তব দেখা নাহি পাই ।
 তোমারে হেরিতে মন ব্যাকুল সদাই ॥
 তপস্তায় রত আমি ছিলাম যখন ।
 সহসা আকাশবাণী করিলু শ্রবণ ॥
 শুন শুন মহাভাগ বচন আম র ।
 বিষয়ে আসক্ত মন সদাই তোমার ॥
 বরাহকল্পেতে তুমি ভারতেতে যাবে ।
 রাধামাধবের দেখা সেই স্থানে পাবে ॥
 গণেশের সিদ্ধাশ্রম অতীব শোভন ।
 রাধামাধবেরে সেথা করিবে দর্শন ॥
 পরিপূর্ণ হ'ল আজ মোর অভিলাষ ।
 তোমারে দর্শন করি মিটিয়াছে আশ ॥
 মহাদেব কহিলেন, কি কহিব আর ।
 দেবগণ তব ধ্যান করে অনিবার ॥
 শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-মাঝে কর অবস্থান ।
 ত্রিভুবনে কেহ নাহি তোমার সমান ॥
 এইরূপে সমাগত যত দেবগণ ।
 একে একে রাধিকারে করিল স্তবন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময় ।
 শ্রবণ করিলে হৃদ্য সর্ব্ব-পাণ-ক্ষয় ॥
 এ-স্তব-সংসারে যদি মুক্তি পেতে চাও ।
 নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাও ॥
 শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি হিতকর ।
 অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ষড়শীতিভগ্ন অধ্যায়

রাধারক্ষের পুনর্মিথন, রাধাকৃত শ্রীকৃষ্ণের
ভোত্রাদি, শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধিকাব
প্রশ্ন এবং রক্ষ কর্তৃক রাধাকে
জ্ঞানোপদেশকথন ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন ।
গণেশের পূজা আদি করি সন্মাপন ॥
দেব মুনিগণ সহ কৃষ্ণ ভগবান ।
দ্বারকাভবন পানে করিলা প্রস্থান ॥
মাতা পিতা সকলেরে সম্ভাবণ করি ।
মধুর বচনে ধীরে কহিলেন হরি ॥
শুন পিতঃ নন্দ তুমি আমার বচন ।
যশোদার সহ ব্রজে করহ গমন ॥
কিছুকাল সেই স্থানে কর অবস্থান ।
সামুদ্র্য মুকতি আমি করিব প্রদান ॥
কৃষ্ণের বচনে নন্দ আনন্দিত মনে ।
ব্রজেতে গমন করে যশোদার সনে ॥
অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ সনাতন ।
গোকুলে রাধার কাছে করিলা গমন ॥
অনন্তর্যোবনা রাধা পুলকিত মনে ।
বসিয়া ছিলেন সেথা রত্ন-সিংহাসনে ॥
বেত্র হস্তে শত শত সহচরী দল ।
বেঁটন করিয়া তাঁরে আছে অবিরল ॥
এইরূপে রাধা সতী বসিবা সেথায় ।
দূর হ'তে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিবারে পায় ॥
নবীন-জলদ-সম্ শ্রাম কলেবর ।
কমনীয় কৃষ্ণমূর্তি অতি মনোহর ॥
কোটি কোটি কন্দপের শোভা অঙ্গে তাঁর ।
সারা দেহে শোভে কত রত্ন-অলঙ্কার ॥
পীতবস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার ।
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাঁহার ॥
শরতের চন্দ্র-সম বদন মণ্ডল ।
বিকশিত-পদ্ম-সম নয়ন সুগল ॥

শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাঁহার ।
কৌস্তভের মণি-শোভে বক্ষের মাঝার ॥
বিনোদ মুরলী তাঁর শোভিতেছে করে ।
যুহু যুহু হাতু তাঁর খেচিছে অধরে ॥
সিংহাসন হ'তে রাধা উঠিয়া দ্বারায় ।
ছুটিয়া প্রণাম করে গোবিন্দের পায় ॥
তারপর শ্রীহরিরে করি সম্ভাষণ ।
মধুর বচনে রাধা করিল স্তবন ॥
হেরিয়া তোমার ওই হৃন্দর বদন ।
সকল হইল আজ আমার জীবন ॥
তোমার দর্শনে মোর স্নিগ্ধ হ'ল প্রাণ ।
পরম আনন্দ তুমি করিলে প্রদান ॥
শোকের সাগরে সদা নিমজ্জিতা আমি ।
কৃপা করি এলে আজ হৃদয়ের স্বামী ॥
তোমারে দেখিয়া মন পরিতৃপ্ত হয় ।
বহুদিন পরে মোর জুড়াল হৃদয় ॥
পরমাত্মা তুমি প্রভু জানি মনে মনে ।
তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিব কেমনে ॥
অতীব নিষ্ঠুর তুমি ব্রজের জীবন ।
কি কারণে মোরে প্রভু করিলে বর্জন ॥
এইরূপে শ্রীহরিরে করিয়া স্তবন ।
কৃষ্ণের চরণ রাধা করিল পূজন ॥
ভগবান্ জনার্দন রাধিকার সনে ।
ফুল মনে বসিলেন রত্নের আসনে ।
চামর ব্যজন করে সহচরীগণ ।
কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধা করে চন্দন-লেপন ॥
রত্নমালা-নানী সখী আসিয়া দ্বারায় ।
রত্নমালা শ্রীহরির গদায পরায় ॥
পদ্মাবতী সখী আসি স্ত্রপ্রসন্ন মনে ।
প্রদান করিল অর্ঘ্য কৃষ্ণের চরণে ॥
মালাভী-পুষ্পের-মালা অর্পিল মালাভী ।
চম্পক-পুষ্পের পুট দিল চম্পাবতী ॥
পারিজাতা সখী দিল পারিজাত ফুল ।
প্রদান করিল কেহ জল ও তাম্বুল ॥

কোন সহচরী করে বস্ত্র-যুগ্ম দান ।
 অধাপূর্ণ পাত্র কেহ করিল প্রদান ॥
 মধুপূর্ণ মধুপাত্র দেয় কোন জন ।
 কেহ কেহ পুষ্পাশ্রয় করিল রচন ॥
 কৃষ্ণের শয়নগৃহ অতি মনোহর ।
 সুন্দর সুগন্ধি বায়ু বহে নিরন্তর ॥
 শত শত রত্নদীপ সদা প্রজ্বলিত ।
 মধুর ধূপেব গন্ধে দিক্ আমোদিত ॥
 চতুর্দিকে পিকগণ গাহিতেছে গান ।
 ভ্রমর-গুঞ্জে সদা যুদ্ধ হয় শ্রাণ ॥
 মনোহর শয্যা সেধা করিয়া রচন ।
 প্রস্থান করিল যত সহচরীগণ ॥
 মনোহর শয্যা সেধা করিয়া দর্শন ।
 প্রেমাবেশে পরিপূর্ণ হ'ল দুইজন ॥
 বহুবর্ষ পরে রাধা হেরি প্রাণধনে ।
 হাস্তযুগ্মে কহিলেন মধুর বচনে ॥
 সর্ব মঙ্গলের বীজ তুমি দয়াময় ।
 মাদ্রল্য মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল-আলয় ॥
 রুস্বিনীর কান্ত তুমি সত্যভামা-পতি ।
 তব প্রাণপ্রিয়্য হয জাম্ববতী সতী ॥
 আমার নিকটে আজ কহ প্রাণধন ।
 ইহাদের মধ্যে হয শ্রেষ্ঠা কোন্ জন ॥
 রসিকা যুবতী পত্নী যেই জন হয় ।
 পতিরে বৃদ্ধিতে পারে মিলন সময় ॥
 তব প্রাণাধিকা বলি ছিল অহঙ্কার ।
 সেই গর্ব বিচূর্ণিত করিলে আমার ॥
 যেই জন অভিশপ্ত অহঙ্কারী হয় ।
 তার গর্ব চূর্ণ তুমি কর অনিশ্চয় ॥
 শ্রীধামের অভিশাপে এ দশা আমার ।
 বিচূর্ণিত হইয়াছে মোর অহঙ্কার ॥
 ভক্তিদাঘ ভগবান্ ভক্তের ঈশ্বর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর ॥
 মাধব রাধার বশ একথা কে কয় ।
 বেদের বচন আমি না করি প্রত্যয় ॥

রুস্বিনীর প্রিয় তুমি জানি জনার্দন ।
 কুজা রমণীর সহ করিলে রমণ ॥
 তুমি রমময় যদি মোর বশ হবে ।
 মোরে পরিহার কেন করিয়াছ তবে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের এই কথা কহিয়া তখন ।
 কাঁদিতে কাঁদিতে রাধা হয় অচেতন ॥
 রাধার দুর্দশা হেরি সখী সমুদয় ।
 হাহাকার করি সবে গোবিন্দেরে কয় ॥
 রক্ষা কর রক্ষা কর রাধার জীবন ।
 রাধার চেতন দান কর সনাতন ॥
 রাধা-প্রাণ যদি রক্ষা নাহি পায় তবে ।
 জীবধের পাপে তুমি অপরাধী হবে ॥
 সখীদের কথা শুনি কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাধার চেতন দান করিলা তখন ॥
 তারপর রাধিকারে করি সম্বোধন ।
 যুগ্মভাবে কহিলেন কৃষ্ণ জনার্দন ॥
 শুন শুন রাধা সতি কহিতেছি আমি ।
 বিশ্বের ঈশ্বর আমি জগতের স্বামী ॥
 জগতের এক আত্মা আমি জ্যোতির্ময় ।
 পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্ত সকল সময় ॥
 পরিপূর্ণতম আমি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 গোলোকে গোকুলে আমি করি অবস্থান ॥
 বিভূজ গোপের বেশে রহি বন্দাবনে ।
 রাধানাথ হ'য়ে আমি থাকি তব সনে ॥
 বৈকুণ্ঠে বিরাজে মোর প্রশান্ত গুরতি ।
 চতুর্ভুজরূপে হই কমলার পতি ॥
 মর্ত্যলক্ষ্মীকান্ত হই কীরোদ-সাগরে ।
 শান্তির বল্লভ আমি ভারত ভিতরে ॥
 রুস্বিনীর কান্ত রূপে রহি দ্বারকায ।
 সত্যভামা-পতি আমি হই পুনরায় ॥
 গোলোকে গোকুলে তুমি রাধিকা শ্রীমতী ।
 বৈকুণ্ঠেতে হও তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
 কীরোদ সাগরে তুমি মর্ত্যলক্ষ্মী হও ।
 ভাবত মাঝারে তুমি শান্তিরূপে রও ॥

রূপসী রুহিণী তুমি, সীতা সিথিলায ।
 দ্রৌণদী তোমার ছায়া ভুল নাহি তার ॥
 পরিপূর্ণভগ আমি পরম ঈশ্বর ।
 বৃন্দাবনে ভব পার্শ্বে রহি নিরন্তর ॥
 ত্রীদামের অভিলাষে শত বর্ষ ধরে ।
 বিরহে কাটালে কাল বহু কষ্ট করে ॥
 মোর প্রাণাধিকা তুমি হও অনিবার ।
 তব সম প্রিয়া মোর কেহ নাহি আর ॥
 পুরুষের মাঝে শত্রে মোর প্রিয় অতি ।
 রমণীর মধ্যে প্রিয়া তুমি রাখা সতী ॥
 যোষিতের মাঝে তুমি অতি মনোহরা ।
 পরম ঈশ্বরী তুমি কর মোরে ক্ষমা ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি রাখা ভক্তিমতী ।
 প্রণাম করিল তাঁরে ভক্তিভরে অতি ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা ভুলনা-বিহীন ।
 ভক্তিভরে সেই কথা শুন নিশিদিন ॥
 অমার সংসারে দিন বুথা কেটে যায় ।
 ভুলিয়া রয়েছে জীব বিষ্ণুর মায়ায় ॥
 হুহুস্তর ভবশিক্স যদি হবে পার ।
 হুমধুর কৃষ্ণনাম কর অনিবার ॥
 শিয়রে দাঁড়ায়ে মৃত্যু আছে অনুক্ষণ ।
 হুমঙ্গল কৃষ্ণনাম কর জীবগণ ॥
 বিদূরিত হবে তবে শমনের ভয় ।
 ত্রীহরির নামে বিশ্ব দূরীভূত হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণমুখণ্ডে বচনীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● সপ্তানীতিতম অধ্যায়

বাধাক্ষেপ বিহাব, ব্রহ্মদামে গমন এবং
 বশোদায় আনন্দ ।

নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয় ।
 কৃষ্ণের বচনে রাখা পুলকিতা হব ॥
 কামভাব জাগে তার মনের মাঝার ।
 বক্রেনেত্রে কৃষ্ণপানে চাহে অনিবার ॥

সর্ব অঙ্গে করি তার চন্দন লেপন ।
 রাখিকারে ভগবান্ করে আকর্ষণ ॥
 আলিঙ্গন করি তারে অতি প্রেমভরে ।
 চুষন করিল তার বদনে অথরে ॥
 রাখিকাও প্রাণকাস্তে করি আলিঙ্গন ।
 হৃন্দর বদনে তার করিল চুষন ॥
 কামবাণে রাখা-অঙ্গ হইল গীড়িত ।
 সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত ॥
 থর থর কাঁপে অঙ্গ মদনের বাণে ।
 ঘন ঘন চাহে সতী ত্রীহরির পানে ॥
 রাখিকারে বক্ষে চাপি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 আলিঙ্গন করি করে চুষন প্রদান ॥
 মদনে মোহিত হয়ে মদনমোহন ।
 রাখাসহ নানাভাবে করিলা রমণ ॥
 সর্ব অঙ্গ পুলকিত হয় ত্রীরাধার ।
 নব নব রতি হুখে তৃপ্তি নাহি আর ॥
 আলিঙ্গন চুষনের নাহিক বিরতি ।
 আবেশে মুচ্ছিতপ্রাণ রাখিকা যুবতী ॥
 দিবারাত্র কিছু জ্ঞান না রহিল আর ।
 হরিসহ নানাভাবে করিল বিহার ॥
 কামশাস্ত্রবিশারদ কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 রাখাকে বিবিধভাবে করে তৃপ্তি দান ॥
 রাখিকার প্রতি অঙ্গ করি আলিঙ্গন ।
 ঘোড়শ প্রকারে হরি করিল রমণ ॥
 রাখিকারে বারে বারে করি আকর্ষণ ।
 সর্ব অঙ্গে নখকত করে বিলক্ষণ ॥
 রাখিকার পায়ে বাজে মঞ্জীর হৃন্দর ।
 কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥
 আলুখালু কেশ তার গাত্র বস্ত্রহীন ।
 মহাস্বখে রতিভোগ করে নিশিদিন ॥
 এইরূপে জীড়ারসে মাতি রাখা সতী ।
 মধুর বচনে কহে ত্রীহরির প্রতি ॥
 চল চল প্রাণকাস্ত ঘাই বৃন্দাবনে ।
 সেখায় করিব জীড়া আনন্দিত মনে ॥

মলয় পর্বতে মোরা যাব পুনরায় ।
 মণিব মন্দির মোরা হেরিব সেধায় ॥
 রজনী প্রভাত হ'লে রাধিকার সনে ।
 বৃন্দাবনে যায় কৃষ্ণ রথ-আরোহণে ॥
 রত্নময় স্তম্ভ কত রথেতে বিরাজে ।
 রত্নের কলস কত শোভে তার মাঝে ॥
 রত্নের দর্পণ আর রত্নের ভূষণ ।
 রথের মাঝারে কত শোভে অনুক্ষণ ॥
 পারিজাতমালা শোভে রথের মাঝারে ।
 বিচিত্র পতাকা কত উড়ে চারিধারে ॥
 চারিদিকে শোভা পাষ বস্ত্র ও চামর ।
 হাজার চাকায় জোড়া সে রথ হৃন্দর ॥
 সেই রথে ভগবান্ কবি আরোহণ ।
 বাধাসহ বৃন্দাবনে করিলা গমন ॥
 বৃন্দাবনে গিয়া হরি প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে ।
 জলে স্থলে ক্রীড়া করে রাধিকারে ল'য়ে ॥
 পার্বত্যপ্রদেশে আর নির্জন কাননে ।
 নানাবিধ ক্রীড়া হরি করে রাধা সনে ॥
 নন্দনকাননে কছু কবিল বিহার ।
 পুষ্পভদ্রা নদীতীরে করিল শৃঙ্গার ॥
 সরোবর-তীরে কছু মলয়-শিখরে ।
 রাধিকার সহ হরি রতিক্রীড়া করে ॥
 কাঞ্চনী ভূমিতে আর সমুদ্রের ধীপে ।
 ভদ্রকূট পঞ্চকূট ত্রিকূট নদীপে ॥
 চন্দ্র-সরোবর-তীরে নির্জন কাননে ।
 নানা ক্রীড়া করে হরি শ্রীরাধার সনে ॥
 রাধারে লইয়া বামে মুরলী বাজায় ।
 ভাবেতে বিভোব দৌহে পুলকিত কায় ॥
 বৃন্দাবনে আসিলেন বৃন্দাবনধন ।
 ব্রজবাসী সবে হয় আনন্দে মগন ॥
 যশোদা ও নন্দ রাজা গোপগোপীসনে ।
 কৃষ্ণের নিকটে আসে পুলকিত মনে ॥
 শিশুরূপী জনার্দন হেরি যশোদারে ।
 কাঁপায়ে পড়িল তার ক্রোড়ের মাঝারে ॥

যশোদা ও নন্দ গোপ বদনে তাহার ।
 স্নেহভরে চুষনাদি কবে বার বার ॥
 পুলকেতে জনার্দন হবি ভগবান্ ।
 প্রেমভরে যশোদার স্তম্ভ করে পান ॥
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরে রাধিকার সনে ।
 যশোদা বরণ করে আপন ভবনে ॥
 রাধাসহ গোবিন্দের হইল মিলন ।
 ব্রজধামে মহোৎসব চলে অনুক্ষণ ॥
 ব্রজধামে ফিরিয়াছে কৃষ্ণ গুণমণি ।
 আনন্দেতে আত্মহারা যশোদা জননী ॥
 দুন্দুভির ধনি হয় স্তম্ভ অতি ।
 দেখিতে আসিল সব যুগল মুরতি ॥
 দলে দলে ব্রাহ্মণেরা করিল ভোজন ।
 ব্রজবাসী সবে হয় আনন্দে মগন ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব অনিত্য সংসারে ।
 শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন সবে কর বারে বারে ॥
 এ ভব-সংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সার ।
 নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা মধুর-মধুর ।
 শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

নন্দের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের হৃৎকথন
 এবং গোবৃন্দবাসীদিগের সহিত
 বাধাব গোলোকে গমন ।

একদিন ভগবান্ সকলের সনে ।
 বটবৃক্ষমূলে বসে ভাণ্ডীরের বনে ॥
 সেই বটবৃক্ষমূলে বিপ্রপত্নী দল ।
 দান করেছিল তারে অন্ন আর জল ॥
 শ্রীহরির বামপার্শ্বে বসে রাধাসতী ।
 দক্ষিণে বসিল নন্দ আর যশোদাতী ॥

বৃষভানু কলাবতী বসিল সকলে ।
 গোপ-গোপী যত ছিল বসে দলে দলে ॥
 অনন্তর নন্দগোপে করি সম্বোধন ।
 মধুর বচনে কহে যশোদাজীবন ॥
 সত্য পরমার্থ কথা কহিতেছি আজ ।
 মন দিয়া সেই কথা শুন গোপরাজ ॥
 ব্রহ্মা হ'তে তৃণ আদি যত কিছু রয় ।
 জল রথা-সম সব ফণস্থায়ী হয় ॥
 যোর প্রতি পুত্রজ্ঞান করি পরিহার ।
 অন্তরে আগার ধ্যান কর অনিবার ॥
 পরিপূর্ণতম আমি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সবার গোলোকে বাস করিব বিধান ॥
 কলিয়ুগ আসিতেছে শুন মহাশয় ।
 ধর্ম কর্ম আদি লোপ পাবে সে সময় ॥
 সন্ধ্যা আদি না করিবে ব্রাহ্মণেরা কেহ ।
 যজ্ঞসূত্র লোপ পাবে নাহিক সন্দেহ ॥
 দিবাভাগে রতিকাৰ্য্য অবোধে চলিবে ।
 একপাদ মাত্র ধর্ম বিরাজ করিবে ॥
 স্বেচ্ছাচারী হবে যত রমণীর দল ।
 পরস্ত্রীতে রত হবে পুরুষ সকল ॥
 ভাৰ্য্যার নিকটে স্বামী পরাজিত হবে ।
 প্রাধাঙ্গ্য করিবে লাভ উপপতি সবে ॥
 বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে সবে করিবে নিন্দন ।
 কেহ নাহি রবে আর বিষ্ণুপরায়ণ ॥
 দশটি হাজার বর্ষ শুন যতিমান্ ।
 মোর পূজা পৃথিবীতে রবে বর্তমান ॥
 তারপর মোর পূজা নাহি হবে আর ।
 চারিবর্ষ সকলেই হবে একাকার ॥
 অতিশয় খর্ব্ব হবে নরনারীগণ ।
 যোড়শ বৎসরে হবে বৃদ্ধ সর্বজন ॥
 দুর্ভিক্ষে পীড়িত হ'য়ে আশাহীন মনে ।
 ভ্রমণ করিবে সবে কাননে ক ননে ॥
 দেবসেবা বিপ্রসেবা আর না রহিবে ।
 পিতৃসেবা গুরুসেবা কেহ না করিবে ॥

শতশৃঙ্খ বৃক্ষহীন হবে ধরাভল ।
 নদ নদী মাঝে আর না রহিবে জল ॥
 বেদহীন ব্রাহ্মণেরা মূর্থ হবে অতি ।
 বিজাতীয় ম্লেচ্ছ ব্যক্তি হবে নরপতি ॥
 পিতা প্রতি অত্যাচার করিবে নন্দন ।
 গুরুরে গঞ্জনা দিবে যত শিষ্টগণ ॥
 গুরুজন প্রতি আর ভক্তি নাহি রবে ।
 স্বামীরে করিবে ঘৃণা রমণীরা সবে ॥
 তারপর কলিশেষে আনিবে প্রলয় ।
 ধ্বংস হবে পৃথিবীর জীব-সমুদয় ॥
 এইরূপে সৃষ্টি ধ্বংস হইবে যখন ।
 প্রলয়ের পরে হবে নূতন সৃজন ॥
 কৃপাময় কৃষ্ণ হবে এই কথা কয় ।
 মনোহর রথ আসে এমন সময় ॥
 অতি রমণীয় রথ রত্নের নির্ম্মিত ।
 লক্ষ লক্ষ চামরে ও দর্পণে শোভিত ॥
 নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে ।
 রত্নের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥
 দ্বিসহস্র চক্রযুক্ত সে রথ সুন্দর ।
 দ্বিসহস্র অশ্ব তাহা টানে নিরন্তর ॥
 সুন্দর মন্দির কত তাহাতে বিরাজে ।
 রত্নময় স্তম্ভ কত শোভে তার মাঝে ॥
 কৃষ্ণগতপ্রাণা যত গোপীগণ ছিল ।
 কৃষ্ণের আদেশে সেই রথেতে চড়িল ॥
 স্ত্রীরাধিকা ধৃত্য আর সতী কলাবতী ।
 রথে আরোহণ করে পুলকেতে অতি ॥
 তারপর সেই রথ কৃষ্ণের আশ্রয় ।
 মনের মহান বেগে গোলোকেতে যায় ॥
 গোলোকেতে গোপীগণ করি আগমন ।
 বিরজান্দীর শোভা করিল দর্শন ॥
 শতশৃঙ্খ সবে মিলি করি অতিক্রম ।
 বৃন্দাবন ছাড়িলেন অতি মনোরম ॥
 তারপর রাধাসতী আনন্দিত মনে ।
 প্রবেশ করিল শেষে আপন ভবনে ॥

রত্নের আসনে সবে বসাবে রাধারে ।
চামর বীজনে তারে করে বারে বারে ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা শ্রদ্ধার সমান ।
শ্রবণ করিলে হয় পরিতপ্ত প্রাণ ॥
তাপদগ্নি নরনারী মঙ্গলের তরে ।
পুরাণ শ্রবণ কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥
মোহনিদ্রা হ'তে সবে কর জাগরণ ।
একমনে ভজ সেই গোবিন্দ-চরণ ॥
মাধাময় এ সংসারে কেহ নহে কার ।
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥
কুপাসিদ্ধ দীনবন্ধু অগতির গতি ।
বিশ্বের ঈশ্বর কৃষ্ণ জগতের পতি ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● উননব্বতিতম অধ্যায়

ভাণ্ডীর বনে সমাগত ব্রহ্মাদি কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-
তোত্র কথন, যজ্ঞক্লম ধ্বংস, পাণ্ডবগণের
স্বর্ণারোহণ, ভাগীরথীকে ভগবানের
বরণদান এবং গোলোকে
গমন ।

নারায়ণ কহে, শুন নারদ মূজন ।
গোলোকে গমন করে যত গোপীগণ ॥
হেরিলেন জনার্দন কৃষ্ণ ভগবান্ ।
বৃন্দাবন হইয়াছে শ্মশান সমান ॥
গোষ্ঠে মাঠে গাভী নাহি করে বিচরণ ।
রাসজ্যোড়া নাহি করে ব্রজাঙ্গনাগণ ॥
অনন্তর স্রূষাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করি ।
বৃন্দাবন পরিপূর্ণ করিলেন হরি ॥
কোটি কোটি গোপ-গোপী আনন্দিত মনে ।
পুনরাষ বিচরণ করে বৃন্দাবনে ॥
ভাষাধেয়ে সম্বোধিয়া কহে ভগবান্ ।
বৃন্দাবনে হুত্রে সবে কর অবস্থান ॥

কৃষ্ণেরে প্রণাম করি গোপগোপীগণ ।
রাসের মণ্ডলে সবে করিল গমন ॥
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য করে অবস্থান ।
বৃন্দাবনে বিরাজিবে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
ব্রহ্মা ধর্ম্ম অনন্তাদি যত দেবগণ ।
শ্রীহরির সমীপেতে করে আগমন ॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম ।
ভক্তিভরে স্তব ব্রহ্মা করে অবিরাম ॥
পরিপূর্ণতম তুমি শ্রীরাধারমণ ।
পরম পুরুষ তুমি জীবের জীবন ॥
নির্বিকার নিরঞ্জন নিত্য নিরাকার ।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥
স্বৈচ্ছামিষ পূর্ণব্রহ্ম বিশ্বের ঈশ্বর ।
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি নিরন্তর ॥
সবার কারণ তুমি সর্ববিশ্বাধার ।
তোমার চরণপদ্মে নমি বার বার ॥
সকলের আদিক্রম তুমি সনাতন ।
তোমার চরণ ধ্যান করি অনুরক্ত ॥
রাধাকান্ত রাসেশ্বর লক্ষ্মীর ঈশ্বর ।
সারাংশের তুমি প্রভু তুমি পবাংশের ॥
করুণাসাগর তুমি মহিমাবতায় ।
তোমার চরণপদ্মে করি নমস্কার ॥
মহাদেব কহিলেন, প্রভু জনার্দন ।
ধরায় আসিয়া কর ভূভার হরণ ॥
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি করুণানিধান ।
গোলোকের মাঝে তুমি কর অবস্থান ॥
স্বপ্নযোগে কেহ বার দর্শন না পায় ।
তাঁহারে দর্শন আজি করিহু হেথায় ॥
সফল জনম মম, সার্থক জীবন ।
পরম ঈশ্বরে আমি করিহু দর্শন ॥
অনন্ত কহিল, প্রভু হরি পরাংশের ।
সবার জীবন তুমি সবার ঈশ্বর ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আদি যত দেবগণ ।
সবার ঈশ্বর তুমি জীবের জীবন ॥

শোকাকুলা পৃথিবীরে অনাধিনী করি ।
 গোলোকে গমন ভুগি করিছ শ্রীহরি ॥
 দেবগণ কহে, প্রভু হরি সনাতন ।
 কেননে আগরা তব করিব স্তবন ॥
 বেদ-চতুষ্টয় খাঁর স্তবেতে অক্ষয় ।
 কিরূপে তাঁহার স্তবে হইব সক্ষম ॥
 কেননে মহিমা মোরা বুঝিব তোমার ।
 তোমার চরণপদ্মে করি নমস্কার ॥
 দেবগণ যথাস্থানে করিলে প্রস্থান ।
 নানারূপ কথা চিন্তা করে ভগবান্ ॥
 চলিলেন ছুরা করি দ্বারকাভবন ।
 আরস্ত্রীলা যজ্ঞ এক অতি মনোরম ॥
 দেবগণ আসে পুনঃ যজ্ঞ সম্পাদনে ।
 কত যোগী ঋষি আসে পুলকিত মনে ॥
 মহা আড়ম্বরে যজ্ঞ হয় সমাপন ।
 বিদায় লইল তবে যত দেবগণ ॥
 মুনি-ঋষি দল চলে লইয়া বিদায় ।
 পথিমধ্যে যজ্ঞগণে দেখিবারে পায় ॥
 দৈবের লিখন বল কে খণ্ডিতে পারে ।
 কুবুদ্ধি জন্মিল যত যাদব অন্তরে ॥
 পরস্পর তারা সবে করে আলাপন ।
 ঐ হের আসিতেছে মুনি-ঋষিগণ ॥
 মুনি-ঋষি জন হয় কত বুদ্ধিমান্ ।
 আজ মোরা কৌশলেতে লইব প্রমাণ ॥
 এই বলি ক'জনারে রমণী সাজায় ।
 উদয় করিল উচ্চ গর্ভবতী প্রায় ॥
 ঋষিদের কাছে সবে করিয়া গমন ।
 ভক্তিমত্তে প্রণমিয়া বলে যজ্ঞগণ ॥
 গর্ভবতী এই সব রমণীরা হয় ।
 জন্মিবে এদের কন্তা অথবা তনয় ॥
 সত্য করি বল দেখি মুনি-ঋষিগণ ।
 তোমাদের জ্ঞান তবে বুঝিব কেমন ॥
 যজ্ঞদের উপহাস বুঝিতে পারিল ।
 আরক্ত নয়নে তবে মুনিরা কহিল ॥

কৌতুক মোদের সনে করিলে যেমন ।
 তাহার উচিত শাস্তি পাবে সর্বজন ॥
 লৌহের মুঘল গর্ভে হইবে প্রসব ।
 তাহাতে বিনাশ হবে যাদবেরা সব ॥
 এইরূপ অভিশাপ করিয়া প্রদান ।
 মুনিগণ নিজগৃহে করিল প্রয়াণ ॥
 অভিশাপ শুনি সব যাদব নিচয় ।
 ভয়ে ব্যাকুলিত মন সবাকার হয় ॥
 যথাকালে সেই গর্ভ প্রসব হইল ।
 লৌহের মুঘল তাহে জনম ধরিল ॥
 তাহা হেরি ভয়ে ভীত যত যজ্ঞগণ ।
 কৃষ্ণের নিকটে সব করে নিবেদন ॥
 তাহাদের কথা শুনি কহে বিশ্বপতি ।
 প্রভাস নদীর তীরে যাও শীঘ্রগতি ॥
 সেথায় মুঘল কর প্রস্তুত ঘর্ষণ ।
 তারপর নদীজলে কর নিক্ষেপণ ॥
 কৃষ্ণের আজ্ঞায় সবে প্রভাসেতে যায় ।
 প্রস্তুত ঘর্ষণ করে মুঘল ছরায় ॥
 ঘষিতে ঘষিতে ফেনা ওঠে বহুতর ।
 তাহাতে জন্মিল কুশ সেথায় বিস্তর ॥
 ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হইল মুঘল ।
 অতি ক্ষুদ্র অংশ তবে রহিল কেবল ॥
 সেই অংশ যজ্ঞগণ ফেলে দেয় জলে ।
 কোলাহল করি স্থান করিল সকলে ॥
 তারপর হয় অতি অপূর্ব ঘটন ।
 মুনিদের অভিশাপ না যায় খণ্ডন ॥
 বিবাদ বাধায় তারা কথায় কথায় ।
 ক্রমে ক্রমে সে বিবাদ অতি বৃদ্ধি পায় ॥
 পূর্বজাত কুশরাশি করি উৎপাটন ।
 পরস্পর যুদ্ধ করে যত যজ্ঞগণ ॥
 তাহাতে হইল ক্রমে সকলে সংহার ।
 এইরূপে যজ্ঞবংশ হয় ছারখার ॥
 যাদবেরা বৃদ্ধে হত হয় দলে দলে ।
 সহস্রতা হয় যত রমণী সকলে ॥

এই বার্তা শুনিলেন কৃষ্ণ সনাতন ।
 দারুকেরে সম্বোধিয়া কহেন তখন ॥
 যাওহে দারুক তুমি হস্তিনা নগর ।
 পাণ্ডব অর্জুনে হেথা আনহ সত্বর ॥
 দারুক আদেশমাত্র করিল গমন ।
 শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষের তলে বসেন তখন ॥
 সেইকালে ব্যাধ এক যুগযা কারণে ।
 উপনীত হয় আসি বিজ্ঞান কাননে ॥
 দূর হ'তে শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া দর্শন ।
 যুগ ভাবি ব্যাধ শর করে নিক্ষেপণ ॥
 সে আঘাতে কৃষ্ণধন অতি ব্যাকুলিত ।
 অর্জুনে এহেন কালে হয় উপনীত ॥
 অর্জুনে কহেন কৃষ্ণ ব্যাকুল হৃদয়ে ।
 সমাগত হয় কলি মানব আলায়ে ॥
 চলিলাম আমি এবে গোকুলভবনে ।
 সার কথা বলি আমি তব সন্নিধানে ॥
 অবিলম্বে ধরাধাম করিয়া বর্জন ।
 সবে মিলে স্বর্গপুরে করহ গমন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের দশা হেরি অর্জুনে ব্যথিত ।
 শোকেতে অন্তর তার হইল পূরিত ॥
 অনন্তর নিজগৃহে কবিয়া গমন ।
 যুধিষ্ঠির পাশে সব করে নিবেদন ॥
 সকল বৃত্তান্ত শুনি পাণ্ডব সকলে ।
 হাহাকার করি কান্দে নয়নের জলে ॥
 যুধিষ্ঠির বলে সবে করি সম্বোধন ।
 কৃষ্ণ বিনা এ জগতে কিবা প্রয়োজন ॥
 অনন্তর ল'য়ে ভাৰ্য্যা আর ভ্রাতৃগণ ।
 যুধিষ্ঠির স্বর্গপানে করেন গমন ॥
 এদিকেতে দেবগণ আসিয়া হারায ।
 হরিরে কদম্বমূলে দেখিবারে পায় ॥
 অনন্ত কিশোররূপ মদনমোহন ।
 ব্যাধের বাণেতে বিদ্ধ হরির চরণ ॥
 কদম্বের মূলে হেরি কৃষ্ণ সনাতনে ।
 দেবগণ স্তব করে ভক্তিস্বত মনে ॥

অনন্তর হাশু করি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সকলেরে করিলেন অভয় প্রদান ॥
 পৃথিবী অধীরা হ'য়ে করিলা রোদন ।
 আশাস প্রদান তারে করে সনাতন ॥
 হলী বলদেব মাঝে যেই তেজ ছিল ।
 অনন্তদেবের মাঝে প্রবেশ করিল ॥
 প্রচুস্নের তেজ যাব কাম কলেবরে ।
 অনিরুদ্ধ-তেজ যায় ব্রহ্মার ভিতরে ॥
 শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সতী রুক্মিণী তখন ।
 শশীরে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন ॥
 ভূগর্ভে বিলীনা হয় সত্যভামা সতী ।
 পার্বতীশরীরে মিশে দেবী জাম্ববতী ॥
 এইরূপে যেথা হ'তে জন্ম হয় যার ।
 বিলীন হইল সবে সেখাষ আবার ॥
 দ্বারকা করিয়া গ্রাম লবণ সাগর ।
 শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে ধরি কলেবর ॥
 জাহ্নবী যমুনা আর নদী সরস্বতী ।
 কাবেরী নর্মদা আর নদী পদ্মাবতী ॥
 সকলে আদিয়া কৃষ্ণে করিলা প্রণাম ।
 ভক্তিস্তরে স্তবস্তুতি করে অবিরাম ॥
 কাঁদিয়া জাহ্নবী কয় সে নীলরতনে ।
 তোমার বিরহ মোরা সহিব কেমনে ॥
 গোলোকধামেতে ভূমি করিলে গমন ।
 মোদের কি গতি হবে কহ সনাতন ॥
 গঙ্গার বচন শুনি কহে ভগবান্ ।
 কলিকালে ভূতলেতে কর অবস্থান ॥
 পাঁচটি হাজার বর্ষ রহিবে ভারতে ।
 সকলের জ্যেষ্ঠা নদী হইবে জগতে ॥
 তব জলে স্নান করি যত পাঙ্গিগণ ।
 যে পাপ তোমার জলে করিবে অপর্ণ ॥
 মোর মন্ত্র-উপাসকে করিলে দর্শন ।
 সেই পাপ দূরীভূত হইবে তখন ॥
 হরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন হইবে সেখাষ ।
 অশ্রণ করিতে তাহা যাইবে সেখাষ ॥

আলিঙ্গন করে যদি বিকৃতভক্ত জন ।
 ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ করে পলায়ন ॥
 যে সকল তীর্থ আছে পৃথিবীর মাঝে ।
 যোর ভক্ত দেহে তারা সকলে বিরাজে ॥
 ভক্তের চরণধূলি করিয়া স্পর্শন ।
 বহুধরা স্নপবিভ্র হয় অনুক্ষণ ॥
 যোর মন্ত্র-উপাসক করিয়া স্পর্শন ।
 স্নপবিভ্র হয় সদা বায়ু হতাশন ॥
 দশটি হাজার বর্ষ পৃথিবীর মাঝ ।
 যোর যত ভক্তগণ করিবে বিরাজ ॥
 তারপর যোর ভক্ত না রহিবে আর ।
 কলিকালে চারি বর্ষ হবে একাকার ॥
 এই কথা কহে যবে কৃষ্ণ জনার্দন ।
 চতুর্ভুজ মূর্তি তিনি করেন ধারণ ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে ।
 রথে আরোহিয়া বায়ু ক্ষীরোদ সাগরে ॥
 সিদ্ধকন্ডা মর্ত্যলক্ষ্মী অতি মনোহর ।
 শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাথে চলিলেন দ্বার ॥
 খেতবীপ মাঝে বিষ্ণু করি আগমন ।
 মনোহর দুই রূপ করিলা ধারণ ॥
 দক্ষিণ ভাগেতে হয় বিষ্ণুর মুরতি ।
 নবীন-নীরদ-কান্তি অপরূপ অতি ॥
 পরিধানে গীতবস্ত্র গোপবেশধারী ।
 ভগবান্ পূর্ণতম মুকুন্দ মুরারি ॥
 শত-কোটি-চন্দ্র-সম সৌন্দর্য্য তাঁহার ।
 পরব্রহ্ম গুণাভীত আত্মা-সবাকার ॥
 পরম আনন্দময় প্রভু পরাংপর ।
 ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥
 জ্যোতির্ময় সনাতন যোগিগণ কথ ।
 নিত্যরূপ কহে তারে ভক্ত সমুদয় ॥
 মতের স্বরূপ কহে বেদ-চতুষ্কয় ।
 দেবগণ কহে তারে প্রভু স্বেচ্ছাময় ॥
 সর্বরূপ কহে তারে মুনি ঋষিগণ ।
 নিত্য বস্ত্র কহে তারে যত বিচক্ষণ ॥

শঙ্কর বলেন তারে অমির্বচনীয় ।
 পরম ঈশ্বর প্রভু নিত্য অদ্বিতীয় ॥
 প্রজাপতি ব্রহ্মা কহে সবার কারণ ।
 গোলোকের নাথ তিনি শ্রীরাধাধরন ॥
 বামভাগে চতুর্ভুজ মূর্তি হয় তার ।
 ভগবান্ নারায়ণ কৃপা-অবতার ॥
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ ।
 চূর্ণভ বৈকুণ্ঠধামে করিলা গমন ॥
 লক্ষ্মীপতি বৈকুণ্ঠেতে করিলে প্রস্থান ।
 মুরলীর ধ্বনি করে কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
 মধুর মুরলী ধ্বনি করিয়া শ্রবণ ।
 মুচ্ছিত হইয়া পড়ে দেব মুনিগণ ॥
 অচেতন নাহি হয় ঈশ্বরী পার্বতী ।
 মধুর বচন কহে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি ॥
 গোলোকধামেতে আমি রাখি কারুণিণী ।
 মহালক্ষ্মীরূপা আমি বৈকুণ্ঠবাসিনী ॥
 আমি সিদ্ধকন্ডা আর দেবী বাধাদিনী ।
 আমিই সাবিত্রী দেবী বেদ-প্রসাবিনী ॥
 শুভ্র আদি দৈত্যগণে করিয়া নিধন ।
 পূর্বে আমি দুর্গা নাম করেছি ধারণ ॥
 ত্রিপুরা আমার নাম দৈত্য-বিনাশিনী ।
 আমি দক্ষকন্ডা সতী সত্যস্বরূপিণী ॥
 আমি বিষ্ণুমায়া আর আমি নারায়ণী ।
 কৃষ্ণপ্রাণাধিকা আমি রাধা বিনোদিনী ॥
 পঞ্চ প্রকৃতির রূপা হই অনুক্ষণ ।
 যোর অংশে জন্ম লয় দেবপত্নীগণ ॥
 গোলোকের মাঝে আমি তোমার বিহনে ।
 চতুর্দিকে ভ্রমিতেছি শোকাবল মনে ॥
 আমার বচন ভূমি শুন সনাতন ।
 দ্বরা করি গোলোকেতে ক্ররহ গমন ॥
 পার্বতীর বাক্য শুনি কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 সত্বর গোলোকধামে করিলা প্রস্থান ॥
 মায়া মুরলীর শব্দে যত দেবগণ ।
 অচেতন হ'য়ে সবে ছিল এতক্ষণ ॥



অনন্ত বিখ্যাতব্যপ মদনমোহন।

ব্যাধব নাথোহু নিচর হবিল চণক :

পৃষ্ঠা ৬৯০

তাদের চৈতন্য দান করিলা পার্বতী ।
 হরিশ্রবণ করে সবে ভক্তিতরে অতি ॥
 তারপর যায় সবে আপন ভবনে ।
 পার্বতী স্বগৃহে যায় মহাদেব সনে ॥
 গোলোকে আসিছে পুনঃ কৃষ্ণ প্রাণধন ।
 আনন্দ-সাগরে ভাসে শ্রীরাধার মন ॥
 রথ হ'তে নামিলেন কৃষ্ণ গুণধাম ।
 লুটায় চরণে রাধা করিল প্রণাম ॥
 গোলোকবাসিনী যত গোপীগণ ছিল ।
 কৃষ্ণেরে দর্শন করি আনন্দে মাতিল ॥
 রাধিকার হস্ত ধরি কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাসের যশুল মাঝে করিলা ভ্রমণ ॥
 পবিত্র অক্ষযবট হেরি ফুল্ল মনে ।
 রাধা ও গোবিন্দ যাব রম্য বৃন্দাবনে ॥
 মালতী মাধবী কুন্দ চম্পক কানন ।
 পশ্চাতে ফেলিবা দৌড়ে করিলা গমন ॥
 চন্দন কানন শেষে করি অতিক্রম ।
 রাধার ভবন হেরে অতি মনোরম ॥
 অনন্তর ভগবান্ রাধিকার সনে ।
 ফুল্ল মনে বসিলেন রত্নের আসনে ॥
 তাম্বুল চর্বণ করি কৃষ্ণ সনাতন ।
 রাধা সহ শয্যা মাঝে করিলা শয়ন ॥
 রসের সাগরে মগ্ন হয় দুইজনে ।
 নানাবিধ ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥
 ধর্মের মুখেতে যাঁহা করিলু শ্রবণ ।
 অবিকল তাহা আমি করিলু বর্ণন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুধা-মাখা ।
 শ্রবণ করিলে থাকে হৃদয়েতে আঁকা ॥
 যেই জন ভক্তিতরে করিবে শ্রবণ ।
 এই ধরাধামে হবে ধন্য সেই জন ॥
 পরিপূর্ণতম হরি কৃষ্ণ সনাতন ।
 ভূভার হরণ তরে আবির্ভূত হন ॥
 মায়াবলে মাতৃগর্ভ বায়ুপূর্ণ করি ।
 বহুদেব ঘরে হন আবির্ভূত হরি ॥

অযোনিসম্ভব সেই কৃষ্ণ দয়াময় ।
 যুগে যুগে নাম-ভেদ বর্ণ-ভেদ হয় ॥
 সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ মূর্তি ছিল তার ।
 ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হন চমৎকার ॥
 দ্বাপরেতে কৃষ্ণবর্ণ ধরে কলেবর ।
 কলিকালে পীতবর্ণ ধরেন ঈশ্বর ॥
 এ কারণে শ্রীহরির কৃষ্ণনাম হয় ।
 পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম নাহিক সংশয় ॥
 কৃষ্ণনাম শ্রবিলে ও করিলে শ্রবণ ।
 কোটিজন্মান্বিত পাপ হয় বিনাশন ॥
 কৃষ্ণনাম শ্রমধুর শ্রমজলময় ।
 এই নামে মুক্তি লভে জীব-সমুদয় ॥
 সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম ।
 ভক্তি আর দাস্তপ্রদ হয় অবিরাম ॥
 যেই স্থানে হয় সদা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ।
 কৃষ্ণের কিঙ্কর সেখা করে আগমন ॥
 হরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
 অনন্ত ইত্যাদি ধীরে ভজে নিরন্তর ॥
 মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী ধীরে করেন বন্দনা ॥
 স্থূল হ'তে স্থূলতর শরীর বাঁহার ।
 লোমকূপে স্থিতি ধীর এ বিশ্ব সংসার ॥
 কৃষ্ণনাম অবিরাম লয় যেইজন ।
 অবশ্য সুচিবে তার ভবের বন্ধন ॥
 অচ্যুত সর্বেশ্বর হরি কৃষ্ণ সনাতন ।
 সর্বসাধার সর্বগতি রাধিকারমণ ॥
 কৃষ্ণের চরণে মতি রয়েছে বাহার ।
 এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বুধা কাটে কাল ।
 কৃষ্ণনামে ছিন্ন হয় বিরুমাযাজাল ॥
 হৃদ্বস্তর ভবসিদ্ধি পায় হবে যদি ।
 কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর নিরবধি ॥
 পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন ।
 শূণ্ণেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন ॥

কেবা তুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময় ।
 অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণের নামগান অতি হিতকর ।
 অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥
 ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তপ্রাণধন ।
 তাঁহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥
 এ জগতে কৃষ্ণভক্ত আছে যেই জন ।
 দেহান্তে গোলোকধামে করিবে গমন ॥
 এ ভব-সংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সার ।
 নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মগণ্ডে উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● নবতিতম অধ্যায়

বদবিকাপ্রম হইতে ব্রহ্মলোকে নারদের গমন,
 স্বপ্নকণ্ঠ্যাব সহিত নারদেব বিবাহ ও
 বিবাহ, সনৎকুমারের উপদেশে
 তপস্যায় গমন, নারদেব প্রতি
 মহাদেবের উপদেশ
 এবং তাঁহার
 মুক্তি ।

নারদ কহিল, শুন প্রভু নারায়ণ ।
 সকল কাহিনী আমি করিছু শ্রবণ ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময় ।
 শ্রবণ করিলে তাহা জুড়ায় হৃদয় ॥
 আশ্রা যদি কর প্রভু তপস্তা-কারণ ।
 হিমালয় পর্বতেতে করিব গমন ॥
 নারায়ণ কহিলেন নারদের প্রতি ।
 পূর্বজন্মে ছিলে তুমি গন্ধর্বের পতি ॥
 পঞ্চাশ নারীর পতি ছিলে গুণধাম ।
 উপবরণ এই ছিল তব নাম ॥
 ভুলিয়া গিয়াছ তুমি সে সব বিষয় ।
 এক্ষণে হইলে তুমি ব্রহ্মার তনয় ॥
 সেই পত্নীদের মাঝে নারী একজন ।
 বহু বর্ষ করিয়াছে শিবের ভজন ॥

তুচ্ছ হ'য়ে মহেশ্বর বর দিলা তারে ।
 সেই বরে পতিরূপে পাইবে তোমারে ॥
 স্বপ্নয় রাজার গৃহে জন্মে সেই নারী ।
 তাহারে বিবাহ তুমি কর তাড়াতাড়ি ॥
 স্বপ্নয়নন্দিনী অতি রূপসী যুবতী ।
 লক্ষ্মী-অংশে জন্ম তার পতিব্রতা সতী ॥
 অনন্তযৌবনা বাল্য অতি কমলীয়া ।
 মহাভাগা সেই কন্যা অতি রমণীয়া ॥
 যতদিন কর্মফল-ভোগ নাহি হয় ।
 পরিত্রাণ নাহি পায় জীব-সমুদয় ॥
 নারায়ণ-মুখে শুনি এহেন বচন ।
 নারদ স্বপ্নয়-গৃহে করিল গমন ॥
 কহিল শৌনক মুনি, সূত মহাশয় ।
 কহ মোরে নারদের বিবাহ-বিষয় ॥
 সূত মুনি কহিলেন, শুন যোগিরাজ ।
 বিচিত্র কাহিনী আমি কহিতেছি আজ ॥
 ব্রহ্মার নিকটে গিয়া নারদ প্রবর ।
 সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অতঃপর ॥
 আনন্দিত হ'য়ে ব্রহ্মা রথ-আরোহণে ।
 নারদের সহ যাব স্বপ্নয় ভবনে ॥
 স্বপ্নয় নৃপতি অতি প্রফুল্ল অন্তরে ।
 নারদেবে নিজ কন্যা সমর্পণ করে ॥
 কন্যার বিদায় কালে নৃপতি স্বপ্নয় ।
 শোকাক্তে অধীর হ'য়ে কান্দে অতিশয় ॥
 কোথায় চলিলে তুমি কমললোচনে ।
 তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিব কেমনে ॥
 তোমার বিহনে হেরি সমস্ত আঁধার ।
 চলিয়া যাইব আমি বনের মাঝার ॥
 পিতার ক্রন্দন শুনি নন্দিনী তখন ।
 কান্দিতে কান্দিতে করে রথে আরোহণ ॥
 পুত্র আর পুত্রবধূ ল'য়ে প্রজাপতি ।
 আপন ভবনে যাব পুলকিতে অতি ॥
 ব্রহ্মলোকে অতিশয় হব ধূষ্যাম ।
 মধুর চন্দ্রভি লেখা বাজে অবিরাম ॥

ঢকা বাজে মনোহর বাজিল পটহ ।
 মধুর মৃদঙ্গ বাজে মুরলীর সহ ॥
 মুরঙ্গ আনক কাংড়া বাজে স্তম্বোহন ।
 নৃত্য গীত করে যত বিদ্যাধরীগণ ॥
 তারপর সমারোহে দেব বিপ্রগণে ।
 ভোজন করায় ব্রহ্মা পরিতৃপ্ত মনে ॥
 কপবতী পত্নী লভি নারদ প্রবর ।
 সুরতজ্রীড়ায় রত হয় নিরন্তর ॥
 কামশান্ত্র-বিশারদ ব্রহ্মার তনয় ।
 নানাভাবে জ্রীড়া করে, তৃপ্তি নাহি হয় ॥
 দিব্যরাজ্ঞ জ্ঞান কিছু না রহিল আর ।
 পত্নীসহ নানারূপে করিল বিহার ॥
 এইরূপে রতিভোগ করি অতঃপর ।
 বটকৃষ্ণমূলে যায় নারদ প্রবর ॥
 ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান্ সনৎকুমার ।
 এমন সময় আসে নিকটে তাহার ॥
 শিশুসম নয় দেহ নয়নাভিরাম ।
 নিরন্তর জপিতেছে শ্রীকৃষ্ণের নাম ॥
 বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য ভক্তের প্রধান ।
 পঞ্চবৎসরের শিশু অতি জ্ঞানবান্ ॥
 সনৎকুমারে দেখা করিয়া দর্শন ।
 নারদ করিল তার চরণ-বন্দন ॥
 মুছ হাশ্ব করি কহে সনৎকুমার ।
 শুন হে রমণীপ্রিয় বচন আমার ॥
 নৃপকণ্ঠা সহ তব হ'ল পরিণয় ।
 পত্নীসহ কাল কাটে স্তখে অতিশয় ॥
 পরমাত্মজ্ঞান লোপ ক'রে নারীগণ ।
 মোক্ষের বিরোধী তারা বন্ধন কারণ ॥
 মহামূৰ্খ হয় যারা শুন মতিমান্ ।
 অমৃত ভাবিয়া তারা করে বিষ পান ॥
 বিষয়ে আসক্ত কভু হয় যার মন ।
 সেই নরাধম করে গরল সেবন ॥
 যতদিন কৰ্ম্মভোগ শেষ নাহি হয় ।
 ফল ভোগ করে যত জীব-সমুদয় ॥

ব্রহ্মার নন্দন মোরা শুন তপোধন ।
 তথাপি কৰ্ম্মের ভোগ রয়েছে লিখন ॥
 তাই যদি নাহি হবে তবে কেন আর ।
 গন্ধর্ব্ব রূপেতে জন্ম হইল তোমার ॥
 প্রিয়ারে এখন ভূমি করি পরিহার ।
 তপস্যার তরে যাও বনের মাঝার ॥
 পবিত্র ভারত-মাঝে ভক্তিসু্কৃত মনে ।
 একান্তে ভজনা কর শ্রীমধুসূদনে ॥
 দ্বি-অক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র করিয়া গ্রহণ ।
 নিরন্তর ভজ সেই হরির চরণ ॥
 পুঙ্কর তীরেতে মোরে কৃপাময় হরি ।
 দ্বি-অক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র দেন কৃপা করি ॥
 সকল মন্ত্রের সার সেই কৃষ্ণনাম ।
 কল্পকাল ধরি আমি জপি অবিরাম ॥
 এইরূপ বাক্য কহি নারদ প্রবরে ।
 সনৎকুমার শেষে মন্ত্র দান করে ॥
 কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করি নারদ তখন ।
 মায়াময়ী রমণীয়ে করিল বর্জন ॥
 নারদ ভারতে যায় তপস্যার তরে ।
 কৃতমালা নদীতীরে হেরিল শঙ্করে ॥
 শিবেরে দর্শন করি অতি ভক্তিমত্তরে ।
 নারদ চরণে তার প্রণিপাত করে ॥
 শঙ্কর কহিলা তারে, নারদ প্রবর ।
 তোমারে হেরিয়া তুচ্ছ আমার অন্তর ॥
 বিমুগ্ধভক্তি পরায়ণ যেই জন হয় ।
 তাহার দর্শনে পুণ্য হয় অতিশয় ॥
 শুন শুন মহাভাগ কহি তব প্রতি ।
 লভিয়াছ কৃষ্ণমন্ত্র সুদুর্লভ অতি ॥
 গোলোকধামেতে নিজে কৃষ্ণ ভগবান্ ।
 আমাদেরে এই মন্ত্র করিলা প্রদান ॥
 এই মন্ত্রে যেই জন করিবে গ্রহণ ।
 নারায়ণ ভূল্য সদা হবে সেই জন ॥
 কৰ্ম্মমূলচ্ছেদকারী এই কৃষ্ণনাম ।
 পাপ-বিনাশক তাহা হয় অবিরাম ॥

নবজলধর সম বরণ ঘাঁহার ।
 কমনীয় শ্যামকান্তি অতি চমৎকার ॥
 শরভের চন্দ্রনয় বদন কমল ।
 বিকশিতপদময় নয়ন যুগল ॥
 শিখিপুচ্ছ শোভা পায় চূড়ায় ঘাঁহার ।
 কোমলভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥
 কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে ঘাঁর ।
 সর্ব দেহে শোভে ঘাঁর রত্ন-অলঙ্কার ॥
 সনার আরাধ্য যিনি পরম ঈশ্বর ।
 ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥
 পরিপূর্ণতম সেই নিত্য নিরঞ্জন ।
 তাঁহার ভজনা তুমি কর অনুক্ষণ ॥
 এই কথা বলি তারে দেব পঞ্চানন ।
 কৈলাস ভবন পানে করিলা গমন ॥
 শঙ্করে প্রণাম করি নারদ প্রবর ।
 তপস্কার তরে যায় বনের ভিতর ॥
 বহুকাল কৃষ্ণমন্ত্র জপি নিশিদিন ।
 নারদ বিষ্ণুর পদে হইল বিলীন ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা মধুর-মধুর ।
 শ্রবণ করিলে সব বিদ্য হয় দূর ॥
 ব্যাসদেব বেদ আদি বৎসরূপে ধরি ।
 কল্পনায় ভারতীয়ে কামধেনু করি ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের দুঃখ করিয়া দোহন ।
 জনে জনে সেই স্তব্বা করিল বর্চন ॥
 ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভক্তের ইচ্ছায় ।
 শ্যামহৃন্দরের বেশে আসিলা ধরায় ॥
 ত্রিগুণ অতীত সেই পরম ঈশ্বর ।
 তাঁহার ভজনা সব কর নিরন্তর ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি ঘাঁহার কারণ ।
 সেই সনাতন কৃষ্ণে ভজ অনুক্ষণ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● একনবতিতম অধ্যায়

বহি ও স্তবর্ণ উৎপত্তি কথন ।

কহিলা শৌনক মুনি, সূত মহাশয় ।
 তব মুখে শুনিলাম সমস্ত বিষয় ॥
 শুনিলাম কথা আমি অতি গোপনীয় ।
 রমণীয় উপাখ্যান অনির্বচনীয় ॥
 ধন্য ধন্য আমি, আজ সকল জীবন ।
 মধুর পুরাণ-কথা করিছু শ্রবণ ॥
 কিরূপে স্তবর্ণ বহি উৎপাদিত হয় ।
 রূপা করি সেই কথা কহ মহাশয় ॥
 কহিলেন সূত মুনি, শুন তপোধন ।
 অপূর্ব পুরাণ-কথা কহিব এখন ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ বিষ্ণুর সমীপে ।
 সৃষ্টিকালে একদিন যান স্বৈভবীপে ॥
 সেথায় গমন করি আনন্দিত মনে ।
 বসিলেন দেবগণ রত্নসিংহাসনে ॥
 বিষ্ণুর স্তব্ধর সেই সভার ভিতরে ।
 স্তব্ধরী যুবতীগণ নৃত্যগীত করে ॥
 তাহাদের স্তন জ্যোতি করিয়া দর্শন ।
 প্রজাপতি ব্রহ্মা হয় কামেতে মগন ॥
 নিজেরে সংযত ব্রহ্মা করিতে না পারে ।
 কামেতে অধীর হ'য়ে পড়ে বারে বারে ॥
 অনন্তর হয় তার বীর্যের পতন ।
 লজ্জাজরে বস্ত্রে তাহা করে আচ্ছাদন ॥
 বীর্যসহ সেই বস্ত্র ব্রহ্মা তারপরে ।
 নিক্ষেপ করিল আসি কীরোদ সাগরে ॥
 অপূর্ব ঘটনা ঘটে এমন সময় ।
 জল হ'তে শিশু এক সমুৎপত্ত হয় ॥
 ব্রহ্মাতেজে দীপ্ত শিশু আসিয়া সত্বরে ।
 সভার মাঝারে বসে বিধাতার ক্রোড়ে ॥
 দেবতা বরুণ আসি এমন সময় ।
 বালকে ল'য়ে যেতে সমুদ্রত হয় ॥

বালকেরে নাহি ছাড়ে ব্রহ্মা প্রজাপতি ।
 ক্রন্দন করিল শিশু ভীত হ'বে অতি ॥
 কহিল বরুণ দেব, এ শিশু আমার ।
 জলের মাঝারে জন্ম হইল ইহার ॥
 বরুণের এই কথা করিয়া শ্রবণ ।
 ক্রোধভরে প্রজাপতি কহিলা তখন ॥
 এ শিশু লইল আসি শরণ আমার ।
 কেমনে ইহারে আমি করি পরিহার ॥
 শরণাগতেরে ত্যাগ করে যেই জন ।
 নরক-মাঝারে সেই করিবে গমন ॥
 তাহাদের বাক্য শুনি শ্রীমধুসূদন ।
 যুগ্ম যুগ্ম হাস্য করি কহিলা তখন ॥
 কামিনীগণের শ্রোণি করিয়া দর্শন ।
 কামেতে ব্রহ্মার হয় বীর্যের স্থলন ॥
 সেই বীর্য ল'য়ে ব্রহ্মা লজ্জিত অন্তরে ।
 ক্ষেপণ করিবাছিল ক্ষীরোদ সাগরে ॥
 সেই বীর্য হ'তে এই জন্মিল কুমার ।
 ধর্ম-অনুসারে হয় পুত্র বিধাতার ॥
 বহি নামে সেই পুত্র সুবিখ্যাত হয় ।
 দাহ-শক্তি দান করে বিষ্ণু দয়াময় ॥
 বহির উৎপত্তি-কথা করিলু কীর্তন ।
 স্বর্ণের কাহিনী কহি করহ শ্রবণ ॥
 রক্তার জঘন স্তন করিয়া দর্শন ।
 একদা হইল অগ্নি কামেতে মগন ॥
 কামবাণে জরজর হইল অন্তর ।
 বীর্যের স্থলন তার হয় অতঃপর ॥
 নিদারুণ লজ্জাবশে দেব হত্যাশন ।
 সেই বীর্য বস্ত্র দ্বাৰা করে আচ্ছাদন ॥
 অনলের সেই বীর্য এমন সময় ।
 প্রদীপ্ত স্তব্ধরূপে পরিণত হয় ॥
 ক্ষণকাল সাঝে সেই স্তব্ধ উজ্জ্বল ।
 ক্রমে বৃদ্ধি পোয়ে হয় স্তব্ধ অচল ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি স্তম্ভুর ।
 শ্রবণ করিলে যত পাণ হয় দূর ॥

কহিলাম তব কাছে সমস্ত বিষয় ।
 আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর মহাশয় ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● দ্বিনবতিতম অধ্যায়

ব্রহ্মাণি খণ্ড-চতুষ্টিবেদ অর্থ-নিকপণ ।

কহিলা শৌনক মুনি, সূত মহাশয় ।
 শ্রবণ করিলু আমি সকল বিষয় ॥
 অপূর্ব পুরাণ-কথা করিলু শ্রবণ ।
 সংক্ষেপে সকল কথা করহ বর্ণন ॥
 কহিলেন সূত মুনি, গুহে তপোধন ।
 কহিতেছি সব কথা শুন দিয়া মন ॥
 ব্রহ্মখণ্ড মাঝে আছে ব্রহ্ম-নিকপণ ।
 গোলোক আদির যত আছে বিবরণ ॥
 সেই খণ্ডে আছে সব জাতির নির্ণয় ।
 উৎকৃষ্ট আখ্যান আদি আছে সমুদয় ॥
 রাধামাধবের ক্রীড়া, উৎপত্তি বিস্তর ।
 ব্রহ্মা নারদের কথা অতি স্তম্ভুর ॥
 ব্রহ্মাণ্ড বর্ণন আর নারদের জ্ঞান ।
 নারদের নারায়ণ আশ্রমে প্রস্থান ॥
 সকল কাহিনী আমি কহিলু তোমারে ।
 ব্রহ্মখণ্ডমাঝে সব আছে সবিস্তারে ॥
 প্রকৃতি খণ্ডেতে আছে প্রকৃতি-লক্ষণ ।
 প্রকৃতিদিগের যত আছে বিবরণ ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধার ।
 অপূর্ব কাহিনী সব আছে চমৎকার ॥
 শিব শঙ্করুড়ে যুদ্ধ ভুলসীর কথা ।
 শ্রীদামেব অভিষাগমোচন-বারতা ॥
 মনসার উপাখ্যান, কাহিনী গঙ্গার ।
 প্রকৃতি খণ্ডের মাঝে আছে সবিস্তার ॥
 গণপতি-খণ্ডে আছে কথা মনোহর ।
 নিত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্ব অতি হিতকর ॥

ପାର୍ବତୀ ଶିବେର ଜୌଡ଼ା କାର୍ତ୍ତିକ ଜନମ ।
 ପୁଣ୍ୟକ ବ୍ରତେର କଥା ଅତି ମନୋରମ ॥
 ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁର ବରଦାନ ପାର୍ବତୀର ପ୍ରୀତି ।
 ଉର୍ଗାର ଚରିତ୍ର-କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଅତି ॥
 ଗଣେଶେର ଆବିର୍ଭାବ, ଗଣେଶ-ଦର୍ଶନ ।
 ଗଣପତି-ଥଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଆଛି ବିବରଣ ॥
 କାର୍ତ୍ତିକେର ଆନୟନ, ଗଣେଶ-ପୂଜନ ।
 ଜୟଦୟା ତାପସେର ସୁଦ୍ଧ-ବିବରଣ ॥
 ହରଭିହରଣ ଆର ହେମୁକାର କଥା ।
 ଭୃଗୁରାମ ଗଣେଶେର ବିବିଧ ବାରତା ॥
 ପରଶୁରାମେର ପଣ, ମରୀଚିତାହାର ।
 ଗଣେଶେର ଦନ୍ତଭଙ୍ଗ, ବିଳାପ ଉର୍ଗାର ॥
 କୈଳାସ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦି ଅତି ମନୋହର ।
 ରହିଯାଛି ଗଣପତି-ଥଣ୍ଡେର ଭିତର ॥
 କୁଞ୍ଜଜନ୍ମଥଣ୍ଡେ ଆଛି ପବିତ୍ର ଆଧ୍ୟାନ ।
 ଅତି ରମଣୀୟ ତାହା ଅତୀବ ମହାନ ॥
 ନାରଦ ସେ ଶ୍ରୀମୁଖ କରେ ନାରାୟଣ କାହିଁ ।
 ଶ୍ରୀମୁଖେର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏହି ଥଣ୍ଡେ ଆଛି ॥
 ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଶଂସା ଆର ଶ୍ରୀଧିକାର କଥା ।
 ରାଧାର ଶ୍ରୀଦାମ୍ ସହ କଲହ ବାରତା ॥
 ପରମ୍ପରେ ଶାପ ଦାନ, ହୁଡ଼ା ବିରଜାର ।
 କିରୁପେ ବିରଜା ଧରେ ନଦୀର ଆକାର ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର ସହ ତାର ଗୋପନେ ମିଳନ ।
 ମାଗରେର ଜନ୍ମକଥା ଆଛି ବିବରଣ ॥
 କୁଞ୍ଜଜନ୍ମ-ବିବରଣ ଅତି ଚମତ୍କାର ।
 ବହୁଦେବ-ଭବନେତେ ଆବିର୍ଭାବ ତାର ॥
 ଗୋକୁଳେ ଗମନ-କଥା, ଶାପ-ବିବରଣ ।
 ସୁବତ୍ସନ-କନ୍ୟାରୁପେ ରାଧା-ଆଗମନ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ଅହର ନିଧନ ।
 ପୂଜନା ମୋକ୍ଷଣ ଆର ଶକଟ ଉତ୍ଥାନ ॥
 ବିଦାତା ବ୍ରହ୍ମାର ସ୍ତବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର କାହିଁ ।
 ଅପରୂପ ଥାବେ କୁଞ୍ଜଜନ୍ମଥଣ୍ଡେ ଆଛି ॥
 ସହସ୍ରା ଗୋକୁଳ ତ୍ୟାଗ କରି ମନାତନ ।
 କିରୁପେତେ ବୁନ୍ଦାବନେ କରେନ ଗମନ ॥

ନବ ବୁନ୍ଦାବନ ସୃଷ୍ଟି, ଜୌଡ଼ା ଚମତ୍କାର ।
 ବିପ୍ର-ପତ୍ନୀଗଣ-ଦନ୍ତ ଅନ୍ତେର ଆହାର ॥
 ତାହାଦେର ବର ଦାନ, ସ୍ବର୍ଗେର ବର୍ଣ୍ଣନା ।
 କୁଞ୍ଜ କରେ ଗୋପୀଦେର ବସନ ହରଣ ॥
 କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତକଥା, ଉର୍ଗା-ପୂଜା-କଥା ।
 ଗୋପିକାଗଣେର ସହ ପାର୍ବତୀ-ବାରତା ॥
 ତାଳ-କଳ-ଭଙ୍ଗେର କଥା ମନୋହର ।
 ଇନ୍ଦ୍ର-ବାଗ-ଧ୍ବଂସ କଥା ରେରେ ଉତ୍ତର ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର ପରିଗଣ ରାଧିକାର ମନେ ।
 ଗୋପିକାଗଣେର ଜୌଡ଼ା ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ॥
 ଗାୟାବଳେ ଛାୟା-ସୃଷ୍ଟି କୁଞ୍ଜେର ବିହାର ।
 ଯୁକ୍ତିର ବ୍ରତାନ୍ତ କଥା ଆଛି ଚମତ୍କାର ॥
 ଶ୍ରୀହରିର ନାନାବିଧ ଜୌଡ଼ା ଜଳେ ହଲେ ।
 ଅପୂର୍ବ ରାମେର ଲୀଳା ରାମେର ମଣ୍ଡଳେ ॥
 ମଥୁରା-ପ୍ରେମେଶ ଆର ରଞ୍ଜକ-ସଂହାର ।
 କୁଞ୍ଜା ରମଣୀୟ ସହ ମଞ୍ଜୋଗବିହାର ॥
 ହରଧନୁ-ଭଙ୍ଗ-କଥା, ଶାନ୍ତ-ନିଧନ ।
 କଂସ-ବଧ, ଉତ୍ତମେନେ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ ॥
 ଉତ୍କଳେର ଆଗମନ ରାଧାର ଭବନେ ।
 ନାନାବିଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀରାଧାର ମନେ ॥
 ଶ୍ରୀରାମ କୁଞ୍ଜେର ଉପନୟନେର କଥା ।
 ଆରୋ ଆଛି କତରୂପ ବିଚିତ୍ର ବାରତା ॥
 ଗୁରୁ-ଗୃହେ ବିଦ୍ଧାଳାତ, ସ୍ବତ ପୁତ୍ର ଦାନ ।
 ଜରାସନ୍ଧ ପରାଜୟ, ହାରକା-ନିର୍ମାଣ ॥
 ପାରିଜାତ ଆନୟନ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ହରଣ ।
 କୁରୁ ପାଣ୍ଡବେର ସୁଦ୍ଧ ଭୂତାର-ମୋଚନ ॥
 ଉଦ୍ଧାର ହରଣ-କଥା, ବାଣ-ପରାଜୟ ।
 ରାଧା-ସଂହାର ଆଦି ଅପୂର୍ବ ବିଷୟ ॥
 ଶୃଗାଳ-ସୃଷ୍ଟିର କଥା, ଗଣେଶ ପୂଜନ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର ସହ ପୁନଃ ରାଧାର ମିଳନ ॥
 ପାଣ୍ଡବବଂଶେର ମୋକ୍ଷ, ସ୍ବର୍ଗେ ଆରୋହଣ ।
 ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର ହସ୍ତାନେ ଗମନ ॥
 ହୁନିବର ନାରଦେର ଶୁଭ ପରିଗଣ ।
 ବହି ଓ ସ୍ବର୍ଗେର କଥା ଆଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তের কথা চারিভাগ আছে ।
কহিনু সকল কথা তোমাদের কাছে ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্বরধুর অতি ।
শ্রবণ করিলে হয় হরিপদে মতি ॥
অসার সংসারে কৃষ্ণনাম মাত্র সার ।
কৃষ্ণনাম বিনা অজ্ঞ গতি নাহি আর ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিাবতীতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

● ব্রহ্মনৈবতীতম অধ্যায়

মহাপুরাণ ও উপপুরাণে লক্ষণ-কথন, মহাপুরাণ
সকলের শ্লোক-সংখ্যা, ব্রহ্মবৈবর্ত নামের অর্থ,
তদ্ব্যাহ্যাবর্ণন এবং যথাক্রমে শ্রবণ ও
ফলশ্রবণের অহকীর্তন ।

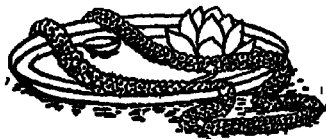
কহিলা শৌনক মুনি, শুন যোগিরাজ ।
মানব জীবন মম ধন্য হ'ল আজ ॥
অপূর্ব পুরাণ-কথা কবিনু শ্রবণ ।
কুপা করি কর মোর অভীষ্ট পূরণ ॥
অভয় প্রদান যদি কর দয়াময় ।
জিজ্ঞাসা করিব আমি অপর বিষয় ॥
কহিলেন সূত মুনি শৌনক নিকটে ।
কিবা তব প্রশ্ন তাহা কহ অকপটে ॥
কহিল শৌনক মুনি কহ মহাশয় ।
পুরাণের শ্লোক-সংখ্যা ফল-সমুদয় ॥
সূত মুনি কহিলেন শুন তপোধন ।
তোমার সম্বন্ধ আমি করিব ভঞ্জন ॥
স্বজন-প্রলয়-কথা পুরাণেতে রয় ।
চতুর্দশ যমু কথা আছে সমুদয় ॥
চন্দ্রসূর্য্যবংশধর যত নৃপগণ ।
পুরাণে তাদের সব আছে বিবরণ ॥
মহাপুরাণের কথা শুন মহাশয় ।
কহিব তাহার আমি লক্ষণ বিষয় ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আছে বিবরণ ।
চতুর্দশ যমুদের নামের কীর্তন ॥

হরির মাহাত্ম্য-কথা, দেব-গুণপ্রায় ।
মহাপুরাণের মাঝে রহে অবিরাম ॥
ব্রহ্মপুরাণের শ্লোক দশটি হাজার ।
পঞ্চাশ হাজার পদ্মপুরাণ মাঝার ॥
তেরটি হাজার শ্লোক বিষ্ণুপুরাণের ।
আঠার হাজার শ্লোক শ্রীভাগবতের ॥
চব্বিশ হাজার শ্লোক শিব-পুরাণেতে ।
পঁচিশ হাজার শ্লোক আছে নারদেতে ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে নয়টি হাজার ।
আঠার হাজার ব্রহ্মবৈবর্ত মাঝার ॥
এগার হাজার শ্লোক লিঙ্গপুরাণেতে ।
চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে বরাহেতে ॥
সব পুরাণের শ্লোক করিলে গণন ।
চারি লক্ষ শ্লোক হয় শুন তপোধন ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্বদার ভাণ্ডার ।
সকল কাহিনী আমি কহিয়াছি তার ॥
পরব্রহ্ম-কথা ইথে হয়েছে বর্ণিত ।
শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত নামে তাই অভিহিত ॥
অতি পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।
সুহৃদন্ত হরিভক্তি করয়ে প্রদান ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা সকলের সার ।
হরিদাস্তপ্রদ তাহা হয় অনিবার ॥
যজ্ঞ-অনুষ্ঠান আর ভ্রতের পালন ।
গুরু-প্রদক্ষিণ আর তীর্থেতে গমন ॥
এ সকল আচরণে যত ধর্ম্ম হয় ।
ব্রহ্মবৈবর্তের কাছে তুচ্ছ সমুদয় ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা করিলে পঠন ।
পুত্ররত্ন লাভ করে পুত্রহীন জন ॥
দুর্ভাগা রমণী ইহা করিলে শ্রবণ ।
পতির সৌভাগ্য লাভ করে অনুক্ষণ ॥
স্বতবৎসা কাকবক্ষা রমণী সকল ।
পুবাণ শ্রবণ যদি করে অবিরল ॥
চিরজীবী পুত্ররত্ন অবশ্যই পায় ।
পুরাণ-শ্রবণ-ফলে দুঃখ যুচে যায় ॥

যশোহীন যশ পায় শুনিলে পুরাণ ।
 রোগমুক্ত হয় রোগী, মৃত পায় জ্ঞান ॥
 দরিত্রেরা ধনী হয় পুরাণ শ্রবণে ।
 বিপদ হইতে মুক্ত হয় সর্বজন ॥
 পুরাণের অর্ধ শ্লোক যেই জন পড়ে ।
 লক্ষ গোদানের ফল পায় সে সম্বরে ॥
 ভক্তিভরে চারিখণ্ড যে করে পঠন ।
 সফল জনম তার, সার্থক জীবন ॥
 কোটিজন্মার্জিত পাপ দূর হয় তার ।
 অস্তিমে গমন করে গোলোক মাঝার ॥
 শুদ্ধ মনে স্নান আদি করি সমাপন ।
 ভক্তিভরে ব্রহ্মখণ্ড করিয়া শ্রবণ ॥
 পায়স পিষ্টক ফল করি আনয়ন ।
 ভক্তিভরে পাঠকেরে করাও ভোজন ॥
 কৃষ্ণ নিবেদন করি মাল্য ও চন্দন ।
 সূক্ষ্মবস্ত্র সহ কর পাঠকে অর্পণ ॥
 শুনিয়া প্রকৃতিখণ্ড বিশুদ্ধ অন্তরে ।
 দধিযুক্ত অন্ন দাও পাঠক প্রবরে ॥
 অনন্তর গাভী এক করি আনয়ন ।
 বৎস সহ পাঠকেরে করিবে অর্পণ ॥
 গণপতি-খণ্ড-কথা শ্রবণের পর ।
 স্বর্ণ উপবীত দান কর মনোহর ॥
 খেত অশ্ব খেত ছত্র খেত মাল্য ল'য়ে ।
 পাঠকে প্রদান কর প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
 কৃষ্ণজন্মখণ্ড-কথা করিয়া শ্রবণ ।
 পাঠকে সর্বদ্বন্দ্ব তব করিবে অর্পণ ॥

রত্ন-অঙ্গুরীয় আর স্বর্ণের কুণ্ডল ।
 সূক্ষ্ম বস্ত্র, ম ল্য দান করিবে সকল ॥
 এইরূপে দক্ষিণাদি করিয়া অর্পণ ।
 একশত ব্রাহ্মণেরে করাবে ভোজন ॥
 পুরাণ শ্রবণ যেই করে ভক্তিভরে ।
 পুরাকৃত পাপ হ'তে মুক্তিলাভ করে ॥
 দুর্লভ কৃষ্ণের দাস্য সেই জন পায় ।
 অস্তিমে কৃষ্ণের কাছে গোলোকেতে যায় ॥
 গুরুর মুখেতে যাহা করিনু শ্রবণ ।
 সকল কাহিনী আমি করিনু বর্ণন ॥
 এক্ষণে বিদায় মোরে দাও মুনিগণ ।
 নারায়ণ-আশ্রমেতে করিব গমন ॥
 ত্রিগুণ-অতীত যিনি প্রভু সারাসার ।
 সেই রাধাকান্তে সবে ভজ্ঞ অনিবার ॥
 ব্রাহ্মণগণেরে আমি করি নমস্কার ।
 কৃষ্ণ শিব ব্রহ্মা পদে নমি বারংবার ॥
 গণেশ-চরণ আমি করিনু বন্দন ।
 বন্দনা করিনু আমি ভারতী চরণ ॥
 ব্যাসদেব চরণেতে জানাই প্রণাম ।
 শ্রীহুগার চরণেতে নমি অবিরাম ॥
 হে শৌনক, তোমাদেরে করিয়া দর্শন ।
 গণেশের সিদ্ধাশ্রমে চলিনু এখন ॥
 অবোধ হৃবোধ অতি ভক্তি সহকারে ।
 বিরচিল এ পুরাণ ত্রিপদী পয়ারে ॥
 ব্রহ্মবৈবর্তের কথা হ'ল সমাপন ।
 মহানন্দে হরি হরি বল সর্বজন ॥
 শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ব্রহ্মবৈবর্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সমাপ্ত



উপন্যাসগুলি পাড়েছেন কি ?

দেব সাহিত্য কুটীরের উপন্যাসের

অভিনব সংস্করণ

“মৌজুক সিন্ধিজ”

অবগুড প্রণীত

‘বা নয় তাই’

দাম—৫.০০ টাকা

ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত প্রণীত

রূপের অভিনাপ

দাম—৪.০০ টাকা

কণ্ঠান্তর

দাম—৩.০০ টাকা

প্রবোধকুমার জাভালের

প্রমীলার সংসার

দাম—৩.০০ টাকা

দেবীর দেশের মেয়ে

দাম—ট. ২.৫০

আলো আর আগুন

দাম—ট. ২.৫০

মুখীন্দ্রনাথ সাহার

মিলন প্রতীক

দাম—ট. ৩.০০

পূর্ণাঙ্গী সৌর

জালবাসা এলো জীবনে

দাম—৪.০০ টাকা

ভারানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

পাষণপুরী

দাম—৪.০০ টাকা

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রণীত

নেপথ্য

দাম—৩.০০ টাকা

ছিনিমিনি

দাম—৪.০০ টাকা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নবীন সাথী

দাম—৪.০০ টাকা

প্রেরসী

দাম—৩.০০ টাকা

জীবন সাথী

দাম—৩.০০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

শেষ অধ্যায়

দাম—৪.০০ টাকা

আরো অনেক বই আছে

দেব সাহিত্য কুটীর ● ২১, বামাপুত্র সেন, কলিকাতা—৯

শ্রীমুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

কামীন্দী মহাভারত

কামীন্দী দ্বা দ্বি বিবচিত, অসংখ্য এববর্ণ ও
বহুবর্ণ চিত্র-সংবলিত।

পঞ্চছন্দে অষ্টাধ্ব্য পর্বে সম্পূর্ণ।

রাজ সংস্করণ	... দাম ৩০'০০ টা.
সাধারণ সংস্করণ	... দাম ২৫'০০ টা.
মূলভ সংস্করণ	... দাম ২০'০০ টা.

সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত
(শ্রীল বুদ্ধাবন ঠাকুর বিবচিত)

শ্রীচৈতন্যভাগবত

একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র-শোভিত। পরিণেবে
সারাদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাজ সংস্করণ—দাম	২০'০০ টাকা
মূলভ সংস্করণ—দাম	১৫'০০ টাকা

শ্রীমুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

ও

সাধক জীবন-কথা

এই গ্রন্থে আছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও তাঁহার
পার্বকগণের বীণা-প্রসঙ্গ, বৈষ্ণব ভক্তদের অদৌকিক
কাহিনী, শ্রীবাধাকৃষ্ণের দীপারসেব বিশেষণ এবং
শ্রীকৃষ্ণাবনধামের বিশদ বর্ণনা। ইহা ছাড়া একশত
মহাপুরুষের ঐতিহ্যিক গহ জীবনী পরিবেশিত
হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের অমূল্য সম্পদ।

মূল্য মাত্র ১৬'০০ টাকা।

কৃতিদাসী দ্ব্যমায়ণ

কৃতিদাসী ওকা কৃত স্তব্ধ পঞ্চছন্দে লিখিত
শতকাণ্ড দ্ব্যমায়ণ।

একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র-সংবলিত।

রাজ সংস্করণ	... দাম ২০'০০ ট
সাধারণ সংস্করণ	... দাম ১৬'০০ ট
মূলভ সংস্করণ	... দাম ১২'০০ ট

শ্রীহরেকৃষ্ণ যুগোপাধ্যায় ও
শ্রীমুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পা
শ্রীশ্রীচৈতন্যচর্চা

মূল, অক্ষর, অঙ্কন, ব্যাখ্যা ও টীকা সমেত।
মূল ও মূলভ ভাষায় লিখিত।

রাজ সংস্করণ	... দাম ২৫'০০
মূলভ সংস্করণ	... দাম ২০'০০

শ্রীমুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

স্বামীমৈত্রেয়্য

মূলভ পঞ্চছন্দে লিখিত। বহুচিত্র শোভিত

রাজ সংস্করণ	... দাম ২৫'০০
মূলভ সংস্করণ	... দাম ২০'০০

শ্রীমুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

শ্রীমদ্ভাগবত

পঞ্চছন্দে লিখিত। একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র শে
পরিণেবে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের গল্প অতি ল
ভাষায় গল্পছন্দে দেওয়া আছে।

রাজ সংস্করণ	... দাম ৩০
সাধারণ সংস্করণ	... দাম ২৫
মূলভ সংস্করণ	... দাম ২০

মেঘ সাহিত্য কুটীর ২১, বামাপুত্র লেন, কলিকাতা—৯

